হিন্দুদের দেবদেবী

উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

প্রথম পর্ব

ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য
এম্. এ. (ট্রিপ্‌ল্), পি-এইচ্. ডি.,
কাব্যপুরাণতীর্থ, সাহিত্যভারতী।

ফার্মা কেএলএম (প্রাইভেট) লিমিটেড
কলিকাতা-৭০০০১২ * * *

প্রকাশক :
ফার্মা কেএলএম (প্রাইভেট) লিমিটেড,
২৫৭বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১২।

প্রথম প্রকাশ—১৯৮০

মুদ্রক :
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ জানা
মর্ম্মবাণী প্রেস
১৭-এ, যোগীপাড়া বাই লেন.
কলিকাতা-৭০০০০৬।

গ্রন্থকারের অন্যান্য বই :
যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায়
রবীন্দ্রসাহিত্যে আর্য প্রভাব
বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ধারা
বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্য পরিচয়
মন্দির ত্যজি যব (উপন্যাস)

মদীয় কুলগৌরব
বিশ্রুতকীর্তি বঙ্গবিখ্যাত পণ্ডিত
স্বর্গীয় হরিনারায়ণ তর্কপঞ্চানন
ও
তৎপুত্র বিদ্বজ্জনাগ্রগণ্য
স্বর্গত শ্রীরামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ
মহাশয়দ্বয়ের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে
এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

নিবেদন

ভারতীয় সভ্যতার গোড়াপত্তনের কাল নির্ণয় যেমন অসাধ্য ব্যাপার, তেমনি অসাধ্য ভারতবর্ষীয়দের দেবতাদের উদ্ভবকাল নিরূপণ করা। সেই কোন্ অজ্ঞাত অতীত থেকে আজ পর্যন্ত কত হাজার বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষে দেবতাদের রূপকল্পনা, উপাসনা ও পূজার্চনা চলে আসছে তার কোন হিসাব মেলা সহজ নয়। দেবতাদের আকার প্রকারেরও কত বৈচিত্র্য! কত বৈচিত্র্যময় কাহিনী দেবতাদের সম্বন্ধে! দেশী-বিদেশী বহু শিক্ষিত মানুষকেই এ বিষয়ে কৌতুহলী করে তুলেছে। নিছক কৌতুহলবশেই অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে এ বিষয়ে একটু আধটু পড়াশুনা শুরু করেছিলাম অনেকদিন আগে। এ বিষয়ে যতটুকু জেনেছি, যতটুকু বুঝেছি, তাতে কৌতুহল আরও বর্ধিত হয়েছে—সনাতন ভারতবর্ষের সনাতন রীতি একের মধ্যে বিচিত্রের অস্তিত্ব অথবা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের অনুভূতির উত্তরোত্তর বিস্ময় বর্ধিত করেছে। ভারতীয় দেবতাদের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের একটি কৌতুহলোদ্দীপক বিস্ময়কর ইতিহাস মানসপটে প্রতিভাত হয়েছে। মানবেতিহাসের মতই বৈচিত্র্যময় সেই ইতিহাস। বেদ পুরাণ, প্রভৃতি পড়তে পড়তে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ভারতীয় ব্রহ্মণ্যধর্মে দেব উপাসনার বিবর্তন ধারা, —প্রত্যক্ষ করেছি যুগে যুগে দেবচরিত্রের নব নব রূপায়ণ,—খুঁজেছি দেবতাদের সম্পর্কে গড়ে ওঠা বৈচিত্র্যময় কাহিনীগুলির তাৎপর্য। দেবতার মূর্তি গড়ে আনন্দোৎসব ভারতবর্ষের দেব উপাসনার লক্ষ্য নয়—মূর্তি গড়ে পূজার রীতিও চিরন্তন নয়। অমৃতের অধিকারী দেবকুলের আয়ুষ্কালও অনন্ত নয়। জন্মমৃত্যু-রূপান্তরের মধ্য দিয়েই চলেছে দেবতাদের সংসার। দেবতাদের কেন্দ্র করে যুগে যুগে গড়ে উঠেছে কত উপাখ্যান—কত কাহিনী। অনেক উপাখ্যান আজগুবি, অবিশ্বাস্য মনে হলেও এদের মধ্যে রয়েছে গভীরতর সত্যের ব্যঞ্জনা। সাধারণের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য কালে কালে এইসব গল্প-কাহিনী নির্মিত হয়েছিল। অধিকাংশ গল্প-কাহিনীর উদ্ভব বৈদিকযুগে—এগুলিরও কালে কালে রূপান্তর সাধিত হয়েছে। এদের রূপকাবরণ উন্মোচন আজ দুঃসাধ্য। রূপক উন্মোচন সম্ভব হলে সত্যের জ্যোতিতে মনপ্রাণ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। দেবচরিত্র যেখানে কলঙ্কিত বোধ হয় সেখানেও প্রকৃত সত্য দেবচরিত্রকে সত্যের মহিমায় ভাস্বর করে তোলে।

ভারতীয় দেবতাদের সম্পর্কে দেশী বিদেশী বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত অল্পবিস্তর আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই সকল গ্রন্থ অসম্পূর্ণ বলে আমার মনে হয়েছে। জড় প্রকৃতির উপাসক নয় ভারতীয় হিন্দুগণ—পাথর পূজা, পুতুল পূজাও তাঁদের অভিপ্রেত ছিল না। প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের জন্য এবং দেবতাদের স্বরূপ প্রকাশ ও বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনার জন্য একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনায় একান্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি। সেই অনুভবের ফল এই গ্রন্থ।

একদা যখন ছাত্র ছিলাম, সেই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুণ্যশ্লোক মহামহোপাধ্যায় সীতারাম শাস্ত্রীর নিকট বেদাধ্যয়নের সৌভাগ্য হয়েছিল। বেদের সকল দেবতাকেই তিনি আদিত্যরূপে ব্যাখ্যা করতেন। তখন অপরিণত বুদ্ধিতে ব্যাপারটা দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল। পরবর্তীকালে বেদাদি শাস্ত্রপাঠকালে আচার্যকৃত বেদভাষ্যের তাৎপর্য মনে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। মহামহোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা আজ আর স্মরণে নেই। কিন্তু তাঁর প্রতিপাদ্য আদিত্যের মতই ভাস্বর বোধ হয়েছে। তাই দেবতত্ত্বের সত্য উদ্ঘাটনে জগতের আত্মাস্বরূপ আদিত্যের ভাস্বর জ্যোতিতেই অবগাহন করেছি।

দীর্ঘকালের অনুশীলনে ভারতীয় দেবদেবীদের চমকপ্রদ বৈচিত্র্যময় ইতিবৃত্ত রচনা করেছিলাম নিছক খেয়ালবশে। চেষ্টা করেছি দেবদেবীর স্বরূপ আলোচনায় —গল্পকাহিনীর রূপকের খোলস ছাড়িয়ে সত্যকে প্রকাশ করতে। আমার ব্যক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিতে হয়েছে—আমার বক্তব্যের পরিপোষক এবং ভিন্ন মতাবলম্বী দেশী-বিদেশী পণ্ডিতবর্গের রচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করতে হয়েছে। তাতে হয়ত কর্মব্যস্ত মানুষের স্বল্পতর অবসর যাপনের পক্ষে গ্রন্থটি গুরুভারও হয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধিৎসু মন নূতনতর চিন্তার খোরাক পাবেন এই গ্রন্থে, এ আমার বিশ্বাস। যাতে অর্থবোধে অসুবিধা না হয়, সেইজন্য শাস্ত্রাদি বচনের খ্যাতনামা অনুবাদককৃত অনুবাদও উদ্ধৃত করেছি। অনুবাদকের নামও তৎসঙ্গে উল্লেখ করেছি। যেখানে অনুবাদকের নাম অনুপস্থিত, সেখানে অনুবাদ আমার স্বয়ংকৃত। বাহুল্যবোধে ইংরাজী উদ্ধৃতির অনুবাদ দিই নি।

প্রথমে গ্রন্থটির নাম দিয়েছিলাম ভারতের দেবদেবী। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন দেবদেবীদের সম্পর্কে উপযুক্ত আলোচনা না থাকায় গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করে হিন্দুদের দেবদেবী করেছি। আমার জ্ঞানের পরিধিতে যে সকল দেবদেবীর

অস্তিত্ব বর্তমান,—তাঁদের সকলকেই আমি এই গ্রন্থে স্থান দিয়েছি। হয়ত আমার জ্ঞানরাজ্যের সীমা বহির্ভূত আরও বহু দেবতা আছেন যাঁদের আমি আমার গ্রন্থে স্থান দিতে পারি নি। একক চেষ্টায় সীমীত সামর্থ্যে সারা ভারতের অগণিত দেবতার ইতিকথা রচনা সম্ভবপর নয়। আমি আমার সাধ্যমত প্রয়াস করেছি —এতেই আমি তৃপ্ত। বৌদ্ধ ও জৈন দেবতাদের সম্পর্কে পরবর্তীকালে আলোচনার ইচ্ছা আপাততঃ মনেই রইলো।

এই গ্রন্থ রচনাকালে কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারের সহায়তা নিতে ত হয়েছেই, উপরন্তু নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারেরও সাহায্য নিয়েছি যথেষ্ট পরিমাণে। তৎকালীন গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত যশোদাগোপাল গোস্বামী যথেষ্ট সহৃদয়তা প্রকাশ করেছিলেন। গ্রন্থাগারদ্বয়ের কর্তৃপক্ষ ও কর্মিবৃন্দের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। নবদ্বীপ নিবাসী প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত নিমাইচাঁদ গোস্বামী তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার শ্রীবাস অঙ্গন লাইব্রেরী ব্যবহার করার সুযোগ দিয়ে অশেষ কৃতজ্ঞতার ঋণে বেঁধেছেন।

এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়ে বিদগ্ধজনের হাতে উঠবে,—এ আশা কোনদিন করি নি। কিন্তু এ বিষয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই উদ্যোগী হলেন সহকর্মী অধ্যাপক বন্ধুবর ডঃ মহেন্দ্রনাথ বৈরাগী। আর আশ্বাস ও উৎসাহ পেলাম ফার্মা কেএল্‌এম্ (প্রাঃ) লিমিটেড্-এর শ্রীযুক্ত কানাইলাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে। এঁদের কাছে আমি অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। গ্রন্থ পরিকল্পনাকালে উৎসাহ পেয়েছিলাম বেদজ্ঞ অধ্যাপক সহকর্মী স্বর্গত প্রবোধকুমার ভট্টাচার্য ও বহুশাস্ত্রবিদ্ সহকর্মী অধ্যাপক স্বর্গীয় সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। গ্রন্থ রচনা এবং প্রকাশনা তাঁদের প্রত্যক্ষ-গোচর করতে পারি নি তাঁদের অকাল তিরোধানের জন্য—আমার এ আক্ষেপ রয়েই গেল। আচার্য ডঃ সুকুমার সেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পড়ে অমূল্য অভিমত প্রকাশ করায় আমার সকল প্রয়াস সার্থকতায় মণ্ডিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রন্থ প্রকাশে আর্থিক সাহায্য দিয়ে বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় দিয়েছেন। এজন্য সরকারের কর্ণধারদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। শ্রীযুক্ত কানাইলাল মুখোপাধ্যায় গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে আমার ভার লাঘব করেছেন। তাঁর সহৃদয়তা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি।

ফার্মা কেএলএম-এর কর্মিবৃন্দ বিশেষতঃ সম্পাদকীয় বিভাগের শ্রীযুক্ত শ্রীপতি-প্রসাদ ঘোষ এবং নিউ-ব্যারাকপুর নিবাসী শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী ও মর্মবাণী

প্রেসের অকুণ্ঠ সহযোগিতা এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা ছাড়া এই গ্রন্থ এত তাড়াতাড়ি প্রকাশিত হওয়া সম্ভব ছিল না। এঁদের সকলের কাছেই আমার ঋণ রইলো।

এই বিশালায়তন গ্রন্থের কিদয়ংশ প্রথমপর্বরূপে আত্মপ্রকাশ করলো। বৈদিক দেবতাদের সম্পর্কিত আলোচনা দিয়ে প্রথমপর্ব শেষ করেছি। যদিও হিন্দু দেবতাদের বৈদিক দেবতা, পৌরাণিক দেবতা প্রভৃতি নামে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়,—কারণ সকল দেবকল্পনারই উৎস বিশাল বৈদিক গ্রন্থাবলী,—বেদ থেকে পুরাণে বা পুরাণোত্তর যুগে তাঁদের রূপান্তর হয়েছে মাত্র—তথাপি যে সকল দেবতার প্রাধান্য বৈদিক যুগেই ছিল—পুরাণের যুগে যাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন অথবা একান্ত গৌণ বা নামেমাত্র পর্যবসিত হয়েছেন,—তাঁদেরই ইতিবৃত্ত এই প্রথম পর্ব বিধৃত হয়েছে। পর্যায়ান্তরে পুরাণ-প্রসিদ্ধ দেবতা—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, তাঁদের গণ বা রূপান্তর এবং শক্তি-দেবতা—দুর্গা-কালী-সরস্বতী প্রভৃতির স্বরূপেতিহাস স্থান পাবে। প্রথম পর্ব যদি সুধীজনের আদরণীয় হয়, তাহলেই আমার সকল আয়াস সফল জ্ঞান করবো। দ্বিতীয় পর্বকেও যতশীঘ্র সম্ভব কৌতূহলী পাঠকের হাতে তুলে দিতে প্রয়াসী হব। বহু দেবতার বিকাশের মূলে যে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর, তাঁর করুণাতেই পরবর্তী পর্ব নির্বিঘ্নে প্রকাশিত হবে বলে আশা করছি। শত প্রযত্নেও মুদ্রণ-প্রমাদের ভ্রূকুটী এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলেই এ বিষয়ে সহৃদয় পাঠকের মার্জনা পাওয়ার আশা রাখছি।

যদিও বৈদিকযুগে দেবতার মূর্তি গড়ে পূজার রীতি ছিল না, তথাপি মন্ত্রময়ী দেবতার একপ্রকার রূপ মন্ত্রগুলি থেকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। পুরাণে, তন্ত্রে দেবতাদের সুস্পষ্ট মূর্তির বিবরণ আছে। দেবতাদের ক্রমবিবর্তন বোঝাতে দেবতাদের বৈদিক ও পৌরাণিক রূপকল্পনা অনুসারে কতকগুলি চিত্র মৎপ্রদত্ত বর্ণনা অনুসারে এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। দেবমূর্তির রেখাচিত্রের পরিকল্পনা করেছেন পারুলিয়া নিবাসী প্রসিদ্ধ সঙ্গীত ও চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এঁর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। শ্রীমান্ পরিমল সাহা, শ্রীমান্ অনিলকুমার ঘোষ, আমার পুত্র শ্রীমান্ গৌতম ভট্টাচার্য এবং কন্যা শ্রীমতী চিত্রলেখা ভট্টাচার্য গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুতে সহায়তা করে আমার আন্তরিক আশীর্বাদভাজন হয়েছে। তাদের কল্যাণ কামনা করি।

শ্রীহংসনারায়ণ ভট্টাচার্য

বৈদিক দক্ষ

বৈদিক সূর্য্য
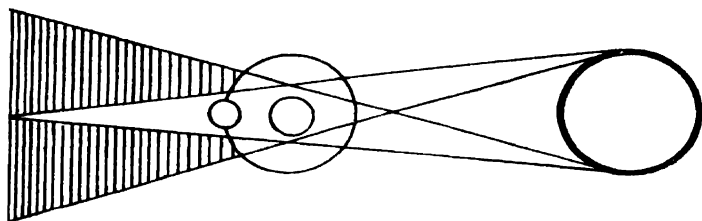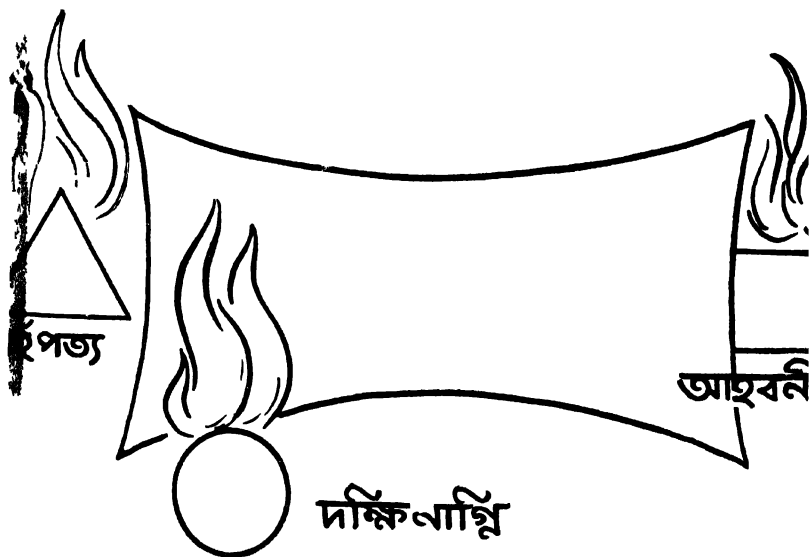
বৈদিক সোম

বৈদিক মরুৎগণ

বৈদিক অশ্বিদ্বয়

পত্য

আহবনী

দক্ষিণাগ্নি

তিন যজ্ঞীয় অগ্নি

তিন অগ্নি

পূষা

পুরাণের বৃহস্পতি

পৌরানিক সূর্য্য

পুরাণের বরুণ

পুরাণের বায়ু

পুরাণের সোম

পুরাণের দক্ষ

বরুণের স্বরূপ

পবনের রূপান্তর

পুরাণের যম

বৃত্রহন্তা ইন্দ্র

সোমপায়ী স্ফীতোদর ইন্দ্র
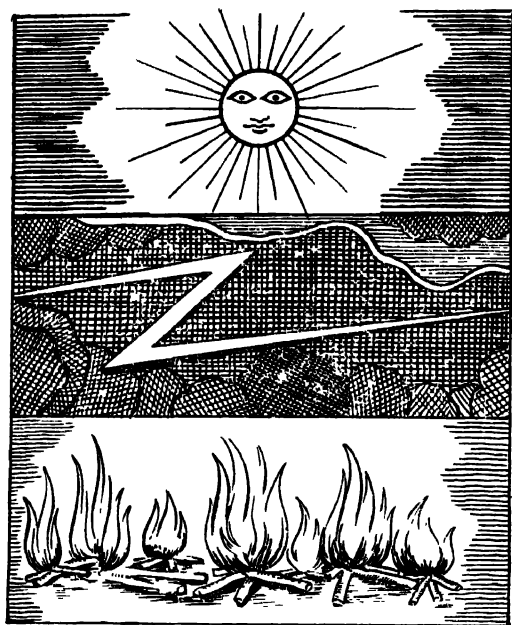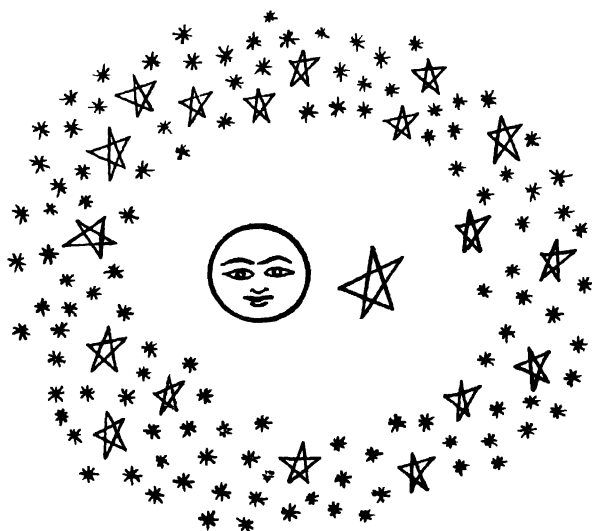
ছাগ বাহন শিখামণ্ডিত অগ্নি
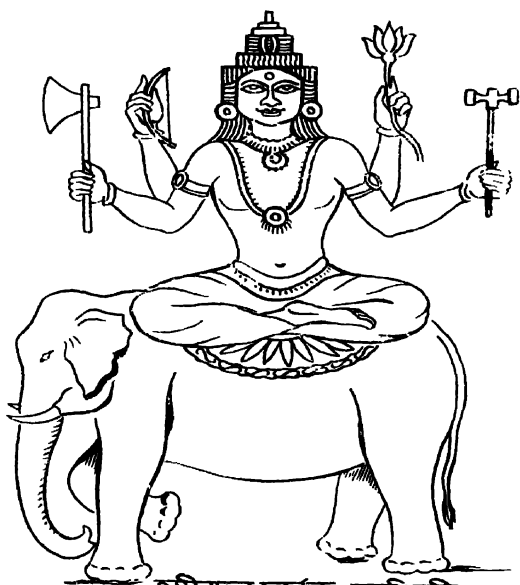
হস্তীবাহন চতুর্ভুজ - দেবশিল্পী

আর্যধর্মের বিবর্তন

আর্যধর্ম মূলতঃ একেশ্বরবাদী হওয়া সত্ত্বেও এক ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন গুণক্রিয়া অনুসারে পরিকল্পিত বহু দেবদেবীর উপাসনা বৈদিক যুগ থেকেই ভারতবর্ষে প্রচলিত। দেবতার চরিত্রের যেমন পরিবর্তন ঘটেছে যুগে যুগে,—তেমনি দেব-উপাসনার পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটেছে। বৈদিক যুগে অগ্নিকে দেবতার মুখ এবং দূতরূপে গ্রহণ করে দেবগণের প্রতিনিধি প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নিতে বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে হবি (ঘৃত, পিষ্টক, পায়স, পশুর বপা, মাংস প্রভৃতি) অর্পণ করা হোত। এই যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান নিছক কুসংস্কার ছিল না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিত্যনৈমিত্তিক বিস্ময়কর কার্যাবলী একটি বিরাট যজ্ঞরূপে প্রতিভাত হয়েছিল ঋষিদের মনে। বিশ্বের অত্যাশ্চর্য সৃজন ক্রিয়া একটি অখণ্ড যজ্ঞকর্ম ভিন্ন কিছুই নয়। এই অখণ্ড-যজ্ঞক্রিয়ার মধ্য দিয়েই চলেছে সৃষ্টিস্থিতিলয়ের অবিচ্ছিন্ন গতি। এই যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা যজ্ঞেশ্বর এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর। আর্যদের যাগকর্ম বিশ্বযজ্ঞের প্রতীক। যজ্ঞেশ্বরকে তৃপ্ত করার জন্য পার্থিব যজ্ঞের অনুষ্ঠান। "The vedic ritual aimed at resembling more and more perfectly the very ritual, through which the universe exists. The household fire was the image of cosmic fire. The universe in turn was but a vast sacrifice, in which Fire, the great fearful and violent god constantly devoured the gigantic oblation of all that was gentle and soft."[১]

দেবতাদের তুষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে আত্মজ্ঞানলাভের সাধনাও প্রচলিত ছিল। আত্মা তথা ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন বামদেব, পুরুকুৎস, ইন্দ্র, বাক্ প্রভৃতি ঋষিগণ। পরবর্তীকালে আর্যদের ঈশ্বরোপাসনায় যাজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষা আত্মস্বরূপ উপলব্ধি অধিকতর গুরুত্ব লাভ করেছে। বহু দেবতার পরিবর্তে এক ঈশ্বরের সর্বময় অস্তিত্বের অনুভব উপনিষদের ঋষিদের ধর্মচর্যার প্রধান বিষয় হয়েছে। তবে যজ্ঞানুষ্ঠান একেবারে অপ্রচলিত কখনও হয় নি। পৌরাণিক যুগে আবার বহুদেবতার উপাসনা বহুলতা লাভ করেছে। নিরাকার সর্বময়

---

১ Hidu Polytheism—Alain Danielou, page 68.

ব্রহ্মের ধারণা সর্বসাধারণের পক্ষে সম্ভবপর না হওয়ায় এক ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ কর্মের প্রকাশ লক্ষ্য করে বহু দেবতার পরিকল্পনা হয়েছে। বৈদিক দেবতারা অনেক রূপ পরিবর্তন করে পৌরাণিক যুগে আবির্ভূত হয়েছেন নব কায়া নিয়ে, অনেক প্রাচীন দেবতার উপাসনা বিলুপ্ত হয়েছে, আবার অনেক নূতন নূতন দেবতারও আবির্ভাব হয়েছে।

দেব-উপাসনার রীতি-প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়েছে। পৌরাণিক যুগের দেব-পূজায় বৈদিক যজ্ঞ এবং ব্রহ্মচিন্তা পরিবর্তিত আকারে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই যুগে দেবতাকে প্রত্যক্ষগোচর করে তোলার জন্য প্রস্তরময়ী অথবা মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণ করে পূজার আয়োজন জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। পূজাবিধিতে দশোপচার, পঞ্চোপচার অথবা ষোড়শোপচারে দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার রীতি প্রচলিত হয়েছে। এই পূজা-ক্রমে মানবিক প্রয়োজনানুরূপ দ্রব্যাদি দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করার ব্যবস্থা। আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, মধুপর্ক, আচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র নৈবেদ্যাদি নিবেদনের মধ্যে দেবতাকে মানবিকরূপে গ্রহণ করার প্রবণতা স্পষ্ট। ভগবদ্গীতাতেই দেখা যায় যে—পুষ্প, ফল, জল প্রভৃতি দেবোদ্দেশে উৎসর্গিত হোত। শ্রীভগবান বলেছেন,

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥[১]

—পত্র (তুলসী), পুষ্প, ফল, জল যে ভক্তিভরে আমাকে প্রদান করে, আমি সেই ভক্তের ভক্তির উপহার গ্রহণ করি।

দেবতার রূপ কল্পনায় এবং দেবতার সঙ্গে পিতা-মাতার সম্পর্ক স্থাপনে দেবতাকে মানবিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। কর্ম ও জ্ঞানের স্থান গ্রহণ করেছে ভক্তি। এই পূজাবিধির অন্যতম অঙ্গ ধ্যান,—দেবতার রূপ ও স্বরূপ-চিন্তন এবং দেবতার নাম বা বীজমন্ত্র জপ। ধ্যানকালে দেবতার সঙ্গে পূজক বা সাধকের একাত্মতার ভাবনা প্রয়োজন। জপকালে অনন্যমনা হয়ে দেবতায় চিত্ত নিবেশ। ধ্যানে উপনিষদের ব্রহ্মচিন্তা নবরূপ পেয়েছে, আর জপে এসেছে চিত্তের একাগ্রতা। অথচ বারণ চমস (কোশাকুশী) সহযোগে দেবপূজা, প্রাণায় স্বাহা ইত্যাদি পঞ্চমন্ত্রে পঞ্চপ্রাণের আহুতি প্রদান যাগ-যজ্ঞেরই সংক্ষিপ্ত রূপ নয় কি? যজ্ঞে অগ্নিতে প্রদত্ত ঘৃতের স্বনাভিষিক্ত

১ গীতা—৯।২৬

সর্বজীবের প্রাণভূত—কারণরূপ সলিল বা জল। আবার প্রতিমা পূজায় হোম বা যজ্ঞ অপরিহার্য অঙ্গ। এই হোম-যাগও বৈদিক যাগযজ্ঞ থেকেই আগত। হোম-যাগে বৈদিক মন্ত্রাদি পাঠ করা হয়। বিষ্ণু বা বিষ্ণুর রূপভেদ ছাড়া অন্যান্য দেবতার পূজায় বিশেষতঃ শক্তিপূজায় পশুবলির রীতি আছে। যূপকাষ্ঠে পশু-বলিদানের প্রথাও বৈদিক কর্মকাণ্ড থেকেই আগত। যাগক্রিয়া ও স্বরূপধ্যান ছাড়া দেবপূজায় আরও কিছু প্রক্রিয়া বর্তমান যেগুলি এসেছে তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতি থেকে। তান্ত্রিক সাধনার উৎস বেদ হলেও তন্ত্রসাধনার ক্রিয়া প্রক্রিয়া রীতি নীতি বৈদিক ধর্মচর্যা থেকে পৃথক পথ অনুসরণ করেছে। প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, বীজমন্ত্র জপ প্রভৃতি তান্ত্রিক সাধনার অঙ্গীভূত হলেও যে কোন দেবার্চনার ক্ষেত্রে অবশ্যকর্তব্যরূপে গৃহীত হয়েছে। এইভাবে বৈদিক দেবার্চনা ক্রম-বিবর্তনের পথে উপনিষদের আত্মচিন্তন ও তান্ত্রিক রীতির সঙ্গে অন্বিত হয়ে এবং মানবিক প্রয়োজনবোধ সম্পৃক্ত হয়ে একটি সহজতর পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে।

ভারতীয় ধর্মচর্যার যেমন একটি বিবর্তনধারা প্রত্যক্ষগম্য তেমনি, ভারতীয় দেবতাদেরও একটি ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস সুস্পষ্ট। বেদ থেকে উপনিষদ—উপনিষদ থেকে পুরাণ—পুরাণ থেকে লৌকিক রীতিতে একই দেবচরিত্রের কত পরিবর্তন কত রূপান্তর ঘটেছে তার বিবরণ যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি চমকপ্রদ। এককালে প্রধান দেবতা পরবর্তীকালে হয়েছেন অপ্রধান। কত দেবতার ঘটেছে বিলুপ্তি; আবার কত কত নতুন দেবতার হয়েছে আবির্ভাব। একদা প্রাধান্যহীন দেবতার হয়েছে উচ্চতর মহিমায় অধিষ্ঠান, আবার কোন কোন মহাপ্রতাপশালী দেবতা গৌরব হারিয়ে কোন প্রকারে অস্তিত্ব নিয়ে টিকে আছেন। আর্যেতর সংস্কৃতি থেকে কত দেবতা এসেছেন হিন্দুদেবসভায়, কত দেবতা এসেছেন পুরাণতন্ত্র এমন কি বৌদ্ধতন্ত্রের মধ্য দিয়ে আধুনিক হিন্দু দেবতার মিছিলে। এইভাবে ঋগ্বেদের তেত্রিশ দেবতা হলেন তেত্রিশ কোটী।

এক সময়ে ইন্দ্র ও অগ্নি ছিলেন দেবসমাজের সর্বোচ্চ স্থানে—পরে তাঁদের চরিত্রের কত পরিবর্তন ঘটেছে, আধুনিককালে তাঁরা নামে মাত্র জীবিত অথবা ভিন্নরূপে প্রতিভাত। অথচ বেদে বিষ্ণু অপ্রধান হয়েও পুরাণে এবং পুরাণোত্তর হিন্দু সমাজে অন্যতম প্রধান দেবতা। রুদ্র রুদ্রত্ব হারিয়ে হলেন শিব। শক্তি দেবতার অস্তিত্বের সুস্পষ্ট চিত্রের অভাব বেদে থাকলেও পুরাণে ও তন্ত্রে বহু বিচিত্র রূপে তাঁর প্রকাশ; আধুনিককালেও তাঁর প্রভাব অপ্রতিহত। দেবতাদের এই

উত্থানপতন ও জন্মান্তরের ইতিবৃত্ত অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। দেবতাদের এই চমকপ্রদ বিবরণের ইঙ্গিত ঋগ্বেদেই আছে। ঋষি ছোট-বড়, যুবক-বৃদ্ধ সকল দেবতাদের প্রণাম জানাতে গিয়ে বলেছেন :

নমো মহদ্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্যো
নমো যুবভ্যো নম আশিনেভ্যঃ।[১]

—প্রসিদ্ধ (মহৎ) দেবগণকে আমি প্রণাম করিতেছি ; নব প্রসিদ্ধিসম্পন্ন দেবগণকে আমি প্রণাম করিতেছি; লুপ্তগৌরব বৃদ্ধগণকে আমি প্রণাম করিতেছি।[২]

ঋক্‌টীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সায়নাচার্য লিখেছেন, "মহদ্ভ্যঃ গুণৈরধিকা, অর্ভকা গুণৈঃ শূন্যাঃ যুবানঃ তরুণাঃ আশিনা বয়সা ব্যাপ্তা বৃদ্ধাঃ।"—(অর্থাৎ) মহৎ দেব অর্থে অধিকগুণসম্পন্ন দেবতা, অর্ভক শব্দের অর্থ গুণশূন্য, যুবা অর্থে তরুণদেবতা আশিন শব্দের অর্থ বয়োবৃদ্ধ দেবতা।

ঋগ্বেদের সময়েই দেবতাদের শ্রেণীবিভাগের যে ইঙ্গিত এখানে পাই তা আজ পর্যন্ত সমস্ত হিন্দুদেবতাদের বিবর্তনের ইতিহাস। পুরাণে বিভিন্ন দেবতা সম্পর্কে বহুতর উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। এই সকল উপাখ্যান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রূপক এবং এগুলির মূল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈদিক যুগ পর্যন্ত প্রসারিত। অনেক পৌরাণিক উপাখ্যানেরই জন্ম হয়েছিল ব্রাহ্মণের যুগে। এইগুলি পুরাণে পল্লবিত হয়েছে। এই উপাখ্যানগুলির বিবর্তন দেবতাদের বিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত।

মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ যজ্ঞক্রিয়াকে প্রতীক রূপেই গ্রহণ করেছেন।—"It is not the sacrificial Fire that is capable of these functions, nor can it be any material flame or principle of physical heat and light Yet throughout the symbol of the sarificial Fire is maintained It is evident that we are in the presence of a mystic symbolism to which the fire, the sacrifice, the priest are only out-word figures of a deeper teaching and yet figures which it was thought necessary to maintain and to hold constantly in front".[৩]

১ ঋগ্বেদ—১।২৭।১৩ ২ অনুবাদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী

৩ On the Veda, page 74.

শ্রীঅরবিন্দ বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানকে ঐশ্বরিক চেতনালাভের উপায়রূপে গ্রহণ করেছেন। যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলন তাঁর নিকট দৈব প্রেরণাপ্রজ্বলনের রূপক—Kinding of the divine flame."[১]

বৈদিক অগ্নি-উপাসনা কালক্রমে বহুদেবতার উপাসনায় পর্যবসিত হয়েছে। কালক্রমে যজ্ঞানুষ্ঠান জটিল, প্রাণহীন ও দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছিল বলে মনে হয়। যাগযজ্ঞের মাধ্যমে দেবতাদের কৃপালাভ ছিল সেকালের আর্যদের লক্ষ্য। ঋগ্বেদে যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্যে দেবতার কৃপালাভ এবং যজ্ঞকারীর ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ কামনা নিহিত ছিল। পরে দেবতার মূর্তি যজ্ঞের স্থান গ্রহণ করলো। বিচিত্র পথে গড়ে উঠলো বিভিন্ন দেবতার মূর্তি পরিকল্পনা। পুরাতন যুগের দেবতারা প্রাধান্য হারিয়ে কেউ গেলেন লুপ্ত হয়ে কেউ বা নামে মাত্র জীবিত রইলেন। পুরাণের যুগে প্রধান হলেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর—আরও পরে প্রাধান্য পেলেন বিষ্ণু ও শিব আর শক্তিদেবতা দুর্গা-কালী।

---

১ On the Veda, page 279.

বেদের একেশ্বরত্ব

হিউমের মতে, প্রাচীনকালের সকলদেশের সকল মানুষই ছিল বহু দেবতার উপাসক। 'It is a matter of incontestability that about seventeen hundred years ago all mankind were polytheists. The doubtful or sceptical principles of a few philosophers or the theism, and that not entirely pure, of one or two nations, form no objections worth-regarding Behold, then, the clear testimony of history : the farther we mount up into antiquity, the more do we find mankind plunged into polytheism, no marks no symtoms of any more perfect religion. The most ancient records of human race still present us with that system as the popular and established creed. The north, the south, the east, the west, give their unanimous testimony to the same fact."[১]

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আদিম মানুষের ধর্মবিশ্বাস যাই হোক না কেন, ভারতবর্ষের দেব-উপাসনা বহুদেবতায় বিশ্বাস সত্ত্বেও একেশ্বরের উপাসনায় পর্যবসিত। ঋগ্বেদ যে পৃথিবীর আদিমতম ধর্মগ্রন্থ, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ভারতীয় সাহিত্যেরও প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ। সময় সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও ঋগ্বেদের নিম্নতম সময়-সীমা দুহাজার খৃষ্টপূর্বাব্দের পরে নয়। সাধারণতঃ পঞ্চ-সহস্র খৃষ্টপূর্বাব্দ অথবা আরো বহুপূর্বকাল পর্যন্ত ঋগ্বেদের সময়সীমা প্রসারিত। পৃথিবীর এই প্রাচীনতম মহাগ্রন্থ থেকে পাঁচ-সাত হাজার কিংবা আরও পূর্ববর্তীকালের মানুষের ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মচর্যার যে বিশ্বস্ত আলেখ্য পাওয়া যায়, তা আর কোথাও সুলভ নয়। ভারতীয় আর্যধর্মের প্রভাব এককালে পৃথিবীর নানা দেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ঋগ্বেদের দেব-উপাসনার বৈশিষ্ট্যই বহুর মধ্যে একত্বের অনুভূতি। একজন পাশ্চাত্য ভারততত্ত্ববিদ এ সম্পর্কে লিখেছেন: 'The Hindus have from time immemorial believed in the existence of one Supreme Being, in the immortality of soul and in a future state of reward and punishment : but in their opinion respecting the nature of Supreme Being they are unquestionable pantheists"[২]

---

১ Hume's Essays—Vol. II page 408.

২ Hindu Mythology—Lieut. col. Vans. Kunedy.

ঋগ্বেদে বহুদেবতার উপাসনা দৃষ্ট হয়। দেবতাদের যজ্ঞে আহ্বান করা হয়েছে এবং দেবতাদের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে হবিঃ অর্পিত হয়েছে। অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, সোম, সূর্য, পূষণ্‌, মরুৎ, দ্যৌঃ, পর্জন্য, অশ্বিদ্বয়, পৃথিবী, অদিতি, সরস্বতী প্রভৃতি বহুদেবতার অস্তিত্ব ঋগ্বেদের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। অন্যান্য বৈদিক সংহিতা এবং ব্রাহ্মণেও বহু দেবতার অর্চনা স্থান লাভ করেছে। সুতরাং বৈদিক আর্যগণ যে বহুদেবতায় বিশ্বাসী ছিলেন, এ মত প্রায় সর্বজন স্বীকৃত। আধুনিক হিন্দুধর্ম বৈদিক ধর্মোপাসনার বিবর্তন ও রূপান্তরের ফলে গড়ে উঠেছে। সেইজন্যই আধুনিক হিন্দুধর্মেও বহু দেবতার পূজা প্রচলিত। বরঞ্চ দেবতার সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হতে হতে বিপুল আকার ধারণ করেছে।

ঋগ্বেদে দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ :

যে দেবাসো দিব্যেকাদশ স্থ পৃথিব্যা মধ্যেকাদশ স্থ।
যে অপ্‌সুক্ষিতো মহিনৈকাদশ স্থ তে দেবাসো যজ্ঞমিমং যুষধ্বম্‌॥[১]

—যে দেবগণ স্বর্গে একাদশ, পৃথিবীর উপরেও একাদশ, যখন অন্তরীক্ষে বাস করেন তখনও একাদশ, তাঁহারা নিজ মহিমায় যজ্ঞ সেবা করেন।[২]

অপর একটী ঋকে আছে :

আ নাসত্যা ত্রিভিরেকাদশৈরিহ দেবেভির্যাতং মধুপেয়মশ্বিনা॥[৩]

—হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! ত্রিগুণ একাদশ (তেত্রিশ) দেবগণের সহিত মধুপানার্থ এখানে আইস।[৪]

ঋষি অপর একটী মন্ত্রে অগ্নিকে উদ্দেশ করে বলেছেন, "ত্রয়স্ত্রিংশতমাবহ।"[৫] —হে অগ্নি, তুমি তেত্রিশজন দেবতাকে এখানে নিয়ে এস।

অথর্ববেদেও ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতার উল্লেখ আছে। তেত্রিশসংখ্যক দেবতাকে তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে :

যে দেবা দিব্যেকাদশ স্থঃ তে দেবাসো হবিরিদং যুষধ্বম্‌॥
যে দেবা অন্তরিক্ষ একাদশ স্থ তে দেবাসো হবিরিদং যুষধ্বম্‌॥
যে দেবাঃ পৃথিব্যাং একাদশ স্থ তে দেবাসো হবিরিদং যুষধ্বম্‌॥[৬]

---

১ ঋগ্বেদ—১।৩৩৯।১১ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৩ ঐ —১।৩৪।১১ ৪ তদেব
৫ ঐ —১।৪৫।২ ৬ অথর্ববেদ—১৯।৪।২৭।১১-১৩

—যে দেবগণ দ্যুলোকে (স্বর্গে) একাদশ সংখ্যক তাঁরা এই হবি গ্রহণ করুন। যে দেবগণ অন্তরীক্ষে (আকাশে) একাদশ তাঁরা এই হবি গ্রহণ করুন। যে দেবগণ পৃথিবীতে একাদশ তাঁরা এই হবি গ্রহণ করুন।

ঋগ্বেদের পূর্বোদ্ধৃত মন্ত্রটীতে (১।১৩৯।১১) ও দেবগণকে স্বর্গবাসী, মর্তবাসী ও অন্তরীক্ষবাসী—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। তৈত্তিরীয় সংহিতাতে[১] ও স্বর্গ অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীতে স্থিত মোট তেত্রিশজন দেবতার উল্লেখ আছে। তেত্রিশ সংখ্যক দেবতার বিবরণ প্রসঙ্গে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলেন, "অষ্টৌ বসবঃ, একাদশ রুদ্রা, দ্বাদশ আদিত্যাঃ প্রজাপতিশ্চ বষট্কারশ্চ।"[২] —আটজন বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি এবং বষট্কার মিলে তেত্রিশ দেবতা। বৃহদারণ্যকোপনিষদে তেত্রিশ সংখ্যক দেবতার তালিকায় বষট্কার স্থলে ইন্দ্র আসন পেয়েছেন, "ত্রয়স্ত্রিংশত্ত্বেব দেবা ইতি। কতমে তে ত্রয়স্ত্রিংশ-দিত্যষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যাস্ত একত্রিংশদিন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশাবিতি।"[৩] -(শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন—ভাল) সেই তেত্রিশটি দেবতাই বা কে কে ?—(যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,) অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য—এই একত্রিশ, আর ইন্দ্র ও প্রজাপতি দুই মিলিত হইয়া তেত্রিশ হইল।[৪]

শতপথ ব্রাহ্মণে (৪।৫।৭।২) অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, দ্যৌস্ ও পৃথিবী নিয়ে তেত্রিশ দেবতা। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণানুসারে (২।১৮) একাদশ প্রযাজ দেবতা, একাদশ অনুযাজ দেবতা এবং একাদশ উপযাজ দেবতা দ্বারা গঠিত দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ।

উপর্যুক্ত বিবরণ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বৈদিক ঋষিদের বিশ্বাস অনুযায়ী দেবতার সংখ্যা ত্রয়স্ত্রিংশৎ। কিন্তু দেবতার নাম গণনা করলে দেখা যাবে যে প্রকৃত সংখ্যা তেত্রিশের অনেক বেশী। পূর্বোদ্ধৃত একটি ঋকে (১।৩৪।১১) তেত্রিশ দেবতার অতিরিক্ত নাসত্য বা অশ্বিদ্বয়ের এবং অপর একটি ঋকে (১।৪৫।২) অতিরিক্ত হিসাবে অগ্নির নাম পাই। আর একটি ঋকে অষ্টবসু, দ্বাদশ আদিত্য ও একাদশ রুদ্র ছাড়াও অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, বিষ্ণু উষা ও সূর্যের একত্র অবস্থানের কথা বলা হয়েছে :

---

১ তৈঃ সংহিতা—১।৪।১০।১ ২ ঐতঃ ব্রাঃ—১।১০

৩ বৃহঃ উপঃ—৩।৯।২ ৪ অনুবাদ—দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

অগ্নিনেন্দ্রেণ বরুণেন বিষ্ণুনাদিত্যৈ রুদ্রৈর্বসুভিঃ সচাভুবা।
সযোষসা উষসা সূর্যেণ চ সোমং পিবতমশ্বিনা ॥[১]

—হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, বিষ্ণু, আদিত্যগণ, রুদ্রগণ ও বসুগণের সহিত একত্রে এবং উষা ও সূর্যের সহিত মিলিত হইয়া সোমপান কর।[২]

কোন কোন স্থলে উল্লিখিত দেবতার সংখ্যা তেত্রিশশত উনচল্লিশ :

ত্রীনি শতা ত্রী সহস্রাণ্যগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসপর্যন্ ॥[৩]

—তিন সহস্র তিনশত ত্রিংশং ও নব সংখ্যক দেবগণ অগ্নিকে পূজা করিয়াছেন।[৪]

শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতায় (৩৩।৭) এই মন্ত্রটি উদ্ধৃত হয়েছে। সুতরাং যজুর্বেদের মতেও ৩৩৩৯ জন দেবতা আছেন। সায়নাচার্য মনে করেন যে দেবতার সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে তেত্রিশ; ৩৩৩৯ সংখ্যা দেবতাদের মহিমা-প্রকাশক মাত্র।

বাজসনেয়ী সংহিতার একস্থানে বসু, রুদ্র এবং আদিত্যগণ ছাড়াও কয়েকজন দেবতার একত্র উল্লেখ আছে : "অগ্নির্দেবতা। বাতো দেবতা। সূর্যো দেবতা। চন্দ্রমা দেবতা। বসবো দেবতা। রুদ্রা দেবতা। আদিত্যা দেবতা মরুতো দেবতা। বিশ্বে-দেবা দেবতা। বৃহস্পতির্দেবতা। ইন্দ্রো দেবতা। বরুণো দেবতা।"[৫]

বৈদিক দেবতাগণ সংখ্যার হিসাবে যতই হোন না কেন, এ কথা নিশ্চিত বলা চলে যে, বৈদিক আর্যগণ বহু দেবতার উপাসনা করতেন। অনেক অনেক পণ্ডিতের মতে ঋগ্বেদে বহুদেবতার উপাসনা ক্রমে ক্রমে একেশ্বরের ধারণায় পর্যবসিত হয়। দশম মণ্ডলের পুরুষসূক্তেই সর্বপ্রথম একেশ্বরের ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল বৈদিক দেবতাদের সম্পর্কে লিখেছেন, "This is concerned with the worship of gods that are largely personifications of the powers of nature. The hymns are mainly invocations of these gods and are meant to accompany the oblations of the fire sacrifice of melted butter. It is thus essentially a politheistic religion, which assumes a pantheistic colouring only in a few of its latest hymns"[৬]

---

১ ঋগ্বেদ—৮।৩৫।১ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৩।৯।৯

৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ শুক্লযজু—১৪।২০

৬ Vedic Reader, Prof. A. Macdonell, page 18.

দশম মণ্ডলের পুরুষ সূক্তে সর্বব্যাপী বিরাট পুরুষের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥
পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥
এতাবানস্য মহিমা তো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥[১]

—পুরুষ সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র পদ বিশিষ্ট। তিনি সমস্ত পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করে দশাঙ্গুলি পরিমিত হয়ে বিরাজমান। ভূত এবং ভবিষ্যৎ সবই সেই পুরুষ। যেহেতু তিনি অন্নের (যজ্ঞ অথবা কর্মের) দ্বারা সব কিছু অতিক্রম করেন, এতএব তিনি অমৃতত্বের ঈশ্বর (কর্তা)। এ সবই তাঁর মহিমা। তিনি এই সকল অপেক্ষাও বৃহত্তর, বিশ্বভুবনে তাঁর একটি মাত্র পাদ—দ্যুলোকে অমৃতরূপী তাঁর তিন পাদ।

এই সূক্তের বিরাট পুরুষের সঙ্গে গীতার পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ বর্ণনায় অর্জুন বলেছেন :

অনাদি মধ্যান্তমনন্তবীর্যম্। পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
অনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্॥ স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি।
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ॥[২]

—উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়রহিত, অনন্ত বীর্যসম্পন্ন, অনন্ত বাহুযুক্ত, চন্দ্র-সূর্যরূপী দুই নেত্রবিশিষ্ট, জ্বলন্ত অগ্নিময় মুখসমন্বিত স্বীয় তেজের দ্বারা বিশ্বভুবন সন্তাপনকারী তোমাকে দেখছি। তুমিই দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যভাগ (অন্তরীক্ষ-লোক) এবং দিক্‌সকল ব্যাপ্ত করে বিরাজমান।

উপনিষদের ব্রহ্মের সঙ্গে ঋগ্বেদের সহস্রশীর্ষা পুরুষ ও ভগবদ্‌গীতার শ্রীকৃষ্ণের কোন তফাৎ নেই। উপনিষদ্ ব্রহ্ম সম্পর্কে বলেছেন :

অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুসী চন্দ্রসূর্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিতাশ্চ বেদাঃ।

---

১ ঋগ্বেদ—১০।৯০।১-৩

২ গীতা—১১।১৯-২০

বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য
পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্বভূতান্তরাত্মা ॥[১]

—যাঁহার মস্তক দ্যুলোক, চক্ষু, চন্দ্র ও সূর্য, কর্ম দিক্‌সমূহ, বাক্য প্রকটিত বেদসমূহ, প্রাণ বায়ু, অন্তঃকরণ নিখিল জগৎ এবং যাঁহার পদ হইতে পৃথিবী জাত হয়, তিনিই সমুদয় স্থূল মহাভূতের অন্তরাত্মা।[২]

সর্বতঃ পানিপাদন্তং সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥[৩]

—তাঁর হাত পা সকল দিকে প্রসারিত, তাঁর মুখ এবং মস্তক সর্বত্র বর্তমান, তাঁর কর্মও সর্বত্র- তিনি সব কিছুই ব্যাপ্ত করে বিরাজমান।

ঋগ্বেদের পুরুষ এবং উপনিষদের ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন। উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বই ঋগ্বেদে আত্মপ্রকাশ করেছে। দশম মণ্ডলের আবার একটি সূক্তে বিশ্বকর্মার মহিমা-কীর্তন প্রসঙ্গে বলা বলেছে :

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বাহুরুতবিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ ॥[৪]

—সেই এক দেবতা, —সর্বব্যাপী তাঁর চক্ষু, বিশ্বময় তাঁর মুখ, —সর্বময় তাঁর হাত এবং পা, —তিনি বাহুদ্বারা স্বর্গকে সম্যক্‌রূপে স্থাপন করে, পদদ্বারা স্বর্গ-মর্ত্য সৃষ্টি করে এক অদ্বিতীয়রূপে বিরাজ করছেন।

দশম মণ্ডলেই হিরণ্যগর্ভস্তুতি আছে। হিরণ্যগর্ভও বিশ্বস্রষ্টা পালয়িতা আদি দেব।

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্যাগ্রে জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।[৫]

—সর্বপ্রথমে কেবল হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জাতমাত্রই সর্বভূতের অধীশ্বর হইলেন। তিনি পৃথিবী ও আকাশকে স্বস্থানে স্থাপিত করিলেন। কোন্ দেবতাকে হবি দ্বারা পূজা করিব।[৬]

আচার্য সায়ন 'ক' শব্দের অর্থ করেছেন 'প্রজাপতি'—বিশ্বস্রষ্টা। হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি, বিশ্বকর্মা এবং বিরাটপুরুষের অভিন্নতা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়।

---

১ মণ্ডুকোপনিষৎ—২।১।৪
২ অনুবাদ—স্বামী গম্ভীরানন্দ
৩ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—৩।১৬
৪ ঋগ্বেদ—১০।৮১।২
৫ ঋগ্বেদ—১০।১২১।১
৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত।

হিরণ্যগর্ভ পুরুষ বিশ্বকর্মা—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা—সৃষ্টির আদিতেও বর্তমান এবং সর্বময় পরিব্যাপ্ত। তিনিই সর্বব্যাপী ব্রহ্ম—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। বেদের বহুদেবতা যে তিনি ছাড়া আর কিছু নয়, এ সত্য একেবারে দিবালোকের মত স্পষ্ট। দশম মণ্ডলেই একটি ঋকে বলা হয়েছে,—"সুপর্ণং বিপ্রা কবয়ো বচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।"[১]—পক্ষী একই আছেন, বুদ্ধিমান পণ্ডিতগণ তাঁহাকে কল্পনাপূর্বক অনেক প্রকার বর্ণনা করেন।[২] এই এক পক্ষী অবশ্যই প্রজাপতি বা বিশ্বকর্মা অথবা পুরুষ—উপনিষদের ব্রহ্ম।

দশম মণ্ডলের একটি সূক্ত দেবীসূক্ত নামে সুপ্রসিদ্ধ। সূক্তটিতে অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ নিজেকে সকল দেবতার সঙ্গে এবং বিশ্বভুবনের সঙ্গে একাত্মতার অনুভবে ঘোষণা করেছেন :

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥
অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।[৩]

—আমিই একাদশ রুদ্র ও অষ্টবসুরূপে বিচরণ করি। আমি দ্বাদশ আদিত্য ও সমস্ত দেবতা (অথবা বিশ্বসংজ্ঞক দেবগণরূপে) বিচরণ করি। আমি মিত্র ও বরুণ এই উভয় দেবকে ধারণ করিতেছি। আমি ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমার নামক দুই দেবকে ধারণ করিতেছি। শত্রুদিগের সংহারকর্তা চন্দ্রকে (অভিষোতব্য সোমকে) আমি ধারণ করিতেছি।[৪]

ঋষিকবি বাকের এই আত্মানুভূতি ব্রহ্মানুভূতির সমতুল্য। সাধনার দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আত্মাস্বরূপ এক ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার তাঁর অন্তরে ঘটেছে বলেই তিনি বিশ্বদেবের সঙ্গে একাত্ম বোধ করেছেন। উপনিষদের ঋষিও ব্রহ্মানুভূতির ফলে অনুরূপভাবে ঘোষণা করেছিলেন,—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।[৫]

আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়।[৬]

---

১ ঋগ্বেদ—১০।১১৪।২৫
২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত।
৩ ঋগ্বেদ—১০।১২৫।১-২
৪ অনুবাদ—শ্যামাচরণ কবিরত্ন।
৫ শ্বেতাশ্বতর—৩।৮
৬ নৈবেদ্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সর্বভূতে বিশ্বাত্মার উপলব্ধিই ব্রহ্মোপলব্ধি। উপনিষদের ঋষির কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে :

যস্ত সর্বানি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।[১]

—যিনি সর্বভূতকে আত্মাতে এবং আত্মাকেও সর্বভূতে দর্শন করেন, সেই সর্বাত্মার দর্শনের ফলে (কাহাকেও) ঘৃণা করেন না।[২]

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও ভগবান এই কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন :

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥[৩]

—যোগসমাহিতচিত্ত সমদর্শী পুরুষ সর্বভূতে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে সর্বভূতকে প্রত্যক্ষ করে থাকেন।

সর্বভূতে আত্মসাক্ষাৎকার ঘটেছিল যে ঋষিকবির, তিনি যে একেশ্বরে বিশ্বাসী, সে কথা বলাই বাহুল্য। বহু দেবতায় বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও একেশ্বরবাদের স্ফূর্তি ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে সম্যক্‌ভাবে ঘটেছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিন্তু পণ্ডিতদের মতে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলটী অন্যান্য মণ্ডলের তুলনায় পরবর্তী-কালের রচনা। Dr. A. B. Keith লিখেছেন, "The tenth book also displays both in metrical form and linguistic details, signs of more recent origin than the bulk of the collection."[৪]

ডঃ বি. কে. ঘোষ লিখেছেন, "That the tenth Mandala is later in origin than the first nine is, however, perfectly certain from the evidence of the language"[৫]

ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদে মনীষী রমেশ চন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের সহিত যেরূপ সামবেদের সম্পর্ক সেইরূপ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সহিত অথর্ববেদের সম্পর্ক। অথর্ববেদের অনেকগুলি সূক্ত এই দশম মণ্ডল হইতে লওয়া। দশম মণ্ডল ঋগ্বেদ রচনাকালের শেষ অংশে রচিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে, তাহা আমরা ক্রমশঃ নির্দেশ করিব।"[৬]

---

১ ঈশোপনিষৎ—৬ ২ অনুবাদ—দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ
৩ গীতা—৬।২৯ ৪ Cambridge History of India, vol. I, page 77.
৫ Vedic Age, page 227. ৬ ঋগ্বেদ সংহিতা—বঙ্গানুবাদ, ২য়, পৃঃ ১৩১৪

রমেশচন্দ্র পুরুষসূক্ত সম্পর্কে লিখেছেন, "ঋগ্বেদ রচনাকালের অনেক পরে এই অংশ রচিত হইয়া প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।"[১] বিশ্বকর্মা সম্পর্কিত ৮১ সংখ্যক সূক্তটিকেও রমেশচন্দ্র পরবর্তীকালে রচিত বলে স্থির করেছেন। তিনি হিরণ্যগর্ভ সূক্তটীকে "অপেক্ষাকৃত আধুনিক" বলে রায় দিয়েছেন।

দেশী বিদেশী পণ্ডিতগণের এই অভিমত স্বীকার করে নিলেও একথা সত্য যে, ঋগ্বেদের যে কোন অংশ বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষায় রচিত যে কোন গ্রন্থ অপেক্ষা প্রাচীনতর। এ বিষয়ে পণ্ডিত ভিন্‌তারনিৎস্ (Winternitz) Alfred Ludwing-এর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করে সমর্থন করেছেন। উদ্ধৃতিটী নিম্নরূপ :

"The Rigveda pre-supposes nothing of that which we know in Indian literature, while on the other hand, the whole of Indian literature and the whole of Indian life presuppose the Veda."[২]

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে একেশ্বরের ধারণা ও অনুভূতি সুস্পষ্ট এবং সুতীব্র, একথা সত্য। কিন্তু এই বিশেষ অনুভব কেবলমাত্র দশম মণ্ডলেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। অন্যান্য মণ্ডল থেকেও অনুরূপ চিন্তা-ভাবনার যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব। চতুর্থ মণ্ডলে পুরুকুৎসপুত্র ত্রসদস্যু রাজা ঋষিকবি বাকের মতই আত্মোপলব্ধির কথা ঘোষণা করেছেন :

অহং রাজা বরুণো মহ্যং অন্যসূর্যাণি প্রথমা ধারয়ন্ত।
ক্রতু সচন্তে বরুণস্য দেবা রাজাসি কৃষ্টেরুপমস্য বব্রেঃ॥
অহমিন্দ্রো বরুণস্তে মহিত্বোর্বী গভীরে রজসী সুমেকে।
অষ্টেব বিশ্বভুবনানি বিদ্বান্‌ৎসমৈরয়ং রোদসী ধারয়ং চ॥[৩]

—আমিই রাজা বরুণ, আমার জন্যই দেবগণ সেই প্রসিদ্ধ অসুর-বিঘাতক শক্তি ধারণ করেন। আমি সকলের ঈশ্বর। আমি ইন্দ্র, আমি বরুণ, মহৎ বিস্তীর্ণ দুরবগাহ স্বরূপবিশিষ্ট দ্যাবাপৃথিবী (রজসী) আমিই। সকলই পরিজ্ঞাত হয়ে আমিই প্রজাপতির মত বিশ্বভুবন প্রেরণ করি এবং দ্যাবাপৃথিবী ধারণ করে থাকি।

---

১ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—২য়

২ A History of Indian Literature, Vol. I, p. I, page 52.

৩ ঋগ্বেদ—৪।৪২।২-৩

উক্ত মণ্ডলেই ঋষি বামদেব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। তিনিও বলেছেন :

অহং মনুরভবং সূর্যশ্চাহং কক্ষীবাঁ ঋষিরস্মি বিপ্রঃ।
অহং কুৎসমার্জুনেয়ংন্যৃঞ্জেঽহং কবিরুশনা পশ্যতামা ॥
অহং ভূমিমদদামার্যায়াহং বৃষ্টিং দাশুষে মর্ত্যায়।
অহং অপো অনয়ং বাবশানো মম দেবাসো অনুকেতমায়ন্।
অহং পুরো মন্দশানো ব্যৈরং নাকন্নবতীঃ শম্বরস্য।
শততমং বেশ্যং সর্বতাতা দিবোদাসমতিথিগ্বং যদাবম্ ॥ [১]

—আমি মনু (প্রজাপতি), আমি সর্বপ্রেরক সূর্য, মেধাবী কক্ষীবান্ নামক ঋষিও আমি, আর্জুনীপুত্র কুৎস নামক ঋষিকে আমিই প্রসাধিত করি। উশনা নামক ক্রান্তদর্শী (ত্রিকালজ্ঞ) ঋষিও আমি। হে জনগণ, উত্তমরূপে সত্যদ্রষ্টা আমাকে দেখ। আমি আর্যমানবকে ভূমি দান করেছি। হবিদান-কারী মনুষ্যকে আমিই বৃষ্টিদান করি। আমিই শব্দকারী জলসমূহকে সর্বস্থানে প্রেরণ করি। দেবতারা আমার সংকল্প বহন করেন। আমিই ইন্দ্ররূপে সোমপানে মত্ত হয়ে নয়শত নিরানব্বই বার শম্বর নামক অসুরের পুর ধ্বংস করেছি, দিবোদাসের প্রবেশযোগ্য করেছি শতসংখ্যক পুর।

ঋষি বামদেবের এই উপলব্ধি ব্রহ্মজ্ঞানের চূড়ান্ত। যে ঈশ্বর সর্বনিয়ন্তা অথচ সর্বময় ঋষি বামদেব ত্রসদস্যু এবং বাকের আত্মজ্ঞানে তাঁরই প্রকাশ ঘটেছে। সকল দেবতা যে এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ—এই সত্য ঋগ্বেদের ঋষি প্রথম মণ্ডলেই ঘোষণা করেছিলেন :

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স্থপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥ [২]

—এক সৎ বস্তুকেই ইন্দ্র, মিত্র, বরুন, অগ্নি পক্ষযুক্ত সুপর্ণ (পক্ষী,—সূর্য) অগ্নি, যম মাতরিশ্বা প্রভৃতি বহুনামে বিপ্রগণ অভিহিত করে থাকেন।

ঋগ্বেদের অপর একটি মন্ত্রে পাই : "একং বা ইদং বিবভূব সর্বম্"[৩]—এই একই সকল রূপ ধারণ করেছেন। তৃতীয় মণ্ডলের ৫৫ নং সূক্তে প্রতি ঋকের শেষে আছে : "মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্।" —তুমিই মহৎ দেবগণের একমাত্র প্রাণস্বরূপ। অসুর শব্দের অর্থ প্রাণদাতা। ঋগ্বেদের অনেক দেবতাকেই অসুর

১ ঋগ্বেদ—৪।২৬।১-৩ ২ ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৬ ৩ ঋগ্বেদ ৮।৫৮।২

বলা হয়েছে। এই বাক্যটীর অনুবাদে Maxmuller লিখেছেন, "The great divinity of the gods is one." Muir লিখেছেন, "The divine power of the gods is unique." শুক্লযজুর্বেদও একেশ্বরের তত্ত্ব উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারিত করেছেন,—"এতস্যৈব স বিসৃষ্টিরেষ উহ্যেব সর্বে দেবাঃ।" —এই সবই তাঁর সৃষ্টি, তিনিই সকল দেবতা। অথর্ববেদের ঋষিও বহুদেবতার মধ্যে এক সর্বব্যাপী ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে বলেছেন,—"তদগ্নিরাহ তদু সোম আহ বৃহস্পতিঃ সবিতা তদিন্দ্রঃ।"[১] —তাঁকেই অগ্নি বলা হয়, তাঁকেই সোম বলা হয়, তিনিই বৃহস্পতি সবিতা, তিনিই ইন্দ্র।

বৈদিক ঋষিগণ বহুদেবতার উপাসক হওয়া সত্ত্বেও মূলতঃ ছিলেন একেশ্বরবাদী। কেবল ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে নয়, কেবল উপনিষদে নয়, সমগ্র বৈদিক সংহিতায়, ব্রাহ্মণে, উপনিষদে—সর্বত্রই একেশ্বরে বিশ্বাস প্রকটিত। একই ঈশ্বর রূপগুণভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হন, এ বিশ্বাস আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির মর্মকথা। একেরই বহুরূপে প্রকাশ অথবা বহুত্বের মধ্যেই একের অস্তিত্বের অনুভূতি ভারতীয় সংস্কৃতির চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। বৈদিক দেবতার এই বৈশিষ্ট্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অনেক পণ্ডিতই অনুভব করতে পারেন নি। অবশ্য কোন কোন পাশ্চত্য পণ্ডিত ভারতীয় দেবতত্ত্বের স্বরূপটী যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছেন, এ কথাও সত্য। Sir Charles Eliot বৈদিক দেবতাদের একত্বানুভব সম্পর্কে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন : "The gods are frequently thought of as joined in couples, triads or larger companies and early worship probably showed the beginnings of a feature, which is prominent in later ritual, namely, that a sacrifice is not an isolated oblation offered to one particular god, but a series of oblations, presented to series of deities. There was thus little disposition to exalt one god and annihilate the others, but every disposition to identify the gods with one another and all of them with something else. Just as rivers, mountains, and plains dimly seem to be parts of some divine whole, which is greater than any of them."[২]

---

১ অথর্ব—১১।৩।২৪।৮

২ Hinduism and Buddhism—Vol. I, Page 62.

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত হিন্দুধর্মের একেশ্বরত্বকে খৃষ্টধর্ম ও ইসলামধর্মের প্রভাব ব'লে গণ্য করেছেন। একজন লিখেছেন, "In general picture of later Hinduism an exaggerated importance has been attributed to some philosophical schools of monistic Hinduism which developed mainly under the impact of Islamic and Christian influence and which aim at re-interpreting Vedic texts in new lights."[১]

এই অভিমত যে কতদূর ভ্রান্ত ও অসার তা পূর্বোক্ত আলোচনা থেকেই প্রতিভাত হবে। বহুর মধ্যে একের উপাসনা বৈদিক ধর্ম তথা সনাতন ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের মূলতত্ত্ব। আর বেদ যে যীশুখৃষ্টের আবির্ভাবের বহু পূর্বে বর্তমান ছিল সে কথা কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতই অস্বীকার করেন নি। খৃষ্টজন্মের কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে ঋগ্বেদ সৃষ্ট হয়েছে, অন্ততঃপক্ষে সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে সৃষ্ট হয়েছে—এ কথা সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতই স্বীকার করেছেন। বরং অনেকে অনুমান করেন যে, খৃষ্টানধর্মের একেশ্বরবাদ সনাতন ভারতীয় ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত। সিলভাঁ লেভি, নিকোলাস নোটেভিচ, নগেন্দ্র নাথ বসু, স্বামী অভেদানন্দ প্রমুখ দেশী ও বিদেশী সুধীবৃন্দের মতে যীশুখৃষ্ট ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেছিলেন। কাশ্মীরে শ্রীনগরের নিকটে হরিপর্বতের পাদদেশে খানা-ইয়ারী নামক স্থানে যীশুখৃষ্টের সমাধি-মন্দির আছে।

আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী বৈদিক দেবতাদের এক ঈশ্বরের ভিন্ন প্রকাশরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। "Dayananda's interpretation of the hymns is governed by the idea that the Vedas are a plenary revelation of religious, ethical and scientific truth. Its religious teaching is monotheistic and the Vedic gods are different descriptive names of the one Deity; they are at the same time indications of his powers as we seen them working in Nature."[২]

---

১ Hindu Polytheism—Alian Danielou, Page 11.

২ On the Veda—Sri Aravinda, Page 37.

পুরাণে একেশ্বরবাদ

বেদের মত পুরাণেও বহুদেবতার উপাসনা প্রচলিত। এক বা একাধিক দেবতার মহিমা কীর্তিত হয়েছে এক একটি পুরাণে। অধিকাংশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণে বহু দেবতার প্রসংগ আছে। পুরুষ দেবতার মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রধান। এ ছাড়াও আছেন গণেশ, কার্ত্তিকেয়, সূর্য্য, চন্দ্র, পবন, বরুণ, ইন্দ্র, মদন, যম, কুবের, দক্ষ, অগ্নি প্রভৃতি আরও কত দেবতা! শক্তি-দেবতা দুর্গা বা পার্বতী। কিন্তু তাঁরও কত রূপভেদ—কালী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি শক্তিদেবতারূপে পূজিতা। বিষ্ণুর যেমন আছেন দশ অবতার, তেমনি আছেন দশমহাবিদ্যা—শক্তিদেবতার প্রকারভেদ—সরস্বতী, লক্ষ্মী, সাবিত্রী, গায়ত্রী, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি আরও বহু স্ত্রী-দেবতা শক্তি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন পুরাণে ষষ্ঠী, শীতলা, মনসা প্রভৃতি দেবীদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তন্ত্র শাস্ত্রেও কত নূতন নূতন দেব-দেবীর সাক্ষাৎ মেলে। একই দেবতার কত রূপান্তর! তথাকথিত লৌকিক দেবদেবীর সংখ্যাও কি অল্প? প্রচলিত মতে হিন্দুর দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ কোটী। হিন্দুর কাছে তুলসী, বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি দেবতা-শ্রেণীভুক্ত।

এত দেবতার পূজার্চনা যে ধর্মের অঙ্গীভূত সেই ধর্মও মূলতঃ একেশ্বরবাদী। এ কথা বিস্ময়কর বোধ হলেও সত্য। পৌরাণিক দেবতারাও একমেবাদ্বিতীয়ম্, পরমেশ্বরের বিচিত্র প্রকাশরূপে প্রতিভাত। অধিকাংশ দেবতারই ধ্যান বা স্তব-মন্ত্রে ব্রহ্মস্বরূপ এক অদ্বিতীয় ঈশ্বররূপে তাঁরা প্রকটিত হয়েছেন। দ্বৈতজ্ঞান বা বহুত্বজ্ঞান পুরাণকারের দৃষ্টিকে কোথাও আবিল করে নি।

ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ—তিনি ঋগ্বেদের বিরাটপুরুষের সমতুল্য—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে, সবই তাঁর বিভূতি—তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের হেতু। ভগবান্ নিজেই বলেছেন—

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥[১]

—আমি আমার একাংশ দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করে আছি।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥[২]

---

১ গীতা—১০।৪২   ২ গীতা—৯।৬

—যেমন সর্বত্রগামী মহান্ বায়ু আকাশে অবস্থিত, সেইরূপ সমস্ত প্রাণী আমাতেই অবস্থিত জেনো।

উপনিষদের এক অদ্বিতীয় সর্বভূতান্তরাত্মা ব্রহ্মই এখানে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মস্বরূপ হয়েই সর্বজীবের হৃদয়ে জীবাত্মারূপে বিরাজিত,—"সর্বস্যাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।"[১]

—আমি সকলেরই হৃদয়ে অবস্থান করি।

যিনি কৃষ্ণ, তিনিই বিষ্ণু। বিষ্ণু পুরাণে ভগবান বিষ্ণু জগন্ময়—ব্রহ্মরূপী:

সর্গস্থিতিবিনাশানাং জগতোঽস্য জগন্ময়ঃ।
মূলভূতো নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে পরমাত্মনে॥[২]

—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের আকর, এই জগতের মূলীভূত কারণ জগন্ময় বিষ্ণু। সেই পরমাত্মা বিষ্ণুকে নমস্কার।

বরাহপুরাণে (৬ অঃ) বিষ্ণু সর্বময়, সর্বব্যাপী ব্রহ্মস্বরূপ বিরাট পুরুষ:

নমামি নিত্যং ত্রিদশাধিপস্য
ভবস্য সূর্যস্য হুতাশনস্য।
সোমস্য রাজ্ঞো মরুতামনেক-
রূপং হরিং যজ্ঞতনুং নমস্তে॥

—স্বর্গাধিপতি নিত্যস্বরূপ বিষ্ণুকে প্রণাম করি। ভব (শিব), সূর্য, অগ্নি, রাজা সোম ও মরুৎগণের বিচিত্ররূপধারী যজ্ঞমূর্তি হরিকে নমস্কার করি।

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং শরীরেণ দিশশ্চ সর্বাঃ
তমীড্যমীশং জগতাং প্রসূতিং
জনার্দনং তং প্রণতোঽস্মি নিত্যম্॥

—স্বর্গমর্তের মধ্যস্থিত অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করে এবং দিক সমুদয় ব্যাপ্ত করে আছ তুমি তোমার শরীরের দ্বারা। জগতের সৃষ্টিকর্তা প্রভু জনার্দন, তোমাকে প্রণাম করি।

কালিকাপুরাণে বিষ্ণুর বর্ণনা:

জগন্ময়ং লোকনাথং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণং
জগদ্বীজং সহস্রাক্ষং সহস্রশিরসং প্রভুম্॥
সর্বব্যাপিনমাধারং নারায়ণমজং বিভুম্॥[৩]

---

১ গীতা—১৫।১৫ ২ বিষ্ণু পুঃ—২।৪ ৩ কালিকা পুঃ—৩৩।৪২-৪৩

—জগন্ময়, ত্রিলোকের অধিপতি, প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত স্বরূপ,, জগতের বীজস্বরূপ, সহস্র চক্ষু ও সহস্র মস্তক-বিশিষ্ট সর্বব্যাপী, সকলের আধার, জন্মরহিত, নারায়ণ এবং বিভু।

লিঙ্গপুরাণে বিষ্ণুর বিরাট মূর্তির বিবরণ আছে :

সহস্রশীর্ষা বিশ্বাত্মা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ
সহস্রবাহুঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বদেবভবোদ্ভব ॥
হিরণ্যগর্ভো রজসা তমসা শংকরঃ স্বয়ম্‌।
সত্ত্বেন সর্বগো বিষ্ণুঃ সর্বাত্মত্বে মহেশ্বরঃ ॥[১]

—বিষ্ণু সহস্রমস্তকবিশিষ্ট, বিশ্বের আত্মা, সহস্রচক্ষুবিশিষ্ট, সহস্রপদবিশিষ্ট, সহস্রবাহুযুক্ত, সর্বজ্ঞ, সকল দেবতার উৎপত্তিস্থল, হিরণ্যগর্ভ। তিনি রজ এবং তমোগুণে স্বয়ং শংকর, সত্ত্বগুণে সর্বব্যাপী বিষ্ণু এবং সকলের আত্মারূপে মহেশ্বর।

এই বর্ণনায় বিষ্ণু ও শিব অভিন্নরূপে প্রতিভাত। কেবল বিষ্ণু নন, অন্যান্য দেবতাদেরও আমরা বিশ্বব্যাপী বিরাট রূপে প্রত্যক্ষ করি। এই বিরাট রূপের মধ্য দিয়েই সর্বময় সর্বশক্তিমান এক ঈশ্বর ভক্ত ও ভাবুকের নিকট ভিন্ন নামে প্রকটিত হন। বরাহপুরাণে শিবের বিশ্বরূপ প্রদর্শিত হয়েছে :

প্রাদেশমাত্রং রুচিরং শতশীর্ষং শতোদরম্‌ ॥
সহস্রবাহুচরণং সহস্রাক্ষিশিরোমুখম্‌।
অণীয়সামণীয়াংসং বৃহদ্‌বহদ্‌ বৃহত্তরম্‌ ॥[২]

—শিব এখানে প্রাদেশ প্রমাণমাত্র হয়েও শতশীর্ষ, শত উদর বিশিষ্ট, সহস্র বাহু, সহস্রপদ, সহস্র চক্ষু, সহস্র মস্তক ও সহস্র মুখ সমন্বিত। অণু থেকে ক্ষুদ্র হয়েও সর্ববৃহৎ।

বায়ুপুরাণে শিবকেই হিরণ্যগর্ভ ভগবান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩] বায়ুপুরাণে বর্ণিত শিবও বিশ্বমূর্তি :

অব্যক্তং বৈ যস্য যোনিং বদন্তি
ব্যক্তং দেহং কালমন্তর্গতঞ্চ।
বহ্নিং বক্ত্রং চন্দ্রসূর্যৌ চ নেত্রে
দিশঃ শ্রোত্রে ঘ্রাণমাহুশ্চ বায়ুম্‌ ॥

---

১ লিঙ্গ পুঃ—১৭।১১-১২ ২ বরাহ পুঃ—২।১৩।৩৯-৪০
৩ বায়ু পুঃ—১।৯।৬৮

বাচো বেদাংশ্চান্তরীক্ষং শরীরং
ক্ষিতিং পাদৌ তারকা রোমকূপান্ ॥[১]

—শিবের উৎপত্তি অব্যক্ত, তাঁর দেহ ব্যক্ত অর্থাৎ প্রকাশিত। তাঁর দেহের অন্তর্গতসমূহ কাল। অগ্নি তাঁর মুখ, চন্দ্র ও সূর্য তাঁর নেত্রদ্বয়, দিক্‌সমূহ তাঁর কর্ণ, বায়ু তাঁর ঘ্রাণ, বেদ তাঁর বাক্য, অন্তরীক্ষ শরীর, পৃথিবী পদদ্বয়, তারকাগণ রোমকূপ।

বামন পুরাণে দেবগণ নীলকণ্ঠের স্তবে শিবকে সর্বদেবময়রূপে বর্ণনা করেছেন :

ত্বমেব বিষ্ণুশ্চতুরাননস্ত্বং ত্বমেব সূর্যো রজনীকরশ্চ।
ত্বমেব মৃত্যুর্বরদস্ত্বমেব ॥ ত্বমেব ভূমিঃ সলিলং ত্বমেব ॥
ত্বমেব যজ্ঞো নিয়মস্ত্বমেব। ত্বমেব চাদির্নিধনং ত্বমেব।
ত্বমেব ভূতং ভবিতা ত্বমেব ॥ স্থূলশ্চ সূক্ষ্মঃ পুরুষস্ত্বমেব ॥[২]

—তুমিই বিষ্ণু, তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই মৃত্যু, তুমিই বরদ, তুমি সূর্য ও চন্দ্র, তুমি ভূমি, তুমিই জল, তুমি যজ্ঞ, নিয়ম, তুমি অতীত, ভবিষ্যৎ, তুমি আদি ও অন্ত, তুমি সূক্ষ্ম ও স্থূল, তুমিই (বিরাট) পুরুষ।

শিবের ধ্যানমন্ত্রে তিনি বিশ্বের আদি, তিনিই বিশ্বসৃষ্টির বীজ (বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং)। তন্ত্রশাস্ত্রের শিব যেমন আদি মধ্য ও অন্তহীন নির্গুণ বিশ্বাত্মা[৩], বিষ্ণুও তেমনি ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মক ত্রিমূর্তি, সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্তা—বিশ্বভূতাত্মা, পরমাত্মা।[৪]

বায়ুপুরাণে ব্রহ্মা ও হরিহরের মতই বিরাড্‌রূপী বিশ্বব্যাপী :

দ্যৌ মূর্ধানং যস্য বিপ্রাস্তবন্তি
খন্নাভিং বৈ চন্দ্রসূর্যৌ চ নেত্রে।
দিশঃ শ্রোত্রে চরণৌ চাস্যভূমিঃ
সোঽচিন্ত্যাত্মা সর্বভূতপ্রসূতঃ ॥[৫]

—দ্যুলোক যাঁর মস্তক বলে বিপ্রগণ স্তব করেন। তাঁর নাভি আকাশ, চন্দ্র ও সূর্য চক্ষু, দিক্‌সমূহ তাঁর কর্ণদ্বয়, চরণ তাঁর ভূমি, সেই অচিন্ত্য আত্মা সর্বভূতের সৃষ্টিকর্তা।

---

১ বায়ু পুঃ—২।৪১।৭১-৭২ ২ বামন পুঃ—৫৪।৯৬-৯৯
৩ শারদাতিলক—২০।৫৩ ৫৪ ৪ প্রপঞ্চসারতন্ত্র—২১।৬৫-৬৭
৫ বায়ু পুঃ—৯।১১২

পদ্মপুরাণে ব্রহ্মার বিশ্বরূপের বর্ণনা :

বক্ত্রাণ্যনেকানি বিভো তবাহং
পশ্যামি যজ্ঞস্য গতিং পুরাণম্।
ব্রহ্মাণমীশং জগতাং প্রসূতিং
নমোঽস্তু তুভ্যং প্রপিতামহায় ॥[১]

—হে বিভু, আমি দেখছি তোমার অনেক মুখ. তুমি যজ্ঞের গতি, তুমি পুরাণ পুরুষ, তুমি ব্রহ্মা, ঈশ, জগৎসমূহের সৃষ্টিকর্তা। প্রপিতামহ, তোমাকে নমস্কার।

গণেশ গীতাতে বারংবার গণেশকে সর্বদেবময় ব্রহ্মস্বরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। গণেশ নিজের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন :

শিবে বিষ্ণৌ চ শক্তৌ চ সূর্যে ময়ি নরাধিপ।
যা ভেদবুদ্ধির্যোগঃ স সম্যগ্ যোগো মতো মম ॥
অহমেব জগৎ যস্মাৎ সৃজামি চ পালয়ামি চ।
কৃত্বা নানাবিধং বিষং সংহরামি স্বলীলয়া ॥
অহমেব মহাবিষ্ণুরহমেব সদাশিবঃ।
অহমেব মহাশক্তিরহমেবার্যমা প্রিয় ॥[২]

—হে রাজন্! শিব, বিষ্ণু, শক্তি এবং সূর্যে যে ভেদবুদ্ধি সে আমারই সৃষ্ট; যেহেতু আমিই জগৎ সৃষ্টি করি, পালন করি, নানাবিধ বিষ সৃষ্টি করে স্বেচ্ছায় সংহার করি, হে প্রিয়! আমিই মহাবিষ্ণু, আমিই সদাশিব, আমিই মহাশক্তি, আমিই অর্যমা।

গজানন বলেছেন, যে ভাবে যে রূপেই তাঁর উপাসনা করুন না কেন, তাতেই তিনি প্রীত হবেন।

যেন যেন হি রূপেণ জনো মাং পর্যুপাসতে।
তথা তথা দর্শয়ামি তস্মৈ রূপং সুভক্তিতঃ ॥[৩]

—যিনি যেভাবে ভক্তিভরে আমার উপাসনা করবেন, তাঁকেই আমি সেইরূপে দর্শন দেব।

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণও এই কথাই বলেছেন ভক্ত অর্জুনকে : "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।"

---

১ পদ্ম পুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—৩৪।১০০ ২ গণেশ গীতা—১।২০-২২

৩ গণেশ গীতা—৯।৪০

—যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে, তাকে আমি সেইভাবেই প্রাপ্ত হই।

শারদাতিলক তন্ত্রে গণপতিকে বলা হয়েছে হিরণ্যগর্ভ, জগতের ঈশ্বর—"হিরণ্যগর্ভং জগদীশিতারম্।"

মহাভারতে মার্কণ্ডেয়-কৃত কার্তিকেয় স্তবে কার্তিকেয় বিশ্বমূর্তিরূপে বন্দিত হয়েছেন:

ত্বং পুষ্করাক্ষরস্বরবিন্দবক্ত্রঃ সহস্রবক্ত্রোঽসি সহস্রবাহুঃ।
ত্বং লোকপালঃ পরমং হবিশ্চ ত্বং ভাবনঃ সর্বসুরাসুরাণাম্॥[১]

—তুমি পদ্মপলাশলোচন, তুমি অরবিন্দতুল্যমুখ-বিশিষ্ট, তোমার সহস্র বদন, সহস্র বাহু, তুমি লোকপাল, শ্রেষ্ঠ হবি, সকল দেব ও অসুরগণের আরাধ্য।

পুরাণাদিতে শক্তিদেবতার রূপকল্পনাতেও সেই অনাদি অনন্ত একের অনুভব স্থান পেয়েছে। শারদাতিলকে তিনি "চৈতন্যরূপা সর্বগা বিশ্বরূপিণী"।[২] তিনিই ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মস্বরূপিণী: অয়মাত্মা ব্রহ্ম ইতি বা, ব্রহ্মৈবাহমস্মি ইতি বা···সোঽহমস্মি ইতি বা···যা ভাব্যতে সৈষা ষোড়শী শ্রীবিদ্যা পঞ্চদশাক্ষরী শ্রীমহাত্রিপুরাসুন্দরী··· ভুবনেশ্বরীতি চামুণ্ডেতি চণ্ডেতি বারাহীতি···।"[৩]

—এই ব্রহ্ম অথবা আমি ব্রহ্ম, অথবা সেই ব্রহ্মই আমি, যাহাই ভাবনা কর না কেন, তাহাই ষোড়শী শ্রীবিদ্যা (মহাবিদ্যা) পঞ্চদশ অক্ষরবিশিষ্টা মহাত্রিপুর-সুন্দরী ভুবনেশ্বরী চামুণ্ডা, চণ্ডা বারাহী···।

এক কথায় তন্ত্রশাস্ত্রেও একত্বভাবনা ভিন্ন দ্বৈত ভাবনা নেই।

ভাগবতপুরাণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মা যশোদাকে স্বীয় মুখবিবরে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন; মহাভারতে কৌরবসভায় এবং মহাভারতান্তর্গত গীতায় তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনকেও তিনি বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন। এই বিশ্বরূপ বা সর্বময় বিরাট আকৃতি পুরাণতন্ত্রের সকল দেবদেবীর বিবরণেই সুলভ। পুরাণে দক্ষ-দুহিতা সতী জন্মের পরই দক্ষকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন:

কোটী-সূর্যপ্রতীকাশং তেজোবিম্বং নিরাকুলম্।
জ্বালামালা সহস্রাঢ্যং কালানল শতোপমম্॥
দংষ্ট্রাকরাল দুর্ধর্ষং জটামণ্ডলমণ্ডিতম্।
ত্রিশূলবরহস্তঞ্চ ঘোররূপং ভয়ানকম্॥

* * *

১ মহাঃ বনপর্ব—২৩১, অঃ ৪৩ ২ শারদাতিলক ১।৫১ ৩ বহ্বৃচোপনিষৎ

সর্বতঃ পাণি-পাদন্তং সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠন্তীং দদর্শ পরমেশ্বরীম্ ॥[১]

বৃহৎসংহিতায় ইন্দ্রের যে বর্ণনা আছে তাও পূর্বকথিত দেবগণের বিশ্বরূপের অনুরূপ। ইন্দ্রের স্তব করতে গিয়ে চেদিরাজ বলেছেন,

অজোঽব্যয়ঃ শাশ্বত একরূপো বিষ্ণুর্বরাহঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
ত্বমন্তকঃ সর্বহরঃ কৃশানুঃ সহস্রশীর্ষা শতমন্যুরীড্যঃ ॥
কবিং সপ্তজিহ্বং ত্রাতারমিন্দ্রমবিতারং সুরেশম্।
হবয়ামি শক্রং বৃত্রহনং সুষেণমস্মাকং বীরা উত্তরে ভবন্তু ॥[২]

ইন্দ্র এখানে অজ অর্থাৎ স্বয়ম্ভূ, শাশ্বত অর্থাৎ নিত্য, বিষ্ণু, বরাহ বিষ্ণুর অবতার, পুরাতন পুরুষ, যম, অগ্নি, সহস্র শির বিশিষ্ট, কবি, সপ্তজিহ্বা সমন্বিত, রক্ষাকর্তা, দেবরাজ, শক্র, বৃত্রঘাতী এবং সুষেণ।

গণেশ গীতাতে গণেশ রাজা বরেণ্যকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন। গণেশের বিশ্বরূপ :

অসংখ্যবক্ত্রললিতমসংখ্যাঙ্ঘ্রিকরং মহৎ।...
অসংখ্যনয়নং কোটীসূর্যরশ্মিধৃতায়ুধম্।...[৩]

ভবিষ্যপুরাণে সূর্যের বিশ্বরূপের বিবরণ আছে (৭৭ অঃ)। সকল দেবতা সম্পর্কেই পুরাণকারের বক্তব্য একই। সকল দেবতাই স্বরূপতঃ এক—বিরাট বিশ্বব্যাপী। মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীও ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মস্বরূপিণী। ব্রহ্মা বিষ্ণুমায়া চণ্ডীর স্তুতি প্রসঙ্গে বলেছেন :

ত্বয়ৈব ধার্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা ॥[৪]

—হে দেবি, তুমিই সব কিছু ধারণ কর, তুমি জগৎ সৃষ্টি কর, তুমিই পালন কর, তুমিই প্রলয়কালে গ্রাস কর।

তিনিই সর্বভূতের চেতনা : "যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।"[৫] শুম্ভ নিশুম্ভ দৈত্যবধকালে দেবী চণ্ডীর সহায়তাকল্পে মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, ব্রহ্মাণী প্রভৃতি দেবশক্তিবৃন্দ দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। নিশুম্ভবধের পরে শুম্ভ দেবীকে বলেছিল, "অন্যের শক্তি নিয়ে তুমি যুদ্ধ করছো, এজন্য গর্ব করো না।" দেবী তখন উত্তরে বলেছিলেন,

---

১ কূর্মপুরাণ, পূর্বভাগ ১২।৫২-৫৩, ৫৮ ২ বৃহৎ সং—৪৩।৫৪-৫৫
৩ গণেশ গীতা—৮।৬-৭ ৪ চণ্ডী—১।৬৮-৬৯ ৫ চণ্ডী—৫।১৬

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যা মদ্বিভূতয়ঃ ॥[১]

—এই জগতে আমি একাই, আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় কে আছে? এই দুষ্ট, দেখ,—আমার বিভূতি আমাতেই প্রবেশ করছে।

তখন ব্রহ্মাণী প্রভৃতি শক্তিবর্গ দেবীর স্তনে প্রবেশ করলেন। দেবী রইলেন একা। তিনি বললেন:

অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদা স্থিতা।
তৎ সংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব ॥[২]

—আমি বিভূতির দ্বারা বহুরূপে বিরাজমানা ছিলাম, সেই সবই আমি সংহৃত করেছি। যুদ্ধক্ষেত্রে আমি একা। তুমি নিশ্চিন্ত হও।

অধিক উদাহরণের প্রয়োজন নেই। পুরাণকার এবং তন্ত্রকারেরা বহু দেব-দেবীরই পরিকল্পনা করেছেন। কিন্তু সকল দেবদেবীই এক এবং অভিন্ন—এ তত্ত্ব বিস্মৃত হন নি কখনও। এই সকল দেবতার মহিমা বর্ণনায় তাই অমিতশক্তিধর সর্বব্যাপী এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের চিন্তা প্রায় সর্বত্রই কার্যকরী হয়েছে।

শুধু কি বেদে পুরাণে? একাত্মতার অনুভূতি ভারতের দর্শনে কাব্যে সর্বত্র। বৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। স্বরূপতঃ দুজনে একই, কেবল "লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।" উপনিষদের ব্রহ্মও এক অদ্বিতীয় হয়েও লীলার নিমিত্ত কখনও দুই হন, কখনও বহু হন। শিব-শক্তিতত্ত্বও একেশ্বরের লীলাভিত্তিক দ্বৈতরূপ। সাংখ্যদর্শনের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব আপাতঃদৃষ্টিতে দ্বৈততত্ত্ব হওয়া সত্ত্বেও স্বরূপতঃ পুরুষ ও প্রকৃতির একত্ব অনস্বীকার্য। পুরুষ-বিচ্ছিন্না প্রকৃতি অচেতনা, আর শক্তিব্যতিরিক্ত পুরুষ নিষ্ক্রিয়, অসম্পূর্ণ—অসার্থক।

বাঙ্গালী কবিরাও একই ভাবের ভাবুক। তাঁরাও ভারতীয় ঐতিহ্যধারার অনুবর্তক। তাই শাক্ত কবির কাছে শ্যামা মা "আদিভূতা সনাতনী শূন্যরূপা শশীভালী।"[৩] কবির আরাধ্যা দেবী সাকারা হয়েও নিরাকারা ব্রহ্ম—

তারা কে জানে তোমার কর্ম
তুমি তারা তুমি ব্রহ্ম।[৪]

---

১ চণ্ডী—১০।৫ ২ চণ্ডী—১০।৮
৩ কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ৪ কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

কবি জানেন শ্যামা মা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হন।

মগে বলে ফরাতারা, গড্ বলে ফিরিঙ্গী যারা মা
খোদা বলে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী।
শাক্তে বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের ভক্তি মা;
সৌরী বলে সূর্য্য তুমি বৈরাগী কয় রাধিকাজী॥
গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষ বলে তুমি ধনেশ মা
শিল্পী বলে বিশ্বকর্মা, বদর বলে নায়ের মাঝি॥[১]

দ্বৈতের মধ্যে অদ্বৈতের ঘোষণা এর থেকে সহজ ও সুস্পষ্ট আর কি হতে পারে? শাক্ত কবি শ্যাম ও শ্যামাকেও অভিন্নবোধ করেছেন,

কালী হলি মা রাসবিহারী।
নটবর বেশে বৃন্দাবনে।[২]

বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেব বন্দনা অংশে দেবদেবীদের ব্রহ্মরূপে বর্ণনা করেছেন। ধর্মরাজ বন্দনায় কবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তী লিখেছেন:

বন্দি পরাৎপর ব্রহ্ম অনাদি অনন্ত ধর্ম
বিশ্ব বীজ অখিল আধান।
সূক্ষ্ম শূন্য সনাতন নৈরাকার নিরঞ্জন
নিত্যানন্দ নির্গুণ নিধান॥
তব ইচ্ছা স্বপ্রকাশে সৃজন পালন নাশে
তিন তনু ত্রিগুণ তোমার।
স্বগুণ শরীর ধর বিধি বিষ্ণু-মহেশ্বর
রজঃ সত্ত্ব তমোগুণাধার॥
তুমি সকল তন্ত্রে তন্ত্রী জগন্ময় যন্ত্রে যন্ত্রী
তুমি মন্ত্র মন্ত্রী মহাশয়।
অসুর অমর নর যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর
সর্বঘটে তোমার আশ্রয়॥[৩]

---

১ রামপ্রসাদ সেন ২ রামপ্রসাদ সেন
৩ ঘনরামের ধর্মমঙ্গল (ক. বি.)—পৃঃ ৩

রূপরাম চক্রবর্তীকৃত ধর্মবন্দনা নিম্নরূপ:

এক ব্রহ্ম সনাতন নিরাকার নিরঞ্জন
নিয়ম করিতে কিছু নাঞি।
কিবা রূপগুণ কথা হরিহর ইন্দ্র ধাতা
যত কিছু আপুনি গোসাঞি ॥[১]

কেবল ধর্মরাজই সর্বময় সর্বদেবরূপী ব্রহ্ম নন, অন্যান্য দেবতাদেরও একই স্বরূপ। মনসার বন্দনায় ক্ষমানন্দ কেতকাদাস লিখেছেন:

উর গো মনসা মাতা ত্রিজগৎ ধাত্রী মাতা
যোগজপ্যা হরের নন্দিনী।
উৎপত্তি পাতালপুরী বিশ্বমাতা বিশ্বহরি
চারুকান্তি নির্মল ধারিণী ॥
সর্বঘটে আছ তুমি খ্যাত ক্ষেত্র দারুভূমি
অচল অস্থির তরুলতা ॥[২]

দ্বিজ রামদেবের অভয়ামঙ্গলে অভয়া চণ্ডী ও সর্বরূপা:

নম নম নম বন্দম নম নারায়ণী।
সর্বরূপা সর্বশক্তি শর্বের মোহিনী ॥[৩]

রামেশ্বরের শিবায়ণে শিব যেমন ব্রহ্মসনাতন বিষ্ণু ও ব্রহ্মার সঙ্গে অভিন্ন,[৪] নারায়ণী দুর্গাও তেমনি পুরুষপ্রকৃতিরূপা রাধাশ্যাম ও শালগ্রাম শিলারূপিনী।[৫] অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী সারদামঙ্গল কাব্যে সারদার যে বিশ্বরূপ বর্ণনা করেছেন তাতেও সারদাকে ব্রহ্মরূপিণী এক ঈশ্বররূপে অনুভূত হয়।

ওই কে অমরবালা দাঁড়ায়ে উদয়াচলে
ঘুমন্ত প্রকৃতি পানে চেয়ে আছে কুতূহলে।
চরণকমলে লেখা
আধ আধ রবি-রেখা,
সর্বাঙ্গে গোলাপ-আভা, সীমন্তে শুকতারা জ্বলে।[৬]

১ রূপরামের ধর্মমঙ্গল (বর্ধমান সাহিত্যসভা, ১৩৫১)—পৃঃ ৩
২ মনসার ভাসান, বিহারীলাল সরকার প্রকাশিত (১২৯২)—পৃঃ ৫
৩ অভয়ামঙ্গল (ক. বি.)—পৃঃ ৮ ৪ শিবায়ন (ক. বি.)—পৃঃ ১৫
৫ শিবায়ন (ক. বি.)—পৃঃ ৭-৮ ৬ সারদামঙ্গল—১ম সর্গ।

পুরাণতন্ত্র কাব্যে যত দেবদেবীর উপাসনাই থাকুক না কেন সকল দেবতাই যে সর্বব্যাপী সর্বময় এক ঈশ্বরের মূর্তিভেদ এ সত্যই কোথাও প্রচ্ছন্ন নেই। সেই জন্যেই বহুদেবতার উপাসনা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও হিন্দুধর্মে এক দেবতার উপাসকের সঙ্গে অন্য দেবতার উপাসকের বিরোধ নেই। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধনায় প্রতিপাদন করেছেন যে সকলধর্মই একের এষণা, সকল দেবতাই একেরই প্রকাশ। মানুষের মানসিক প্রবণতা অনুসারে অধিকারীভেদে বহুরূপে প্রকাশিত এক ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন গুণ বা কর্ম অনুসারে পরিকল্পিত আকারবদ্ধ দেবমূর্তির ভজনা হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য।

একজন পণ্ডিত পৌরাণিক হিন্দুধর্মে বহুদেবোপাসনার মধ্যে ও একেশ্বরের উপাসনা সম্পর্কে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে লিখেছেন, "In the politheistic religion each individual worshipper has a chosen deity (ista-devatā) and does not usually worship other gods in the same way as his own as the one he falls nearer to himself. Yet he acknowledges other gods. The Hindu, whether, he be a worshipper of the pervador (Viṣṇu), the destroyer (Śiva), Energy (Śakti) or the Sun (Sūrya) is always ready to acknowledge the equivalence of these deities as the manifestations of distinct powers springing from an un-knowable 'Immensity.' He knows that ultimate Being or Non-Being is ever beyond his grasp, beyond existence, and in no way can be worshipped or prayed to, since he realises that other deities are but other aspects of the one he worships, he is basically tolerant and must be ready to accept every form of knowledge or belief as potentially valid. Persecution or Proselytization of other religions groups, however, strange their beliefs may be to him, can never be a defensible attitude from the point of view of the Hindu."[১]

একেশ্বরে বিশ্বাসী হয়েও নিজের শক্তি সামর্থ্য ও মানসিক প্রবণতা অনুসারে হিন্দুরা ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসনা করে থাকেন, এ সত্য আর একজন ভারততত্ত্ব-বিদ্ উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর বক্তব্যটিও প্রণিধান যোগ্য : "... every Hindu, who is in the least acquainted with the principles of his religion, must in reality acknowledge and worship God

[১] Alain Danielou, Hindu Polytheism, page 9.

in unity. Men, however, are born with different capacities and it is therefore necessary that religious instructions should be adopted to the powers of comprehension of each individual, and hence a succession of heavens, a gradation of deities and even their sensible representation by images are also considered to be lawful means for exciting and promoting piety and devotion."[১]

মূর্তি পূজার লক্ষ্য আমোদ-প্রমোদ নয়, পুতুল গড়ে খেলাও নয়। একেশ্বরের শক্তিকে বহুভাবে কল্পনা, আত্মসংযম ও ভক্তির দ্বারা ঈশ্বর সাক্ষাৎকার মূর্তি পূজার উদ্দেশ্য। "This form of image worship is said to promote self-concentration of the devotee. These images are not arbitrarily conceived ones nor are they aesthetic creations. But they are said to revelations of God as described in the Purana of which the mystics have had vision."[২]

---

১ Lient. Col. Vans Kennedy, Ancient & Hindu Mythology, page 193.

২ God in Indian Religion—H. K. Dey Chaudhuri, page 27.

ভারতে মূর্তি-পূজা

নিরাকার এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ধারণা করা সাধারন মানবের পক্ষে সহজ নয়। সেইজন্যই নিরাকার ব্রহ্মকে সাকাররূপে কল্পনা করে মানুষ তৃপ্তি পায়। ঈশ্বরের প্রতীক উপাসনা তাই মানুষের মধ্যে বহুল প্রচলিত। ভারতীয় আর্যরা মানুষের সীমাবদ্ধ শক্তি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। সেইজন্য অসীম অনন্ত ঈশ্বরকে তাঁরা সসীম আকারে আবদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। সেইজন্যই মৃন্ময়ী দারুময়ী অথবা প্রস্তরময়ী প্রতিমার প্রতীকে অনাদি অনন্ত ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার সাধনা ভারতীয় আর্যসমাজে সুপ্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। তবে দেবতার মূর্তি গড়ে পূজা করার রীতি কত প্রাচীন তা নিশ্চয় করে কিছু বলা সম্ভব নয়।

বৈদিক ধর্মচর্যা ছিল যাগযজ্ঞমূলক। বহুবিধ দেবতাকে যাগযজ্ঞে আহ্বান করে তাঁদের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে পশু, পুরোডাশ, পায়স, ঘৃত প্রভৃতি আহুতি প্রদান করা হোত। মন্ত্রাদি দৃষ্টে মনে হয়, দেবতাগণ অনেক সময় প্রত্যক্ষভাবে যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে হবিঃ গ্রহণ করতেন। সেইজন্য অনেকে মনে করেন যে বৈদিক দেবতাগণ মনুষ্যাদির মত দেহধারী জীব। কিন্তু অপরপক্ষ মনে করেন যে দেবতাগণ শরীরী জীব নন। বৈদিক দেবতা শরীরী কিম্বা অশরীরী এই বিতর্ক বহুকাল থেকেই চলে আসছে। নিরুক্তকার আচার্য যাস্ক উভয় পক্ষের মতের সামঞ্জস্য বিধানে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর মতে দেবতাগণ শরীরী এবং অশরীরীও—"অপি বোভয়-বিধাঃ স্যুঃ।"[১] দেবগণ সাকার নিরাকার উভয়ই হতে পারেন। নিরুক্তকার বলছেন দেবতা সাকার ও নিরাকার উভয়রূপী হওয়াতে কোন বিরোধ নেই। কারণ পুরুষবিধ অর্থাৎ সাকার দেবতাগণ অপুরুষবিধ অর্থাৎ নিরাকার দেবতারা কর্মাত্মা, যেমন যজ্ঞ যজমানের কর্মাত্মা—"অপি বা পুরুষবিধানামেব সতাং কর্মাত্মান এতে স্যুর্যথা যজ্ঞো যজমানস্য।"[২] কর্মসম্পাদন শক্তিই কর্মাত্মা। দেবতাদের যে শক্তি কর্ম সম্পাদন করে সেই শক্তিরই নাম কর্মাত্মা।" "ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, প্রভৃতি অপুরুষবিধ দেবতা সমূহ ধারণ, শীতোষ্ণ, বর্ষাদির বিধান করিয়া জগৎপালন-রূপ মহৎ কার্য সম্পাদন করিতেছেন; এই সমস্ত দেবতারই স্ব স্ব অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, তাঁহারা পুরুষবিধ। অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসমূহ প্রত্যক্ষ নহেন, আগমগম্য;

---

১ নিরুক্ত—৭।৭।৭ ২ নিরুক্ত—৭।৭।৮

সাধারণতঃ প্রত্যক্ষভাবে ইহাদের কোন কার্য নাই—ইহাদের সমস্ত কার্যই সম্পন্ন হয় স্থূলরূপ প্রত্যক্ষদৃশ্য অপুরুষবিধ দেবতাগণের দ্বারা।"[১]

মীমাংসাদর্শনপ্রণেতা জৈমিনীর মতে দেবতা মন্ত্রময়ী। মন্ত্রই দেবতার শরীর। দেবতাদের বিশেষ কোন শরীর থাকলে একই সঙ্গে বহুতর যজ্ঞে তাঁদের উপস্থিতি সম্ভব নয়। মনে হয়, মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিও উক্ত মতের সমর্থক। তিনি একস্থানে লিখেছেন, "এক ইন্দ্র শব্দঃ ক্রতুশতে প্রাদুর্ভূতঃ।"—এক ইন্দ্র শব্দ একসঙ্গে শতসংখ্যক যজ্ঞে প্রাদুর্ভূত হন।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রাণভূত সূর্যাগ্নির তেজাত্মক শক্তিই সর্বব্যাপী ঈশ্বররূপে আর্যগণ কর্তৃক উপাসিত হয়েছেন চিরকাল। কালক্রমে দেবতাদের স্বরূপ আচ্ছন্ন হওয়ায় বিভিন্ন দেবতাদের ঘিরে বিচিত্রবর্ণের রূপকাবৃত কাহিনীর জাল বোনা হয়েছে। দেবতাদের আসল স্বরূপটী আচ্ছাদিত হয়ে যাওয়ায় তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন রূপধারী ও ভিন্ন ভিন্ন কর্মকারীরূপে প্রতীয়মান হয়েছেন। এই বিষয়ে একজন পাশ্চাত্য ভারততত্ত্ববিদ্ যথার্থই লিখেছেন, "It, hence, seems probable that the Hindus originally entertained correct notions respecting the nature of God ; but subsequently finding it impossible to understand how spirit could produce and act upon matter, they either identified the two together or denied the real existence of matter."[২]

মূর্তিপূজার প্রচলন বৈদিকযুগে ছিল কিনা, এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ বর্তমান। একশ্রেণীর পণ্ডিত বৈদিকযুগে মূর্তিপূজা প্রচলনের বিপক্ষে অভিমত দিয়েছেন, আর এক শ্রেণীর বিশ্বাস, বৈদিক যুগেও মূর্তিপূজা প্রচলিত ছিল। পণ্ডিত মোক্ষমূলর লিখেছেন, "The religion of the Veda knows no idols. The worship of idols in India is a secondary formation, a later degeneration of the more primitive worship of the ideal gods."[৩]

---

১ অমরেশ্বর ঠাকুর, নিরুক্ত (ক. বি.)—পৃঃ ৮৫৭-৫৮

২ Buddhist and Hindu Mythology—Liet. Vans Kennedy, Chap. IV, page 165.

৩ Chips from a German workshop, Maxmular, vol. I, page 35.

Prof. Williams লিখেছেন, "the defied forces addressed in the Vedic hymns were probably not represented by images or idols in the Vedic period, though doubtless the early worshippers clothed their gods with human forms in their own imaginations."[১]

আর এক শ্রেণীর পণ্ডিত ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে বৈদিক যুগেই মূর্তিপূজার আবির্ভাব হয়েছে। Dr. Bollenson লিখেছেন, "From the common appellation of the gods as 'divo-naras' men of sky or simply 'naras' 'men' and from the epithet 'nripesas' having the form of 'men' we may conclude that the Indians did not merely in imagination assign human forms to their gods, but also represented them in a sensible manner. Thus a painted image of Rudra (R. V. 2.33 9) is described with long limbs, many formed, awful, brown, he is painted with colours."[২]

ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাসও এই মতের সমর্থক। তিনি একবার লিখেছেন যে ঋগ্বেদের যুগে দেবতাদের মূর্তি গড়া হোত—কিন্তু পূজা করা হোত না। "there may have existed images of the Gods, though their worship was not much in vogue and was sometimes condemned."[৩]

তিনি আর একবার লিখেছেন যে ঐ যুগে দেবতার মূর্তিপূজা হোত, এমন কি মূর্তি বিক্রয়ও হোত। "The above brief description of Indra's appearance is sufficiently anthropomorphic, and it was not unnatural that images were made of him, worshipped and sometimes sold for an adequate value."[৪]

লেফ্‌টেন্যান্ট্‌ কেনেডি তাঁর 'Ancient and Hindu Mythology' গ্রন্থে Praep Evan-এর গ্রন্থ থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে মিশরে সর্বপ্রথম মূর্তিপূজা প্রচলিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। "The Egyptians first invented the names of twelve gods, which the Greek derived from them ; and they were also the first people who dedicated altars, images and temples to the gods"[৫]

---

১ Indian Wisdom, Page 15.

২ Journal of German Oriental Society, Vol. XXII, page 587.

৩ Rg vedic culture, page 144-45. ৪ তদেব—পৃঃ ১৬২

৫ Ancient & Hindu Mythology, page 7.

গ্রীক্ দেবদেবী মিশরীয় প্রভাবজাত বলে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা কতদূর যথার্থ এ প্রসঙ্গে তা বিচার করা সম্ভব নয়। তবে Maxmuller প্রমুখ পণ্ডিতদের মতে গ্রীক্ দেবদেবী ভারতীয় ধর্মচর্যার প্রভাব-সৃষ্ট। এমন কি হোমারের ইলিয়ড্ কাব্যও বৈদিক কাহিনীর নব রূপায়ণ। ভারতীয় দেবতাদের সঙ্গে গ্রীক্ দেবদেবীর গভীর সাদৃশ্য এইরূপ অনুমানের পোষক।

বৈদিক যুগে দেবতাদের মূর্তিপূজা প্রচলিত ছিল এবং মূর্তি গড়া হোত এরূপ অভিমত নিছক কল্পনাভিত্তিক। বেদের মন্ত্রে দেবতাদের রূপগুণের বর্ণনা আছে সত্য, কিন্তু মন্ত্রবর্ণিত দেবতার রূপ থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ দেব-বিগ্রহ নির্মাণ করা সম্ভব বিবেচিত হয় না। তাছাড়া এক দেবতার সঙ্গে অন্যান্য দেবতার রূপ এবং গুণের সাদৃশ্য এত বেশী যে, এক দেবতা থেকে আর এক দেবতাকে সম্পূর্ণ পৃথক করা দুঃসাধ্য বোধ হয়। অনেক দেবতার বর্ণনাতেই হিরণ্যবর্ণ, হিরণ্যবাহু, সহস্র বাহু, সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, হরিদ্বর্ণ অশ্ববাহিত রথারোহী, শত্রুঘাতক, রোগারোগ্যকারী, সোমপায়ী, পশুপুত্রঅন্নদাতা, বৃষ্টিদাতা, পশুরক্ষক প্রভৃতি সাধারণ রূপগুণের আরোপ সহজলভ্য। অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্য বৃত্রহন্তা। সোম, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ রাজা বা সম্রাট বিশেষণে বিশেষিত। কোন দেবতায় কোন বিশিষ্ট রূপগুণ আরোপিত হলেও তাঁর একটি অন্য নিরপেক্ষ পৃথক মূর্তিনির্মাণ সম্ভব বোধ হয় না। তা ছাড়া অগ্নিকে দেবতাদের মুখ এবং হব্যকব্যবাহ দূত কল্পনা করে যজ্ঞে পৃথক পৃথক দেবতার উদ্দেশ্যে যে হবিঃ প্রদান করা হোত, তাতে দেবতার মূর্তি গড়ে পূজার কোন প্রসঙ্গ থাকতে পারে না। বৃহদায়তন ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে যাগযজ্ঞের খুঁটিনাটি বিবরণ এবং মন্ত্রব্যাখ্যা ও মন্ত্রের প্রয়োগবিধি আলোচনায় দেবতাদের সম্বন্ধে বহু কাহিনী বর্ণিত হলেও দেবতার মূর্তি গড়ে পূজার বিবরণ স্থান পায় নি। তবে শিল্পী-পটে বা মৃত্তিকাদি উপাদানে দেবতাদের কোন মূর্তি যদি গড়ে থাকেন, তবে তার সঙ্গে বৈদিক ধর্মাচরণের কোন সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয় না। মনে হয় মূর্তি পূজার প্রচলন হয়েছে বৈদিক যুগের অনেক পরে।

বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের পরে জ্ঞানকাণ্ডের যুগ। উপনিষদের ঋষি নিরাকার জ্যোতির্ময় আনন্দময় ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন আত্মজ্ঞানলাভের সাধনায় সিদ্ধ হয়ে। তাঁরা অরণ্যে বসে কোন দেব প্রতিমার পূজা-উৎসব করেছেন, এমন উল্লেখ আরণ্যক উপনিষদে নেই। কিন্তু সর্বশক্তিমান নিরাকার ঈশ্বরের ধারণা

সকলের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই অধিকারীভেদে এক ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন গুণ অনুসারে দেবমূর্তি গড়ে উপাসনার রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। লেফ্‌টেন্যাণ্ট্‌ কেনেডি লিখেছেন, "Every Hindu, who is in the least acquainted with the principles of his religion, must in reality acknowledge and worship God in unity. Men, however, are born with different capacities, and it is therefore, necessary that religious instruction should be adopted to the powers of comprehension of each individual and make a succession of heavens, a gradation of deities, and even their sensible representation by images, are also considered to be lawful means for exciting and promoting piety and devotion."[১] খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতেও পণ্ডিত আলবেরুণী লিখেছেন যে তাঁর সময়ে "বহু বিজ্ঞ হিন্দু ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাস করিতেন, এবং মূর্তি পূজার প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ ছিল না।"[২]

মূর্তি পূজার প্রচলন পরবর্তী যুগের সন্দেহ নেই। কিন্তু কোন্ সময়ের ?—এ বিষয়ে যথার্থ কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। মোহেন-জো-দারোতে যে মূর্তি বা শীলমোহরে অঙ্কিত ছবি পাওয়া গেছে সেগুলি যে পূজিত হোত এমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি। বরঞ্চ যজ্ঞশালার অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে, এখানে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান হোত। পণ্ডিতদের ধারণা মোহেন-জো-দারোর সভ্যতা খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের। ঋগ্বেদের কাল নিরূপণ একপ্রকার অসম্ভবই বলা চলে। ম্যাক্‌ডোনাল, ভিন্‌তারনিৎস্‌ প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ঋগ্বেদের রচনাকাল ২০০০ থেকে ১২০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ হলেও জেকোবি (Jacobi), বালগঙ্গাধর তিলক, আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়,[৩] অধ্যাপক প্রমোদকুমার ভট্টাচার্য[৪] প্রভৃতি বিশেষজ্ঞের বিচারে ৫০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের পরে নয়। ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, L V. Schroeder প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের মতে ঋগ্বেদের সময় আরও বহু বহু অতীত পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। বৈদিক সভ্যতা সিন্ধু ও সরস্বতীর তীরেই গড়ে উঠেছিল। সুতরাং মোহেন-জো-দারোকে যেমন চোখ বুজে প্রাগ্‌-আর্য সভ্যতা বলে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না, তেমনি মোহেঞ্জো-দারোতে মূর্তিপূজার অস্তিত্ব স্বীকার করলেও ঋগ্বেদের যুগে মূর্তিপূজার প্রচলন প্রতিষ্ঠিত হয় না।

---

১ Ancient and Hindu Mythology, page 193.

২ সংস্কৃতি সমন্বয়ের অগ্রদূত আলবেরুণী—রেজাউল করিম।

৩ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল ৪ Calcutta Review, January, 1961.

কেউ কেউ মনে করেন[১] যাস্কের সময়ে (খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দী) মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল ; কারণ যাস্ক দেবতার অবতার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রগুলি মূর্তিপূজা সম্পর্কে কোন তথ্য আলোকোজ্জ্বল করে তোলে না। ভগবান্ বুদ্ধের নবধর্ম হিংসাশ্রয়ী যাগানুষ্ঠানের বিরোধী। সেকালে প্রতিমা পূজার প্রচলন থাকলে বিশাল বৌদ্ধশাস্ত্রে তার অল্পবিস্তর প্রভাব পড়া বা উল্লেখ থাকা স্বাভাবিক। অথচ পরবর্তী বৌদ্ধধর্মে মূর্তিপূজা এবং তান্ত্রিকতা আপন স্থান করে নিয়েছে।

রামায়ণে ইন্দ্র, বরুণ, যম, যক্ষাধিপতি কুবের, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, অশ্বিনী-কুমার, ইন্দ্রপত্নী শচী, মহেশ্বরপত্নী উমা, এমন কি কুবেরের পুত্র নলকুবের, ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত প্রভৃতি বহু দেবতার প্রসঙ্গ আছে। রাবণ ও রাবণপুত্র মেঘনাদের সঙ্গে দেবতাদের পরাজয় প্রভৃতিও বর্ণিত হয়েছে সবিস্তারে। অনুরূপভাবে মহাভারতেও বহু দেবতার প্রসংগ এবং মনুজবংশের সঙ্গে তাঁদের সংযোগের কাহিনীও লিপিবদ্ধ হয়েছে।

অবশ্য মহাভারতে তীর্থবর্ণনা প্রসংগে কিছু কিছু দেব বিগ্রহের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ তীর্থে বিশেষ বিশেষ দেবতার অর্চনা ও তজ্জনিত ফল লাভের বিবরণ বনপর্বে দেখা যায়।

কোটিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা অর্চয়িত্বা গুহং নৃপ।
গোসহস্রফলং বিন্দ্যাৎ তেজস্বী চ ভবেন্নরঃ ॥[২]

—মানুষ কোটিতীর্থে স্নান করে কার্তিকেয়কে অর্চনা করে। হে নৃপ, গোসহস্র-দানের ফল লাভ করেও তেজস্বী হয়।

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ব্রহ্মস্থানমনুত্তমম্।
তত্রাভিগম্য রাজেন্দ্র ব্রহ্মানং পুরুষর্ষভ।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলং বিন্দতি মানবঃ ॥[৩]

—হে রাজেন্দ্র, তারপর উৎকৃষ্ট ব্রহ্মস্থানে গমন করবে। সেখানে ব্রহ্মার নিকটে গমন করে মানব রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে।

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র স্থানং নারায়ণস্য চ ॥
সদা সন্নিহিতো যত্র বিষ্ণুর্বসতি ভারত।
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥

---

১ Hindu Iconography, Gopinath Rao.

২ বনপর্ব—৮৪।৭৭ ৩ বনপর্ব—৮৪।১০৩।১০৪

আদিত্যা বসবো রুদ্রা জনার্দনমুপাসতে।
শালগ্রাম ইতি খ্যাতো বিষ্ণোরদ্ভুতকর্মনঃ ॥[১]

—হে রাজেন্দ্র, তারপর নারায়ণের স্থানে গমন করবে, যেখানে, হে ভারত, বিষ্ণু সবসময়ে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বাস করেন, যেখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ, আদিত্য, বসু ও রুদ্রগণ জনার্দনের উপাসনা করেন। তিনি সেখানে অদ্ভুতকর্মা বিষ্ণুর (মূর্তি) শালগ্রাম নামে বিখ্যাত।

এই উল্লেখগুলি থেকে তীর্থক্ষেত্রে দেব-বিগ্রহের অবস্থান অনুমান করা যায়। কিন্তু কার্ত্তিকেয়, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু মূর্তির অধিষ্ঠান সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকায় নিঃসংশয় হওয়া যায় না। দেবায়তনে দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট উল্লেখ রামায়ণ ও মহাভারতে অনুপস্থিত। বরঞ্চ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও তীর্থদর্শনের ফলে যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভের কথা এই দুই মহাগ্রন্থেই বর্ণিত হয়েছে।

মহর্ষি বাল্মীকি লিখেছেন যে অগ্নিহোত্রহীন ও যাগানুষ্ঠানহীন ব্যক্তি অযোধ্যায় ছিল না।[২] দশরথ কর্তৃক অনুষ্ঠিত অশ্বমেধযজ্ঞ ও পুত্রেষ্টিযজ্ঞের বিবরণ সবিস্তারে মহাকবি বর্ণনা করেছেন।[৩] এমন কি রাক্ষসগণ স্বাধ্যায় বা বেদপাঠ করতো ;[৪] যাগযজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করতো। রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, বহুসুবর্ণক, রাজসূয়, গোমেদ ও বৈষ্ণব যজ্ঞ সমাপন করে মাহেশ্বর যজ্ঞ শুরু করেছিল।[৫] কিন্তু দেবদ্বেষী রাবণ ইন্দ্রজিৎকে নিষেধ করে বলেছিল— "পূজিতা শত্রবো দ্রব্যৈরিন্দ্রপুরোগমাঃ।"[৬]—তুমি ইন্দ্র প্রভৃতি শত্রুগণকে পূজা করছো। এ থেকে কি অনুমান করা যায় যে যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা দেবতার পূজা হোত রামায়ণের যুগে ? ইন্দ্রজিৎ রাম-সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধের পূর্বেও অগ্নিতে আহুতি দিয়েছে এবং অগ্নিও তাকে জয়সূচক শুভ লক্ষণ দেখিয়েছেন।[৭] মহাভারতেও পাণ্ডবগণকর্তৃক রাজসূয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের বর্ণনা আছে। অর্জুন কিরাতরূপী মহাদেবের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভে অসমর্থ হয়ে মহাদেবের পূজা করেছিলেন মৃন্ময় স্থণ্ডিল বা যজ্ঞকুণ্ডে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে—"মৃন্ময়ং স্থণ্ডিলং কৃত্বা মাল্যেনাপূজয়দ্ভবম্।"[৮]

অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে রামায়ণ-মহাভারতের যুগে দেবমূর্তি পূজার প্রচলন ছিল। কেউ কেউ রামায়ণে দেবায়তন বা দেবমন্দিরের উল্লেখ পেয়েছেন। কিন্তু

১ মহাঃ বনপর্ব—৮৪।১১২।১২৪ ২ রামাঃ আদিকাণ্ড—৬।১২ ৩ তদেব—১৩-১৫ সর্গ
৪ তদেব, সুন্দরকাণ্ড—১৪।১৩ ৫ তদেব, উত্তরকাণ্ড—২৫।৮-৯ ৬ তদেব—১৫।১৪
৭ উত্তরকাণ্ড—৩৭।১১-১৮ ৮ মহাঃ বনপর্ব—৩৯।৬৫

Hopkins-এর মতে দেবায়তন বা দেবমন্দির কথাটার প্রকৃত অর্থ যজ্ঞাগ্নির বেদী। "The usual word for a shrine are Ayatana or Devayatana and these words are often translated as temple or chapel ...The ayatana (resting place or support) is originally a mere place for the sacred fire."[১]

রামায়ণ-মহাভারতের যুগে যাগযজ্ঞের পাশাপাশি মূর্তিপূজাও প্রচলিত ছিল, একথা যদি স্বীকার করা যায়, তাহলেও উক্ত মহাকাব্যদ্বয়ের কাল নির্ণয়ের অসম্ভাব্যতা হেতু মূর্তিপূজার সময় নিরূপণ সম্ভব নয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে জন্ম থেকে পূর্ণবয়স্ক হতে রামায়ণের সময় লেগেছে ৭০০ বৎসর—খৃঃ পূঃ ২০০ অব্দ থেকে খৃষ্টীয় ২০০ অব্দ; আর মহাভারতের লেগেছে ৮০০ বৎসর—৪০০ খৃঃ পূর্বাব্দ থেকে ৪০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। সুতরাং এই দুই মহাকাব্যে কত বাল্মীকি-ব্যাস যে তাঁদের সৃষ্টি প্রতিভা নিঃশেষিত করেছেন, তার হিসাব কোনো পণ্ডিতই দিতে পারেন নি। পাশ্চাত্য জ্ঞানিজনের এই অভিমত যদি সত্য হয়, তবে এই সব পৌরাণিক দেবতাদের কাব্যের অন্তর্ভুক্তি কবে হয়েছিল, তা দেবতারা স্বয়ং হয়ত বলতে পারেন; কিন্তু কুতো মনুষ্যাঃ? তবে নানা দিক থেকে বিচার করে রামায়ণ ও মহাভারতের যুগকে আরও কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে দিতে হয়, অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব সহস্র অব্দের ওপারে। বরাহমিহির কল্হন প্রভৃতির মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে।

আয়তন বা দেবায়তন শব্দটি কোথাও দেখলেই মন্দিরে দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে পূজার নিদর্শন পেয়ে গেলাম বলে উল্লসিত হওয়া চলে না। গোপীনাথ রাও অবশ্য মূর্তিপূজার সপক্ষে তাঁর অনুমানকে বৈদিক যুগ পর্যন্ত প্রসারিত করে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য—"Thus there appears to be evidence enough to suggest that image worship was probably not unknown even to the Vedic Indian; and it seems likely that he was at least occasionally worshipping his gods in the form of image, and continued to do so afterwards also."[২]

এই অভিমত অনুসারে বৈদিক আর্যরা মাঝে মাঝে মূর্তিপূজা করতেন। কিন্তু এরূপ অনুমানের হেতু কি তা মতাধিকারী ব্যক্ত করেন নি। পরন্তু অথর্ববেদের একটি মন্ত্র থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে বৈদিক যুগে দেবতাদের বিশেষ

১ Epic Mythology, page 77.

২ Elements of Hindu Iconography, page 5.

কোন মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। মন্ত্রটি নিম্নরূপ :

যে দেবা দিবিষ্ঠ যে পৃথিব্যাং যে অন্তরিক্ষ
ওষধীষু পশুষপ্‌স্বন্তঃ।
তে কৃণতু জরাসামায়ুরস্মৈ শতমন্যান্‌
পরিবৃণক্তু মৃত্যুম্‌।[১]

—যে দেবগণ দ্যুলোকে, যাঁরা পৃথিবীতে, যাঁরা অন্তরীক্ষে ওষধিতে পশুতে এবং জলে আছেন, তাঁরা জরা নাশ করুন, ইঁহাকে (যজমানকে) শতবর্ষ আয়ু দান করুন, (অকাল) মৃত্যুকে পরিহার করুন।

ঋক্‌ সংহিতায় এবং উপনিষদেও দেবতার সর্বব্যাপিত্ব এবং সর্বাত্মকত্ব মোটেই দুর্লভ নয়। যে দেবগণ স্বর্গে মর্তে অন্তরীক্ষে ওষধিতে বনস্পতিতে পশুতে জীবে জলে স্থলে চরাচরে বিরাজমান তাঁদের বিশেষ কোন আকারে সীমাবদ্ধ কল্পনা সম্ভব নয়। তবে প্রকৃত সত্য রূপকে আবৃত করতে গিয়ে ঋষি-কবি দেবতাদের আকৃতির অংশবিশেষ উল্লেখ করেছেন। এমন কি যজ্ঞেরও একটি মূর্তি কল্পনা ঋগ্বেদে পাই। শুক্ল যজুর্বেদেও মন্ত্রটি উদ্ধৃত হয়েছে।

চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি
দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য মহাদেবো মর্ত্যা আবিবেশ॥[২]

—মহান্‌ দেব বৃষভরূপে (ষণ্ড বা ষাঁড়, অন্য অর্থে কাম্যফল বা জল বর্ষণকারী) মর্তলোকে (অথবা মানুষের মধ্যে) প্রবেশ করে গর্জন করছেন। এর চারটি শৃঙ্গ, তিন পা, দুই মস্তক, সাতটি হাত; ইনি তিন স্থানে বদ্ধ।

যজ্ঞ বা যজ্ঞ-পুরুষের এই যে মূর্তি কল্পনা, সেই মূর্তি গড়ে যে পূজা করা হোত না, এ কথায় বোধ হয় দ্বিমত হবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে বৈদিক ঋষিরা কবি ছিলেন। তাঁদের বর্ণনা যেমন গভীর অর্থবহ তেমনি রূপকাবৃত।

যজ্ঞ-পুরুষের চারটি শৃঙ্গ চারিবেদ অথবা ব্রহ্মা, উদ্‌গাতা, হোতা ও অধ্বর্যু অভিধেয় চারজন ঋত্বিক্‌। তিন পদ— প্রাতঃ সবন, মাধ্যন্দিন সবন ও সায়ং সবন— এই ত্রিসবন অথবা ঋক্‌, সাম, যজুঃ এই তিন বেদ; দুই মস্তক—হবির্ধান ও প্রবর্গ নামক দুই যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান; সাতটি হাত সাত রকমের হোতা অথবা সাত প্রকারের ছন্দ; তিনটি বন্ধন স্থান, তিনটি সবন— মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও কল্পসূত্র। সায়নাচার্য মনে করেন যে এই ঋকে বর্ণিত দেবতা যজ্ঞাগ্নি অথবা আদিত্য। যজ্ঞাগ্নি পক্ষে চারিবেদ তাঁর শৃঙ্গ, তিন সবন তাঁর পদ, ব্রহ্মৌদন এবং প্রবর্গ্য দুই মস্তক,

---

১ অথর্ব—১৬।২।৩ ২ ঋগ্বেদ—৪।৫৮।৩, শুক্ল যজুঃ—১৭।৮

সপ্ত ছন্দ তাঁর সাতটী হাত, মন্ত্র, কল্প এবং ব্রাহ্মণ তিন বন্ধন। আদিত্যপক্ষে চারি দিক্, চারি শৃঙ্গ, বেদত্রয় পাদ, অহোরাত্রি দুই মস্তক, সপ্তরশ্মি সাতটি হস্ত; গ্রীষ্ম বর্ষা এবং হেমন্ত—তিন বন্ধন।

সূর্য ও অগ্নি অভিন্ন হওয়ায় সায়নাচার্যের এই দ্বৈত ব্যাখ্যাতেও কোন বিরোধ নেই। সূর্য ও অগ্নি উভয়েই কাম্যফলবর্ষক,—বারিবর্ষকও। 'বৈখানসাগম'-এ যজ্ঞমূর্ত্তির বর্ণনা আছে। এই বর্ণনা পূর্বোক্ত যজ্ঞমূর্তির অনুরূপ।[১] এই বর্ণনা থেকে মনে হয়, পরবর্তী কালে ঋক্ মন্ত্রের অনুসরণে যজ্ঞ-দেবতার মূর্তি নির্মাণের প্রথা চালু হয়েছিল। অবশ্য এ ঘটনা বৈদিক যুগের অনেক পরের।

অধ্যাপক ম্যাক্ডোনেল বৈদিক দেবতার আকার সম্পর্কে লিখেছেন, "The physical appearance of the Gods is anthropomorphic, though only in a shadowy manner. for it often represents only aspects of their natural bases figuratively described to illustrate their activities. Thus head, face, mouth, cheeks, hair, shoulders, breast, belly, arms, hands, fingers, feet are attributed to various individual Gods. Head, breast, arms and hands are chiefly mentioned in connection with the warlike equipments of Indra and the Maruts. The arms of the Sun are simply his rays, and his eye is intended to present his physical aspect. The tongue and limbs of Agni merely denote his flames."[২]

আর একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত রেখেছেন প্রায় একই বক্তব্য—"The early Hindus had no image worship and no temples. With the natural objects even before their eyes—the fire, the stream, the sun—images were not needed. But a love of symbolism was deep in Aryan mind."[৩]

ম্যাক্ডোনেল অন্যত্র লিখেছেন, "The gods were conceived as human in appearance. Their bodily parts, which are frequently mentioned, are in many instances simply figurative illustrations of the phenomena of nature represented by them. Thus the arms of the sun are nothing more than his rays; and the tongue and limbs of Agni denote his flames."[৪]

---

১ Hindu polytheism—page 70-71. ২ Vedic mythology—page 17.

৩ Gods of India—Rev. E. Osborn Martin, page 8.

৪ Vedic Reader, introduction—page 18.

আর্যদের প্রতীক-প্রীতিই পরবর্তীকালে মূর্তিপূজার রূপ পরিগ্রহ করেছিল। পুরাণের যুগেই বহুতর দেবতার আবির্ভাব হয়েছে এবং মূর্তিপূজা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পুরাণগুলির রচনাকাল সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব না হলেও ভারত-ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ গুপ্তরাজাদের সময়েই পৌরাণিক ধর্ম তথা মূর্তিপূজা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে হিন্দুসমাজে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। "When the Hindu revival sets in under the Guptas, and Buddhism begins to decline, we find that a change has taken place, which must have begun several centuries before ... where as the vedic sacrifices propitiated all the gods impartially and regarded ritual as a sacred science giving power over nature, the worshipper of the later deities is generally sectarian and often emotional. He selects one for his adoration, and this selected deity becomes not merely a great god among others, but a gigantic cosmical figure in whom centre the philosophy, poetry and passion of his devotees. ... An exuberant mythology bestows on them monstrous forms, celestial residences, wifes and off-spring, they make occasional oppearances, in this world as men and animals; they act under the influence of passions, which if titanic, are but human feelings magnified ...[১]

গুপ্তযুগে পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তিপূজা ব্যাপকতা লাভ করলেও খৃষ্টপূর্বযুগেই মূর্তিপূজা প্রচলিত হয়েছিল বলে মনে হয়। পালিভাষায় রচিত বৌদ্ধ ত্রিপিটকে 'বেন্‌হু' এবং 'ইসান' নাম দুটি পাওয়া যায়। নাম দুটি বিষ্ণু ও ঈশান-এর (শিব) প্রতিরূপ। এই নাম দুটির দেবত্ব ও স্বীকৃতি হয় নি।[২] দীঘ্‌ঘ নিকায়ের অন্তর্গত 'সুত্ত'গুলিতে (৩০০ খৃঃ পূঃ) বিভিন্ন দেবতার নামোল্লেখ আছে। গ্রীক্-দূত মেগাস্থিনিস (৩০০ খৃঃ পূঃ) পাটলিপুত্রে Dionysus এবং Heracles নামে দুই ভারতীয় দেবতার উল্লেখ করেছেন। এই দুই দেবতার নাম গ্রীক্ হলেও এঁদের কৃষ্ণ এবং শিব বলে ধারণা করা হয়।[৩] মেগাস্থিনিস লিখেছেন যে সৌরসেনোই (Sourasenoi) বা সৌরসেন জাতি Herakles নামক দেবতাকে সম্মান করতেন। "This Herakles is held in special honour by the Sourasenoi, an Indian tribe, who possess two large cities,

১ Hinduism and Buddhism, Vol. II, Sir Charles Eliot—page 136.
২ Hinduism and Buddhism—page 137.
৩ অন্যেব

Methora and Cleisobora, and through whose country flows a navigable river called the Jobares. But the dress which this Herakles wore, Megasthenes tells us, resembled that of the Theban Herakles as the Indians themselves admit. It is further said that he had a very numerous progeny of male children born to him in India, but that he had only one daughter. The name of this child was pandaia, and the land in which she was born and with the Sovereignty of which Herakles entrusted her, was called after her name, Pandaia."[১]

সৌরসেনয় জাতি সুরসেন বা মথুরা অঞ্চলে বসবাস করতো। পণ্ডিতদের অনুমান, সৌরসেনয় জাতি সাত্বত, বৃষ্ণি বা যাদব নামে প্রসিদ্ধ এবং হিরাক্লিস কৃষ্ণ। "বহুপূর্বে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর প্রমুখ পণ্ডিতগণ যথার্থ অনুমান করিয়াছিলেন যে এখানে 'সৌরসেনয়' এবং 'হিরাক্লিস' বলিতে 'সাত্বত' (অপর প্রতিশব্দ বৃষ্ণি, অন্ধক প্রভৃতি) এবং বাসুদেব কৃষ্ণকে বুঝা যাইতেছে। কৃষ্ণ সাত্বত বা বৃষ্ণিবংশসম্ভূত ছিলেন, এবং তাঁহার ভক্তগণকেও ঐ বংশের লোক বলিয়া বিদেশী গ্রন্থকার উপস্থাপিত করিয়াছেন। দুইটি সহর ও নদীটির নাম যে যথাক্রমে মথুরা, কৃষ্ণপুর এবং যমুনা সে সম্বন্ধে সংশয়ের কোনও কারণ থাকিতে পারে না। ... কেহ কেহ মনে করেন যে মথুরা হইতে কিছুদূরে যমুনার পরপারে অবস্থিত গোকুল নামক নগরীটিই প্রাচীন কালের কৃষ্ণপুর।"[২]

হিরাক্লিস্ গ্রীক্ দেবতা। এই নামের সঙ্গে কৃষ্ণনামের কোন সাদৃশ্য নেই। সৌরসেনয়া Herakles-কে সম্মান করতেন বললে Herakles বা কৃষ্ণের মূর্তি-পূজা বোঝায় না। মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে জানতে পারি যে Herakles ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন, এবং একটি পর্বতশৃঙ্গ জয় করতে তিনবার ব্যর্থ হয়েছিলেন। অবশ্য তিনি অংশ বিশেষ জয়ও করেছিলেন এবং কন্যা পাণ্ডাইকে রাজ্যও প্রদান করেছিলেন। "When Alexander had captured at the first assult the rook called Aornos, the base of which is washed by the Indus near its source, his followers, magnifying the

---

১ Ancient India, as described by Arrian and Megasthenes (Rev. Edn.), page 206.

২ পঞ্চোপাসনা—জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৬-৩৭

affair, affirmed that Herakles had thrice assulted the same rock and had been thrice repulsed."[১]

হিরাক্লিস্ সম্পর্কে একটি গল্প প্রচলিত আছে যে তিনি তাঁর সপ্তমবর্ষীয়া কন্যাতে উপগত হয়ে একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। "Now in that part of the country where the daughter of Herakles reigned as queen, it is said that the women when seven years old are marriageable age, and that the men live at most forty years, and that on this subject their is a tradition current among the Indians to the effect that Herakles, whose daughter was born to him late in life, when he saw that his end was near, and he knew no man his equal in rank to whom he could give her in marriage, had incestuous intercourse with the girl when she was seven years of age, in order that a race of kings sprung from their common blood might be left to rule over India"[২] হিরাক্লিস্ তাঁর কন্যার গর্ভে যে বংশধারা সৃষ্টি করেছিলেন তা Pandaia (পাণ্ড্য অথবা পাণ্ডব ?) বংশ নামে পরিচিত। সঙ্গতভাবেই Mc. Crindle এই কাহিনীর সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। যাই হোক, শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে এরূপ কোন কাহিনী এদেশে প্রচলিত নেই। মহাভারত-ধুরন্ধর শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে এরূপ অশ্রদ্ধেয় কাহিনী কোন হিন্দুই কল্পনা করতে পারেন না। সুতরাং হিরাক্লিস্ ও কৃষ্ণ একই দেবতা এরূপ অনুমান গ্রহণযোগ্য নয়। বিদেশী দেবতা হলেও মথুরাবাসিগণ হিরাক্লিস্‌কে শ্রদ্ধা করতে পারেন, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। হিরাক্লিস্‌কে মন্দিরে দেবতারূপে সৌরসেনরা পূজা করতেন, এমন কথা মেগাস্থিনিস বলেন নি। বরঞ্চ মেগাস্থিনিস বলেছেন যে, প্রাচীনকালে ভারতবাসিগণ যাযাবর ছিলেন, তাঁরা মন্দিরে দেবতার আরাধনা করতেন না।[৩] গ্রীক্ ঐতিহাসিক কার্টিয়াস (খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী) লিখেছেন যে আলেক্জাণ্ডারের সঙ্গে যুদ্ধকালে পুরুর সৈন্যগণ সম্মুখে হিরাক্লিসের মূর্তি নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল কারণ তাদের বিশ্বাস যে হিরাক্লিস্ যুদ্ধ জয়ে সহায়তা করেন। এখানেও পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে হিরাক্লিস্ কৃষ্ণ ভিন্ন কেউ নন। যদিও এ অনুমানমাত্র এবং

১ Mc. crindle's—Ancient India, as described by Arrian & Megasthenes (Rev. Ed.), page 111.

২ Ancient India—as described by Arrian & Megasthenes, page 207.

৩ মেগাস্থিনিসের বিবরণ, রজনীকান্ত গুহ—পৃঃ ৪৫

মূর্তিপূজার বা কৃষ্ণপূজার সপক্ষে মত দেওয়ার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়, তথাপি এ অনুমানকে স্বীকার করলে খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে মূর্তি গড়ে সৈন্যদলের পুরোভাগে নেওয়ার রেওয়াজ ছিল বলে মানতে হয়, কিন্তু কার্টিয়াস—আলেক্জাণ্ডার এবং পুরুর যুদ্ধ ঘটনার বহু পরে আবির্ভূত হওয়ায় এবং Herakles-এর সম্পর্কে যথার্থ কিছু অবগত না থাকায় খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে মূর্তিপূজা সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব নয়।

মেগাস্থিনিস Dionysus-এর উল্লেখ করেছেন। ইনিও গ্রীক্ দেবতা এবং প্রসিদ্ধি আছে যে ইনি ভারতবর্ষ জয় করেছিলেন। "And regarding Dionysus many traditions are current to the effect that he also made an expedition into India and subjugated the Indians before the days of Alexander."[১]

ডায়োনিসাসকে শিব রূপে গ্রহণ করার হেতুও বোঝা যায় না। প্রকৃত সত্য বোধহয় এই যে হিরাক্লিস্ এবং ডায়োনিসাস বিজেতা গ্রীক্ জাতির সঙ্গে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রবেশ করেছিলেন এবং কোন কোন ভারতীয় জাতির দ্বারা স্বীকৃতও হয়েছিলেন। মূর্তি-শিল্পকে এদেশে গান্ধার শিল্প বলা হয়। গান্ধার (কান্দাহার—Taxila) গ্রীক্ অধিকৃত হওয়ায় গ্রীক্ ভাস্কর্য এই অঞ্চলে জনপ্রিয় হয়েছিল। সুতরাং মূর্তিগড়ার রীতি গ্রীক্দের কাছ থেকেই গৃহীত হয়েছিল এ সত্য অস্বীকার করা চলে না।

জাতকে শিব ও বিষ্ণু নাম দুটি থেকেই এই সময়ে মূর্তিপূজার প্রচলনের পক্ষে রায় দেওয়াও সম্ভব নয়। ভগবান বুদ্ধের সময় মূর্তিপূজা প্রচলিত থাকলে বৌদ্ধ-শাস্ত্রাদিতে তার উল্লেখ অবশ্যম্ভাবী। বুদ্ধদেবের মূর্তিনির্মাণ ও পূজা বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের বহু পরে প্রচলিত হয়েছিল। বুদ্ধদেবের নখ, কেশ ইত্যাদির উপরে স্তূপ নির্মাণ করে বুদ্ধদেবের প্রতীক হিসাবে উপাসনা করার রীতি প্রচলিত হয়েছিল। "এমন কি বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতমবুদ্ধের মূর্তি পর্যন্ত বুদ্ধের পরিনির্বাণের প্রায় চারিশত বৎসরের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। গৌতমবুদ্ধ মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার ভ্রাতা নন্দ যখন তাঁহাকে প্রণাম করেন, তখন বুদ্ধ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া বলেন প্রণামাদির দ্বারা তিনি সুখী হইবেন না, তিনি সুখী হইবেন তখনই, যখন নন্দ পূর্ণ উদ্যমে সদ্ধর্মের পালন করিবে…।

---

১ Ancient India, as described by Arrian & Megasthenes, page 201.

বিভিন্ন প্রাচীন শিল্পসম্প্রদায়ে যদিও বুদ্ধের মূর্তি দেখা যায় না, তথাপি বুদ্ধের ব্যবহৃত বস্তু ও প্রতীকের মূর্তি অনেক জায়গায় পাওয়া গিয়াছে। বুদ্ধের পাগড়ি, পদচিহ্ন, বোধিবৃক্ষ, ধর্মচক্র ইত্যাদি বহুবিধ চিহ্ন পাথরে খোদা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বুদ্ধগয়া, সাঁচী ও অমরাবতীর শিল্পই প্রধান. . .। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতক পর্যন্ত ভগবান বুদ্ধের মূর্তি নির্মিত করা হয় নাই। তাহার বদলে তাঁহার প্রতীকগুলিকেই প্রস্তরে খোদাই করিয়া রূপ দেওয়া হইয়াছিল।"[১]

প্রসিদ্ধি আছে যে মগধ-সম্রাট বুদ্ধভক্ত বিম্বিসার বুদ্ধের পদনখকণার উপরে একটি স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন।

নৃপতি বিম্বিসার
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইল
পদনখকণা তাঁর।
স্থাপিয়া নিভৃত প্রাসাদকাননে
তাহারি উপরে রচিলা যতনে
অতি অপরূপ শিলাময় স্তূপ
শিল্প শোভার সার।[২]

পণ্ডিতেরা মনে করেন যে বুদ্ধের মূর্তি নির্মিত হয়েছিল গ্রীক্ ভাস্কর্যের প্রভাবে। "বুদ্ধের মূর্তি কোন্ শিল্পে প্রথম তৈয়ারী হইয়াছিল, ইহা লইয়া নানা মুনির নানা মত আছে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন গান্ধার ভাস্কর্যে বৌদ্ধেরা প্রথম ভগবান বুদ্ধের মূর্তি তৈয়ারী করিয়াছিলেন। আবার কোন কোন পণ্ডিত বলেন মথুরা ভাস্কর্যও বুদ্ধের মূর্তি তৈয়ারী করিবার দাবী করিতে পারে। তবে সব দিক অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে প্রথম বুদ্ধের মূর্তি তৈয়ারী করা ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভবপর নহে। কারণ উহা একটু অসম্মানকর। কাজেই বোধ হয় ঐ কার্যটি বিদেশীয় বৌদ্ধদিগের দ্বারা সম্ভব হইয়াছিল"।[৩]

হিন্দুদের মূর্তিপূজাও প্রতীক উপাসনা। বৌদ্ধ-প্রতীক থেকেই হিন্দু-প্রতীক বা মূর্তি প্রভৃতি পূজার সূত্রপাত হয়েছে বলে মনে হয়। তবে বুদ্ধ-মূর্তির মত হিন্দু দেবতার মূর্তি নির্মাণ গ্রীক্ মূর্তি-শিল্পের প্রভাবসঞ্জাত বলে গ্রহণ করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে।

---

১ বৌদ্ধ দেবদেবী—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ১০-১১

২ পূজারিণী, কথা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩ বৌদ্ধ দেবদেবী—পৃঃ ১১

দেববিগ্রহ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী)। 'দুর্গ নিবেশ' বর্ণনা প্রসংগে কৌটিল্য রাজপুরে কোন্ কোন্ দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তার বিবরণ দিয়েছেন: "অপরাজিতা-প্রতিহতজয়ন্তবৈজয়ন্ত কোষ্ঠকান্ শিববৈশ্রবণাশ্বিশ্রীমদিরাগৃহং পুরমধ্যে কারয়েৎ।"[১] —পুরমধ্যে অপরাজিতা (দুর্গা), অপ্রতিহত (বিষ্ণু), জয়ন্ত ও বৈজয়ন্ত (ইন্দ্র), কোষ্ঠক (অন্তগৃহ) এবং শিব, বৈশ্রবণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, শ্রী বা লক্ষ্মী ও মদিরা দেবতার (দুর্গার নাম বিশেষ) গৃহ থাকিবে।"[২]

ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক[৩] এবং ডঃ রাধাকুমুদ মুখার্জী[৪] অপরাজিতা শব্দের অর্থ করেছেন দুর্গা, অপ্রতিহত শব্দের অর্থ বিষ্ণু, বৈজয়ন্ত শব্দের অর্থ ইন্দ্র এবং বৈশ্রবণ শব্দের অর্থ করেছেন কুবের। কৌটিল্যের বিবরণ থেকে সেকালে রাজপুরে দেববিগ্রহ স্থাপন এবং পূজার ব্যবস্থা ছিল, এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয়।

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি অষ্টাধ্যায়ীর অল্পাচ্‌তরম্ (২/২/৩৪) সূত্রের ব্যাখায় ধনপতি কুবের, বলরাম এবং কেশব বা কৃষ্ণের মন্দিরে মৃদঙ্গ, শঙ্খ, তুনব প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাদনের দ্বারা দেবপূজার কথা বলেছেন—"মৃদঙ্গশঙ্খতুনবাঃ পৃথঙ্‌নদন্তি সংসদি প্রাসাদে ধনপতিরামকেশবানাম্।" পতঞ্জলি "জীবিকার্থে চাপ্যন্যে" (৫/৩/৯৯) সূত্রের ভাষ্যেও বলেছেন যে মৌর্যগণ জীবিকার নিমিত্ত দেবপ্রতিমা বিক্রয় করতেন। দেবপ্রতিকৃতি বা দেবপ্রতিমা বলতে দেবতার চিত্রপটকেও বোঝাতে পারে। কিন্তু মন্দিরে কৃষ্ণ, বলরাম এবং কুবেরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত থাকার বিবরণ থেকে পতঞ্জলির সময়ে (খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী) মন্দিরে দেববিগ্রহ পূজার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

মূর্তিপূজা সম্পর্কে অভ্রান্ত প্রমাণ উপস্থাপিত করে প্রাচীনকালের মুদ্রা ও ভাস্কর্য। মুদ্রাগুলি এ বিষয়ে প্রাচীনতম প্রমাণরূপে গ্রহণযোগ্য। কারণ প্রাচীন মুদ্রার সমকালের মূর্তি পাওয়া যায় নি। গুপ্ত রাজাদের মুদ্রায় যেমন যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদানের চিত্র অংকিত আছে (কাচ টাইপ—সমুদ্রগুপ্ত; ছত্রটাইপ্—২য় চন্দ্রগুপ্ত) তেমনি লক্ষ্মী, কার্তিকেয়, গঙ্গা, শিব প্রভৃতি দেবতাদের মূর্তি মুদ্রিত আছে। যাগযজ্ঞ এবং দেববিগ্রহ পূজা—এই উভয় রীতিই গুপ্ত যুগে প্রচলিত

১ অর্থশাস্ত্র—২।৪ ২ অনুবাদ—রাধাগোবিন্দ বসাক
৩ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র (বঙ্গানুবাদ), ১ম, পৃঃ ৬২
৪ Chandragupta Maurya and his times—page 195.

ছিল। এই যুগেরই (খৃষ্টীয় ৪র্থ/৫ম শতাব্দী) বিভিন্ন শীলমোহরে (ভিটা শীল, বেসার শীল প্রভৃতিতে) শিব, বিষ্ণু, দুর্গা প্রভৃতি দেবতার মূর্তি এবং প্রতীক অংকিত আছে। এই যুগে শক্তিমান রাজারা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন। অন্যান্য যজ্ঞও অনুষ্ঠিত হোত; দেবমূর্তি পূজার রীতিও এইযুগে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে।

কুষাণ সম্রাট কণিষ্ক, হুবিষ্ক, বাসুদেব ও পরবর্তী কুষাণ রাজাদের (খৃষ্টীয় ১ম/২য় শতাব্দী) মুদ্রাগুলিতে শিব, উমা, স্কন্দ - কার্তিকেয়, লক্ষ্মী, বাসুদেব প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতার মূর্তি অন্যান্য গ্রীক্, সুমেরীয়, পারস্য প্রভৃতি দেবতাদের সঙ্গে অংকিত আছে। সুতরাং এই যুগেও দেবমূর্তি গড়ে পূজা করা যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। মনে হয়, কুষাণ সম্রাটদের পূর্ব থেকেই দেবদেবীর মূর্তি-পূজার রীতি প্রচলিত হয়েছে। বিদেশী শক্-কুষাণরা গ্রীক্ ভাস্কর্য জনপ্রিয় করায় অনেকটা সহায়তা করেছিলেন।

খৃষ্টপূর্ব প্রথম, দ্বিতীয়, এমন কি তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন জাতির (tribe) মুদ্রায় দেবমন্দিরের প্রতিকৃতি, নানাবিধ দেবতার মূর্তি ও দেবতার প্রতীক বর্তমান। ঔডুম্বর জাতির কতকগুলি মুদ্রার (খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী) বিপরীত দিকে (Reverse) একটি তিনতলা মন্দির ও মন্দিরের দক্ষিণে ত্রিশূল ও পতাকার চিত্র আছে।[১] তক্ষশিলায় প্রাপ্ত মুদ্রায় (খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দ) মন্দির অংকিত আছে।[২] প্রথমোক্ত মন্দিরটি যে শিবমন্দির তাতে সন্দেহ নেই। মুদ্রায় অংকিত মন্দির-চিত্র প্রমাণ করে যে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে হয়ত বা তৃতীয় শতাব্দীতেও মন্দিরে দেববিগ্রহ স্থাপনের রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। অবন্তী থেকে প্রাপ্ত মালব মুদ্রায় (খৃঃ পূঃ ২৫০—২৫০ খৃঃ) লক্ষ্মীর মূর্তি অংকিত আছে। এই লক্ষ্মী পদ্মাসীনা, দুই হস্তীর শুণ্ডের দ্বারা অভিস্নাতা গজলক্ষ্মী। অনুরূপ মূর্তি অংকিত আছে অন্যান্য মালব মুদ্রায়; দণ্ডায়মানা লক্ষ্মীমূর্তি পাই অযোধ্যা মুদ্রায় (খৃঃ পূঃ ২০০ থেকে ২০০ খৃষ্টাব্দ) এবং কৌশাম্বী মুদ্রায় (খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দ)। মালব মুদ্রায় (কানিংহামের মতে খৃঃ পূঃ ২৫০ থেকে ২৫০ খৃষ্টাব্দ, স্মিথ ও র‍্যাপ্‌সনের মতে ১৫০ খৃঃ পূঃ থেকে খৃষ্টীয় শতাব্দী পর্যন্ত) তিন মস্তক বিশিষ্ট শিবের মূর্তি পাওয়া যায়। মথুরা থেকে প্রাপ্ত মুদ্রায় (খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী)

১ Ancient Indian Numismatics, S. K. Chakravarti, page 160.

২ তদেব—পৃঃ ২১১

শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি অংকিত রয়েছে। পাঞ্চাল থেকে প্রাপ্ত শুঙ্গরাজাদের (Smith-এর মতে খৃঃ পূঃ ১০০ অব্দ থেকে ১০০ খৃষ্টাব্দ) মুদ্রায় ইন্দ্র, অগ্নি, গঙ্গা, শিব ও বিষ্ণু এবং যৌধেয় মুদ্রায় (র‍্যাপ্‌সনের মতে ১০০ খৃঃ পূর্বাব্দ ; স্মিথের মতে ১০০ খৃষ্টাব্দ) ষড়ানন কার্তিকেয়ের মূর্তি পাওয়া যায়। এ ছাড়াও খৃষ্টপূর্বযুগে ও খৃষ্টোত্তর যুগে বিভিন্ন মুদ্রায় বিষ্ণুর প্রতীক চক্র, শিবের প্রতীক ত্রিশূল বা ষাঁড় নন্দীর চিত্র বহুব্যাপক। ডঃ জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির মতে লক্ষ্মীমূর্তি বুদ্ধযুগের পূর্ববর্তী।[১] প্রাচীন মুদ্রার সাক্ষ্যে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় বা দ্বিতীয় শতাব্দীতেই পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তিপূজার রীতি প্রচলিত ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্যও এই তথ্যকে সমর্থন করে। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে দেববিগ্রহ পূজার রীতি প্রচলিত ছিল কিনা, তা অনুমান সাপেক্ষ তথ্যসমর্থিত নয়। তবে মূর্তি পূজার প্রচলন যে বুদ্ধদেবের (খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী) পরবর্তী তাতে সন্দেহ নেই। সম্ভবতঃ জনপ্রিয় বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার তাগিদেই পৌরাণিক হিন্দুধর্ম তথা দেবমূর্তি পূজার রীতি প্রচলিত হয় খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অথবা আরও কিছু পূর্বে এবং এই ধর্মাচরন রীতি ক্রমে এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে বিদেশাগত কুষাণসম্রাটগণও বিদেশী দেবতাদের সঙ্গে হিন্দু দেবদেবীদের মুদ্রায় স্থান দিয়েছিলেন। কালক্রমে বৌদ্ধধর্মেও হিন্দু দেবতারা স্থান করে নিয়েছিলেন।

১ Development of Hindu Iconography, 1st Edn., page 209.

দেবতার স্বরূপ

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রায় সকলেই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, প্রাকৃতিক দৃশ্যনিচয় বৈদিক আর্যদের এমনই অভিভূত করেছিল যে তাঁরা প্রত্যেকটী প্রাকৃতিক বস্তুকে দেবতারূপে কল্পনা করেছেন। প্রসিদ্ধ জার্মাণ পণ্ডিত A. Weber বলেছেন, আদিম যুগের মানুষ হিসাবে আর্যরা শিশুর মত সরলতা নিয়ে প্রাকৃতিক বস্তুতে দেবত্বের আরোপ করেছেন। "They (older hymns of the Ṛgveda) contain relics of the childlike and naive conceptions then prevailing, such as may also be traced among the Teutons and Greeks."[১]

অধ্যাপক Winternitz লিখেছেন, "Many of the hymns are not addressed to a Sun-god, nor to a moon-god, nor to a fire-god, nor to a god of heavens, nor to storm-gods and water deities, nor to a goddess of the dawn and an earth goddess but the shining sun itself, the gleaming moon in the nocturnal sky, the fire blazing on the earth or on the alter or even the lightning shooting forth from the cloud, the bright sky of day, the starry sky of night, the roaring storms, the flowing waters of clouds and rivers, the glowing dawn and the spread out fruitful earth—all these natural phenomena are as such, glorified, worshipped and invoked. Only gradually is accomplished in the songs of the Ṛgveda itself the transformation of these natural phenomena into mythological figures, into gods and goddesses, such as, Surya (Sun), Soma (Moon), Agni (Fire), Dyaus (Sky), Maruts (Storms), Vayu (Wind), Apas (Waters), Usas (Dawn) and Prithivī (Earth), whose names still indubitably indicate what they originally were. So the songs of the Ṛgveda prove indisputably that the most prominent figures of mythology have proceeded from personifications of most striking natural phenomena."[২]

---

১ The History of Indian Literature (1914), page 35.

২ History of Indian Literature, Vol. I, Part I, page 65.

অধ্যাপক ভিন্‌তারনিৎসের এই অভিমত প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। প্রাকৃতিক বিষয়গুলি ক্রমে জীবিত সত্তার আরোপে দেবত্বে উন্নীত হয়েছে এই মতবাদ প্রায় সকলেই গ্রহণ করেছেন।

Dr. A. B. Keith লিখেছেন, "The object of devotion of the prie ts were the great phenomena of nature, conceived as alive, and usually represented in anthropomorphic shape, though not rarely theriomorphism is referred to."[১]

Prof. A. Macdonell অনুরূপ বিশ্বাসেই লিখেছেন, "Its oldest source presents to us an earlier stage in the evolution of beliefs based on the personification and worship of natural phenomena than any other literary monument of the world."[২]

Sir Charles Eliot-এর অভিমতও একই প্রকার। তিনি লিখেছেন, "But the earliest stratum of Vedic religion is worship of the powers of Nature—such as, the Sun, the Sky, the Dawn, the Fire—which are personified but not localised or depicted. Their attributes do not depend at all on art, not much on local or tribal custom, but chiefly on imagination and poetry."[৩]

বৈদিক দেবকল্পনার গভীরে এইসব পণ্ডিত প্রবেশ করেছেন বলে মনে হয় না। প্রাথমিক দেব কল্পনার মূলে আদিম মানব-মনের কোন্ ভাবনা কার্যকরী হয়েছিল তা নিতান্তই অনুমান সাপেক্ষ। ঋগ্বেদ ও তৎপরবর্তী সর্বপ্রকার ধর্মগ্রন্থে, কাব্যাদিতেও যে সত্য প্রতিভাত হয়, তা হোল এই যে চেতন অচেতন সকল পদার্থের মধ্যেই ভারতবর্ষের মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেছেন ;—প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যেই তাঁরা কোন এক অদৃশ্য শক্তির প্রকাশ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বেই। বেদে এবং পুরাণে বহুদেবতার উপাসনা প্রচলিত থাকলেও সকল দেবতাই যে এক, অথবা একই দেবতার রূপভেদ—এ তত্ত্ব ভারতীয় দেবোপাসনার মূল তত্ত্ব। ভারতীয় সাহিত্যে ও দর্শনে এই তত্ত্ব সর্বত্রই প্রতিভাত। দেবতাগণ বাহ্যতঃ বিভিন্ন হলেও স্বরূপতঃ এক— এ সত্য উপলব্ধি করতে ভারতীয় মণীষা কখনও ভুল করেনি।

---

১ Cambridge History of India, vol. I, 1st Edn., page 107.

২ Vedic mythology, page 2.

৩ Hinduism and Buddhism, Vol. I, page 56.

যে এক দেবতা থেকে তেত্রিশ বা তেত্রিশ কোটী দেবতার উদ্ভব সেই এক দেবতার স্বরূপ কি? নিরুক্তকার যাস্ক উল্লেখ করেছেন যে তাঁর পূর্ববর্তী নিরুক্তকার-গণের মতে বেদের দেবতাবৃন্দ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত, অথবা বেদের দেবতার সংখ্যা তিন—পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে বায়ু অথবা ইন্দ্র এবং দ্যুলোকে বা আকাশে সূর্য। "তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ। অগ্নি: পৃথিবীস্থানো বায়ুর্বেন্দ্রো বাঽন্তরিক্ষস্থানঃ সূর্যোদ্যুস্থানঃ।"[১]

ডঃ যোগীরাজ বসু যাস্কের বক্তব্যটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "এই তিন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন কর্ম ও ভিন্ন বিশেষণ লইয়া সেই গোষ্ঠীর অপরাপর দেবতাগণের নামকরন হইয়াছে। অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন কার্য ও বিশেষণ লইয়া বৈশ্বানর জাতবেদা, নরাশংস, সুসমিদ্ধ ও তনূনপাৎ প্রভৃতি নামকরন হইয়াছে। তদ্রূপ বায়ু হইতে মাতরিশ্বা, রুদ্র, ইন্দ্র, অপাংনপাৎ, মরুৎ প্রভৃতি দেবতার নামের উৎপত্তি হইয়াছে এবং সূর্য হইতে আদিত্য, বিষ্ণু, মিত্র, বরুণ, পূষা, ভগ, অশ্বিযুগল, সবিতা প্রভৃতি দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে।"[২]

যাস্ক কথিত নিরুক্তকারগণের দেবতত্ত্বব্যাখ্যার পোষকরূপে একটি ঋক্ উদ্ধৃত হয়ে থাকে। ঋক্‌টি এই: "সূর্যো নো দিবস্পাতু বাতো অন্তরিক্ষাৎ অগ্নির্নঃ পার্থিবেভ্যঃ।"[৩]

—সূর্য আমাদের স্বর্গের উপদ্রব হইতে, বায়ু আকাশের উপদ্রব হইতে এবং অগ্নি পৃথিবীর উপদ্রব হইতে রক্ষা করুন।"[৪]

এই ঋক্‌টি থেকে দেবতা যে মাত্র তিনজন এবং তিন দেবতার যে পৃথক্ সত্তা এমন কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। যাস্ক কিন্তু দেবতাদের স্বরূপ উপলব্ধিতে ভুল করেন নি। তিনি স্পষ্টতঃই লিখেছেন, দেবতারা—"এক আত্মা···বহুধা স্তূয়তে।"[৫]

— দেবতাদের একই আত্মা বহুরূপে স্তুত হয়ে থাকেন।

একস্যাত্মনোঽন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি।"[৬]

—অন্যান্য দেবতারা একই আত্মার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

এই এক আত্মাটি কে? কি তাঁর স্বরূপ? যাস্কের মতে এই আত্মাভূত এক দেব—অগ্নি। কাত্যায়ন সর্বানুক্রমণীতে সূর্যকে একমাত্র দেবতা বলে মত পোষণ

---

১ নিরুক্ত—৭।১৪ ২ বেদের পরিচয়—পৃঃ ১০০ ৩ ঋগ্বেদ—১০।১৫৮।১
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ নিরুক্ত—৭।৪ ৬ ঋগ্বেদ—১।১৬৪।৪৬

করেছেন—'এক এব মহানাত্মা বেদে স্তূয়তে, স সূর্য ইতি ব্যাচক্ষতে।"—একমাত্র মহান আত্মা বেদে স্তুত হয়েছেন, তিনিই সূর্য। ঋগ্বেদের ঋষি সূর্যকেই স্থাবর জঙ্গমের প্রাণপুরুষরূপে উল্লেখ করেছেন,—"সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।"[১]—সূর্যই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বচরাচরের আত্মা। মহামহোপাধ্যায় সীতারাম শাস্ত্রী মহাশয় বেদের সকল দেবতাকেই আদিত্যরূপে গণ্য করে আদিত্যপর ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে বেদের সকল দেবতাই সূর্যের অংশ বা রূপান্তর।

ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রথম সূক্তে অগ্নিকেই ইন্দ্র, বিষ্ণু, বরুণ, মিত্র, অর্যমা, রুদ্র, ভগ, বসু, অদিতি, ভারতী, ইলা, বৃত্রহন্তা সরস্বতী প্রভৃতি রূপে অভিহিত করা হয়েছে। ঐতরেয় এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে অগ্নিকেই সর্বদেবাত্মক বলা হয়েছে—"অগ্নিঃ সর্বা দেবতাঃ।"[২]

সর্বদেবের স্বরূপ রূপে অগ্নি এবং সূর্য উভয়েই স্তুত হয়েছেন। পণ্ডিতরাও কেউ সূর্যকে কেউ অগ্নিকে দেব কল্পনায় উৎসরূপে স্বীকার করে নিয়েছেন। যাস্ক "অগ্নিঃ সর্বা দেবতাঃ"—এই মন্ত্র ব্রাহ্মণ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে অগ্নির স্বপক্ষে মত দিয়েছেন। এই দুইপ্রকার মতের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নেই। যিনি সূর্য তিনিই অগ্নি। অগ্নি জড়ে-জীবে সর্বত্র বিদ্যমান;—আকাশে বিদ্যুৎ, জলে বাড়বানল, পৃথিবীতে অগ্নি, দ্যুলোকে সূর্য।

ত্রীণি জানা পরিভূষন্ত্যস্য সমুদ্র
একং দিব্যেকমপ্সু।[৩]

—সেই (অগ্নি) তিনটি জন্মস্থান অলংকৃত করে; সমুদ্রে এক, আকাশে এবং অন্তরীক্ষে এক।[৪]

শুচিং ন যামন্নিষিরং স্বদৃশং কেতুং দিবো রোচনস্থামুষর্বুধং।
অগ্নিং মূর্ধানং দিবো অপ্রতিষ্কুতং তমীমহে নমসা বাজিনং বৃহৎ।।[৫]

—দীপ্ত যজ্ঞে গমনকারী সমস্ত পদার্থের জ্ঞানযুক্ত, দ্যুলোকে কেতুস্বরূপ, সূর্যে অবস্থিত উষাকালে জাগরুক, অন্নবান মহান অগ্নিকে স্তোত্রদ্বারা যাচ্ঞা করি।

দিবস্পরি প্রথমং যজ্ঞে অগ্নিরস্মদ্বিতীয়ং পরিজাতবেদাঃ।
তৃতীয়মপ্সু নৃমনা অজস্রমিন্ধান এনং জরতে স্বাধীঃ।।[৭]

---

১ ঋগ্বেদ—১।১৬৪।৪৬ ২. ঐতরেয় ব্রাঃ—২।৩; তৈত্তিরীয় ব্রাঃ—১।৪।৪।১০ ৩ ঋগ্বেদ—১।৯৭।৩
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—৩।২।১৪ ৬ অনুবাদ—তদেব ৭ ঋগ্বেদ—৩।২।১৪

—অগ্নি প্রথমে আকাশে অর্থাৎ বিদ্যুৎরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন, তাঁহার দ্বিতীয় জন্ম আমাদিগের নিকট, তাহাতে তাঁহার নাম জাতবেদা। তাঁহার তৃতীয় জন্ম জলের মধ্যে। এইরূপে সেই নরহিতকারী অগ্নি নিরন্তর জাজ্বল্যমান আছেন। যিনি উত্তম ধ্যান করিতে পারেন, তিনি তাঁহাকে জানেন।[১]

অগ্নি শুধু তিনরূপেই বর্তমান নন, তিনিই ব্রহ্মরূপী—শুধু জ্ঞানী ব্যক্তি ধ্যানের দ্বারা তাঁর স্বরূপ অবগত হ'তে পারেন। অগ্নি সূর্যের সঙ্গে অভিন্ন।

সং ত্বমগ্নে সূর্যস্য বর্চসাঽগথাঃ সমৃষীণাং স্তুতেন সং প্রিয়েণ ধাম্না।

ত্বমগ্নে সূর্য্যবর্চা অসি সং মামায়ুষা বর্চসা প্রজয়া সৃজ ॥[২]

—হে অগ্নি, তুমি সূর্যের তেজের সঙ্গে সংগত হও, ঋষিদের স্তোত্রের সঙ্গে সংগত হও, প্রিয়দেশে সংগত হও। হে অগ্নে, তুমি সূর্যসম তেজোময়, আমাকে আয়ু প্রভৃতির সঙ্গে সংযুক্ত কর।

অগ্নের্বা আদিত্যো জায়তে……আদিত্যাদ্বৈ চন্দ্রমা জায়তে

… চন্দ্রমসো বৈ বৃষ্টির্জায়তে……বৃষ্টের্বৈ বিদ্যুজ্জায়তে।"[৩]

শুক্রঃ শুশুক্বাঁ উষো ন জারঃ পপ্রা সমীচী দিবো ন জ্যোতিঃ।

পরি প্রজাতঃ ক্রত্বা বভূথ ভুবো দেবানাং পিতা পুত্রঃ সন্ ॥[৪]

—শুভ্রবর্ণ অগ্নি উষার প্রণয়ী (সূর্যের) ন্যায় সকল পদার্থের প্রকাশক; এবং দ্যুতিমান (সূর্যের) জ্যোতির ন্যায় স্বতেজে (দ্যাবাপৃথিবী) একত্রে পরিপূরিত করেন। হে অগ্নি! তুমি প্রাদুর্ভূত হইয়া কর্মদ্বারা জগৎ পরিব্যাপ্ত কর। তুমি দেবগণের পুত্র হইয়াও তাহাদের পিতা।[৫]

কৃষ্ণ যজুর্বেদে একটি উপাখ্যান আছে। এই উপাখ্যান অনুসারে আদিত্য পুরাকালে মর্তে (অগ্নিরূপে) ছিলেন। দেবগণ পৃষ্ঠাখ্য ষড়হ যাগের দ্বারা তাঁকে স্বর্গে স্থাপন করেছিলেন— "অসাবাদিত্যোঽস্মিঁল্লোকে আসীত্তং দেবা পৃষ্টৈঃ পরিগৃহ্য সুবর্গং লোকমগময়ন্ পরৈরবস্তাৎ পর্য্যগৃহ্নন্দিবা কীর্ত্যেন সুবর্গে লোকে প্রত্যস্থাপয়ন্…।[৬]

মার্কণ্ডেয় পুরাণে (৯৯ অঃ) অগ্নির স্তবে অগ্নি সূর্যের সঙ্গে অভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত,—

ত্বং জ্যোতিঃ সর্বভূতেষু ত্বমাদিত্যো বিভাবসুঃ ॥

---

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ কৃষ্ণ যজুর্বেদ - ১।৫।৫।১৬ ৩ ঐতরেয় ব্রাঃ—৪।৮।৮

৪ ঋগ্বেদ—১।৬৯।১ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৬ কৃষ্ণ যজুঃ—৭।৩।১০

—তুমিই সর্বভূতের জ্যোতি (তেজ) রূপে বিরাজমান, তুমিই সূর্য, তুমিই বিভাবসু।

মহাভারতের বনপর্বে ধর্মরূপী বকের 'বার্তা কি ?' —এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির যা বলেছিলেন, তাতে সূর্য ও অগ্নির একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে সূর্যাগ্নিনা রাত্রিদিনেন্ধনেন।
মাসর্তুদর্বী পরিঘট্টনেন ভূতানি কাল পচতীতি বার্তা ॥[১]

—(অস্যার্থঃ) কাল সূর্যরূপ অগ্নির দ্বারা দিন ও রাত্রিরূপ ইন্ধনের সাহায্যে মাস ও ঋতুরূপ হাতা দিয়ে জীবনকে মহামোহরূপ কটাহে পাক করছে, —বার্তা এই।

সূর্যাগ্নির একাত্মতা সম্পর্কে ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস লিখেছেন, "Fire on the earth below, lightning in antariksha and the sun in heaven were all one and the same substance giving glimpses and idea of splendour of Brahman, the supreme God, from whom they borrowed or derived their lights."[২]

Charles Eliot লিখেছেন, "This multiple origin becomes more definite in the theory of Agni's three births ; he is born on earth from the friction of fire sticks, in the clouds as lightning, and in the highest heavens as the Sun or celestial light."[৩]

অগ্নির অগ্নিত্ব বা তেজ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বের মূলে। অগ্নি তাই প্রাণরূপী। এই তেজাত্মক শক্তির ভিন্নরূপ সূর্য। অগ্ন্যাদিত্যকে অভিন্ন কল্পনায় কোথাও কোন বিরোধ হয় না। শুক্লযজুর্বেদে অগ্নিকে শুভ্রজ্যোতি, বিচিত্রজ্যোতি, সত্যজ্যোতি বলে বর্ণনা করেছেন :

"শুক্রজ্যোতিশ্চ চিত্রজ্যোতিশ্চ সত্যজ্যোতিশ্চ জ্যোতিষ্মাংশ্চ।"

এই তেজাত্মক অগ্নি বা আদিত্য প্রকৃতির সর্ববস্তুতেই বর্তমান আছেন। এই অগ্নি-আদিত্যেরই ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন রূপ-গুণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার কল্পনা। অগ্নি যজ্ঞ স্বরূপ, —যজ্ঞই বিষ্ণু, সরস্বতী যজ্ঞাগ্নিরূপা, —সূর্যাগ্নির ধ্বংসাত্মক রূপই রুদ্র, —অগ্নির কল্যাণকর মূর্তি শিব —সর্বাবরক তেজ সমন্বিত সূর্যাগ্নিই বরুণ —অনন্ত শক্তিসম্পন্না সূর্যাগ্নির শক্তিই অন্তহীনা অদিতি।

---

১ বনপর্ব—২৮৭।৮২ ২ Rgvedic culture, Page 45

৩ Hinduism and Buddhism vol. I

যাস্কের মতে প্রাকাশার্থক দীপ্ ধাতু থেকে দেব শব্দ এসেছে, অথবা যিনি দ্যুস্থানে বা আকাশে থাকেন তিনিই দেব, অথবা যিনি যজ্ঞফল দান করেন তিনিই দেব। [১]

বৈদিক দেবোপাসনা কেবলমাত্র প্রাকৃতিক বস্তুর দেবতা-জ্ঞানে উপাসনা নয়, বৈদিক দেবতা তেজোরূপী এক প্রাণশক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। এ সত্য অবগত ছিলেন ঋগ্বেদের সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ। জড় প্রকৃতি নয়—প্রাণরূপী তেজোময়ী শক্তিকে রূপে রূপে নব নব আকারে প্রকাশিত দেখে ঋষিগণ সেই প্রাণশক্তি অগ্নিরই উপাসনা করেছেন। এই অগ্নি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষরূপে মহাশক্তির আধার সর্বভূতান্তরাত্মা। যাঁরা আর্যঋষিগণকে জড় প্রকৃতির উপাসক রূপে অভিমত প্রকাশ করে থাকেন, ভারতীয় দেব-উপাসনা সম্পর্কে তাঁদের ধারণা যথার্থ নয়। পরবর্তীকালে নূতন নূতন দেবতার আবির্ভাবে এবং বহুতর পৌরাণিক কাহিনীর বিকাশে দেবতাদের স্বরূপ আচ্ছাদিত হওয়ায় পুরাণে যে সকল দেবতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাঁদের প্রকৃতি নিরূপণ কষ্টসাধ্য হলেও রূপ-গুণের বিচারে তাঁদের অগ্নিস্বরূপ বলে চিহ্নিত করা যায়। ভারতীয় মনীষা বহুত্বকে স্বীকার করে নিয়ে বহুর মধ্যে একক অথবা একেরই বহুরূপে আত্মপ্রকাশকে উপলব্ধি করেছেন।

১ নিরুক্ত ৭।১৫।৪

দেব ও অসুর

পুরাণে ও কাব্যে দেবাসুরের সংগ্রাম অত্যন্ত পরিচিত ঘটনা। অসুরগণ সকল সময়েই দেব-বিরোধী। স্বর্গ আক্রমণ করা, দেবতাদের পরাজিত, নির্জিত এবং স্বর্গচ্যুত করা—ইন্দ্রকে বিতাড়িত করে ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করা অসুরদের পবিত্র এবং একমাত্র কর্তব্য। অসুররা দেবতাদের যজ্ঞীয় হবিঃ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ বিনষ্ট করে—দেবপূজা নিষিদ্ধ করে দেয়। অসুর, দৈত্য, দানব প্রভৃতি সমার্থক শব্দরূপে পরিগণিত। অসুরপতি বৃত্র, হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, বিরোচন, বলি, মহিষাসুর, শুম্ভ, নিশুম্ভ, বাণ, শম্বর, অন্ধক, বিদ্যুন্মালী প্রভৃতি দেববিরোধিতার জন্য প্রসিদ্ধ। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ একমাত্র ব্যতিক্রম। অসুরদের অনেক গুণ থাকলেও দেব বিরোধিতা তাদের মজ্জাগত। দেবতাদের গুরু বৃহস্পতি ও অসুরদের গুরু শুক্রাচার্য। মহাভারতানুসারে দেবাসুরের মিলিত চেষ্টায় সমুদ্র-মন্থনে উত্থিত অমৃত পান করে দেবতারা অমরত্ব লাভ করেছিলেন, আর অসুরদের অমৃতের ভাগ থেকে বঞ্চিত করায় অসুররা অমরত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। দেবাসুরের সংগ্রাম চলেছে অনন্তকাল ধরে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলেছেন যে দেবাসুরের শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ চলেছিল অসুরপতি মহিষাসুরের নেতৃত্বে—

দেবাসুরমভূদ্‌ যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা
মহিষেঽসুরাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে॥[১]

এই যুদ্ধে দেবগণকে পরাজিত করে ইন্দ্র হয়েছিল মহিষাসুর—

জিত্বা তু সকলান্‌ দেবানিন্দ্রোঽভূন্মহিষাসুরঃ।[২]

অন্যান্য পুরাণেও দেবাসুরের বারংবার যুদ্ধের বিবরণ আছে, রামায়ণ মহাভারতেও এই যুদ্ধ-বিবরণ প্রচুর আছে। অসুরগণ সাময়িকভাবে জয়লাভ করলেও পরিণামে দেবতাদের হাতে তারা পরাজিত অথবা নিহত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অসুর কারা? সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, অসুরগণ আর্যজাতির শত্রু ভারতের আদিম অধিবাসী অনার্যজাতি এবং বৃত্র প্রভৃতি অনার্যদের রাজা বা অধিপতি। কিন্তু এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। দেব এবং অসুর কোন পৃথক জাতি নয়,—একই পিতার ঔরসজাত সন্তান। মহাভারত

---

১ মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৮২ অঃ   ২ অনুবাদ—তদেব

ও পুরাণানুসারে ব্রহ্মাতনয় প্রজাপতি কশ্যপের পত্নী অদিতি ও দিতির গর্ভজাত যথাক্রমে দেব ও দৈত্য। কশ্যপের অপর পত্নী দনুর গর্ভজাত সন্তান দানব। বায়ুপুরাণ মতে প্রজাপতির জঘন দেশ থেকে অসুরদের উৎপত্তি। তাণ্ড্য-মহাব্রাহ্মণ বলেছেন যে দেব ও অসুরগণ প্রজাপতির দুই পুত্র, অসুরগণ বলবান ও দেবগণ দুর্বল থাকায় দেবগণ বললাভের উদ্দেশ্যে প্রজাপতির কাছে গিয়েছিলেন—"দেবাশ্চ বা অসুরাশ্চ প্রজাপতের্দ্বয়াঃ পুত্রা আসংস্তেঽসুরা ভূয়াংসো বলীয়াংস আসন্ কনীয়াংসো দেবাস্তে দেবাঃ প্রজাপতিমুপধাবন্।"[১]

যাস্কও বলেছেন যে, সুর ও অসুর উভয়েই প্রজাপতির সন্তান— "সো দেবান-সৃজত তৎ সুরাণাং সুরত্বমসোরসুরানসৃজত তদসুরাণামসুরত্বম্।"—সু অর্থাৎ ভাল জিনিষ থেকে সুরগণকে সৃষ্টি করেছিলেন প্রজাপতি, তাই সুরগণের সুরত্ব, আর অসু অর্থাৎ মন্দ বস্তু থেকে অসুরগণকে সৃষ্টি করেছিলেন, তাই অসুরগণের অসুরত্ব।

সু অর্থে প্রজাপতির দেহের উত্তমাংশ এবং অসু অর্থে শরীরের নিকৃষ্ট অংশ বা অধমাঙ্গও গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু অসু শব্দে প্রাণ বোঝায়। সুতরাং প্রজাপতির প্রাণ থেকে অসুরের জন্ম—এ অর্থও গ্রহণ করা চলে। সুতরাং দেব ও অসুর একই পিতার ঔরসজাত দুই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবংশ। মহাভারতে এবং ভাগবতে বৃত্রাসুর যজ্ঞাদি থেকে জন্মগ্রহণ করেছিল। সুতরাং বৃত্রাসুর অগ্নিসম্ভব—অগ্নিপুত্র। বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে জন্মগ্রহণ করেছিল মধু ও কৈটভ নামক দানবদ্বয়। অসুররা সাধারণতঃ ইন্দ্রত্ব কামনা করে স্বর্গ জয় করলেও ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা শিবের উপাসনায় বর লাভ করে শক্তিমান হয়ে থাকে। তারকাসুর ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হয়েছিল। বাণ নামক অসুর রুদ্রের উপাসক ছিল। রাক্ষসগণও অসুরদের সগোত্র। রাক্ষসাধিপ রাবণ প্রজাপতি ব্রহ্মার পৌত্র মহর্ষি পুলস্ত্যের পুত্র মহাতপা বিশ্রবার ঔরসজাত সন্তান এবং ধনাধিপতি কুবেরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। রাবণ কঠোর তপস্যায় এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা প্রীত করে ব্রহ্মার কাছ থেকে বর আদায় করেছিল। রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ ছিল অগ্নি-উপাসক। নিকুম্ভিলা নামক স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান ছিল মেঘনাদের ব্রত। সুতরাং দানব ও রাক্ষস তথা অসুরদের আর্যজাতির শত্রু বা আর্যধর্ম বিরোধী অনার্যজাতি বলা সমীচীন বোধ হয় না। হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ ত পরম

১ তাণ্ড্যমহা ব্রাঃ ১৮।১।২

হরিভক্ত। প্রহ্লাদের পৌত্র বলির দানযজ্ঞ আর্যধর্ম থেকে কোন অংশে ন্যূন ছিল না।

যে অসুরজাতির সঙ্গে দেবতাদের চিরন্তন বিরোধ সেই অসুররা দেবতাদেরই বংশোদ্ভব—দেবতার বরেই বলীয়ান,—এ সব গল্পের তাৎপর্য বোধ হয় এই যে সুর আর অসুর মূলতঃ একই বস্তু,—উভয়ের উৎস একই স্থান। বৈদিক প্রয়োগ থেকে এ সত্যটি ভাস্বর হয়ে ওঠে। ঋগ্বেদে অসুর শব্দটি দেবতাদের সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়েছে। ইন্দ্র, বরুণ, রুদ্র, মরুৎ প্রভৃতি দেবগণ অসুর সংজ্ঞা লাভ করেছিলেন। কয়েকটি উদাহরণ দিই। বেদের অন্যতম প্রধান দেবতা বরুণ একজন অসুর—

ক্ষয়ন্নস্মভ্যমসুর প্রচেতা রাজন্নেনাংসি শিশ্রথঃ কৃতানি।[১]

—হে অসুর! হে প্রচেতঃ! হে রাজন্! আমাদিগের জন্য এই যজ্ঞে নিবাস করিয়া আমাদের কৃতপাপ শিথিল কর।[২] রুদ্র হলেন দ্যুলোকের অসুর—

দিবো অস্তোষ্যসুরস্য বীরৈরিষুধ্যেব মরুতো রোদস্যোঃ।[৩]

—আমিও সেই দ্যুলোকের অসুরকে এবং তাঁহার অনুচরস্বরূপ স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলনিবাসী মরুদ্‌গণকে স্তব করি, লোকে যেরূপ তূণীর দ্বারা শত্রুগণকে নিরস্ত করে, তিনিও সেইরূপ বীর (মরুদ্‌গণ) দ্বারা (শত্রু নিরস্ত করেন)।[৪]

যক্ষামহে সৌমনসায় রুদ্রং নমোভির্দেবমসুরং দুবস্য।[৫]

—চিত্তশান্তির নিমিত্ত নমস্কার দ্বারা দীপ্তিমান অসুর রুদ্রকে যাগ করি।

বরুণ যেমন অসুর, বরুণের সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট মিত্রও অসুর—

ত্বং বিশ্বেষাং বরুণাসি রাজা যে চ দেবা অসুর যে চ মর্তাঃ।[৬]

—হে অসুর বরুণ! তোমার যজ্ঞে যাহারা অপরাধ করে, তাহাদিগকে যে আয়ুধ সকল হিংসা করে, আমাদিগকে যেন সে আয়ুধ হিংসা না করে।[৭]

মা নো বধৈর্বরুণ যে চ ত ইষ্টাবেনঃ কৃণ্বংতমসুর ভ্রীণংতি।[৮]

—হে অসুর বরুণ! তোমার যজ্ঞে যাহারা অপরাধ করে, তাহাদিগকে যে সকল আয়ুধ হিংসা করে, আমাদিগকে যেন সে আয়ুধ হিংসা না করে।[৯]

অসাবন্যো অসুর সূয়ত দ্যৌস্ত্বং...।[১০]

---

১ ঋগ্বেদ—১।২৪।১৪ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১।১২২।১
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—৫।৪২।১১ ৬ ঐ ২।২৭।১০
৭ অনুবাদ—তদেব ৮ ঐ ২।২৮।১০ ৯ অনুবাদ—তদেব ১০ ঋগ্বেদ—১০।১৩২।৪

—হে অসুর মিত্র! আকাশ যাঁহাকে প্রসব করিয়াছেন অর্থাৎ সূর্য, তিনি তোমা হইতে ভিন্ন।[১]

সমবেতভাবে মিত্রাবরুণ ও অসুর—

প্র সা ক্ষিতিরসুর যা মহি প্রিয় ঋতাবানাবৃর্তমা ঘোষথো বৃহৎ।[২]

—হে অসুর মিত্রাবরুণ! তোমাদের প্রিয় পৃথিবী (যজ্ঞভূমি) প্রকৃষ্টরূপে নির্মিত, সত্যরূপী তোমরা বৃহৎ যজ্ঞের প্রশংসা কর।

ঋগ্বেদের সর্বপ্রধান দেবতা ইন্দ্র ও অসুর—

ত্বং রাজেন্দ্র যে চ দেবা রক্ষা নৄন্ পাহ্যপাহ্যসুর ত্বমস্মান্।[৩]

—হে ইন্দ্র তুমি (জগতের) এবং যে সকল দেবতা আছেন, তাঁহাদিগের রাজা, তুমি মনুষ্যদিগকে রক্ষা কর, হে অসুর তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর।[৪]

প্রপস্ত্যমসুর হর্যতং গোরাবিষ্কৃধি হরয়ে সূর্যায়।[৫]

—হে অসুর (ইন্দ্র)! গাভীগণের উৎকৃষ্ট স্থান উজ্জ্বল সূর্যের নিকট প্রকাশ কর।[৬]

এবা মহো অসুর বক্ষথায় বম্রকঃ পড্‌ভিরূপসর্পদিন্দ্রং।[৭]

—হে অসুর ইন্দ্র! আমি বম্র, প্রচুর হোমদ্রব্য দিবার জন্য পাদচারী হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি।[৮]

অগ্নিও অসুররূপে বর্নিত—

পিতা যজ্ঞানামসুরো বিপশ্চিতাং বিমানমগ্নিঃ··· ।[৯]

—যজ্ঞের পিতা ঋত্বিগ্‌গণের নির্মাতা অসুর অগ্নি · ।

ত্বমগো রুদ্রো অসুরো মহো··· ।[১০]

—হে অগ্নি, তুমিই রুদ্র, মহান্ অসুর।

অগ্নির অপর মূর্তি সূর্য ও অসুর বিশেষণ পেয়েছেন,—

দ্বিধাসূনবোঽসুরং স্ববিদমাস্থাপয়ংত বৃতীয়েন কর্মনা।[১১]

—সূর্যের পুত্র স্বরূপ দেবতাবর্গ তৃতীয় কার্য দ্বারা স্বর্গবিৎ ও অসুর সূর্যকে দুইপ্রকারে সংস্থাপন করিলেন (অর্থাৎ তাঁহার উদয়ের মূর্তি আর তাঁহার অস্তগমনের মূর্তি)।[১২]

---

১ অনুবাদ—রমেশ চন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—১।১৫১।৪ ৩ ঋগ্বেদ—১।১৭৪।১
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—১০।৯৬।১১ ৬ অনুবাদ—তদেব ৭ ঋগ্বেদ—১০।৯৯।১২
৮ অনুবাদ—তদেব ৯ ঋগ্বেদ—৩।৩।৪ ১০ ঐ ২।১।৬ ১১ ঋগ্বেদ ১২ অনুবাদ—তদেব

আর এক অসুর সোম—

ত্রীস্ত্র্স মূর্ধ্নো অসুরশ্চক্র আরভে··· ।[১]

—অসুর সোম থেকেই ত্রিভুবন নির্মিত হয়েছে।

সোমো মীঢ়াং অসুরো বেদ ভূমনঃ ।[২]

—সেই অসুর সোম মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন এবং বিস্তর ধন দান করেন।

শুক্রাং বয়ংত্যসুরায় নির্ণিজং বিপামগ্রে মহীযুবঃ ।[৩]

—পূজা করিবার জন্য পুরোহিতগণ এই অসুরের (সোম) শুভ্রবর্ণ বিস্তার করিতেছেন।[৪]

উষার যে অমিতশক্তি সূর্যালোকের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত সেই শক্তিই উষার অসুরত্ব—

যত্তে জামিত্বমবরং পরস্যা মহন্মহত্যা অসুরত্বমেকম্ ।[৫]

—হে উষা! নিম্নে মনুষ্যদিগের প্রতি তোমার বন্ধুত্ব—ইহা তোমার মহত্বের ও অসাধারণ অসুরত্বের লক্ষণ।[৬]

ত্বষ্টা যে বিশ্বসৃজন, পোষণ ও পরিবর্ধন করে থাকেন তদ্বারা প্রকাশিত হয় তাঁর অসুরত্ব—

দেবস্ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ পুপোষ প্রজাঃ পুরুধা জজান।

ইমা চ বিশ্বা ভুবনান্যস্য মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥[৭]

—সকলের প্রেরক, নানাবিধ রূপবিশিষ্ট ত্বষ্টৃদেব বহুপ্রকারে পুত্র উৎপাদন করেন ও পালন করেন। এই সমস্ত ভুবন তাঁহার, দেবগণের মহৎ বল একই।[৮]

অনুবাদক এ স্থলে অসুরত্ব শব্দের অর্থ 'বল' করেছেন। কিন্তু অসুরত্ব ও দেবত্ব একই কথা। সমষ্টিগতভাবে দেবগণও অসুর—

সংশামি পিত্রে অসুরায় সেবম্··· ।[৯]

—অসুর দেবগণ পিতা স্বরূপ, তাঁহাদিগের সুখোদ্দেশে আমি স্তব উচ্চারণ করিয়া থাকি।[১০]

পরো দেবেভিরসুরৈর্যদস্তি ।[১১]

---

১ ঋগ্বেদ—৯।৭৩।১ ২ ঐ ৯।৭৪।৭ ৩ ঋগ্বেদ—৯।৯৯।১

৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—১০।৫৫।৪ ৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৭ ঋগ্বেদ—৩।৫৫।১৯ ৮ অনুবাদ—তদেব ৯ ঋগ্বেদ—১০।১২৪।৫

১০ অনুবাদ—তদেব ১১ ঋগ্বেদ—১০।৮২।৫

—যাহা অসুর দেবগণকে অতিক্রম করিয়া আছে।[১]

যদ্বাভিপিত্বে অসুরা ঋগ্‌যতেছদির্যেম বি দাশুষে।[২]

—হে অসুরগণ! যেহেতু যজ্ঞ প্রাপ্তির জন্য যজ্ঞ গামী হব্যদায়ীকে গৃহ প্রদান করিয়াছ…।[৩]

কেবল দেবগণ নন, দেবগণের প্রতীক যে যজ্ঞ সেই যজ্ঞও অসুর—

অস্য সনীলা অসুরস্য যোনৌ সমনে আ ভরণে বিভ্রমাণাঃ।[৪]

—এই যজ্ঞ (অসুরের যোনি) তাহাতে সকল দেবতা আসিয়া তুল্যস্থান অধিকার পূর্বক নানাবিধ শুভকল দান করিবার জন্য আসুন, তাহা হইলেই আমি বলশালী হইব।[৫]

এইরূপ উদাহরণ আরও অনেক দেওয়া যায়। এই উদ্ধৃতি থেকে দেখা যায় যে ঋগ্বেদের দেবতাদের অনেকেই অসুর সংজ্ঞা লাভ করেছেন, অতএব অসুর শব্দটিকে দেবশব্দের সমার্থক বলে গণ্য করা যেতে পারে।

অসু শব্দের অর্থ প্রাণ --

ততোঽস্য জঘনাৎ পূর্বমসুরা জজ্ঞিরে সুতাঃ।

অসুঃ প্রাণঃ স্মৃতো বিপ্রাস্তজ্জন্মানশ্চতোঽসুরাঃ॥[৬]

—পূর্বকালে প্রজাপতির জঘন দেশ থেকে অসুরগণ জন্মেছিল, অসু শব্দের অর্থ প্রাণ, যেহেতু প্রাণ থেকে জন্মেছে, সেইজন্য তারা অসুর নামে খ্যাত।

সায়নাচার্য অসুর শব্দের দুটি অর্থ করেছেন, —একটি অর্থে শত্রুঘাতক—"অসুরঃ অসু ক্ষেপণে অস্যতি শত্রূনিত্যসুরঃ।"

আর একটি অর্থে অসুর প্রাণদাতা—"অসূন্ প্রাণান্ রাতি দদাতীত্যসুরঃ।"[৭]

যাস্ক অসুর শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন,—

অসুরা অসুরতা স্থানেষ্বস্তা স্থানেভ্য ইতি বাপি বাসুরিতি প্রাণনামাস্তঃ শরীরে ভবতি তেন তদ্বন্তঃ।[৮]

—অসুরগণ স্থান সমূহে অ-সু-রত (সুষ্ঠুভাবে রত বা অবস্থিত নহে), স্থান সমূহ হইতে নিক্ষিপ্ত (বিতাড়িত) ইহাও অসুর শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে পারে;

---

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—৮।২৭।২০ ৩ অনুবাদ—তদেব

৪ ঋগ্বেদ—১০।৩১।৬ ৫ অনুবাদ—তদেব ৬ বায়ুপুরাণ—৯।৪

৭ ঋগ্বেদ—১।৩৫।৬ (ঋকের ভাষ্য) ৮ নিরুক্ত—৩।৮।৩

অথবা 'অসু' শব্দ প্রাণনাম্ শরীরে ক্ষিপ্ত অর্থাৎ নিত্য অবস্থিত ; সেইহেতু শরীরে অসুর প্রাণের) অবস্থিতি অসুরগণ অসুমান্ (প্রাণবিশিষ্ট)।[১]

যাস্ক-কৃত অর্থত্রয়ের মধ্যে তৃতীয় অর্থ অর্থাৎ 'প্রাণময়' অর্থই গ্রহণযোগ্য। স্কন্দস্বামীর মতে 'অসু' শব্দের উত্তর মত্বর্থীয় র প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন অসুর শব্দে প্রাণের বহুত্ব জ্ঞাপিত করছে। সুতরাং অসুর শব্দে প্রাণময় অর্থই পরিস্ফুট।

নিঘণ্টুতে অসু শব্দের অর্থ প্রজ্ঞা।[২] যাস্কও অন্যত্র প্রজ্ঞার্থে এবং দানার্থে অসুর শব্দ নিষ্পন্ন করেছেন—

"অসুরিতি প্রজ্ঞা নাম, অস্যত্যনর্থান্ অস্তাশ্চাস্যামর্থাঃ ॥"[৩]

—অসু শব্দ প্রজ্ঞাবাচক, অনর্থ দূর করে অর্থ বা সম্পদ নিক্ষিপ্ত করে, এই অর্থেও অসুর।

স্মরণ করা যেতে পারে সায়নাচার্যের মতে দেব শব্দের একটি অর্থ দানাদিগুণ-যুক্ত,—অর্থাৎ ধন দান করেন যিনি। অনর্থ নাশ এবং কাম্যফল প্রদান দেবতাদেরই কর্ম।

অসুর শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রাণময় বা চৈতন্যময়—সুতরাং তেজোময়। অতএব অসুর ও দেব শব্দ সমার্থক এবং অসুর শব্দটী দেবতার বিশেষণ হিসাবেই প্রযুক্ত হয়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহের কিছু নেই। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন, "প্রথম প্রথম অসুর শব্দ বৈদিক যুগে দেবতাদের নিকট খুব শ্রদ্ধাব্যঞ্জক ছিল। বৈদিক যুগের গোড়ার দিকে যাঁহারা খুব বড় হইতেন, তাঁহারা অসুর উপাধিতে ভূষিত হইতেন। মরুৎ, দ্যৌঃ, বরুণ, ত্বষ্টা, অগ্নি, বায়ু, পুষা, সবিতা, পর্জন্য—ইঁহারা সকলেই বেদে সম্মানসূচক অসুর পদবাচ্য ছিলেন।"[৪]

খ্যাতিমান রাজারাও অসুর সংজ্ঞায় অভিহিত হতেন। রাম নামে একজন রাজা অসুর সংজ্ঞা লাভ করেছিলেন,– প্র রামে রেচমসুরে··· ।[৫]

কিন্তু অসুর শব্দ পরবর্তীকালে নিন্দার্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। ঋগ্বেদেই অসুর শব্দটী দেবতাদের শত্রুরূপে ব্যবহৃত। দশম মণ্ডলেই সাধারণতঃ হীনার্থে ব্যবহৃত অসুর শব্দটী লভ্য। একটি ঋকে ঋষি বলেছেন—

"নির্মায়া উ ত্যে অসুরা অভূবন্··· ।"[৬]

—আমি আসিলে অসুরগণ শক্তিহীন (মায়াহীন) হইয়া গেল।[৭]

---

১ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ২ নিরুক্ত—৩।৯ ৩ নিরুক্ত—১০।৩৪।৩
৪ ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা—পৃঃ ২০৭ ৫ ঋগ্বেদ—১০।৯৩।১৪
৬ অনুবাদ—তদেব ১০।১২৪।৫ ৭ অনুবাদ— রমেশচন্দ্র দত্ত

অসুরদলের দলপতির নাম পিপ্রু।

প্রিপ্রোরসুরস্য মায়িন ইন্দ্রো ব্যাস্যচ্চকর্বা ঋজিশ্বনা।[১]

—ইন্দ্র ঋজিশ্বা নামক ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব করিয়া পিপ্রু নামক মায়াবী অসুরের বলবীর্য নষ্ট করিয়া দিলেন।[২]

অসুরদের বধ করাই এই সময়ে দেবতাদের কর্তব্য হয়েছিল।

হত্বায় দেবা অসুরান্যদায়ন্দেবা দেবতমভিরক্ষমানাঃ।[৩]

—দেবতাগণ যখন অসুরদিগকে বধ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন, তখন তাঁহাদিগের অমরত্ব পদ রক্ষা পাইল।[৪]

যথা দেবা অসুরেষু শ্রদ্ধামুগ্রেষু চক্রিরে।[৫]

—যখন অসুরেরা প্রবল হইল, তখন দেবতারা শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস করিলেন যে ইহাদিগকে বধ করিতে হইবে।[৬]

সূর্যদেব একজন অসুরহা[৭] অর্থাৎ অসুর ঘাতক—। সূর্যের মত ইন্দ্র[৮] ও অগ্নি[৯] ছিলেন অসুরঘ্ন।

ইন্দ্র ও বিষ্ণু বর্চি নামক অসুরের বিপুল সৈন্যদলকে ধ্বংস করেছিলেন—

শতং বর্চিনঃ সহস্রং চ সাকং হথো অপ্রত্যসুরস্য বীরান্। [১০]

—তোমরা (ইন্দ্র ও বিষ্ণু , বর্চিনামক অসুরের শত ও সহস্র বীরকে, যাহাতে তাহারা আর প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে না পারে, এরূপ বিনাশ করিয়াছ।[১১]

অসুররা মায়াবী। তাদের মায়া বিস্তারকারীরূপেও উল্লেখ করা হয়েছে।

পতংগমক্তমসুরস্য মায়য়া হৃদা পশ্যন্তি মনসা বিপশ্চিতঃ।[১২]

—বিদ্বানগণ মনে মনে আলোচনা পূর্বক মানসচক্ষে একটি পতঙ্গের দর্শন পান, দেখেন অসুরের মায়া উহাকে আক্রমণ করিয়াছে।[১৩]

মনীষী রমেশচন্দ্রের মতে যে সূক্তগুলিতে অসুর শব্দ দেববিরোধী অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে সে সূক্তগুলি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের, "দশম মণ্ডলের শেষভাগের

---

১ ঋগ্বেদ—১০।১৩৮।৩ ২ অনুবাদ—তদেব ৩ ঋগ্বেদ—১০।১৫৭।৪
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—১০।১৫১।৩ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ঋগ্বেদ—১০।১৭০।২ ৮ ঐ ৬।২২।৪ ৯ ঋগ্বেদ—৭।১৩।১
১০ ঐ —১০।৯৯।৫ ১১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ১২ ঐ ১।১৭৭।১
১৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

সূক্তগুলি প্রায়ই অপেক্ষাকৃত আধুনিক। সুতরাং সেই সূক্তে 'অসুর' শব্দ অনেকটা পৌরাণিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।"[১] দশম মণ্ডলকে পরবর্তী কালের রচনা বলে স্বীকার করলেও অন্য মণ্ডলেও দু-একবার অসুর শব্দ দেব-বিরোধী বা দেবতার শত্রুরূপে উল্লিখিত হয়েছে। বেদে ১৫০ বার অসুর শব্দ আছে। সবই ভাল অর্থে প্রযুক্ত। কেবল ১৫ বার দুষ্ট অর্থে প্রযুক্ত।"[২]

অসুর শব্দে যে মূলতঃ দেবতাকেই বোঝান হোত তাতে কোন সন্দেহ নেই। পরে অসুর শব্দে দেব-বিরোধী শক্তিকে গ্রহণ করা হয়েছে। দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতবর্গ এ সত্য স্বীকার করেছেন। দেববাচক অসুর দেব-বিরোধী হয়ে উঠলো কেমন করে? কেউ মনে করেছেন, দেবাসুরের সংগ্রাম প্রকৃতপক্ষে ভারতে নবাগত আর্য ও ভারতের আদিম অধিবাসী অনার্যদের সংগ্রামের ইতিহাস। আবার কেউ বলেন, দেবপূজক ও অসুর পূজক এই দুই দলে বিভক্ত হয়ে আর্যরা নিজেদের মধ্যেই সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং দেব-পূজকরা অসুর-পূজকদের পরাভূত ও বিতাড়িত অথবা বশীভূত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

"যতদিন দেব ও অসুর মিল ছিল, ততদিন অসুর বলিলে মর্যাদা, প্রভাব বুঝাইত। কিন্তু যখন মনের অমিল হইতে লাগিল তখন উভয়ে উভয়ের প্রতি আকর্ষণ ভুলিয়া গেলেন। উভয় দলে বেশ শত্রুতাও চলিতে লাগিল। প্রথম প্রথম এক একজন অসুরের সঙ্গে এক একজন দেবতার যুদ্ধ হইত। শেষে দেবতা ও অসুর দলের মধ্যে এক দল অপর দলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে গোড়ায় অসুররা দেবতাদের জ্বালাইয়া মারিতেন। শেষে দেবতারা বহুকষ্টে ছলে বলে কৌশলে জয়ী হইলেন।"[৩]

"...but there were other Aryan clans, some of whom were not as advanced as they. We find mention, however, of certain Aryan tribes in the Ṛgveda, some of whom, though not subscribing to the orthodox vedic faith, were nevertheless as advanced as the Ṛgvedic Aryans. But they were hated by the latter, and called by the hateful name of Asuras, Dāsas and Dasyus, terms which seemed to have been applied to all persons, savage or civilised, who were not one with vedic Aryans in religious

১ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ২য়, পৃঃ ১৪৯৭, ১০।৫৫।৪ ঋকের টীকা

২ ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা—পৃঃ ২১

৩ ঐ

sentiment or who performed different religious rites and observed different social customs...."[১]

ডঃ কীথ লিখেছেন, "The chief opponents of the gods are the Asuras, a vague group, who bear a name which is the epithet of Varuṇa, and must originally have had a good meaning, but which may have been degraded by bieng associated with the conception of divine cunning applied for evil ends."[২]

অপর একটি মতে আর্যগণ ভারতে উপস্থিত হবার আগে অসুর উপাসক ছিলেন এবং ভারতে আগমনের পূর্বেই এঁদের মধ্যে 'দেব'-এর আবির্ভাব হয়েছিল। ইরানের বোঘস্ কোই (Boghas koi) লিপি (আঃ খৃঃ পূঃ ১৪০০ অব্দ) অনুসারে ইন্দ্র ও নাসত্য (অশ্বিদ্বয়) দেব এবং মিত্রও বরুণ অসুররূপে চিহ্নিত হওয়ায় কোন কোন পণ্ডিত মনে করেছেন যে প্রথমে ইন্দো-ইরানীয় গোষ্ঠীতে দেব ও অসুর সমানভাবে পূজিত হতেন ; পরে দেব-পূজক ও অসুর-পূজকদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় অসুর পূজক গোষ্ঠী ইরানে অবস্থান করতে থাকেন এবং দেব-পূজক গোষ্ঠী ভারতে চলে আসেন। সেইজন্য স্বল্প সভ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দেব-পূজক আর্যগোষ্ঠী অসুরদের ঘৃণা করতেন।

"The antagonism between the worshippers of the new gods and the old must have been one of the main causes of the estrangement and subsequent secession of those Aryans who later conquered India, but their antagonism was not confined to the field of religion alone.....

....it seems defficult to deny that along with the great horde of Daiva-worshipping Aryans came to India, also a culturally superior strong minority of Asura worshippers, whose cult and religion was slightly different from that of the former and who were for that reason ceaselessly cursed and condemned by the vedic Aryans, more out of jealousy, it would seem, than out of contempt."[৩]

কিন্তু ঋগ্বেদ পাঠে এই অভিমত সত্যরূপে প্রতীত হয় না। ঋগ্বেদে দেব ও

১ Ṛgvedic culture—Dr. A. C. Das, Page 47.

২ Cambridge History of India—vol. I, Page 107.

৩ Dr. B. K. Ghosh—Vedic Age, Page 220

অসুর একই। দেব শব্দের অর্থ দীপ্তিমান্—প্র-কাশমান্ - স্ব-প্রকাশ আর অসুর শব্দের অর্থ প্রাণময়। দীপ্তি বা তেজ অথবা সূর্যাগ্নির কিরণ বৈদিক দেব-কল্পনার মূলীভূত আশ্রয়, আর সেই দীপ্তি বা তাপশক্তিই প্রাণরূপে বিভাসিত। সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্[১]—সকল প্রাণই পরম প্রাণ অর্থাৎ সূর্য থেকে প্রকাশিত, তাই অসুর ও দেব সমার্থক। সকল দেবতাই সূর্যাগ্নির অংশস্বরূপ। সূর্যাগ্নিই ত প্রাণরূপে বিশ্বব্যাপ্ত। যাস্ক সুর ও অসুর পৃথকরূপে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ঋগ্বেদে অসুর শব্দ আছে, সুর শব্দ নেই। অসুর থেকে 'অ' বর্ণটি কেটে নিয়ে সুর শব্দ নিষ্পন্ন করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়াকে 'বিষমচ্ছেদ' বলেন ভাষাতাত্ত্বিকগণ। "অসুর শব্দ মৌলিক। ইহার প্রথম অক্ষরকে নঞর্থ উপসর্গ মনে করিয়া বিষমচ্ছেদের ফলে 'সুর' (=দেবতা) শব্দ উৎপন্ন।"[২]

সুতরাং এক অসুরকে ভাগ করেই সুর ও অসুর হয়েছে। এইরূপ বিভাগের মূলে প্রাচীন আর্যগোষ্ঠীর মধ্যে একটি অলিখিত বিবাদের ইতিহাস বর্তমান বলে অনেকেই অনুমান করেন। মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন, "আদিম আর্যগণ উপাস্যদিগকে অসুর বা দেব বলিতেন। পরে সেই আর্যদিগের মধ্যে একটি বিবাদ ও বিচ্ছেদ হইয়া দুইটি দল হইল এবং এক দলের লোক অন্যদলের উপাস্যদিগকে নিন্দা করিতে লাগিল। সেই দুই দলের একদল ভারতবর্ষে আসিলেন, তাঁহারা প্রাচীন হিন্দুগণ, অন্যদলে প্রাচীন ইরানীয়গণ। ইরানীয়গণ উপাস্যদিগের সাধারণ নাম অহুর দিলেন এবং হিন্দুদিগের উপাস্য 'দেবগণ'-কে নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং হিন্দুগণ উপাস্যদিগের নাম 'দেব' দিলেন এবং ইরানীয়দিগের উপাস্য 'অসুর'-দিগকে নিন্দা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু কেবল উপাস্যদিগের সাধারণ নাম ধরিয়া এই পরস্পর নিন্দা চলিতে লাগিল; বরুণ, মিত্র, অগ্নি, সূর্য, বায়ু, বৃত্রহন্তা, অর্যমা, সোম প্রভৃতি যাঁহারা প্রাচীন আর্যদিগের উপাস্য ছিলেন, তাঁহাদের উভয় দলই উপাসনা করিতে লাগিলেন, হিন্দুগণ তাঁহাদিগকে দেব বলিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন, ইরানীয়গণ তাঁহা-দিগকে 'অহুর' বলিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। সুতরাং কেবল 'দেব' ও 'অসুর' এই সাধারণ নাম লইয়া দুই দলে বিবাদ।"[৩]

১ কঠোপনিষৎ—১১১।২

২ ভাষার ইতিবৃত্ত—ডঃ সুকুমার সেন, ১১ শ সং, পৃঃ ৫০

৩ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—১ম, পৃঃ ৫৩, ১।২৪।১৪ ঋকের টীকা।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, দেব ও অসুর অথবা দেব-উপাসক ও অসুর-উপাসক যদি বিবাদ করে পৃথক্ দলে বিভক্ত হয়ে গিয়ে থাকেন, একদল ইরানে অবস্থান করে থাকেন ও অন্যদল ভারতে প্রবেশ করে থাকেন, তবে ভারতীয় হিন্দুদের প্রথম এবং প্রধান ধর্মগ্রন্থ তথা সাহিত্য ঋগ্বেদে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, রুদ্র প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবগণ অসুর সংজ্ঞা লাভ করলেন কেন? শত্রুদের উপাস্যের নাম নিজেদের উপাস্যদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা কি সম্ভব? তাই যদি হয়, তবে সেই অসুরই অল্প কয়েক স্থানে নিন্দার্থে ব্যবহৃত হয় কেন? যদি দেব ও অসুর-পূজকদের মধ্যে কোন সংঘর্ষ হয়ে থাকে (সম্ভবতঃ এরূপ কোন ব্যাপারই ঘটেছিল) তাহলে সে সংঘর্ষ ভারতেই হয়েছিল এবং অসুর-পূজকগণ ভারত থেকে বিতাড়িত হয়ে ইরান অঞ্চলে বসবাস করেছিলেন, এরূপ অনুমানই সঙ্গত বোধ হয়। এমনও হতে পারে ভারতীয় আর্যগণের একটি বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী ভারত পরিত্যাগ করে ইরান অঞ্চলে বসতি করার কালে নিজেদের উপাস্যগণকে ভারতীয় গোষ্ঠীর প্রতি বিরূপতাবশতঃ অসুর নাম দিয়েছিলেন। বিপরীত অনুমান যুক্তিসম্মত হতে পারে না। বোঘস্ কোই (Boghas koi) লিপিতে বৈদিক দেবতার নাম, বৈদিক শব্দ ও সংখ্যার উল্লেখ, মিট্টানি রাজবংশের যে পত্র তেল-এল-অমরনার থেকে পাওয়া গেছে তাতে এবং পরবর্তীকালে যে কাশীয় জাতি মিডিয়া থেকে ব্যাবিলন পর্যন্ত অধিকার করে পাঁচশ বৎসর রাজত্ব করেছিল সেই কাশীয় রাজবংশে রাজাদের নামগুলি ভাবতীয় নামের সদৃশ। সুরিয়স্ ও মরিতস্ দেবতা এবং সিমলিয় অর্থাৎ সূর্য, মরুৎ এবং হিমালয় এদের কাছে সুপরিচিত। এ থেকে কি এই অনুমান সঙ্গত নয় যে ইরানীয়গণ ভারত থেকেই গিয়াছিলেন ইরান অঞ্চলে? ভারতে আসার পূর্বে বিচ্ছিন্ন হলে কাশীয়দের পক্ষে সিমলিয় বা হিমালয়ের উল্লেখ কি সম্ভব হোত? পণ্ডিত অমূল্যচরণ লিখেছেন, "সুতরাং মিটানির সহিত আর্যদের সম্পর্কে ভারতবর্ষে পৌঁছিবার পূর্বে এই পুরাতন ভ্রান্ত ধারণা আর টিকিতে পারে না। আর্যদের ধর্ম পারস্যের মধ্য দিয়া এশিয়া মাইনরে যায় নাই। ভারত হইতেই আর্যধর্ম বরাবর এশিয়া মাইনরে গিয়াছে।"[১]

ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ বৈদিক আর্যরা বহির্ভারতীয় ব'লে যে রায় দিয়েছিলেন, সেই রায়কে আজও আমরা অভ্রান্ত বলে মেনে চলেছি। ভারতবর্ষীয় অধিকাংশ পণ্ডিতই গড্ডালিকায় গা ভাসিয়ে চলেছেন। কিন্তু বিশাল বৈদিক সাহিত্যে

১ ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা—পৃঃ ১৯

বিশেষতঃ প্রাচীনতম ঋক্‌সংহিতায় বহির্ভারতের কোথাও যে আর্যনিবাসের একবিন্দু উল্লেখমাত্র নেই, এটা কেমন করে সম্ভব হোল? কেবলমাত্র ইরান, পারস্য ও কোন কোন ইউরোপীয় ভাষার সঙ্গে অল্প বিস্তর সাদৃশ্য, ধ্বনিসাম্য অথবা সংস্কৃতি-গত সাদৃশ্য থেকেই কি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বৈদিক আর্যরা ভিন্ন দেশবাসী ছিলেন? কোথায় তাঁদের প্রাচীন নিবাস ছিল, এ বিষয়ে পণ্ডিতরা একমত হতে সক্ষম হন নি আজও। ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে দেশান্তরে পাড়ি জমিয়েছিল, এ সত্য স্বীকার না করার পক্ষেও ত কোন জোরালো যুক্তি পাওয়া যায় না। ভাষাতাত্ত্বিকরা ইন্দো-ইউরোপীয় (Indo European) নামে এক প্রাগ্বৈদিক অজ্ঞাত ভাষাগোষ্ঠীর কল্পনা করে নিয়েছেন, যদিও সেই ভাষাভাষী মানবগোষ্ঠীর ভাষা আজও বিশ্বের অগোচরে। অতএব দেবাসুরের সংগ্রাম-জনিত ঘটনার পরিণামে আর্যদের ভারতে আগমন, এ কাহিনীর যথার্থতা সংশয়ের বিষয়। ইরানীয় ধর্মগ্রন্থ জেন্দ্‌ আবেস্তা অবশ্যই ঋগ্বেদের পরবর্তীকালের, এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতান্তর নেই। আবেস্তায় অহুর মজদ্ (অসুর মহান) প্রধান দেবতা হলেও বৈদিক ধর্মাচরণের সঙ্গে আবেস্তার ধর্মাচরণের মিল প্রচুর। ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাশের অভিমতটিও এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে ইন্দ্র-উপাসক ও ইন্দ্র-বিরোধিদলের মধ্যে সংঘর্ষের পরিণামে ইন্দ্র-উপাসনার বিরোধীরা ভারত ত্যাগ করে পারস্য-ইরান অঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, "The ancient parsis or Iranians hated Indra and his worship on doctrinal grounds, because they did not like to give precedence to any deity over Fire and the Sun. Hence, there was a religious schism in ancient Sapta-Sindhu, which divided the Aryan community into hostile parties, and was attended with such bitterness of feeling and mutual hatred and recrimination as to lead to a long and bloody warfare which terminated only with the ultimate expulsion of parsi branch from Sapta-Sindhu. Indra was regarded by them as enemy of mankind and chief of the powers of evil, in fact as an Asura in the similar sence, used in later Vedic parlance, the equivalent parsi word being Daiva."[১]

কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতও সিদ্ধান্ত করেছেন যে জরথুস্ত্রপন্থী ইরানীয়গণ ভারতবর্ষ থেকেই চলে এসেছিলেন। আচার্য মোক্ষমূলর (Maxmuller) এই মতের

১ Rgvedic India (1921)—page 56

সমর্থক। তাঁর বক্তব্য : "The Zoroastrians were a colony from Northern India. They had been together for a time with the people whose sacred songs have been preserved to us in the Veda. A schism took place and the Zorcastrians migrated west-word to Archosia and persia."[১]

আচার্য মোক্ষমূলর আরও বলেছেন, "Still more striking is the similarity between Persia and India in religion and mythology. Gods unknown to Indo-European nation are worshipped under the same names in Sanskrit and Zend ; and the change of some of the most sacred expressions in Sanskrit into names of evil spirits in Zend only serves to strengthen the conviction that we have here the usual traces of schism which separated a community that had once been united."[২]

ডঃ হগ (Haugh) একই অভিমত পোষণ করেছেন। তাঁর বক্তব্য : "The ancestors of the Brahmanas and these of parsis (the ancient Iranians) lived as brother tribes peacefully together. This time was anterior to the combats of the Devas and the Asuras, which are so frequently mentioned in the Brahmanas, the former representing the Hindus, the latter the Iranians."[৩]

দেব-পূজক ও অসুর-পূজক অথবা ইন্দ্র পূজক ও ইন্দ্রবিরোধীদের বিবাদের ফলে অসুর-পূজক বা ইন্দ্রবিরোধীরা ভারত ছেড়ে ইরান অঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন—এই মতবাদ সমর্থনযোগ্য মনে হয়। অসুর-উপাসনা থেকে আসীরীয় জাতি বা আসীরীয়া দেশ এমন কি আসিয়া বা এশিয়া নামও আসা সম্ভব।

কিন্তু অসুর নামে কোন অনার্য জাতির কল্পনা নিতান্তই হাস্যকর। ঋগ্বেদে দাস, দস্যু, দস্যু প্রভৃতি জাতির উল্লেখ আছে। এরা সাধারণতঃ দেববিরোধী। বৃত্র, বল, শম্বর, নমুচি, পিপ্রু প্রভৃতি দেববিরোধিগণের সর্দার ছিল। যদিও ডঃ অবিনাশ চন্দ্র দাস বলেছেন যে, এরা আর্যগোষ্ঠীরই শাখা, তথাপি এদের বাস্তব কোন অস্তিত্ব স্বীকার করা সম্ভব নয়। এরাই পরে অসুর নামে পরিচিত হয়েছে

১ Science & Language, vol. II (5th Edn.), page 279

২ Chips from a German workshop, vol. I, page 83

৩ Introduction to Aitareya Brahmana, vol. I (1863), pages 2-3

পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে। অসুর, দানব ও দৈত্য সমার্থক শব্দে পরিগণিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেবতাগণ যেমন কোন শরীরী জীব নন, দানবগণও তেমনি কোন শরীরী জীব নয়। পণ্ডিত অমূল্যচরণ লিখেছেন, "অধিকাংশ স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়, দস্যুরা অলৌকিক শত্রু, অল্পসংখ্যক স্থানেই তাহারা মানুষ। বেদ হইতে বোঝা যায় যে, আর্য ও দস্যুদের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা সভ্যতা ও জাতিগত পার্থক্য নয়—cult ধর্মগত পার্থক্য।"[১]

বৃত্র, শম্বর, নমুচি প্রভৃতি অলৌকিক দৈবশক্তির অলৌকিক প্রতিবন্ধক হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীকালে অসুর নামক একশ্রেণীর দেববিরোধী শরীরী জীবে পরিণত হয়েছে।

পূর্বেই বলেছি, বৈদিক তথা ভারতীয় দেবকল্পনার উৎসে রয়েছে সূর্যাগ্নির গুণকর্ম। যে প্রাকৃতিক শক্তি সূর্যাগ্নির গুণ বা শক্তি প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে তারাই দসু বা দস্যু—পুরাণে অসুর বা দানব। সূর্যাগ্নির মেঘসৃষ্টি ও বারিবর্ষণ-ক্ষমতা ইন্দ্র; তাঁর শক্তির আবরক-বৃত্র আকাশ আবৃত করে বর্ষণহীন মেঘে পৃথিবীকে অন্ধকারে আবৃত করে আলোক অপসারিত করে। বর্ষণশক্তির প্রতিবন্ধক বৃত্র তাই ইন্দ্রের ও পৃথিবীর শত্রু—সুতরাং দানব ও অসুর। শম্বরের নিরানব্বইটি দুর্গ ইন্দ্র ধ্বংস করেছিলেন। শম্বরাসুরের দুর্গ স্তবকিত মেঘ। শম্বর তাই বর্ষণবিরোধী শক্তি। পুরাণে শম্বরাসুরের হন্তা শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র প্রদ্যুম্ন। বল ইন্দ্রের গাভী হরণ করেছিল, ইন্দ্র বলের গুহা থেকে গাভী উদ্ধার করেছিলেন। সূর্যরূপী ইন্দ্র বল বা শক্তিশালী অন্ধকারের গুহা থেকে গাভী ও রশ্মিসমূহ উদ্ধার করেছিলেন। রামায়ণে সূর্যবংশজাত রামচন্দ্র যেমন সূর্য বা ইন্দ্রের প্রতিরূপ, তেমনি রাবণ বা গর্জনকারী বৃষ্টিহীন মেঘ বৃত্রের রূপান্তর। প্রাকৃতিক শক্তি এইভাবে দেবতাদের কার্যের ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছিল—তাই দস্যু, দাস প্রভৃতি আ্যাখ্যা পেয়েছে। দেবতাদের অসুর সংজ্ঞা অপ্রচলিত হতে থাকলে সম্ভবতঃ আর্যগোষ্ঠীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের ফলে একদল অসুর-উপাসনা ও অন্যদল দেব-উপাসনাকে ধর্মচর্যার অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ফলে দেব-উপাসকদের কাছে অসুর বা অসুর-উপাসক দেব-বিরোধিরূপে প্রতিভাত হোল। এই বিরোধের সূত্রপাত ঋগ্বেদের যুগেই দেখা গিয়েছিল। সেইজন্যই ঋগ্বেদেই অসুর শব্দ দুটি বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মনে হয়, দুই বিরোধী গোষ্ঠীর রচনায় একই শব্দ দুই

১ ভারত সংস্কৃতিক উৎসধারা পৃঃ ২৬

বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত। অসুর-উপাসকরা সংখ্যায় অল্প থাকায় অথবা ঋগ্বেদের যুগের শেষভাগে দুইগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত দেখা দেওয়ায় অসুর শব্দ অপকৃষ্ট অর্থে কমই ব্যবহৃত হয়েছে। শেষে হয়ত অসুর-পূজকদের আর্যভূমি ছেড়ে উত্তর-পশ্চিমে নূতন আশ্রয় খুঁজতে গৃহত্যাগ করতে হয়েছে। দেব-পূজকদের কাছে অসুর শব্দ দনু, দাস, দস্যু ইত্যাদির সমার্থক হওয়ায় কায়াহীন দেবতার যেমন বহুরূপ কল্পিত হয়েছিল, তেমনি কায়াহীন দৈবশক্তির বিরোধীশক্তিরও বহু বিচিত্ররূপ কল্পিত হয়েছিল। যুগে যুগে পুরাণে-কাব্যে অসুররা দেব-বিরোধীরূপেই চিত্রিত হতে লাগলো। কিন্তু দেব ও অসুরের একাত্মতা এবং সগোত্রতা তাদের জন্মের ইতিহাসের সূত্রেই মাত্র লিপিবদ্ধ হয়ে রইলো।

বৌদ্ধ ধর্মে বুদ্ধদেবের সাধনায় ব্যাঘাতকারী মার ও হিন্দু দানব কল্পনা থেকেই এসেছে। হিন্দুধর্মে দৈত্য, দানব বা অসুর বৌদ্ধ ধর্মে হয়েছে মার।

"Mara emerges from the background of popular demonology and has obvious affinities with it "[১]

---

১ Buddhism and Mythology of Evil—T. O. Ling.

অগ্নি

অগ্নি ঋগ্বেদের প্রধান দেবতা। উৎসর্গীকৃত সূক্তের হিসাবে ইন্দ্রের পরে অগ্নির স্থান হলেও গুণ ও কার্যে তিনি সর্বপ্রথম। অগ্নি হব্যবাহ—তিনি দেবতাদের মুখরূপে সকল দেতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হবি গ্রহণ করেন। "অগ্নির্বৈদেবানাং মুখম্।"[১] —অগ্নিই দেবতাদের মুখ। "তস্মাদ্দেবা অ্গ্নিমুখা অন্নমদন্তি।"[২] —দেবগণ অগ্নিমুখে অন্নভোজন করেন। অগ্নি দেবতাদের জঠরও—"অগ্নির্বৈদেবানাং জঠরম্।"[৩] অগ্নি দেবতাদের দূত। তিনি দূতরূপে হব্য দেবগণের নিকট এবং কব্য পিতৃগণের নিকট পৌঁছে দেন।

অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্বদেবসম্।
অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্॥[৪]

—দেবতাদের দূত দেবতাদের আহ্বানকারী (হোতা) সর্বদেবরূপী (অথবা সর্বধনের অধিকারী) যজ্ঞের সুষ্ঠু সম্পাদনকারী অগ্নিকে আ.ম বরণ করি।

এখানে অগ্নি শুধু দেবতাদের দূত নন, তিনিই সর্বদেবময়।

যস্ত্বামগ্নে হবিষ্পতির্দূ্তং দেব সপর্যত
তস্য স্ম প্রাবিতা ভব।[৫]

—প্রজাপালক, হব্যবাহী এবং বহুলোকের প্রিয় অগ্নিকে যজ্ঞের অনুষ্ঠাতাগণ নিরন্তর আহ্বানমন্ত্র দ্বারা আহ্বান করিয়া থাকেন।[৬]

"স হি দেবানাং দূত আসীত"[৭]—তিনিই দেবতাদিগের দূত ছিলেন।
"অগ্নিরেব দেবানাং দূত আস"[৮]—অগ্নিই দেবতাদের দূত ছিলেন।

অগ্নি যজ্ঞের হোতারূপে আহুতি প্রদান করেন, তিনি যজ্ঞের পুরোহিত, তিনিই যজ্ঞের ঋত্বিক অর্থাৎ ব্রহ্মা, মিত্রাবরুণ, আচ্ছাবাক্, ব্রাহ্মণচ্ছংসি প্রভৃতি নামে অভিহিত যজ্ঞসম্পাদক ঋত্বিগ্‌বর্গ অগ্নি ভিন্ন আর কেউ নন। এক কথায় সামগ্রিক

---

১ কৌশিতকী ব্রাহ্মণ—৩।৬।৫।৫ ; তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ—৬।১।১
২ শতপথ ব্রাহ্মণ—৭।১।২৪
৩ তৈত্তীরীয় ব্রাহ্মণ—২।৭।১২।৩
৪ ঋগ্বেদ—১।১২।১
৫ ঋগ্বেদ—১।১২।৮
৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৭ শতপথ ব্রাহ্মণ—৬।৫।১।২১
৮ শতপথ ব্রাহ্মণ—৩।৫।২০

যজ্ঞক্রিয়াই অগ্নি। যজ্ঞে অগ্নি ছাড়া আর কিছুই নেই। ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্রেই বিশ্বামিত্রতনয় মধুছন্দা ঋষি অগ্নির স্তুতি প্রসংগে বলেছেন :

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্ ॥[১]

—যজ্ঞের পুরোহিত, যজ্ঞের দেবতা, যজ্ঞের ঋত্বিক্, হোতা ও শ্রেষ্ঠযজ্ঞফল রূপ রত্নধারণকারী অগ্নিকে আমি স্তব করি।

"অগ্নির্বৈ দেবানাং হোতা।"[২]—অগ্নিই দেবতাদের হোতা।

"অগ্নির্বৈ দেবানাং যষ্টা"[৩]—অগ্নি দেবতাদের যাগকর্তা।

অগ্নি সমস্ত যজ্ঞেরই অধিপতি—তিনি ব্রতপতি—"অগ্নির্বৈ দেবানাং ব্রতপতিঃ।"

"অগ্নে ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি।"[৫] —হে ব্রতপতি অগ্নি আমি ব্রতাচরণ করবো।

সমগ্র যজ্ঞকাণ্ডের যিনি একক অধিপতি তিনি অবশ্য ঋষিদের গৃহেরও অধিপতি।

মন্দ্রো হোতা গৃহপতিরগ্নে দূতো বিশামসি ॥[৬]

যিনি যজ্ঞের অধিপতি, গৃহের অধিপতি, তিনি অন্নেরও অধিপতি। কৃষ্ণ-যজুর্বেদ বলছেন, "অন্নপতেঽন্নস্য নো দেহীত্যাহাগ্নির্বা অন্নপতিঃ স এবাস্মা অন্নং প্রযচ্ছতি।"[৭] —হে অন্নপতি তুমি আমাদের অন্ন দাও,—এই কথা বললেন ; অগ্নিই অন্নপতি, তিনি আমাদের অন্নদান করেন।

"অগ্নিরন্নাদোঽন্নপতিঃ"[৮]—অগ্নি অন্নদাতা অন্নপতি।

"অন্নাদো বা এষোঽন্নপতির্যদগ্নিঃ"[৯]—অন্নদাতা বা অন্নপতি বলেই তিনি অগ্নি।

"এষ হি বাজানাং পতিঃ।"[১০]—ইনিই অন্নের অধিপতি।

অগ্নিকে অন্নাধিপতি বলার হেতু শ্রীমদ্‌ভাগবদ্‌গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে।

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।

যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥[১১]

অন্ন থেকেই জীবগণ জীবন ধারণ করে, পর্জন্য বা মেঘ থেকে (মেঘ বিগলিত

---

১ ঋগ্বেদ—১।১।১ ২ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—১।২৮।৩।৪ ৩ শতপথ ব্রাহ্মণ—৩।৫।১।২১
৪ তদেব—১।১।১।২ ৫ শুক্ল যজুর্বেদ—১।১।১।২ ৬ ঋগ্বেদ—২।৩৬।৫
৭ শুক্ল যজুর্বেদ—৫।৫।২।১ ৮ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ—২।৫।৭।৩ ৯ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—১।৮।
১০ তদেব—২।৫ ১১ গীতা—৩।১৪

জল থেকে) অন্ন (বা জীবের খাদ্য) জন্মায়, যজ্ঞ থেকে মেঘের উৎপত্তি, যজ্ঞ হয় ক্রিয়াশীলতা থেকে।

এই হিসাবেই যজ্ঞাগ্নি অন্নস্রষ্টা অন্নপতি। অন্যভাবে বলা যায়, সূর্যাগ্নির অভিন্নতা হেতু সূর্যাগ্নির তেজ পৃথিবীর রস হরণ করে মেঘ সৃষ্টি করে থাকে। আবার সূর্যাগ্নির তাপ ভিন্ন অন্নসৃষ্টি সম্ভব নয়।

এবম্ভূত সর্বশক্তিমান অগ্নির জনকত্ব স্বীকার করা হয়েছে। অগ্নির পিতার নাম বল,—তিনি বলের পুত্র।

অচ্ছিদ্রা সূনো সহসো নো অদ্য স্তোতৃভ্যো
মিত্রমহ শর্ম যচ্ছ।
অগ্নে গৃণন্তমংহস উরুষ্যোর্জো
নপাৎ পূর্ভিরায়সীভিঃ ॥[১]

—হে বলের পুত্র, তুমি অনুকূলভাবে প্রদীপ্ত হয়ে আমাদের অবিচ্ছিন্ন সুখ দাও। হে অন্নের পুত্র (উর্জো নপাৎ), তুমি আমাদের দ্বারা স্তুত হয়ে আমাদিগকে পাপ থেকে রক্ষা কর।

'সহস্' শব্দের অর্থ বল বা শক্তি। বলের পুত্র অর্থে সায়নাচার্য লিখেছেন, "বলেন হি মথ্যমানোঽগ্নির্জায়তে"—শক্তির দ্বারা ঘর্ষণে অগ্নি জন্মগ্রহণ করেন।

যিনি অন্নের পতি, অন্নস্রষ্টা, তিনিই আবার অন্নের পুত্র। একথার তাৎপর্য কি? সায়ন লিখেছেন, "জঠরাগ্নেঃ প্রবর্তমানাদগ্নেরন্নপুত্রত্বং"—জঠরাগ্নি বৃদ্ধি হেতুই অগ্নি অন্নের পুত্র। অর্থাৎ খাদ্যরূপ ইন্ধনের সহায়তায় জঠরাগ্নি বর্ধিত হয়; তাই অন্ন বা খাদ্যের পুত্র অগ্নি।

এই অগ্নির সর্বব্যাপী সর্বময় রূপ ঋষি প্রত্যক্ষ করেছেন। বিশ্বব্যাপী তাঁর মুখ, তিনিই বিশ্বব্যাপ্ত করে বিরাজমান :

ত্বং হি বিশ্বতোমুখ বিশ্বতঃ পরিভূরসি।"[২]
ধামন্তে বিশ্বং ভুবনমধিশ্রিয়মন্তঃ সমুদ্রে হৃদ্যন্তরায়ুষি ॥[৩]

—হে অগ্নে সমগ্র বিশ্বভুবন ব্যাপ্ত করে তোমার বাসস্থান, সমুদ্রে হৃদয়ে আর জীবের জীবনে (আয়ুতে) তোমার অধিষ্ঠান।

---

১ ঋগ্বেদ—১।৫৮।৮ ২ ঐ—১।৯৭।৬ ৩ শুক্ল যজুর্বেদ—১৭।৯৯

সকল জীবনে তাঁর বাস, তিনি সকল জীবের অধিপতি। "অগ্নির্ভূতানাম-ধিপতিঃ।"[১]—অগ্নি সকল জীবের অধিপতি।

অগ্নি স্বর্গলোকেরও অধিপতি :

"অগ্নির্বৈ স্বর্গস্য লোকস্যাধিপতিঃ।"[২]

ঋগ্বেদে যে সহস্রশীর্ষা সর্বময় বিরাট পুরুষ, তিনিই অগ্নি :

"পুরুষোঽগ্নিঃ।"[৩]—পুরুষই অগ্নি। "পুরুষোবাঽঅগ্নিঃ।"[৪]

অগ্নিই সর্বভূতের প্রাণ, অগ্নিই মন।

প্রাণো বা অগ্নিঃ।[৫]

মন এব অগ্নিঃ।[৬]

অগ্নি সকল দেবতার আত্মা।

অগ্নির্বৈ সর্বেষাং দেবানামাত্মা।[৭]

সর্বেসাম্ হৈষ দেবানামাত্মা যদগ্নিঃ।[৮]

সকল দেবতাই অগ্নিস্বরূপ :

অগ্নি সর্বা দেবতাঃ।[৯]

অগ্নির্বৈ সর্বা দেবতাঃ।[১০]

সকল দেবতার রূপে অগ্নিই প্রতিভাত। তিনিই ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বরুণ, রুদ্র, সবিতা, মিত্র, অদিতি, ইলা প্রভৃতি দেব-দেবীরূপে প্রকাশিত হন।

ত্বমগ্ন ইন্দ্রো বৃষভঃ সতামসি ত্বং বিষ্ণুরুরুগায়ো নমস্যঃ।
ত্বং ব্রহ্মা রয়িবিদ্ ব্রহ্মণস্পতে ত্বং বিধর্তঃ সচসে পুরংধ্যা॥
ত্বমগ্নে রাজা বরুণো ধৃতব্রতস্ত্বং মিত্রো ভবসি দস্ম ইড্যঃ।
ত্বমর্যমা সৎপতির্যস্য সংভুজং ত্বমংশো বিদথে দেবো ভাজয়ুঃ॥
ত্বমগ্নে বিধত্তে সুবীর্যং তব গ্নাবো মিত্রমহঃ সজাত্যং।
ত্বামাশুহেমা ররিষে স্বশ্ব্যং ত্বং নরাং শর্ধো অসিপুরুবসুঃ॥
ত্বমগ্নে রুদ্রো অসুরো মহো দিবস্ত্বং শর্ধো মারুতং পৃক্ষঈশিষে।
ত্বং বাতৈররুণৈর্যাসি শং গমস্ত্বং পূষা বিধতঃ পাসি নু ত্মনা॥

---

১ কৃষ্ণ যজুর্বেদ—৩।৩।৪।৫ ২ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—৩।৪২ ৩ শতপথ ব্রাহ্মণ—১০।৪।১।৬
৪ তদেব—২৪।৯।১।১৫ ৫ শতপথ ব্রাহ্মণ—৯।৫।১।৮৮ ৬ তদেব—১০।১।২।৩
৭ ঐ ১৪।৩।২।৫ ৮ তদেব—৭।৪।১।২৫, ৯।৫।১।৭ ৯ তৈত্তীরীয় ব্রাহ্মণ—১।৪।৪।১০
১০ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—২।৩ ১১ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—১।১

ত্বমগ্নে দ্রবিণোদা অরংকৃতে ত্বং দেবঃ সবিতা রত্নধা অসি।
ত্বং ভগো নৃপতে বস্ব ঈশিষে ত্বং পায়ুর্দমে যস্তেঽবিধৎ ॥

*   *   *

ত্বমগ্নে অদিতির্দেব দাশুষে ত্বং হোত্রা ভারতী বর্ধসে গিরা।
ত্বমিলা শতহিমাসি দক্ষসে ত্বং বৃত্রহা বসুপতে সরস্বতী ॥[১]

—হে অগ্নি! তুমি সাধুদিগের অভীষ্টবর্ষী, অতএব তুমি বিষ্ণু, তুমি বহুলোকের স্তুত্য, তুমি নমস্কারযোগ্য। হে ধনবান স্তুতির আধিপতি (ব্রহ্মণস্পতি)! তুমিই ব্রহ্মা, তুমি বিবিধ পদার্থ সৃষ্টি কর ও বহু প্রকার বুদ্ধিতে অবস্থিতি কর।

হে অগ্নি! তুমি ধৃতব্রত, অতএব তুমি রাজা বরুণ, তুমি শত্রুদিগের বিনাশক ও স্তুতিযোগ্য,অতএব তুমি মিত্র। তুমি সাধুগণের পালক। অতএব তুমি অর্যমা। অর্যমার (দান) সর্বব্যাপী। তুমি অংশ। হে দেব! তুমি আমাদিগের যজ্ঞে ফল দান কর।

হে অগ্নি! তুমি ত্বষ্টা, তুমি পরিচর্যাকারীর বীর্যস্বরূপ, স্তুতিবাক্য সব তোমারই, তোমার তেজঃ হিতকারী, তুমি আমাদিগের বন্ধু, তুমি শীঘ্র উৎসাহিত কর, তুমি আমাদিগকে উত্তম অশ্ববিশিষ্ট ধন প্রদান কর। তোমার ধন প্রভূত, তুমি মনুষ্য-গণের বলস্বরূপ।

হে অগ্নি! তুমি অলংকারকারী (যজমানের) পক্ষে দ্রবিণোদা (অর্থাৎ (স্বর্ণদাতা), তুমি দ্যোতমান সবিতা, রত্নের আধারস্বরূপ। হে নৃপতি! তুমি ধন দাতা ভগ, যে যজমান যজ্ঞগৃহে তোমার পরিচর্যা করে, তুমি তাহাকে পালন কর।

হে দেব অগ্নি! তুমি হব্যদাতার পক্ষে অদিতি। তুমি হোত্রা, ভারতী, তুমি স্তুতিদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও। তুমি শতবৎসরের ইলা, তুমি দানসমর্থ। হে ধর্মপালক! তুমি বৃত্রহন্তা, তুমি সরস্বতী।[২]

ঋগ্বেদ আরও বলছেন,

ত্বমগ্নে বরুনো জয়সে যত্বং মিত্রো ভবসি যৎ সমিদ্ধঃ।
তে বিশ্বে সহসস্পুত্র দেবাস্ত্বমিন্দ্রো দাশুষে মর্ত্যায় ॥
ত্বমর্যমা ভবসি যৎ কনীনাং নাম স্বধাবন্ গুহ্যং বিভর্ষি।
অংজংতি মিত্রং সুধিতং ন গোভির্যদ্দংপতি সমনসা কৃণোষি

১ ঋগ্বেদ—২।১।৩-৭, ১১   ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

তব শ্রিয়ে মরুতো মর্জয়ংত রুদ্র যত্তে জনিম চারু চিত্রম্।
পদং যদ্বিষ্ণোরুপমং নিধায়িঃ তেন পাসি গুহ্যং নাম গোনাম্॥[১]

—হে অগ্নি! তুমি জাত হইয়া বরুণ হইয়া থাক, তুমি সমিদ্ধ হইয়া মিত্র হইয়া থাক, সমস্ত দেবগণ তোমাতে (অবস্থিত) থাকেন। হে বলের পুত্র! তুমি হব্যদায়ী যজমানের ইন্দ্র।

তুমি কন্যাগণের পক্ষে অর্যমা হও। হে হব্যবান্ (অগ্নি)! তুমি গোপনীয় নাম (বৈশ্বানর নাম) ধারণ কর। যখন তুমি দম্পতীকে একান্তঃকরণ করিয়া দাও, তখন তাহারা বন্ধুর ন্যায় গব্য দ্বারা সিক্ত করে।

হে অগ্নি! তোমার আশ্রয়ার্থ মরুৎগণ অন্তরীক্ষকে মার্জন করিতেছেন। হে রুদ্র! তোমার জন্য অতি বিচিত্র ও মনোহর বিষ্ণুর যে অগম্য পদ (অর্থাৎ অন্তরীক্ষ) স্থাপিত হইয়াছে তদ্বারা তুমি উদকের (কিরণ সমূহের গুহ্য (গোপন তত্ত্ব) পালন কর।[২]

আচার্য গোভিলকৃত সামবেদীয় গুহ্যসূত্রের পরিশিষ্ট 'গৃহ্য সংগ্রহ'-এ অগ্নির বহুবিধ নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে। এক এক প্রকার হোমে অগ্নির এক এক প্রকার নামকরণ হয়।

লৌকিকঃ পাবকো হ্যগ্নিঃ প্রথমঃ পরিকীর্তিতঃ।
অগ্নিস্তু মরুতো নাম গর্ভাধানে বিধীয়তে॥
পুংসবনে চন্দ্রগসঃ শুঙ্গাকর্মণি শোভনঃ।
সীমন্তে মঙ্গলো নাম গর্ভাধানে বিধীয়তে॥

* * *

গোদানে সূর্যনামা তু কেশান্তে হ্যগ্নিরুচ্যতে।
বৈশ্বানরো বিসর্গে তু বিবাহে যোজকঃ স্মৃতঃ॥
চতুর্থ্যাস্তু শিখী নাম ধৃতিরগ্নিস্তথাপরে।
আবসথো ভবো জ্ঞেয়ো বৈশ্বদেবে তু পাবকঃ॥
ব্রহ্মা বৈ গার্হপত্যো স্যাদীশ্বরো দক্ষিণে তথা।
বিষ্ণুরাহবনীয়ে স্যাদগ্নিহোত্রে ত্রয়োঽগ্নয়ঃ॥
লক্ষহোমে বহ্নির্নাম কোটীহোমে হুতাশনঃ।
প্রায়শ্চিত্তে বিধিশ্চৈব পাকযজ্ঞে তু সাহসঃ॥

---

১ ঋগ্বেদ—৫।৩।১-৩ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

দেবানাং হব্যবাহংস্তু পিতৃণাং কব্যবাহনঃ।
পূর্ণাহুত্যাং মৃড়ো নাম শান্তিকে বরদস্তথা॥

* * *

কোষ্ঠে তু জঠরো নাম ক্রব্যাদো ভূতভক্ষণে।
সমুদ্রে বাড়বো জ্ঞেয়ঃ ক্ষয়ে সংবর্তকো ভবেৎ॥[১]

—লৌকিক ভাষায় প্রথমতঃ অগ্নিকে পাবক (পবিত্রকারী) নামে অভিহিত করা হয়। 'গর্ভাধান অনুষ্ঠানে অগ্নিকে মরুৎ বলা হয়, পুংসবন অনুষ্ঠানে বলা হয় চান্দ্রমস; শুঙ্গাকর্মে শোভন, গর্ভাধানের অন্তর্গত সীমন্তোন্নয়ন অনুষ্ঠানে বলা হয় মঙ্গল। ...গোদান যজ্ঞে অগ্নির নাম সূর্য, 'কেশান্ত' অনুষ্ঠানে তিনি অগ্নি নামেই পূজিত; বিসর্গে তিনি বৈশ্বানর, বিবাহানুষ্ঠানে যোজক, চতুর্থী হোমে তাঁর নাম শিখী; অপর নাম ধৃতি ও অগ্নি। আবসথ্য যাগে তিনি ভব নামে পরিচিত, বিশ্বদেব যজ্ঞে তিনি পাবক। গার্হপত্য অগ্নি ব্রহ্মা নামে অভিহিত, দক্ষিণাগ্নির নাম ঈশ্বর, আহবনীয় যজ্ঞে তিনি বিষ্ণু;—অগ্নিহোত্র যাগে এই তিন অগ্নি। লক্ষহোমে তাঁর নাম বহ্নি, কোটীহোমে তিনি হুতাশন। প্রায়শ্চিত্ত হোমে তিনি বিধি, পাকযজ্ঞে তিনি সাহস (সহস বা বলের পুত্র), দেবতাদের যজ্ঞে তিনি হব্যবাহ, পিতৃকার্যে তিনিই কাব্যবাহন। পূর্ণাহুতিকালে তাঁর নাম 'মৃড়' শান্তিকর্মে তিনি বরদ নামে খ্যাত।...জীবের উদরে তিনি জঠরাগ্নি, শ্মশানে জীবদেহ ভক্ষণকার্যে ক্রব্যাদ, সমুদ্রস্থিত অগ্নির নাম বাড়বা, জগৎ ধ্বংসকালে তিনি সংবর্তক।

অথর্ববেদেও অগ্নির সর্বদেবময়ত্ব স্বীকৃত হয়েছে; অগ্নিই বিভিন্ন দেবতারূপে অর্চিত হয়েছেন।

স বরুণো সায়মগ্নির্ভবতি স মিত্রো ভবতি প্রাতরুদ্যন্।
স সবিতা ভূত্বান্তরিক্ষেণ যাতি স ইন্দ্রো ভূত্বা তপতি মধ্যতোদিবম্॥[২]

—সেই অগ্নি সন্ধ্যাকালে বরুণ হন, প্রভাতে উদিত হয়ে তিনি হন মিত্র; তিনি সবিতারূপে অন্তরিক্ষ পরিক্রমণ করেন, তিনিই ইন্দ্র হয়ে মধ্যদিনে কিরণ দান করে থাকেন।

অগ্নি সূর্যরূপে অথবা প্রাণশক্তিরূপে সকল কর্মের প্রবর্তক—তিনিই বৃত্রহন্তা ইন্দ্র: "অগ্নির্নেতা বৃত্রহেতি... ।"[৩]

১ গৃহ্যসংগ্রহ—১ম প্রপাঠক ২-৩, ৫-৯, ১১
২ অথর্ববেদ—১৩।৩।১৩
৩ ঐতরেয় আরণ্যক—৯।১।২

অগ্নি ও সূর্য অভিন্ন,—একই তেজোরূপ শক্তির ভিন্ন প্রকাশমাত্র। যিনি অগ্নি, তিনিই সূর্য। ঋগ্বেদ বলেছেন,

মূর্ধা ভুবো ভবতি নক্তমগ্নিস্ততঃ
সূর্যো জায়তে প্রাতরুদ্যন্।[১]

—রাত্রিকালে অগ্নি তাবৎ সংসারের মস্তক-স্বরূপ হয়েন, পরে প্রাতে তিনি সূর্যরূপে উদিত হয়েন।[২]

দৃশেন্যো যো মহিনা সমিদ্ধোঽরোচত দিবি যোনির্বিভাবা।
তস্মিন্নগ্নৌ সূক্তবাকেন দেবা হবির্বিশ্ব আজুহুবুস্তনূপাঃ॥[৩]

—যে অগ্নি বিশেষ প্রজ্বলিত হইয়া সুশ্রী মূর্তি ধারণ করিয়া আকাশে স্থান গ্রহণ করিয়া ঔজ্জ্বল্যের সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন, সেই অগ্নিতে শরীর রক্ষাকারী সকল দেবতা হোমের দ্রব্য সমর্পণ করিলেন।[৪]

শতপথব্রাহ্মণ যজ্ঞ প্রসঙ্গে অগ্নি ও সূর্যের একাত্মতা প্রতিপাদিত করেছেন।

"অগ্নাবেবৈতৎ সায়ং সূর্যং জুহোতি, সূর্যে প্রাতর অগ্নিমিতি তদ্বৈ তত্নুদিত-হোমানামেব তদা হোব সূর্যোঽস্তমেত্যথাগ্নির্জ্যোতির্যদা সূর্য উদেত্যথ সূর্যো জ্যোতিঃ… ।"[৫]

—সন্ধ্যাকালে অগ্নিতে সূর্যকে আহুতি দেওয়া হয়, প্রাতে সূর্যে অগ্নিকে আহুতি দেওয়া হয়। উদিত হোমের এই রীতি। যখন সূর্য অস্ত যান তখন অগ্নিই জ্যোতি। যখন সূর্য উদিত হন, তখন সূর্য জ্যোতি।

নিরুক্তকার যাস্কও অগ্নি ও সূর্যের একাত্মকতা স্বীকার করেছেন।

যস্তু সূক্তং ভজতে যস্মৈ হবির্নিরূপ্যতে অয়মেব সোঽগ্নিঃ।
নিপাতমেবৈতে উত্তরে জ্যোতিষী এতেন নামধেয়েন ভজেতে॥[৬]

—যে অগ্নির সূক্তে স্তুতি হয়, যে অগ্নির উদ্দেশ্যে হবি প্রদত্ত হয়, সেই অগ্নি পাবকাগ্নি,—অন্তরিক্ষাগ্নি (বিদ্যুৎ) বা দ্যুলোকাগ্নি (সূর্য) নহেন। ঊর্ধ্বতর জ্যোতির্দ্বয় অন্তরিক্ষাগ্নি এবং দ্যুলোকাগ্নি (বিদ্যুৎ এবং সূর্য) অগ্নি নামের ভাগী হন, নিপাত বশে অর্থাৎ উপচারিকভাবে বা অপ্রধানভাবে।[৭]

অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল অগ্নি ও সূর্যের একাত্মতা সম্পর্কে লিখেছেন, "In other passages, Agni is to be identified with the Sun; for the

১ ঋগ্বেদ—১০।৮৮।৬ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১০।৮৮।৭
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ শতপথ ব্রাহ্মণ—২।৩।১ ৬ নিরুক্ত—১৮।৫
৭ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর

conception of the Sun as a form of Agni is an undoubted Vedic belief. Thus Agni is the light of heaven in the bright sky, waking at dawn, the head of heaven (3. 2. 14). ....He is born as the Sun rising in the morning (10. 88. 6). The A. V. (8 28. 9. 13) remarks that the Sun when setting into Agni and is produced for him."[১]

অগ্নির বিভিন্ন নামের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে ঋগ্বেদ বলছেন,

তং তনূনপাদুচ্যতে গর্ভ আসুরো নরাশংসে ভবতি যদ্বিজায়তে।

মাতরিশ্বা যদমিমীত মাতরি বাতস্য সর্গো অভবৎ সরীমণি ॥[২]

– গর্ভস্থ অগ্নিকে তনূনপাত বলে। অগ্নি যখন প্রত্যক্ষ হয়েন তখন তিনি আসুর, যখন অন্তরীক্ষে তেজো বিকাশ করেন, তখন মাতরিশ্বা হয়েন। অগ্নি প্রসৃত হইলে বায়ুর উৎপত্তি হয়।[৩]

অগ্নি স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণস্বরূপ। তাই তিনি সকল বস্তুরই অভ্যন্তরে বিরাজ করেন।

গর্ভো যো অপাং গর্ভো বনানাং গর্ভশ্চ
স্থাতাং গর্ভশ্চরথাং
অদ্রৌ চিদস্মা অন্তর্দুরোণে বিশাং ন
বিশ্বো অমৃতঃ স্বাধীঃ ॥[৪]

—যে অগ্নি জলের গর্ভস্বরূপ, যিনি অরণ্যেরও গর্ভ, যিনি স্থাবর এবং জঙ্গমের গর্ভরূপে সর্ববস্তুর অন্তরে অবস্থিত, সেই অগ্নি গৃহে এবং পর্বতে হবি লাভ করেন। সেই অমৃতরূপী সুকর্মযুক্ত অগ্নি প্রজাবৎসল রাজার মত আমাদের হিত করে থাকেন।

শুক্লযজুর্বেদ বলেন যে অগ্নি সমুদ্রমধ্যস্থ জলের গর্ভস্বরূপ: অপাং গর্ভং সমুদ্রিয়ম্ ॥[৫] আচার্য মহীধরের মতে 'অপাং গর্ভ' অর্থে মেঘস্থিত বিদ্যুৎ এবং সমুদ্রিয়ম্ অর্থে বাড়বাগ্নি। শুক্লযজুর্বেদ আরও বলেছেন,

গর্ভো অস্যোষধীনাং গর্ভো বনস্পতীনাম্।
গর্ভো বিশ্বস্য ভূতস্যাগ্নে গর্ভো অপামসি ॥[৬]

১ Vedic Mythology—page 93
২ ঋগ্বেদ—৩।২৯।১১ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৪ ঋগ্বেদ—১।৭০।২
৫ শুক্ল যজুর্বেদ—১১।৪৬ ৬ শুক্ল যজুর্বেদ—১২।৩৭

—অগ্নি, তুমি ওষধীর গর্ভে অবস্থিত, বনস্পতির গর্ভে অবস্থিত, সকল জীবকুলের গর্ভে অবস্থিত, জলের গর্ভে বিরাজমান।

বিশ্বস্য কেতুর্ভুবনস্য গর্ভো···। —সমস্ত বিশ্বের কেতু (জ্ঞানরূপী), বিশ্বভুবনের গর্ভরূপে অন্তরস্থিত।

শতপথব্রাহ্মণ বলেছেন যে দেবগণ সকল রূপ অগ্নিতে স্থাপন করেছেন,—"অগ্নৌ হ বৈ দেবা সর্বাণি রূপাণি নিদধিরে।"[১]

সর্বময় অগ্নির স্তুতি অথর্ববেদেও আছে :

> যস্তে অপ্‌সু মহিমা যো বনেষু য ওষধিষু পশুষপ্‌স্বন্ত।
> অগ্নে সর্বাস্তন্বঃ সংরভস্ব তাভির্ন এধি দ্রবিণোদা অজস্রঃ ॥[২]

—হে অগ্নি, তোমার যে তনু জলে বর্তমান (বড়বাগ্নিরূপে), যে তনু বনে (দাবানলরূপে), যে তনু ওষধি, পশু এবং অন্তরীক্ষে (মেঘস্থিত বিদ্যুৎরূপে) অবস্থিত, সেই সকল তনু একত্র কর এবং তাদের দ্বারা আমাদের অজস্র ধন দান কর।

উপনিষদের সর্বভূতান্তরাত্মা ব্রহ্মের সঙ্গে অগ্নির এই স্বরূপ বর্ণনার কোন পার্থক্য নেই। উপনিষদ ব্রহ্ম সম্পর্কে বলেছেন—

> যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্‌সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
> য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥[৩]

—হে দেব অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্বভুনে প্রবেশ করেছেন, যিনি ওষধিতে—বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে নমস্কার।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণ স্পষ্টতঃই ঘোষণা করেছেন, অগ্নিই সকল দেবতারূপে প্রকাশিত—"অগ্নিঃ সর্বাঃ দেবতাঃ।"[৪] অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল ঋগ্বেদের অগ্নির স্বরূপ সম্পর্কে লিখেছেন, "In one passage of the R.V. (2.1.3.7) he is identified with about a dozen gods besides five goddesses. He assumes verious divine forms and has many names. In him are comprehended all the gods."[৫]

পুরাণেও অগ্নি সর্বদেবময়—সৃষ্টিস্থিতিলয়হেতু—ব্রহ্মস্বরূপ। অগ্নির স্তুতি করতে গিয়ে পুরাণকার বলেছেন,—

---

১ শতপথ—২।২।১ ২ অথর্ব—১৯।১।৩।২ ৩ শ্বেতাশ্বতর—২।১৭
৪ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—২।১ ৫ Vedic mythology, page 95

আপ্যায্যন্তে ত্বয়া সর্বে সংবর্ধন্তে চ পাবক।
ত্বত্ত এবোদ্ভবং যান্তি ত্বয্যন্তে চ তথা লয়ম্॥
অপঃ সৃজসি দেব ত্বং ত্বমৎসি পুনরেব তাঃ।
পচ্যমানাস্ত্বয়া তাশ্চ প্রাণিনাং পুষ্টিকারণম্॥
দেবেষু তেজোরূপেণ কান্ত্যা সিদ্ধেষবস্থিতঃ।

* * *

জলে দ্রব ত্বং ভগবন্ জবরূপী তথানিলে।
ব্যাপ্তিস্তেন তথৈবাগ্নে নভস্যাত্মা ব্যবস্থিতঃ॥
ত্বমগ্নে সর্বভূতানামন্তশ্চরসি পালয়ন্।
ত্বামেকমাহুঃ কবয়স্ত্বামাহুস্ত্রিবিধং পুনঃ॥[১]

—হে পাবক, তোমার দ্বারাই সবকিছু সৃষ্ট হয়, তোমার দ্বারাই বর্ধিত হয়, তোমাতেই সকলের উদ্ভব, অন্তকালে তোমাতেই লীন হয়। হে দেব, তুমি জল সৃষ্টি কর, পুনরায় সেই জল তুমি পান কর, প্রাণীদের পুষ্টির জন্য তুমি সেই জল পাক কর। তুমি দেবগণের মধ্যে তেজোরূপে, সিদ্ধগণের মধ্যে কান্তিরূপে অবস্থান কর। ...হে ভগবন্, তুমি জলে দ্রবরূপী, বায়ুতে বেগরূপী। হে অগ্নি, ব্যাপ্তি হেতু তুমি আকাশের আত্মারূপে অবস্থিত। হে অগ্নি, সর্বজীবকে পালন করে তুমি তাদের অন্তরে বিরাজ কর। কবিগণ তোমাকে এক বলে থাকেন, তোমাকে তিনও বলে থাকেন।

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অগ্নিরূপেই বিভাসিত। অর্জুন তাঁকে প্রজ্বলন্ত অগ্নি-মুখ বিশিষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন,—"পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রম্।"[২] আবার কখনও শ্রীকৃষ্ণ সূর্যাগ্নির প্রদীপ্ত তেজ—"দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্।" শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন আত্মস্বরূপ সম্পর্কে—

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা জনানাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥[৩]

—আমি অগ্নিরূপে জনগণের দেহ আশ্রয় করে প্রাণ ও অপান সমন্বিত চতুর্বিধ অন্ন পাক করি।

ঋগ্বেদের ঋষি অগ্নিতত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হয়েই ঘোষণা করেছেন:

১ মার্কণ্ডেয় পুরাণ—৯৯ অঃ ২ গীতা—১১।১৯ ৩ গীতা—১৫।১৪

বিদ্মা তে অগ্নে ত্রেধা ত্রয়াণি বিদ্মা তে ধাম বিভৃতা পুরুত্রা।
বিদ্মা তে নাম পরমং গুহা যদ্বিদ্মা তমুৎসংযত আজগংথ ॥[১]

—হে অগ্নি! আমরা তোমার তিন প্রকারের তিন মূর্তি জানি, তোমার স্থান অনেক স্থলে আছে, তাহাও জানি। তোমার অতি নিগূঢ় যে নাম, তাহাও অবগত আছি; আর যে উৎপত্তিস্থান হইতে তুমি আসিয়াছ, তাহাও জানি।[২]

একটি ঋকে অগ্নিকে স্পষ্টতঃই ব্রহ্মরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে :

অসচ্চ সচ্চ পরমে ব্যোমন্ দক্ষস্য জন্মন্নদিতেরুপস্থে।
অগ্নির্হি নঃ প্রথমজা ঋতস্য পূর্ব আয়ুনি বৃষভস্য ধেনুঃ ॥[৩]

—অগ্নি সৎও বটেন, অসৎও বটেন, তিনি পরমধামে আছেন, তিনি আকাশের উপরে সূর্যরূপে জন্মিয়াছেন। অগ্নিই আমাদিগের অগ্রে জন্মিয়াছেন, তিনি যজ্ঞের পূর্ববর্তীকালে অবস্থিত ছিলেন। তিনি বৃষও বটেন, গাভীও বটেন অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ উভয়রূপী।[৪]

আচার্য সায়ন ঋক্‌টির ব্যাখ্যায় বলেছেন, অসৎ শব্দের অর্থ সৃষ্টির পূর্বাবস্থা; আর সৎ শব্দের অর্থ সৃষ্টির পরবর্তী অবস্থা। উপনিষদের ব্রহ্মও সৎ, অসৎ, স্ত্রী, পুরুষ—সর্বব্যাপী, সর্বজীবের অন্তরস্থিত আত্মা।

উপনিষদের ঋষিও অগ্নির ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করেই প্রার্থনা করেছেন,

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম ॥[৫]

—হে অগ্নি তুমি আমাদের সমস্ত কর্মই জান; আমাদের অপকারী পাপসমূহ বিদূরিত কর। আমরা প্রচুর পরিমাণে (পুনঃ পুনঃ) তোমাকে নমস্কার করিতেছি।[৬]

ব্রহ্মস্বরূপ অগ্নি মনুষ্যের মুখে বাক্‌রূপে অবস্থান করে :

অগ্নির্বাগ্‌ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ।[৭]

তিনিই সকল জীবের দ্যাবাপৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা :

স যো বৃষা নরাং রোদস্যোঃ শ্রবোভিরস্তি জীবপীতসর্গঃ।
প্রয়ঃ সস্রাণঃ যোনৌ ॥[৮]

---

১ ঋগ্বেদ—১০।৪৫।২ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১০।৫।৭
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঈশোপনিষৎ—১৮ ৬ অনুবাদ—দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ
৭ ঐতরেয় আরণ্যক—২।৪।২ ৮ ঋগ্বেদ—১।১৪৯।২

—যে অগ্নি মনুষ্যদিগের ন্যায় দ্যাবাপৃথিবীরও উৎপাদক, তিনি যশোযুক্ত হইয়া বর্ত্তমান আছেন এবং তাঁহা হইতেই জীবগণ সৃষ্টির আস্বাদন প্রাপ্ত হয়। তিনি গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হইয়া (সমস্ত জীবের) সৃষ্টি করেন।[১]

সর্বজীবের প্রাণরূপে অগ্নিই বিরাজমান :

"অন্তর্হ্যগ্ন ঈয়সে"[২]—হে অগ্নি, তুমি জনগণের অন্তরে গমন কর।

"অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো। যোঽয়মন্তঃপুরুষে যেনেদমন্নং পচ্যতে যদিদমদ্যতে তস্যৈষ ঘোষো ভবতি।"[৩]

এই অগ্নিই বৈশ্বানর, যিনি মনুষ্যের (জীবের) অন্তর্লোকে বিরাজ করেন, যাঁর দ্বারা খাদ্য পরিপাক হয়, যা কিছু ভোজন করা হয়, সবই অগ্নি, তাঁর এই শব্দ হয়।

পুরাণগুলিতেও অগ্নির এই বিশ্বাত্মকত্ব অস্পষ্ট নয়। স্কন্দপুরাণের আবন্ত্যখণ্ডে অগ্নি ব্রহ্মাকে বলেছিলেন :

কর্তাহমনুকর্তা ত্বং লোকানাং স্থিতিকারণে।
কুরুষ্বৈতত্তথা ভাব্যং যথা পূর্বং বিনির্মিতম্॥

—জগতের রক্ষা বিষয়ে আমি কর্তা, তুমি অনুকর্তা (নিমিত্তরূপী)। আমি যা পূর্বে নির্মাণ করেছি, তুমি তাই সম্পন্ন কর।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে (৯৯ অ:) আঙ্গিরসশিষ্য ভূতিকৃত অগ্নিস্তবে অগ্নির সর্বাত্মকত্ব এবং সর্বদেবময়ত্ব সুপ্রকট হয়ে উঠেছে।

ত্বং মুখং সর্বদেবানাং ত্বয়াত্তং ভগবান্ হবিঃ।
প্রীণয়ত্যখিলান্ দেবান্ তৎপ্রাণাঃ সর্বদেবতাঃ॥
হুতং হবিস্তয্যমলমেধত্বমুপাগচ্ছতি।
ততশ্চ জলরূপেণ পরিণামমুপৈতি যৎ॥
তেনাখিলৌষধীজন্ম ভবত্যনিলসারথে।
ওষধিভিরশেষাভিঃ সুখং জীবন্তি জন্তবঃ॥

* * *

আপ্যায্যন্তে ত্বয়া সর্বে সংবধ্যন্তে চ পাবক।
ত্বত্ত এবোদ্ভবং যান্তি ত্বয্যন্তে চ তথা লয়ম্॥

---

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—২।৬।৬ ৩ শতপথ ব্রাহ্মণ—১৪।৬।১৩

অপঃ সৃজসি দেবঃ ত্বং ত্বমৎসি পুনরেব তাঃ।
পচ্যমানাস্ত্বয়া তাশ্চ প্রাণিনাং পুষ্টিকারণম্॥
দেবেষু তেজোরূপেণ কান্ত্যাসিদ্ধেষবস্থিতঃ।

* * *

ব্যাপ্তিত্বেন তথৈবাগ্নে নভস্যাত্মা ব্যবস্থিতঃ॥
ত্বমগ্নে সর্বভূতানামন্তশ্চরসি পালয়ন্।
ত্বামেকমাহুঃ কবয়স্ত্বামাহুস্ত্রিবিধং পুনঃ॥

* * *

ত্বামৃতে হি জগৎ সর্বং সদ্যো নশ্যেদ্ধুতাশন।

—তুমি সমস্ত দেবতাগণের মুখ। ভগবান্ তোমারই সহায়ে হবির্ভোজন ও অখিল দেবতার তৃপ্তি সাধন করেন; সুতরাং তুমিই সমস্ত দেবতার প্রাণ। তোমাতে যে হবি আহুত হয়, তাহা পরম পবিত্রভাব প্রাপ্ত হইয়া পরে জলরূপে পরিণত হইয়া থাকে। তাহাতে অখিল ওষধির জন্ম হয়। সেই ওষধির দ্বারাই জন্তুগণ সুখে জীবন ধারণ করে।

সকলেই ত্বৎকর্তৃক আপ্যায়িত ও সম্বৃদ্ধ হইয়া তোমাতেই উদ্ভূত ও তোমাতেই অন্তে লয়প্রাপ্ত হয়। হে দেব! তুমিই জলের সৃষ্টি কর। তুমিই তাহা ভক্ষণ করিয়া থাক। আবার ত্বৎকর্তৃকই পচ্যমান হইয়া তৎসমস্ত প্রাণীগণের পুষ্টির কারণ হইয়া থাকে। তুমি দেবগণে তেজোরূপে ও সিদ্ধগণে কান্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছ।

তুমি আকাশে ব্যাপিত্ব এবং তুমিই সর্বত্র আত্মারূপে অবস্থিত আছ। হে অগ্নি! তুমিই সর্বভূতের অন্তরে বিচরণ করিয়া তাহাদের প্রতিপালন করিতেছ। কবিগণ তোমাকে এক ও পুনর্বার ত্রিবিধ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।[১]

অগ্নির স্বরূপ আলোচনা থেকে নিঃসংশয়ে সিদ্ধান্ত করা চলে যে, অগ্নি কেবলমাত্র মনুষ্যের নিত্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক অগ্নিরূপে বৈদিক ঋষিগণকর্তৃক স্বীকৃত, পূজিত এবং স্তুত হন নি, এই অগ্নি স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বভুবনের চৈতন্যস্বরূপ প্রাণশক্তিরূপেই গৃহীত হয়েছেন। তিনিই সকল শক্তির মূলাধার, বিশ্বসৃষ্টির মূল কারণ। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় লিখেছেন, "অগ্নি ঋগ্বেদের এক প্রধান দেবতা।

১ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন

তিনি দ্বিশতাধিক সূক্তে স্তুত হইয়াছেন। অন্য দেবতাগণের সহিতও তাঁহার স্তুতি আছে। এই সকল স্তুতি পড়িলে মনে হয়, তিনি কেবল কাষ্ঠাগ্নি নহেন, তিনি বিশ্বের অগ্নি, বিশ্বের শক্তি।"[১] প্রশ্নোপনিষদে স্পষ্টভাবেই অগ্নিকে প্রাণ বলে স্বীকার করা হয়েছে।[২] মনুও অগ্নিকে আত্মা বলে স্বীকার করেছেন।[৩]

শ্রীঅরবিন্দের মতে অগ্নি জ্ঞানময় ঐশ্বরিক ইচ্ছার প্রতীক। "Psychologically, then, we may take Agni to be the divine will perfectly inspired by divine wisdom, and indeed one with it, which is the active or effective power of the Truth-consciousness."[৪]

অবশ্য একথাও সত্য যে বিশ্বের প্রাণভূত শক্তিরূপী অগ্নির ধারণার মধ্যে গৃহে লালিত অগ্নি, যজ্ঞাগ্নি প্রভৃতিও অঙ্গীভূত। প্রাকৃতিক অগ্নিই প্রাণশক্তির প্রতীক-রূপে উপাসিত। অগ্নির তিন জন্ম বা তিনরূপের কথা বেদে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হয়েছে। এই তিনরূপ: যজ্ঞশালায় আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি; অথবা সূর্য, বিদ্যুৎ ও অগ্নি।[৫]

শুক্ল যজুর্বেদের একটি মন্ত্রে অগ্নির তিনটি নাম পাওয়া যায়: ভুবপতি, ভুবনপতি ও ভূতপতি।[৬] একটি উপাখ্যান অনুসারে ভুবপতি, ভুবনপতি ও ভূতপতি অগ্নির তিন ভ্রাতা।[৭]

বৃহদ্দেবতার মতে (২য় অঃ) অগ্নির পাঁচটি নাম: দ্রবিণোদা, তনূনপাৎ, নরাশংস, পবমান ও জাতবেদা। দ্রবিণোদা অর্থে ধনদাতা, তনূনপাৎ অর্থে দিব্যাগ্নির পৌত্র (মধ্যমাগ্নির পুত্র), নরাশংস অর্থে নরগণের দ্বারা স্তুত, পাবক অর্থে বিশ্বের পবিত্রতাবিধায়ক, এবং জাতবেদা অর্থে যিনি জন্মমাত্রেই বিশ্বভুবন সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন। পরিষ্কার বোঝা যায়, এইগুলি অগ্নির বিশেষণ।

Alain Danielou অগ্নিকে দশটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই দশবিধ অগ্নি একই অগ্নির দশটি রূপ।

১। কাষ্ঠাগ্নি; ২। ইন্দ্র বা বায়ু-বজ্রাগ্নির কর্তা—দাবানলের উৎস; ৩। সূর্য বা দ্যুলোকের অগ্নি; ৪। জঠরাগ্নি—জীবনধারণের উৎস; ৫। ধ্বংসাত্মক অগ্নি বা বাড়বানল।

---

১ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—পৃঃ ১৩১ ২ প্রশ্ন—১১।৫ ৩ মনুসংহিতা—১২।১২৩
৪ On the Veda—page 76
৫ ঋগ্বেদ—১।৯৫।৩, ৪।১।৭, শুক্ল যজুর্বেদ—১২।৮ প্রভৃতি মন্ত্র দ্রষ্টব্য।
৬ শুক্ল যজুর্বেদ—২।২ ৭ দুর্গাদাস লাহিড়ীকৃত বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা—পৃঃ ৮৪ দ্রঃ

যজ্ঞাগ্নিও পাঁচ প্রকার : ১। ব্রহ্মা অগ্নি; ২। প্রাজাপত্য অগ্নি; ৩। গার্হপত্য অগ্নি; ৪। দক্ষিণাগ্নি; এবং ৫। ক্রব্যাদ অগ্নি (চিতাগ্নি)।[১]

ডঃ ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মনে করেন যে, এক অগ্নির ত্রিবিধ মূর্তির কল্পনাতেই পরবর্তীকালে বহু দেবতার মূলে একেশ্বরের চিন্তা সম্ভব হয়েছে। "And gradually this gave rise to the idea of one God behind all these different gods"[২]

প্রাণরূপী অগ্নি সর্বাগ্রে জন্মেছেন বলেই ত তাঁর নাম অগ্নি। অগ্নি শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে সায়নাচার্য বাজসনেয়ীর মত উল্লেখ করে বলেছেন, "স বা এষোঽগ্রে দেবানামজায়ত তস্মাদগ্নির্নামেতি।" বৃহদ্দেবতা বলেছেন,

জাতো যদগ্রে ভূতানামগ্রণীরধ্বরে চ যৎ।
নাম্না সন্নয়তে বাঙ্গং স্তুতোঽগ্নিরিতি সূরিভিঃ॥[৩]

—যেহেতু জীবগণের অগ্রে জাত হয়েছেন, যজ্ঞেও যেহেতু অগ্রে অবস্থান করেন, স্বীয় অঙ্গ বা শরীর নিয়ে আসেন কাষ্ঠদাহ অন্নাদি পাক করতে, এই জন্যই জ্ঞানিগণ তাঁকে অগ্নিনামে স্তব করেন। শতপথ ব্রাহ্মণ বলছেন, "তদ্বাঽএনমেতদগ্রে দেবানামজনয়ত তস্মাদগ্নিরগ্রির্হ বৈ নামেতৎ।"[৪] পারস্কর গৃহ্যসূত্রে অগ্নিকে প্রথম দেবতারূপে উল্লেখ করেছেন, "অগ্নির্বৈতু প্রথমো দেবানাং।"[৫] অগ্নি জীবসমূহেরও অধিপতি : "অগ্নির্ভূতানামধিপতিঃ সমাবতু।"

নিরুক্তকার বলেছেন যে এক মহান্ আত্মারূপে অগ্নিই মিত্র, বরুণ, সূর্য, ইন্দ্র ইত্যাদিরূপে ঋষিগণকর্তৃক স্তুত হয়েছেন। "ইমমেবাগ্নিং মহান্তমাত্মানমেকমাত্মানং বহুধা মেধাবিনোবদন্তীন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিং দিব্যং চ গরুত্মন্তম্।"[৭]

সাংখ্যায়নব্রাহ্মণ মতে অগ্নিই ব্রহ্ম—"ব্রহ্ম বা অগ্নিঃ।"[৮]

যিনি আদি দেব, যিনি জন্মমাত্রেই বিশ্বভুবন পরিজ্ঞাত, যিনি সর্বভূতের এবং বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তরস্থিত, সেই অগ্নিই বৈদিক ঋষিদের একত্ব চিন্তার মূলীভূত কারণ—এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। উপনিষদের আত্মা বা ব্রহ্মও

১ Hindu Polythesim—page, 19
২ Vedic Selections, vol. I, C. U.—page 4
৩ বৃহদ্দেবতা—২।২৪ ৪ শতপথব্রাহ্মণ—২।২।২।২ ৫ পারস্কর গৃহ্যসূত্র—৫।১১
৬ পারস্কর গৃহ্যসূত্র—৫।১০ ৭ নিরুক্ত—৭।১৮।২ ৮ সাংখ্যায়নব্রাহ্মণ—৯ অঃ

সর্বাগ্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ।"[১] —এই ব্রহ্মাই সৃষ্টির অগ্রে বর্তমান ছিলেন। "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ।"[২] এই আত্মাই অগ্রে ছিলেন।

মহাভারতকার অগ্নিকেই ব্রহ্ম বলে স্বীকার করেছেন, "অগ্নির্হি যজ্ঞানাংহোতা কর্তা স চাগ্নির্ব্রহ্ম।"[৩]

অগ্নি একটি তত্ত্বে পর্যবসিত হলেও প্রত্যক্ষগোচর প্রাকৃতিক অগ্নির একটি রূপ আছে। সেই রূপ বিশ্বাত্মা অগ্নির প্রতীক। সেই রূপ অনুসারে বেদে এবং পুরাণে দেবতা হিসাবে অগ্নির আকৃতিগত বর্ণনা কিছু কিছু পাওয়া যায়। বৈদিক মন্ত্রের মধ্য দিয়েই দেবতার একপ্রকার আকার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিভিন্ন দেবতার আকৃতি-বিষয়ে সাধারণভাবে ঐক্য থাকলেও গুণকর্ম অনুসারে কিছুটা পার্থক্যও বিদ্যমান। অগ্নিদেবেরও একটি বিশেষ আকার কল্পনা করা যায়। অগ্নির বর্ণ শ্বেত (শুক্রবর্ণ অথবা শুচিবর্ণ)।

অগ্নে শুক্রেণ শোচিষা বিশ্বাভির্দেবহূতিভিঃ
ইমং স্তোমং জুষস্ব নঃ॥[৪]

—হে অগ্নি, তোমার শুভ্রবর্ণ দীপ্তিদ্বারা সর্বদেবতার আহ্বানোপযোগী স্তোত্রের দ্বারা যুক্ত হয়ে আমাদের স্তুতি গ্রহণ কর।

বস্ত্রেণেব বাসয়া মন্মনা শুচিং জ্যোতীরথং
শুক্রবর্ণং তমোহনম্।[৫]

—পবিত্র জ্যোতিবিশিষ্ট শুভ্রবর্ণ তমোনাশী অগ্নির বাসস্থানকে (যজ্ঞস্থান) বস্ত্রের ন্যায় কুসুমাবৃত কর।

হিরণ্যদন্তং শুচিবর্ণমারাৎ ক্ষেত্রাদপশ্যমায়ুধা মিমানম্।[৬]

—আমি সুবর্ণবর্ণ দন্তবিশিষ্ট শুভ্রবর্ণ আয়ুধতুল্য (জ্বালা) নির্মাণকারী অগ্নিকে স্বস্থান থেকে দেখেছি।

অগ্নি চিত্রভানু অর্থাৎ উজ্জ্বলজ্যোতিবিশিষ্ট।[৭]

অগ্নির দন্ত হিরণ্যবর্ণ; বিচিত্রদীপ্তিসম্পন্ন অগ্নির কেশ হরিদ্বর্ণ অথবা শুভ্রবর্ণ: "চিত্রাভিস্তমূতিভিশ্চিত্রশোচিঃ।"[৮]

---

১ ঐতরেয় উপনিষৎ—১।২ ২ বৃহদারণ্যক—১।৪।১৭ ৩ শান্তিপর্ব—৩৪২।১২
৪ ঋগ্বেদ—১।১২।১২ ৫ ঋগ্বেদ—১।১৪০।১ ৬ ঋগ্বেদ—৫।২।৩
৭ ঋগ্বেদ—১।২৭।৬ ৮ ঋগ্বেদ—১০।৬।৩

"চিত্রযামং হরিকেশমীমহে"[১] —বিচিত্রগতি পিঙ্গলবর্ণকেশযুক্ত অগ্নিকে স্তুতি করি।

প্রথম মণ্ডলের ৪৫।৬ সূক্তে অগ্নি শোচিষ্কেশ অর্থাৎ দীপ্তিময় কেশ যুক্ত। শুক্ল যজুর্বেদেও অগ্নি হরিদ্বর্ণকেশবিশিষ্ট—হরিদ্বর্ণ শ্মশ্রুবিশিষ্ট—"অয়ং পুরো হরিশ্মশ্রু হরিকেশঃ।"[২] তিনি তপুর্জম্ভ অর্থাৎ শিখারূপ অস্ত্রধারী অথবা শিখারূপ মুখ বিশিষ্ট।[৩] তিনি স্বর্ণশ্মশ্রুবিশিষ্ট, উজ্জ্বল দন্তধারী, মহান্ এবং অপ্রতিহত বলসম্পন্ন—"হরিশ্মশ্রুঃ শুচিদন্নৃভুরনিভৃষ্টতাবিষিঃ।" আর একস্থানে তিনি অয়োদংষ্ট্র অর্থাৎ লৌহসদৃশ (লৌহময়) দন্তযুক্ত এবং জিহ্বা দ্বারা রাক্ষস আক্রমণকারী।[৫] তিনি শিখারূপী মস্তকবিশিষ্ট (তপুর্মূর্ধা)। তাঁর তিনটি মস্তক, সূর্যের মত সাতটি রশ্মি :

ত্রিমূর্ধানং সপ্তরশ্মিং গৃণীষেঽনূনমগ্নিং পিত্রোরুপস্থে ॥[৬]

—পিতামাতার (দ্যাবাপৃথিবীর) ক্রোড়স্থিত, মস্তকত্রয়যুক্ত, সপ্তরশ্মিবিশিষ্ট ও বিকলতারহিত অগ্নিকে স্তব কর।[৭]

অগ্নির তিনপ্রকার শরীর তিনটি জিহ্বা :

অগ্নে ত্রী তে বাজিনা ত্রী সধস্থা তিস্রস্তে জিহ্বা ঋতজাতপূর্বীঃ।
তিস্র উতে তন্বো দেবজাতাস্তাভির্নঃ পাহি গিরো অপ্রযুচ্ছন্ ॥[৮৪]

—হে অগ্নি, তোমার অন্ন তিন প্রকার, তোমার স্থান তিন প্রকার। হে যজ্ঞ সম্পাদক অগ্নি! তোমার (দেবতাগণের উদর পূরক) তিনটি জিহ্বা আছে। তোমার তিন প্রকার শরীর দেবগণের অভিলষিত। তুমি প্রমাদরহিত হইয়া সেই তিন শরীর দ্বারা আমাদের স্তুতি পালন কর।[৯]

অগ্নির সপ্তজিহ্বার উল্লেখ নানা স্থানে আছে, "দিবশ্চিদগ্নে মহিনা পৃথিব্যা বচ্যন্তাং তে বহ্নয়ঃ সপ্তজিহ্বা।"[১০] —তুমি মহিমা দ্বারা অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী হইতে প্রকৃষ্টতর হও। তোমার অংশভূত সপ্তজিহ্বা বিশিষ্ট বহ্নিসকল পূজিত হউক।[১১]

"সপ্ত তে অগ্নে সমিধঃ সপ্ত জিহ্বাঃ সপ্ত ঋষয়ঃ সপ্তধাম প্রিয়াণি।[১২]—হে অগ্নি, তোমার সাতটি জিহ্বা, সাতজন ঋষি, সাতটি প্রিয়স্থান। মহাভারতেও অগ্নির সপ্তজিহ্বার উল্লেখ আছে :

১ ঋগ্বেদ—৩।২।১৩ ২ শুক্ল যজুঃ—১৭।১৫ ৩ ঋগ্বেদ—১।৫৮।৫
৪ ঐ ৫।৭।৭ ৫ ঋগ্বেদ—১০।৮৭।২ ৬ ঐ ১।১৪৬।১
৭ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৮ ঐ ৩।২০।২ ৯ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত।
১০ ঋগ্বেদ—৩।৬।২ ১১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ১২ শুক্ল যজুঃ—১৭।৭৯

"সপ্তজিহ্বাননাঃ ক্রূরো লেলিহানো বিসর্পতি॥"[১] —সপ্তজিহ্বা ও সপ্তমুখ বিশিষ্ট ক্রূর লেলিহান অগ্নি অগ্রসর হচ্ছেন।

অগ্নির চারিটি চক্ষু :

ত্বমগ্নে যজ্যবে পায়ুরংতরোঽনিষংগায় চতুরক্ষ ইধ্যসে।[২] —হে অগ্নি! তুমি যজমানের পালক, যজ্ঞ বাধাশূন্য করিবার জন্য সমীপে থাকিয়া চতুরক্ষরূপে দীপ্যমান রহিয়াছ।[৩]

কখনও আবার অগ্নি সহস্রাক্ষ :

সহস্রাক্ষো বিচর্ষণিরগ্নী রক্ষাংসি সেধতি।[৪]

—সকল বিষয়ের দ্রষ্টা সহস্রাক্ষ অগ্নি রাক্ষসদের বিতাড়িত করছেন।

অগ্নে সহস্রাক্ষ শতমূর্ধঞ্ছতং তে প্রাণা সহস্রব্যানশ্চ।[৫]

—হে সহস্রাক্ষ অগ্নি, তোমার শতসংখ্যক মূর্ধা, শতসংখ্যক প্রাণ, সহস্র ব্যান।

একটি মন্ত্রে অগ্নি সহস্রশৃঙ্গবিশিষ্ট।

অগ্নির সহস্র শৃঙ্গ বা সহস্র চক্ষু যে অসংখ্য শিখার প্রতিরূপ তাতে সন্দেহ নেই। সহস্রাক্ষ শব্দের ব্যাখ্যায় সায়নাচার্য 'অসংখ্য শিখা বিশিষ্ট' অর্থ করেছেন,— "সহস্রাক্ষেঽসংখ্যাতজ্বালঃ।" একটি ঋকে অগ্নি ধনুর্ধারী—"দ্রুণানো হস্তাসি।"[৬]

অগ্নির যে বিবরণ বৈদিক গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়, সেই অনুসারে তাঁর একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি নির্মাণ করা সম্ভব মনে হয় না; তবে হিরণ্যকেশ, হিরণ্যশ্মশ্রুধারী, স্বর্ণদণ্ড, ধনুর্ধারী, ত্রিমূর্ধা বা সপ্তমূর্ধা, ত্রিজিহ্বা বা সপ্তজিহ্বা, চতুরাক্ষ বা সহস্রাক্ষ একটি আকৃতি কল্পনা করা হয়ত অসম্ভব নাও হতে পারে। এই মূর্তি কল্পনায় প্রাকৃতিক অগ্নির আকারই প্রতিভাত হয়ে ওঠে। Sir Charles Eliot অগ্নির মূর্তিকল্পনা প্রসংগে যথার্থই লিখেছেন, "He is not a god of fire like Vulcan, but the Fire itself regarded as divine. The descriptions of his appearance are not really anthropomorphic, but metaphorical imagery depicting shining streaming flames."[৭]

তবে এ কথাও যথার্থ যে ভারতীয় অগ্নি উপাসনা জড়-উপাসনা নয়। অগ্নিকে সর্বময় চিৎশক্তিরূপে ভারতীয় ঋষি পূজায় অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। কিন্তু পুরাণকার তন্ত্রকারেরা অগ্নিকে একটি বিশিষ্ট আকারে আবদ্ধ না করে পারেন নি।

---

১ মহাঃ আদিপর্ব—২৩১।৫ ২ ঋগ্বেদ—১।৩১।১৩ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৪ ঋগ্বেদ— ৫ শুক্ল যজুঃ—১৭।৭১ ৬ ঋগ্বেদ—৪।৪।১

৭ Hinduism and Buddhism—page 56

অন্যান্য দেবতার মত তিনি সর্বময় সর্বব্যাপী হয়েও বিশেষ আকারে সীমাবদ্ধ। পুরাণে, তন্ত্রে, মূর্তিশিল্পশাস্ত্রে অগ্নির বিশেষ বিগ্রহের বিবরণ আছে। প্রাচীন মুদ্রায় ভাস্কর্যে অগ্নিমূর্তি দুর্লভ নয়। বিষ্ণুধর্মোত্তরে অগ্নির বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে :

রক্তং জটাধরং বহ্নিং কুর্যাদ্ বৈ ধূম্রবাসসম্।
জ্বালামালাকুলং সৌম্যং ত্রিনেত্রং শ্মশ্রুধারিণম্॥
চতুর্বাহুং চতুর্দংষ্ট্রং দেবেশং বাতসারথিং।
চতুর্ভিশ্চ শুকৈর্যুক্তে ধূমচিহ্নরথে স্থিতম্॥
বামোৎসঙ্গগতা স্বাহা শক্রস্যেব শচী ভবেৎ।
রত্নপাত্রকরা দেবী বহ্নের্দক্ষিণহস্তয়োঃ॥
জ্বালাত্রিশূলৌ কর্তব্যৌ চাক্ষমালা তু বামকে।
রক্তং হি তেজসো রূপং রক্তবর্ণং ততঃ স্মৃতম্॥

—রক্তবর্ণ, জটাধারী, শিখার মালায় ভূষিত, সৌম্য, ত্রিনেত্র, শ্মশ্রুধারী, চতুর্ভুজ, চারিদন্তবিশিষ্ট, ধূম্রবর্ণবসন পরিহিত, বায়ু সারথিশোভিত ধূমচিহ্নাঙ্কিত চারিটি শুকপক্ষীশোভিত রথে আরূঢ় অগ্নি মূর্তি নির্মাণ করবে। ইন্দ্রের শচীর মত তাঁর বামে রত্নপাত্রহস্তা স্বাহা থাকবেন। তাঁর দক্ষিণহস্তদ্বয়ে অগ্নিশিখা ও ত্রিশূল এবং বামহস্তে অক্ষমালা থাকবে। তেজের রঙ্ রক্তবর্ণ হওয়ায়, তাঁরও গাত্র রক্তবর্ণ হবে।

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন যে বাগ্‌দণ্ড, ধিগ্‌দণ্ড, ধনদণ্ড, ও বধদণ্ড— এই চারিটি দণ্ডের দ্যোতক অগ্নির চারিটি দণ্ড। চারি শুক চারি বেদের দ্যোতক।[১] বিশ্বকর্মাশিল্পশাস্ত্রে অগ্নি মেষারূঢ়। হেমাদ্রিবর্ণিত অগ্নির বর্ণনায় অগ্নির বাম উরুর উপরে আসীনা তাঁর পত্নী সাবিত্রী। প্রপঞ্চসারতন্ত্রে অগ্নির বর্ণনা :

ত্রিনয়নমরুণাপ্তবদ্ধমৌলিং সুশুক্লাংশুকমরুণমনেকাকল্পমম্ভোজসংস্থম্। নমত কনকমালালংকৃতাংসং কৃশানুম্।[২] —ত্রিনয়ন, অরুণবর্ণ, জটাবদ্ধমস্তক, শুভ্রবসন, রক্তপদ্মাসনাসীন, স্কন্ধবিলম্বিত স্বর্ণহার কৃশানুকে নমস্কার কর।

সৌরপুরাণে অগ্নির বর্ণনা :

পিঙ্গভ্রূ শ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ জঠরোরুণঃ।
ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চি শক্তিধারকঃ॥

---

১ ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা—পৃঃ ১১৪ ২ প্রপঞ্চসার—৬।৮৮

—পিঙ্গলবর্ণের ভ্রূ, শ্মশ্রু, কেশ ও অক্ষি ; রক্তবর্ণ উদর, স্থূলদেহ, ছাগবাহন, অক্ষসূত্রধারী, শক্তিধারক, সপ্তশিখাবিশিষ্ট।

শারদাতিলকে অগ্নির ধ্যানমূর্তি :

অংসাসক্তসুবর্ণমাল্যমরুণস্রক্চন্দনালংকৃতং
জ্বালাপুঞ্জজটাকলাপবিলসন্মৌলিং সুশুভ্রাংশুকম্।
শক্তিস্বস্তিকদর্ভমুষ্টিক জপস্রক্স্রুক্স্রুবাভীবপন্
দোর্ভির্বিভ্রতঞ্চিতত্রিনয়নং রক্তাভমগ্নিংভজে ॥[১]

—স্কন্ধবিলম্বিতসুবর্ণমালা ও রক্তবর্ণমাল্যধারী, চন্দনে শোভিত, শিখাপুঞ্জরূপী জটাকলাপশোভিতমস্তক, শুভ্রবস্ত্রপরিহিত ; শক্তি, স্বস্তিক, দর্ভমুষ্টি, জপমালা ও ঘৃতপূর্ণ স্রুক্ (কোশা) হস্তে ধারণকারী ; ত্রিনয়ন রক্তবর্ণ অগ্নিকে বন্দনা করি।

মহানির্বাণতন্ত্রে অগ্নির ধ্যান :

বালার্কারুণসংকাশং সপ্তজিহ্বাং দ্বিমস্তকম্।
অজারূঢ়ং শক্তিধরং জটামুকুটমণ্ডিতম্ ॥[২]

—প্রভাতসূর্যতুল্য, সপ্তজিহ্বা ও দুই মস্তকবিশিষ্ট, ছাগারোহী, শক্তিধারী, জটামুকুটশোভিত অগ্নিকে ভজনা কর।

তন্ত্ররাজতন্ত্রে অগ্নি :

অরুণোঽরুণপঙ্কজসন্নিভঃ স্রুবশক্তিবরাভয়যুক্তকরঃ।
অমিতার্চিরজাতগতির্বিলসন্নয়নত্রিতয়োঽবতু বো দহনঃ ॥[৩]

—রক্তপদ্মসদৃশ অরুণবর্ণ, হস্তে স্রুব, শক্তি, বর ও অভয় ; অমিতকিরণসম্পন্ন; অমিতগতিচঞ্চল নেত্রত্রয়সমন্বিত অগ্নি তোমাদের রক্ষা করুন।

প্রপঞ্চসারতন্ত্রের একটি ধ্যান মন্ত্রে অগ্নির তিন মুখ ও ছয় বাহু।

শক্তিস্বস্তিকপাশান্ সাঙ্কুশবরদাভয়ান্ দধৎত্রিমুখঃ।
মুকুটাদিবিবিধভূষোঽবতাচ্চিরং পাবকঃ প্রসন্নঃ বঃ ॥[৪]

—শক্তিস্বস্তিকপাশ অংকুশ, বরদ এবং অভয় মুদ্রা হস্তে ত্রিমুখ, মুকুট প্রভৃতি বিবিধ অলংকারে অলংকৃত পাবক প্রসন্ন হয়ে তোমাদের রক্ষা করুন।

মৎস্যপুরাণে অগ্নিপ্রতিমার লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে :

---

১ শা. তি.—১৪।৯৫ ২ মহাঃ নিঃ তন্ত্র—৯।২১ ৩ তন্ত্ররাজ—৪৬।৬ ৪ প্রপঞ্চ—১৬।২৮

দীপ্তং স্বুবর্ণবপুষমর্ধচন্দ্রাসনে স্থিতম্ ॥
বালার্কসদৃশং তস্য বদনঞ্চাপি দর্শয়েৎ ।
যজ্ঞোপবীতিনং দেবং লম্বকর্চধরং তথা ॥
কমণ্ডলুং বামকরে দক্ষিণেত্বক্ষসূত্রকম্ ।
জ্বালাবিতানসংযুক্তমজবাহনমুজ্জ্বলম্ ॥[১]

—দীপ্ত স্বুবর্ণতুল্যদেহধারী, অর্ধচন্দ্রাসনে অবস্থিত, প্রভাতসূর্যতুল্য তাঁর মুখটিও নির্মাণ করতে হবে। যজ্ঞোপবীতধারী, দীর্ঘকেশধারী, বামকরে কমণ্ডলু, দক্ষিণহস্তে জপমালা, শিখাসমূহসংযুক্ত, উজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠ অজবাহন (অগ্নিপ্রতিমা নির্মাণ করবে)।

বিভিন্ন তন্ত্রগ্রন্থে অগ্নির আরও কয়েকটি ধ্যানমন্ত্র পাওয়া যায়। এই মন্ত্রগুলিতে অগ্নির যে রূপ প্রকটিত, তা প্রাকৃত অগ্নি বা যজ্ঞাগ্নির কথাই স্মরণ করায়। রক্তপদ্মে সমাসীন শুক্ল বা রক্তবর্ণ, দুই, তিন, চার বা পাঁচ মুখ বিশিষ্ট, মস্তকে জটা, শরীরে উজ্জ্বল দীপ্তি ত্রিনয়ন, সপ্তজিহ্বা ছাগ, অথবা মেষবাহন অগ্নির মূর্তি বিভিন্ন সময়ে প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞাগ্নির বিভিন্ন অবস্থা অথবা দ্যুলোকস্থিত সূর্যাগ্নিকেই স্মরণ করায়। স্রুক্, স্রুব প্রভৃতি যজ্ঞের অপরিহার্য অঙ্গ; মস্তক, জিহ্বা, জটা, নয়ন প্রভৃতি অগ্নিশিখারই দ্যোতক; ছাগ ও মেষ যজ্ঞে অপরিহার্য। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩৮।২৩) অগ্নির উদ্দেশ্যে ছাগবলির উল্লেখ আছে। গোভিলকৃত গৃহ্যসূত্রে অগ্নি-যজ্ঞের দক্ষিণা হিসাবে ছাগ ও সূর্যাগ্নির অপর মূর্তি ইন্দ্র-যজ্ঞের দক্ষিণা হিসাবে মেষদানের ব্যবস্থা আছে—"আগ্নেয়েঽজ ঐন্দ্রে মেষো।"[২] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সূর্যেরই নামান্তর বা রূপান্তর পূষা ও ছাগবাহন। মণ্ডলান্তর্বর্তী সূর্য বা বর্ষচক্রে পরিক্রমণরত সূর্য বেদে একপাদ অজ বা ছাগ নামে অভিহিত। মহাভারতে অগ্নিদেবের যে বিবরণ আছে তাও পূর্বোক্ত বর্ণনার অনুরূপ।

E. W Hopkins মহাভারত-বর্ণিত অগ্নি সম্পর্কে লিখেছেন, "Agni (ignis) as Anala, son of Anila, the wind god, described as having seven red tongues (also seven red steeds), seven faces, a huge mouth, red neck, twany eyes (honey coloured) bright gleaming hair and golden steed, the first dispeller of darkness, created by Brahman."[৩]

১ মৎস্য—২৬১।৯-১২ ২ গোভিলগৃহ্যসূত্র—৩।২।৪১ ৩ Great Epics of India

যুগের পরিবর্তনে এবং বৌদ্ধ প্রভাবে যাগযজ্ঞের জটিল ক্রিয়াপদ্ধতি ক্রমশঃ অপ্রচলিত হয়ে যায়। হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানকালে পৌরাণিকযুগে প্রধানতঃ গুপ্ত রাজাদের রাজত্বকালে বিভিন্ন দেবতার মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন হয়। এই সময়েই সম্ভবত অগ্নিরও মূর্তিপূজা প্রচলিত হয়। ছাগবাহন ও মেষবাহন শ্মশ্রুমণ্ডিত অগ্নির প্রস্তর মূর্তি নানাস্থানে পাওয়া গেছে। কিন্তু আরও পূর্বে খৃষ্টপূর্ব প্রথম এবং খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অগ্নির মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল বলে মনে হয়। শুঙ্গবংশীয় মিত্ররাজাদের অন্যতম অগ্নিমিত্র এবং ভানুমিত্রের তাম্রমুদ্রায় রেলিং ঘেরা বেদির উপরে দণ্ডায়মান অগ্নির মূর্তি অঙ্কিত আছে। অগ্নির মস্তকে পাঁচটি কিরণ অংকিত; এই পাঁচটি কিরণ অগ্নির পঞ্চশিখা।[১]

বৌদ্ধ মহাযানের অন্তর্ভুক্ত বজ্রযান সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবদেবীদের মধ্যে বহু হিন্দু দেবতাও প্রবেশাধিকার লাভ করেছিলেন। এই সকল দেবতার মধ্যে অগ্নিও আছেন। অষ্টদিক্‌পালের অন্তর্গত অগ্নি বৌদ্ধদেবতাদের পংক্তিতে স্থান করে নিয়েছেন। বৌদ্ধদেবতা অগ্নি সম্পর্কে বিনয়তোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "অগ্নিকোণের অধিপতি অগ্নিদেব রক্তবর্ণ, একমুখ, দ্বিভুজ এবং ছাগবাহন। দুইটি হাতে যজ্ঞপাত্র, স্রুব ও কমণ্ডলু ধারণ করেন। ইঁহার লাল রং অমিতাভের দ্যোতক।"[২]

হিন্দু ধর্মচর্যা থেকে যাগযজ্ঞ কখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নি। গুপ্ত রাজাদের মুদ্রা থেকেই প্রমাণ পাই যে সে যুগে মূর্তিপূজার সঙ্গে যাগযজ্ঞেরও অনুষ্ঠান হোত। পরবর্তী কালে, এমন কি আধুনিক কালেও উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক কর্মের অঙ্গ হিসাবে এবং মূর্তিপূজার অঙ্গ হিসাবে হোমের বা যজ্ঞের প্রচলন আছে। বৈদিক যজ্ঞের সংক্ষিপ্ত প্রকরণ হিসেবে হোম-যজ্ঞ আজও অনুষ্ঠিত হয়। আধুনিক কালে মূর্তি গড়ে অগ্নিপূজার প্রচলন দেখা যায় না। অগ্নি ও ব্রহ্মার অভিন্নতা স্বীকৃত হওয়ায় অগ্নির অপর মূর্তি হিসাবে ব্রহ্মা পূজা কোথাও কোথাও প্রচলিত আছে। অগ্নিতে আহুতি দেবার মন্ত্র স্বাহা। যজ্ঞাগ্নির সঙ্গে স্বাহা মন্ত্র অবিচ্ছেদ্য। তাই স্বাহা হলেন অগ্নির পত্নী। ঋগ্বেদেই অগ্নির নাম স্বাহাপতি।[৩] মহাভারতে দক্ষকন্যা স্বাহা ছয় ঋষিপত্নীর বেশে ছয়বার কামার্ত অগ্নির সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন এবং অগ্নির তেজে ষড়াননের জন্ম দিয়েছিলেন।[৪]

---

১ Ancient Indian Numismatics—S. K. Chakravarti, page 206

২ বৌদ্ধ দেবদেবী—পৃঃ ১১৪ ৩ ঋগ্বেদ—৮।৬৩।৫ ৪ মহাঃ বনপর্ব—২০৪ অঃ

অগ্নি-উপাসনা পৃথিবীর আদিম কাল থেকেই বহু দেশে বহু জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল, —এখনও আছে। বৈদিক আর্যদের প্রধান এবং প্রথমতম দেবতা অগ্নি। ঋগ্বেদের প্রধান যাগ সোম যাগ। আবেস্তায় যজ্ঞকে 'হওম' (Haoma) বলা হয়েছে। যজ্ঞকে ভারতীয় ভাষাতেও হোম বলা হয়। "The fire in the Avesta is the centre of a strong and developed ritual : the fire-priests Athravans are clearly the same in origin as the vedic Atharvans."[১]

"The chief features of the fire cult and of Soma or Haoma sacrifice appear in both (Veda & Avesta). The sacrifice is called Yasna in the Avesta, the Hotṛ priest is Zoatar. Atharvan is Athravan, Mitra is Mithra."[২]

"ইরানীয়া অগ্নি দেবতাকে আতর্ বলে। অগ্নিদেবের এই নামটি বহু প্রাচীন। কিন্তু ভারতীয় আর্যরা এই নামটি প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। তবে এই নামটি হইতে 'অথর্বন্' বলিয়া যে শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, বেদে তাহা স্থান পাইয়াছে; উহার অর্থ অগ্নি-পুরোহিত।"[৩]

"ইউরোপে গ্রীক্‌দিগের মধ্যে Vulcan, Hephaistos, Hestia অগ্নিদেবতা। প্রাচীন প্রুশিয়া, রুশ ও লিথুনিয়ান জাতি অগ্নির পূজা কোরত। এখনও ইউরোপে অগ্নিপূজার ছিঁটে ফোঁটা আছে। প্রাচীন ইহুদীধর্মেরও অগ্নিপূজা একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। ইহুদীগণ দেবতা ও পূর্বপুরুষদিগের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি প্রদান কোরত।

"মেক্‌সিকোবাসীরাও অগ্নি-পূজক ছিল, তাহাদের নাম ছিল Xiuheuctli; বাইবেলে (Old Testament) দেখা যায়, ইহুদীজাতির মধ্যে অগ্নির নিকট সন্তান-সন্ততি উৎসর্গ করার প্রথা ছিল"।[৪]

অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল লিখেছেন, "Though Agni is an Indo-European word (Lat. Ignis, Slavonic Ogni), the worship of fire under this name is purely Indian. In the Indo-Iranian period the sacrificial fire is already found as the centre of a developed ritual, lended by a priestly class probably called Atharvan....

---

১ Religion and philosophy of the Veda—Keith, page 161

২ Hinduism & Budhism, vol. I—Sir Charles Eliot, page 63

৩ ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, পৃঃ ৮৭

৪ ঐ পৃঃ ৮৫

The sacrificial fire seems to have been an Indo-European institution also, since the Italians and Greeks, as well as the Iranians and Indians had the custom of offering gifts to the gods of fire."[১]

ভারতে যেমন অগ্নিদেব বহুরূপে উপাসিত, অন্যান্য দেশেও তেমনি অগ্নি বহুরূপে উপাসিত হয়েছেন। ঋগ্বেদে অগ্নিকে 'যুবা' বলা হয়েছে।[২] কোন কোন স্থলে তিনি যবিষ্ঠ। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে গ্রীক্ দেবতা Hephaistos যবিষ্ট শব্দের অপভ্রংশ। এ ছাড়াও গ্রীক্‌দেবতা Prometheus ও Phoroneus বৈদিক অগ্নিদেবের বিশেষণ প্রমন্থ ও ভরণ্যু শব্দ থেকে আগত এবং Vulcan অগ্নির মূর্ত্যন্তর উল্কা শব্দেরই রূপান্তর। "গ্রীক্‌দিগের বিশ্বকর্মার নাম Hephaistos (Vulcan in Latin) এবং পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন, এই Hephaistos নাম 'যবিষ্ঠ' নামের রূপান্তর মাত্র। দুইটি কাষ্ঠ ঘর্ষণ বা মন্থন করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেইজন্য প্রমন্থ নাম দেওয়া যায়। গ্রীক্‌দিগের ধর্মে যে দেব মনুষ্যের হিতার্থে স্বর্গ হইতে অগ্নি চুরি করিয়া আনিয়াছিলেন, পণ্ডিতদিগের মতে সেই Prometheus দেবের নাম প্রমন্থের রূপান্তর মাত্র। অগ্নির আর একটি নাম ভরণ্যু। পণ্ডিতেরা বলেন, তাহারই রূপান্তর গ্রীক্‌দিগের অগ্নিদাতা ও সদাচার নিয়ন্তা 'Phoroneus' এবং পণ্ডিতগণ আরও বিবেচনা করেন রোমকদিগের Vulcan 'উল্কা'-র রূপান্তর মাত্র। এবং 'অগ্নি'-র অগ্নি নাম হইতে লাটিনদিগের Ignis এবং স্লাভদিগের Ogni উৎপন্ন।"[৩]

"Thus with the exception of Agni, all the names of the fire and the fire god were carried away by the western Aryans, and we have Prometheus answering to Pramantha, Phoroneus to Bharanya, and the Latin vulcanus the Sanskrit ulka."[৪]

অগ্নি উপাসনা ভারতবর্ষ থেকেই এশিয়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রসারিত হয়েছে, এরূপ অনুমানের যথেষ্ট হেতু আছে। ঋগ্বেদের যুগে 'পণি' নামক বণিক শ্রেণী বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে নানাদেশে যাতায়াত করতেন। সেই সূত্রে সাংস্কৃতিক

---

১ Vedic mythology—page 99

২ ঋগ্বেদ—১।১২।৬

৩ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম—রমেশচন্দ্র দত্ত, ১।১২।৬ ঋকের টীকা

৪ Muir's Sanskrit Texts—vol. v, page 199.

লেনদেন স্বাভাবিক। মোহেন্-জো-দারোর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যজ্ঞশালার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। সুতরাং ৩০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দেও ভারতে অগ্নি উপাসনা প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের যুগ আরও পূর্বে বলে অনুমানের যথেষ্ট হেতু আছে। আনু-মানিক ৫০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ ঋগ্বেদের সময় বলে দেশী-বিদেশী বহু পণ্ডিত অভিমত প্রকাশ করেছেন। আরও পূর্বকাল থেকে অগ্নি আর্যসমাজে উপাসিত হয়েছেন।

ভারতের অগ্নিপূজা কোন প্রাকৃতিক বস্তু হিসাবে নয়, কোন এক বিশেষ দেবতা হিসাবেও নয়, এদেশে অগ্নি সকল দেবতার অবয়বরূপে — সকল দেবতার উৎসরূপে, চরাচরের প্রাণশক্তিরূপে স্বীকৃত ও পূজিত হচ্ছেন সহস্র সহস্র বৎসর ধরে।

সূর্য

ঋগ্বেদের অন্যতম প্রধান দেবতা সূর্য। গুণ-কর্ম-অবস্থাভেদে এক সূর্যই সবিতা, আদিত্য, বরুণ, বিষ্ণু, পূষা, অর্যমা, মাতরিশ্বা, ভগ, মিত্র, ত্বষ্টা প্রভৃতি বিচিত্র নামে অভিহিত হয়েছেন। তেজ বা প্রাণশক্তিস্বরূপ সূর্য সমস্ত বিশ্ব চরাচরের আত্মা রূপে ঋগ্বেদে স্তুত হয়েছেন:

চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী চান্তরিক্ষং সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥[১]

—বিচিত্র তেজঃপুঞ্জরূপ, মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষু স্বরূপ (সূর্য) উদয় হইয়াছেন; দ্যাবা, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ স্বীয় কিরণে পরিপূর্ণ করিয়াছেন, সূর্য জঙ্গম ও স্থাবর সকলের আত্মাস্বরূপ।[২]

সূর্য কেবল স্থাবর-জঙ্গমের আত্মা নন, তিনি মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষুস্বরূপ। সায়নাচার্যের মতে এখানে চক্ষু অর্থে স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বচরাচরের প্রকাশক তেজ উপলক্ষিত হয়েছে।

কৃষ্ণযজুর্বেদও বলেছেন যে আদিত্যই বিশ্বের প্রাণস্বরূপ, আদিত্য থেকেই প্রাণের সৃষ্টি—অসৌ বা আদিত্যঃ প্রাণঃ প্রাণমেবৈনামুৎসৃজতি।[৩]

শুক্ল যজুর্বেদেও সূর্য—মিত্র ও বরুণের চক্ষুঃ

নমো মিত্রস্য বরুণস্য চক্ষসে মহোদেবায় তদৃত সপর্যত।
দূরে দৃশে দেবজাতায় কেতবে দিবস্পুত্রায় সূর্যায় সংশত ॥[৪]

—মিত্র ও বরুণের চক্ষুস্বরূপ সূর্যকে নমস্কার। মহান্ দেব সূর্যের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান কর। দূরে দৃশ্যমান্ প্রাণরূপী মহাতেজঃস্বরূপ প্রজ্ঞারূপী দ্যুলোকের পুত্র সূর্যের উদ্দেশ্যে স্তুতি কর।

আচার্য মহীধর ভাষ্যে লিখেছেন, "মিত্রস্য বরুণস্য চক্ষসে সর্বজগতো দ্রষ্ট্রে; মিত্রাবরুণ শব্দেন সর্বং জগল্লক্ষ্যতে।"—মিত্রাবরুণ শব্দের দ্বারা সর্বজগৎ বোঝায়, সর্বজগতের দ্রষ্টা সূর্য।

সূর্য শ্রেষ্ঠ জ্যোতি, ক্ষয় রহিত, স্বয়ং প্রকাশক কিন্তু বিশ্বের প্রকাশক:

---

১ ঋগ্বেদ—১।১১৫।১
২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৩ কৃষ্ণ যজুর্বেদ—৫।৫।২।৫
৪ শুক্ল যজুর্বেদ—৪।৩৫

ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমং বিশ্বজিদ্ধনজিদুচ্যতে বৃহৎ।
বিশ্বভ্রাড্ ভ্রাজো মহি সূর্যো দৃশ উরু প্রপথে সহ তেজো অচ্যুতম্ ॥[১]

—এই শ্রেষ্ঠ তেজ, তেজঃ পদার্থের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, বিশ্বের জেতা, ধনজেতা, বিশ্বের প্রকাশক, স্বয়ং প্রকাশক মহান্ সূর্য চ্যুতিরহিত তেজোরূপ বল দর্শনের নিমিত্ত প্রকাশ করছেন।

সূর্য জল-স্থল ও অন্তরীক্ষের দ্রষ্টা, সূর্য প্রাণীবর্গের একমাত্র চক্ষুস্বরূপ, তিনি দ্যুলোক ও মর্তলোকে অবস্থানকারী।

সূর্যো দ্যাং সূর্যঃ পৃথিবীং সূর্য আপোতি পশ্যতি।
সূর্যো ভূতস্যৈকং চক্ষুরারুরোহ দিবং মহীম্ ॥[২]

সূর্যই ব্রহ্মস্বরূপ, তিনিই স্বয়ম্ভু—"স্বয়ম্ভূরসি শ্রেষ্ঠো রশ্মির্বর্চোদা অসি বর্চো মে ধেহি।"[৩] —হে সূর্য, তুমি স্বয়ংজাত—তেজো দাতা, আমাকে তেজ দাও।

শুক্লযজুর্বেদ অন্যত্র বলেছেন, "কিং স্বিৎ সূর্যসমজ্যোতিঃ ব্রহ্ম সূর্যসমং জ্যোতিঃ।"[৪] —সূর্যের মত জ্যোতি কি?—ব্রহ্মই সূর্যসম জ্যোতি।

আদিত্য সকলের অগ্রে জন্মগ্রহণ করেছেন—"আদিত্যো বা এতদ্‌বাগ্র আসীৎ।"[৫]

দেবতাদের অগ্রজ দেবতাদের তাপ বা কিরণদাতা, দেবগণের পুরোহিত ব্রহ্মস্বরূপ সূর্যকে ঋষি প্রণাম জানিয়েছেন।

যো দেবেভ্যো আতপতি যো দেবানাং পুরোহিতঃ।
পূর্বো যো দেবেভ্যো জাতো নমো রুচায় ব্রাহ্ময়ে।[৬]

সূর্যের অপর নাম সবিতা। সবিতা শব্দের অর্থ প্রসবিতা অর্থাৎ বিশ্বস্রষ্টা—"সবিতা বৈ দেবানাং প্রসবিতেদং মে প্রসুবেতি।"[৭] —সবিতা দেবতাদের প্রসবকর্তা বা প্রেরণকর্তা। তিনি আমাকে প্রেরণ করুন।

সবিতা বৈ দেবানাং প্রসবিতা তথো হাস্মাৎএতে সবিতৃপ্রসূতা এব···।"[৮] —সবিতা দেবতাদের স্রষ্টা, এই সমস্তই সবিতৃসৃষ্ট।

সর্বানুক্রমণিতে বলা হয়েছে যে সূর্যই এক এবং মহান্ আত্মা—অন্যান্য দেবতা

---

১ ঋগ্বেদ—১০।১৭০।৩ ২ অথর্ব বেদ—১৩।১।১।৪৫ ৩ শুক্ল যজুর্বেদ—৩১।২০
৪ শুক্ল যজুর্বেদ—২।২৬ ৫ শতপথ ব্রাহ্মণ—১।৭।৪ ৬ ঐ ২৩।৪৭-৪৮
৭ তদেব—২।৩।৩ ৮ তবল্‌কার ব্রাহ্মণ—১।৮৭

তাঁর বিভূতি : "একৈব মহানাত্মা দেবতা তং সূর্য ইত্যাচক্ষতে। স হি সর্বভূতাত্মা। তদুক্তমৃষিণা—সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ইতি। তদ্বিভূতয়োঽন্যা দেবতাঃ। তদেতদৃচোক্তম্—ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরিতি।"[১] —এক মহান্ আত্মা দেবতা তাঁকে সূর্য বলা হয়। তিনি সর্বভূতের আত্মা। ঋষিও বলেছেন সূর্য স্থাবর-জঙ্গমের আত্মা। অন্যান্য দেবতারা তাঁর বিভূতি। ঋগ্বেদেও বলা হয়েছে, তাঁকেই ইন্দ্র মিত্র বরুণ ও অগ্নি বলা হয়।

মহাভারতেও সূর্য জগতের চক্ষু, সকল দেহীর আত্মা, সকল জীবের উৎপত্তির হেতু—কর্মশীল জীবের তিনিই ক্রিয়া :

ত্বং ভানো জগতশ্চক্ষুস্ত্বমাত্মা সর্বদেহিনাম্।
ত্বং যোনিঃ সর্বভূতানাং ত্বমাচারঃ ক্রিয়াবতাম্॥[২]

সূর্যই সর্বদেবাত্মক—তিনিই ইন্দ্র, তিনিই প্রজাপতি, তিনিই বিষ্ণু—

ত্বমিন্দ্রস্ত্বং মহেন্দ্রস্ত্বং লোকস্ত্বং প্রজাপতিঃ।
তুভ্যং যজ্ঞে বি তায়তে তুভ্যং জুহ্বতি
জুহ্বত স্তবেদ্ বিষ্ণো বহুধা বীর্যাণি।[৩]

—হে সূর্য, তুমিই ইন্দ্র, তুমিই মহেন্দ্র (মহৎগুণবিশিষ্ট ইন্দ্র), তুমিই স্বর্গাদি লোক, তুমিই প্রজাপতি, তোমার প্রীতির জন্য যজ্ঞ সম্পন্ন করা হয়, তোমার জন্যই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। হে বিষ্ণো, তোমার বহুবিধ বীর্য।

অভি ত্বা দেব সবিতরীশানং বার্য্যানাং··· ।[৪]

—সবিতা সকল সৃষ্ট বস্তুর ঈশ্বর, কাম্যধনেরও ঈশ্বর। বৃহদ্দেবতায় সূর্যের সর্বদেবময়ত্ব ও সর্বময়ত্ব সবিস্তারে প্রকটিত হয়েছে।

ভবদ্ভূতং ভবিষ্যঞ্চ জঙ্গমং স্থাবরঞ্চ যৎ।
অস্যৈকে সূর্যমেবৈকং প্রভবং প্রলয়ং বিদুঃ॥
অসতশ্চ সতশ্চৈব যোনিরেষা প্রজাপতিঃ।
তদক্ষরঞ্চাব্যয়ঞ্চ যচ্চৈতত্তদ্ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥
কৃত্বৈব হি ত্রিধাত্মানমেষু লোকেষু তিষ্ঠতি।
দেবান্ যথাযথং সর্বান্ নিবেশ্য স্বেষু রশ্মিষু॥

---

১ সর্বানুক্রমণি——২।১৪ ২০ ২ মহাঃ বনপর্ব—৩।৩৬

৩ অথর্ববেদ—১৭।১।১।১৮ ৪ ঋগ্বেদ—১।২৪।৩

এতদ্ভূতেষু লোকেষু অগ্নিভূতং স্থিতং ত্রিধা।
ঋষয়ো গীর্ভিরর্চন্তি ব্যক্তিতং নামভিস্ত্রিভিঃ॥
তিষ্ঠত্যেব চ ভূতানাং জঠরে জঠরে জ্বলন্।
ত্রিস্থানং চৈনমর্চন্তি হোত্রায়াং বৃক্তবর্হিষঃ॥

* * *

রসান্ রশ্মিভিরাদায় বায়ুনাঽয়ং গতঃ সহ।
বর্ষত্যেষ চ যল্লোকে তেনেন্দ্র ইতি স স্মৃতঃ॥
অগ্নিরস্মিন্নথেন্দ্রস্তু মধ্যমো বায়ুরেব চ।
সূর্যো দিবীতি বিজ্ঞেয়াস্তিস্র এবেহ দেবতাঃ॥[১]

—অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান স্থাবর এবং জঙ্গম যা কিছু সবেরই উৎপত্তি এবং লয়স্থান সূর্যকেই জানবে। অসৎ এবং সৎ সকলেরই উদ্ভব এই প্রজাপতি; সেই ক্ষয়রহিত এবং পরিবর্তনরহিত শাশ্বত ব্রহ্ম ইনিই। ইনি দেবতাদের নিজের রশ্মিতে স্থাপন করে নিজেকে ত্রিধা বিভক্ত করে বিরাজমান। সর্বভূতে এবং সর্বলোকে অগ্নিরূপে ত্রিধা বিভিন্ন হয়ে বিরাজ করেন। ঋষিগণ তিন নামেই তাঁকে স্তব করে থাকেন। ইনি প্রাণিগণের জঠরে প্রজ্বলিত হয়ে বর্তমান থাকেন। যজ্ঞে ত্রিস্থানে বর্তমান অগ্নিরূপে ঋত্বিক্‌গণ তাঁর অর্চনা করেন। ইনি রশ্মিদ্বারা রস আহরণ করে বায়ুর সাহায্যে বর্ষণ করেন, সেই জন্যই তাঁকে ইন্দ্র বলা হয়। ইনি মর্তলোকে অগ্নি, মধ্যলোকে (অন্তরীক্ষে) ইন্দ্র ও বায়ু এবং দ্যুলোকে সূর্য,—এইরূপে তিন দেবতা জানবে।

মহাভারতে সূর্যের অষ্টোত্তর শতনাম কীর্তিত হয়েছে। এই নামগুলিতে সূর্যের সর্বদেবময়ত্ব এবং সর্বাত্মকত্ব সুপরিস্ফুট :

সূর্যোঽর্যমা ভগস্ত্বষ্টা পূষার্কঃ সবিতা রবিঃ।
গভস্তিমানজঃ কালো মৃত্যুর্ধাতা প্রভাকরঃ॥
ইন্দ্রো বিবস্বান্ দীপ্তাংশুঃ শুচিঃ শৌরিঃ শনৈশ্চরঃ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ স্কন্দো বৈ বরুণো যমঃ॥
দেহকর্তা প্রশান্তাত্মা বিশ্বাত্মা বিশ্বতোমুখঃ।
চরাচরাত্মা সূক্ষ্মাত্মা মৈত্রেয়ঃ করুণান্বিতঃ॥[২]

---

১ বৃহদ্দেবতা—১।৬১-৬৫ ; ৬৮-৬৯   ২ মহাঃ বনপর্ব—৩।১৬, ১৮, ২৪

স্কন্দপুরাণে সূর্যমহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে সূর্য বৈদিক ঋষিদের রীত্যনুসারে সমস্ত জগতের আত্মা ও চক্ষুরূপে বর্ণিত হয়েছেন।

সূর্য আত্মাস্য জগতো বেদেষু পরিপঠ্যতে।
সব এব চেজ্জ্বালয়িতা কোঽন স্রাতা ভবেদিহ ॥
জগচ্চক্ষুরসৌ সূর্যো জগদাত্মৈষ ভাস্করঃ।
জগদ্ যো যন্মৃতপ্রায়ং প্রাতঃ প্রাতঃ প্রবোধয়েৎ।[১]

—বেদে পঠিত হয় যে সূর্য এই জগতের আত্মা। তিনি প্রাণ প্রজ্বলিত করেন। তিনি ছাড়া ইহলোকে রক্ষাকর্তা কে আছেন? এই সূর্য জগতের চক্ষু, এই ভাস্কর জগতের আত্মা। ইনি মৃতপ্রায় জগৎকে প্রতি প্রভাতে জাগ্রত করেন।

রামায়ণে রাবণবধের পূর্বে রামচন্দ্র ঋষি অগস্ত্যের আদেশে আদিত্যহৃদয় স্তব পাঠ করে সূর্যকে তুষ্ট করেছিলেন। ঐ স্তবে সূর্যকে সর্বদেবময় এবং সর্বদেবাত্মক-রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

সর্বদেবাত্মকো হ্যেষ তেজস্বী রশ্মিভাবনঃ।
এষ দেবাসুরগণান্ লোকান্ পাতি গভস্তিভিঃ ॥
এষ ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ শিবঃ স্কন্দঃ প্রজাপতিঃ।
মহেন্দ্রো ধনদঃ কালো যমঃ সোমোঽপাং পতিঃ ॥
পিতরো বসবঃ সাধ্যা অশ্বিনৌ মরুতো মনুঃ।
বায়ুর্বহ্নিঃ প্রজাঃ প্রাণ ঋতুকর্তা প্রভাকরঃ ॥
আদিত্যঃ সবিতা সূর্যঃ খগঃ পূষা গভস্তিমান্।
সুবর্ণসদৃশো ভানুর্হিরণ্যরেতা দিবাকরঃ ॥
হরিদশ্ব সহস্রার্চিঃ সপ্তসপ্তির্মরীচিমান্।
তিমিরোন্মথনঃ শম্ভুস্ত্বষ্টামার্তণ্ডকোঽংশুমান্ ॥
হিরণ্যগর্ভঃ শিশিরস্তপনোঽহস্করো রবিঃ।
অগ্নিগর্ভোঽদিতেঃ পুত্রঃ শঙ্খঃ শিশিরনাশনঃ ॥
ব্যোমনাথস্তমোভেদী ঋগ্‌ যজুঃ সামপারগাঃ ॥

* * *

১ স্কন্দপুরাণ, কাশী খণ্ড, পূর্বার্ধ—৪৯।৩৪-৩৫

নক্ষত্রগ্রহতারাণামধিপো বিশ্বভাবনঃ।
তেজসামপি তেজস্বী দ্বাদশাত্মন্নমোঽস্তুতে ॥

* * *

তপ্তচামীকরাভায় হরয়ে বিশ্বকর্মণে।
নাশয়ত্যেষ বৈ ভূতং তমেব সৃজতি প্রভুঃ।
পায়য়ত্যেষ তপত্যেষ বর্ষত্যেষ গভস্তিভিঃ ॥[১]

—সর্বদেবতাত্মক তেজস্বী রশ্মি সমন্বিত এই সূর্য কিরণদ্বারা ত্রিলোক পালন করেন। ইনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কার্তিকেয়, প্রজাপতি, মহেন্দ্র, কুবের, কালরূপী যম, সোম, জলাধিপতি বরুণ। ইনিই পিতৃগণ, বসুগণ, সাধ্যগণ, অশ্বিনীকুমার-দ্বয়, মরুৎ, মনু, বায়ু, অগ্নি, প্রজারূপী, প্রাণস্বরূপ, ঋতুকর্তা, প্রভাকর, আদিত্য, সবিতা, সূর্য, খগ (গরুড়), পূষণ, কিরণময়, সুবর্ণবর্ণ, ভানু, হিরন্যরেতা, দিবাকর, হরিদ্বর্ণ অশ্বযুক্ত, সহস্রকিরণবিশিষ্ট, সপ্তপ্রাণের প্রবর্তক, কিরণময়, তিমির-নাশক, শম্ভু, ত্বষ্টা, মার্তণ্ড, অংশুমান্, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্ম, শিশির, তপন, দিনকর, রবি, অগ্নিগর্ভ, অদিতির পুত্র, শঙ্খ, হিমনাশন, ব্যোমনাথ, তমোভেদী, ঋক্-সাম ও যজুর্বেদের পারে গত, নক্ষত্রতারাগণের অধিপতি, বিশ্বকর্তা, সকল তেজাত্মক বস্তু অপেক্ষাও তেজস্বী, দ্বাদশ আত্মাবিশিষ্ট, তপ্তকাঞ্চনবর্ণ হরি বিশ্বকর্মাকে নমস্কার। প্রভু জীবকুলকে নাশ করেন, তাদেরই আবার সৃজন করেন, কিরণ-দ্বারা পালন করেন, তাপ দেন, বর্ষণ করেন।

বরাহমিহির বৃহৎসংহিতার সূচনায় সূর্যকে বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা বিশ্বের আত্মা আকাশের অলংকার গলিতস্বর্ণতুল্য কিরণসহস্রশোভিত বলে বন্দনা করেছেন।

জয়তি জগতঃ প্রসূতির্বিশ্বাত্মা সহজভূষণং নভসঃ।
দ্রুত কনকসদৃশ দশশতময়ূখমালার্চিতঃ সবিতা ॥[২]

স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে সূর্য সকলের চক্ষু :

পাবনাতিশয় সর্বচক্ষুষে নৈককামবিষয়প্রদায়িনে।[৩]

জগতের আদি স্রষ্টা বলেই সূর্যের নাম আদিত্য :

আদিকর্তা স্বয়ং যস্মাদাদিত্যস্তেন চোচ্যতে।[৪]

---

১ রামায়ণ, লংকাকাণ্ড—১০৬।৭-১৩, ১৫, ২১, ২২

২ বৃহৎ সংহিতা—১।১   ৩ স্কন্দপুরাণ, প্রভাস খণ্ড—১১।১৭২   ৪ তদেব—১৭।১৮৬

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্তা সূর্য :

আদিত্যঃ পালয়েৎ সর্বমাদিত্যঃ সৃজতি সদা।
আদিত্যঃ সংহরেৎ সর্বং তস্মাদেষ ত্রয়ীময়ঃ ॥[১]

মার্কণ্ডেয়পুরাণ (১০৭ অঃ) বলছেন : সূর্য স্বয়ম্ভু, সকল লোকের চক্ষু—"স্বয়ম্ভুবে লোকসমস্ত চক্ষুষে।"

উক্ত পুরাণেই সূর্য সম্পর্কে বলা হয়েছে :

আদিত্যং ভাস্করং ভানুং সবিতারং দিবাকরম্।
পুরাণমর্য্যমাণঞ্চ স্বর্ভানুং দীপ্তদীধিতিম্ ॥
চতুর্যুগান্তকালাগ্নিং দুপ্রেক্ষ্যং প্রলয়ান্তগম্।

*　　*　　*

যো ব্রহ্মা যো মহাদেবো যো বিষ্ণুর্যঃ প্রজাপতিঃ।
বায়ুরাকাশমাপশ্চ পৃথিবী গিরিসাগরঃ ॥

*　　*　　*

ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব বৈষ্ণবী চৈব তে তনুঃ।
ত্রিধা যস্য স্বরূপস্তু ভানোর্ভাস্বান্ প্রসীদতু ॥[২]

—আদিত্য, ভাস্কর, ভানু, সবিতা, দিবাকর, পুরাতন, অর্যমা, স্বর্ভানু, প্রদীপ্ত কিরণ, চতুর্যুগের অন্তকারী কালাগ্নিরূপ, দুর্দর্শ, যোগীশ্বর, অনন্ত রক্ত, পীত, শুভ্র, কৃষ্ণ ···।

যিনি ব্রহ্মা, যিনি মহাদেব, যিনি বিষ্ণু, যিনি প্রজাপতি, যিনি বায়ু, আকাশ, জল, পৃথিবী, গিরি ও সাগর।···

ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী ও বৈষ্ণবী এই তিন প্রকার তোমার তনু; যাঁর তিন প্রকার স্বরূপ, হে ভানু, সেই ভাস্বর তুমি প্রসন্ন হও।

ভবিষ্যপুরাণ সূর্যমাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসংঙ্গে বলেছেন :

আদিত্যমন্ত্রমখিলং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
ভবত্যস্মাজ্জগৎ সর্বং সদেবাসুরমানুষম্ ॥
রুদ্রেন্দ্রোপেন্দ্রাণাং বিপেন্দ্র দিবৌকসাম্।
মহাদ্যুতিমতাং কৃৎস্নং তেজো যৎ সর্বলৌকিকম্ ॥

---

১ ঋগ্বেদ—১৭।৪　　২ মার্কণ্ডেয়পুরাণ—১০৭ অঃ

সর্বাত্মা সর্বলোকেশো দেবদেবঃ প্রজাপতিঃ।
সূর্য এব ত্রিলোকস্য মূলং পরমদৈবতম্ ॥
অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতি।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥
সূর্যাৎ প্রসূয়তে সর্বং তত্র চৈব প্রলীয়তে।
ভাবাভাবৌ হি লোকানামাদিত্যান্নিঃসৃতৌপুরা ॥[১]

—দেবাসুর ও মানব সমেত স্থাবর-জঙ্গমাদি সহিত সমগ্র ত্রিভুবন আদিত্য থেকে জন্মলাভ করেছে। মহাদ্যুতিমান্ রুদ্র, ইন্দ্র, উপেন্দ্র (বিষ্ণু) স্বর্গবাসী দেবতাদের সকল লোকের সমগ্র তেজ সূর্যেরই। সূর্যই আত্মা, সকল তেজের প্রভু। দেবদেব প্রজাপতি সূর্য ত্রিলোকের মূল—শ্রেষ্ঠ দেবতা। অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি সূর্যকে প্রাপ্ত হয়, আদিত্য থেকে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি থেকে অন্ন, অন্ন থেকে প্রজাসৃষ্টি। সূর্য থেকেই সব কিছু সৃষ্ট হয়েছে, অন্তকালে সব কিছুই সূর্যে লীন হয়। সর্বলোকের ভাবাত্মক এবং অভাবাত্মক সব পদার্থই পুরাকালে সূর্য থেকে নিঃসৃত হয়েছে।

ভবিষ্যপুরাণ অন্যত্র বলেছেন :

প্রত্যক্ষ দেবতা সূর্যো জগচ্চক্ষুর্দিবাকরঃ।
তস্মাদপ্যধিকা কাচিদ্দেবতা নাস্তি শাশ্বতী ॥
তস্মাদিদং জগজ্জাতং লয়ং যাস্যতি তত্র চ।
ক্রট্যাদিলক্ষণঃ কালঃ স্মৃতঃ সাক্ষাদ্দিবাকরঃ ॥
গ্রহনক্ষত্রযোগাশ্চ রাশয়ঃ করণানি চ।
আদিত্যা বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ বায়বোঽনিলাঃ।
শক্রঃ প্রজাপতিঃ শর্বো ভূ র্ভু বঃ স্বর্দিশস্তথা ॥

—সূর্য প্রত্যক্ষগোচর দেবতা, তিনিই দিবাকর, জগতের চক্ষু। তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ দেবতা আর কেউ নেই। তাঁর থেকেই জগৎ সৃষ্ট হয়েছে, সেখানেই জগৎ লয়প্রাপ্ত হয়। দিবাকর সাক্ষাৎ ক্রট্যাদিলক্ষণবিশিষ্ট কাল; গ্রহ, নক্ষত্র, যোগ, রাশিগণ, করণসকল (কার্যের হেতু) আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, শর্ব (শিব), ভু, ভুব ও স্বর্লোক এবং দিক্‌সমূহ সূর্যই।

---

১ ভবিষ্যপুরাণ—৫৪।২-৬

পদ্মপুরাণে সূর্যের বিভিন্ন নাম :

ভাস্বুরর্কো রবিব্র্রহ্মা সূর্যঃ শক্রো হরিঃ শিবঃ।
শ্রীমান্ বিভাবসুস্ত্বষ্টা বরুণঃ প্রিয়তামিতি ॥[1]

অগ্নিপুরাণেও সূর্যের নাম : বরুণ, সূর্য, সহস্রাংশু, ধাতা, তপন সবিতা, কিরণময়, রবি, পর্জন্য, ত্বষ্টা, মিত্র ও বিষ্ণু।

বরুণঃ সূর্যনামা চ সহস্রাংশুস্তথাপরঃ।
ধাতা তপনসংজ্ঞশ্চ সবিতাথ গভস্তিকঃ॥
রবিশ্চৈবাথ পর্জন্যস্ত্বষ্টা মিত্রোঽথ বিষ্ণুকঃ।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে (১০৩ অঃ) সূর্য পরমজ্যোতি—সর্বময়।

নমস্তে যন্ময়ং সর্বমেতৎ সর্বময়শ্চ যঃ।
বিশ্বমূর্তিঃ পরং জ্যোতির্যত্তদ্ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ॥

এই পুরাণেই (১০৪ অঃ) অদিতি সূর্যস্তবে সূর্যকে ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বররূপে বর্ণনা করেছেন।

ত্বং ধাতা বিসৃজসি বিশ্বমেতৎ।
ত্বং পাসি স্থিতিকরণায় সম্প্রবৃত্তঃ॥
ত্বয্যন্তে লয়মখিলং প্রয়াতি তত্ত্বং।
ত্বত্তোঽন্যো ন হি গতিরস্তি সর্বলোকে॥
ত্বং ব্রহ্মাহরিহরজসংজ্ঞিতস্ত্বমিন্দ্রো।
বিত্তেশঃ পিতৃপতিরম্বুপতিঃ সমীরঃ॥
সোমোঽগ্নির্গগনমহীধরোঽব্ধিবেব।
কিং স্তব্যং তব সকলাত্মরূপধাম্নঃ॥

—তুমি ধাতা, এই বিশ্বকে উৎপাদন করিয়া থাক; তুমি স্থিতিসাধনে সমুদ্যত হইয়া ইহাকে পালন করিতেছ। আবার অন্তে সমস্ত সংসার তোমাতেই লয় পাইয়া থাকে। তুমিভিন্ন সর্বলোকে আর অন্য গতি নাই। তুমি ব্রহ্মা, তুমি হরি, তুমি মহাদেব, তুমি ইন্দ্র ও ধনদ, তুমি পিতৃপতি যম ও জলপতি বরুণ। তুমি বায়ু ও চন্দ্র। তুমি অগ্নি, আকাশ, অবণিধর ও অব্ধি। এইরূপে তুমি সর্বাত্মা ও সর্বরূপ। তোমার আর স্তব কি করিব ?[2]

---

১ পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড—২০।২৫৩ ২ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন

সৌরপুরাণে মনু সূর্যস্তবে একই কথা বলছেন :

ত্রিলোকচক্ষুসে তুভ্যং ত্রিগুণায়ামৃতায় চ।
নমো ধর্মায় হংসায় জগজ্জননহেতবে॥
নরনারীশরীরায় নমো মীঢ়ষ্টমায় তে।
প্রজ্ঞানায়াখিলেশায় সপ্তাশ্বায় ত্রিমূর্তয়ে॥[১]

—ত্রিলোকের চক্ষু ত্রিগুণাত্মক অমৃতস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি ধর্ম, হংস, জগৎ সৃষ্টির হেতু, তোমাকে নমস্কার। নরনারীর শরীররূপী, শ্রেষ্ঠবর্ষণকারী (বৃষ্টি অথবা কাম্যফলদাতা), প্রজ্ঞানময়, বিশ্বের ঈশ্বর, সপ্তাশ্ববিশিষ্ট, ত্রিমূর্তি-স্বরূপ (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর) তোমাকে নমস্কার।

হংস সূর্যেরই নামান্তর। হংস শব্দের অর্থ ব্যাখ্যায় অথর্ব বেদের ভাষ্য-কার আচার্য মহীধর লিখেছেন, "হন্তি গচ্ছতীতি হংসঃ জগৎপ্রাণভূতঃ সূর্যঃ।" —হন্তি অর্থাৎ গমন করেন বলেই জগৎপ্রাণভূত সূর্য হংস। সূর্যরূপী হংস একপাদ বিশিষ্ট। সেই একটি পাদ যদি তিনি অন্তরীক্ষরূপী সলিল থেকে তুলে নেন, তাহলে আজ-কালও থাকবে না, দিন-রাতও থাকবে না, উষাও আর আসবে না।

একং পাদং নোৎখিদতি সলিলাদ্ধংস উচ্চরন্।
যদঙ্গ স তমুৎ খিদেন্নৈবাদ্য ন শ্বঃ স্যান্ন
রাত্রী নাহঃ স্যান্ন বুচ্ছেৎ কদাচন।[২]

বাঙ্গালা কাব্যে সূর্য বন্দনা করতে গিয়ে কবিগণ বেদপুরাণোক্ত সূর্য-মহিমা কীর্তন করেছেন। ভারতচন্দ্র লিখেছেন,—

বিশ্বের কারণ বিশ্বের লোচন
বিশ্বের জীবন তুমি।
সর্বদেবময় সর্ববেদাশ্রয়
আকাশ পাতাল ভূমি।
একচক্র রথে আকাশের পথে
উদয় গিরি হইতে।
যাহ অস্ত গিরি একদিনে ফিরি
কে পারে শক্তি কহিতে।[৩]

---

১ সৌরপুরাণ—১।৩১-৩২ ২ অথর্ব বেদ—১১।২।৬।২১ ৩ অন্নদামঙ্গল—বসুমতী সং

দ্বিজমাধব কৃত সূর্যবন্দনা :

বন্দম দিবাকর নাথ কশ্যপতনয়ে।
যাহার স্মরণে মাত্র বিঘ্ন বিনাশয়ে॥
উদয় অচলে প্রভু প্রথম প্রকাশ।
ভ্রমিয়া অখিলের দুঃখ করহ বিনাশ॥
বিনতা-নন্দন প্রভুর রথের সারথি।
ত্বরিতে চালায়ে রথ পবনের গতি॥
অরুণ সারথি রথ সপ্ত অশ্ব বহে।
দিনকৃত পাপতাপ দরশনে যায়ে॥[১]

দ্বিজরামদেবের সূর্য বন্দনা :

প্রণমহু দিবাকর প্রভু দয়াময়
যাহার প্রকাশ বিনে ভুবনে প্রলয়।
প্রচণ্ড ময়ূখ প্রভু কশ্যপ নন্দন।
সবার অভীষ্ট দাতা জগত লোচন॥

*   *   *

তিমির বারণ বারি আবরে ভুবন।
লীলা এ সহস্র কর করিলা ছেদন॥
অরুণ সারথি রথ বায়ু ভয়ে চলে।
বায়ু ভয়ে চলে অশ্ব চরণ অচলে॥[২]

বেদে-পুরাণে-কাব্যে সূর্যকেই সর্বদেবাত্মক, সমগ্র বিশ্বচরাচরের প্রাণসত্তা এবং প্রকাশক তেজরূপে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বন্দনা করা হয়েছে। এই সূর্য বৈজ্ঞানিক-কথিত জড় অগ্নিপিণ্ড মাত্র নয়। এই সূর্য তেজোরূপী প্রাণময় চিৎসত্তা। এর তিনরূপ,—অগ্নি, বিদ্যুৎ, সূর্য; তিন স্থান, — পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং দ্যুলোক (স্বর্গ)।

"দিবি তে জন্ম পরমমন্তরিক্ষে নাভিঃ পৃথিব্যামধি যোনিঃ।"[৩]

—(হে সূর্য!) তোমার শ্রেষ্ঠ জন্ম দ্যুলোকে, অন্তরীক্ষ-নাভি, পৃথিবীতে উৎপত্তি স্থান।

---

১ মঙ্গলচণ্ডীর গীত—সুধীভূষণ ভট্টাচার্য (সঃ), ক বি

২ অভয়ামঙ্গল—আশুতোষ দাস (সঃ), ক. বি.

৩ কৃষ্ণ যজুর্বেদ—৪।৪।১।২

সূর্যই ব্রহ্ম। সূর্যও হংস, ব্রহ্মও হংস,—দুইই অভিন্ন। সূর্যই অগ্নি। অগ্নির যে তিনটি জন্ম।[১] —স্বর্গে অন্তরীক্ষে এবং পৃথিবীতে, সেই অগ্নির অন্যতম রূপ স্বর্গস্থিত সূর্য। অগ্নি ও সূর্য একাত্ম অভিন্ন—একই প্রাণরূপী তেজঃশক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। অথর্ব বেদ বলেছেন, আদিত্যকেই সকল মানুষ অগ্নি বলে থাকেন, হংস বলে থাকেন—"আদিত্যমেব তে পরিবদন্তি সর্বে অগ্নিং দ্বিতীয়ং ত্রিবৃতং চ হংসম্ ॥"[২]

তেজোরূপী অগ্নির অপর মূর্তি সূর্যের একটি রথ আছে। ঐ রথে সূর্য পূর্ব থেকে পশ্চিমে পরিক্রমণ করেন। ঐ রথে সাতটি অশ্ব, একটি চক্র।

সপ্ত যুঞ্জন্তি রথমেকচক্রমেকো অশ্বো বহতি সপ্তনামা।
ত্রিনাভিচক্রমজরমনর্বং যত্রেমা বিশ্বভুবনাধিত স্থুঃ ॥[৩]

—সূর্যের এক চক্র রথে যে সপ্ত অশ্ব যোজিত হইয়াছে, এক অশ্বই সপ্তনামে রথ বহন করিতেছে। চক্রের তিন নাভি, উহা কখনও শিথিল হয় না, কখনও জীর্ণ হয় না, এবং সমস্ত জগৎ ইহাকে আশ্রয় করিয়া আছে।[৪]

সূর্যের সপ্ত অশ্ব ও এক চক্রের অর্থ করতে গিয়ে সায়নাচার্য বলেছেন, "একো-ঽশ্বঃ সপ্তনামা এক এব সপ্তাভিধানঃ সপ্তধানমনপ্রকারো বা এক এব বায়ুঃ সপ্ত সপ্তরূপাণি ধৃত্বা বহতীত্যর্থঃ। বাস্বাধীনত্বা দন্তরিক্ষসঞ্চারস্য একচক্রমিত্যুক্তঃ।" —এক অশ্বকেই সপ্ত নামে অভিহিত করা হয়। একই বায়ু সাতটি রূপ ধারণ করে সূর্যকে বহন করেন। সূর্যের পরিক্রমণ বায়ুর অধীন হওয়ায় একচক্র বলা হয়েছে।

সায়নাচার্য আরও এক প্রকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

"একচক্রং একচারিণং অসাহায্যেন সঞ্চরন্তং রথং আদিত্যমণ্ডলং সপ্ত যুঞ্জন্তি সর্পনস্বভাবাঃ সপ্তসংখ্যাকা বা রশ্ময়ঃ সপ্তপ্রকার কার্যাঃ অসাধারণাঃ পরস্পর বিলক্ষণাঃ ষড়্ ঋতবঃ একঃ সাধারণ ইত্যেবং সপ্তর্তবো যুঞ্জন্তি।"...

—একচক্র রথ অর্থে একক শক্তিতে সঞ্চরণশীল আদিত্যমণ্ডল, সপ্ত অশ্ব ব্যাপনশীল (গতিশীল) সপ্তরশ্মি, অথবা ছয় ঋতুও একটি সাধারণ ঋতু,—এই মিলে সাত, অথবা ছয়টি যুগ্ম মাস ও একটি অধিমাস, এই মিলে সাত।

রথচক্রের তিন নাভি, সায়নের মতে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও হেমন্ত এই তিন ঋতু অথবা

---

১ অথর্ব বেদ—১০।৪।৮।১০ ২ ঋগ্বেদ—১।৯৫।৩ ৩ ঋগ্বেদ—১।১৬৪।২

৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান এই তিন কাল। এই হিসাবে সূর্য রথের একটি চক্র—এক বৎসর। সূর্যের এক চক্রই হংসের একটি পা। সূর্য-কিরণের সপ্তবর্ণ ই সূর্যের সপ্ত অশ্ব রূপে বর্ণিত হয়েছে। ঐ সূক্তেরই অপর একটি ঋকে সূর্যের রথে সাতটি চক্র, সাতটি অশ্ব এবং সূর্যের সাত ভগিনী এবং সাতটি গাভী।

ইমং রথমধি যে সপ্ত তস্থুঃ সপ্ত চক্রং সপ্ত বহন্ত্যশ্বাঃ।
সপ্ত স্বসারো অভিসংনবন্তে যত্র গবাং নিহিতা সপ্ত নাম ॥[১]

—যে সপ্ত চক্র এই রথে অধিষ্ঠান করে, তাহারাই সপ্ত অশ্ব এবং তাহারাই এই রথ বহন করে। সাত ভগিনী এই রথাভিমুখে আগমন করে এবং ইহাতে সপ্ত গো নিহিত আছে।[২]

সায়নের মতে রথ অর্থে আদিত্যমণ্ডল বা সংবৎসর। চক্র শব্দের অর্থ (চকনাৎ চরণাৎ ক্রমণাদ্বা চক্রাণি—রশ্ময়ঃ) সূর্য রশ্মি। সাত ভগিনী এখানে সূর্য রশ্মিকে বোঝাচ্ছে। বৎসর পক্ষে সপ্ত অশ্ব—"অয়ন ঋতু মাস পক্ষ দিবস রাত্রি ও মুহূর্ত।" সপ্ত গো অর্থে সপ্তস্বরবিশিষ্ট স্তুতি অথবা সপ্ত নদী। রমেশচন্দ্র দত্তের মতে গো শব্দের অর্থ রশ্মি।[৩] অপর একটি মন্ত্রে সূর্যের রথচক্রের দ্বাদশটি নেমি বা শলাকা। দ্বাদশ নেমি অবশ্যই দ্বাদশ মাস। এই দ্বাদশ অরবিশিষ্ট একচক্র জরা বা ক্লান্তিহীন—"দ্বাদশারং নহি তজ্জরায় ববর্তি চক্রঃ।[৪] অথর্ববেদে সূর্যের রথ একচক্র—এক নেমি বিশিষ্ট।[৫]

সূর্যের রথাশ্ব সম্পর্কে রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "রশ্মি সমূহকেই উপমাস্থলে অশ্ব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ... আবার সেই রশ্মিকে সূর্যের কেশ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।"[৬]

সূর্যের অশ্বের আর একটি নাম অরুষ: "যুংজংতি ব্রধ্নমরুষং চরংতং পরিতস্থুষঃ।"[৭] চতুর্দিকে বর্তমান বিচরণশীল অরুষ নামক অশ্বকে (রথে) যোজনা করেন।

অরুষ শব্দের অনুবাদে Maxmuller লিখেছেন, "Bright red steed"—তাঁর মতে অরুষ শব্দের অর্থ লোহিতবর্ণ। এই শব্দটি রূপান্তরিত হয়ে গ্রীসদেশে প্রেমের দেবতা "Eros"-এ রূপান্তরিত হয়েছে।[৮]

---

১ ঋগ্বেদ—১।১৬৪।৩ ২ অনুবাদ—তদেব ৩ উক্তমন্ত্রভাষ্যের টীকা
৪ ঋগ্বেদ—১।১৬৪।১১ ৫ অথর্ব—১।৪।৮।৭
৬ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—১।৫০।৮ ঋকের টীকা ৭ ঋগ্বেদ—১।৬।১
৮ Chips from a German workshop, vol III (1867), page 128-140

সূর্যের অশ্বকে হরিত নামে অভিহিত করা হয়। সেইজন্যে সূর্যের এক নাম হরিদশ্ব : "সপ্ত ত্বা হরিতো রথে বহন্তি।"[১] সায়নের ব্যাখ্যা অনুসারে হরিৎ শব্দের অর্থ হরিদ্বর্ণ অথবা রসহরণশীল সূর্যরশ্মি। Maxmuller-এর মতে গ্রীসদেশে Charites (the Graces) নামে দেবীতে পরিণত হয়েছে।[২]

পুরাণে সূর্যের সাতটি রশ্মির নাম পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উল্লিখিত হয়েছে :

সুষুম্নো হরিকেশশ্চ বিশ্বকর্মা তথৈব চ।
বিশ্বশ্রবাঃ পুনশ্চান্যঃ সংযদ্বসুরতঃপরঃ॥
অর্বাবসুরিতিখ্যাতঃ স্বরকঃ সপ্তকীর্তিতাঃ।[৩]

—সূর্যের সাতটি রশ্মির নাম : সুষুম্ন, হরিকেশ, বিশ্বকর্মা, বিশ্বশ্রবা, সংযদ্বসু, অর্বাবসু ও স্বরক।

ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য সূর্যের সপ্ত অশ্ব বা সপ্তরশ্মি সম্পর্কে লিখেছেন, সূর্যের সপ্ত তুরগ তাহার সপ্ত রশ্মির প্রতীক হিসাবে কল্পিত হইয়াছিল। অধুনা বিজ্ঞানমতে সূর্যরশ্মি বিশ্লেষণ করিয়া সাতটি রঙ দেখা গিয়াছে। এই সাতবর্ণের সাতটি রশ্মিকে সংক্ষেপে VIBGYOR বলা হয়। সহস্র বৎসর পূর্বে হিন্দু বৌদ্ধদের এই সপ্তরশ্মি বিশ্লেষণ করা কম কৃতিত্বের কথা নহে। এতদিন উহা কুসংস্কার বলিয়া চলিত, এখন সেই পুরাতন কুসংস্কার বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে।"[৪]

এই মণ্ডলরূপ একচক্র অথবা বর্ষরূপ একচক্র রথে সপ্তরশ্মি বা সপ্তঋতুরূপী সপ্তাশ্ববাহিত সূর্য যে প্রাকৃতিক বস্তু তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ঋষির ধ্যানধারণায় প্রাকৃতিক সূর্য জড়-অগ্নিপিণ্ডরূপে স্বীকৃতি পায় নি। প্রাকৃতিক সূর্য সর্বদেবতাত্মক চৈতন্যরূপী তেজঃশক্তি – অগ্নি, বিদ্যুৎ ও জীবলোকের প্রাণশক্তির সঙ্গে অভিন্ন। শতপথব্রাহ্মণ বলেন, সকল দেবতাই সূর্যরশ্মিস্বরূপ,—প্রজাপতি, ইন্দ্র, বিশ্বদেব তাঁরই তেজ—"বিশ্বেদেবা রশ্ময়োঽথ যৎপরং ভাঃ প্রজাপতির্বা স ইন্দ্রো বৈ তস্থ হ বৈ বিশ্বে দেবাঃ ...।"[৫]

ঐতরেয়ব্রাহ্মণের মতে সূর্য ক্ষত্রিয় রাজা—সকল ভূতের অধিপতি :— "আদিত্যো বৈ দৈবং ক্ষত্রমাদিত্য এষাং ভূতানামধিপতিঃ ...।"[৬] সায়ন বলেছেন, অন্ধকার নিবারণ করে পালন করেন বলেই সূর্য ক্ষত্রিয় –"অয়মাদিত্য এষাং

১ ঋগ্বেদ—১।৮০।৮ ২ Science of Language (1882), vol. II, page 405-12
৩ কূর্মপুরাণ, পূর্বভাগে—৪১।৩-৪ ৪ বৌদ্ধ দেবদেবী—পৃঃ ১১৭
৫ শতপথ ব্রাহ্মণ—২।৩।১ ৬ ঐতঃ ব্রাঃ—৭।২

প্রাণিনাং তমো নিবারণেনাধিষ্ঠিতা পালয়িতা পালয়িতা।" কেবল তমঃ দূর করার জন্যই সূর্য ভূতাধিপতি নন,—তিনি প্রাণশক্তির আধাররূপে সর্বত্র প্রাণশক্তি সঞ্চার করে বিরাজ করছেন। প্রাণরূপে বিরাজিত তাঁরই তেজ। মহানির্বাণতন্ত্রে প্রাণশক্তিরূপেই সূর্যকে ধ্যান করা হয়েছে।

জগদ্রূপস্য সবিতুঃ সংস্রষ্টুর্দীব্যতো বিভোঃ ॥
অন্তর্গতং মহদ্বর্চো বরণীয়ং যতাত্মভিঃ।
ধ্যায়েম তং পরং সত্যং সর্বব্যাপি সনাতনম্ ॥[১]

—জগৎরূপের স্রষ্টকর্তা দীপ্তিমান প্রভু সবিতার অন্তর্গত মহৎ তেজকে যোগীরা অর্চনা করে থাকেন। সেই সর্বব্যাপী সনাতন সত্যরূপী শ্রেষ্ঠ তেজকে আমরা ধ্যান করি।

ঋগ্বেদের সবিতৃমন্ত্রেও একই কথা:

"তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।"—সেই সবিতা দেবের বরণীয় মহৎ তেজকে ধ্যান করি। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য বিষয়টি আরও পরিষ্কার করে বলেছেন, হৃদয়ে যিনি প্রাণরূপে বিরাজমান, তিনিই আকাশে আদিত্যরূপে শোভিত:

আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমম্।
হৃদয়ে সর্বভূতানাং জীবভূতঃ স তিষ্ঠতি ॥
তথা হৃদ্ব্যোম্নি তপতি হ্যেষ বাহ্যে সূর্যঃ স চান্তরে।
অগ্নৌ বা ধূমকে হ্যেষ জ্যোতিশ্চিত্রকরং যতঃ ॥
হৃদাকাশে চ যো জীবঃ সাধকৈরুপবর্ণ্যতে।
স এবাদিত্যরূপেণ বহির্নভসি রাজতে ॥

—আদিত্যের অন্তর্গত জ্যোতিরও শ্রেষ্ঠ যে জ্যোতি, তাহাই সর্বভূতের হৃদয়ে প্রাণরূপে বিরাজমান। যেমন অগ্নিতে বা ধূমে ইনি বিচিত্ররূপে প্রতিভাত হন, তেমনি হৃদাকাশে ইনি কিরণ দেন, বাহ্যাকাশে তিনি সূর্য, অন্তরেও তিনিই। সাধকেরা হৃদয়রূপ আকাশে যে প্রাণের বর্ণনা করেন, তিনি বাহ্যিক আকাশে আদিত্যরূপে শোভিত হন।

অন্তর্যামী রূপে সবিতা সর্বজীবের অন্তর্গত ভাব সৃষ্টি করেন—"সবিতা সর্বভূতানাং সর্বভাবান্ প্রসূয়তে।"[২]

---

১ মহাঃ নির্বাণতন্ত্র—৯।২১৮-১৯ ২ মহাঃ নিঃ তন্ত্র—৯ উল্লাস, টীকা

যাস্কও বলেছেন, সবিতা সকলের প্রসবকর্তা—"সর্বস্য প্রসবিতা।"[১]

শ্রীঅরবিন্দের মতেও সূর্য পরম জ্যোতি—সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম,—"Surya is the Lord of the supreme Sight, the vast Light, bṛhat jyoti, or as it is sometimes called, the true Light ṛtam jyotiḥ."[২] অন্য একস্থানে তিনি বলেছেন, "This Sun being a symbol of divine illuminating power."[৩]

সূর্য ঋতুকর্তা হওয়ায় তিনিই গ্রীষ্মাদি ঋতু :

"আদিত্যস্ত্বেব সর্বে ঋতবঃ। যদেবোদেত্যথ বসন্তো, যদা সঙ্গবোঽথ বর্ষা …।

—আদিত্যই সকল ঋতু। যখন তিনি উদিত হন (উত্তরায়ণ হয়) তখন বসন্ত। যখন তিনি নিম্নগ (দক্ষিণায়ণ হয়) হন, তখন বর্ষা।

সূর্য বা সবিতা, অথবা আদিত্যই ব্রহ্মস্বরূপ। উপনিষদে কখনও সবিতাই ব্রহ্ম, কখনও সবিতার অন্তর্বর্তী পুরুষই ব্রহ্ম। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলেছেন, "য এবাসৌ তপতি তমুদ্গীথমুপাসীত, উদ্যন্ এষ প্রজাভ্য উদ্গায়তি।"[৫] —এই যিনি তাপ দিতেছেন তাঁহাকে উদ্গীথ (প্রণব—ওঁকার) বলিয়া উপাসনা করিবে, ইনি উদয়কালে প্রজাদের জন্য উদ্গীথ গানই করিয়া থাকেন।[৬]

সূর্যই জগতের প্রাণস্বরূপ,—"উদ্যন্ খলু বা আদিত্যঃ সর্বাণি ভূতানি প্রণয়তি তস্মাদেনং প্রাণ ইত্যাচক্ষতে।"[৭] —আদিত্য উদিত হয়ে সকল ভূতকে চৈতন্যযুক্ত করেন, এইজন্য তাঁকে প্রাণ বলা হয়।

আদিত্যই ব্রহ্ম, আদিত্যের স্বরূপ অবগত হলেই আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব,—"য এষ আদিত্যে পুরুষো দৃশ্যতে, সোঽহমস্মি, স এবাহমস্মি।"[৮]—আদিত্য-মণ্ডলে যে পুরুষ দেখা যাচ্ছে, আমিই তিনি এবং তিনিই আমি।

আদিত্যমণ্ডলে ব্রহ্মস্বরূপ এই পুরুষ কে? তিনি অবশ্যই ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে বর্ণিত বিরাট পুরুষ। এই পুরুষের স্বরূপ সম্পর্কে উপনিষদ্ বলেছেন,

বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং
পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপন্তম্।
সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্তমানঃ
প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্যঃ॥[৯]

১ নিরুক্ত—১০।৩১।৫ ২ On the Veda—page 109 ৩ On the Veda—page 171
৪ শতপথ ব্রাঃ—২।১।২।৩ ৫ ছাঃ উঃ—১।৩।১ (২৫) ৬ অনুবাদ—দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ
৭ ঐতরেয় ব্রাঃ—৫।৫।৬ ৮ ছান্দোগ্য উপনিষদ—১।৩।২ (২৬) ৯ প্রশ্নোপনিষৎ—১।৮

—বিশ্বরূপ, রশ্মিমান, অখিল-প্রাণাশ্রয়, নিখিলের চক্ষুস্বরূপ, অদ্বিতীয় তাপ-ক্রিয়াকারী সূর্যকে (জ্ঞানীরা জানেন), অনন্তকিরণশালী শতধা বিদ্যমান প্রাণীবর্গের প্রাণস্বরূপ এই সূর্য উদিত হইতেছেন।[১]

সূর্যই যে স্বয়ম্ভূ পরমেশ্বর একথা শুক্লযজুর্বেদও বলেছেন: "স্বয়ম্ভূ রসি শ্রেষ্ঠো রশ্মির্বর্চোদা অসি।"[২] —তুমি স্বয়ংজাত ঈশ্বর,—শ্রেষ্ঠ রশ্মিসম্পন্ন—তেজোদাতা।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও সূর্যকে সর্বপ্রাণের স্রষ্টারূপে এবং সর্বব্যাপী প্রাণশক্তি-রূপে অন্তরে বরণ করেছেন:

এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্নতান, সুরের তরণী
আয়ু স্রোত মুখে
হাসিয়া ভাসায়ে দিলে লীলাচ্ছলে কৌতুকে ধরণী
বেঁধে নিল বুকে।
আশ্বিনের রৌদ্রে সেই বন্দীপ্রাণ হয় বিস্ফুরিত
উৎসুক আলোক।
তরঙ্গ হিল্লোলে নাচে রশ্মি তব, বিস্ময়ে পূরিত
করে মুগ্ধ চোখ॥[৩]

ভারতীয় সূর্যোপাসনা জড় অগ্নিপিণ্ডের উপাসনা নয়। ভারতীয় ঋষির দিব্যদৃষ্টিতে তেজঃশক্তিরূপী সূর্যাগ্নি সকল প্রাণের উৎস—প্রাণময়—সর্বেশ্বর ব্রহ্ম—সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্তা। তাই তাঁরা আদিত্যের অত্যুজ্জ্বল তেজের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন এক হিরন্ময় পুরুষ, যিনি সূর্যের অন্তরস্থ পুরুষ—যিনি সর্বচেতনার উৎস।

"অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরন্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রু হিরণ্যকেশ আ প্রণ যৎ সর্ব এব সুবর্ণঃ।"[৪] —এই আদিত্যের অন্তরে যে হিরণ্যশ্মশ্রু হিরণ্যকেশ হিরন্ময় পুরুষ দেখা যাচ্ছে, ইনি প্রাণস্বরূপ—এঁর সবই সুবর্ণময়।

এই প্রাণস্বরূপ সুবর্ণ পুরুষই ত মানুষের অন্তরাত্মা। ঋষি তাই তাঁকে উপলব্ধি করলেন নিজের আত্মারূপে,—উপলব্ধি করলেন নিজের আত্মার সঙ্গে সূর্যাত্মার অভিন্নতা; বললেন—"য এষ আদিত্যে পুরুষো দৃশ্যতে সোঽহমস্মি, স এবাহমস্মি।" —আদিত্যে যে পুরুষ দেখা যাচ্ছে তিনিই আমি, আমিই তিনি।

---

১ অনুবাদ—স্বামী গম্ভীরানন্দ ২ শুক্ল যজুঃ—২।২৬
৩ সাবিত্রী—পূরবী ৪ ছান্দোগ্য উপনিষৎ—১।৬।৬ (৫২)

ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথও সূর্যের অন্তরে হিরণ্ময় পুরুষে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করে বলেছেন :

প্রভাত সূর্যের অন্তরে
দেখতে পেলেম আপনাকে
হিরণ্ময় পুরুষ।[১]

কিন্তু সত্যদৃষ্টিহীন সাধারণ মানুষ সূর্যকে দেখে, অগ্নিগোলক—জড় অগ্নিপিণ্ড-রূপে। সূর্যের অন্তরস্থিত প্রাণশক্তির প্রকাশ তারা উপলব্ধি করবে কি করে? তাই ঋষি প্রার্থনা করেছেন সবিতার কাছে, সরিয়ে দাও তোমার আলোক আবরণ, উদ্‌ঘাটিত কর তোমার সত্যস্বরূপ :

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥[২]

—হে পূষণ্ (জগৎ-পোষক সূর্য)! জ্যোতির্ময় পাত্রে (সূর্যমণ্ডলদ্বারা) সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মের দ্বার আবৃত হইয়া আছে, তুমি তাহা অপনীত কর, সত্যধর্মপরায়ণ (সত্যধর্মলাভের জন্য) আমি উহা দর্শন করি।[৩]

জীবের যিনি আত্মা তিনিই সূর্যস্থিত পুরুষ। তাই উপনিষদের ঋষির 'সোঽহং' ঘোষণার মতই শুক্ল যজুর্বেদের ঋষি ঘোষণা করেছেন, আমিই সেই সূর্যস্বরূপ—"যোঽসাবাদিত্যে পুরুষঃ সোঽসাবহম্।"[৪] —আদিত্যে যে পুরুষ তিনিই আমি।

সূর্যের হিরণ্ময় জ্যোতির অন্তরালে ব্রহ্মস্বরূপ সর্বজীবের আত্মা গুহাহিত থাকেন, এ সত্য পুরাণেও উদ্ভাসিত হয়েছে :

হিরণ্ময়ে গৃহে গুপ্তং আত্মানং সর্বদেহিনাম্।
নমস্যামি পরং জ্যোতির্ব্রহ্মাণং ত্বাং পরামৃতম ॥[৫]

—সুবর্ণময় গৃহে গুপ্ত সর্বজীবের আত্মা পরম জ্যোতিস্বরূপ পরম অমৃতময় ব্রহ্মরূপী তোমাকে প্রণাম করি।

রাজর্ষি বসুমনা সূর্যারাধনা কালে সূর্যকেই জগতের প্রাণপুরুষরূপে উল্লেখ করেছেন :

আরাধয়িষ্যে তপসা দেবমেকাক্ষরাহ্বয়ম্।
প্রাণং বৃহন্তং পুরুষমাদিত্যান্তসংস্থিতম্ ॥[৬]

---

১ কালরাত্রি—শ্যামলী ২ ঈশোপনিষৎ—১৫ ৩ অনুবাদ—দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ
৪ কৃশুক্ল যজুঃ—৪০।১৭ ৫ কূর্মপুরাণ, উপরিভাগ—১৮।৪৪-৪৫ ৬ বপুঃ, পূর্বভাগ—২০।৪৬

—ওঁকারাখ্য প্রাণরূপী আদিত্যাভ্যন্তরে অবস্থিত বৃহৎ পুরুষকে আমি তপস্যার দ্বারা আরাধনা করবো।

বেদে-উপনিষদে সূর্যের যে মূর্তিকল্পনার সাক্ষাৎ পাই, তাতে তিনি হিরণ্ময়, হিরণ্যশ্মশ্রু, হিরণ্যকেশ। ঋগ্বেদে সূর্যকে শোচিষ্কেশ বলা হয়েছে।[১] শোচি শব্দের অর্থ তেজ; —শোচি বা তেজ যাঁর কেশ, তিনিই শোচিষ্কেশ। কিরণময় সূর্যের বাহ্যিক ঔজ্জ্বল্য এরূপ কল্পনার হেতু। ঋগ্বেদের যিনি হিরণ্যগর্ভ পুরুষ তিনিও সূর্য ছাড়া আর কেউ নন। স্কন্দপুরাণে কৃষ্ণপুত্র শাম্ব সূর্য-আরাধনা কালে বলেছেন,

"দেবদেবং নমস্যামি সূর্যং ত্রৈলোক্যদীপকম্।"

আদিত্যবর্ণো ভুবনস্য গোপ্তা অপূর্ব এষ প্রথমঃ সুরাণাম্।

হিরণ্যগর্ভঃ পুরুষো মহাত্মা স পঠ্যতে বৈ তমসঃ পরস্তাৎ ॥[২]

—ত্রিলোকের প্রকাশক দেবের দেব সূর্যকে প্রণাম করি। পৃথিবীর পালক আদিত্যবর্ণ অপূর্ব, ইনি দেবতাদের মধ্যে প্রথম। সেই মহাত্মা তমোলোকের পরপারে হিরণ্যগর্ভ পুরুষরূপে (বেদে) পঠিত হয়ে থাকেন।

উপনিষদের ঋষি যে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন,—"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।[৩] —তমোলোকের পরপারে আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে আমি জানি,—পুরাণকারের মতে সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষ সূর্য ভিন্ন অপর কেউ নন। যিনি হিরণ্যগর্ভ পুরুষ তিনিই স্বয়ম্ভূ ব্রহ্ম। আচার্য মহীধর শুক্লযজুর্বেদের 'স্বয়ম্ভূরসি'[৪] মন্ত্রটীর ব্যাখ্যায় লিখছেন, "হিরণ্যগর্ভাখ্যোঽসি।"

সূর্য বা সবিতার হাত সোনার তৈরী, তাই তিনি হিরণ্যপাণি। "হিরণ্য-পাণিমূতয়ে সবিতারমুপহ্বয়ে।"[৫] —হিরণ্যপাণি সবিতাকে আমাদের রক্ষার জন্য আহ্বান করি। "হিরণ্যহস্ত অসুরঃ"[৬] —সূর্য হিরণ্যহস্ত অসুর। "দেবো বঃ সবিতা হিরণ্যপাণিঃ প্রতিগৃভ্ণাত্বচ্ছিদ্রেণ পাণিনা।"[৭] —হিরণ্যপাণি সবিতা দেব অকৃপণ হস্তে তোমাদের প্রতিগ্রহণ (রক্ষা) করুন।

দেবো বঃ সবিতা হিরণ্যপাণিঃ।[৮]

পুরাণকারও বলেছেন, "হিরণ্যবাহবে তুভ্যং হিরণ্যপতয়ে নমঃ"।[৯]

---

১ ঋগ্বেদ—১।৮০।৮
২ প্রভাস খণ্ড—১০।১৪৯-৫০
৩ ঋগ্বেদ
৪ শুক্ল যজুঃ—২।২৬
৫ ঋগ্বেদ—১।২২।৫, কৃষ্ণ যজুঃ—১।১।৩।২৬।২৫
৬ ঋগ্বেদ—১।৩৫।১০
৭ শুক্ল যজুঃ ১।১৬, কৃষ্ণ যজুঃ—১।১।১।৬।৮
৮ শুক্ল যজুঃ—১।২০
৯ কূর্মপুরাণ, উপরিভাগ—১৮।৪২

শুধু হিরণ্যপাণি নন, সবিতা হিরণ্যাক্ষও,—হিরণ্যাক্ষঃ সবিতা দেবঃ আগাৎ...।"[১]

সূর্য, মিত্র ও বরুণের চক্ষু বললে যেমন জগৎ চরাচরের চক্ষুস্বরূপ প্রকাশক তেজ বোঝায়, তেমনি হিরণ্যপাণি হিরণ্যাক্ষ বলতে স্বর্ণবর্ণ আদিত্যমণ্ডলকেই বোঝানো হয়েছে। আধুনিক কালের কবি শ্বেতভুজা ভারতী বলে সংশুক্লা সরস্বতীর বন্দনা করেছেন।[২] রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "স্বর্ণের ন্যায় কিরণসম্পন্ন সূর্যকে প্রথম কবিগণ উপমাস্থলে সুবর্ণপাণি কহিত।" কিন্তু 'হিরণ্যপাণি' শব্দকে কেন্দ্র করে উপাখ্যান সৃষ্ট হয়েছে বেদের যুগেই। হিরণ্যপাণি শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে সায়ন বলেছেন, "হিরণ্যপাণিঃ সুবর্ণময়হস্তযুক্তঃ। যদ্বা যজমানেভ্যো দাতুং হিরণ্যং হস্তে ধৃতবান্।"[৩] —হিরণ্যপাণি শব্দের অর্থ সুবর্ণময়হস্ত সমন্বিত, অথবা যজমানকে দান করার নিমিত্ত যিনি সুবর্ণ হস্তে ধারণ করেন।

আচার্য মহীধর লিখেছেন, "হিরণ্যযুক্তাবঙ্গুলীয়াদ্যাভরণযুক্তৌ পাণৌ যস্য সঃ হিরণ্যপাণিঃ।"[৪] —অঙ্গুরীয় প্রভৃতি হিরন্ময় আভরণ সমন্বিত যাঁর পাণি। কিন্তু মহীধর একটি উপাখ্যানও এই প্রসঙ্গে বিবৃত করেছেন, "দৈত্যৈঃ প্রাশিত্র প্রহারেণ ছিন্নৌ সবিতুঃ পাণী দেবৈর্হিরন্ময়ৌ কৃতাবিতি সবিতুর্হিরণ্যপাণিত্বমিতি।" —দৈত্যগণ প্রাশিত্র প্রহারের দ্বারা সবিতার বাহুদ্বয় ছিন্ন করলে দেবগণ সোনার হাত সংযোজিত করেছিলেন। ১।২২।৫ ঋকের ভাষ্যে সায়ন কৌশিতকী ব্রাহ্মণে বর্ণিত উপাখ্যানটি বিবৃত করেছেন : "দেবকর্তৃকে যাগে সবিতা স্বয়ং ঋত্বিগ্ ভূত্বা ব্রহ্মত্বেনাবস্থিতঃ। তদানীং কস্মাং চিদিষ্টাবধ্বর্যবস্তস্মৈ সবিত্রে প্রাশিত্রনামকং পুরোডাশভাগং দত্তবন্তঃ। তচ্চ প্রাশিত্রং হস্তে সবিত্রা গৃহীতং সত্তদীয়পাণিং চিচ্ছেদ। ততঃ প্রাশিত্রস্য দাতারোঽধ্বর্যবঃ সুবর্ণময়ং পাণিং নির্মায় প্রক্ষিপ্তবন্তঃ।" —দেবতাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞে সূর্য ঋত্বিক্ হয়ে ব্রহ্মরূপে অবস্থান করছিলেন। অধ্বর্যুগণ সেই যজ্ঞে প্রাশিত্র নামক পুরোডাশের অংশবিশেষ তাঁর হাতে দিয়েছিলেন। প্রাশিত্র হস্তে গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের হাত খসে যায়। তখন অধ্বর্যুগণ সোনার হাত নির্মাণ করে সূর্যের শরীরে সংযুক্ত করেছিলেন।

হিরণ্ময় সূর্যই অগ্নি, সোম, বৃহস্পতি, সবিতা, ইন্দ্র, প্রভৃতি দেবতা রূপে প্রকাশিত :

---

১ ঋগ্বেদ—১।৩৫।৮

২ মেঘনাদ বধ কাব্য—১ম সর্গ

৩ — ১।৩৫।৯ ঋকের ভাষ্য

৪ শুক্ল যজুঃ—১।১৬ মন্ত্রের ভাষ্য

হিরণ্য বর্ণো অজরঃ সুবীরো জরা মৃত্যুঃ প্রজয়া সংবিশস্ব।
তদগ্নিরাহ তদু সোম আহ বৃহস্পতিঃ সবিতা তদিন্দ্রঃ ॥[১]

যদিও সূর্য ও সবিতা একই দেবতার নামান্তর মাত্র, তথাপি ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে সূর্য ও সবিতা ভিন্ন দেবতারূপে প্রতীয়মান হয়েছেন। ঋকটি এই :

হিরণ্যপাণিঃ সবিতা বিচর্ষণিরুভে দ্যাবা পৃথিবী অন্তরীয়তে।
অপামীবাং বাধতে বেতি সূর্যমভিকৃষ্ণেন রজসা দ্যামৃণোতি ॥[২]

—হিরণ্যপাণি বিবিধ দর্শনযুক্ত সবিতা উভয়লোকের মধ্যে গমন করিতেছেন, সূর্যের নিকট যাইতেছেন এবং তমোনাশক তেজ দ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত করিতেছেন।[৩]

সূর্য ও সবিতা ভিন্ন দেবতা নন, —একই দেবতার ভিন্ন প্রকাশ। সায়নাচার্য লিখেছেন, "যদ্যপি সবিতৃসূর্যয়োরেকদেবতাত্বং তথাপি মূর্তিভেদেন গন্তৃগন্তব্যভাবঃ।" – সবিতা ও সূর্য এক দেবতা হওয়া সত্ত্বেও মূর্তিভেদে গন্তৃগন্তব্যভাব।

যাস্কের মতে আকাশ থেকে যখন অন্ধকার যায়, কিরণ বিস্তৃত হয়,—সেই সময় সবিতার কাল। অর্থাৎ উষা লগ্নে উদয়পূর্বকালীন সূর্যই সবিতা।

সায়নের মতেও উদয়ের পূর্বে সূর্যের যে মূর্তি—তাই সবিতা ; উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত যে মূর্তি তাকেই সূর্য বলা হয়।

সূর্যের সবিতা নামকরণ সম্পর্কে যোগিযাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন,—

সবিতা সর্বভূতানাং সর্বভাবান্ প্রসূয়তে।
সবনাৎ পাবনাচ্চৈব সবিতা তেন চোচ্যতে ॥

—সকল ভূতের অন্তরাত্মারূপে সর্বজীবের ভাবসমূহ তিনি সৃষ্টি করেন। প্রসব (সৃষ্টি) করার জন্য এবং পবিত্র করার জন্য তিনি সবিতা নামে প্রসিদ্ধ।

অধ্যাপক ম্যাকডোনেল সূর্য ও সবিতার স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে লিখেছেন, "We may therefore conclude that Savitri was originally an epithet of Indian Origin applied to the Sun as the great stimulator of life and motion in the world, representing the most important movement which dominates all others in the universe, but that as differenciated from Sūrya, he is a more abstract deity. He is in the eyes of the Vedic poets the devine power of the sun personified, while Surya is more concrete diety."[৪]

১ অথর্ববেদ—১৯।৩।২৪।৮ ২ ঋগ্বেদ—১।৩৫।৯ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ Vedic Mythology—page 34

সূর্যের হিরণ্ময় জ্যোতির্ময় প্রত্যক্ষ মূর্তি থাকা সত্ত্বেও সাধক সূর্যের বিভিন্ন প্রকার মূর্তি কল্পনা করেছেন। সারদা তিলকতন্ত্রে সূর্যের পাঁচটি মূর্তির কথা বলা হয়েছে :—"সূর্য, ভাস্কর, ভানু, রবি ও দিবাকর-" সূর্যাখ্যো ভাস্করো ভানুস্ততো রবিদিবাকরৌ (১৪।৩৯)। সূর্যের মূর্তিকল্পনায় সারদা তিলক বলেছেন,—

রক্তাম্বুজং যুগ্মভয়দানহস্তং কেয়ূরহারাঙ্গদ ভূষণাঢ্যম্।
মাণিক্যমৌলিং দিননাথমীড়ে বন্ধুককান্তি বিলসৎ ত্রিনেত্রম্ ॥[১]

—যাঁর দুই হস্তে রক্তপদ্ম, অপর দুই হস্তে অভয়মুদ্রা ও বরদমুদ্রা; যিনি কেয়ূরহার, বলয় ও কুণ্ডল শোভিত, মস্তকে যাঁর মাণিক্য, যাঁর দেহকান্তি বন্ধুক-পুষ্পের মত রক্তবর্ণ, যাঁর তিনটি নেত্র, সেই দিননাথ সূর্যকে আমি স্তব করি।

সূর্যের আর একটি ধ্যানমন্ত্র :

রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈর্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্ ॥ [২]

—যিনি নিখিল গুণের সাগর সমস্ত ত্রিলোকের অধিপতি, করপদ্মে দুইটি পদ্ম, অভয় মুদ্রা ও বরদমুদ্রা ধারণ করিতেছেন, মস্তকে যাঁহার মাণিক্য শোভা পাইতেছে, যাঁহার শরীর রক্তবর্ণ, তিনটি নয়ন, যিনি রক্তপদ্মে আসীন, সেই সূর্যদেবকে ভজনা করি।[৩]

সূর্যের এই যে মূর্তি তন্ত্রশাস্ত্রে কল্পিত হয়েছে তার সঙ্গে অগ্নির ধ্যানকল্পিত মূর্তির হুবহু সাদৃশ্য অগ্নি ও সূর্যের একাত্মতা প্রতিপাদন করে। শারদা তিলকে সূর্যের ভিন্নমূর্তি মার্তণ্ড ও ভানুর যে ধ্যানমূর্তি বর্ণিত আছে, সেই বর্ণনাদ্বয়ও এই দুই বর্ণনার ঈষৎ ভিন্নতররূপ।

অগ্নিপুরাণে প্রতিমালক্ষণ বর্ণনায় সূর্যের যে মূর্তির বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাতে কিছু নূতনত্ব আছে। বর্ণনাটি নিম্নরূপ :

সসপ্তাশ্বে সৈকচক্রে রথে সূর্যো দ্বিপদ্মধৃক্।
মসীভাজন লেখন্যৌ বিভ্রৎ কুণ্ডী চ দক্ষিণে ॥
বামে তু পিঙ্গলো দ্বারি দণ্ডভৃৎ স রবের্গণঃ।
বালব্যজনধারিণৌ পার্শ্বে রাজ্ঞী চ নিষ্প্রভা ॥
অথবাশ্বসমারূঢ়ঃ কার্যঃ একস্তু ভাস্করঃ ॥[৪]

১ শাঃ তিঃ—১৪।৩৬ ২ শাঃ তিঃ—১৪।৬১ ৩ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন
৪ অগ্নিপুরাণ—৫১।১-৬

— সপ্তাশ্ববাহিত একচক্র রথে সমারূঢ় দুই পদ্ম মসীপাত্র এবং লেখনীধারী সূর্যকে অংকিত করবে। তাঁর দক্ষিণে কুণ্ডী বামে দণ্ডধারী রবিপার্ষদ পিঙ্গলবর্ণের দ্বারী থাকবে। দুই পাশে তালব্যজনধারিণী প্রভাহীনা রাজ্ঞী পার্শ্বে থাকবেন। অথবা অশ্বারূঢ় সূর্যমূর্তি নির্মাণ করবে।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে সূর্য পদ্মাসীন বরাভয়হস্ত ত্রিলোচন এবং শিরোমণিধারী :

কোকনদপর থাক নিরন্তর
অশেষগুণ সাগর।
বরাভয় কর ত্রিনয়ন ধর
মাথায় মাণিক বর॥

সূর্যের রথের সারথির নাম অরুণ। প্রভাতসূর্যকে অরুণ বলা হয়। অরুণ সূর্যেরই একটি রূপ।

ভবিষ্য, সাম্ব, বরাহ প্রভৃতি পুরাণে কৃষ্ণপুত্র সাম্ব কর্তৃক কুষ্ঠরোগমুক্তির আশায় সূর্যপূজা প্রবর্তনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রসিদ্ধি আছে, কবি ময়ূরও কুষ্ঠ-রোগমুক্তির জন্য সূর্যশতক নামক কাব্যটী রচনা করেছিলেন। হিউয়েন সাঙ্ (খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী) এবং আলবেরুণীর (খ্রীঃ ১১শ শতাব্দী) সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে মূলতানে সুবিখ্যাত সূর্যমন্দিরে সূর্যবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। আলবেরুণীর বর্ণনায় এই মন্দিরের সূর্যবিগ্রহ কাষ্ঠনির্মিত ও রক্তবর্ণ বর্মাচ্ছাদিত; বিগ্রহের চোখ দুটিতে দুটি লাল চুনী পাথর বসানো ছিল।[১] বরাহপুরাণে (১১৭ অঃ) সাম্ব কর্তৃক মথুরায় প্রতিষ্ঠিত সূর্যবিগ্রহের নাম সাম্বাদিত্য। বৌদ্ধ বজ্রযানী সম্প্রদায়ে গ্রহ-দেবতা হিসাবে আদিত্য স্থান লাভ করেছেন। "আদিত্য বা সূর্যদেব সাতটি ঘোড়া টানা রথে বসিয়া থাকেন। ইনি রক্তবর্ণ ও দ্বিভুজ। দক্ষিণ হস্তে ও বাম হস্তে সূর্যমণ্ডল ধরিয়া থাকেন। ইহার রক্তবর্ণ অমিতাভের দ্যোতক।"[২] বৃহৎ সংহিতায় সূর্য বিগ্রহের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

নাসাললাটজঙ্ঘোরুগণ্ডবক্ষাংসি চোন্নতানি রবেঃ।
কুর্যাদুদীচ্যবেষং গূঢ়ং পদাদুরো যাবৎ॥
বিভ্রাণঃ স্বকররুহে পাণিভ্যাং পংকজে মুকুটধারী।
কুণ্ডলবিভূষিতবদনঃ প্রলম্বহারো বিয়দ্‌গবৃতঃ॥[৩]

---

১ পঞ্চোপাসনা—জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৩১২ ২ বৌদ্ধ দেবদেবী—পৃঃ ১১৮
৩ বৃহৎ সংহিতা—৫৮।৪৬-৪৭

—সূর্যের নাসিকা, ললাট, জঙ্ঘা, উরু ও বক্ষ হবে উন্নত। তাঁর বেশ উদীচ্য (অর্থাৎ উত্তর দেশীয়), পদদ্বয় থেকে বক্ষ পর্যন্ত আবৃত; তাঁর দুই হাতে দুই পদ্ম, মাথায় মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, লম্বিত হার বক্ষে এবং বিয়দ্গ বা বিয়দঙ্গ আবৃত।

বিষ্ণুধর্মোত্তরে (৩য় খণ্ড, ৬৭ অঃ) সূর্যের উদীচ্য বেশ ও বর্মাচ্ছাদিত দেহের বর্ণনা আছে। মৎসপুরাণে বর্ণিত সূর্যের মূর্তি বিশেষ চিত্তাকর্ষক।

রথস্থং কারয়েদ্দেবং পদ্মহস্তং সুলোচনম্।
সপ্তাশ্বঞ্চৈকচক্রঞ্চ রথং তস্য প্রকল্পয়েৎ ॥
মুকুটেন বিচিত্রেণ পদ্মগর্ভসমপ্রভম্ ॥
নানাভরণভূষাভ্যাং ভুজাভ্যাং ধৃতপুষ্করম্।
স্কন্ধস্থে পুষ্করে তে তু লীলয়ৈব ধৃতে সদা ॥
চোলকাচ্ছন্নবপুষং ক্বচিচ্চিত্রেষু দর্শয়েৎ।
বস্ত্রযুগ্মসমাপেতং চরণৌ তেজসাবৃতৌ ॥[১]

—ঐ দেব (সূর্য) রথস্থ ও পদ্মহস্ত হইবেন এবং উঁহার লোচন সুশোভন হইবে। উঁহার রথে সপ্ত অশ্ব ও একটি চক্র কল্পিত হইবে। পদ্মগর্ভসমপ্রভ বিচিত্র মুকুট তাঁহার শিরদেশে শোভিত হইবে এবং পদ্মদ্বয়ে পদদ্বয় বিন্যস্ত থাকিবে। ঐ মূর্তি বিবিধ ভূষণে ভূষিত হইবেন। তিনি লীলাবশতঃ স্কন্ধদেশেও দুইটি পুষ্কর ধারণ করিয়াছেন এবং তাঁহার সর্বাবয়ব বস্ত্রযুগ্ম আচ্ছাদিত হইবে, এই মূর্তি কদাচিৎ চিত্রপটেও অংকিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে, ইঁহার চরণদ্বয় যেন তেজোদ্বারা পরিব্যপ্ত হইয়া রহিয়াছে।[২]

সুপ্রাচীনকালে ভারতে সূর্যের প্রতীক উপাসনা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন মুদ্রায় সূর্যের নানাবিধ প্রতীক অঙ্কিত দেখা যায়। সূর্যের রশ্মিসমন্বিত গোলক, পদ্ম, চক্র প্রভৃতি সূর্যের প্রতীকরূপে গণ্য হয়। শুঙ্গবংশীয় ভানুমিত্রের (১০০ খ্রীঃ পূঃ—১০০খ্রীঃ) অষ্টদল পদ্ম এবং পঞ্চশিখাবিশিষ্ট নন্দীপদ এবং সূর্যমিত্রের মুদ্রায় ত্রিভুজশীর্ষে প্রতীকচিহ্নের উপরে রশ্মিসমন্বিত বৃত্ত প্রতীকরূপে অংকিত হয়েছে।[৩]

ঔদুম্বর মহারাজ ধারাঘোষের মুদ্রার বিপরীত দিকে (reverse) দণ্ডের উপরে চক্র[৪] এবং কুলুত মুদ্রায় সম্মুখভাগে (obverse) বিন্দু পরিবেষ্টিত চক্র সূর্যের

---

১ মৎস্যপুরাণ—২৬১।১-৪ ২ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন

৩ Ancient Indian Numismatics—S. K. Chakraborty, page 27

৪ তদেব—পৃঃ ১৬০

প্রতীকরূপে ব্যবহৃত।[১] কৌশাম্বীর বৃহস্পতিমিত্রের মুদ্রাতেও সূর্যের প্রতীক চক্র অংকিত আছে।[২] কনিষ্ক ও হবিষ্কের মুদ্রায় (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী) মিথ্র (মিত্র) মিহির বা সূর্যের মূর্তি অংকিত আছে।

কিন্তু গুপ্তযুগে ও গুপ্তোত্তর যুগের উত্তরভারতে প্রাপ্ত সূর্য মূর্তিতে সূর্যদেবের মনুষ্যাকৃতি মূর্তির পায়ে বুট জুতা আছে। কোথাও কোথাও কুশাণ সম্রাটদের মত দীর্ঘ গাত্রাবরণও পাওয়া যায়। কটিতে মেখলার সঙ্গে অব্যঙ্গও কোথাও কোথাও স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। সূর্যমূর্তির এই রূপকল্পনা শক বা কুষাণ জাতির পোষাক থেকে এসেছে বলে পণ্ডিতরা মনে করে থাকেন। সূর্যের চরণদ্বয় তেজোদ্বারা আবৃত—এই বিবরণের মধ্যেও কুষাণযুগের জুতার সংস্কৃতরূপ প্রচ্ছন্ন বলে অনুমান করা হয়। পৌরাণিক কাহিনীতে বিশ্বকর্মা সূর্যের তেজ হ্রাস করলেও তাঁর চরণের তেজ হ্রাস করতে পারেন নি; সেইজন্য চরণদুটি আবৃত। পুরাণানুসারে সাম্ব শকদ্বীপ থেকে মগব্রাহ্মণদের এনে সূর্যপূজা করিয়েছিলেন। সংস্কৃত মগ শব্দ পার্শি ম্যাগি শব্দ থেকে এসেছে। "মগপরিহিত অব্যঙ্গ আবেস্তার উক্ত **Aivyaonghen** কথাটি হইতে উদ্ভূত; উহা পারসীকগণের দ্বারা ব্যবহৃত কুস্তির নামান্তর।"[৩] ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে উদীচ্যবেশ বলতে "শক বা কুশাণ প্রভৃতি উত্তরদেশাগত বৈদেশিক শাসকগণের যে বেশ ছিল, উহারই এই নাম।"[৪] সূর্য বৈদিক দেবতা এবং বেদের অন্যতম প্রধান দেবতা হওয়া সত্বেও পরবর্তীকালের সূর্যমূর্তি নির্মাণে বৈদেশিক প্রভাব কার্যকরী হয়েছে। অবশ্য বৈদিক সূর্যের ঐতিহ্যবাহী দেশীয় রীতিতে নির্মিত সূর্যমূর্তি দুর্লভ নয়। বৈদেশিক প্রভাব অবশ্যই পরে এসেছে। "ভারতবর্ষে সূর্যদেবের দুইটি রূপ কল্পিত হয়েছে—এক, ব্রাহ্মণ্য বা বৈদিক রূপ, তাতে তাঁর চার ঘোড়ার রথে চড়ে রয়েছেন তাঁর দুই স্ত্রী—উষা আর শরণ্যু; আর সঙ্গে সেই ঘোড়ায় চেপে দুই অশ্বিদেব বা অশ্বিনীকুমার দেবতাদ্বয়। কিন্তু খ্রীষ্টজন্মের প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের মধ্যে পারস্যদেশ থেকেও দেশের 'মগ' পুরোহিতেরা—যাঁদের ভারতবর্ষে 'মগ ব্রাহ্মণ' বা 'শকদ্বীপী' অথবা 'দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ' বলা হয়—তাঁরা নতুন করে সূর্যের পূজা আনেন ভারতবর্ষে। তাঁরা সূর্য দেবতার যে মূর্তি এনে ভারতবর্ষে স্থাপিত করেন, সেটি হচ্ছে ইরাণী পোষাকপরা সূর্য, হিন্দু দেবতার

---

১ অগ্নেদেব—পৃঃ ১৮৫ ২ **Indian Coins—Rapson, plate III**

৩ পঞ্চোপাসনা—পৃঃ ৩১০ ৪ পঞ্চোপাসনা—পৃঃ ১৬

মত খালি গায়ে, খালি পায়ে নন। এই নতুন বা বিদেশী পরিকল্পনায় সূর্যের মাথায় ইরানী টুপি, গায়ে আঙরাখা আর পায়ে 'মোচক' বা 'মোজা' অর্থাৎ হাঁটু পর্যন্ত জুতা। কেবল মিত্র (মিথ্র, অথবা মিহির) বা সূর্যদেব যে এই সাজে ভারতে এসেছেন তা নয়, সূর্যের পুত্র, শিকারের দেবতা Raevant 'রএবন্ত' বা 'রেবন্ত'; আর তাঁর এক অনুচর পিঙ্গোল— এঁদেরও পায়ে হাঁটু পর্যন্ত জুতো। এই ইরানী মিত্র বা সূর্যের প্রভাবে উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্রই সূর্যের মূর্তিতে হাঁটু পর্যন্ত জুতো দেখানোর রীতি এসে গিয়েছিল। দেবতার খালি গা, অন্য হিন্দু দেবতার মত গায়ে প্রচুর গহনা। কিন্তু দুই পায়ে হাঁটু পর্যন্ত জুতো।...

দেবতাদের পা যে মাটিতে ঠেকে না—এই ভাবটি বোঝাবার জন্য যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপে ভারতীয় দেবতার মূর্তিতে দেখেছি—তাঁদের পায়ে জুতা আঁকা হয়। শ্যাম দেশেতেও সেই কারণে মা দুর্গার বৃষভারূঢ় মূর্তিতে পায়ে বেশ শুঁড়-ওয়ালা নাগরা জুতা।"[১]

সুতরাং সূর্য-বিগ্রহ নির্মাণে ভারতীয় ও অভারতীয় উত্তরদেশীয় সংস্কৃতির যোগসূত্র রচিত হইয়াছিল। "উত্তর ভারতীয় সূর্যবিগ্রহের হস্তস্থিত পদ্ম, কর্ণকুণ্ডল ও শিরোভূষণ প্রভৃতি ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অব্যঙ্গ, দীর্ঘগাত্রাবরণ ও উচ্চ পদাবরণ মিলিত হইয়া এতদ্দেশীয় সূর্যপূজা যে কিভাবে শকদ্বীপীয় সূর্যোপাসনার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া পড়ে তাহার পরিচয় প্রদান করে।"[২]

সূর্যোপাসনা পৃথিবীর নানা দেশেই প্রচলিত ছিল নানা নামে, নানা আকারে। বৈদিক সূর্যোপাসনা দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল কিনা বলা সম্ভব নয়। "গ্রীকদিগের Helios শব্দ 'সূর্য' শব্দের রূপান্তর মাত্র এবং গ্রীকদিগকে যে 'Hebenes' বলিত তার অর্থ সূর্যবংশীয়। লাটিনদিগের Sol ও টিউটনদিগের Toyr ও 'খোরসেদ'ও সূর্যের রূপান্তরমাত্র।"[৩]

"গ্রীকদিগের হেলিও (Helios), লাটিনদিগের সোল (Sol), টিউটনদিগের টার (Tyr), ও ইরানিগণের 'খরসেদ' প্রভৃতি সূর্যের নাম। এদেশে যেমন যজ্ঞের ভাগ গ্রহণের জন্য সূর্যের হস্ত কাটা পড়িয়াছিল, উপাখ্যান আছে, জর্মনদিগের মধ্যে সেইরূপ তাঁহাদের টার ব্যাঘ্রের মুখে হাত দিয়া হাত হারাইয়াছিলেন।"[৪]

১ রবীন্দ্রসংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ—ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৬২২-২৩

২ পঞ্চোপাসনা—পৃঃ ৩১৬ ৩ ঋগ্বেদের অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত, ১।২২।৫ ঋকের টীকা

৪ দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত ঋগ্বেদ—২য় খণ্ড, ১।৩।২২ ঋকের ব্যাখ্যা

সূর্য সম্পর্কিত এই উপাখ্যানটি ভারতবর্ষ থেকেই ইউরোপে প্রসারিত হয়েছে। তবে কি সূর্যোপাসনাও ভারতবর্ষ থেকেই অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল ?

লক্ষণীয় এই যে সূর্যপুত্র মহাভারতের বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণ সহজাত কবচ অর্থাৎ বর্ম ও কুণ্ডল বা কর্ণভূষণ নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সূর্যপুত্র কর্ণ সূর্যেরই রূপান্তর। এযুগেও ইতু, ভাদু, তুসু প্রভৃতি মেয়েলি ব্রতে এবং রাস, ঝুলন, দোল প্রভৃতি উৎসবে সূর্যপূজারই রূপান্তর লক্ষিত হয়। নবগ্রহের অন্যতম হিসাবেও সূর্য পূজিত হয়ে থাকেন। রাঢ়-বাঙ্গালার ধর্মপূজাতেও সূর্যপূজা লুক্কায়িত আছে।

মিত্র

মিত্র ও বরুণ একত্র স্তুত হয়েছেন। গুণকর্মের দিক থেকে উভয়ের সাদৃশ্য গভীর। সুতরাং মিত্র ও বরুণ একই দেবতার দুটি পৃথক্ রূপ, তাতে আর সন্দেহ কি? মিত্র ও বরুণের মধ্যে যে গুণগত পার্থক্য, সে পার্থক্যটি কি? তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হয়েছে মিত্রাবরুণ দিবা ও রাত্রি—"অহোরাত্রে বৈ মিত্রাবরুণো।"[১] এই শ্রুতিবাক্য অনুসারে সায়নাচার্য মিত্রকে দিনের দেবতা ও বরুণকে রাত্রির দেবতা বলে গ্রহণ করেছেন,—"মিত্র অহরভিমানী দেবঃ।" কিন্তু ঋগ্বেদে মিত্র ও বরুণের 'মিত্রাবরুণ' রূপে যে সাজুয্য ও সামীপ্য, তাতেও মিত্র ও বরুণকে দুই বিপরীত অবস্থার দেবতা বলে কল্পনাও করা যায় না। মিত্র সূর্যেরই এক নাম। অগ্রহায়ণ মাসে সূর্যের নাম মিত্র। সকল জীবকে মরণ থেকে রক্ষা করেন বলে (হৈমন্তিক ফসল প্রদানের দ্বারা) সর্বজনের মিত্রত্বহেতু তিনি মিত্র। আচার্য যোগেশচন্দ্রের মতে মিত্র "গ্রীষ্ম ঋতুর আদিত্য এবং বরুণ গ্রীষ্মের পর বর্ষা ঋতুর আদিত্য।"[২] যোগেশচন্দ্র বলেছেন, "মিত্র কৃষকের মিত্র।"[৩] কিন্তু কৃষকের যিনি মিত্র তাঁর ক্রিয়া গ্রীষ্মে নয়, বর্ষায় অথবা হেমন্তে—শস্য বপন অথবা পক্বশস্য কর্তনের কালে। সূর্যরূপী মিত্র হেমন্তে সর্বজনের মিত্ররূপে অবিভূর্ত। ফসল ঘরে ওঠার কাল হেমন্ত। তাই এখনও বাঙ্গালার পল্লীতে অগ্রহায়ণ মাসে মিত্রপূজা বা ইতুপূজার ব্যাপকতা ঘরে ঘরে। কর্দমপূর্ণ একটি পাত্রে (গামলা বা মালসায়) শস্যচারা রোপণ করে ইতুপূজা হয়। পক্বশস্য প্রদানের দ্বারা সর্বজনের মিত্রত্ব অর্জনের জন্যই সূর্য এই সময়ে মিত্র নামে পূজিত হচ্ছেন। ম্যাক্‌ডোনেল মিত্রকে সূর্য বলেই গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "The somewhat scanty evidence of the Veda showing that Mitra is a Solar deity is corroborated by the Avesta and Persian religion in general. Hence Mithra is undoubtedly a sun-god or a god of light specially connected with the Sun."[৪]

ঋগ্বেদে মিত্রই অগ্নি, সূর্য ও ইন্দ্রের গুণসম্পন্ন। তৃতীয় মণ্ডলের ৫৯ সূক্তে মিত্রকে আদিত্যের সঙ্গে অভিন্নরূপে স্তুতি করা হয়েছে:

---

১ তৈঃ সং—২।৪।১০।১

২ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—পৃঃ ৯৩

৩ তদেব—পৃঃ ৯৪

৪ Vedic Index—page 39

প্র স মিত্র মর্তো অস্তু প্রযস্বান্যস্ত আদিত্য শিক্ষতি ব্রতেন।[৫]

—হে আদিত্য মিত্র! যে মনুষ্য ব্রতানুসারে তোমাকে হব্য প্রদান করে, সে অন্নবান্ হউক।[৬]

আদিত্যস্য ব্রতমুপক্ষিয়ংতো বয়ং মিত্রস্য সুমতৌ স্যাম।[৭]

—সর্বত্রগামী আদিত্যের ব্রতের নিকট অবস্থিতি করিতেছি। মিত্র যেন আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন।[৮]

ইন্দ্র-বরুণের মত মিত্রও রাজা—তিনি সর্বস্রষ্টা বিধাতা।

অয়ং মিত্রো নমস্যঃ সুশেবো রাজা সুক্ষত্রো অজনিষ্ট বেধাঃ।[৯]

—এই মিত্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, ইনি নমস্কারযোগ্য সুন্দর মুখবিশিষ্ট রাজা ও অত্যন্ত বলবিশিষ্ট এবং সকলের বিধাতা।[১০]

মহাঁ আদিত্যো নমসোপসদ্যো যাতযজ্জনো গৃণতে সুশেবঃ।

তস্মা এতৎ পণ্যতমায় জুষ্টমগ্নৌ মিত্রায় হবিরাজুহোত।[১১]

—আদিত্য মহান্, তিনি সকল লোকের প্রবর্তক, নমস্কার দ্বারা তাঁহার উপাসনা করা উচিত। তিনি স্তুতিকারীর প্রতি প্রসন্নমুখ। স্তুতিযোগ্য মিত্রের প্রীতিকর এই হব্য অগ্নিতে অর্পণ কর।[১২]

অভি যো মহিনা দিবং মিত্রো বভুব স প্রথাঃ।

অভি শ্রবোভিঃ পৃথিবীম্॥[১৩]

—যে মিত্র নিজের মহিমায় দ্যুলোক অভিভূত করিয়াছেন, তিনি কীর্তিযুক্ত হইয়া পৃথিবীকে প্রচুর অন্নবিশিষ্ট করিয়াছেন।[১৪]

নিরুক্তকার বলেছেন যে মিত্র, বরুণ, অর্যমা, দক্ষ, ভগ এবং অংশ—এই ছয় দেবতাই আদিত্যরূপী।

"এবমন্যাসামপি দেবানামাদিত্যপ্রবাদাঃ স্তুতয়ো ভবন্তি।"[১৫]

—এইরূপে অন্যান্য দেবতাদেরও আদিত্য নামে স্তুতি করা হয়।

"তদ্ যথৈতন্মিত্রস্য বরুণস্যার্যম্ণো দক্ষস্য ভগস্যাংশস্যেতি।"[১৬]

—যেমন এই সমস্ত স্থলে মিত্র, বরুণ, অর্যমা, দক্ষ, ভগ ও অংশ আদিত্য নামে অভিহিত।

---

৫ ঋগ্বেদ—৩।৫৯।২ ৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৭ ঋগ্বেদ—৩।৫৯।৩
৮ অনুবাদ—তদেব ৯ ঋগ্বেদ—৩।৫৯।৪ ১০ অনুবাদ—তদেব
১১ ঋগ্বেদ—৩।৫৯।৫ ১২ অনুবাদ—তদেব ১৩ ঋগ্বেদ—৩।৫৯।৭
১৪ অনুবাদ—তদেব ১৫ নিরুক্ত—২।১৩।৪ ১৬ তদেব

ঋগ্বেদের ২।২৭।১ মন্ত্রে এই ছয়জনই আদিত্য নামে উল্লিখিত হয়েছেন। পূর্বোদ্ধৃত ৩।৫৯ সূক্তে যে মিত্র একাকী আদিত্যরূপে স্তুত হয়েছেন, নিরুক্তকার যাস্ক তা স্বীকার করেছেন: 'অথাপি মিত্রস্যৈকস্য প্র স মিত্র মর্তো অস্তু প্রযস্বান্। যস্ত আদিত্য ব্রতেনেত্যপি নিগমো ভবতি।"[১৭] —একাকী মিত্রেরও আদিত্য নামে স্তুতি আছে। প্র স মিত্রঃ ··· ইত্যাদি বেদবাক্যেও প্রমাণ আছে। "এই স্থলে অপি শব্দের দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, অন্যান্য বৈদিক মন্ত্রেও আদিত্য নামে মিত্রের স্তুতি আছে।"[১৮]

মিত্র বৃষ্টিরও দেবতা। এ বিষয়ে তিনি ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য, প্রভৃতির সঙ্গে সমানধর্মা। ঋগ্বেদ বলেছেন,

মিত্রো জনান্ যাতয়তি ব্রুবানো মিত্রো দাধার পৃথিবীমুত দ্যাম্।
মিত্রঃ কৃষ্টীরনিমিষাভিচষ্টে মিত্রায় হব্যং ঘৃতবজ্জুহোত॥[১৯]

—মিত্র মেঘগর্জনের দ্বারা বর্ষণ সূচনা করিয়া কৃষকগণকে কৃষিকার্যে প্রবর্তিত বা প্রযত্নবান্ করেন; মিত্র পৃথিবী ধারণ করেন বৃষ্টি প্রদানের দ্বারা অন্ন সম্পাদন করিয়া এবং দ্যুলোক ধারণ করেন শস্যসম্পৎশালিনী পৃথিবীতে যজ্ঞানুষ্ঠান প্রোৎসাহিত করিয়া। মিত্র লোকসমূহের দিকে অনিমেষ দৃষ্টিপাত করিতেছেন তাহাদের উপকার বিধানের নিমিত্ত; ঈদৃশ মিত্রের প্রতি ঘৃতবিশিষ্ট হব্য প্রদান কর।[২০]

মিত্র শব্দের অর্থ প্রসংগে যাস্ক লিখেছেন, "মিত্রঃ প্রমীতে স্ত্রায়তে।"[২১]—মিত্র=প্রমীতি+ত্রৈ+ক, প্রমীতি শব্দের স্থানে মিৎ আদেশ। মিত্র প্রমীতি অর্থাৎ মরণ হইতে সর্বলোকের ত্রাণ করেন বর্ষণের দ্বারা।"[২২]

মিত্র শব্দের অর্থান্তর প্রসংগে যাস্ক বলেছেন, "সম্মিন্বানো দ্রবতীতি বা।"[২৩] "মিত্র জলপ্রক্ষেপণ অর্থাৎ জলবর্ষণ করিয়া অন্তরীক্ষলোকে গমন করেন।[২৪]

মিত্র শব্দের যাস্ককৃত অর্থান্তর: "মেদয়তের্বা"[২৫]

—"মিদ্ ধাতু স্নেহনার্থক; মিত্র সর্ববস্তু জলের দ্বারা স্নিগ্ধ করেন।"

অতএব যাস্কের ব্যাখ্যানুসারে মিত্র জলবর্ষণকারী দেবতা। সুতরাং জলের

---

১৭ নিরুক্ত—২।১৩।৬ ১৮ অমরেশ্বর ঠাকুর, নিরুক্ত (ক. বি.) পৃঃ ২৬৩
১৯ ঋগ্বেদ—৩।৫৯।১ ২০ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ২১ নিরুক্ত—১০।২১।৭
২২ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ২৩ নিরুক্ত—১০।২১।৮ ২৪ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর
২৫ নিরুক্ত—১০।২১।৯ ২৬ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর

কর্তা সূর্য। আর এইজন্য বরুণের সঙ্গে মিত্রের ঘনিষ্ঠতা। মিত্র ও বরুণের একস্থানস্থ থেকে প্রতীয়মান হয় যে বরুণ বর্ষার আদিত্য যিনি আকাশ মেঘে আবৃত করেন, আর মিত্র হেমন্তে শস্য পরিপুষ্ট করে মরণ থেকে সর্বলোককে ত্রাণ করেন। ইন্দ্র মেঘ ভেদ করে বৃষ্টি দান করেন।

মিত্র উপাসনা ভারতের বাহিরে ইরানে, ইউরোপে ও রোমে প্রসারিত হয়েছিল এবং রোমে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। "The God Mitra of the Vedic Aryans was the same as Mithra of the Iranians and Medus of Lydians. The worship of Mitra prevailed down to the 4th century in the Roman Empire."[২৭]

২৭ Rgvedic culture—page 94

পূষা

একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত পূষণ্ সম্পর্কে লিখেছেন, "The Aryans, while they were nomads, worshipped Pushan, the god of travellers who protected them from highway men and prevented their cattle from straying."[১]

একশ্রেণীর পাশ্চাত্যপণ্ডিত মনে করেন যে, আর্যগণ ভারতে আসার সময়ে যাযাবর জাতি ছিলেন। পরে তাঁরা কৃষিভিত্তিক সভ্যতা গ্রহণ করেন। এরূপ অনুমানের সপক্ষে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ ঋগ্বেদে নেই। যাযাবর আর্যগণ ভারতবর্ষের বহিঃস্থিত কোন প্রদেশ থেকে ভারতে এসেছিলেন, এ তত্ত্ব অনুমান মাত্র। সুতরাং যাযাবর আর্যদের দেবতা পূষা—এ মতও যুক্তিগ্রাহ্য নয়। পূষাকে যাযাবর জাতির দেবতা বলার একমাত্র কারণ—ঋগ্বেদে তাঁকে পথবেত্তা ও ছাগবাহন বলা হয়েছে। ৬।৪৯।৮ এবং ৬।৫৩।১ ঋকে পূষা "পথস্পথঃ" অর্থাৎ পথের অধিপতি। তিনি পথের বিপদও দূর করেন।

সং পূষন্নধ্বনস্তির ব্যংহো বিমুচো নপাৎ।
সক্ষা দেব প্রণস্পুরঃ ॥
যো নঃ পূষন্নঘো বৃকো দুঃশেব আদিদেশতি।
অপস্ম তং পথো জহি ॥
অপ তং পরিপংথিনং মুষীবাণং হুরশিতং।
দূরমধি স্রুতেরজ ॥[২]

—হে পূষা! পথ পার করাইয়া দাও, (বিঘ্নহেতু) পাপ বিনাশ কর, হে মেঘপুত্র দেব! আমাদিগের অগ্রে যাও।

হে পূষা! আঘাতকারী, অপহরণকারী ও দুষ্টাচারী যে কেহ আমাদিগকে বিপরীত পথ দেখাইয়া দেয়, তাহাকে পথ হইতে দূর করিয়া দাও।

সেই মার্গ প্রতিবন্ধক, তস্কর কুটিলাচারীকে পথ হইতে দূরে তাড়াইয়া দাও।

পূষার বাহন ছাগ:

---

১ Epics, Myths & legends of India—P. Thomas, page 53

২ ঋগ্বেদ—১।৪২।১—৩

৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

রায়ো ধারাস্যাঘৃণে বসো রাশিরজাশ্ব।
ধীবতো ধীবতঃ সখা॥
পূষণং ন্বজাশ্বমুপ স্তোষামবাজিনং।
স্বসুর্যো জার উচ্যতে॥

—হে দীপ্তিশালী পূষা! তুমি ধনপ্রবাহস্বরূপ! তুমি ধনরাশিস্বরূপ এবং ছাগই তোমার অশ্বের কার্য নির্বাহ করে। তুমি প্রত্যেক স্তবকারীর মিত্রভূত।

অদ্য আমরা ছাগবাহন, অন্নসম্পন্ন সেই পূষার স্তব করিতেছি। যাঁহাকে লোকে তাহার ভগিনী (অর্থাৎ উষার) জার বলিয়া থাকে।[৫]

অজাশ্বঃ পশুপা রাজপস্ত্যো ধিয়ং জিম্বো ভুবনে বিশ্বে অর্পিতঃ।
অষ্ট্রাং পূষা শিথিরামুদ্বরী বৃজৎ সংচক্ষানো ভুবনা দেব ঈয়তে॥[৬]

—যিনি ছাগবাহন ও পশুপালক, যাঁহার গৃহ অন্নপূর্ণ, যিনি স্তোতৃবর্গের প্রীতিপদ অখিল ভুবনের উপর স্থাপিত সেই দেব পূষা (সূর্যরূপে) ভূতজাতকে প্রকাশিত করিয়া নিজহস্তে প্রতোদ উত্তোলন করিয়া নভোমণ্ডলে গমন করিতেছেন।[৭]

আর একটি ঋকে[৮] পূষণ্‌কে অজাশ্ব বলে সম্বোধন করা হয়েছে। সায়নের মতে অজাশ্ব শব্দের অর্থ—অজই যাঁর অশ্ব।

পূষা পশুদেরও রক্ষক—পশুপালক। তাঁর কৃপায় অপহৃত গবাদি পশু পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া সম্ভব হয়।

পরিপূষা পরস্তাদ্ধস্তং দধাতু দক্ষিণম্‌।
পুনর্ণো নষ্টমাজতু॥[৯]

—পূষা যেন রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমাদিগের ধেনুবৃন্দের অনুসরণ করেন; তিনি যেন আমাদিগের অশ্বগণকে রক্ষা করেন; তিনি যেন আমাদিগকে অন্ন প্রদান করেন।[১০]

মনে হয়, পূষা ছিলেন আর্যদের পশুরক্ষাকারী দেবতা এবং পথের অধিপতি অর্থাৎ পথকে সুগম ও বিঘ্নমুক্তকরার কর্তা। পূষা কেবল মানুষ ও গবাদি পশুকে পথ দেখান না, তিনি সূর্যেরও পথপ্রদর্শক,—তিনি সূর্যের হিরণ্ময় চক্র পরিচালিত করেন।

---

৪ ঋগ্বেদ—৬।৫৫।৩-৪ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৬ ঋগ্বেদ—৬।৫৮।২
৭ অনুবাদ—তদেব ৮ ঋগ্বেদ—৬।১৩৮।৪ ৯ ঋগ্বেদ—৬।৫৪।১০ ১০ অনুবাদ—তদেব

উতাদঃ পরুতে গবি সূরশ্চক্রং হিরণ্যয়ং
ন্যৈরথত্রথীতমঃ ॥[১১]

—চালক রথিশ্রেষ্ঠ পূষা দীপ্তিমান, সূর্যের হিরণ্ময় রথচক্র নিয়ত পরিচালিত করিতেছেন।[১২]

পূষার চক্র অজর অক্ষয় এবং ক্লান্তিহীন বিরামহীন,—

পুষ্ণশ্চক্রং ন রিষ্যতি ন কোশোঽবপদ্যতে
নো অস্য ব্যথতে পবিঃ ॥[১৩]

—পূষার আয়ুধভূত চক্র বিনষ্ট হয় না। এই চক্রের কোশ হীন হয় না এবং ইহার ধারা কুণ্ঠিত হয় না।[১৪]

রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন, চক্র পূষার আয়ুধ অর্থাৎ অস্ত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই চক্র সূর্যমণ্ডল ভিন্ন আর কিছুই নয়।

পূষার দুই রূপ — দিবা ও রাত্রি। পূষা সূর্যের মত জগৎ প্রকাশক।

শুক্রং তে অন্যদ্যজতং তে অন্যদ্বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি।
বিশ্বা হি মায়া অসি স্বধাবো ভদ্রা তে পূষন্নিহ রাতিরস্তু ॥[১৫]

— হে পূষা! তোমার একরূপ (দিবা) ও অন্যরূপ (রাত্রি) কেবল যজনীয়। এইরূপে দিবা ও রাত্রির রূপ বিভিন্নপ্রকার। তুমি সূর্যের ন্যায় প্রকাশক, কারণ তুমি অন্নদাতা ও সর্বপ্রকার জ্ঞান ধারণ কর, সম্প্রতি ত্বদীয় কল্যাণকর দান প্রকাশিত হউক।[১৬]

এই বর্ণনা থেকে পূষা যে সূর্যই তাতে সন্দেহ থাকে না। পরবর্তীকালে পূষা সূর্য অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। একটি মন্ত্রে[১৭] আছে যে পূষার হিরণ্ময় নৌকা অন্তরীক্ষে (সমুদ্রে) সঞ্চরণ করে,—পূষা সূর্যের দৌত্য করেন। একটি মন্ত্রে তিনি মাতার পতি এবং ভগিনীর জার—মাতুর্দিধিষুমব্রবং স্বসুর্জারঃ শৃণোতুনঃ।[১৮]
—(রাত্রিরূপ) মাতার পতি দেব পূষার স্তব করিতেছি। তাঁর ভগিনীর জার (পূষা) আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণ করুন।[১৯]

পূর্বোদ্ধৃত ঋকটিতে (৬।৫৫।৪) পূষা ভগিনীর জাররূপে উল্লিখিত। এরূপ বিরুদ্ধ সম্পর্ক বেদে রূপক হিসাবে প্রায়শঃই কথিত হয়েছে বিভিন্ন দেবতা সম্পর্কে —

---

১১ ঋগ্বেদ—৬।৫৬।৩ ১২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ১৩ ঋগ্বেদ—৬।৫৪।৩
১৪ অনুবাদ—তদেব ১৫ ঋগ্বেদ—৬।৫৮।১ ১৬ অনুবাদ—তদেব
১৭ ঋগ্বেদ—৬।৫৮।৩ ১৮ ঐ ৬।৫৫।৫ ১৯ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

বিশেষভাবে অগ্নি ও সূর্য সম্পর্কে। রমেশচন্দ্রের মতে পূষার মাতা রাত্রি ও ভগিনী উষা। রাত্রির গর্ভে পূষা বা সূর্যের এবং উষার জন্ম হয়। অথচ রাত্রির কর্তা বা পতি সূর্যই, উষার জার অর্থাৎ ক্ষয়কর্তা অথবা প্রণয়ীও সূর্য। সুতরাং আপাতঃ বিরোধ থাকা সত্ত্বেও এই মন্তব্যে বিরোধ নেই। একটি ঋকে সূর্যকে উষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

সূর্যো দেবীমুষসং রোচমানাং মর্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ।[১৯ক]

—পুরুষ যেমন সুন্দরী নারীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে, সূর্যও তেমনি দীপ্তিময়ী উষার পশ্চাতে আগমন করেন।

একটি ঋকে[২০] উষা সূর্যের পত্নী। এই উষাকে অগ্নি জন্ম দিয়েছেন,—"জনয়ন্নোষাং বৃহতঃ পিতুর্জাং।"[২১] —অগ্নি বৃহৎপিতার (অর্থাৎ সূর্যের) পত্নী উষাকে সৃষ্টি করেছিলেন।

অপর একটি ঋকে অগ্নি উষার জার অর্থাৎ অবৈধ প্রণয়ী : স্বসারং জারো অভ্যেতি পশ্চাৎ।[২২] অগ্নি ভগিনী (উষার) পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসছেন।

এখানে অগ্নি এবং সূর্য একাত্ম। অগ্নি, পূষা এবং সূর্যের আচরণ একই প্রকার। কারণ তিনজনেই এক বা একের ভিন্ন প্রকাশ।

পূষার দুই রূপ : একরূপ লোহিতবর্ণ, অপররূপ শুক্লবর্ণ—"শুক্রং ত অন্যজতং তে অন্যদ্।" —পূষার দুইরূপ : একরূপ লোহিতবর্ণমণ্ডল, অন্যরূপ যজ্ঞাই মণ্ডলাধিষ্ঠায়ক দেবতা।[২৪]

যাস্ক ঋকটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, "শুক্রং তে অন্যল্লোহিতং তে অন্যৎ যজতং তে অন্যৎ যজ্ঞিয়ং তে অন্যৎ।"[২৫] —তোমার একরূপ শুভ্র, একরূপ লোহিত ও অন্য একরূপ যজ্ঞাধিষ্ঠাতা।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় পূষা শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "পূষ্ ধাতু পোষণ হইতে পূষা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তিনি পক্বশস্য দ্বারা মানুষকে পোষণ করেন।"[২৬] পূষন্ অর্থে পোষণকারী। জগতের পোষণকর্তা কে? সূর্য। শস্যের স্রষ্টাও তিনি। আবার তাপ, বৃষ্টি এবং আলোক দ্বারা জগৎ পোষণ করেন সূর্যই। রমেশচন্দ্র লিখেছেন, "গোরক্ষকগণ সূর্যকে যে প্রকৃতিতে অবলোকন করিত,

---

১৯ক ঋগ্বেদ—১।১১৫।২ ২০ ঋগ্বেদ—১০।৩।২ ২১ ঋগ্বেদ
২২ ঋগ্বেদ—১০।৩।৩ ২৩ ঐ ৬।৫৮।১ ২৪ অমরেশ্বর ঠাকুর
২৫ নিরুক্ত—১২।১৭।২ ২৬ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল, পৃঃ—৯৩

সেই প্রকৃতির সূর্যই পূষা।... তিনি পথ নির্দেশ করেন, গো সকল উদ্ধার করেন, নষ্টপশু উদ্ধার করেন, পশুগণকে সৎপথে লইয়া যান ইত্যাদি।"[২৭]

পূষণ্ পথের নির্দেশক কিভাবে হয়েছেন, এ সম্পর্কে অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল লিখেছেন, "The path of the sun, which leads from earth to heaven, the abode of the gods and the pious dead, might account for a solar deity being both a conductor of departed souls (like Savitri) and a guardian of paths in general.....

Thus the conception which seems to underlie the character of Pūsan, is the beneficent power of the sun, manifested chiefly as a pastoral deity."[২৮]

যাস্কের মতে পূষা সূর্য ব্যতিরিক্ত অপর কিছু হতে পারে না,—"সর্বেষাং ভূতানাং গোপয়িতা আদিত্যঃ। অথ যদ্রশ্মিপোষং পুষ্যতি তৎ পূষা ভবতি।"[২৯] —সকল প্রাণীর রক্ষাকর্তা আদিত্যই পূষা। যেহেতু রশ্মি দ্বারা তিনি পোষণ করেন, সেইহেতু তিনি পূষা। পণ্ডিত Wilson-এর মতেও পূষা সূর্যের একটি নাম—"Pusan is usually a synonym of the Sun."

Maxmular মনে করেন যে পূষা পশুপালকদের উপাস্য সূর্য—"The sun, as viewed by shepherds." পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমীর মতে "যে পর্যন্ত সূর্যের তেজ অত্যুগ্র না হয়, তাবৎ তাদৃশ অল্পতেজা সূর্যকে পূষা কহে।" "বেদার্থ-রত্নও বলেন পূষা সূর্যপ্রকাশরূপ দেব, তজ্জন্যই তাঁহাকে মেঘের পুত্র বলা হইয়াছে। কেননা, সূর্যপ্রকাশ মেঘ হইতে বাহির হয়।"[৩০]

বৃহদ্দেবতায় আছে :

পুষ্যন্ ক্ষিতিং পোষয়তি প্রণোদন্ রশ্মিভিস্তমঃ।
তেনৈনমস্তৌৎ পূষেতি ভরদ্বাজস্তু পঞ্চভিঃ॥[৩১]

—রশ্মিদ্বারা অন্ধকার বিদূরিত করে পূষা পৃথিবীকে পোষণ করে থাকেন। সেইজন্য ভরদ্বাজ পঞ্চসূক্তের দ্বারা তাঁর স্তব করেছিলেন।

উপনিষদে পূষা সূর্যই—যে সূর্য পরমাত্মা বা ব্রহ্মস্বরূপ। উপনিষদের ঋষি পূষার কাছে প্রার্থনা করেছেন, সূর্যের জ্যোতির্ময় আবরণ সরিয়ে দিয়ে সত্যস্বরূপ প্রকাশ করতে।

---

২৭ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ২য়—৬।৫৪।১ ঋকের টীকা। ২৮ Vedic Mythology—page 37
২৯ নিরুক্ত—১২।১৬।৬ ৩০ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম, পৃঃ ১০২; ১।৪২।১ ঋকের টীকা
৩১ বৃহদ্দেবতা—২।৬৩

হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্‌।
তৎ ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥[৩২]

—হে পূষণ্‌ (জগৎ পোষক), জ্যোতির্ময় পাত্র (সূর্যমণ্ডল) দ্বারা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধির দ্বার আবৃত হইয়া আছে, তুমি তাহা অপনীত কর, সত্যধর্ম-পরায়ণ আমি উহা দর্শন করি।[৩৩]

যিনি সূর্য, তিনিই পূষণ্‌, তিনিই যম,—প্রজাপতি-তনয়। সেই পূষণের কাছে ঋষির প্রার্থনা :

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য
ব্যূহ রশ্মীন্‌ সমূহ তেজঃ।
যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥[৩৪]

—হে পূষণ্‌! একাকী বিচরণশীল! যম! প্রজাপতিসম্ভূত! তোমার তীব্র তেজ সংহরণ কর, তোমার যে কল্যাণতমরূপ তা আমরা দর্শন করি। তোমার মধ্যস্থিত যে পুরুষ, আমিই সেই পুরুষ।

আচার্য শংকর পূষণ্‌ শব্দের অর্থে বলেছেন, "জগতঃ পোষণাৎ পূষা রবিঃ।" জগতের পোষণকার্যের জন্য সূর্যই পূষা। তাঁর মতে সকলের নিয়ন্তা বলেই পূষা যম—"সর্বস্য সংযমনাদ্‌ যমঃ"; রশ্মি, প্রাণ এবং রসগ্রহণহেতু পূষা সূর্য—"রশ্মীনাং প্রাণানাং রসানাং চ স্বীকরণাৎ সূর্য।"[৩৫]

পূষাকে পশুপালক যাযাবরের দেবতা বললে পূষার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করা যাবে না। পূষা সূর্যেরই একটি রূপ অথবা একটি নাম। তাঁকে যেমন পশুপালক আর্যরা পশুরক্ষার জন্য ও পথ বিপন্মুক্ত করার জন্য উপাসনা করেছেন, তেমনি ব্রহ্মবাদী ঋষিরাও তাঁর মধ্যে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। আধুনিক কালের ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথও উপনিষদের ঋষির মতই পূষার মধ্যে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করেছেন,—

আমি প্রতিদিন উদয় দিগ্বলয় থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মিচ্ছটায়
প্রসারিত ক'রে দিই আমার জাগরণ

---

৩২ ঈশোপনিষৎ—১৫
৩৩ অনুবাদ—দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ
৩৪ ঐ ১৬
৩৫ ঈশোপনিষৎ ভাষ্য

বলি হে সবিতা
সরিয়ে দাও আমার এই দেহ, এই আচ্ছাদন—
তোমার তেজোময় অঙ্গের সূক্ষ্ম অগ্নিকণায়
রচিত যে আমার দেহের অণু পরমাণু,
তারো অলক্ষ্য অন্তরে আছে তোমার কল্যাণতম রূপ।
তাই প্রকাশিত হোক আমার নিরাবিল দৃষ্টিতে।[৩৬]

---

৩৬ প্রান্তিক ১২

অজ একপাদ

ঋগ্বেদে অজ একপাদ নামে এক দেবতার উল্লেখ পাই। পরবর্তীকালে এই দেবতাটির উল্লেখ কোথাও কোথাও থাকলেও এঁর পূজা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ঋগ্বেদের ঋষি এই দেবতার কাছে প্রার্থনা করেছেন,—'অজ একপাদ আমাদের শান্তিপদ হোন'—'শং নো অজ একপাদ্দেবো অস্তু।'

নিঘণ্টুতে (৫।৬) দ্যুলোকস্থ দেবতাগণের নামের সঙ্গে অজ একপাদ দেবতার উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ অনুসারে পূর্বদিগন্তে উদিত সূর্যই অজ একপাদ (৩।১।২।৮)। নিরুক্তকার যাস্ক শব্দটির অর্থ করতে দিয়ে লিখেছেন, "অজ একপাদজন একঃ পাদঃ। একেন পাদেন পাতীতি বা। একোঽস্য পাদ ইতি বা।"[1]

নিরুক্তকারের প্রথম অর্থঃ অজ একপাদ অর্থে অজন একপাদ। অজন শব্দের অর্থ চলনশীল আদিত্য। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ অনুসারে ব্রহ্মের চার পাদ—এক পাদ অগ্নি, একপাদ বায়ু, একপাদ আদিত্য, একপাদ দিক্‌সমূহ।[2] চলমান অগ্নি, আদিত্য অথবা বায়ু অজ একপাদ রূপে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। কিন্তু সূর্যের একপাদ প্রসিদ্ধ। সূর্যের একপাদ একটি বৎসর। এক পদের দ্বারা তিনি সঞ্চরণ করেন।

নিরুক্তকারকৃত দ্বিতীয় অর্থঃ যিনি এক পাদের দ্বারা রক্ষা করেন। সূর্য এক অংশে বিশ্বভুবনে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে বিশ্বভুবন রক্ষা করেন। পাদ অর্থে অংশও প্রচলিত।

নিরুক্তকারকৃত তৃতীয় অর্থঃ যিনি একপাদের দ্বারা পান করেন। সূর্য এক পাদে বা এক অংশে বিশ্বের রস পান করেন।

চতুর্থ অর্থঃ যাঁর একটি পাদ আছে। ব্রহ্মস্বরূপ একটি পা। অর্থাৎ তিনি অংশরহিত—পূর্ণস্বরূপ।

অথর্ববেদে ব্রহ্মস্বরূপ সূর্যের একপাদের কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে; যাস্কাচার্যও মন্ত্রটি উদ্ধৃত করেছেন—

---

১ নিরুক্ত—১২।২৯।৩ ২ ছাঃ—৩।১৮।২

একং পাদং নোৎখিদতি সলিলাদ্ধংস উচ্চরন্।
স চেত্তমুদ্ধরেদঙ্গ ন মৃত্যুর্নামৃতং ভবেৎ ॥[৩]

—গমনশীল (উদয়শীল) আদিত্য (ব্রহ্ম) জগৎ থেকে তাঁর একটি পা তুলে নেন না; যদি নেন, তবে জগতে মৃত্যু বা অমৃত্যু কিছুই থাকবে না।

সূর্যের একটি পা তুলে নেওয়ার অর্থই জগতের অনিবার্য মৃত্যু। তখন জগৎ একেবারে অন্ধকারের অতলে তলিয়ে যাবে। ঋষিদের কল্পনায় আকাশও সমুদ্র। আকাশ সমুদ্রের জলে হংস বা সূর্য এক পায়ে বিচরণ করেন। একপাদ একবৎসর হলেই অর্থ সুসঙ্গত হয়।

নিরুক্তকারের বক্তব্যের টীকা করতে গিয়ে দুর্গাচার্য অজ একপাদ অর্থে সূর্যকেই বুঝিয়েছেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের (৩।১।২।৮) মন্ত্রের ভাষ্যে অজ একপাদ অগ্নিরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছেন। মহাভারতে অজ একপাদ একাদশরুদ্রের অন্যতম রূপে উল্লিখিত হয়েছেন।

অজ শব্দ অঞ্জন, অর্থাৎ গতিশীল অর্থে প্রযুক্ত হতে পারে, আবার অজ 'জন্মরহিত' অর্থেও প্রযুক্ত হতে পারে; প্রকৃত জন্মরহিত বলতে হলে সূর্যকেই বলা উচিত। ফলকথা, অজ একপাদ সূর্যেরই এক নাম।

অজ শব্দের আর এক অর্থ ছাগ। সূর্যের মূর্ত্যন্তর পূষার বাহন ছাগ কেন, তিনি কেন অজাশ্ব তার উত্তর এখান থেকে পাওয়া যেতে পারে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও এ বিষয়ে আলোকপাতের চেষ্টা করেছেন। Bloomfield এবং Victor Henry অজ একপাদকে সূর্যরূপেই গ্রহণ করেছেন। Hardy মনে করেন, ইনি চন্দ্র। ম্যাক্‌ডোনেলের অনুমান ইনি বিদ্যুৎ। ম্যাক্‌ডোনেল লিখেছেন, "If another conjecture may be added, the name meaning one footed god was originally a figurative designation of lightning the goat alluding to its agile swiftness in the cloud-mountains, and the one foot to the single treak which strikes the earth"[৪]

অগ্নি, সূর্য, বিদ্যুৎ যাই বলি অজ একপাদ সূর্যাগ্নিরই আর একটি কবিকল্পিত নাম। মহাভারতে একাধিক স্থানে অজৈকপাদ এবং অহির্বুধ্ন্য রুদ্রের নাম। এই দুই দেবতা অষ্টবসুরও অন্যতম।[৬]

---

৩ অথর্ব—১১।৪।২১ ৪ Vedic Mythology—page 74

৫ আদিপর্ব—৬৬।৩৫, ১।৬৪ অনুশাসন পর্ব—১৫০।১৭-১৮ ৬ শান্তিপর্ব—২০৮।২০

অদিতি ও আদিত্য

আদিত্য অদিতির পুত্র। কেবল আদিত্য নন—সকল দেবতারই তিনি জননী। কোন কোন ঋকে তিনি মিত্র ও বরুণের জননী।

তা মাতা বিশ্ববেদসা সুর্যায় প্রমহসা।
মহী জজনাদিতিঋর্তাবরী।[১]

—মহতী সত্যবতী অদিতি, সর্বধনবিশিষ্ট ও তেজস্বী, সেই মিত্র ও বরুণকে অসূর্য তেজের জন্য উৎপাদন করিয়াছেন।[২]

"বিশ্বস্মানো অদিতিঃ পাত্বংহসো মাতা মিত্রস্য বরুণস্য রেবতঃ।"[৩]

—ধনশালী মিত্র ও বরুণের জননী অদিতি দেবী তাবৎ পাপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।[৪]

"যুবোর্হি মাতাদিতির্বিচেতসা।"[৫]

—হে বিশিষ্টজ্ঞান সম্পন্নমিত্র ও বরুণ অদিতি তোমাদের মাতা।[৬]

মিত্র-বরুণ ছাড়া অর্যমারও জননী অদিতি, তিনি সুখদাত্রী।

অদিতির্ন উরুষ্যত্বদিতিঃ শর্মযচ্ছতু।
মাতা মিত্রস্য রেবততোঽর্যম্ণো বরুণস্য চানেহসঃ···॥[৭]

—অদিতি আমাদিগকে রক্ষা করুন, অদিতি আমাদিগকে সুখ প্রদান করুন। তিনি মিত্র, বরুণ ও অর্যমার মাতা।[৮]

দেবজননী অদিতি বিশ্বজগতের জননী—তিনিই অগ্নি বা সূর্যের মতই বিশ্বব্যাপিনী :

অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা
স পিতা স পুত্রঃ।
বিশ্বেদেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা
অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্ ॥[৯]

---

১ ঋগ্বেদ—৮।২৫।৩ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১০।৩৬।৩
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—১০।১৩২।৬ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ঋগ্বেদ—৮।৪৭।৯ ৮ অনুবাদ—তদেব ৯ ঋগ্বেদ—১।৮৯।১০ ; শুক্ল যজুঃ—২৫।২৩

অদিতি দ্যুলোক, অদিতি স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষ। তিনিই মাতা (জগতের জননী), তিনিই (জগতের) পিতা, তিনিই পুত্র। সকল দেবতাই অদিতি, তিনিই পঞ্চজন (নিষাদ্ ও চারিবর্ণ, অথবা গন্ধর্বগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, অসুরগণ ও রক্ষোগণ -- সায়ন)।

এখানে সায়নাচার্য অদিতি শব্দের অর্থ করেছেন— অখণ্ড পৃথিবী বা দেবমাতা —"অদিতিরখণ্ডনীয়া বা পৃথিবী দেবমাতা বা।"

ঋগ্বেদের অপর একটি ঋকে আছে :

যথা নো অদিতিঃ করৎ পশ্বে নৃভ্যো যথা গবে
যথা তোকায় রুদ্রিয়ম্ ॥[১০]

—অদিতি আমাদের মহিষাদি পশু, ভৃত্যাদি পুরুষ, গাভী, পুত্রাদির মঙ্গলের জন্য রুদ্রসম্পর্কিত ওষধি (ভেষজ) দান করুন।[১১]

এই মন্ত্রে অদিতিকে ভূমি বলেই মনে হয়। সায়নাচার্যও লিখেছেন, অদিতি-ভূর্মির্নোঽস্মাকং রুদ্রিয়ং রুদ্রসম্বন্ধি ভেষজং যথা যেন প্রকারেণসিধ্যতি করৎ।" ভেষজ কামনা করাই স্বাভাবিক, ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে (১।৮৯।৪) পৃথিবীর নিকট থেকেই ভেষজ কামনা করা হয়েছে। অপর একটি ঋকে অদিতির ক্ষিতিরূপতা আরও স্পষ্ট :

জ্যোতিষ্মতীমদিতিং ধারয়ৎ ক্ষিতিং সর্বতীমাসচেতে
দিবে দিবে জাগৃবাংসো দিবে দিবে।
জোতিষ্মৎ ক্ষত্রমাসাতে আদিত্যা দামুনস্পতী
মিত্রস্তয়োর্বরুণো যাতযজ্জনোর্যমা যাতযজ্জনঃ ॥[১২]

—যজমান জ্যোতিষ্মতী স্বর্গকরী অদিতিকে (বেদী) স্বয়ং নির্মাণ করেছেন, ক্ষিতি (মৃন্ময়ী-বেদী) সম্পূর্ণ করেছেন। প্রতিদিন জাগ্রত থেকে তোমরা ক্ষাত্র-তেজ লাভ কর। অদিতির পুত্র শ্রেষ্ঠ দানশীল মিত্র ও বরুণ সকলকে স্ব স্বভাবে প্রেরণ করেন, অর্যমাও সর্বপ্রাণীকে স্বকার্যে প্রেরণ করেন।

এই ঋকের ভাষ্যে সায়নাচার্য অদিতি সম্পর্কে লিখেছেন, "জ্যোতিষ্মতীং আহবনীয়াগ্নেস্তেজোযুক্তাং অদিতিং অদীনাং সম্পূর্ণলক্ষণাং ক্ষিতিং অগ্নের্বাসযোগ্যাং ভূমিং⋯।"

—অদিতি শব্দের অর্থ অদীনা অর্থাৎ সম্পূর্ণলক্ষণযুক্তা (নিখুঁৎভাবে সম্পাদিত

১০ ঋগ্বেদ—১।৪৩।২ ১১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ১২ ঋগ্বেদ—১।১৩৬।৩

বেদী), ক্ষিতি শব্দে বোঝায় অগ্নির বাসযোগ্য ভূমি, জ্যোতিষ্মতী অদিতি কথার অর্থাৎ তাৎপর্য আহবনীয় অগ্নির তেজের দ্বারা দীপ্তিমতী।

কৃষ্ণযজুর্বেদ পৃথিবীকেই অদিতি বলেছেন,—"বাজস্য নু প্রসবে মাতরং মহীমদিতিং নাম বচসা করামহে।"[১৩] —অন্নের উৎপত্তিভূতা জননী মহী অদিতিকে স্তুতি করি।

এখানেও ভাষ্যকার মহী অর্থে লিখেছেন, "বেদীরূপাং পৃথিবীম্।"

আদিত্য সূর্য। সূর্য ও অগ্নি অভিন্ন। যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হয় যে মৃন্ময়ী বেদীতে সেই মৃন্ময়ী-বেদী অগ্নি বা অগ্নির অপর মূর্তি সূর্যের জননী হবেন, এটাইত সঙ্গত।

যাস্ক বলেছেন আদিত্য শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে, "আদিত্যঃ কস্মাদাদত্তে রসনাদত্তে ভাগং জ্যোতিষামাদীপ্তো ভাসেতি অদিতেঃ পুত্র ইতি বা।[১৪]—আ, দা ধাতু থেকে নিষ্পন্ন আদিত্য শব্দ পৃথিবীর রস গ্রহণ করার জন্য চন্দ্র নক্ষত্রাদি জ্যোতির্ময় পদার্থের দীপ্তি গ্রহণ করার জন্য আদিত্য; অথবা আ, দীপ্ ধাতু নিষ্পন্ন আবৃত হওয়া অর্থে স্বীয় দীপ্তিতে আবৃত বলে আদিত্য, অথবা অদিতির পুত্র বলে আদিত্য।

শতপথ ব্রাহ্মণেও পৃথিবীকে অদিতি বলা হয়েছে :

"ইয়ং বাহদিতির্মহী।"[১৫]—এই পৃথিবীই অদিতি।

"ইয়ং হ্যেবাদিতিঃ।"[১৬]—এই পৃথিবীই অদিতি।

"ইয়ং বৈ দেব্যদিতির্বিশ্বরূপী।"[১৭]—এই বিশ্বরূপী পৃথিবীটাই অদিতি।

এই মতানুসারে নিঘণ্টুকারও লিখেছেন, "অদিতি ইতি পৃথিবী নাম।"[১৮]

কিন্তু ঋগ্বেদের কোন কোন মন্ত্রে পৃথিবী ও অদিতি পৃথক্‌ভাবে নির্দিষ্ট হওয়ায় পৃথিবী ও অদিতি মূলতঃ ভিন্ন বলেই বোধ হয়।

ইন্দ্রাগ্নী মিত্রাবরুণাদিতিং স্বঃ পৃথিবীং
দ্যাং মরুতঃ পর্বতাঁ অপঃ।
হুবে বিষ্ণুং পূষণং ব্রহ্মণস্পতিং ভগং নু
শংসং সবিতারমূতয়ে॥[১৯]

১৩ কৃঃ যজুঃ—১।১।৭।৭ ১৪ নিরুক্ত—২।১৩।২ ১৫ শতঃ ব্রাঃ—৬।৫।১।১০
১৬ তদেব—৩।২।৩।৬ ১৭ তৈঃ ব্রাঃ—১।৭।৬।৬ ১৮ নিঘণ্টু—১।১
১৯ ঋগ্বেদ—৫।৪৬।৩

—আমি রক্ষার নিমিত্ত ইন্দ্র ও অগ্নি, মিত্র ও বরুণ, অদিতি, সূর্য, পৃথিবী, স্বর্গ, মরুৎগণ, মেঘসকল, বারিরাশি, বিষ্ণু, পূষা, ব্রহ্মণস্পতি ও সবিতাকে আহ্বান করিতেছি।[২০]

দ্যৌষ্পিতঃ পৃথিবি মাতরধ্রুগগ্নে ভ্রাতর্ব
স বো মৃলতা নঃ।
বিশ্ব আদিত্যা অদিতে সজোষা অস্মভ্যং
শর্ম বহুলং বি যন্ত ॥[২১]

—হে জনক স্বর্গ, জননী পৃথিবী, ভ্রাতা অগ্নি ও বসুগণ! তোমরা আমাদিগকে সুখী কর। হে অদিতিপুত্রগণ ও অদিতি! তোমরা সমবেত হইয়া আমাদিগকে সমধিক সুখ প্রদান কর।[২২]

কৃষ্ণযজুর্বেদ (৬।৫।৬) অদিতির পুত্রকামনা এবং পুত্রলাভের বিবরণ আছে। "অদিতিঃ পুত্রকামা সাধ্যেভ্যো দেবেভ্যো ব্রহ্মৌদনমপচত্তস্যা উচ্ছেষণমদদুস্তং প্রশ্নাৎ সারেতোঽধত্ত তস্যৈ চত্বার আদিত্যা অজায়ন্ত……।"

—অদিতি পুত্রকামনায় সাধ্য দেবতাদের জন্য অন্ন পাক করে প্রথমে পেলেন চার পুত্র, দ্বিতীয় বারে অনুরূপ প্রক্রিয়ায় পেলেন মার্তণ্ড নামক আদিত্যকে, তৃতীয় বারে তিনি লাভ করবেন বিবস্বান্ নামক আদিত্যকে।

ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ২৭ সূক্তের ১ম ঋকে ছয়জন আদিত্য বা আদিত্যপুত্রের নাম উল্লিখিত হয়েছে :

ইমা গির আদিত্যেভ্যো ঘৃতস্নূঃ সনাদ্রাজভ্যো জুহ্বা জুহোমি।
শৃণোতু মিত্র অর্যমা ভগো নস্তু বিজাতো বরুণো দক্ষো অংশঃ ॥

—আমি জুহু দ্বারা সর্বদা শোভমান আদিত্যগণের উদ্দেশে ঘৃতস্রাবী স্তুতি অর্পণ করিতেছি। মিত্র, অর্যমা, ভগ, বহুব্যাপী বরুণ, দক্ষ ও অংশ আমার স্তুতি শ্রবণ করুন।[২৩]

এখানে ছয়জন আদিত্যের নাম মিত্র, অর্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশ। উক্ত সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রে মিত্র, অর্যমা ও বরুণ এই তিন আদিত্যের নাম আছে। ঋগ্বেদেরই ৯।১১৪।৩ ঋকে সাতজন আদিত্যের উল্লেখ পাই : "দেবা আদিত্যা যে

---

২০ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২১ তদেব—৬।৫১।৫ ২২ তদেব
২৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

সপ্ত তেভিঃ সোমাভি রক্ষ ন।"—হে সোম যে সাতজন আদিত্যদেব, তাঁদের সঙ্গে তুমি আমাদের রক্ষা কর।

অপর একটি সূক্তে অদিতির আট পুত্রের উল্লেখ আছে। এই আটজনের মধ্যে মার্তণ্ড নামে এক আদিত্যকে অদিতি পরিত্যাগ করেছিলেন।

অষ্টৌ পুত্রাসো অদিতের্য জাত স্তন্বস্পরি।
দেবাঁ উপপ্রৈৎ সপ্তভিঃ পরা মার্তাংডমাস্যৎ॥
সপ্তভিঃ পুত্রৈরদিতিরুপ প্রৈৎ পূর্ব্যং যুগং।
প্রজায়ৈ মৃত্যবে ত্বৎ পুনর্মার্ত্যংডমাভবৎ॥[২৪]

—অদিতির দেহ হইতে আট পুত্র জন্মিয়াছিলেন, তিনি তন্মধ্যে সাতটি লইয়া দেবলোকে গেলেন, কিন্তু মার্তণ্ড নামক পুত্রকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। পূর্বকালে অদিতি সপ্তপুত্র লইয়া চলিয়া গেলেন। আর মার্তণ্ডকে জন্মের জন্য ও মৃত্যুর জন্য প্রসব করিলেন।[২৫]

ঋগ্বেদের (৮।৩৫।১) ঋকে অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ ও বিষ্ণুকে আদিত্যগণের থেকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইন্দ্র, বরুণ ও বিষ্ণু এখনও অদিত্যগণের মধ্যে স্থান দখল করতে পারেন নি। কিন্তু (৮।৮৫।৪) ঋকে ইন্দ্র ও বরুণ আদিত্যনামে অভিহিত হয়েছেন।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আটজন আদিত্যের নাম উল্লিখিত আছে—ধাতা, অর্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র ও বিবস্বান্।

এই আটজনের মধ্যে অষ্টম আদিত্য বা বিবস্বান্ই আমাদের প্রত্যক্ষগম্য সূর্য,—যিনি প্রতিদিন উদয়-অস্তের মধ্য দিয়ে জন্ম ও মৃত্যু লাভ করেন।

বলা বাহুল্য, এই আটজন আদিত্য সূর্যেরই বিভিন্ন রূপ বা অবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রখ্যাত বেদ বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী লিখেছেন, "উষোদয়ের পরেই প্রাতঃকাল। ইহাকেই অরুণোদয় কাল কহে। প্রাতঃকালের পরই ভগোদয় কাল অর্থাৎ অরুণোদয়ের পরই যখন সূর্যের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত তীব্র হইয়া উঠে, ভগ সেই কালের সূর্য। যে পর্যন্ত সূর্যের তেজ অত্যুগ্র না হয়, তাবৎ তাদৃশ স্বল্পতেজা সূর্যকে পূষা কহে, অর্থাৎ পূষা ভগোদয়ের পরকালবর্তী সূর্য। পূষোদয়ের পরই অর্কোদয় কাল, ইহার পরই মধ্যাহ্ন। এই কালের সূর্যকে অর্ক বা

---

২৪ ঋগ্বেদ—১০।৭২।৮-৯ ২৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

অর্যমা বলে। এই অর্যমার অন্তেই পূর্বাহ্ন শেষ হয়। মধ্যাহ্নকালের সূর্যকে বিষ্ণু বলে।"

শতপথ ব্রাহ্মণে দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ মাস বা দ্বাদশ মাসের সূর্য, "কতমে আদিত্যা ইতি। দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরস্য এতে আদিত্যাঃ।"[২৬]

বৃহদ্দেবতায় মরীচিনন্দন কশ্যপের ত্রয়োদশ দক্ষকন্যার গর্ভে দেবাসুর প্রভৃতির জন্ম ও অদিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্যের জন্মপ্রসংগ উল্লিখিত আছে।

প্রজাপত্যো মরীচির্হি মারীচঃ কশ্যপোঽভবৎ।
তস্য দেব্যোঽভবঞ্জায়া দাক্ষায়ণ্যস্ত্রয়োদশ ॥
অদিতির্দিতির্দনুঃ কালা দনায়ুঃ সিংহিকা মুনিঃ ॥
ক্রোধবশা বরিষ্ঠা চ সুরভির্বিনতা তথা।
কদ্রুশ্চৈবেতি দুহিতৄঃ কশ্যপায় দদৌ স চ ॥
তাসু দেবাসুরাশ্চৈব গন্ধর্বোরগরাক্ষসাঃ।
বয়াংসি চ পিশাচাশ্চ জজ্ঞিরেঽন্যাশ্চ জাতয়ঃ ॥
তত্রৈকা ত্বদিতির্দেবী দ্বাদশাজনয়ৎ সুতান্।
ভগশ্চৈবার্যমাংশো মিত্রোবরুণ এব চ ॥
ধাতা চৈব বিধাতা চ বিবস্বাংশ্চ মহাদ্যুতিঃ।
ত্বষ্টা পূষা তথৈবেন্দ্রো দ্বাদশো বিষ্ণুরুচ্যতে।[২৭]

—প্রজাপতি নন্দন মরীচি, মরীচির পুত্র কশ্যপ। ত্রয়োদশ দক্ষকন্যা তাঁর পত্নী। অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, ক্রোধবশা, বরিষ্ঠা, সুরভি, বিনতা, কদ্রু প্রভৃতি কন্যাদের দক্ষ কশ্যপকে প্রদান করেছিলেন। তাঁদের গর্ভে দেব, অসুর, গন্ধর্ব, উরগ, রাক্ষস, পক্ষী, পিশাচ এবং অন্যান্য জাতি জন্মগ্রহণ করে। একা অদিতি দ্বাদশ পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। ভগ, অর্যমা, মিত্র, বরুণ, ধাতা, বিধাতা, বিবস্বান্, মহাদ্যুতি, ত্বষ্টা, পূষা এবং ইন্দ্র দ্বাদশ বিষ্ণু নামে পরিচিত।

এই তালিকায় দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ বিষ্ণু নামে অভিহিত। বিষ্ণু ও সূর্য একই দেবতা। মহাদ্যুতি শব্দটিকে বিবস্বানের বিশেষণরূপে গ্রহণ করলে বিষ্ণুকেও দ্বাদশ আদিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে আদিত্যের সংখ্যা একুশ, "একবিংশো বা ইতোঽসাবাদিত্যো

২৬ শতপথ ব্রাঃ—১১।৬।৩ ২৭ বৃহদ্দেবতা—৫।১২৫-১৩০

দ্বাদশ মাসা পঞ্চর্তবস্ত্রয় ইমে লোকা অসাবাদিত্য[২৮] একবিংশ…।" —দ্বাদশ মাস, পঞ্চ ঋতু, তিনলোক এবং এই সূর্য এই মিলে একুশ আদিত্য।

দ্বাদশ মাস অর্থে যেমন দ্বাদশ মাসের সূর্য, তেমনি পঞ্চঋতু অর্থেও পঞ্চঋতুর সূর্য। ত্রিলোক অর্থে দ্যুলোকের সূর্য, অন্তরীক্ষ লোকের বিদ্যুৎ ও পৃথিবীর অগ্নি। এই হিসাবে একবিংশ আদিত্য ও সূর্যের বা সূর্যাগ্নির ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ অর্যমা যে সূর্য ভিন্ন কেউ নন, এ সত্য স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছেন,—"যদাহুরর্যম্ণঃ পন্থা ইত্যেষবাব দেবযানঃ পন্থাঃ।"[২৯]—অর্যমার যে পথ সেই পথই দেবযান।

সায়নাচার্য মন্ত্রটির ভাষ্যে লিখেছেন, "যদর্যম্ণঃ আদিত্যমূর্তিভেদস্তস্য পন্থা অয়-মিত্যাহুঃ। স এষ খলু দেবযানঃ পন্থা।"—অর্যমা আদিত্যের মূর্তিভেদ। সেই অর্যমার এই পথ,—এইকথা বলা হয়েছে। সেই পথই দেবযানের পথ—অর্থাৎ দেবলোকে গমনের পথ।

উক্ত ব্রাহ্মণে আরও বলা হয়েছে,—"তস্মাদেবোঽরুণতম ইব দিব উপদৃশে-হরুণতম ইব হি পন্থাঃ।"[৩০]—সেইজন্য অর্যমাকে অরুণতম দেখায়, সুতরাং অর্যমার পথ অরুণতম অর্থাৎ রক্তবর্ণ।

আচার্য সায়ন আরও স্পষ্টভাষায় বলেছেন, "দেবযানমার্গস্থার্চিরাদিত্য-রূপত্বাত্তেন গতোঽর্যমা সোঽরুণতমো ভবতি।"—(অস্যার্থ) দেবযানমার্গের কিরণ (আলোক) আদিত্যরূপী হওয়ায় ঐ পথে গমনকারী অর্যমাকে আকাশে অরুণতম দেখায়। সুতরাং প্রাতঃকালীন আদিত্য অর্যমা অরুণতম হয়।

সুতরাং তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ অনুসারে সায়নাচার্যের মতে প্রাতঃকালীন রক্তবর্ণ সূর্যই অর্যমা।

মহাভারতেও দ্বাদশ আদিত্যের নাম ঘোষিত হয়েছে :

ধাতার্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণাংশো ভগস্তথা।
ইন্দ্রো বিবস্বান্ পূষা চ ত্বষ্টা চ সবিতা তথা॥
পর্জন্যশ্চৈব বিষ্ণুশ্চ আদিত্যা দ্বাদশাঃ স্মৃতাঃ।[৩১]

—ধাতা, অর্যমা, মিত্র, বরুন, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান্, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, পর্জন্য ও বিষ্ণু দ্বাদশ আদিত্য। বিষ্ণুপুরাণে আদিত্যের তালিকায় এই নামগুলি কিছুটা পরিবর্তিত আকারে পাওয়া যায়।

২৮ তাণ্ড্যমহা ব্রাঃ—২১।৪।৭ ২৯ ঐ—২৫।১২।৩ ৩০ তাণ্ড্যমহা ব্রাঃ—২৫।১২।৫
৩১ মহাঃ আদিপর্ব—১২১ অঃ

তত্র বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেব হি।
বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ।
অংশো ভগশ্চাতিতেজা আদিত্যা দ্বাদশাঃ স্মৃতাঃ ॥[৩২]

এই তালিকায় বিষ্ণু, শক্র (ইন্দ্র), বিবস্বান্, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশ ও ভগ—এই আটজন আদিত্যের নাম আছে।

পদ্মপুরাণেও অনুরূপ তালিকা আছে :

অদিতিঃ কশ্যপাজ্জজ্ঞে আদিত্যান্ দ্বাদশৈব হি।
ইন্দ্রো বিষ্ণুর্ভগস্ত্বষ্টা বরুণোঽংশোঽযমা রবিঃ ॥
পূষা মিত্রশ্চ বরদো ধাতা পর্জন্য এব হি।
ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যা বরিষ্ঠা স্ত্রিদিবৌকসাম্ ॥[৩৩]

এই তালিকায় বিবস্বান্ এবং বিধাতার পরিবর্তে বরদ ও রবি এই দুটি নতুন নাম সংযুক্ত হয়েছে। রবি ত সূর্যেরই একটি প্রসিদ্ধ নাম।

স্কন্দপুরাণে দ্বাদশ আদিত্যের নাম উল্লিখিত আছে। দ্বাদশ আদিত্য যে সূর্যেরই অংশ বা রূপভেদ সে কথাও স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে একটি উপাখ্যানের মাধ্যমে। কশ্যপনন্দন দ্বাদশ আদিত্য ভাস্করের (সূর্য) পদলাভের জন্য নর্মদানদীর তীরে সিদ্ধেশ্বর নামক স্থানে উগ্র তপস্যায় নিরত হয়েছিলেন। এই তপস্যায় তাঁরা সিদ্ধিলাভ করলেন এবং আদিত্যগণ নিজ নিজ অংশ দ্বারা নির্মিত দিবাকরকে স্থাপিত করলেন।

অদিতের্দ্বাদশাদিত্যা জাতাঃ শক্রপুরোগমাঃ।
ইন্দ্রো ধাতা ভগস্ত্বষ্টা মিত্রোঽথ বরুণোঽর্যমা ॥
বিবস্বান্ সবিতা পূষা হ্যংশুমান্ বিষ্ণুরেব চ।
ত ইমে দ্বাদশাদিত্যা ইচ্ছন্তো ভাস্করং পদম্ ॥
নর্মদাতটমাশ্রিত্য তপস্যুগ্রে ব্যবস্থিতাঃ।
সিদ্ধেশ্বরে মহারাজ কাশ্যপেয়ৈর্মহাত্মভিঃ ॥
পরাসিদ্ধিরনুপ্রাপ্তা দ্বাদশাদিত্যসংজ্ঞিতৈঃ।
স্থাপিতশ্চ জগদ্ধাতা তস্মিংস্তীর্থে দিবাকরঃ ॥
স্বকীয়াংশ বিভাগেন দ্বাদশাদিত্যসংজ্ঞিতৈঃ।[৩৪]

---

৩২ বিষ্ণুপুঃ—১।১৫।৯০ ৩৩ পদ্মপুঃ সৃষ্টিখণ্ড—৪০।১০০-১০১

৩৪ স্কন্দপুঃ, রেবাখণ্ড—১৯১।৭-১১

স্কন্দপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে দ্বাদশাদিত্যের এই তালিকাটিই পাই। এই দুই তালিকাতেই অংশ স্থলে অংশুমান্ নাম উল্লিখিত হয়েছে। অংশু শব্দের অর্থ কিরণ, সুতরাং অংশুমান্ কিরণমালী সূর্য। পদ্মপুরাণে আদিত্যগণকে সহস্রকিরণ বলা হয়েছে :

এতে সহস্রকিরণা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ।[৩৫]

বেদে-পুরাণে সর্বত্রই সূর্য সহস্রাংশু, সহস্রাক্ষ ও সহস্রশৃঙ্গ। আচার্য যোগেশ-চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লিখেছেন, "সূর্য এক। কিন্তু তিনি কভু বিষ্ণু, কভু ইন্দ্র, কভু দক্ষ, কভু ঋতুপতি আদিত্য। যখন তাঁহার বার্ষিকগতি ধ্যান করি, তখন তিনি বিষ্ণু। যখন তিনি উত্তরায়ণ সমাপ্ত করিয়া বর্ষা ঋতু আনয়ন করেন, তখন তিনি ইন্দ্র। যখন তিনি দিবারাত্র সমান করেন, তখন তিনি দক্ষ। আর যখন তিনি এক এক ঋতুর কর্তা তখন তিনি ঋতুপতি আদিত্য। ঋতুগণের অধিপতি-গণই প্রধানতঃ আদিত্য নামে অভিহিত হইতেন। সূর্যই ঋতুবিধান করিতেছেন।···

বৎসরে তিন ঋতু ধরিলে আদিত্য তিন, চারি ধরিলে আদিত্য চারি, পাঁচ ঋতু ধরিলে আদিত্য পাঁচ এবং ছয় ঋতু ধরিলে আদিত্য ছয়। চারি ঋতু ধরিলে—শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ। পাঁচ ঋতু ধরিলে—শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, হেমন্ত···।"[৩৬]

কূর্মপুরাণানুসারে এক এক মাসে সূর্যের এক এক নাম—মাঘমাসের সূর্য বরুণ, ফাল্গুনে পূষা, চৈত্রে অংশু (বা অংশ), বৈশাখে ধাতা, জ্যৈষ্ঠে ইন্দ্র, আষাঢ়ে রবি, শ্রাবণে বিবস্বান্, ভাদ্রে ভগ, আশ্বিনে পর্জন্য, কার্তিকে ত্বষ্টা, অগ্রহায়ণে মিত্র, পৌষে বিষ্ণু।

বরুণো মাঘমাসে তু সূর্যঃ পূষা তু ফাল্গুনে।
চৈত্রে মাসি ভবেদংশুর্ধাতা বৈশাখ তাপনঃ॥
জ্যৈষ্ঠে মাসি ভবেদিন্দ্রঃ আষাঢ়ে তপতি রবিঃ।
বিবস্বান্ শ্রাবণে মাসি প্রোষ্ঠপদ্যাং ভগঃ স্মৃতঃ॥
পর্জন্যশ্চাশ্বিনে মাসি ত্বষ্টা কার্তিকে ভাস্করঃ।
মার্গশীর্ষে ভবেন্মিত্রঃ পৌষে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ॥[৩৭]

কূর্মপুরাণে দ্বাদশাদিত্যের তালিকায় এই নামগুলিই আর একস্থানে দেওয়া হয়েছে :

৩৫ পদ্মঃ সৃষ্টিখণ্ড- ৫।৩৭ ৩৬ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল ; ১০ম প্রকরণ, পৃঃ—৮৮

৩৭ কূর্মপুঃ, পূর্বভাগ—৪২।১৯-২১

ধাতার্য্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণঃ শক্র এব চ।
বিবস্বানথ পূষা চ পর্জন্যশ্চাংশুরেব চ ॥[৩৮]

বরাহপুরাণে কশ্যপের পুত্র দ্বাদশ আদিত্যের নাম কথিত হয়েছে এবং স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ মাসের সূর্য; এবং সংবৎসরের অধিপতি যে হরি তিনিও বৎসরের কর্তা সূর্য। এই আদিত্যগণই নারায়ণাত্মক তেজ বিশিষ্ট।

তস্য পুত্রা বভুবুর্হি আদিত্যা দ্বাদশপ্রভো।
নারায়ণাত্মকং তেজো দ্বাদশ সুপ্রকীর্তিতম্ ॥
তে তে মাসাস্ত আদিত্যাঃ স্বয়ং সংবৎসরোহরিঃ।
এবং তে দ্বাদশাদিত্যা মার্তণ্ডশ্চ প্রতাপবান্ ॥[৩৯]

দ্বাদশ আদিত্য যে সূর্যেরই ভিন্ন সময়ের বা ভিন্ন অবস্থার নাম, এ সত্য দ্বিধাহীনভাবে স্বীকৃত হয়েছে কূর্মপুরাণে—

য এতে দ্বাদশাদিত্যা আগতা যজ্ঞভাগিনঃ।
সর্বে সূর্য ইতি খ্যাতা ন হ্যন্যো বিদ্যতে রবিঃ ॥[৪০]

—যজ্ঞভাগী সমাগত দ্বাদশ আদিত্য সকলেই সূর্য নামে পরিচিত, অন্য কোন রবি নেই।

স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে সূর্যের সাধারণ দ্বাদশটি নাম উল্লিখিত হয়েছে :

আদিত্যঃ সবিতা সূর্যো মিহিরোঽর্কঃ প্রতাপনঃ।
মার্তণ্ডো ভাস্করো ভানুশ্চিত্রভানুর্দিবাকরঃ ॥
রবির্দ্বাদশনামৈবং জ্ঞেয়ঃ সামান্যনামভিঃ।[৪১]

কিন্তু সূর্যের আরও দ্বাদশটি বিশেষ নাম এখানে কথিত হয়েছে। এই বিশেষ নামগুলি দ্বাদশ মাসের অধিপতি একই সূর্যের দ্বাদশ নাম।

বিষ্ণুর্ধাতা ভগঃ পূষা মিত্রোঽংশুর্বরুণোঽর্যমা ॥
ইন্দ্রো বিবস্বান্ ত্বষ্টা চ পর্জন্যো দ্বাদশ স্মৃতঃ।
তে দ্বাদশাদিত্যাঃ পৃথক্‌ত্বেন প্রকীর্তিতাঃ ॥[৪২]

এই দ্বাদশ সূর্য বা আদিত্য যে দ্বাদশ মাসের অধিপতি সূর্যের নাম, তাও পুরাণকার সবিস্তারে বলতে দ্বিধা করেন নি।

৩৮ তদেব—৪১।২ ৩৯ বরাহ—২।০৪-৫ ৪০ কূর্মঃ, পূর্বভাগ—১৫।১৭
৪১ প্রভাসখণ্ড—১০১।৫৯ ৬০ ৪২ স্কন্দপুঃ, প্রভাসখণ্ড—১০১।৬০ ৬১

উত্তিষ্ঠন্তি সদা হ্যেতে মাসৈর্দ্বাদশভিঃ ক্রমাৎ।
বিষ্ণুস্তপতি বৈ চৈত্রে বৈশাখে চার্য্যমা সদা ॥
বিবস্বান্ জ্যৈষ্ঠমাসে তু আষাঢ়ে চাংশুমাংস্তথা।
পর্জন্যঃ শ্রাবণে মাসি বরুণঃ প্রোষ্ঠসংজ্ঞিকে ॥
ইন্দ্রশ্চাশ্বযুজে মাসি ধাতা তপতি কার্ত্তিকে।
মার্গশীর্ষে তথা মিত্রঃ পৌষে পূষা দিবাকরঃ ॥
মাঘে ভগস্তু বিজ্ঞেয়স্ত্বষ্টা তপতি ফাল্গুনে।
শতৈর্দ্বাদশভির্বিষ্ণু রশ্মীনাং দীপ্যতে সদা ॥
দীপ্যতে গো সহস্রেণ শতৈশ্চ ত্রিভিরর্যমা ॥[৪৩]

—ক্রমান্বয়ে আদিত্যগণ দ্বাদশমাসে উদিত হন। বিষ্ণু চৈত্রমাসে তাপ দেন, বৈশাখে অর্যমা, জ্যৈষ্ঠ মাসে বিবস্বান্, আষাঢ়ে অংশুমান, শ্রাবণ মাসে পর্জন্যঃ, ভাদ্রপদে বরুণ, আশ্বিন মাসে ইন্দ্র, কার্তিকে ধাতা তাপ দেন, অগ্রহায়ণ মাসে মিত্র, পৌষে দিবাকর পূষা হন, মাঘ মাসে তিনি ভগ, ফাল্গুণে ত্বষ্টা তাপ দেন। বিষ্ণু দ্বাদশমাসের অধিপতি হয়ে কিরণ সমূহের দ্বারা দীপ্ত হন। অর্যমা তিনশত সহস্র অর্থাৎ তিন লক্ষ কিরণের দ্বারা প্রদীপ্ত।

পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী দ্বাদশ আদিত্যের একটা ভিন্নতর ব্যাখ্যার বিষয়ও উল্লেখ করেছেন। এই ব্যাখ্যায় দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ রাশি আবার দ্বাদশ মাসের সূর্য্যও। "মতান্তরে আবার দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ রাশিরূপেও পরিকল্পিত হয়। কল্পান্তরে সূর্যপত্নী সংজ্ঞা আদিত্যের তেজঃ সহনে অসমর্থা হইলে তৎ পিতা বিশ্বকর্মা সূর্যকে দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করেন। সেই দ্বাদশ খণ্ড বার মাসে বিভিন্ন নামে উদিত হন। যথা—

অরুণো মাঘমাসি তু সূর্যো বৈ ফাল্গুনে যথা।
চৈত্রে মাসি চ বেদজ্ঞো বৈশাখে তপনঃ স্মৃতঃ ॥
জ্যৈষ্ঠে মাসি তপেদিন্দ্রঃ আষাঢ়ে তপতি রবিঃ।
গভস্তি শ্রাবণে মাসে যমো ভাদ্রপদে তথা ॥
ইষে হিরণ্যরেতাশ্চ কার্তিকে চ দিবাকরঃ।
মার্গশীর্ষে তপেচ্চিত্রঃ পৌষে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ :
ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যাঃ কাশ্যপেয়াঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥[৪৪]

৪৩ তদেব—১০।৬২-৬৬ ৪৪ দুর্গাদাস সম্পাদিত কৃষ্ণ যজুর্বেদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬২৬, পাদ টীকা।

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতও আদিত্যগণের স্বরূপ অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। একজন বলেন আদিত্যগণ মাসাধিপতি সূর্য। "In after times, the number was increased to twelve, as representing the Sun in the twelve months of the year."[৪৫]

F. W. Hopkins লিখেছেন যে, প্রথমে নামগুলি সূর্যের বিশেষণ ছিল, পরে এইগুলি পৃথক্ পৃথক্ দেবতার আকার নিয়েছে। "Vibhavasu is a common name of the Sun. Other synonyms Vivasvat, Rabi, Tapana, Arka, Bhaskara and Sabitri are indeed sons of Dyaus, but as the first two are epithets, the assertion simply shows how early epithets become persons."[৪৬]

Prof. Roth আদিত্যগণের স্বরূপ সম্পর্কে লিখেছেন, "In the highest heaven dwell and reign those gods who bear in common the name Adityas....According to this conception they were twelve Sun-gods, there being evident reference to the twelve months. But for the most ancient period we must hold fast to the primary significance of their names. They are inviolable, imperishable eternal things."[৪৭]

দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন গ্রন্থে দ্বাদশ আদিত্যের নামের পার্থক্য আছে, আদিত্যের সংখ্যারও তারতম্য আছে, আবার বিভিন্ন মাসের অধিপতি হিসাবে আদিত্যগণের নামের তারতম্য বিদ্যমান। কিন্তু এ বিষয়ে একটি কথা সর্বত্রই স্পষ্ট যে আদিত্যের সংখ্যা যতই হোক এবং যেমনই হোক তাঁদের নাম ও অবস্থান, তাঁরা সকলেই সূর্য বা সূর্যের অবস্থান্তর অথবা সূর্যাগ্নিরূপী তৈজসপদার্থ।

এক আদিত্যের নাম অংশ বা অংশু। ইনি কে? আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের অভিমত অনুসারে ইনিও সূর্য। "ঋগ্বেদের ঋষি ৩৬০ দিনে বৎসর গণিতেন বটে, কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে পরে অতিরিক্ত একমাস গণিতেন। সেই মাসের এক আদিত্য কল্পিত হইয়াছিলেন। বোধহয় তাঁহার নাম অংশ।"[৪৮] অংশ স্কন্দ কার্তিকেয়কে পাঁচটি পার্ষদ দান করেছিলেন।[৪৯]

৪৫ Classical Dictionary of Hindu Mythology—John Dowson, page 4

৪৬ Epic Mythology, page—831.

৪৭ Muir's translation of Roth, Oriental Sanskrit Text, vol., 49

৪৮ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল, ১০ম প্রকরণ—পৃঃ ৮৯ ৪৯ মহাঃ শল্যপর্ব—৪৫।৩৩

মার্তণ্ডকে অদিতি পরিত্যাগ করেছিলেন। মহাভারতে এই বিষয়ে একটি গল্প আছে: অদিতি দেবতাদের জন্য অন্ন পাক করেছিলেন। এই অন্ন ভোজন করে দেবগণ অসুর বধ করবেন। ব্রত সমাপ্ত হলে বুধ ভিক্ষা প্রার্থনা করলেন। কিন্তু দেবগণ অন্ন ভোজন করে ফেলেছেন। অদিতি ভিক্ষা দিতে পারলেন না। ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রহ্মরূপী বুধ অদিতিকে অভিশাপ দিলেন—অদিতির উদরে ব্যথা হবে। সূর্যের অণ্ড নামে দ্বিতীয় জন্ম মাতা অদিতি কর্তৃক বিনষ্ট হয়েছিল। সেই বিবস্বান্ মার্তণ্ড নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। "প্রত্যাখ্যান রুষিতেন বুধেন ব্রহ্মভূতেনাদিতিঃ শপ্তা অদিতেরুদরে ভবিষ্যতি ব্যথা বিবস্বতো দ্বিতীয়জন্মন্যণ্ডসংজ্ঞিতস্য অণ্ডং মাতুরদিত্যা মারিতঃ স মার্তণ্ডো বিবস্বানভবচ্ছ্রদ্ধদেবঃ।"[৫০] আচার্য যোগেশচন্দ্র মার্তণ্ডের স্বরূপ ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "এইরূপে ৩৬৬ দিনে বৎসর পাইলাম। এখানে একটু ভুল থাকিতেছে। বৎসরে ৩৬৫ $\frac{1}{4}$ দিন না হইয়া $\frac{3}{4}$ দিন অনধিক ধরা হইতেছে। ৪০ বৎসরে $\frac{3}{4}\times$ ৪০ = ৩০ দিন অর্থাৎ একমাস অধিক দাঁড়াইবে। এই একমাস পরিত্যাগ না করিলে দিবস গণনার সহিত নক্ষত্রের উদয়ের ঐক্য হইবে না। এই অধিক মাসটির আর একটি আদিত্য উৎপন্ন হইলেই পরিত্যক্ত হইতেন। এই আদিত্যের নাম 'মার্তণ্ড' ছিল, এটি মৃত অণ্ড।"[৫১]

আচার্য রায়ের মতে আদিত্য ঋতুপতি। "অর্যমা বসন্ত ঋতুর, মিত্র গ্রীষ্ম ঋতুর, বরুণ বর্ষা ঋতুর, পূষা হেমন্ত ঋতুর (চারিমাস), সবিতা শীত ঋতুর আদিত্য। ...বোধহয় ভগ শরৎ ঋতুর আদিত্য ছিলেন।"[৫২]

ভগ সম্বন্ধে ম্যাক্ডোনেল লিখেছেন, "The word (Bhaga) means dispenser, giver and appears to be used in this sense more than a score of times alternatively in several cases with the name of Savitri. The god is also regularly conceived in the Vedic hymns as a distributor of wealth,...Dawn is Bhaga's sister. Bhag's eyes are adorned with the Rays."[৫৩]

ঋগ্বেদের ১।১৩৬।২ ঋকের ভাষ্যে সায়ন বলেছেন সকল লোকের ভজনীয় বলেই সূর্য ভগ নামে পরিচিত।

'ভগ' শব্দের অর্থ ধন। ভজ্ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় যোগ করে ভগ শব্দ নিষ্পন্ন। "জনং ভগো গচ্ছতীতি বা বিজ্ঞায়তে, জনং গচ্ছতি আদিত্য উদয়েন।"[৫৪]

---

৫০ মহাঃ শান্তিপর্ব—৩৪২।৫৬ ৫১ বেদের দেবতা—পৃঃ ৮৯ ৫২ বেদের দেবতা—পৃঃ ৯০

৫৩ Vedic Mythology—page 45 ৫৪ নিরুক্ত—১২।১৪।৬

—ভগ মানুষকে প্রাপ্ত হন অথবা মানুষকে বিজ্ঞাপিত করেন। উদয়ের দ্বারা আদিত্যই মনুষ্যকে প্রাপ্ত হন।

নিরুক্তকারের এই বক্তব্যকে বিশদ করে পণ্ডিত অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, "ভগ শব্দের অর্থ অনুদিত, কিন্তু জনং ভগো গচ্ছতি এই বাক্যে (মৈত্রা. সং. ১।৬।১২) ভগ শব্দে অনুদিত আদিত্যকে বুঝাইতেছে না, বুঝাইতেছে সূর্যরূপতাপন্ন ভগকে অর্থাৎ উদয়াবস্থ আদিত্যকে।"[৫৫]

পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমীর মতে কৃষিকর্মের জনক যে সূর্য তিনিই ভগ। "ভগ শব্দ ঐশ্বর্যবাচক এবং কৃষিই সবপ্রকার ঐশ্বর্যের মূল। অতএব যে দেবতার অনুগ্রহে কৃষি সুফল হয়, তাঁহাকেই ভগ দেবতা কহা যায় (সূর্য)।"[৫৬]

শাস্ত্রকাররা সকলেই জানতেন যে এক আদিত্যই মূর্তিভেদে বহুত্ব লাভ করেছেন। ১।১৩৬।২ ঋকের ভাষ্যে সায়নাচার্য লিখেছেন, "যদ্যপি সূর্যস্যৈকত্বং তথাপি উপাধিভেদেন ভেদাৎ পৃথক্ স্তুতিঃ।" —যদিও সূর্য একই তথাপি উপাধিভেদে ভিন্ন প্রতীয়মান হওয়ায় পৃথক্ ভাবে স্তুতি করা হয়।

নিরুক্তকারও প্রকারান্তরে একই কথা বলেছেন, "এবমন্যাসামপি দেবতানামাদিত্যপ্রপদাঃ স্তুতয়ো ভবন্তি। তদ্ যথৈতন্মিত্রস্য বরুণস্যার্যম্ণো দক্ষস্য ভগস্যাংশস্যেতি।"[৫৭] —অন্যান্য দেবতারাও আদিত্য নামে স্তুত হন, যেমন—মিত্র, বরুণ, দক্ষ, অর্যমা, ভগ এবং অংশ।

সূর্যের রথসারথি অরুণ। মহাভারতে অরুণ কশ্যপনন্দন বিনতার পুত্র,—গরুড়ের অগ্রজ।[৫৮] সূর্য-সারথি অরুণ সূর্যই,—অপর কেউ নন। শুক্ল যজুর্বেদে অরুণকে সূর্যরূপেই দেখতে পাই। "উক্ষা সমুদ্রো অরুণঃ সুপর্ণঃ পূর্বস্য যোনিং পিতুরাবিবেশ।"[৫৯] —বলবান সমুদ্রতুল্য অরুণ সুপর্ণ (পক্ষীরূপী) সূর্য পিতৃস্বরূপ আকাশের পূর্বভাগে স্বস্থানে আবির্ভূত হন।

অতএব যজুর্বেদ উদয়কালীন রক্তবর্ণ সূর্যকেই অরুণ বলে উল্লেখ করেছেন। সূর্যসারথি অরুণ যে সূর্যেরই একরূপ,—উদয়কালীন লোহিতবর্ণের সূর্য—সে কথা হপ্‌কিন্‌সও উল্লেখ করেছেন, "The sub-divided Sun includes the myth of Aruna, appointed to go before the Sun on his rising, thus protecting the world from excessive heat."[৬০]

---

৫৫ নিরুক্ত, ক. বি. ৫৬ গোভিল গৃহ্যসূত্রম্ পাদটীকা—পৃঃ ৩৪০
৫৭ ঐ ২।১৩।৪ ৫৮ আদিপর্ব—১৬ অঃ ৫৯ শুক্লযজুঃ—১৭।৫৯
৬০ Epic Mythology, page 84

সূর্য একই, কিন্তু অবস্থা ভেদে বা কাল ভেদে তাঁর ভিন্ন ভিন্ন নাম। স্কন্দপুরাণ স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন যে, সূর্য একই; বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাভেদে তাঁর রূপভেদ কল্পিত হয়েছে।

সূর্য এব ত্রিলোকস্য মূলং পরমদৈবতম্।
বসন্তে কপিলঃ সূর্যো গ্রীষ্মে কাঞ্চনসমপ্রভঃ।
শ্বেতবর্ণশ্চ বর্ষাসু পাণ্ডুঃ শরদি ভাস্করঃ॥
হেমন্তে তাম্রবর্ণস্তু শিশিরে লোহিতো রবিঃ।
এবং বর্ণবিশেষেণ ধ্যায়েৎ সূর্যং যথাক্রমম্॥[৬১]

—সূর্যই ত্রিলোকের মূলকারণ, শ্রেষ্ঠ দেবতা। বসন্তে তিনি কপিল বর্ণ, গ্রীষ্মে সুবর্ণের মত, বর্ষায় শ্বেত, শরতে তিনি পাণ্ডু, হেমন্তে তাম্রবর্ণ, শীতে লোহিত। এইভাবে বর্ণবিশেষ অনুসারে যথাক্রমে সূর্যকে ধ্যান করবে।

মহাভারতেও সূর্য এক।[৬২] একই সূর্যের ভিন্ন অবস্থা বা মূর্তিরূপী যে আদিত্যগণ, তাঁদের জননী অদিতি। এই অদিতি কে? মহাভারতে অদিতি দেবতাদের মাতা।[৬২ক] রামায়ণেও তিনি তেত্রিশ দেবতার জননী।

অদিত্যাং জজ্ঞিরে দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশদরিন্দম।
আদিত্যো বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ চ পরন্তপ॥[৬৩]

ধাতাও অদিতির পুত্র—"ধাতারমদিতির্যথা।"[৬৪]

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, অদিতি শব্দের এক অর্থ পৃথিবী। সূর্য ও অগ্নি অভিন্ন হওয়ায় অদিতি পৃথিবীরূপিণী পার্থিব অগ্নির আধার হিসেবে আদিত্যের জননী,—এরূপ ব্যাখ্যা পূর্বে করা হয়েছে। কিন্তু দ্যুলোকস্থিত আদিত্য বা সূর্যের জননী পৃথিবীরূপিণী অদিতি এরূপ অর্থ সম্ভব নয়। কেউ কেউ অদিতি অর্থে আকাশও গ্রহণ করেছেন। John Dowson লিখেছেন, অদিতি অর্থে "free, unbounded, Infinity; the boundless heaven as compared with the finite earth."[৬৫]

বিভিন্ন মনীষীর বক্তব্য অনুধাবন করলেই অদিতির স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। রমেশচন্দ্র দত্ত অদিতি শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন,

---

৬১ স্কন্দপুঃ, প্রভাস খণ্ড—১২৮।১৩-১৫ ৬২ মহাঃ বনপর্ব—১৩৪।৮ ৬২ক শল্যপর্ব—৪৫।১৩
৬৩ রামায়ণ, আরণ্যকাণ্ড—১৪।১৪-১৫ ৬৪ রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড—১৩।২২
৬৫ Classical Dictionary of Hindu Mythology.

"দিত ধাতু বন্ধনে বা খণ্ডনে বা ছেদনে। যাহা অখণ্ড, অছিন্ন, অসীম তাহাই অদিতি। অতএব অদিতি অর্থে অনন্ত আকাশ বা অনন্ত প্রকৃতি। সুতরাং অদিতি সকল দেবের জনয়িত্রী, এবং যাস্ক তাঁহাকে 'আদিনা দেবমাতা' কহিয়াছেন। অসীমতার প্রথম আর্য নাম অদিতি।"[৬৬]

"অদিতি শব্দের অর্থ অসীম, অনন্ত। 'দিত' শব্দে সীমা, 'অদিত' যাহার সীমা নাই, অর্থাৎ সীমা রহিত।"[৬৭]

Maxmuller-এর মতে "Aditi means infinitude from dita, bound and a not, that is, not bound, not limited, absolute infinite."

Maxmuller অন্যত্র লিখেছেন, "Aditi an ancient god or goddess is in reality the earliest name invented to express the infinite; not the infinite as the result of a long process of abstract reasoning, but the visible Infinite, visible by the naked eye, the endless expanse beyond the sky."[৬৮]

দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতগণের মতে অদিতি শব্দের অর্থ সীমাহীন, অনন্ত। সুতরাং অসীম পৃথিবী বা অনন্ত আকাশ অদিতি শব্দের দ্বারা আভাসিত। সুতরাং অদিতি শব্দে অনন্ত আকাশ এই অর্থই সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু আমাদের মতে অদিতি শব্দে অসীম-অনন্ত শক্তিকে বোঝায়। অদিতি অনন্ত শক্তি; কিন্তু কিসের শক্তি? অদিতি তেজোরূপা শক্তি,—যে শক্তির নব নব প্রকাশ দ্যুলোকে আদিত্য বা সূর্য, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ, মর্তে অগ্নি। সেই অনন্ত তেজোময়ী-দীপ্তিময়ী শক্তিই দেবগণের জননী—আদিত্যগণের জননী অদিতি। Prof. Roth-এর ব্যাখ্যা এই অভিমতকেই সমর্থন করে। Roth লিখেছেন, "Aditi, Eternity or the Eternal is sustained by them. The eternal and inviolable element in which Adityas dwell and which forms their essence, is the celestial light. The Adityas, the gods of the light, do not therefore by any means coincide with any of the forms, in which light is manifested in the universe. They are neither the sun, nor the moon, nor stars, nor dawn but the

---

৬৬ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮, ১।১৪।৩ ঋকের টীকা।

৬৭ দুর্গাদাস লাহিড়ী—বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা, পৃঃ ১২০

৬৮ Maxmuler's Rgveda (Trans.), Vol. I (1869), p. 23J

eternal sustainer of the luminous life which exists, as it were, behind these phenomena."[৬৯]

অদিতির এই চিৎশক্তিরূপতা প্রকাশিত হয়েছে ঐতরেয় আরণ্যকের একটি মন্ত্রে—অদিতির্হীদং সর্বং যদিদং কিং চ পিতা চ মাতা চ পুত্রশ্চ প্রজননং চ।[৭০]

ঋগ্বেদের একটি ঋকে অদিতিকে দক্ষের কন্যা এবং দক্ষকে অদিতির পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্বদিতিঃ পরি॥
অদিতির্হ্যজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব।
তাং দেবা অন্বজায়ংত ভদ্রা অমৃত বংধবঃ॥[৭১]

—অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, দক্ষ হইতে আবার অদিতি জন্মিলেন। হে দক্ষ! অদিতি যে জন্মিলেন, তিনি তোমার কন্যা। তাঁহার পশ্চাৎ দেবতারা জন্মিলেন, ইঁহারা কল্যাণমূর্তি ও অবিনাশী।[৭২]

দক্ষ আদিত্যগণের অন্যতম। আদিত্য সূর্য। অদিতি তেজোরূপা অনন্ত শক্তি অথবা আলোকময়ী চৈতন্যশক্তি। সূর্য এবং অদিতির সম্পর্কে এই বিরুদ্ধ সম্পর্ক কল্পনা তাই অবাস্তব বা অসম্ভব নয়। পুরাণে অদিতি দক্ষের কন্যা, কশ্যপের পত্নী এবং দেবগণের মাতা। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে (৩।২৭।৯) অগ্নিকে দক্ষতনয়ার পুত্র রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সূর্য ও অগ্নি অভিন্ন হওয়ায় এখানেও বিরোধ হয় না। একটি মন্ত্রে (৮।২৯।১৬) কথিত হয়েছে যে—মিত্র, বরুণ, অর্যমা, নাসত্যদ্বয় এবং ভগ অগ্নির তেজে দীপ্ত হয়ে আলোক দান করেন। সুতরাং আদিত্যগণ অগ্নির রূপান্তর, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে স্পষ্টতঃই অগ্নিকে অদিতি বলা হয়েছে :

বিশ্বেষামদিতির্যজ্ঞিয়ানাং বিশ্বেষামদিতির্মনুষ্যাণাং।
অদিতির্দেবানামেব আবৃণানঃ সুমৃলীকো ভবতু জাতবেদাঃ॥[৭৩]

—অগ্নি যজ্ঞীয় দেবতাদের অদিতি,—সমস্ত মনুষ্যগণের অদিতি (প্রাণস্বরূপা)। জাতবেদা অগ্নি স্তুতিকারিগণের পক্ষে সুখকর হোন।

অপর একটি মন্ত্রে অদিতি অগ্নির বিশেষণ : "অমূরঃ কবিরদিতির্বিবস্বান্"[৭৪] —বিবস্বান্ অগ্নি অমূঢ়, কবি এবং অদিতি।

---

৬৯ Roth, translated by Muir, O.S.T., vol. 49 ৭০ ঐতঃ আঃ—৩।১।৬
৭১ ঋগ্বেদ—১০।৭২।৪-৫ ৭২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৭৩ ঋগ্বেদ—৪।১।২০
৭৪ ঋগ্বেদ—৭।৯।৩

একস্থানে স্পষ্টরূপেই অগ্নিকে অদিতিরূপে সম্বোধন করা হয়েছে :

যস্মৈ ত্বং সুদ্রবিণো দদাশোঽনাগাস্ত্বমদিতে সর্বতাতা।
যং ভদ্রেণ শবসা চোদয়াসি প্রজাবতা রাধসা তে স্যাম ॥[৭৫]

—হে শোভনধনযুক্ত, অখণ্ডনীয় অগ্নি! যে সর্বযজ্ঞে বর্তমান যজমানকে তুমি পাপ হইতে নিষ্কৃতি প্রদান কর; এবং কল্যাণকর বল প্রদান কর (সে-ই সমৃদ্ধ হয়)। আমরা তোমার স্তোতা, আমরাও যেন পুত্রপৌত্রাদির সহিত তোমার ধনযুক্ত হই।[৭৬]

এই ঋকৃটি সম্পর্কে পণ্ডিত অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, "আগ্নেয় সূক্তের এই মন্ত্রে 'অদিতি' সম্বোধন অগ্নিব্যতীত আর কাহার প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে? অদিতি অখণ্ডনীয় বা অক্ষীণ অগ্নি।"[৭৭]

যাস্কও বলেছেন, অগ্নিকেই অদিতি বলা হয়,— "অগ্নিরপ্যদিতিরুচ্যতে।"[৭৮]

একটি ঋকে অদিতির অনন্ত জ্যোতির কথা বলা হয়েছে :

"অবধ্রং জ্যোতিরদিতেঋর্তাবৃধো।"[৭৯]

—অদিতির যজ্ঞ বৃদ্ধিকারী তেজ আমাদের প্রতি হিংসা রহিত হোক।

আর একটি ঋকে অদিতি উষার প্রতিস্পর্ধিনী : "মাতা দেবানামদিতে-রণীকং...।"[৮০] —হে উষা, তুমি দেবতাগণের মাতা, অদিতির প্রতিস্পর্ধিনী।[৮১] এখানে স্পষ্টতঃ অদিতি ও উষার অভিন্নতা প্রকটিত হয়েছে। বেদে নানা স্থানে অদিতিকে গো বা ধেনুরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। পীপায় ধেনুরদিতিঋর্তায়।[৮২] —অদিতি ধেনু, যজ্ঞের জন্য দুগ্ধবতী হোক্। বৃষা বৃষ্ণে দোহসা দিবঃ পয়াংসি যহ্বা অদিতেরদাভ্যঃ।[৮৩]—বলশালী অগ্নি বৃষ্টিদায়িনী অদিতির নিকট থেকে পয় (দুগ্ধ বা জল) দোহন করেছিলেন।

গাং মা হিংসীরদিতিং বিরাজম্।[৮৪] —হে অগ্নি তুমি অদিতিরূপিণী ও বৈচিত্র্যময়ী (বিরাট রূপিণী) গাভীকে হিংসা কোরো না।

মহীধর এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, "কীদৃশমদিতিমখণ্ডিতামদীনাং বা, বিরাজম্ বিবিধরাজমানাং দুগ্ধদানাদ্ গৌর্বিরাট্।" —গাভীরূপিণী অদিতি

---

৭৫ ঋগ্বেদ—১।৯৪।১৫ ৭৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৭৭ নিরুক্ত (ক. বি.) পৃঃ—১২১৩
৭৮ নিরুক্ত—১২।২৩।৭ ৭৯ ঋগ্বেদ—৭।৮২।১০ ৮০ ঋগ্বেদ—১।১১৩।১৯
৮১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৮২ ঐ ১।১৫৩।৩ ৮৩ ঋগ্বেদ—১০।১১।১
৮৪ শুক্ল যজুর্বেদ—১৩।৪৩

কিরূপ? না, অখণ্ডিতা অথবা অদীনা। বিবিধরূপে প্রকাশিতা, দুগ্ধ (জল) দান হেতু গো বিরাট।

ধেনু বা গো শব্দের অর্থান্তর সূর্যরশ্মি। অখণ্ডিতা সূর্যরশ্মি বা সূর্যাগ্নির তেজাত্মিকা শক্তিই অদিতি। সূর্যরশ্মির জল (পয়ঃ) দানের শক্তি সহজগম্য। সূর্যকিরণের বিচিত্ররূপ চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রেরই প্রত্যক্ষগম্য। সূর্য কিরণরূপা তেজোময়ী শক্তির বিরাটত্বও সুস্পষ্ট। তেজাত্মিকা যে বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তি তারই প্রকাশ সূর্য, অগ্নি, বিদ্যুৎ প্রভৃতি। আবার সূর্যাগ্নি থেকেই বিকশিত হয় তাপশক্তি। সুতরাং সূর্যরূপী দক্ষ অদিতির পুত্র এবং দক্ষের কন্যা অদিতি— এইরূপ বিরুদ্ধ সম্পর্ক একই সঙ্গে কথিত হওয়া অযৌক্তিক হয় নি।

ইন্দ্র

ইন্দ্র বৈদিক আর্যগণের সর্বপ্রধান দেবতা। সর্বাধিক সংখ্যক সূক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হয়েছে। ইন্দ্র অদ্ভুতকর্মা। তিনি বহু দানব বধ করেছেন। তিনি জন্মমাত্রেই কর্মদ্বারা অন্যসকল দেবতাদের অতিক্রম করে গেছেন।

যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্
দেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্যভূষৎ।
যস্য শুষ্মাদ্রোদসী অভ্যসেতাং
নৃম্ণস্য মহ্না স জনাস ইন্দ্রঃ ॥[১]

—হে মনুষ্যগণ, যিনি দ্যোতমান, যিনি জন্মমাত্রেই দেবগণের প্রধান ও মনুষ্যগণের অগ্রগণ্য হইয়া বীরকর্মের দ্বারা সমস্ত দেবগণকে ভূষিত করিয়াছিলেন, যাঁহার শরীরবলে দ্যাবাপৃথিবী ভীত হইয়াছিল, যিনি মহতী সেনার নায়ক, তিনিই ইন্দ্র।[২]

ইন্দ্রের প্রাধান্য—ইন্দ্র ব্যথিত পৃথিবীকে দৃঢ় করেছেন, অন্তরীক্ষ নির্মাণ করেছেন, পর্বতগণকে স্থির করেছেন, দ্যুলোক বা আকাশকে স্তম্ভিত করেছেন, তিনি মেঘের মধ্যে অগ্নি উৎপাদন করেছেন, বিশ্বভুবন নির্মাণ করেছেন।[৩] ইন্দ্র সূর্য ও উষাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি জল প্রেরণ করেন, সপ্ত নদীকে প্রবাহিত করেন, তিনি নিজের তেজে অন্তরীক্ষ পূর্ণ করেন।[৪] ইন্দ্র বৃষ্টিদাতা।[৫] তিনি বজ্রতুল্য বাহুবিশিষ্ট, বজ্র তাঁর অস্ত্র।[৬] ত্বষ্টা ইন্দ্রের বজ্র নির্মাণ করেছিলেন।[৭] ইন্দ্র দেবতাদের প্রধান এবং সম্রাট্—"ইন্দ্রাবরুণয়োরহং সম্রাজোরব বৃণে।[৮] —আমি সম্রাট ইন্দ্র ও বরুণের নিকট বর্ষণের জন্য যাচ্ঞা করি।

অসুর বধ—ইন্দ্র আশ্চর্য শক্তিশালী অদ্ভুতকর্মা বীর। শুষ্ণ, চুমুরি, ধুনি, শম্বর, পিপ্রু, বল, অর্বুদ, কুযব[৯] প্রভৃতি বহু অসুর বধ করে তিনি অক্ষয় কীর্তি স্থাপন

---

১ ঋগ্বেদ—২।১২।১　২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত　৩ ঋগ্বেদ—২।১২।২-৪
৪ ঐ—১।৫১।২　৫ ঋগ্বেদ—১।৫২।১৫　৬ ঐ ২।১৩।১৩
৭ ঐ ১।৩২।২　৮ ঐ ১।১৭।১　৯ ঐ ৬।৩২।৩

করেছেন। "ত্ববিধদিলীবিশস্ত দৃড়্হা বি শৃংগিণমভিনচ্ছুষ্ণমিন্দ্রঃ।"[১] —ইন্দ্র ইলীবিশের প্রবল (সৈন্য) বিদ্ধ করিয়াছিলেন ও শৃঙ্গযুক্ত শুষ্ণকে বিবিধ প্রকারে তাড়না করিয়াছিলেন।[২]

ত্বং পিপ্রো নৃমণঃ প্রারুজঃ পুরঃ।"[৩]

—তুমি পিপ্রুর (অসুরের) নগর ধ্বংস করেছিলে।[৪]

"দাসং যচ্ছুষ্ণং কুযবং ন্যস্মা অরংধয়।"[৫]

—হে ইন্দ্র! তুমি দাস শুষ্ণ ও কুযবকে বশীভূত করেছিলে।

ত্বং কুৎসং শুষ্ণহত্যেষ্বাবিথারংধয়োঽতিথিগ্বায় শংবরং।

মহান্তং চিদর্বুদং নিক্রমীঃ পদা সনাদেব দস্যুহত্যায় জজ্ঞিষে॥[৬]

—তুমি শুষ্ণ (অসুরের) সহিত যুদ্ধে কুৎস ঋষিকে রক্ষা করিয়াছিলে, তুমি অতিথিবৎসল (দিবোদাসের রক্ষার্থে) শম্বর নামক অসুরকে হনন করিয়াছিলে। তুমি মহান্ অর্বুদ (নামক অসুরকে পদ দ্বারা আক্রমণ করিয়াছিলে; অতএব তুমি দস্যুহত্যার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছ।[৭]

নম্যা যদিন্দ্র সখ্যা পরাবতি বিবর্হয়ো নমুচিং নাম মায়িনম্।[৮]

—হে ইন্দ্র! তুমি নমী ঋষির সহায়ে দূর দেশে নমুচি নামক মায়াবীকে বধ করিয়াছিলে।[৯]

মায়াভিরিন্দ্র মায়িনং ত্বং শুষ্ণমবাতিরঃ।[১০]

—হে ইন্দ্র! তুমি মায়াবী শুষ্ণ নামক অসুরকে মায়া দ্বারা বধ করিয়াছিলে।[১১]

যো ব্যংসং জাহৃষাণেন মন্যুনা যঃ শম্বরং

যো অহন্ পিপ্রুমব্রতং।

ইন্দ্রো যঃ শুষ্ণমশুষং ন্যাবৃণঙ্মরুত্বন্তং

সখ্যায় হবামহে॥[১২]

—যে ইন্দ্র প্রচণ্ড ক্রোধে ছিন্নবাহু বৃত্রকে বধ করেছিলেন, যিনি শম্বর নামক অসুরকে বধ করেছিলেন, যজ্ঞবিরোধী পিপ্রুকে যিনি বধ করেছেন, সর্বজগৎ-

---

১ ঋগ্বেদ—১।৩৩।১২ | ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত | ৩ ঋগ্বেদ—১।৫১।৫
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত | ৫ ঋগ্বেদ—৭।১৯।২ | ৬ ঐ ১।৫১।৬
৭ অনুবাদ—তদেব | ৮ ঐ ১।৫৩।৭ | ৯ অনুবাদ—তদেব
১০ ঋগ্বেদ—১।১১।৭ | ১১ অনুবাদ—তদেব | ১২ ঋগ্বেদ—১।১০১।২

শোষক শুষ্ণ নামক অসুরকে যিনি নিহত করেছেন, মরুৎসখা সহ সেই ইন্দ্রকে আহ্বান করি।[১]

যো রোহিণমস্ফুরদ্বজ্রবাহুর্দ্যামারোহন্তং
স জনাস ইন্দ্রঃ।[২]

—স্বর্গে (আকাশে) আরোহণকারী রোহিণ নামক অসুরকে বজ্রহস্তে যিনি হত্যা করেছিলেন, হে জনগণ, তিনিই ইন্দ্র।

স্বপ্নেনাভ্যুপ্যা চুমুরিং ধুনিং চ জঘন্থ দস্যুং
প্র দভীতিমাবঃ ॥[৩]

—ইন্দ্র ধুনি এবং চুমুরি দস্যুকে নিদ্রাকালে প্রাপ্ত হয়ে বধ করেছিলেন এবং (তাদের সঙ্গে যুধ্যমান রাজর্ষি) দভীতিকে রক্ষা করেছিলেন।

ইন্দ্র কর্তৃক ধুনি ও চুমুরি বধের একটি উপাখ্যান বৃহদ্দেবতায় আছে॥

সংযুজ্য তপসাত্মানমৈন্দ্রং বিভ্রন্মহদ্বপুঃ।
অদৃশ্যত মুহূর্তেন দিবি চ ব্যোম্নি চেহ চ॥
তমিন্দ্রমিতি মত্বা তু দৈত্যৌ ভীমপরাক্রমৌ।
ধুনিশ্চ চুমুরিশ্চৈব সায়ুধাবভিপেততুঃ॥
বিদিত্বা স তয়োর্ভাবমৃষিঃ পাপচিকীর্ষতোঃ।
যো জাত ইতি সূক্তেন কর্মাণ্যৈন্দ্রাণ্যকীর্তয়ৎ॥
উক্তেষু কর্ম স্বৈন্দ্রেষু ভীস্তাবাশু বিবেশ হ।
ইদমন্তরমিত্যুক্ত্বা তাবিন্দ্রস্তু ন্যবর্হয়ৎ॥[৪]

—ঋষি গৃৎসমদ্ তপস্যার দ্বারা ইন্দ্র সদৃশ মহৎ বপু ধারণ করলেন। মুহূর্ত-মধ্যে মহাপরাক্রমশালী ধুনি এবং চুমুরি নামক দৈত্যদ্বয় অস্ত্রশস্ত্র সহ স্বর্গে, অন্তরীক্ষে এবং মর্তে দেখা দিল এবং আক্রমণ করলো। পাপকার্য করতে ইচ্ছুক সেই দৈত্যদ্বয়ের মনোভাব বুঝতে পেরে ঋষি "যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্" ইত্যাদি সূক্তে ইন্দ্রের গুণকর্ম ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। ইন্দ্রের গুণকীর্তন শুনে তারা দ্রুত পলায়নে উদ্যত হোল। 'এই সুযোগ'—এই বলে ইন্দ্র তাদের হত্যা করলেন।

শম্বর নামক দৈত্য পর্বতে লুকায়িত ছিল, ইন্দ্র চল্লিশ বৎসর অনুসন্ধান করে শম্বরকে ধরতে পেরেছিলেন।

---

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—২।১২।১২ ৩ ঋগ্বেদ—২।১৫।৯
৪ বৃহদ্দেবতা—৪।৬২-৬৬

যঃ শম্বরং পর্বতেষু ক্ষিয়ন্তং
চত্বারিংশ্যাং শরদ্যন্ববিন্দৎ।
ওজায়মানং যো অহিং জঘান
দানুং শয়ানং স জনাস ইন্দ্রঃ ॥[১]

—হে মনুষ্যগণ! যিনি পর্বতে লুকাইত শম্বরকে চল্লিশ বৎসর অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যিনি বলপ্রকাশ কারী অহি নামক শয়ান দানবকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তিনিই ইন্দ্র।[২]

ইন্দ্র দস্যু শম্বরের একশত দুর্ভেদ্য পুরী ধ্বংস করেছেন। তিনি বল নামক অসুরের গুপ্ত গুহা থেকে অপহৃত গোধন উদ্ধার করেছিলেন।

যো হত্বাহিমরিণাৎ সপ্তসিন্ধূন্
যো গা উদাজদপধা বলস্য।[৩]

—যিনি অহিকে হত্যা করে সপ্ত নদীতে জল প্রেরণ করেছিলেন, যিনি বলের অবরোধ থেকে গোগণকে উদ্ধার করেছিলেন।

ইন্দ্র কর্তৃক বলাসুর বধের কাহিনী পুরাণেও আছে। পুরাণে বল ব্রহ্মচারী তপস্বী কৃষ্ণাজিন ও দণ্ডধারী; তপস্বী বলকে সন্ধ্যাবন্দনায় রত দেখে ইন্দ্র তাঁকে বজ্রদ্বারা হত্যা করেছিলেন:

একদা তু বলঃ সায়ং সন্ধ্যার্থং সিন্ধুমাগতঃ।
কৃষ্ণাজিনেন দিব্যেন দণ্ড কাষ্ঠেন রাজিতঃ ॥
অমলেনাপি পুণ্যেন ব্রহ্মচর্যেণ তেন সঃ।
সাগরস্যোপকণ্ঠে তং সন্ধ্যাসনমুপাগতম্ ॥
জপমানং সুশান্তং তং দদৃশে পাকশাসনঃ।
বজ্রেণ পাটয়ামাস দেবেন্দ্রোঽসৌ বলং তদা ॥[৪]

ইন্দ্র কর্তৃক বলাসুরের অবরোধ থেকে গো-উদ্ধার কাহিনী কৃষ্ণযজুর্বেদের একটি উপাখ্যানে পাওয়া যায়। বল নামক অসুর বহুসংখ্যক পশু অপহরণ করে কোন বিলে লুকিয়ে রেখেছিল। ইন্দ্র বিলের (দ্বারে স্থিত) পাষাণখণ্ডটি বিদূরিত করে-ছিলেন। ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ পশুটির পৃষ্ঠমূল (লেজ) ধরে টেনে দিলেন। সেই পশুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সহস্র পশু পলায়ন করলো।

---

১ ঋগ্বেদ—১।১২।১২ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৬।৩২।৪
৪ পদ্মপুরাণ, ভূমিখণ্ড—২৩।৪১।৪৩

"ইন্দ্রো বলস্য বিলমপোর্ণোৎ স য উত্তমঃ পশুরাসীত্তং পৃষ্ঠং প্রতি সংগৃহ্যোদক্ষিদত্তং সহস্রং পশবোঽনূদায়ন্ ··।"[১]

ঋগ্বেদেও অন্যত্র বলের উপাখ্যান বিবৃত হয়েছে :

ত্বং বলস্য গোমতোঽপাবরদ্রিবো বিলং।
ত্বাং দেবা অবিভ্যুষস্তুজ্যমানাস আবিষুঃ॥[২]

—হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! তুমি গাভীহরণকারী বল নামক অসুরের গহ্বর উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলে, তখন বলাসুর নিপীড়িত দেবতাগণ ভয়শূন্য হইয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[৩]

শম্বরাদি অন্যান্য অসুরবধের কথা ঋগ্বেদেই অন্যত্র পাওয়া যায়।

অধ্বর্যবো যঃ শতং শম্বরস্য পুরো বিভেদাশ্মনেব পূর্বীঃ।
যো বর্চিনঃ শতমিন্দ্রঃ সহস্রমপাবপদ্ভরতা সোমমস্মৈ॥[৪]

—হে অধ্বর্যুগণ, যে ইন্দ্র শম্বরকে শতসংখ্যক পুরাতন পুরী (দুর্গ) প্রস্তরতুল্য কঠিন বজ্রের দ্বারা বিনষ্ট করেছিলেন, বর্চ নামক অসুরের শতসহস্রসংখ্যক বীরপুত্রকে ভূমিতে পাতিত করেছিলেন, সেই ইন্দ্রের জন্য সোমরস প্রদান কর।

"অহন্বৃত্রমৃচীষম্ ঔর্ণবাভমহীশুভম্।"[৫] —দীপ্তি প্রতিম ইন্দ্র বৃত্র, ঔর্ণবাভ ও অহীশুবকে বধ করিয়াছেন।[৬]

দস্যূঞ্ছিম্যূংশ্চ পুরুহূত এবৈর্হত্বা পৃথিব্যাং শর্বানিবর্হীৎ॥[৭]

—তিনি অনেকের দ্বারা আহূত হইয়া এবং গমনশীল (মরুৎগণের) দ্বারা যুক্ত হইয়া পৃথিবী নিবাসী দস্যু ও শিম্যুদিগকে প্রহার করিয়া হননকারী বজ্রদ্বারা বধ করিলেন।[৮]

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে ইন্দ্রকে রাক্ষসঘাতক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। "দেবানাং বৈ যজ্ঞং রক্ষাংস্যজিঘাংসংস্তান্যেতেন ইন্দ্রঃ সংবর্তমবাপদ্যৎ।"[৯]

—দেব সম্পর্কিত যজ্ঞ রাক্ষসেরা বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়েছিল, ইন্দ্র এই সামমন্ত্রের দ্বারা তাদের ধ্বংস করেছিলেন।

ইন্দ্র কর্তৃক যজ্ঞঘাতিনী দীর্ঘজিহ্বী নামক এক রাক্ষসী বধের উপাখ্যানও বিবৃত

১ কৃষ্ণ যজুঃ—২।২।১।৫ ২ ঋগ্বেদ—১।১১।৫ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ ঋগ্বেদ—২।১৪।৬ ৫ ঐ—৮।৩২।২৬ ৬ ঋগ্বেদ—১০।১০০।৮
৭ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৮ তাণ্ড্য মহাঃ ব্রাঃ—১৪।১২।৭
৯ তাণ্ড্য মহাঃ ব্রাঃ—১৩।৬।৯

হয়েছে তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে।[১] ইন্দ্র বহু দানব-রাক্ষস বধ করেছেন। তিনি পণিদের দ্বারা অপহৃত এবং অবরুদ্ধ গোসমূহকেও দেবকুক্কুরী সরমার সাহায্যে উদ্ধার করেছিলেন।[২]

পৌরাণিক বিবরণে পাই—ইন্দ্র পাক নামক দৈত্যগণকে নির্জিত ক'রে পাক-শাসন নাম অর্জন করেছিলেন।

ততো বাণৈরবচ্ছাদ্য ময়াদীন্ দানবান্ হরিঃ।
পাকং জঘান তীক্ষ্ণাগ্রৈর্মার্গণৈঃ কংকবাসসৈঃ॥
তত্র নাম বিভূর্লেভে শাসনাচ্চ শরৈর্দৃঢ়ং।
পাকশাসন ইত্যেবং সর্বামরপতির্বিভুঃ॥[৩]

ময় প্রভৃতি দানবগণকে বাণের দ্বারা আচ্ছন্ন করে ইন্দ্র তীক্ষ্ণাগ্র বাণের দ্বারা পাকদৈত্যকে বধ করেছিলেন। সেইজন্যই অমরপতি পাকশাসন নাম লাভ করেছিলেন।

বৃত্রবধ—ইন্দ্রের বৃহত্তম এবং মহত্তম কর্ম বৃত্রবধ। বৃত্র নামক দানবকে ইন্দ্র বজ্র-দ্বারা নিহত করে ত্রিভুবনে স্বস্তি আনয়ন করেছিলেন, পৃথিবীতে বৃষ্টিধারা এনেছিলেন এবং নদীসমূহকে জলপূর্ণ করেছিলেন। এই বিরাট কীর্তির জন্যই ইন্দ্রের নাম বৃত্রহন্তা—বৃত্রহা। এই জন্যই বেদে-পুরাণে-কাব্যে ইন্দ্রের মহিমা যুগ যুগ ধরে কীর্তিত। ঋগ্বেদের নানা স্থানে ইন্দ্র কর্তৃক-বৃত্রবধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। পূর্বের উদ্ধৃতিতে তার কিছু নমুনা আছে। অন্যান্য সংহিতায়, ব্রাহ্মণ গ্রন্থে, মহাভারতে, পুরাণে সর্বত্রই ইন্দ্রের গৌরবগাথা কীর্তিত হয়েছে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলান্তর্গত দ্বাত্রিংশৎ সূক্তে ইন্দ্রকর্তৃক বৃত্রবধের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

অহন্ বৃত্রং বৃত্রতরং ব্যংসমিন্দ্রো বজ্রেণ মহতা বধেন।
স্কংধাংসীব কুলিশেনা বিবৃক্ণাহিঃ শয়ত উপপৃক্ পৃথিব্যাঃ॥
অযোদ্ধেব দুর্মদ আ হি জুহ্বে মহাবীরং তুবিবাধমৃজীষং।
নাতারীদস্য সমৃতিং বধানাং সংরুজানাঃ পিপিষ ইন্দ্রশত্রুঃ॥
অপাদহস্তো অপৃতন্যদিন্দ্রমাস্য বজ্রমধিসানৌ জঘান।
বৃষ্ণো বধ্রিঃ প্রতিমানং বভূষন্ পুরুত্রা বৃত্রো অশয়দ্ব্যস্তঃ॥
নদং ন ভিন্নমমুয়া শয়ানং মনোরুহাণা অতি যংত্যাপঃ।
যাশ্চিদ্বৃত্রো মহিনা পর্যতিষ্ঠত্তাসামহিঃ পৎসুতঃ শীর্বভূব॥

---

১ তাণ্ড্যমহাঃ ব্রাঃ—১৪।১২।৭   ২ ঋগ্বেদ—১।৬।৫   ৩ বামনপুরাণ—৭১।১৩-১৪

নীচাবয়া অভবদ্‌বৃত্রপুত্রেন্দ্রো অস্যা অব বধর্জভার।
উত্তরা সূরধরঃ পুত্র আসীদ্দানুঃশয়ে সহবৎসা ন ধেনুঃ ॥[১]

—জগতের আবরণকারী বৃত্রকে ইন্দ্র মহাধ্বংসকারী বজ্রদ্বারা ছিন্নবাহু করিয়া বিনাশ করিলেন, কুঠার ছিন্ন বৃষস্কন্ধের ন্যায় অহি পৃথিবী স্পর্শ করিয়া পড়িয়া আছে।

দর্পযুক্ত বৃত্র (আপনার সমতুল যোদ্ধা নাই মনে করিয়া) মহাবীর ও বহুবিলাসী ও শত্রুবিজয়ী ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিল, ইন্দ্রের বিনাশকার্য হইতে রক্ষা পাইল না, ইন্দ্রশত্রু বৃত্র (নদীতে পতিত হইয়া) নদী সমুদয় পিষিয়া ফেলিল।

হস্ত-পদশূন্য বৃত্র ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিল, ইন্দ্র তাহার সানুতে (তুল্য প্রৌঢ় স্কন্ধে) বজ্রদ্বারা আঘাত করিলেন; যেরূপ পুরুষত্বহীন ব্যক্তি পুরুষত্বসম্পন্ন ব্যক্তির সাদৃশ্য লাভ করিতে (বৃথা যত্ন করে, বৃত্রও সেইরূপ (বৃথা যত্ন করিল); বহুস্থানে ক্ষত হইয়া বৃত্র ভূমিতে পড়িল।

ভগ্ন (কূল)-কে অতিক্রম করিয়া নদ যেরূপ বহিয়া যায়, মনোহর জল সেইরূপ পতিত বৃত্রদেহকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে; বৃত্র জীবদ্দশায় নিজ মহিমা দ্বারা যে জলকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, অহি এখন সেই জলের পদের নীচে শয়ন করিল।

বৃত্রের মাতা তির্যকভাবে রহিল। তখন ইন্দ্র তাহার অধোভাগে অস্ত্রাঘাত করিলেন, তখন মাতা উপরে ও পুত্র নীচে রহিল, তৎপরে বৎসের সহিত ধেনুর ন্যায় (বৃত্রের মাতা) দনু শুইয়া পড়িল।[২]

শেষ ঋকৃটিতে দেখতে পাই বৃত্রের মাতা দনুও পুত্রের সঙ্গে নিহত হয়েছে। এই ঋক্‌টির তাৎপর্য প্রসংগে পণ্ডিতপ্রবর দুর্গাদাস লাহিড়ী লিখেছেন, "বৃত্রাসুর আহত হইলে, বৃত্রাসুরের মাতা গিয়া বৃত্রকে রক্ষা করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল। সে তির্যগ্‌ভাবে বৃত্রের দেহ আবৃত করিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। ইন্দ্র বৃত্রের অঙ্গে আর অস্ত্রাঘাত করিতে না পারেন, এইভাবে সে পুত্রকে আবৃত করিয়াছিল। কিন্তু ইন্দ্রদেব বৃত্রের মাতাকেও প্রহার করেন; প্রহারে বৃত্রের মাতাও নিহত হয়।"[৩]

১ ঋগ্বেদ—১।৩২।৫-৯ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ দুর্গাদাস সম্পাদিত ঋগ্বেদ, ১ম অধ্যায়

ঋগ্বেদেই অন্যত্র আছে :

পরীং ঘৃণা চরতি তিত্বিষে শবোঽপো

বৃত্বী রজসো বুধ্নমাশয়ৎ।

বৃত্রস্য যৎ প্রবণে দুর্গৃভিশ্বানো নিজঘংথ

হন্বোরিন্দ্রো তন্যতুম্ ॥[১]

—জলরুদ্ধ করিয়া যে বৃত্র অন্তরীক্ষের উপরি প্রদেশে শয়ান ছিল এবং অন্তরীক্ষে যাহার ব্যাপ্তি অসীম, হে ইন্দ্র! যখন তুমি সেই বৃত্রের হনুদ্বয় শব্দায়মান বজ্রদ্বারা আঘাত করিয়াছিলে তখন তোমার দীপ্তি বিস্তৃত হইয়াছিল এবং তোমার বল প্রদীপ্ত হইয়াছিল।[২]

স ধারয়ৎ পৃথিবীং পপ্রথচ্চ বজ্রেণ হত্বা নিরপঃ সসর্জ।

অহন্নহিমভিদ্রৌহিণং ব্যহন্ ব্যংসং মঘবা শচীভিঃ ॥[৩]

—ইন্দ্র পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন এবং বিস্তৃত করিয়াছেন; বজ্র দ্বারা (বৃত্রকে) হত করিয়া বৃষ্টিজল বাহির করিয়াছেন; অহিকে হত করিয়াছেন; রৌহিনকে বিদারিত করিয়াছেন। মঘবান্ স্বকীয় কার্য দ্বারা বিগতভুজ (বৃত্রকে) হত করিয়াছেন।[৪]

নিরিন্দ্র ভূম্যা অধি বৃত্রং জঘন্থ নির্দিবঃ।

সৃজা মরুত্বতীরব জীবধন্যা ইমা অপোঽর্চন্নন্‌ স্বরাজ্যম্ ॥[৫]

—হে ইন্দ্র! তুমি ভূলোকে বৃত্রকে বধ করিয়াছ, দ্যুলোকেও বধ করিয়াছ। মরুৎগণ কর্তৃক সংযুক্ত ও জীবগণের তৃপ্তিকর বৃষ্টির জল পাতিত করিয়া স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত কর।[৬]

এই ঋকে বৃত্র ভূলোকেও অবস্থিত, দ্যুলোকেও অবস্থিত। ইন্দ্র সোমরস পান করে বৃত্রকে বধ করে থাকেন।

দ্যৌশ্চিদস্যামবাঁ অহেঃ স্বনাদয়ো যবীস্তিয়সা বজ্র ইন্দ্রতে।

বৃত্রস্য যদ্বদ্বধানস্য রোদসী মদে সুতস্য শবসাভিনচ্ছিরঃ ॥[৭]

—হে ইন্দ্র! তুমি অভিষুত সোম পান করিয়া হৃষ্ট হইলে যখন তোমার বজ্র, দ্যু ও পৃথিবীর বাধনকারী বৃত্রের মস্তক বেগে ছিন্ন করিয়াছিলে, তখন বলবান্ আকাশও সেই অহির শব্দ ভয়ে কম্পিত হইয়াছিল।[৮]

১ ঋগ্বেদ—১।৫২।৬ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১।১০৩।২
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ তদেব—১।৮০।৪ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ তদেব—১।৫২।১০ ৮ অনুবাদ—তদেব

ঋগ্বেদে আরও বহুস্থানে ইন্দ্রকর্তৃক বৃত্রবিজয়ের প্রসঙ্গ আছে। কৃষ্ণযজুর্বেদেও এই উপাখ্যান বিদ্যমান। "ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রমুদযচ্ছৎ স বৃত্রো বজ্রাদুদ্যতাদবিভেৎ সোঽব্রবীন্মা মে প্রহারস্তি বা ইদং ময়ি বীর্যং তত্তে প্রদাস্যামীতি।"[১]

ইন্দ্র বৃত্রবধের নিমিত্ত বজ্র গ্রহণ করলেন। সেই বৃত্র উদ্যত বজ্র দেখে ভয় পেলো; সে বললে, আমাকে প্রহার করো না, আমার যে বীর্য আছে, তা তোমাকে দান করবো।

মহাভারতে, পুরাণে, কাব্যে সর্বত্রই ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্রবধের কাহিনী পল্লবিত আকারে পরিবেশিত হয়েছে।

যে ইন্দ্র বৃত্রবধরূপ মহৎ কর্ম সম্পাদন করেছেন, তিনি অবশ্যই দেবমনুষ্যমধ্যে শ্রেষ্ঠ; সেই জন্যই তিনি রাজা—সম্রাট।

ত্বং রাজেন্দ্র যে চ দেবা রক্ষা নৄন্ পাহ্যসুর ত্বমস্মান্।[২]

—তুমি রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যে সকল দেবতা আছেন, তাঁদেরও রাজা। হে অসুর, তুমি মনুষ্যগণকে রক্ষা কর, আমাদের রক্ষা কর।

ইন্দ্রো যতোঽবসিতস্য রাজা শমস্য চ শৃংগিনো বজ্রবাহুঃ।
সেদু রাজা ক্ষয়তি চর্ষণীনামরান্ন নেমিঃ পরি তা বভূব॥[৩]

—(শত্রুর বিনাশানন্তর) বজ্রবাহু ইন্দ্র স্থাবর ও জঙ্গমদিগের এবং (শৃঙ্গশূন্য) শান্ত পশু ও শৃঙ্গী পশুদিগের রাজা হইয়া নিবাস করিতেছেন এবং যেরূপ চক্রের নেমিমধ্যস্থ কাষ্ঠসমূহকে ধারণ করে সেইরূপ ইন্দ্র সকলকে আপনার মধ্যে ধারণ করিয়াছিলেন।[৪]

দেবরাজ ইন্দ্র—ইন্দ্রো রাজা জগতশ্চর্ষণীনাম্।[৫]—ইন্দ্র ত্রিলোকের রাজা, দেব ও মানুষের রাজা।

অথর্ববেদে ইন্দ্রকে বলা হয়েছে স্বরাট্—স্বরাজ্যের অধীশ্বর—"স্বরাভিন্দ্রো দম আ বিশ্বগূর্তঃ।"[৬]

আবার অন্যত্র তাঁকে বলা হয়েছে ইন্দ্রেন্দ্র—ইন্দ্রের ইন্দ্র অর্থাৎ রাজার রাজা—"ইন্দ্রেন্দ্র মনুষ্যঃ পরেহি।"[৭] দুর্গাদাস লাহিড়ী বলেন, "তাঁহাকে ইন্দ্রেন্দ্র বলায় সম্রাট্‌শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সকল রাজার অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।"[৮]

১ কৃঃ যজুঃ—৬।৫।১ ২ ঋগ্বেদ—১।১৭৪।১ ৩ ঋগ্বেদ—১।৩২।১৫
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ অথর্ব—১৯।২।১ ৬ অথর্ব—১।৬১।৯
৭ অথর্ব—৩।৪।৬ ৮ বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা—পৃঃ ৫৩

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে সকলগুণেই শ্রেষ্ঠ। "অয়ং (ইন্দ্রঃ) দেবানামোজিষ্ঠো বলিষ্ঠঃ সহিষ্ঠঃ সত্তমঃ পারয়িষ্ণুতমঃ।"[১]—এই ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা তেজসম্পন্ন, বলসম্পন্ন, সর্বাপেক্ষা সহনশীল ও সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রাতা (রক্ষাকর্তা)।

ইন্দ্রের বৃত্রবধে সহায়ক ছিলেন মরুৎগণ। মরুৎগণকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্র যুদ্ধ করে বৃত্রকে হত্যা করেছিলেন। একটি ঋকে বলা হয়েছে 'মরুত্বতীঃ'।[২] —সায়নের ভাষ্যে মরুত্বতী অর্থ 'মরুদ্ভিঃ সংযুক্তাঃ'—মরুদ্‌গণের, সমভিব্যাহারে। মরুৎগণরূপী সৈন্যদলের নেতা ইন্দ্র—"ইন্দ্র জ্যেষ্ঠা মরুদ্‌গণাঃ—ইন্দ্র জ্যেষ্ঠো মুখ্যো যেষু তে তথাবিধা মরুদ্‌গণাঃ মরুৎ সমূহরূপাঃ"—সায়ন।

শুক্ল যজুর্বেদে ইন্দ্রকে আদিত্য ও মরুদ্‌গণের সঙ্গে ভেষজ বা ঔষধ প্রদানের জন্য আহ্বান করা হয়েছে ঃ

"আদিত্যৈরিন্দ্রঃ সগণো মরুদ্ভিরস্মভ্যং ভেষজা করৎ।"[৩] গণপরিবৃত ইন্দ্র আদিত্যগণ ও মরুদ্‌গণের সহিত আমাদের ঔষধ দান করুন।

ইন্দ্রের সোমপান—ইন্দ্র বৃত্রবধের পূর্বে সোমপান করেন। সোম তাঁর অতি প্রিয়। বৃত্রবধে পরিতৃপ্ত মনুষ্যগণও তাঁকে সোমরস প্রদানে আপ্যায়িত করেন।

এ মাশুমাশবে ভর যজ্ঞশ্রিয়ং নৃমাদ নং
পতয়ন্ মংদয়ৎসখম্ ॥
অস্য পীত্বা শতক্রতো ঘনো বৃত্রাণামভবঃ।
প্রাবো বাজেষু বাজিনম্ ॥[৪]

—এই সোমরস ব্যাপনশীল ও যজ্ঞের সম্পদরূপ, ইহা মনুষ্যকে হৃষ্ট করে, কার্য-সাধন করে এবং হর্ষদাতা ইন্দ্রের সখা ; যজ্ঞব্যাপী ইন্দ্রকে ইহা দান কর।

হে শতক্রতু! এই সোমপান করিয়া তুমি বৃত্র প্রভৃতি শত্রুদিগকে হনন করিয়াছিলে, যুদ্ধে (তোমার ভক্ত) যোদ্ধাদের রক্ষা করিয়াছিলে।[৫]

সোমরস পান করে ইন্দ্রের উদর সমুদ্রের মত বর্ধিত হতে থাকে।

যঃ কুক্ষিঃ সোমপাতমঃ সমুদ্র ইব পিন্বতে
উর্বীরাপো ন কাকুদঃ ॥[৬]

১ ঐতঃ ব্রাঃ—৩।১ ২ ঋক্—১।৮০।৪ ৩ শুক্লযজুঃ—২৫।৪৬
৪ ঋগ্বেদ—১।৪।৭-৮ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৬ ঋগ্বেদ—১।৮।৭

—ইন্দ্রদেব প্রচুর সোমপান করায় তাঁর উদর সমুদ্রের মত বর্ধিত হয়েছে, তাঁর মুখের জল শুখাচ্ছে না।

সোমপানের ফলে ইন্দ্রের শ্মশ্রু সোমলিপ্ত হয়ে যায়, সোম ঝেড়ে ফেলে তিনি পুনর্বার সোমপানের জন্য যাত্রা করেন।[১]

দধিচি ও বজ্র —বৃত্রবধে ইন্দ্রের অস্ত্র বজ্র। তাই তিনি বজ্রধারী—বজ্রী—বজ্রবাহু। ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ।"[২]—ইন্দ্র বজ্রযুক্ত ও হিরণ্ময়।

"ইন্দ্রো বিশ্বস্য কর্মণো ধর্তা বজ্রী পুরুষ্টুতঃ।[৩]—সকল কর্মের ধর্তা বজ্রধারী ও বহুস্তুতিসমন্বিত।

"বজ্রেণ বজ্রী নি জঘান শুষ্ণং."[৪] —বজ্রী ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা শুষ্ণকে বধ করেছিলেন।

ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য বজ্র নির্মাণ করেছিলেন—"ত্বষ্টা বজ্রং পুরুহুত দ্যুমংতং।"[৫] —ত্বষ্টা তোমার দীপ্তিমান্ বজ্র নির্মাণ করিয়াছেন।"[৬]

ত্বষ্টা যদ্বজ্রং সুকৃতং হিরণ্যয়ং সহস্রভৃষ্টিং স্বপা অবর্তয়ং।
ধত্ত ইন্দ্রো নর্য পাংসি কর্তবেঽহন্বৃত্রং নিরপামৌব্জদর্ণবম্।[৭]

—শোভনকর্মা ত্বষ্টা যে সুনির্মিত অনেক ধারযুক্ত হিরণ্ময় বজ্র ইন্দ্রকে দিয়াছিলেন, ইন্দ্র সেই বজ্র সংগ্রামে কার্যসাধন করিবার জন্য ধারণ করিয়া বৃত্র বধ করিয়াছিলেন এবং বারিরাশি বর্ষিত করিয়াছিলেন।[৮]

বৃত্রবধের নিমিত্ত ত্বষ্টা নির্মিত বজ্র দধীচির অস্থি দ্বারা নির্মিত হয়েছিল, এ কহিনীর মূল ঋগ্বেদেই পাওয়া যায়।

ইন্দ্রো দধীচো অস্থভির্বৃত্রাণ্যাপ্রতিষ্কুতঃ।
জঘান নবতির্নব ॥[৯]

—অপ্রতিদ্বন্দী ইন্দ্র দধীচি ঋষির অস্থি দ্বারা বৃত্রগণকে নবগুণ নবতিবার বধ করিয়াছিলেন।[১০]

দধীচির মস্তক ছিল অশ্বের মস্তক, সেই ছিন্ন মস্তক ইন্দ্র লাভ করেছিলেন।

ইচ্ছন্নশ্বস্য যচ্ছিরঃ পর্বতেষ্বপাশ্রিতং
তদ্বিদচ্ছর্যণাবতি ॥[১১]

১ ঋগ্বেদ—২।১১।১৭ ২ ঋগ্বেদ—১।৭।২ ৩ ঋগ্বেদ—১।১১।৪
৪ ঋগ্বেদ—৫।৩২।৪ ৫ ঋগ্বেদ—৫।৩১।৪ ৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৭ ঋগ্বেদ—১।৮৫।৯ ৮ অনুবাদ—তদেব ৯ ঋগ্বেদ—১।৮৪।১৩, অথর্ব—১০৪১
১০ তদেব ১১—ঋগ্বেদ ১।৮৪।১৪

—পর্বতে লুক্কায়িত দধীচির অশ্ব মস্তক পাইবার ইচ্ছা করিয়া ইন্দ্র সেই মস্তক শর্যনাবৎ (সরোবরে) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[১]

কৃষ্ণযজুর্বেদেও দধীচির অস্থি:তে অস্ত্র নির্মাণের উল্লেখ করা হয়েছে রূপক হিসাবে,—"প্রজাপতির্বা অথর্বাঽগ্নিরেব দধ্যঙ্ঙাথর্বা তস্যেষ্টকা অস্থান্যেতং হ বাব তদৃষিরভ্যনূবাচেন্দ্রো দধীচো অস্থভিরিতি।"[২]

—প্রজাপতি অথর্বা, অগ্নি, অথর্বপুত্র দধ্যঙ্, ইষ্টক তাঁর অস্থি, সেইজন্যই ঋষি বলে থাকেন যে ইন্দ্র দধীচির অস্থিদ্বারা বজ্র নির্মাণ করিয়েছিলেন।

মহাভারতে[৩] এবং পুরাণে[৪] দধীচি মুনি স্বেচ্ছায় বৃত্রবধের দ্বারা দেবতাদের এবং অখিল বিশ্বের কল্যাণ কামনায় নিজ দেহ দান করলে তাঁর অস্থি দিয়ে বিশ্বকর্মা বজ্র নামক অস্ত্র নির্মাণ করেছিলেন। সেই অস্ত্রে বৃত্রের মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে ও অন্যান্য পুরাণে ত্বষ্টা ইন্দ্র কর্তৃক তাঁর পুত্র ত্রিশিরা বা বিশ্বরূপের অন্যায় মৃত্যুর প্রতিশোধকল্পে যজ্ঞাগ্নি থেকে ইন্দ্রশত্রু বৃত্রাসুরকে সৃষ্টি করেছিলেন।

দধীচির অশ্বমুখের তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে আচার্য সায়ন শাট্যায়নশাখা-ভুক্তদের স্বীকৃত একটি কাহিনীর অবতারণা করেছেন: "অত্র শাট্যায়নিনঃ ঐতিহ্যমাচক্ষতে। আথর্বণস্য দধীচো জীবতো দর্শনেনাসুরা পরাবভূবুঃ। অথ তস্মিন্ স্বর্গতেঽসুরৈঃ পূর্ণা পৃথিব্যভবৎ। অথেন্দ্রস্তৈরসুরৈঃ যোদ্ধুমশক্নুবন্ তমৃষিমন্বিচ্ছন্ স্বর্গং গত ইতি শুশ্রাব। অথ পপ্রচ্ছ তত্রত্যান্ নেহ কিমস্য কিঞ্চিৎ পরিশিষ্টমঙ্গমস্তি ইতি। তস্মা অবোচন্ অস্ত্যেতদশ্বং শীর্ষং যেন শিরসাশ্বিভ্যাং মধুবিদ্যাং প্রাবব্রীৎ। তত্তু ন বিদ্ম যত্রাভবদিতি। পুনরিন্দ্রোঽব্রবীৎ। তদন্বিচ্ছতেতি। তদ্ধান্বেষিষুঃ তচ্ছর্যনাবত্যনুবিদ্যা জহ্রুঃ। শর্যনাবদ্ধ বৈ নাম কুরুক্ষেত্রস্য জঘনার্ধে সরঃ স্যন্দতে। তস্য শিরসোঽস্থিভিরিন্দ্রোঽসুরান্ জঘানেতি।"

—অথর্বার পুত্র দধীচকে জীবিত অবস্থায় দেখে অসুররা পরাজিত হোত। সেই দধীচ স্বর্গে গেলে অসুরে পৃথিবী পূর্ণ হয়ে গেল। ইন্দ্র তখন অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অসমর্থ হয়ে সেই ঋষির অনুসন্ধান করতে করতে অবগত হলেন যে ঋষি স্বর্গে গমন করেছেন। তখন ইন্দ্র প্রশ্ন করলেন, ঋষির কোন অঙ্গের অবশেষ আছে কিনা। তাঁকে উত্তর দেওয়া হয়েছিল যে দধীচের দেহাবশেষ

১ অনুবাদ—ঋগ্বেদ ২ কৃঃ যজুঃ—৫।৫।৬।৬ ৩ বনপর্ব—১০০ অঃ ৪-ভাগবত—৬।৯-১০

বর্তমান আছে ; যে মুখ দিয়ে তিনি অশ্বিনীকুমারদের মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই অশ্বমুখ বর্তমান আছে। তখন কুরুক্ষেত্র মধ্যবর্তী শর্যণাবতী সরোবরে সেই অশ্বমুখ পাওয়া গেল। সেই মস্তকের অস্থি দ্বারা ইন্দ্র অসুরদের বধ করলেন।

আচার্য সায়ন ১।১১৬।১২ ঋকের টীকায় লিখেছেন যে ইন্দ্র দধীচকে মধুবিদ্যা শিখিয়ে বলেছিলেন যে এই বিদ্যা অন্য কাউকে শেখালে তিনি দধীচের মাথা কেটে ফেলবেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় দধীচকে অশ্বমুণ্ড দান করে দধীচের অশ্বমুখ থেকে মধুবিদ্যা শিক্ষা করলে ক্রোধান্বিত ইন্দ্র দধীচের অশ্বমুণ্ড কেটে ফেললেন। অশ্বিদ্বয় দধিচের লোকান্তরের পরে অসুরদের দৌরাত্ম্য বর্ধিত হলে ইন্দ্র দধীচের অশ্বমস্তক সংগ্রহ করলেন এবং ঐ মস্তকের অস্থি দ্বারা অসুরদের বিনাশ করলেন।

এই উপাখ্যানটি দধীচি সম্পর্কিত পৌরাণিক উপাখ্যান থেকে স্বতন্ত্র। মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তের মতে এই উপাখ্যান পৌরাণিক উপাখ্যান থেকে প্রাচীনতর।

সায়ন-কথিত কাহিনীটি বৃহদ্দেবতায় পাওয়া যায়।

প্রাদাদ্ব্রহ্মা চ সুপ্রীতঃ পুত্রায় যদথর্বণে।
স চাভবদৃষিস্তেন ব্রহ্মণা বীর্যবত্তমঃ॥
তমৃষির্নিষেষেধেন্দ্রো মৈবং বোচঃ কচিন্মধু।
নহি প্রোক্তে মধুন্যস্মিন্ জীবন্তং ত্বোৎস্রজাম্যহম্॥
তমৃষিং ত্বশ্বিনৌ দেবৌ বিধিবন্মধ্বযাচতাং।
স চ তাভ্যাং তদাচষ্টে যদুবাচ শচীপতিঃ॥
তমব্রূতাস্ত নাসত্যাবশ্বেন শিরসাভবং।
মধ্বাশু গ্রাহয় ত্বং তন্নেন্দ্রশ্চ ত্বাং হনিষ্যতি॥
আশ্বেন শিরসা তৌ তু দধ্যঙ্ঙাহ যদশ্বিনৌ।
তদাস্যেন্দ্রোঽহরৎ সন্তং ন্যধাত্তামস্য তৌ শিরঃ॥
দধীচস্তচ্ছিরশ্চাশ্বং কৃতং বজ্রেণ বজ্রিণা
পপাত সরসো মধ্যে পর্বতে শর্যণাবতি॥[১]

—ব্রহ্মা প্রীত হয়ে অথর্বাকে পুত্রবর দিয়েছিলেন। ব্রহ্মার বরে অথর্বার পুত্র সেই ঋষি দধীচ শ্রেষ্ঠ বীর্যবান হয়েছিলেন। ইন্দ্র তাঁকে নিষেধ করেছিলেন, মধুবিদ্যা যেন কাউকে দান না করেন ; এই মধুবিদ্যা কাউকে দান করলে তোমার জীবন বিনষ্ট করবো। অশ্বিদেবদ্বয় সেই ঋষির কাছে যথাবিধি মধুবিদ্যা প্রার্থনা

১ বৃহদ্দেবতা—৩।১৮-২৩

করলেন। তিনি তাঁদের ইন্দ্র যা বলেছিলেন তা বিজ্ঞাপিত করলেন। অশ্বিদ্বয় তাঁকে তখন বললেন, তোমার অশ্বমুখ হবে, অশ্বমুখ দিয়ে তুমি মধুবিদ্যা প্রদান কর, ইন্দ্র তোমাকে বধ করবেন না। দধ্যঙ্ যখন অশ্বমুখ দ্বারা অশ্বিদ্বয়কে মধুবিদ্যা বললেন, তখন ইন্দ্র সেই মস্তক ছিন্ন করলেন, অশ্বিদ্বয় তাঁর পূর্বমস্তক জোড়া দিলেন। ইন্দ্রের বজ্রের দ্বারা ছিন্ন দধীচের সেই অশ্বমুণ্ড শর্যনাবৎ সরোবরে পর্বতের উপরে পড়েছিল।

লক্ষণীয় এই যে এই উপাখ্যানে বজ্র দধীচের অস্থিতে তৈরী হয় নি, ইন্দ্র পূর্ব থেকে বজ্র অধিকার করেছিলেন। কিন্তু পদ্মপুরাণে—ত্বষ্টা দধীচের অস্থি দ্বারা বজ্র নির্মাণ করেছিলেন।

ত্বষ্টা তু তেষাং বচনং নিশম্য
প্রহৃষ্টরূপঃ প্রযতঃ প্রযত্নাৎ।
চকার বজ্রং ভৃশমুগ্রবীর্যম্।[১]

—ত্বষ্টা দেবগণের কথা শুনে আনন্দিত হয়ে প্রচণ্ডশক্তিশালী বজ্র যত্ন সহকারে নির্মাণ করেছিলেন।

ইন্দ্রকর্তৃক ত্রিশিরা বা বিশ্বরূপ বধের আখ্যানও ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। "তত্বাষ্ট্রং বিশ্বরূপমবংধয়ঃ সাখ্যস্য ত্রিতায়।[২]—তুমি ত্রিতের বন্ধুত্বের জন্য বিশ্বরূপকে বধ করেছিলে।

স পিত্র্যাণ্যায়ুধানি বিদ্বানিন্দ্রেষিত আপ্ত্যো অভ্যযুধ্যৎ।
ত্রিশীর্ষাণং সপ্তরশ্মিং জঘন্বাস্ত্বাষ্ট্রস্য চিন্নিঃ সসৃজেত্রিতোগাঃ॥
ভূরীদিন্দ্রস্য উদিনক্ষৎ তমোজোঽবাভিনৎ সৎপতির্মন্যমানং।
ত্বাষ্ট্রস্য চিদ্বিশ্বরূপস্য গোনামাচক্রাণস্ত্রীণি শীর্ষা পরাবর্ক্।[৩]

—আপ্তের পুত্র সেই ত্রিত ইন্দ্রকর্তৃক প্রেরিত হইয়া নিজ পিতার যুদ্ধাস্ত্র সকল গ্রহণ পূর্বক যুদ্ধ করিলেন। সপ্তরশ্মি ত্রিশিরাকে বধ করিলেন। ত্বষ্টার পুত্রের গাভী সমস্ত অপহরণ করিলেন।

শিষ্ট পালনকর্তা ইন্দ্র অভিমানী ও সর্বব্যাপি তেজো বিশিষ্ট ত্বষ্টার পুত্রকে বিদীর্ণ করিলেন। তিনি গাভীদিগকে আহ্বান করিতে করিতে ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের তিন মস্তক ছেদন করিলেন।[৪]

১ পদ্মপুঃ, সৃষ্টি খণ্ড—১৯।৭৯-৮০
২ ঋগ্বেদ—২।১১।১৯
৩ ঋগ্বেদ—১০।৮।৮-৯
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

—সেই প্রভু ইন্দ্র বহুল চিৎকারকারী দাস জাতীয়কে শাসন করিয়াছেন, মস্তকত্রয় বিশিষ্ট ষট্‌চক্ষু শত্রুকে দমন করিয়াছেন।

ত্রিশিরা বধ—ত্বষ্টার সঙ্গে ত্রিত ও ইন্দ্রের বিরোধ ছিল। ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্র ত্রিশিরা বা বিশ্বরূপকে হত্যা করেছিলেন। ঋগ্বেদে এ কাহিনীর উল্লেখমাত্র আছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থে কাহিনীটি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণ বলেছেন,—

—"ত্বষ্টুর্হ বৈ পুত্রঃ। ত্রিশীর্ষা ষড়ক্ষ আস। তস্য ত্রিণ্যেব মুখান্যাসুস্তদ্‌যদেবং রূপ আস তস্মা বিশ্বরূপো নাম॥ তস্য সোমপানমেবৈকং মুখমাস। সুরাপানমেকমন্যস্মা অশনায়ৈকং তমিন্দ্রো দিদ্বেষ তস্য তানি শীর্ষাণি প্রচিচ্ছেদ।......স ত্বষ্টা চু ক্রোধ। কুবিন্মে পুত্রমবধীদিতি সোঽপ্যেন্দ্রমেব সোমাজহ্রে স যথায়ং সোমঃ প্রসূত এবমপেন্দ্র এবাস।"[১]

ত্বষ্টার পুত্র ছিল তিন মস্তক, ছয় চক্ষু বিশিষ্ট,—তাঁর তিনটি মুখ ছিল। সেই-জন্য তাঁর নাম ছিল বিশ্বরূপ। তাঁর একটি মুখ ছিল সোমপানের জন্য, একটি সুরাপানের জন্য, আর একটি ভোজনের জন্য। ইন্দ্র বিদ্বিষ্ট হয়ে তাঁর তিনটি শির ছিন্ন করলেন। ......ত্বষ্টা ক্রুদ্ধ হলেন। কুৎসিৎকর্মা আমার পুত্রবধ করেছে, এই ভেবে তিনি বিশ্ব ইন্দ্রহীন করার জন্য সোম গ্রহণ করলেন। এই সোম যজ্ঞে অর্পিত হলে জগৎ ইন্দ্রবিরহিত হবে।

"স যদ্বর্তমানঃ সমভবৎ। তস্মাদ্‌বৃত্রোঽথ যদপাৎ সমভবত্তস্মাদহিস্তং দনুশ্চ মাতেব চ পিতেব চ পরিজগৃহতু তস্মাদ্দান ইত্যাহুঃ।" অথ যদব্রবীদিন্দ্রশত্রুর্বর্ধস্বেতি। তস্মাদু হৈনমিন্দ্র এব জঘানাথ।"[২]

—সে যজ্ঞ থেকে সকল দেশ ব্যাপ্ত করে আবির্ভূত হোল, তার নাম হোল বৃত্র। যেহেতু পাদহীন অবস্থায় ছিল, সেইজন্য তার নাম অহি। দনু মাতা ও পিতার স্থান নিয়ে তাকে রক্ষা করেছিল, তাই তাকে দানব বলা হয়। ত্বষ্টা যজ্ঞকালে 'ইন্দ্রশত্রু বর্ধস্ব' বলায় (পূর্বপদ উদাত্তরূপে উচ্চারণ করায়, ইন্দ্রশত্রু যাহার বহুব্রীহি সমাসে ইন্দ্রের বিজয় ব্যঞ্জিত হওয়ায়) ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করেছিলেন।

শতপথ ব্রাহ্মণে আরও একস্থানে[৩], ইন্দ্র কর্তৃক ত্রিশিরাবধের কাহিনী সংক্ষেপে কথিত হয়েছে। কৃষ্ণযজুর্বেদে ত্রিশিরা নিধনের একটি হেতুও পাওয়া যায়। "বিশ্বরূপো বৈ ত্বাষ্ট্রঃ পুরোহিতো দেবানামাসীৎ স্বস্রীয়োঽসুরাণাং তস্য ত্রীণি শীর্ষাণ্যসান্‌ৎ সোমপানং সুরাপানমন্নাদনং স প্রত্যক্ষং দেবেভ্যো ভাগমবদৎ পরোক্ষম-

১ শতপথ ব্রাঃ—১।৫।৩।৬ ২ তদেব—১।৫।৯-১০ ৩ শতপথ ব্রাঃ—২।১।২।৩

সুরেভ্যঃ সংস্থৈ বৈ প্রত্যক্ষং ভাগং বদন্তি যস্মা এব পরোক্ষং বদন্তি তস্য ভাগ উদিতস্তস্মাদিন্দ্রোঽবিভেদীদৃঙ্ বৈ রাষ্ট্রং বি পর্যাবর্তয়তীতি তস্য বজ্রমাদায় শীর্ষাণ্যচ্ছিনৎ··· ।"

—ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ ছিলেন দেবতাদের পুরোহিত আর অসুরদের ভাগিনেয়। তাঁর ছিল তিন মাথা। তিন মুখে তিনি সোমপান, সুরাপান ও অন্ন ভোজন করতেন। তিনি দেবতাদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে যজ্ঞভাগ নিতেন, আর অসুরদের কাছ থেকে পরোক্ষভাবে যজ্ঞভাগ নিতেন। সকলের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাগ নিতেন, আবার যেহেতু পরোক্ষে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করছিলেন, এই জন্য ইন্দ্র তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। রাষ্ট্রে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিলেন বলেই ইন্দ্র বজ্র নিয়ে ত্রিশিরার তিন শির ছিন্ন করলেন।

এই উপাখ্যান অনুসারে ইন্দ্রের অস্ত্র বজ্র বৃত্রজন্মের পূর্বে, ত্রিশিরা বধেরও পূর্বে সৃষ্ট হয়েছিল। ঋগ্বেদে বিশ্বরূপ ত্বষ্টার পুত্র। ইন্দ্র ত্রিশিরাকেও বধ করেছেন, বৃত্রকেও বধ করেছেন। কিন্তু ত্বষ্টার বা বিশ্বরূপের সঙ্গে বৃত্রের কোন সম্পর্ক নেই। ত্বষ্টা ইন্দ্রের বজ্র নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু শতব্রাহ্মণের কাহিনী অনুসারে ত্রিশিরাবধের প্রতিশোধ কল্পে ত্বষ্টা যজ্ঞাগ্নি থেকে বৃত্রকে সৃষ্টি করেছিলেন। মহাভারতে ও পুরাণে এই কাহিনীই অনুসৃত হয়েছে। পুরাণাদিতে বৃত্র বধের উদ্দেশ্যে দধীচির অস্থিতে বজ্র নির্মাণ করেছিলেন বিশ্বকর্মা।

মহাভারতের শান্তিপর্বে[১] ত্রিশিরাবধের উপাখ্যান কিঞ্চিৎ ভিন্নতর। এই উপাখ্যান কিছুটা শতপথ ব্রাহ্মণের কাহিনীর অনুরূপ। এই কাহিনীতে বিশ্বরূপ-পুত্র ত্বষ্টা দেবগণের পুরোহিত এবং অসুরগণের ভাগিনেয়। তিনি দেবগণকে প্রত্যক্ষ এবং অসুরগণকে পরোক্ষ যজ্ঞভাগ প্রদান করতেন। সেইজন্য অসুরগণ হিরণ্যকশিপুকে পুরোভাগে নিয়ে ভগিনী বিশ্বরূপ জননীর কাছে অভিযোগ জানালেন যে পরোক্ষ যজ্ঞভাগ লাভ করে অসুরগণ ক্ষীণ হচ্ছেন এবং প্রত্যক্ষ যজ্ঞভাগ লাভ করে দেবগণ বর্ধিত হচ্ছেন। বিশ্বরূপ জননীর আদেশে মাতৃপক্ষ বর্ধনের নিমিত্ত তপস্যা সুরু করলেন। ইন্দ্র তাঁর তপোভঙ্গের জন্য অপ্সরাদের প্রেরণ করলেন। অপ্সরাদের প্রভাবে বিশ্বরূপের চিত্ত ক্ষোভিত হলে অপ্সরাগণ ইন্দ্রের নিকট প্রত্যাবর্তনে ইচ্ছুক হলেন। তখন বিশ্বরূপ দেবগণের প্রভাব বিনষ্ট করতে মন্ত্রজপ করে নিজেকে অত্যধিক বর্ধিত করলেন। তিনি এক মুখে যজ্ঞে

---

১ শান্তি পর্ব—৩৪২ অঃ

মুখে সোম ভক্ষণ করতে লাগলেন, একমুখে অন্ন গ্রহণ করলেন এবং তৃতীয় মুখ দিয়ে ইন্দ্রাদি দেবগণকে ভোজন করতে উদ্যত হলেন। অতঃপর ব্রহ্মার পরামর্শে দেবগণ দধীচির তপোবনে সমাগত হয়ে দধীচিকে দেহত্যাগ করতে অনুরোধ জানালেন। দধীচি হৃষ্টমনে দেহত্যাগ করলে, দধীচির অস্থিতে ধাতা বজ্র নির্মাণ করলেন। সেই বজ্রে নিহত হলেন ত্রিশিরা এবং পরে ত্রিশিরার দেহ থেকে জাত বৃত্র। মহাভারতকার লিখেছেন, "তে তমব্রুবন্ শরীর পরিত্যাগং লোকহিতার্থং ভবান্ কর্তুমর্হতীতি ॥ অথ দধীচস্তথৈবাবিমনাঃ সুখদুঃখ-সমো মহাযোগী আত্মানং সমাধায় শরীরপরিত্যাগং চকার ॥ তস্য পরমাত্মন্যপসৃতে তান্যস্থীনি ধাতা সংগৃহ্য বজ্রমকরোন্তেন বজ্রেণাভেদ্যেনাপ্রধৃষ্যেণ ব্রহ্মাস্থিভূতেন বিষ্ণুপ্রবিষ্টেনেন্দ্রো বিশ্বরূপং জঘান। শিরসাং চাস্য ছেদনমকরোত্তস্মাদনন্তরং বিশ্বরূপগাত্রমথন সম্ভবং ত্বষ্ট্রোৎপাদিতমেবারিং বৃত্রমিন্দ্রো জঘান।"[১]

—তাঁহারা দধীচকে বলিলেন, লোকসকলের হিতের নিমিত্ত আপনকার শরীর পরিত্যাগ করা উচিত হইতেছে। অনন্তর, মহাযোগী দধীচ পূর্ববৎ সমনস্ক এবং সুখে-দুঃখে সমজ্ঞান হইয়া আত্ম সমাধান করতঃ শরীর পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার আত্মা অপসৃত হইলে ধাতা তদীয় অস্থি সংগ্রহ করিয়া বজ্র নির্মাণ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র সেই ব্রাহ্মণাস্থি বিনির্মিত অভেদ্য অনভি-ভবনীয় বিষ্ণু প্রবিষ্ট বজ্রদ্বারা বিশ্বরূপকে নিহত করিলেন। বিশ্বরূপের মস্তকত্রয় ছেদন করিলে, তাহার গাত্রমথন সম্ভব ত্বাষ্ট্রোৎপাদিত বৈরি বৃত্রকেও ইন্দ্র বধ করিলেন।[২]

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে[৩] ত্রিশিরা বধের উপাখ্যান বিবৃত হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও ইন্দ্র কর্তৃক ত্রিশিরা ও বৃত্রবধের উল্লেখ আছে :

যথেন্দ্রং দেবতাঃ পর্যবৃঞ্জন্ বিশ্বরূপং ত্বাষ্ট্রমভ্যমংসস্ত বৃত্রমবস্তৃতঃ।"[৪]

—যেহেতু ইন্দ্র ত্বষ্টাপুত্র বিশ্বরূপকে বধ করেছিলেন সেইজন্য (ব্রাহ্মণ-হত্যা পাপের জন্য) দেবতাগণ ইন্দ্রকে যজ্ঞ থেকে বর্জন করেছিলেন।

বিশ্বরূপ ও বৃত্র-জনিত পাপ ইন্দ্রকে অধিকার করেছিল, মহাভারতে-পুরাণে এ কাহিনী পল্লবিত হয়েছে। মহাভারতে ও পুরাণে ইন্দ্রকর্তৃক ত্রিশিরা ও

১ মহাঃ শান্তি পর্ব—৩৪২।৩৯-৪১ ২ মহাভারতের বঙ্গানুবাদ—বর্ধমান রাজবাটী সং
৩ তৈত্তিরীয় ব্রাঃ—২।২।৪।১২ ৪ ঐতরেয় ব্রাঃ—৭।২

বৃত্রবধের উপাখ্যান সবিস্তারে পরিবেশিত হয়েছে। বাঙ্গালী কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে রীতিমত একখানি মহাকাব্য রচনা করেছেন 'বৃত্রসংহার কাব্য' নামে।

নমুচি বধ—ইন্দ্র নমুচি নামে একটি দানবকে বধ করেছিলেন। ঋগ্বেদে বহু স্থানেই নমুচি বধের উল্লেখ আছে। পূর্বেই এ প্রসঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু নমুচি বধের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। ইন্দ্র নমুচি নামক দানবকে বধ করেছিলেন জলের কেনা দিয়ে : "অপাং ফেনেন নমুচেঃ শিরঃ ইন্দ্রোদবর্তয়ঃ...।"[১]

ঋগ্বেদেও জলের কেনা নিক্ষেপের ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে।

স ঈং বৃষা ন ফেনমস্যদাজৌ...।[২]

—যেমন ইন্দ্র নমুচি বধকালে যুদ্ধে কেন নিক্ষেপ করিতে করিতে আসিয়াছিলেন...।[৩] ইন্দ্রকর্তৃক নমুচিবধের উপাখ্যান ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও পাওয়া যায়। কৃষ্ণযজুর্বেদের বিবরণ : ইন্দ্রো বৃত্রং হত্বা। অসুরান্ পরাভাব্য। নমুচিমসুরং নালভত। তং শচ্যাহগৃহ্ণাৎ। তৌ সমলভেতান্। সোহস্মাদাভিতনতরোহভবৎ। সোহব্রবীৎ। সন্ধ্যাং সন্দধাবহৈ। অথ ত্বাহবস্রক্ষ্যামি। ন মা শুষ্কেন নাহর্দ্রেণ হনঃ। ন দিবা ন নক্তমিতি। স এবমপাং ফেনমসিঞ্চৎ। ন বা এষ শুষ্কো নাহর্দ্রো জুহ্রাসীৎ। অনুদিতঃ সূর্যঃ। ন বা এতদ্দিবা ন নক্তম্। তস্মিন্নেতস্মিল্লোকে। অপাং ফেনেন শির উদবর্তয়ৎ।[৪]

—ইন্দ্র বৃত্রকে হত্যা করে অপরাপর অসুরদের পরাজিত করতে পারলেন না। তখন তিনি সর্বশক্তিদ্বারা নমুচিকে আক্রমণ করলেন। উভয়ে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। তখন ইন্দ্র নমুচির আক্রমণে কাতর হয়ে পড়লেন। নমুচি (কৃপাপরবশ হয়ে) বললে, আমরা সন্ধি করবো, তারপর তোমাকে মুক্ত করবো। আমাকে শুষ্ক বা আর্দ্র বস্তু দিয়ে মারতে পারবে না; দিবা অথবা রাত্রেও মারতে পারবে না। ইন্দ্র জলের কেনা দিয়ে তাকে মেরেছিলেন। এই কেনা শুষ্ক নয়, আর্দ্রও নয়। তখন প্রভাত হয়েছে, সূর্য ওঠে নি। দিনও ছিল না, রাত্রিও ছিল না। রাত্রিও দিনের সন্ধিস্থলে জলের কেনার দ্বারা নমুচির মস্তক ছিন্ন করেছিলেন।

১ শুক্ল যজুঃ—১৯।৭১ ২ ঋগ্বেদ—১০।৬১।৮ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৪ কৃষ্ণ যজুঃ—১।১।৮।৭

শতপথ ব্রাহ্মণের উপাখ্যান :

"ইন্দ্রস্য ইন্দ্রিয়মন্নস্য রসং সোমস্য ভক্ষং সুরয়া আসুরো নমুচিরহরৎ। সোঽশ্বিনৌ চ সরস্বতীঞ্চ উপধাবৎ। শেপানোঽস্মি নমুচয়ে ন ত্বা দিবা ন নক্তং হনানি, ন দণ্ডেন ন ধন্বনা ন পৃথেন ন মুষ্টিনা ন শুষ্কেন ন আর্দ্রেণ অথ মে ইদমহার্ষীৎ। ইদং মে আজিহীর্ষথ ইতি। তেঽব্রুবন্নত নোঽত্রাপ্যথ আহরাম ইতি। সহ ন এতদথ আহরত ইত্যব্রবীদিতি। তাবশ্বিনৌ চ সরস্বতি চ অপক্ষেনঃ বজ্রমসিঞ্চন্ ন শুষ্ক ন আর্দ্র ইতি। তেন ইন্দ্রো নমুচিরসুরস্য ব্যুষ্টায়াং রাত্রৌ অনুদিতে আদিত্যে ন দিবা ন নক্তমিতি শির উদবাসয়ৎ।"[১]

– নমুচি নামক অসুর ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়, অন্নরস ও সোমপাত্র সুরা সহ অপহরণ করেন। তিনি (ইন্দ্র) অশ্বিদ্বয় এবং সরস্বতীর কাছে উপস্থিত হন এবং বলেন,—আমি নমুচির কাছে শপথ করিয়াছি যে দিবায় অথবা রাত্রিতে যষ্টি অথবা ধনুকে, শুষ্ক অথবা আর্দ্রস্থানে আমি তোমাকে হনন করিব না। এখন সে আমার যাহা (শক্তি) হরণ করিয়াছে, তোমরা কি আমার হইয়া উদ্ধার করিবে? তিনি (পুনরায়) বলিলেন, তাহা আমাদিগের সকলের হইবে, অতএব আহরণ কর। তৎপরে অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতী জলের ফেনা দ্বারা বজ্রের সিঞ্চন করিলেন ও বলিলেন,—এখন শুষ্ক কি আর্দ্র নয়? ইন্দ্র তাহা (বজ্র) দ্বারা নমুচির মস্তক খণ্ড খণ্ড করিলেন। এই সময় রাত্রি গিয়া ভোর হইতেছে, সূর্য তখনও উদয় হয় নাই, কাজেই তখনও রাত্রিও নয়, দিনও নয়।[২]

পর্বতের পক্ষচ্ছেদ—ইন্দ্রের একটি নাম গোত্রভিৎ—"গোত্রভিদং গোবিদং বজ্রবাহুং…।"[৩] আচার্য মহীধরের ব্যাখায় গোত্র শব্দের অর্থ অসুর কুলও হতে পারে, আবার মেঘও হতে পারে। গোত্র শব্দ পর্বত অর্থেও প্রযুক্ত হয়। ইন্দ্রকে পর্বতভেদকারী বা পর্বতের পক্ষ ছেদনকারী বলা হয়ে থাকে। কৃষ্ণযজুর্বেদের (৪।৪।৬।৪) ব্যাখ্যায় সায়নাচার্য লিখেছেন, "গোত্রান্ পর্বতান্ ভিনত্তি তদীয় পক্ষাংশ্ছিনত্তীতি গোত্রভিৎ।" প্রসিদ্ধি আছে যে একসময় পর্বতকুল পক্ষযুক্ত ছিল। তারা ইচ্ছামত উড়ে বেড়াতে পারতো। ইন্দ্র বজ্র দ্বারা পর্বতকুলের পক্ষ ছিন্ন করে পর্বতসমূহকে স্থির করেছিলেন। হিমালয়নন্দন মৈনাক পর্বত পক্ষ শাতনের ভয়ে সমুদ্রমধ্যে আত্মগোপন করেছিল। ইন্দ্র কর্তৃক পক্ষধর পর্বতকুলের পক্ষ শাতনের কথা ঋগ্বেদেও পাওয়া যায়।

১ শতঃ ব্রাঃ—১২।৭।৩১ ২ অনুবাদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী ৩ শুক্ল যজুঃ—১৭।৩৮

ত্বং তমিন্দ্র পর্বতং মহামুরুং বজ্রেণ
বজ্রিন্ পর্বশশ্চকর্তিথ।
অবাসৃজো নিবৃতাঃ সর্তবা অপঃ সত্রা বিশ্বং
দধিষে কেবলং সহঃ।[১]

—হে বজ্রী! তুমি সেই মহাবিস্তীর্ণ পর্বত বজ্রের দ্বারা পর্বে পর্বে ছিন্ন করেছ। (পর্বতে) আবৃত জল প্রবাহিত হওয়ার জন্য মুক্ত করে দিয়েছ। অতএব তুমি বিশ্বব্যাপী বল ধারণ করেছ,—ইহা সত্য।

স প্রাচীনান্ পর্বতান্ দৃংহদোজসাধরাচীনমকৃণোদপামপঃ।[২]

—ইন্দ্র ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল পর্বতসমূহকে নিজ বলে অচল করিয়াছেন। মেঘস্থিত জলরাশি অধোমুখে প্রেরণ করিয়াছেন।[৩]

"ইতস্ততঃ প্রকর্ষেণাঞ্চতো গচ্ছতঃ সপক্ষান্ পর্বতান্ ওজসা বলেন দৃংহৎ পক্ষচ্ছেদং কৃত্বা ভূমৌ দৃঢ়ীচকার।"—সায়ন।

পর্বতান্ প্রকুপিতাঁ অরম্ণাৎ।[৪]—কুপিত পর্বতসমূহকে ইন্দ্র স্থির করেছিলেন।

ইন্দ্রের পিতৃহত্যা—বেদে ইন্দ্রের একটি কলঙ্ককাহিনী বিবৃত হয়েছে। সে কলঙ্কজনক কার্যটি ইন্দ্রের পিতৃহত্যা।

কিয়ৎস্বিদিন্দ্রো অধ্যেতি মাতুঃ কিয়ৎ পিতুর্জনিতু র্যো জজান।
যে অস্য শুষ্মং মুহুকৈরিয়র্তি বাতো ন জূতঃ স্তনয়দ্ভিরভ্রৈঃ॥[৫]

—হে ইন্দ্র! (তুমি ভিন্ন) কে আপন মাতাকে বিধবা করিয়াছে? তুমি যখন শয়ান থাক, অথবা সঞ্চরণ করিতে থাক, তখন কে তোমাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে? কোন্ দেবতা সুখদান বিষয়ে তোমা অপেক্ষা বড়? যেহেতু তুমি তোমার পিতার পাদদ্বয় গ্রহণ করিয়া পিতাকে বধ করিয়াছ।[৬]

তৈত্তরীয় সংহিতায় (৬।১।৩।৬) ইন্দ্রের পিতৃবধের কাহিনী আছে। ঋগ্বেদেই ইন্দ্র ত্বষ্টাকে পরাজিত করেছিলেন:—

"ত্বষ্টারমিন্দ্রো জনুষাভিভূয়ামুষ্যা সোমমপিবচ্চমূষু॥"[৭]

—ইন্দ্র ত্বষ্টাকে সামর্থদ্বারা পরাভূত করতঃ তাঁহার চমসস্থিত সোম পান করিয়াছিলেন।[৮]

১ ঋগ্বেদ—১।৫৭।৬ ২ ঋগ্বেদ—২।১৭।৫ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ ঋগ্বেদ—২।১২।২ ৫ ঋগ্বেদ—৪।১৭।১২ ৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৭ ঋগ্বেদ—৩।৪৮।৪ ৮ অনুবাদ—তদেব

এই বিচিত্রকর্মা ইন্দ্রের অত্যদ্ভুত গুণ ও কর্মের বিবরণ ঋগ্বেদে ও অন্যান্য সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে বিবৃত হয়েছে। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলিতে ইন্দ্রকে অবলম্বন করে বহুবিচিত্র কাহিনী পল্লবিত হয়েছে। বহু দৈত্যহন্তা, বৃত্রবধকারী বজ্রহস্ত ইন্দ্রের স্বরূপ কি? দেশী-বিদেশী বহু পণ্ডিত ইন্দ্রের স্বরূপ উদ্ঘাটনে যত্নবান হয়েছেন।

ইন্দ্রের স্বরূপ – সায়নাচার্য ইন্দ্র শব্দের ব্যাখ্যায় যাস্কের মত উদ্ধৃত করে লিখেছেন, "ইন্দ্রশব্দং যাস্কো বহুধা নির্বক্তি (নিরুক্ত ১০.৮)। ইরাং দৃণাতীতি বেরাং দধাতীতি বেরাং দারয়তীতি বেরাং ধারয়তীতি বেন্দবে দ্রবতীতি বেন্দৌ রমত ইতি বা তদ্যদেনং প্রাণৈঃ সমৈন্ধংস্তদিন্দ্রস্যেন্দ্রত্বমিতি বিজ্ঞায়ত ইদং করণা-দিত্যাগ্রায়ণ ইদং দর্শনাদিত্যোপমন্যব ইন্দতে বৈশ্বর্যকর্মণ ইংঞ্ছত্রূণাং দারয়িতা বা দ্রাবয়িতা দারয়িতা বা চ যজ্বনামিতি। অস্যায়মর্থঃ দৃ বিদারণ ইতি ধাতুঃ। ইরামন্নমুদ্দিশ্য তন্নিষ্পাদকজলসিদ্ধ্যর্থং দৃণাতি মেঘং বিদীর্ণং করোতীতীন্দ্রঃ। ডু দাঞ্ দান ইতি ধাতুঃ। ইরামন্নং বৃষ্টিনিষ্পাদনেন দদাতীতীন্দ্রঃ ধাঞ্ পোষণার্থঃ। ইরামন্নং তৃপ্তিকারণং শস্যং দধাতি ফলপ্রদানেন পুষ্ণাতীতীন্দ্রঃ। ইরাং উৎপাদয়িতুং বর্ষণমুখেণ ভূমিং বিদারয়তীন্দ্রঃ। পূর্বোক্ত পোষণমুখেনেরাং ধারয়তি বিনাশরাহিত্যেন স্থাপয়তীতীন্দ্রঃ। ইন্দুঃ সোমবল্লীরসঃ। তদর্থং যাগভূমৌ দ্রবতি ধাবতীন্দ্রঃ। ইন্দৌ যথোক্তসোমে রমতে ক্রীড়তীতীন্দ্রঃ। ঞি ইন্ধী দীপ্তাবিতি ধাতুঃ। ভূতানি প্রাণিদেহানিন্ধে জীবচৈতন্যরূপেণান্তঃ প্রবিশ্য দীপয়তীতীন্দ্রঃ। আগ্রায়ন নামকো মুনিরিদং করণাদিন্দ্র ইতি নির্বচনং মন্যতে। ইন্দ্রো হি পরমাত্মা-রূপেণেদং জগৎ করোতি। ঔপমন্যব নামকো মুনিরিদং দর্শনাদিন্দ্র ইতি নির্বচনমাহ। ইদমিত্যপরোক্ষমুচ্যতে। বিবেকো হি পরমাত্মনামপরোক্ষেণ পশ্যতি দৃ ভয় ইতি ধাতুঃ। স চ পরমেশ্বরঃ শত্রূণাং দারয়িতা ভীষয়িতেতীন্দ্রঃ। দ্রু গতাবিতি ধাতুঃ। শত্রূণাং দ্রাবয়িতা ভীষয়িতেতীন্দ্রঃ। যজ্বনাং যাগানুষ্ঠায়িনং দরয়িতা ভয়স্য পরিহর্তা।"

যাস্কের ব্যাখ্যা অনুসারে দৃ ধাতু বিদীর্ণ করা অর্থে প্রযুক্ত। ইরা শব্দের অর্থ অন্ন। ইরাং দৃণাতি অর্থাৎ অন্ন উৎপাদনের নিমিত্ত মেঘ বিদীর্ণ করেন বলেই ইন্দ্র! দা ধাতুর অর্থ দান করা। বৃষ্টি উৎপাদন করে, তিনি অন্নদান করেন, তাই ইন্দ্র। ধা ধাতুর অর্থ পোষণ করা। ফল প্রদানের দ্বারা অন্ন ধারণ বা পোষণ করেন বলেই তিনি ইন্দ্র। অন্ন উৎপাদনের নিমিত্ত হলকর্ষণের সময়

মৃত্তিকা বিদীর্ণ করার জন্য তিনি ইন্দ্র। অন্নকে ধারণ করেন অর্থাৎ বিনষ্ট থেকে রক্ষা করেন, তাই তাঁকে ইন্দ্র বলা হয়। ইন্দু শব্দের অর্থ সোমলতার রস। সোমরস পানের নিমিত্ত যজ্ঞভূমিতে ধাবিত হন বলেই তিনি ইন্দ্র নামে পরিচিত। সোমরসে তৃপ্ত হন, এই জন্যও তিনি ইন্দ্র। ইন্ধ ধাতুর অর্থ দীপ্তি। জীব চৈতন্যরূপে প্রাণিদেহে প্রবেশ করে দীপ্ত করেন বলে ইনি ইন্দ্র নামে খ্যাত। আগ্রায়ন নামক মুনির মতে,—'ইদঃ করণাৎ ইন্দ্র।' —পরমাত্মারূপে জগৎ সৃষ্টি করেন বলে তিনি ইন্দ্র। ঔপমন্যব নামক ঋষি মনে করেন, "ইদং দর্শনাৎ ইন্দ্রঃ" —(প্রাণীরা বিবেক অপরোক্ষভাবে দর্শন করে থাকে পরমাত্মাকে, সেই জন্য পরমাত্মা ইন্দ্র। দৃ ধাতুর অর্থ ভয় পাওয়া। পরমেশ্বর শত্রুর ভয় উৎপন্ন করেন। দ্রু ধাতু গত্যর্থক,—শত্রুদের প্রাপ্ত হন, তাই এই দেবতার নাম ইন্দ্র। যাগা-নুষ্ঠাতাদের ভয় দূর করে থাকেন বলেও তিনি ইন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ।

উক্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যায় ইন্দ্র শব্দকে নানাভাবে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সকল প্রকার ব্যাখ্যার মধ্যে দুটি অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়। একটিতে তিনি বৃষ্টিদান ক'রে অন্ন উৎপাদন করেন অর্থাৎ বৃষ্টির দেবতা, আর একটিতে তিনি পরমাত্মা রূপে জগৎ-স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। বৃহদ্দেবতায় বলা হয়েছে ঃ

ইরাং দৃণাতি যৎকালে মরুদ্ভিঃ সহিতোঽম্বরে।
রবেণ মহতা যুক্তস্তেনেন্দ্রমৃষয়োঽব্রুবন্॥[১]

—যেহেতু মরুদ্‌গণের সহিত মিলিত হয়ে মেঘ বিদীর্ণ করেন এবং মহান্ রব (গর্জন) করেন, সেইজন্য তিনি ইন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ।

মহাপ্রাজ্ঞ রমেশচন্দ্র দত্তের মতে ইন্দ্র শব্দের অর্থ আকাশ। তিনি লিখেছেন, "ইন্দ ধাতু বর্ষণে। ইন্দ্র অর্থে বৃষ্টি দাতা আকাশ। প্রাচীন আর্যরা আকাশকে দ্যু, বরুণ প্রভৃতি নাম দিয়া উপাসনা করিতেন····· আর্যদিগের প্রাচীন আকাশদেব; অতএব সেই আর্যজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা জাতিদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন নামে অর্থাৎ গ্রীক্‌দিগের Zeus নামে লাটীনদিগের Jovis by Ju (pi-ter) নামে এ্যাংলো স্যাক্‌সনদিগের মধ্যে Tiu নামে এবং জার্মানদিগের মধ্যে Zio নামে উপাসিত হইতেন। ঋগ্বেদেও দ্যু ও পৃথিবীর উপাসনা আছে এবং তাঁহারা ইন্দ্রাদি সকল দেবের পিতামাতা—এরূপ বর্ণনা আছে। "ইন্দ্র" কেবল হিন্দুদিগের নূতন

১ বৃহদ্দেবতা—২।৩৬

আকাশদেব, সুতরাং কেবল ভারতবর্ষেই উপাসিত হইতেন। কিন্তু হিন্দুগণ যখন আকাশকে ইন্দ্র বলিয়া নূতন নাম দিলেন, সেই অবধি ইন্দ্রের উপাসনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আকাশের পুরাতন দেব 'দ্যু'-র তত গৌরব রহিল না।"[১]

Prof. A. A. Macdonell লিখেছেন, "He is primarily the thunder-god, the conquest of the demons of drought or darkness and the consequent liberation of the waters or the winning of light forming his mythological essence. Secondarily Indra is the god of battle who aids the victorious Aryans in the conquest of aboriginal inhabitants of India."[২]

ইন্দ্র বৃষ্টির দেবতা, বজ্রের দেবতা ইত্যাদি উক্তিগুলি আংশিক সত্য মাত্র, পূর্ণ সত্য নয়। প্রকৃত সত্য এই যে, ইন্দ্র সূর্য অথবা অগ্নি ভিন্ন আর কেউই নন। ইন্দ্র সূর্যাগ্নির কোন একটি রূপ এবিষয়ে সন্দেহ নেই। পূর্বেই দেখা গেছে যে ইন্দ্র দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। তিনি অদিতির পুত্র :

কিং স ঋধক্ কৃণবদ্যং সহস্রং মাসো জভার শরদশ্চ পূর্বীঃ।[৩]

—অদিতি ইন্দ্রকে সহস্রমাস ও বহু সংখ্যক শরৎ (সম্বৎসর) ধারণ করিয়াছিলেন।[৪]

মমচ্চন ত্বা যুবতিঃ পরাস মমচ্চন···।[৫]

যুবতি অদিতি প্রমত্তা হইয়া তোমাকে প্রসব করিয়াছিলেন।[৬] যং গর্ভমদিতির্দধে শুচিমিন্দ্রং বয়োধসম্।[৭]

—পবিত্র ইন্দ্রকে অদিতি গর্ভে ধারণ করেছিলেন। অদিতি-তনয় অষ্টমাদিত্যের অন্যতম ইন্দ্র যে সূর্যেরই একটি অবস্থা তাতে সংশয় প্রকাশ করার কোন হেতু নেই। বেদের নানা স্থানে ইন্দ্রকে সূর্য বলা হয়েছে। ইন্দ্রকে প্রত্যক্ষ সূর্যরূপে বর্ণনা করা হয়েছে নিম্নের ঋক্‌গুলিতে :

স সূর্যঃ পর্যরূ বরাংস্যেন্দ্রো ববৃত্যাদ্রথ্যেব চক্রা।

অতিষ্ঠং তমপস্যং ন সর্গং কৃষ্ণা তমাংসি ত্বিষ্যা জঘান।[৮]

—সেই সূর্যরূপী শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র রথীর চক্র ঘূর্ণনের ন্যায় নিজের তেজ চতুর্দিকে ঘূর্ণিত

---

১ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—১ম, ১।২।৪ ঋকের টীকা। ২ Vedic Mythology—page 54

৩ ঋগ্বেদ—৪।১৮।৪ ৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—৪।১৮।৮

৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৭ শুক্ল যজুঃ—২৮।২৫ ৮ ঐ —১০।৮৯।২

করেন। অস্থায়ী সৃষ্টিস্বরূপ কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার ইন্দ্র তাঁহার জ্যোতির দ্বারা বিনষ্ট করিয়া থাকেন।[১]

কেতুং কৃণ্বনকেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে সমুষদ্ভিরজায়থাঃ ॥[২]

—হে জ্যোতির্ময় ইন্দ্রদেব! আপনি প্রজ্ঞানরহিত, অন্ধ তমসাচ্ছন্ন জনকে জ্ঞানদান করিয়া অরূপে রূপের বিকাশ দেখাইয়া প্রতি উষায় প্রকাশমান হয়েন।[৩]

সায়নভাষ্য অনুসারে এই ঋকের অর্থ দাঁড়ায়,—রাত্রিতে নিদ্রাভিভূত জীবকুলের চৈতন্য সম্পাদন করে সূর্যরূপী ইন্দ্র প্রতিদিন প্রভাতে উঠছেন।

অপর একটি ঋকে ইন্দ্র সবিতারূপী অহিহন্তা এবং অবিরত জলদাতা।

ঋতং দেবায় কৃণ্বতে সবিত্র ইন্দ্রায়াহিঘ্নে ন রমন্ত আপঃ।
অহরহর্যাত্যক্তুরপাং কিয়াত্যা প্রথমঃ সর্গ আসাং।[৪]

—বৃষ্টিকারী দ্যুতিমান সকলের প্রেরক (সবিতা) অহি বিনাশক ইন্দ্রের জল কখনও বিরত হয় না; তাহাদের স্রোত প্রত্যহ চলিতেছে। কোন্ সময় তাহাদের প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল?[৫]

একটি ঋকে ইন্দ্র আপনাকে সূর্য, মনু ইত্যাদিরূপে অভিহিত করেছেন। ইন্দ্র বলছেন,

অহং মনুরভবং সূর্যশ্চাহং··· ।[৬]

—আমি মনু হয়েছিলাম, আমিই সূর্য।

সূর্যের মতই ইন্দ্রের কিরণ সর্বব্যাপী এবং বৃষ্টিদায়ী।

দিবা ন যস্য রেতসো দুধানাঃ পন্থাসো যন্তি সবসাপরীতাঃ।[৭]

—যে ইন্দ্রের অনভিভবনীয় রশ্মিসমূহ বৃষ্টিধারা দান করতে করতে দ্যোতমান সূর্যকিরণের মত বেগে ধাবিত হয়। বারি বর্ষণ করেন, সেইজন্য তাঁকে ইন্দ্র বলা হয়।

স্কন্দপুরাণের প্রভাস খণ্ডে (২৭৯ অঃ) সূর্যের ১০৮টি নামের মধ্যে একটি নাম ইন্দ্র। পদ্মপুরাণের সৃষ্টি খণ্ডে (২০।২৫৩) শক্র সূর্যের নামান্তর। শক্র ইন্দ্রের নাম। মার্কণ্ডেয়পুরাণে সূর্যই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, সূর্যই ইন্দ্র।

ত্বং ব্রহ্মা হরিরজ সংজ্ঞিতস্ত্বমিন্দ্রঃ।[৮]

---

১. অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—১।৬।৩ ৩ অনুবাদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী
৪ ঋগ্বেদ—২।৩০।১ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৬ ঋগ্বেদ—৪।২৬।১
৭ ঋগ্বেদ—১।১০০।৩ ৮ আদিত্যকৃত সূর্যস্তব—১০৪ অঃ

সূর্য ও অগ্নি অভিন্ন। ভারতীয় সাধনার ধারায় এ সত্য চিরস্বীকৃত। ইন্দ্রেরও কেবলমাত্র সূর্যের সঙ্গে অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয় নি,—তিনি অগ্নিও। ইন্দ্র সূর্যাগ্নিরূপেই প্রকাশমান, এ সত্য ঋগ্বেদেই পাওয়া যায়।

যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরিতস্থুষঃ।

রোচন্তে রোচনা দিবি।[১]

—হে ভগবন্ (ইন্দ্র)! আপনি মহান্ সূর্যরূপে প্রকাশমান রহিয়াছেন, আপনি অগ্নিরূপে দীপ্তিমান আছেন, আপনি বায়ুরূপে বিশ্বভুবন ব্যাপিয়া রহিয়াছেন; সেই আপনাকে স্বর্গমর্ত্যাদি সর্বলোক অর্চনা করেন। দ্যুলোকে নক্ষত্রগণ প্রকাশমান হইয়া আপনারই মহিমা প্রকাশ করিয়া থাকে।[২]

এই ঋকে ইন্দ্র সূর্য, অগ্নি, বায়ু ও নক্ষত্ররূপে প্রকাশিত হওয়ায় তিনি সর্বদেবময় পরমেশ্বররূপে প্রতিভাত। সায়নাচার্য বলেছেন, নক্ষত্র ও ইন্দ্রের মূর্তিভেদ—"তস্যৈবেন্দ্রস্য মূর্তিবিশেষভূতা রোচনা নক্ষত্রাণি দিবি দ্যুলোকে রোচন্তে প্রকাশন্তে।

মহাভারতে অগ্নি ঐন্দ্রাগ্ন্য নামে যজ্ঞাংশের অধিকারী।[৩] মার্কণ্ডেয়পুরাণে সূর্যই জলবর্ষী মেঘরূপে জলবর্ষণ করে থাকেন।

ত্বমেব মুঞ্চসঃ সর্বং রসং, বৈ বর্ষণায় যৎ।

রূপমাপ্যায়কং ভাস্বং তস্মৈ মেঘায় তে নমঃ॥[৪]

—তুমিই বর্ষণের নিমিত্ত সমস্ত রস মুক্ত করে দাও। তুমি উজ্জ্বলরূপ ধারণ কর, সেই মেঘরূপী সূর্যকে নমস্কার।

সূর্যের অশ্বের নাম হরি; ইন্দ্রের অশ্বও হরি;[৫] আ ত্বা বহন্তু হরয়ো[৬]—হরিগণ তোমাকে বহন করুক।

বিতদ্বোচেরধস্বিতাস্তঃ পশ্যন্তি রশ্মিভিঃ।[৭]

—দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যস্থলে (অন্তরীক্ষে) রশ্মিদ্বারা বৃষ্টিপাতনরূপ কর্ম সকল লোকে প্রত্যক্ষ করে।

ইন্দ্রের দুর্বার গতি ও সূর্যের মত।

যস্য নাপ্তঃ সূর্যস্যেব যমো ভরে ভরে…।[৮]

---

১ ঋগ্বেদ—১।৬।১ ২ অনুবাদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী ৩ উদ্যোগপর্ব—১৬।৩২

৪ মার্কণ্ডেয়পুরাণ—১০৪ অঃ ৫ ঋগ্বেদ—১।৩৩।৫ ৬ ঋগ্বেদ—১।১৬।১

৭ ঋগ্বেদ—৮।১৩২।৩ ৮ ঐ —১।১০০।২

—সূর্যের ন্যায় যাঁর গতি অন্যের অপ্রাপনীয়…।

ঋগ্বেদের ৮।৯৩ সূক্তে সূর্যকেই অভিহিত করা হয়েছে ইন্দ্ররূপে এবং এই সূক্তেরই একটি ঋকে সূর্যরূপী ইন্দ্রকে বৃত্রহন্তা বলা হয়েছে।

যদদ্য কচ্চ বৃত্রহন্নুদগা অভি সূর্য।
সর্বং তদিন্দ্র তে বশে॥[১]

—হে বৃত্রহা সূর্য ইন্দ্র! অদ্য যৎ কিঞ্চিৎ পদার্থের অভিমুখে প্রাদুর্ভূত হইয়াছ, অমনি সমস্ত জগৎ তোমার বশীভূত হইয়াছে।[২]

সূর্যের সপ্তরশ্মি বা সপ্ত অশ্ব, ইন্দ্রেরও সপ্তরশ্মি বা সপ্ত অশ্ব। ইন্দ্র সম্বন্ধে ঋগ্বেদ বলছেন:

যঃ সপ্তরশ্মির্বৃষভস্তুবিষ্মান্।[৩]

—যিনি সপ্তরশ্মি (অশ্ব) সমন্বিত, বর্ষণকারী ও বুদ্ধিমান। রশ্মি সমূহই ইন্দ্রের প্রিয় বাসস্থান:

ঋভবো বা ইন্দ্রস্য প্রিয়ং ধাম।[৪]

এই মন্ত্রটি ব্যাখ্যায় সায়ন বলেছেন,—"ইন্দ্রঃ সূর্যঃ, ঋভবো রশ্ময়ঃ তেষাং সূর্যস্য প্রিয়ধামত্বং স্পষ্টম্"—ঋভবঃ শব্দের অর্থ রশ্মিসমূহ, তারা সূর্যের প্রিয় বাসস্থান।

শতপথব্রাহ্মণে[৫] ইন্দ্র ও সূর্য অভিন্ন। মহাভারতে[৬] ইন্দ্র সূর্যের ১০৮ নামের অন্যতম। বৃহদ্দেবতায় সূর্যের এক নাম ইন্দ্র।

রসান্ রশ্মিভিরাদায় বায়ুনাঽয়ং গতঃ সহ।
বর্ষত্যেষ চ যল্লোকে তেনেন্দ্র ইতি স স্মৃতঃ॥[৭]

—যেহেতু সূর্য রশ্মিদ্বারা বায়ুর সহায়তায় রস আহরণ করেন, যেহেতু তিনি পৃথিবীতে বর্ষণ করেন, সেইজন্যই তিনি ইন্দ্র নামে পরিচিত।

বিষ্ণুরূপী সূর্য তিন পদবিক্ষেপে ত্রিলোক অতিক্রম করেন। ইন্দ্রও ত্রিলোক অতিক্রম করেন।

অস্যেদেব প্ররিরিচে মহিত্বং দিবস্পৃথিব্যাঃ পর্যন্তরিক্ষাৎ॥[৮]

—ইন্দ্রের এই মহিমা যে তিনি দ্যুলোক, অন্তরীক্ষলোক ও পৃথিবীলোক অতিক্রম করেন।

---

১ ঋগ্বেদ—৮।৯৩।৪ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—২।১২।১২
৪ তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ—১৪।২।৫ ৫ শতপথ ব্রাহ্মণ—১।৬।৪।১৮ ৬ বনপর্ব—৩।১৮
৭ বৃহদ্দেবতা—১।৬৮ ৮ ঋগ্বেদ—১।৬১।৯

—হে অগ্নি! তোমার সুন্দর পতনশীল রশ্মি মরুৎগণের সহিত মেঘকে তাড়িত করে; কৃষ্ণবর্ণ বর্ষণশীল (মেঘ) ও গর্জন করিয়াছে এবং সুখকর ও হাস্যযুক্ত (বৃষ্টি বিন্দুর) সহিত আগমন করিতেছে। বৃষ্টি পতিত হইতেছে, মেঘ গর্জন করিতেছে।[১]

যদীমৃতস্য পয়সা পিয়ানো ...।[২]

অগ্নি জগৎকে জল দ্বারা পুষ্ট করেন।

বৃহদ্দেবতা পার্থিব অগ্নিকে ইন্দ্র বলে ঘোষণা করেছেন :

পার্থিবো দ্রবিনোদাগ্নিঃ পুরস্তাদ্ যস্ত কীর্তিতঃ।

তমাহুরিন্দ্রং দাতৃত্বাদেকে তু বলবত্তয়োঃ॥[৩]

বৃহদ্দেবতায় মধ্যভাগ বা দ্যুলোকস্থিত অগ্নি ও ইন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধ।

বিদ্যতে সর্বভূতৈর্হি যদ্বা জাতঃ পুনঃ পুনঃ।

তদেষ মধ্যভাগিন্দ্রো জাতবেদা ইতি স্তুতঃ॥[৪]

—সর্বভূতে বিরাজমান অথবা পুনঃ পুনঃ জাত হন, সেইজন্য মধ্যভাগস্থিত ইন্দ্র জাতবেদা (বা অগ্নি) নামে স্তুত হন।

ইন্দ্র এখানে সর্বভূতে বিরাজমান প্রাণশক্তিরূপে স্তুত হয়েছেন। সূর্য প্রত্যহ প্রাতে পুনঃ পুনঃ নবজন্ম লাভ করেন, অগ্নি বারংবার নবজন্ম লাভ করেন।

মৈত্রায়নী সংহিতায় ইন্দ্র সূর্যাগ্নি বা প্রাণশক্তিরূপে সর্বময়।

ইন্দ্রো দ্যৌরিত্যুত ভূমিরিন্দ্রা ইন্দ্রঃ সমুদ্রো অভবৎ গভীরঃ।

উবান্তরিক্ষং স জনাসা ইন্দ্রা ইন্দ্রং মন্যে পিতরং মাতরং চ॥[৫]

—পৃথিবীলোক, অন্তরিক্ষলোক ও দ্যুলেক সমস্তই ইন্দ্র।
ইন্দ্রই গভীর সমুদ্ররূপে স্থিত রহিয়াছেন। হে শ্রোতৃবর্গ, ইন্দ্রই সমস্ত লোকরূপে স্থিত রহিয়াছেন। ইন্দ্রকেই আমি পিতা ও মাতা বলিয়া জানি।[৬]

বৃহৎসংহিতায় ইন্দ্রই বিষ্ণু—ইন্দ্রই সহস্রশীর্ষা অগ্নি।

ইন্দ্রের স্তব প্রসংগে চেদিরাজ উপরিচর বসু বলেছেন :

অজোঽব্যয়ঃ শাশ্বত একরূপো বিষ্ণুর্বরাহঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।

ত্বমন্তকঃ সর্বহরঃ কৃশানুঃ সহস্রশীর্ষা শতমন্যুরীড্যঃ॥[৭]

---

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—১।৭৯।৩ ৩ বৃহদ্দেবতা—৩।৬১

৪ বৃহদ্দেবতা—২।৩১ ৫ মৈত্রাঃ সং—১।১৪।৭।৩ ৬ অনুবাদ—ডঃ যোগেন্দ্রনাথ বাগচী

৭ বৃহৎ সংহিতা—৪৩।৫৪

—তুমি জন্মরহিত, অপরিবর্তনীয়, চিরন্তন একরূপ, বরাহরূপী বিষ্ণু, পুরাতন পুরুষ, তুমি সর্বহর মৃত্যু, সহস্রশীর্ষ অগ্নি, স্তুতিভাজন শতমন্যু।

বেদে অগ্নি সপ্তজিহ্বা, বৃহৎ সংহিতায় ইন্দ্রও সপ্তজিহ্বা।

কবিং সপ্তজিহ্বং ত্রাতারমবিতারং সুবেশম্।

হুবয়ামি শক্রং বৃত্রহনং সুষেণমস্মাক বীরা উত্তরে ভবন্তু॥[১]

—আমি কবি, সপ্তজিহ্বাবিশিষ্ট, ত্রাণকর্তা, রক্ষাকর্তা, শোভন বেশধারী, বৃত্রহন্তা, উপযুক্ত সেনাবিশিষ্ট ইন্দ্রকে আহ্বান করি। আমাদের বীর সন্তান সন্ততি হোক।

বৃহৎসংহিতায় বর্ণনা অনুসারে ইন্দ্র সূর্যাগ্নি ভিন্ন অপর কেউ নন। ইন্দ্রই বিষ্ণু, বিষ্ণুই সূর্য। সুতরাং তিনি এক অদ্বিতীয় সহস্রশীর্ষ পুরাণ পুরুষ —ঋগ্বেদের বিরাট পুরুষ।

ইন্দ্র রাজা—তিনি বহুবিধ দানব বধ করে থাকেন। অগ্নিও ইন্দ্র তুল্য রাজা। তিনিও রাক্ষস প্রভৃতি বধ কর্তা।

ক্ষপো রাজন্নুত ত্মনাগ্নে বস্তোরুতোষসঃ।

স তিগ্মজম্ভ রক্ষসো দহ প্রতি।[২]

—হে রাজন্ (অগ্নি) দিনে ও রাত্রে রাক্ষসদিগকে বধ কর। হে তীক্ষ্মমুখ অগ্নি রাক্ষসদিগকে বধ কর।

ঋগ্বেদে ইন্দ্র বিভাবসু নামে সম্বোধিত হয়েছেন।[৩] বিভাবসু অগ্নির এক নাম। ইন্দ্র সহস্রাক্ষ, অগ্নিও সহস্রাক্ষঃ

সহস্রাক্ষো বিচর্ষণিরগ্নী রক্ষাংসি সেধতি।[৪]

—সহস্রাক্ষ সর্বদ্রষ্টা অগ্নি রাক্ষসদের ধ্বংস করেন। শুক্লযজুর্বেদেও অগ্নি সহস্রাক্ষ।[৫]

বৃহদ্দেবতায় ইন্দ্র অগ্নির একটি নাম।[৬] ঋগ্বেদে ইন্দ্র যজ্ঞের অধিপতি।[৭] ইন্দ্র যে সূর্য ও অগ্নি থেকে পৃথক নন, এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ থাকে না। ঋগ্বেদেই অগ্নি ও ইন্দ্র যমজ ভ্রাতা, —পূষণ (সূর্যের আর এক রূপ) ও ইন্দ্রের ভ্রাতা।

বলিত্থা মহিমা বামিন্দ্রাগ্নী পনিষ্ঠ আ।

---

১ বৃহৎ সংহিতা—৪৩।৫৫ ২ ঋগ্বেদ—১।৭৯।৬ ৩ ঋগ্বেদ—৮।৯৩।৫
৪ ঋগ্বেদ—১।৭৯।১২ ৫ শুক্ল যজুঃ—১৩।৪৭ ৬ বৃহদ্দেবতা—১।৯৮-১০০
৭ ঋগ্বেদ—৮।৬২।৮

সমানো বাং জনিতা ভ্রাতরা যুবং যমাবিহেহমাতরা ॥[১]

—হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদিগের যে জন্মমাহাত্ম্য প্রতিপাদিত হয়, তৎসমুদয় অতিশয় প্রশংসনীয়। তোমাদের উভয়েরই এক জনক; তোমরা উভয়ে যমজ ভ্রাতা ও তোমাদিগের মাতা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন।[২]

"ভ্রাতেন্দ্রস্য সখা মম।"[৩]—ইন্দ্রের সহোদর পূষা যেন আমাদের মিত্র হন।

মহাভারতে ইন্দ্র ও অগ্নি দুই সখা একত্র ভ্রমণ করেন।[৪] ইন্দ্রের রথ, অশ্ব, দেহ প্রভৃতি সূর্য (বা সবিতা) এবং অগ্নির মতই হিরণ্ময় বা হিরণ্যবর্ণ। ইন্দ্রের রথ সুবর্ণনির্মিত—রথে হিরণ্যয়ে রথেষ্ঠাঃ।[৫] —ইন্দ্র হিরণ্ময় রথে অধিষ্ঠিত। বজ্রী রথো হিরণ্যয়ঃ।[৬] —বজ্রীর রথ হিরণ্ময়।

ইন্দ্রের অশ্ব সর্বচক্ষু বা সর্বপ্রকাশক—হরয়ঃ সূরচক্ষসঃ।[৭] ইন্দ্রের অশ্বগণের হরিদ্বর্ণ বা স্বর্ণবর্ণ কেশর—হরিভিঃ কেশিভিঃ।[৮] হরী হিরণ্যকেশ্যা।[৯] অশ্বগণের কেশরই কেবল হরিদ্বর্ণ নয়, অশ্বগণও হরিদ্বর্ণ।[১০] ইন্দ্রের দেহ স্বর্ণবর্ণ বা স্বর্ণময়। ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ।[১১] দেব হিরণ্যয়ঃ।[১২]

ইন্দ্রের বাহুও স্বর্ণবর্ণ—হিরণ্যবাহুঃ।[১৩]

ইন্দ্রের বজ্র ও হিরণ্ময়—যদ্বজ্রং সুকৃতং হিরণ্যয়ং।[১৪]

আচার্য যাস্ক ইন্দ্র, অগ্নি ও সূর্যকে একই দেবতার মূর্ত্যন্তর বা অবস্থান্তর ব'লে গ্রহণ করেছেন। সেইজন্যই তিনি তিন দেবতার অধিকার ও কর্ম পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নির্দিষ্ট করেছেন। ইন্দ্রের অধিকার অন্তরীক্ষ লোক, মাধ্যন্দিন সবন (মধ্যদিনের যজ্ঞ), গ্রীষ্মকাল প্রভৃতি,—অথৈতানীন্দ্রভক্তীন্যন্তরিক্ষলোকো মাধ্যন্দিনং সবনং গ্রীষ্ম……।"[১৫] ইন্দ্রের কাজ রস বা বৃষ্টিপ্রদান, বৃত্রবধ এবং বল বা শক্তিসাধ্য যা কিছু সবই,—"তথাস্য কর্ম রসানুপ্রদানং বৃত্রবধো যা চ কা বলকৃতিরিন্দ্রকর্মৈব তৎ।"[১৬]

আদিত্যের অধিকার দ্যুলোক তৃতীয় সবন, বর্ষাঋতু প্রভৃতি—"অথৈতান্যাদিত্য-

---

১ ঋগ্বেদ—৬।৫৯।২ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৬।৫৫।৫
৪ মহাঃ বনপর্ব—১৩৫ অঃ ৫ ঋগ্বেদ—৬।২৯।২ ৬ ঐ —৮।৩৩।৪
৭ ঋগ্বেদ—১।১৬।১ ৮ ঐ —১।১৬।৪ ৯ ঐ —৮।৩২।২৯
১০ ঐ —৮।৬৬।৪ ১১ ঐ —১।৭।২, ৭।৩৪।৪ ১২ ঐ —৮।৬১।৬
১৩ ঐ —১।৩৪।৫; ৭।৩৪।৪ ১৪ ঐ —১।৫৩।৯ ১৫ নিরুক্ত—৭।১০।১
১৬ নিরুক্ত—৭।১০।২

ভক্তীনি অসৌ লোকস্তৃতীয়সবনং বর্ষা … ।"[১] আদিত্যের কাজ রসদান, রশ্মির দ্বারা রস ধারণ এবং যা কিছু প্রচ্ছাদন ও প্রকাশন সে সমস্তই—"অথাস্য কর্ম রসাদানং রশ্মিভিশ্চ রসধারণং যচ্চ কিঞ্চিৎ প্রবল্‌হিতমাদিত্যকর্মৈব তৎ।"[২]

অগ্নির অধিকার পার্থিব লোক, প্রাতঃসবন, বসন্তকাল, গায়ত্রী মন্ত্র প্রভৃতি—"অথৈতান্যগ্নিভক্তীন্যয়ং লোকঃ প্রাতঃসবনং বসন্তো গায়ত্রী … ।"[৩] অগ্নির কাজ হবি বহন, দেবতাদের আবাহন এবং দৃষ্টি বা প্রকাশ বিষয়ক যা কিছু সকলই—"অথাস্য কর্ম বহনং চ হবিঃ, আবাহনং চ দেবানাং যচ্চ কিঞ্চিদ্দৃষ্টিবিষয়কমগ্নিকর্মৈব তৎ॥"[৪] যাস্কাচার্যকৃত এই দেবত্রয়ের অধিকার ও কর্মবিভাগ যেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর রূপী একই দেবতার ত্রিরূপের পৃথক্ পৃথক্ কর্ম ও অধিকার বিন্যাস।

সূর্যাগ্নিরূপী ইন্দ্র ব্রহ্মসদৃশ সর্বব্যাপী—রূপে রূপে বিরাজমান,—'রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি।

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব
তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে
যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ দশাশতঃ॥[৬]

সমস্ত দেবগণের প্রতিনিধিভূত এই ইন্দ্র বিবিধ মূর্তি ধারণ করেন, এবং সেই সেই রূপ পরিগ্রহ করিয়া তিনি পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়েন। তিনি মায়াদ্বারা বিবিধরূপ ধারণ করিয়া যজমানের নিকট উপস্থিত হন। তাঁহার রথে সহস্র অশ্ব যোজিত আছে।[৭]

বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই ঋকটি মধুবিদ্যা নামে আখ্যাত হয়েছে। মধুবিদ্যা অর্থে অমৃতবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা। উপনিষদের ব্রহ্মও অগ্নি বা বায়ুর মত রূপে রূপে বহুরূপ ধারণ করেন।

পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী ইন্দ্রকে ঈশ্বর বা ঐশ্বরিক শক্তিরূপে স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন, "যিনি বৃত্রের (মেঘের সহিত যুদ্ধ করিয়া, বহু অশনি-নিক্ষেপে সেই অসুরের (বলবান্ জলাধারের) দেহ খণ্ড খণ্ড করেন এবং

১ নিরুক্ত—৭।১১।১ ২ নিরুক্ত—৭।১১।২ ৩ নিরুক্ত—৭।৮।২
৪ ঐ —৭।৮।৩ ৫ ঋগ্বেদ—৩।৫৩।৮ ৬ ঋগ্বেদ—৬।৪৭।৪৮
৭ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

শচীর (কর্ম সমস্তের) পতি ; যাঁহার প্রভাবে ক্রিয়াসমস্ত সম্পন্ন হয় (সর্বত্র বিদ্যমান ঐশ্বরীয় বল বিশেষ)।[১]

বৃহদ্দেবতার মতে ইন্দ্র সর্বভূতের প্রাণ :

চতুর্বিধানাং ভূতানাং প্রাণো ভূত্বা ব্যবস্থিতঃ।
ইষ্টে চৈবাস্য সর্বস্য তেনেন্দ্র ইতি স স্মৃতঃ॥[২]

—চতুর্বিধ জীবের প্রাণরূপে অবস্থিত এবং সকলের কাম্য বলে তাঁর নাম ইন্দ্র।

শতপথ ব্রাহ্মণেও ইন্দ্র প্রাণস্বরূপ : "স যোঽয়ং মধ্যে প্রাণাঃ এষ এবেন্দ্রঃ"।[৩]
—মধ্যে যিনি প্রাণরূপে অবস্থিত, তিনিই ইন্দ্র।

মহাভারতে ইন্দ্রের যে স্তুতি আছে তাতেই সূর্যাগ্নিস্বরূপ পরমেশ্বর ইন্দ্রের রূপগুণ ও কীর্তি প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে। কদ্রু ইন্দ্রের প্রীতির নিমিত্ত বলছেন :

নমস্তে সর্বদেবেশ নমস্তে বলসূদন॥
নমুচিঘ্ন নমস্তেঽস্তু সহস্রাক্ষ শচীপতে।

*　　*　　*

ত্বমেব মেঘ স্তং বায়ুস্ত্বমগ্নির্বৈদ্যুতোঽম্বরে।
ত্বমভ্রগণবিক্ষেপ্তা ত্বামেবাহুর্মহাঘনম্॥
ত্বং বজ্রমতুলং ঘোরং ঘোষবাংস্ত্বং বলাহকঃ।
স্রষ্টা ত্বমেব লোকানাং সংহর্তা চাপরাজিতঃ॥
ত্বং জ্যোতিঃ সবভূতানাং ত্বমাদিত্যো বিভাবসুঃ।

*　　*　　*

ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং সহস্রাক্ষ স্তং দেবস্ত্বং পরায়ণম্॥[৪]

—হে শচীপতে, সহস্রলোচন দেবরাজ! তুমি বল নমুচি ও বৃত্রাসুরকে নষ্ট করিয়াছ।······তুমি বায়ু, তুমি মেঘ, তুমি অগ্নি, তুমি গগনমণ্ডলে সৌদামিনী-রূপে প্রকাশমান হও এবং তোমা হইতেই ঘনাবলী পরিচালিত হইয়া থাকে, তোমাকেই লোকে মহামেঘ বলিয়া নির্দেশ করে ; তুমিই ঘোর ও প্রকাণ্ড বজ্রজ্যোতিস্বরূপ, তুমি আদিত্য, তুমি বিভাবসু ··· তুমি বিষ্ণু, তুমি সহস্রাক্ষ, তুমি দেব, তুমি পরম গতি।[৫]

ইন্দ্রের স্বরূপ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা যাবে এই বিস্তৃত আলোচনা থেকে।

---

১ গোভিল গৃহ্যসূত্র—পৃঃ ৩৪০, পাদটীকা　　২ বৃহদ্দেবতা—২।৩৬
৩ শতপথ ব্রাঃ—৬।১।১　　৪ আদিপর্ব—২৫।৭-৮, ১০-১৩　　৫ অনুবাদ—কালীপ্রসন্ন সিংহ

ইন্দ্র যে সূর্যাগ্নিরই নামান্তর বা রূপান্তর, এ সত্য বৈদিক ও পরবৈদিক গ্রন্থরাশির মধ্য থেকেই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। এখন প্রশ্ন উঠবে, ইন্দ্র যখন সূর্যাগ্নিরই একটি রূপ, তখন তিনি কোন অবস্থায় সূর্য বা অগ্নি? মেঘহননকারী, বৃষ্টিদাতা, বজ্রধারী ইন্দ্র সূর্যাগ্নির একটি বিশেষ শক্তির প্রতিভূ; যে শক্তি ভূলোক থেকে জলীয় পদার্থ শোষণ ক'রে মেঘ সৃষ্টি করে এবং সেই মেঘকে বারিবিন্দুতে পরিণত ক'রে পৃথিবীকে শস্যশ্যামলা ক'রে তোলে সেই শক্তিই ইন্দ্র নামে অভিহিত হয়েছেন বেদে-পুরাণে-কাব্যে। আচার্য যোগেশচন্দ্র বলেন, "ইন্দ্র সূর্য···কিন্তু তিনি প্রতিদিনের সূর্য নহেন, কারণ তিনিই বৃষ্টির দেবতা। ···সূর্যের যে শক্তি দক্ষিণায়ন আরম্ভ দিনে বৃষ্টিদাতারূপে প্রকাশিত হন, তিনিই ইন্দ্র। সে দিনের প্রত্যক্ষ সূর্যের নাম বিবস্বান। ইহার পর দিন ইন্দ্র যজ্ঞ হইত···।"[১] আমরা মনে করি সূর্যাগ্নির বর্ষণশক্তিই ইন্দ্র নামে পূজিত।

বৃত্রবধের তাৎপর্য—ইন্দ্র-বৃত্র সংঘর্ষের তাৎপর্য কি? এ সম্বন্ধেও নানা মুনির নানা মত। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, বৃত্র বৃষ্টি নিরোধক শক্তি অর্থাৎ বৃষ্টিপতনে বাধাসৃষ্টিকারী প্রাকৃতিক অবস্থা—Demon of drought (Macdonell), আবার কারো মতে বজ্রের দেবতা—god of thunder (Buhler)। ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস বৃত্র অর্থে বৃষ্টিহীন মেঘকে বুঝিয়েছেন। ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্রবধের তাৎপর্য তিনি বিস্তৃত-ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: "Vritra represented clouds which over-spread the sky in the rainy season after the hot days of Summer and was thus known as Visvarupa or Omniform...

Timely rains were never regular in coming and were sometimes too scanty for cultivating the fields. The agricultural population thus came to look upon the rain-withholding clouds with anything but favour, and in fact regarded them as the root of all mischief, and the main cause of their suffering and distress. Vritra thus assumed malevolent form in the eyes of these people who thought that it was he, who was with-holding the rains with the deliberate object of tormenting them....

It was, therefore essentially necessary to invoke the aid of a powerful God, who could not only counteract the evil influences exercised by the majical powers of the darkcomplexioned

১ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল, পৃঃ ১০২-১০

and evil-minded Vitra, but also vanquish him, realising the captive waters and the sun and Dawn, all enveloped in his cloud body. Such a powerful god was not long in being undiscovered. He was the great wielder of the Thunderbolt who was seen to rend upon the clouds with his deadly weapon and power down rains for the benifit of beasts and men."[১]

ডঃ দাস ইন্দ্র-বৃত্র সংঘর্ষের আর একপ্রকার ব্যাখ্যা করেছেন। অপর একস্থানে তিনি বলেছেন যে, বৃত্র অন্ধকারের দানব—demon of darkness এবং সূর্যের এক মূর্তি ইন্দ্র অন্ধকারের দানবকে হত্যা করে আলোক আনয়ন করেন।[২]

ডঃ দাসের বক্তব্য থেকে মনে হয়, তিনি ইন্দ্র বলতে বর্ষার সূর্যকেই বুঝিয়েছেন ; যদিও স্পষ্ট করে এ বিষয়ে তিনি কিছু বলেন নি।

কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিত 'বৃত্র' শব্দে মেঘকে বুঝিয়েছেন। তাঁদের মতে বৃত্রেরই অপর নাম অহি। অবশ্য ঋগ্বেদের কোন কোন স্থলে বৃত্রকেই অহি বলা হয়েছে। ঋগ্বেদের অনুবাদক এবং টীকাকার রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "মেঘের নাম বৃত্র বা অহি, ইন্দ্র মেঘকে বজ্র দ্বারা আঘাত করিয়া বৃষ্টি বর্ষণ করিতেছেন, এইরূপ উপলব্ধি করিয়া ঋগ্বেদের ঋষিগণ উপমা ও কল্পনাপূর্ণ কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে পৌরাণিক বৃত্র অসুরের গল্প উৎপন্ন।"[৩]

পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী ইন্দ্র ও বৃত্রের যুদ্ধ সম্পর্কে নানাবিধ অর্থ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "বৃত্র নামক একজন অসুর ছিল ; ইন্দ্র যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করেন। অন্য অর্থে ইন্দ্র শব্দে সূর্য বোঝায়। বৃত্র—বৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন। উহার অর্থ আবরণ। সে হিসাবে 'বৃত্র' অর্থে সূর্যের আবরক যে মেঘ, তাহাকেই বুঝাইয়া থাকে। সূর্যরশ্মিসম্পাতে—উত্তাপে পৃথিবী নবজীবন লাভ করে ; তাহাতে বৃক্ষলতা এবং জীবজন্তুসমূহ জীবন প্রাপ্ত হয়। বৃত্র অর্থাৎ মেঘ, সূর্যকে আবৃত করিয়া, পৃথিবীতে তাঁহার রশ্মির ও উত্তাপের গতিরোধ করে। তাহাতে সময় সময় পৃথিবী অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। এইরূপে এ সংসারে আলোকের আধার ইন্দ্রের বা সূর্যের সহিত অন্ধকারের জনয়িতা বৃত্রের বা মেঘের অবিরত দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। যখন বৃত্র জয়লাভ করে, সূর্য অদৃশ্য হইয়া পড়েন ; পৃথিবী অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। এইভাবে ক্রমাগত সূর্যরশ্মি বা

১ Rgvedic Culture, page 59 ২ Rgvedic Culture, page 455-56

৩ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৩, ১।৩২।১ ঋকের টীকা

উত্তাপ বাধাপ্রাপ্ত হইলে, পৃথিবীর বৃক্ষলতা, এমন কি প্রাণী পর্যন্ত গতজীবন হয়। যাহা হউক, এ সংগ্রামে অবশেষে সূর্যরশ্মিই প্রতিষ্ঠান্বিত, ইন্দ্রই জয়লাভ করেন। বৃত্র নিহত অর্থাৎ মেঘ জলরূপে পৃথিবীতে নিপতিত হয়। তখন পুনরায় ইন্দ্রের সূর্যের) গৌরব পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পায়। শত্রু বিধ্বস্ত হওয়ায়, তাঁহার এইরূপ জ্যোতিঃ বহুগুণে পরিবর্ধিত হয়।"[১]

দুর্গাদাস ইন্দ্র-বৃত্র-সংবাদের আর একপ্রকার ব্যাখ্যা করেছেন, "কিন্তু...ইন্দ্র শব্দে ঈশ্বরকে বুঝায়। তিনি আলোকদাতা, তিনি সকল জ্ঞানের, সকল ধর্মের, সকল সত্যের আধারস্থল। সংক্ষেপতঃ তিনি সৎস্বরূপ। সে অর্থে বৃত্র—সকল অসদ্‌বৃত্তির অনর্থের জনক। এ দৃষ্টিতে সদসদ্‌বৃত্তির দ্বন্দ্বই ইন্দ্রের ও বৃত্রের যুদ্ধ।"[২]

ইন্দ্র অহি হন্তা। তিনি অহি নামক অসুরকে নিহত করেছিলেন।

অহন্নহিং পর্বতে শিশ্রিয়াণং ত্বষ্টাস্মৈ
বজ্রং স্বর্যং ততক্ষ।
বাশ্রা ইব স্যন্দমানা অঞ্জঃ
সমুদ্রং জগ্মুরাপঃ ॥[৩]

—ইন্দ্র পর্বতাশ্রিত অহিকে হনন করিয়াছিলেন, ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য সুদূরপাতী বজ্র নির্মাণ করিয়াছিলেন; (তৎপর) যেরূপ গাভী সবেগে বৎসের দিকে যায়, ধারাবাহী জল সেইরূপ সবেগে সমুদ্রাভিমুখে গমন করিয়াছিল।[৪]

যদিন্দ্রাহন্ প্রথমজামহীনামান্মায়িনামমিনাঃ প্রোতমায়াঃ।
আৎ সূর্যং জনয়ন্দ্যামুষাসং তাদিত্না শত্রুংন কিলা বিবিৎসে ॥[৫]

—যখন তুমি অহিদিগের মধ্যে প্রথম জাতকে হনন করিলে, তখন তুমি মায়াবীদিগের মায়া বিনাশ করিলে পর সূর্যও উষাকাল ও আকাশকে প্রকাশ করিয়া আর শত্রু রাখিলে না।[৬]

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলান্তর্গত দ্বাত্রিংশৎ সূক্তের পূর্বোদ্ধৃত পঞ্চম ঋকে বৃত্রকে সুস্পষ্টভাবে অহি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অহি শব্দের সাধারণ অর্থ সর্প। কিন্তু সায়নাচার্য অহি শব্দের অর্থ করেছেন মেঘ।[৭] বৃত্র শব্দের অর্থ সায়ন কখনও করেছেন শত্রু[৮], কখনও মেঘ। যাস্কের মতে অহি শব্দের অর্থ অন্তরীক্ষে

১ বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা—পৃঃ ৭১ ২ তদেব ৩ ঋগ্বেদ—১।৩২।২
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—১।৩২।৪ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ঋকের ভাষ্য—১।৩২।১, ২, ৪ ; ২।১২।২, ৩ প্রভৃতি ৮ ঋকের ভাষ্য—১।২৩।৯

বিচরণকারী —"অহিরয়নাদেত্যন্তরিক্ষে।"[১] কখনও সায়ন বৃষ্টি নিরোধক দানবকেই বৃত্র বলে ব্যাখ্যা করেছেন। একস্থানে তিনি লিখেছেন, "পুরা বৃত্রে জীবতি সতি তেন নিরুদ্ধা মেঘস্থিতা আপো ভূমৌ বৃষ্টা ন ভবন্তি। তদানীং নৃণাং মনঃ বিস্ততে। মৃতে তু বৃত্রে নিরোধরহিতা আপো বৃত্রশরীরমুল্লঙ্ঘ্য প্রবহন্তি। তদা বৃষ্টি পাতেন মনুষ্যাস্তৃপ্যন্তি ইত্যর্থঃ।"—পুরাকালে বৃত্র জীবিত থাকায় তার দ্বারা নিরুদ্ধ মেঘস্থিত জল ভূমিতে বর্ষিত হোত না। সেই সময় মনুষ্যগণের মনে হয়েছিল বৃত্র নিহত হলে অবরোধ রহিত জল বৃত্রের শরীর লঙ্ঘন ক'রে প্রবাহিত হবে, অর্থাৎ বৃষ্টিপাতে মনুষ্যগণ তৃপ্ত হয়।

আচার্য যোগেশচন্দ্র লিখেছেন, "বৃ ধাতু হইতে বৃত্র শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যে পরিবৃত্তি ক'রে ব্যাপিয়া থাকে সে বৃত্র।"[২]

যাস্কের নিরুক্তেও বৃত্র শব্দের অর্থ মেঘ। যাস্ক ঋগ্বেদের (১।৩২।১০) ঋক্‌টি উদ্ধৃত করেছেন :

অতিষ্ঠন্তীনামনিবেশনানাং কাষ্ঠানাং মধ্যে নিহিতং শরীরম্।

বৃত্রস্য নিণ্যং বিচরন্ত্যাপো দীর্ঘং তম আশয়দিন্দ্রশত্রুঃ॥

—স্থিতিরহিত বিশ্রামরহিত মধ্যে অর্থাৎ অন্তরীক্ষে অবস্থিত জলের মেঘাখ্য শরীর বিধাতা স্থাপন (নির্মাণ) করিয়াছেন; জল মেঘের নিম্নগমন প্রদেশ জানে, ইন্দ্র শত্রু (বৃত্র) দিগ্‌ব্যাপী দিগন্তব্যাপী অন্ধকার বিস্তৃত করিয়া অবস্থান করে।[৩]

অনুবাদক এখানে বৃত্রকে মেঘরূপেই গ্রহণ করেছেন। নিরুক্তকার বৃত্র শব্দের তাৎপর্য বিচার করতে গিয়ে লিখেছেন, "তৎ কো বৃত্রো মেঘ ইতি নৈরুক্তা-স্ত্বাষ্ট্রোঽসুর ইত্যৈতিহাসিকাঃ।"[৪]

—তাহা হইলে বৃত্র কে? মেঘই বৃত্র—নিরুক্তকারগণ ইহা বলেন; ঐতিহাসিকগণ বলেন—বৃত্র অসুর ত্বষ্টার পুত্র।[৫] যাস্ক ঠিকই বলেছেন যে ত্বষ্টার পুত্র বৃত্র ও ইন্দ্রের সংঘর্ষ রূপক কাহিনী।

অপাং চ জ্যোতিষশ্চ মিশ্রীভাবকর্মণো বর্ষকর্ম জায়তে।

তত্রোপমার্থেন যুদ্ধবর্ণা ভবন্ত্যহিবত্তু খলুমন্ত্রবর্ণা

ব্রাহ্মণবাদাশ্চ বিবৃদ্ধ্যা শরীরস্য স্রোতাংসি নিবারয়াঞ্চকার।

তস্মিন্ হতে প্রসস্যন্দিরে আপস্তদভিবাদিন্যেষর্গ্ ভবতি॥[৬]

---

১ নিরুক্ত—২।১৭।৫ ২ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—পৃঃ ১০৫

৩ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ৪ নিরুক্ত—২।১৬।১০ ৫ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর

৬ নিরুক্ত—২।১৬।১০

—জল এবং বিদ্যুতের মিলনক্রিয়া হইতে বর্ষণক্রিয়া সঞ্জাত হয়; এইরূপ হওয়ায় যুদ্ধবর্ণনা যে আছে তাহা রূপক কল্পনায়। বৃত্র শব্দের ন্যায় অহি শব্দ সমন্বিত মন্ত্রবাক্য এবং ব্রাহ্মণবাক্য আছে। বৃত্র শরীরের বিশেষ বৃদ্ধি দ্বারা জল-প্রবাহ নিরুদ্ধ করিয়াছিল, বৃত্র নিহত হইলে জল প্রবাহিত—এই অর্থের প্রকাশক-বর্তমান ঋক্।[১]

ইন্দ্রের উপাখ্যান যে পরোক্ষ বর্ণনা বা রূপক, ব্রাহ্মণ গ্রন্থে তা স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত হয়েছে। "স যোঽয়ম্ মধ্যে প্রাণাঃ এষ এবেন্দ্রঃ। তান্ এষ প্রাণান্ প্রধ্যাতঃ ইন্দ্রিয়েন ঐদ্ধ। যদ্ ঐদ্ধ তস্মাদ্ ইন্ধঃ। ইন্ধো হ বৈ তমিন্দ্র ইতি আচক্ষতে পরোক্ষম্। পরোক্ষ কামা হি দেবাঃ।[২] —ইহাদের মধ্যে যিনি মধ্যপ্রাণ, তিনি ইন্দ্র। তিনি মধ্যস্থ হইয়া প্রাণিবর্গকে প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। ইন্ধন স্বরূপ হওয়ায় তিনি ইন্ধ। ইন্ধকেই পরোক্ষে ইন্দ্র বলা হয়, কারণ দেবগণ পরোক্ষপ্রিয়।[৩]

বৃত্র শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে নিরুক্তকার লিখেছেন, "বৃত্রো বৃণোতের্বা বর্ততে বা বর্ধতে বা যদবৃণোত্তদ্ বৃত্রস্য বৃত্রত্বমিতি বিজ্ঞায়তে, যদবর্ধত তদ্ বৃত্রস্য বৃত্রত্বমিতি বিজ্ঞায়তে।"[৪]—বৃ বৃৎ অথবা বৃধ ধাতু থেকে বৃত্র শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। আচ্ছাদন হেতু, বর্তমান বা বিচরণহেতু বা বর্ধনহেতু বৃত্র শব্দের বৃত্রত্ব।

মেঘ অন্তরীক্ষ আচ্ছাদন করে, অন্তরীক্ষে বর্তমান থাকে, অন্তরীক্ষে বিচরণ করে, বর্ধিত করে—সেইজন্য মেঘই বৃত্র। বেদের নানাস্থানে বৃত্রসম্পর্কিত বিবরণ থেকেও বৃত্রের মেঘ রূপত্ব আভাসিত হয়। একটি ঋকে দেখা যায় ইন্দ্র বৃত্রকে পর্বে পর্বে বিভক্ত করেছিলেন—

> যদস্য মন্যুরধ্বনীদ্বিবৃত্রং পর্বশো রুজন্।
> অপঃ সমুদ্রমৈরয়ৎ ॥[৫]

—যখন ইহার ক্রোধ বৃত্রকে পর্বে পর্বে বিভাগ করতঃ শব্দ করিয়াছিল, তখন তিনি সমুদ্রাভিমুখে জল প্রেরণ করিয়াছিলেন।[৬]

পর্বে পর্বে বা স্তবকে স্তবকে সজ্জিত মেঘ ছিন্ন-ভিন্ন করেছিলেন ইন্দ্রদেব। তাতেই বৃষ্টিধারা পতিত হয়ে সমুদ্রাভিমুখী হয়েছিল।

বৃত্র আর অহি যে একই বস্তুকে বোঝায় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণের একটি মন্ত্র থেকে—"ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রমুদচ্ছৎ তং ষোড়শভিভাগৈঃ পর্যভুজৎ।"[৭]

---

১ অনুবাদ—তদেব ২ শতপথ ব্রাহ্মণ—৬।১।১ ৩ অনুবাদ—জাহ্নবী চক্রবর্তী
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—৮।৬।১৩ ৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৭ তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ—১৩।৫।২২

—ইন্দ্র বৃত্রকে হত্যা করার জন্য বজ্র গ্রহণ করলেন। বৃত্র তাঁকে ষোল পাকে বেষ্টন করেছিল।

এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যায় সায়ন লিখেছেন, "তং বৃত্রাসুরঃ ষোড়শভিঃ ষোড়শসংখ্যা-কৈর্ভাগৈঃ সর্পশরীরৈঃ পর্বভুজং পর্ববেষ্টয়ং আবেষ্টিতবান্।" —বৃত্র তাঁকে ষোল ভাগ সর্পশরীরের দ্বারা বেষ্টন করেছিল।

বৃত্রকর্তৃক ইন্দ্রের ষোলপাকে আবেষ্টিত হওয়ার কাহিনী কৃষ্ণযজুর্বেদেও আছে।[১] কুণ্ডলীকৃত মেঘ দেখে ঋষিকবিগণ অহি বা সর্পকল্পনা করেছিলেন এবং কুণ্ডলীকৃত দেহ অহি বা বৃত্র পাকে পাকে ইন্দ্ররূপী সূর্যকে আবেষ্টিত করেছিল এরূপ কবি-কল্পনা অসঙ্গত বোধ হয় না।

ইন্দ্র ও বৃত্রের সংগ্রাম সম্পর্কে Muir লিখেছেন, "And in the early ages when the Vedic hymns were composed, it was an idea quite in consonance with the other general conception which their authors entertained to imagine that some malignant influence was at work in the atmosphere to prevent the fall of the showers, of which their parched fields stood so much in need. It was but a step further to personify both this hostile power and beneficent agency, it was at last overcome. Indra is thus at once a terrible warrior and a gracious friend, a god whose shafts deal destruction to his enemies, while they bring deliverance and prosperity to his worshippers. The phenomena of thunder and lightning almost inevitably suggest the idea of a conflict between opposing forces even we ourselves, in our more prosaic age', often speak of war of strife of the elements."[২]

Muir-এর মতে বৃষ্টি নিরোধক শক্তিই বৃত্র: আর বর্ষণের উপযোগী প্রাকৃতিক শক্তি বা অবস্থাই ইন্দ্র। Prof. Hillebrandt ইন্দ্র ও বৃত্র সম্পর্কে কিঞ্চিৎ নূতনতর ব্যাখ্যা দেবার প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর অভিমত শীতকালে বর্ষণের অনুপযোগী অবস্থাই বৃত্র, এবং বসন্ত বা গ্রীষ্মের সূর্য,—যিনি হেমন্তে বারিদান করেন, তিনিই বৃত্র। "He argues that the streams of India and the neighbouring Iranian countries are at their lowest level in the winter; that the confiner of their waters is the frozen winter, conceived as a winter monster by the name

১ কৃষ্ণ যজুঃ—৫।২।৬ ২ O.S.T. vol., V, page 98

of Vṛtra, 'confiner', that Vṛtra holds captive the rivers on the heights of glacier mountains; and that consequently Indra can be no other than the spring or Summer Sun, who frees them from the clutches of the winter dragon."[১]

পূর্বেই দেখা গেছে যে ইন্দ্র বৃত্রকে নব নবতিবার অর্থাৎ নিরানব্বই বার অথবা নয়গুণ নবতি অর্থাৎ ৮১০ বার বধ করেছিলেন।[২] সুতরাং বৃত্র বহু সংখ্যক বেদে ও বহুস্থানে বহুবচনাত্মক 'বৃত্রগণ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে. "প্রতি বৎসরই ইন্দ্র বৃত্রবধ করিতেন। এই কারণে বলা হইয়াছে, বৃত্র এক নহে অনেক।"[৩]

আকাশ আচ্ছন্নকারী অথবা সূর্য আবরণকারী মেঘই বৃত্র। যে মেঘ সূর্য বা আকাশকে আবৃত করে অথচ বারিবর্ষণ করে না সেই কুণ্ডলীকৃত সর্পাকার মেঘই বৃত্র বা অহি। মহাভারতে-পুরাণে ত্বষ্টার যজ্ঞাগ্নি থেকে বৃত্রের উৎপত্তি। শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন, কর্মপ্রবর্তিত যজ্ঞ থেকে পর্জন্য বা মেঘের সৃষ্টি হয়,—মেঘ থেকেই বৃষ্টি,—বৃষ্টি থেকে অন্ন, অন্ন থেকে জীবের প্রাণধারণ সম্ভব হয়।

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥[৪]

সূর্যাগ্নির প্রদীপ্ত তেজ থেকেই মেঘের সৃষ্টি এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। পদ্মপুরাণে বৃত্রের যে বর্ণনা আছে, তাতে বৃত্রকে মেঘ বললে অযৌক্তিক বোধ হবে না।

তস্মাৎ কুণ্ডাৎ সমুৎপন্নো হুতাশনমুখাদপি ॥
কৃষ্ণাঞ্জনচয়প্রখ্যঃ পিঙ্গাক্ষো ভীষণাকৃতিঃ।
দংষ্ট্রাকরালবক্ত্রাস্তো জগতাং ভয়দায়কঃ ॥
মহাচর্বারিকো ঘোরো খড়্গী চর্মধরস্তথা।
সর্বাঙ্গ তেজসা দীপ্তো মহামেঘোপমবলী ॥[৫]

যজ্ঞকুণ্ডের অগ্নির শিখা থেকে জাত কৃষ্ণাঞ্জনতুল্য, পিঙ্গল অক্ষিবিশিষ্ট ভীষণাকৃতি, তেজোদ্দীপ্ত মহামেঘতুল্য বৃত্র মহামেঘ ভিন্ন আর কে? শতপথ ব্রাহ্মণে বৃত্র শব্দের যে তাৎপর্য বিশ্লেষিত হয়েছে তা থেকেও বৃত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন সহজতর হয়েছে।

১ Religion of the Veda.—Bloomfield, page 177 ২ ঋগ্বেদ—১।৮৪।১৩
৩ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—: ১০৫ ৪ গীতা—৩।১৪৫ ৫ পদ্ম পুঃ ভূমিখণ্ড—২৪।৬-৮

"বৃত্রো হ বা ইদং সর্বং বৃত্বা শিষ্যে। যদিদমন্তরেণ দ্যাবাপৃথিবী স যদিদং সর্বং বৃত্বা শিষ্যে তস্মাদ্ বৃত্রো নাম।"[১]—বৃত্র এই সমস্ত আবৃত ক'রে বর্তমান ছিল। দ্যুলোক (স্বর্গ) ও পৃথিবীর মধ্যবর্তীস্থান অর্থাৎ আকাশ আবৃত ক'রে থাকে বলেই তার নাম বৃত্র।

পুরাণেও বৃত্র স্বর্গ-মর্ত আবরণকারী।

ততঃ স বজ্রেণ যুতো দৈবতৈরভিপূজিতঃ।
আসসাদ ততো বৃত্রং স্থিতমাবৃত্য রোদসী ॥[২]

—তখন সেই ইন্দ্র বজ্রলাভ ক'রে দেবতাদের দ্বারা পূজিত হয়ে স্বর্গ-মর্ত আবরণকারী বৃত্রের অভিমুখী হয়েছিলেন।

আকাশ ও পৃথিবী আবরণকারী মেঘ ভিন্ন আর কোন বস্তুকেই বৃত্র বলা সম্ভব নয়। মেঘরূপে বৃত্র আকাশ আবৃত করে, সূর্যালোক আবৃত করে—মর্তের আলোক ম্লান করে আবরণের কাজ করে,—আবার কুয়াশারূপে পৃথিবীকেও আবৃত করে। সুতরাং বৃত্রকে অন্ধকারের দানবরূপে গ্রহণ করলেও অসমীচীন হয় না। সূর্য বা সূর্যাগ্নির যে শক্তি বৃষ্টিরোধকারী দানব বৃত্রকে হনন করে বৃষ্টি আনয়ন করে থাকে তিনিই ইন্দ্র।

শ্রীঅরবিন্দের মতে ইন্দ্র মানুষের মানসিক শক্তি। ইন্দ্রকে মানসিক শক্তিরূপে বর্ণনা করলেও ইন্দ্রের সঙ্গে সূর্যের সম্পর্ক তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি।

"**Indra in the psycological interpretation of the hymns represents, as we shall see, mind power .. His realm is swar, a word which means sun or luminous, being akin to sūra, and Surya, the sun.**"[৩]

কোন কোন পণ্ডিত ইন্দ্র ও বৃত্র সংবাদে ইতিহাসের ছায়াও খুঁজে পেয়েছেন। আর্য ও অনার্যের সংঘর্ষ ইন্দ্র ও বৃত্র সংঘর্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত বলে কোন কোন পণ্ডিত ধারণা করেছেন। "ইন্দ্র ছিলেন শ্বেতকায় আর্যজাতির একজন মানবীয় নেতা, যিনি ভারতবর্ষীয় আদিম অধিবাসীদিগের সহিত যুদ্ধাদি করিয়া ভারতে আর্যজাতির প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই হেতু পূর্বকল্পীয় আর্যসমাজে ইন্দ্রের স্মৃতিপূজা (যাহার এক নাম ইন্দ্রযজ্ঞ) চলিয়া আসিতেছিল।"[৪]

"এই ইন্দ্রোপাসকগণের সহিত বৃত্রগণের (অসুরপক্ষীয় এক ধর্মসম্প্রদায়ের) যে

---

১ শতপথ ব্রাঃ—১।১।৩।৪ ২ পদ্ম পুঃ, সৃষ্টি খণ্ড—১৯।৮২ ৩ On the Veda—page 84

৪ ভারতবর্ষ ও বৃহত্তর ভারতের পুরাবৃত্ত—উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, পৃঃ ৭০

বিবাদ বিসম্বাদ বহুকাল ধরিয়া চলিয়াছিল এবং যে বিরোধের পরিণতিস্বরূপ ইন্দ্রোপাসকগণ জয়লাভ করিয়া ভারতবর্ষে পুনরায় আধিপত্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন—তাহাই 'ইন্দ্র-বৃত্র বিরোধ' নামে সংরক্ষণ করা হইয়াছে।"[১]

কেউ কেউ আবার আর্যজাতি ও সেমেটিক জাতির সংঘর্ষের সন্ধান পেয়েছেন বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের সংগ্রামে। রমানাথ সরস্বতী তাঁর সম্পাদিত ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৩২ সূক্তের টীকায় লিখেছেন, "এই সূক্তে ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্রাসুর বধ বর্ণিত হইয়াছে। বৃত্র একজন আসিরীয় দেশীয় দলপতি। পারস্য গ্রন্থ আভেস্তাতে লিখিত আছে যে, বৃত্রাসুর বাহু নগরের (Babylon) সমস্ত আর্যভূমি (Arlona) একেবারে জলশূন্য করিবার নিমিত্ত উপজাপ করিয়া অদ্বিশূর নাম্নী দেবীকে জয়ের নিমিত্ত প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয়। বৃত্র তথাপি নিজ কু-চক্রে নিরত থাকে এবং অবশেষে ইন্দ্রদেব কর্তৃক সবংশে নিপাতিত হয়। যদ্যপি এইরূপ সংগ্রাম ঘটিয়া থাকে, তবে তাহা অবশ্যই আর্যজাতি এবং সমিতিক জাতির মধ্যে ঘটিয়া থাকিবে; যেহেতু ইন্দ্র এই আর্যদিগের রক্ষক এবং বৃত্রাসুর সমিতিকদিগের দলপতি। সেই ঘোর যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য ইন্দ্রদেবকে 'বৈরেথ্রঘ্ন' উপাধিতে 'জেন্দ—আবেস্তা'য় উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করা হইয়াছে। জেন্দাবেস্তান্তর্গত 'বহ্রাম যহৎ' সমস্তই বেরেথ্রঘ্ন ইন্দ্রের স্তুতিতে পরিপূর্ণ। ইহাতে ইন্দ্রকে অহিদক (বেদের দাসঃ অহিঃ) বলা হইয়াছে।······বৃত্রাসুর আর্যকুলের ঘোর শত্রু ছিলেন এবং তাঁহার বধের পর যেন আর্যগণ নূতন প্রাতঃকাল এবং নূতন আকাশ দেখিতে পাইলেন। বৃত্রাসুরের উৎপাতে আর্যগণ যেন বিপদের তিমিরে আবৃত ছিলেন।······পারস্যের রাজা সাইরস (cyrus) যেমন টাইগ্রীস নদীর প্রবাহ প্রতিরোধ করিয়া ব্যাবিলন নগর জয় করেন, বৃত্রাসুরও বোধহয় সেইপ্রকার আর্যভূমি জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।"

এইরূপ ব্যাখ্যা নিতান্তই কষ্টকল্পনা বলে মনে হয়। ইন্দ্ররূপী সূর্যাগ্নি বিশেষ প্রাকৃতিক অমঙ্গল নাশ করে বৃষ্টি এনে দিতেন। এই ঘটনাই ঋগ্বেদে রূপকের আশ্রয়ে বর্ণিত হয়েছে এবং এ বিষয়ে নানা প্রকার কাহিনী (myth) গড়ে উঠেছে। বৈদিক কবি একটি প্রত্যক্ষ উপলব্ধ সত্যকে কাব্য-রূপ দান করেছেন। পরবর্তীকালে পুরাণে-কাব্যে ইন্দ্র সম্পর্কে কত কত গল্পকথার সৃষ্টি হয়েছে তার হিসাব রাখা সহজ নয়। এই ইন্দ্রকাহিনী ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে পারস্য ও অন্যান্য

---

১ ভবেষ

দেশেও প্রসারিত হয়েছে। বৈদিক গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য বিস্মৃত হয়ে পুরাণকার কাব্যকার কত কত মনোহর আখ্যায়িকা কাব্যকথার অবতারণা করেছেন। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে রামায়ণের রাম-রাবণের যুদ্ধ ইন্দ্র ও বৃত্রের যুদ্ধেরই রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নয়।[১]

ম্যাক্‌সমূলরের মতে বেদের বৃত্রবধ কাহিনীই গ্রীক্ মহাকবি হোমারের ট্রয় যুদ্ধের কাহিনীর মূল। তাঁর মতে বেদের সরমা ট্রয়যুদ্ধের Heler, বেদের পাণিগণ (Poṇis) ট্রয়ের পারিস (Pāris) নাম পরিগ্রহ করেছে। আচার্য যোগেশচন্দ্র লিখেছেন, "ঋগ্বেদের বৃত্র গ্রীক্ পুরাণে হাইড্রা (Hydra = সমুদ্রসর্প)। হারকিউলিস হাইড্রা বধ করিয়াছিলেন।"[২]

ঋগ্বেদ যে পৃথিবীর আদিম গ্রন্থ সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বৈদিক কৃষ্টি পরবর্তীকালে এসিয়া ও ইউরোপের নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বৃত্র ও অহি বধের উপাখ্যান ভারতীয় পুরাণ সাহিত্যে যেমন বহু বিস্তৃত হয়েছিল, তেমনি ইরান, পারস্য, গ্রীস্ প্রভৃতি দেশেও প্রসারিত হয়েছিল। "Ahi re-appears in Greek Echis Echidna, the dragon which crushes its victim with its coil."[৩]

Maxmuller লিখেছেন, "But besides kerberos, there is another dog conquered by Hercules and he (like kerberos) is born of Typhaon and Ecyhindra... The second dog is known by the name of Orthros, the exact copy, I believe, of the Vedic Vritra. That the Vedic Vritra should re-appear in the shape of a dog need not surprise us.. thus we discover in Hercules the victory of orthros, a real Vritrahan."[৪]

রমানাথ সরস্বতী লিখেছেন, "প্রাচীন গ্রীক্‌দিগের 'জিয়স' দেবতার সহিতও অনেকে ইন্দ্রের তুলনা করিয়া থাকেন। ইন্দ্রের ন্যায় জিয়সও বজ্রধারণ করিতেন।... জিয়সের পুত্র 'হিকেটস্' পিতার যুদ্ধের জন্য বজ্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাতে টিটানকুল নির্মূল হইয়াছিল।"[৫]

রমানাথ আরও লিখেছেন, "গ্রীক্‌দিগের আপেলো দেবতার সহিতও অনেকে ইন্দ্রের সামঞ্জস্য দেখাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। ইন্দ্রের ন্যায় আপেলোর স্বুবর্ণ-

---

১ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ২ অনুবাদ—ঐ, পৃঃ ১০৪

৩ Introduction to Mythology and Folklore—Cox. page 34

৪ Chips from a German workshop, Vol II (1872), page 184-185

৫ রমানাথ সরস্বতী সম্পাদিত ঋগ্বেদের ১।৩২ সূক্তের টীকা

নির্মিত তুণীর ছিল। আপেলো সূর্যের ন্যায় মেঘ হইতে বৃষ্টি উৎপাদন করিতেন এবং তদ্বারা পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইত। ইন্দ্রের ন্যায় গ্রীক্ দেবতা কোয়েবাসের 'কশা' ছিল; ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহাদের হেলিয়স দেবতা অগ্নিময় রথে পরিভ্রমণ করিতেন।"[১]

আবেস্তায় ইন্দ্র—ইরানীয়দের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ আবেস্তায় বৃত্রহন্তা ইন্দ্রের (বেরেথয়ঘ্ন —সং বৃত্রঘ্ন) উপাসনার বহু নিদর্শক আছে। কিন্তু আবেস্তায় ইন্দ্র নাম-মাত্র দুবার আছে, তাও ইন্দ্র সেখানে দেবতা নন, দানব। রমানাথ লিখেছেন, "ইরাণীয়গণ ইন্দ্র নামে দ্বেষযুক্ত; কিন্তু বৃত্রঘ্ন নামে শ্রদ্ধাবান। জেন্দ্ আভেস্তায় বৃত্রঘ্নের উপাসনার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—'অহুরের সৃষ্ট বেরেথ্রঘ্নকে আমরা যজ্ঞ প্রদান করি। জারাথস্ত্র অহুর মজদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হে সদয়চিত্ত অহুরোমজদ, জগতের সৃষ্টিকর্তা পবিত্রাত্মা স্বর্গীয় উপাস্যদিগের মধ্যে কে সর্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী? অহুরমজদ উত্তর করিলেন, - 'স্পিতিমা জারাথস্ত্র, অহুরের সৃষ্ট বেরেথ্রেঘ্ন সর্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী ...।'

ইহা হইতে বোধ হয় যে প্রাচীন আর্যগণ বৃত্রঘ্নকে উপাসনা করিতেন। কিন্তু যখন তাঁহাদের মধ্যে দুইটি দল লইয়া বিবাদ আরম্ভ হইল, তখন একদল বৃত্রঘ্নকে ইন্দ্র নাম দিলেন, সুতরাং অন্যদল ইন্দ্রকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন।"

রমানাথ আরও লিখেছেন, "ঋগ্বেদে বৃত্রের নাম 'অহি' বলিয়াও উল্লিখিত আছে। অহি শব্দের অর্থ সর্প। সেই অহি শব্দ হইতেই জেন্দ্ আভেস্তায় 'আজদহকে'-র উৎপত্তি।"

রমানাথের বক্তব্য অনুসারে বৃত্রঘ্ন নামটি ইন্দ্র অপেক্ষা প্রাচীনতর। কিন্তু ঋগ্বেদ পাঠে এরূপ ধারণা হওয়া সম্ভব নয়। বৃত্রহত্যা ইন্দ্রের সর্বোত্তম কার্য হওয়ায় তিনি 'বৃত্রহন্' বিশেষণ বা উপাধি লাভ করেছিলেন। ইন্দ্র-উপাসনার বিরোধিতা ঋগ্বেদের আমল থেকেই বর্তমান ছিল। এই বিরোধিতা পরবর্তী-কালেও বর্তমান ছিল। মনে হয় ইন্দ্রপূজার বিরোধীগণ ইরান-পারস্য অঞ্চলে বসবাস করেন। কিন্তু ইন্দ্রের সর্বোত্তম কীর্তিটি বিস্মৃত হতে না পেরে তাঁরা বৃত্রঘ্ন নামে দেবতার সৃষ্টি করে অর্চনা করতে থাকেন।

আবেস্তায় ইন্দ্র বিরোধিতা সম্পর্কে রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "বৃত্রহন্তা যেরূপ হিন্দুদিগের উপাস্য, তাহা আবেস্তা হইতে উদ্ধৃত অংশে দেখা যায়। কিন্তু

১ অনুবাদ—ভূদেব

ইন্দ্র নামের উপর ইরানীয়দিগের বড় ক্রোধ এবং তাঁহারা ইন্দ্রকে একটি পাপমতি পিশাচ বলিয়া ঘৃণা করেন। যথা—'আমি ইন্দ্রকে, সৌরুকে ও দেব নাঙ্ঘত্যকে এই গৃহ হইতে, এই পল্লী হইতে, এই নগর হইতে, এই দেশ হইতে...এ পবিত্র অখণ্ড জগৎ হইতে দূর করিয়া দিই (জেন্দ্ আবেস্তা, দশম ফার্গাদ)।"[১]

বলের গুহা থেকে গো উদ্ধারের তাৎপর্য—ইন্দ্র বল নামক অপর এক দানব বধ করেছিলেন; বলের গুহা থেকে গো সমূহকে উদ্ধার করেছিলেন। এই বল কে? নিরুক্তে বল শব্দের অর্থ মেঘ,—বৃত্র ও বল দুই ভ্রাতা।

রমেশচন্দ্র বলাসুরের উপাখ্যানের অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্ধারে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর বক্তব্য: "চতুর্থ মণ্ডলের ৫০ সূক্ত এবং অন্যান্য সূক্ত পাঠ করিলে বুঝা যায় যে বল অসুরের উপাখ্যান একটি উপমামাত্র, মেঘই বলের গাভী, ইন্দ্র তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া দোহন করেন অর্থাৎ বৃষ্টিদান করেন।"[২]

ডঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপাখ্যানের ঐতিহাসিকতা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তিনি আসিরীয় ইতিহাসের ব্যাবিলনাধিপ 'বল'-দের সঙ্গে বৈদিক বলের এবং অসিরীয় 'অসরে'-র সঙ্গে বৈদিক অসুরের ঐক্য প্রতিপাদনে প্রয়াসী হয়েছেন।[৩]

বল কর্তৃক গো অপহরণ এবং ইন্দ্র কর্তৃক গো উদ্ধার কাহিনীর তাৎপর্য অত্যন্ত স্পষ্ট। গো শব্দের এক অর্থ সূর্যরশ্মি। আচার্য মহীধর শুক্ল যজুর্বেদের একটি মন্ত্রের (৯।১) ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "গবাং রশ্মীনাং ধারয়িতা" —অর্থাৎ গো শব্দার্থ রশ্মি। ১।৩২।২ ঋকের ব্যাখ্যায় ৺দুর্গাদাস লাহিড়ী ধেনু অর্থে সূর্যরশ্মিকে গ্রহণ করেছেন। যাস্কের ব্যাখ্যাও এই মতের পোষক। তিনি লিখেছেন, "গৌরাদিত্যো ভবতি, গময়তি রসান্ গচ্ছত্যন্তরিক্ষে।"[৪] —রসসমূহ গমন করান, অথবা অন্তরীক্ষে গমন করেন, সেইজন্য গোশব্দ আদিত্যকে বোঝায়। আদিত্য ও আদিত্যরশ্মি একই।

বল শব্দের অর্থ শক্তি। শক্তিমান অসুর গো অর্থাৎ সূর্যরশ্মিসমূহকে অপহরণ করেছিল। সূর্যকে যে আবৃত করতে পারে এমন অসুরই বলাসুর। সুতরাং

---

১ ঋগ্বেদ—বঙ্গানুবাদ, ১ম পৃঃ ৭৪, ১।৩২।১ ঋকের টীকা

২ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—১ম, পৃঃ ২৩, ১।১১।৫ ঋকের টীকা

৩ কৃষ্ণমোহন প্রণীত ঋগ্বেদ—১ম ও ২য় অধ্যায় এবং Aryan witness দ্রষ্টব্য

৪ নিরুক্ত—২।১৪।৭

যাস্কের মতানুযায়ী বলাসুর মেঘ হওয়াই সঙ্গত। মেঘেরও প্রকারভেদ আছে। যে মেঘ সূর্য বা সূর্যরশ্মিকে অবরোধ করেছিল ; সেই মেঘরাশিকে ছিন্ন ভিন্ন করে সূর্যরূপী ইন্দ্র কিরণরূপী গোগণকে উদ্ধার করেছিলেন। বল ও বৃত্র প্রায় সম-প্রকৃতির। বৃত্র বৃষ্টি রোধ করেছিল, বল সূর্যরশ্মি অপহরণ করেছিল। সুতরাং বৃত্র ও বল দুই ভ্রাতা।

বলের কাছ থেকে গোধন উদ্ধারের অন্যবিধ অর্থ করাও সম্ভব। ঋগ্বেদে ইন্দ্র ও অগ্নি উভয়েই বলের পুত্র,—অর্থাৎ বল বা শক্তির সাহায্যে অরণি-মন্থনের দ্বারা জাত। বল বা বলের দ্বারা জাত অগ্নির তেজ প্রভাতে ইন্দ্ররূপী সূর্য অপহরণ করে নেন, যে সূর্যের গো অর্থাৎ কিরণ রাত্রে অগ্নি অপহরণ করেছিলেন, ইন্দ্র সবস্পতি বা বলের অধিপতি।[১]

শুষ্ণবধের তাৎপর্য—ইন্দ্র শুষ্ণ নামে এক দানবকেও নিহত করেছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্তের মতে শুষ্ণ অনাবৃষ্টিরূপ অকল্যাণ। রমেশচন্দ্র সায়নাচার্যের অভিমতকেই অনুসরণ করেছেন। সায়ন বলেছেন, "শুষ্ণং ভূতানাং শোষণহেতু-মেতন্নামকমসুরম্।"[২] রমেশচন্দ্র লিখেছেন, শুষ্ণের উপাখ্যান বৃষ্টিপাতের আর একটি উপমা। ইন্দ্র শুষ্ণকে হনন করিলেন অর্থাৎ অনাবৃষ্টি প্রতিরোধ করিয়া বৃষ্টিদান করিলেন। বৃত্র, অহি, শুষ্ণ, নমুচ, শম্বর, উরণ, কুযব, বর্চী, অর্বুদ প্রভৃতি দনুপুত্রদিগের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধের এই আদিম অর্থ।[৩]

শম্বর বধ—শম্বর শব্দে সায়নাচার্য মেঘ নিরোধকারী অসুরকেই বুঝিয়েছেন—"শম্বরং তং মেঘনিরোধকারিনং মেঘং অবভেৎ অবভিনৎ।"[৪]—শম্বর অর্থাৎ মেঘ নিরোধকারী (বৃষ্টিরোধকারী) মেঘকে ইন্দ্র ভেদ করেছিলেন।

নমুচি ও বৃত্র—ইন্দ্র কর্তৃক নমুচিবধের উপাখ্যানের অনুরূপ তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়। কৃষিসংস্কৃতি প্রধান আর্যজাতির নিকট বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং বৃষ্টিকর্তা ইন্দ্র বা সূর্য এবং বৃষ্টিনিরোধক শক্তির সংগ্রাম এবং ইন্দ্র বা দৈবশক্তির বিজয় এই অসুরবধ কাহিনীগুলির মূলকথা। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ইন্দ্র বৃষ্টিকারী আকাশ আর অসুরগণ বৃষ্টি নিরোধক শক্তি। "এই সকল অসুর বৃষ্টির বিঘ্নমাত্র। আকাশ বজ্রপাত করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ করে, অমনি সে অসুর মরিয়া যায়। অমনি ইন্দ্রের বজ্রে বৃত্র মরে।

১ ঋগ্বেদ—৮।৯০।৫ ২ ঋগ্বেদ—১।১১।৭ ঋকের ভাষ্য
৩ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—১ম, পৃঃ ২৩ ; ১।১১।৭ ঋকের টীকা
৪ ঐ —১।৫৯।৬ ঋকের ভাষ্য

...অতএব অসুরবধ আর কিছুই নহে—বৃষ্টির বিঘ্ন সকল বিনাশ করিয়া বর্ষণ করা। গ্রীষ্মের পর প্রথম বৃষ্টিতে অধিক বজ্রাঘাত হয়, এইজন্য বজ্রের দ্বারা অসুর বধ করেন। কিন্তু কেবল বজ্রের দ্বারা নহে, "হিমেন অবিধ্যদর্বুদং "[১] (হিমেন, হিমের দ্বারা অর্থাৎ আমরা যাহাকে শিল বলি তদ্দারা)। শুষ্ক কালের পর প্রথম বৃষ্টির সময়ে অনেক সময় শিল (hail) পড়ে।"[২]

ইন্দ্রের স্বরূপ এবং ইন্দ্রকর্তৃক বৃত্রবধের তাৎপর্য বিশ্লেষিত হয়েছে। সুতরাং পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বৃত্র বধ হলে অনাবৃষ্টি দূর হোল। কিন্তু নমুচি রয়েছে। উপদ্রব দূর হোল না। নমুচি সম্ভবতঃ অন্ধকারের দৈত্য। রাত্রি ও দিবার সন্ধিস্থলে উষালগ্নে নমুচিকে সূর্যরূপী ইন্দ্র বধ করেছিলেন। প্রভাতকালে প্রাতঃকালে প্রাতঃসবন নামে সোমযাগের অংশবিশেষ অনুষ্ঠিত হয়। অন্ধকারের দানব নমুচি নিহত হলে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জলিত হয়। নমুচিকে বধ করা হয়েছিল জলের ফেনা দিয়ে। শতপথ ব্রাহ্মণে (১২।৭।৩১) সরস্বতী ও অশ্বিদ্বয় জলের ফেনার দ্বারা বজ্র আবৃত করেছিলেন।

পুরাণমতে জলের ফেনার মধ্যে লুক্কায়িত ছিল ইন্দ্রের বজ্র। জলের ফেনা কি বর্ষান্তিক প্রভাতের বিদ্যুৎগর্ভ হাল্কা মেঘ, অথবা যজ্ঞাগ্নির প্রজ্বলনকালে অগ্নিকণাগর্ভ ধূমপুঞ্জ? পুরাণাদিতে ইন্দ্র দিক্‌পালগণের অন্যতম এবং তিনি পূর্বদিকের অধিপতি। সুতরাং প্রভাতকালে পূর্ব-দিগন্তে বর্তমান থেকে নমুচিকে বধ করে থাকেন। মহাভারতে ও কোন কোন পুরাণে বৃত্র ও নমুচি অভিন্ন। মহাভারতে ইন্দ্র বৃত্রের বিপুল আকার দেখে পলায়ন করলে[৩] দেবগণ বিষ্ণুর পরমার্শ অনুসারে বৃত্রাসুরের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন। সন্ধির সর্ত অনুসারে বৃত্র বলেছিল :

> ন শুষ্কেন ন চার্দ্রেন নাশ্মনা ন চ দারুণা।
> ন চাস্ত্রেণ ন শস্ত্রেণ ন দিবা ন তথা নিশি॥
> বধ্যো ভবেয়ং বিপ্রেন্দ্রাঃ শক্রস্য সহ দৈবতৈঃ।
> এবং মে রোচতে সন্ধিঃ শক্রেণ সহ নিত্যধা॥[৪]

—হে বিপ্রগণ, ইন্দ্রের সঙ্গে যে সন্ধি আমার মনঃপূত তাতে শুষ্ক বা ভিজে জিনিষে প্রস্তর বা কাষ্ঠে, অস্ত্র বা শস্ত্রে, দিবা অথবা রাত্রিতে বধ্য হব না।

১ ঋগ্বেদ—৮।৩২।২৬ ২ প্রচার—১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৩ ৩ উদ্যোগপর্ব ৮ অঃ।
৪ অনুবাদ ত্রদেব—১০।২৯-৩০

অতঃপর ইন্দ্র বৃত্রবধে চিন্তান্বিত হয়ে একদিন সমুদ্রতীরে সন্ধ্যাকালে বৃত্রকে দেখে বজ্রগর্ভ সমুদ্রফেনের দ্বারা বৃত্রকে বধ করেছিলেন।

সবজ্রমথ ফেনং তং ক্ষিপ্রং বৃত্রে বিসৃষ্টবান্।
প্রবিশ্য ফেনং তং বিষ্ণুরথ বৃত্রং ব্যনাশয়ৎ ॥[১]

—ইন্দ্র সবজ্র ফেনা তাড়াতাড়ি বৃত্রের দিকে নিক্ষেপ করলেন, সেই ফেনার মধ্যে বিষ্ণু প্রবেশ করে বৃত্রকে বিনাশ করলেন।

দেবী ভাগবতেও ইন্দ্র জলের ফেনের দ্বারা বৃত্র বধ করেছিলেন। ঋষিগণের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে বৃত্র ইন্দ্রের সঙ্গে সন্ধিতে রাজি হয়েছিল, এবং পূর্বরূপ সর্ত দিয়েছিল।

ন শুষ্কেন ন চার্দ্রেণ নাশ্মনা ন চ দারুণা।
ন বজ্রেণ মহাভাগ ন দিবানিশি নৈব চ ॥
বধ্যো ভবেয়ং বিপেন্দ্রাঃ শক্রস্য সহ দৈবতৈঃ।
এবং মে রোচতে সন্ধিঃ শক্রেণ সহ নান্যথা ॥[২]

সমুদ্রে জলের ফেনা দেখে ইন্দ্র তন্মধ্যে বজ্র প্রবেশ করিয়ে বৃত্রের প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন।

অপাং ফেনং তদাপশ্যৎ সমুদ্রে পর্বতোপমম্।
নায়ং শুষ্কো ন চার্দ্রোঽয়ং ন চ শস্ত্রমিদং তথা ॥
অপাং ফেনং তদা শক্রো জগ্রাহ কিল লীলয়া।
পরাং শক্তিঞ্চ সস্মার ভক্ত্যা পরময়াযুতঃ ॥

* * *

বজ্রঃ তদাবৃতং তত্র চকার হরিসংযুতম্।
ফেনাবৃতং পবিং তত্র শক্রশ্চিক্ষেপ তং প্রতি ॥[৩]

—ইন্দ্র সমুদ্রে দেখলেন পর্বততুল্য ফেনা। ইহা শুষ্কও নয়, সিক্তও নয়, অস্ত্রও নয়—এই ভেবে ইন্দ্র অনায়াসে পর্বতাকৃতি ফেনা তুলে নিলেন, ভক্তি সহকারে পরমাশক্তিকে স্মরণ করলেন, বিষ্ণুসহ বজ্র-ফেনা দিয়ে আবৃত করলেন, ফেনাবৃত বজ্র নিক্ষেপ করলেন বৃত্রের প্রতি।

বৈদিক ঋষিদের দৃষ্টিতে আকাশ ও সমুদ্র সমার্থক। নীলবর্ণ মহাকাশ মহাসমুদ্রের সমতুল্য।

১ মহাভারত উদ্যোগপর্ব ১০।৭৯ ২ দেবীভাগ—৬।৬।৩৩-৩৪ ৩ তদেব ৬।৬।৫৬-৫৯

আকাশ সমুদ্রে পর্বতসদৃশ ফেনা অর্থাৎ মেঘ দেখে তন্মধ্যে বজ্র লুকিয়ে রেখে ইন্দ্র নমুচি তথা বৃত্রকে বধ করেছিলেন,—ঘটিয়েছিলেন প্রভাতসূর্যের আত্মপ্রকাশ।

মহাভারতের শান্তিপর্বে (২৮০ অঃ) আর একপ্রকার উপাখ্যান আছে। এখানে বৃত্র সর্বব্যাপী, সর্বগ ও মায়াবী। বৃত্র ষাট্ হাজার বৎসর তপস্যা করে ব্রহ্মার বরে মহাবলী হয়েছিল। ইন্দ্র স্বশরীরে শিবের তেজ লাভ করে শিবজ্বরে আক্রান্ত ও কাতর বৃত্রকে বজ্রদ্বারা নিহত করেছিলেন। বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণু বিষ্ণুলোকে প্রস্থান করলেন।

ঋগ্বেদের ইন্দ্র মহাবীর অদ্ভুতকর্মা—অসংখ্য দানবহন্তা। পুরাণাদিতে ইন্দ্র দুর্বল ভীরু। মহাভারতে ইন্দ্র বৃত্রাসুরের ভয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন, পরে বিষ্ণুতেজে শক্তিলাভ করে তিনি বৃত্রের সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু বৃত্রের গর্জনে ভীত হয়ে কোনপ্রকারে তিনি কুলিশ নিক্ষেপ করেই প্রাণভয়ে পলায়ন করেছিলেন।[১] মহাভারতের অন্যত্র ইন্দ্র বৃত্রের বিরাট আকার দেখে ভয়ে পলায়ন করেছিলেন।[২] ঋগ্বেদে ইন্দ্রের ভীত হওয়ার কথা একবার মাত্র উল্লিখিত হয়েছে।

অহের্যাতারং কমপশ্য ইন্দ্র হৃদি যত্তে জঘ্নুষো ভীরগচ্ছৎ।

নব চ যন্নবতিং শ্রবন্তীঃ শ্যেনো ন ভীতো অতরো রজাংসি॥[৩]

—হে ইন্দ্র! অহিকে হনন করিবার সময় যখন তোমার হৃদয়ে ভয়সঞ্চার হইয়াছিল, তখন তুমি অহির অন্য কোন হন্তার জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছিলে, যে ভীত হইয়া শ্যেনপক্ষীর ন্যায় নবনবতি নদী ও জল পার হইয়া গিয়াছিলে।[৪]

ব্রাহ্মণগ্রন্থে ইন্দ্র নমুচির হাতে নির্জিত হয়েছিলেন। দেবী ভাগবতে ইন্দ্র প্রথমে বৃত্রের হাতে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছিলেন।[৫] আর একবার বৃত্র ইন্দ্রকে নির্জিত করে মুখে পুড়ে ফেলেছিল।

এবং যুদ্ধে বর্তমানে দারুণে লোমহর্ষণে।

শক্রং জগ্রাহ সহসা বৃত্রঃ ক্রোধ সমন্বিতঃ॥

অপাবৃত্য মুখে ক্ষিপ্তা স্থিতো বৃত্রঃ শতক্রতুম্।[৬]

—এইভাবে ভয়ানক লোমহর্ষক যুদ্ধ হতে থাকলে ক্রুদ্ধ বৃত্র হঠাৎ ইন্দ্রকে ধরে ফেললো, মুখব্যাদন করে ইন্দ্রকে মুখে পুড়ে দিয়েছিল।

১ বনপর্ব ১০১ অঃ ২ উদ্যোগপর্ব ৮ অঃ ৩ ঋগ্বেদ—১।৩২।১৪

৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ দেবীভাগবত—৬।৩।৩৮ ৬ তদেব—৬।৪।২৮-২৯

বাঙ্গালী কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বৃত্রসংহার কাব্যে ইন্দ্রকে ভীরু করে অংকিত করেছেন। বৃত্রাসুরের অত্যাচার কাহিনী শুনে যখন মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, তখন ভীত হয়ে ইন্দ্র শিবানীর পশ্চাতে আত্মগোপন করেছিলেন।

ভয়ে পুরন্দর শীঘ্র সম্মুখ ছাড়িয়া
ঈশানীর পশ্চাতে আসি কৈল অধিষ্ঠান।[১]

বৃত্রসংহার কাব্যে বৃত্র মহাদেবেরভক্ত এবং আশ্রিত। আবার বৃত্রের সঙ্গে যুদ্ধকালে ইন্দ্রহস্তে বজ্রের 'ধক্ ধক্ জ্বালা' সহ্য করতে না পেরে বৃত্র যখন মহা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তখন ইন্দ্রও অচেতন প্রায় হয়েছিলেন। আকাশ থেকে ঘন ঘন উচ্চৈঃস্বরে বজ্রনিক্ষেপের আহ্বান শুনে ইন্দ্র অবশপ্রায় হয়ে কোনপ্রকারে বজ্র ত্যাগ করেছিলেন।

এতক্ষণ সুরপতি ইন্দ্র সে দুর্যোগে
ছিলা অচেতন প্রায় —বিশ্বকোলাহলে
স্বপন জাগ্রত যেন বজ্র দিলা ছাড়ি;
না ভাবিলা না জানিলা ছাড়িলা কখন।[২]

শ্রীমদ্‌ভাগবতে বৃত্রবধের উপাখ্যান অনেকাংশে বৈদিক কাহিনীর অনুসৃতি। এখানে বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র শতপর্ব বজ্রের দ্বারা বৃত্রের বাহুদ্বয় ছেদন করেছিলেন। অতঃপর বৃত্র মুখব্যাদন করে বিশ্বগ্রাসে উদ্যত হয়ে ইন্দ্রকে গ্রাস করে ফেললে। ইন্দ্র বৃত্রাসুরের কুক্ষি বিদীর্ণ করে বহির্গত হয়ে বজ্রদ্বারা বৃত্রাসুরের পর্বত সদৃশ মস্তক ছেদন করে ফেললেন। বজ্র অতি শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও তিনশত ষাট্ দিনে বৃত্রের মস্তক ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ভিত্ত্বা বজ্রেণ তৎ কুক্ষিং নিষ্ক্রম্য বলভিদ্বিভুঃ।
উচ্চকর্ত শিরঃ শত্রোর্গিরিশৃঙ্গমিবৌজসা॥
বজ্রস্তু তৎ কন্ধরমাশুবেগঃ
কৃন্তন্ সমন্তাৎ পরিবর্তমানঃ।
ন্য পাতয়ৎ তাবদহর্গনে।
যো জ্যোতিষাময়নে বার্ত্রহত্যে॥[৩]

—বলাসুরহন্তা প্রভু ইন্দ্র বজ্রসহ বৃত্রের কুক্ষিভেদ করে সবলে গিরিশৃঙ্গতুল্য বৃত্রের শির ছিন্ন করেছিলেন। বজ্রও অতিবেগে তার মস্তকের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ

১ বৃত্রসংহার—২৪ সর্গ ২ শ্রীমদ্ভাগবত—৬।১২।৩২-৩৩ ৩ অনুবাদ—তদেব

করে সূর্যাদি জ্যোতিষ্কের দক্ষিণ ও উত্তরায়ন গমনে যতদিন লাগে ততদিনে অর্থাৎ ৩৬০ দিনে বৃত্রকে নিধন করেছিলেন।

লক্ষণীয় এই যে ৩৬০ দিনে অর্থাৎ পূর্ণ এক বৎসরে বৃত্রের মুণ্ডচ্ছেদ ঘটানো সম্ভব হয়েছিল। এক বর্ষার পরে পরবর্তী বর্ষারম্ভ পর্যন্ত ইন্দ্র ও বৃত্রের যুদ্ধ চলেছে। বর্ষার আরম্ভে বৃত্রবধের পরে বৃষ্টির শুভ সূচনা হয় এবং প্রবল বর্ষণের ফলে মেঘমুক্ত আকাশে সূর্যের অভ্যুদয় ঘটে। বৃত্রের মস্তক পর্বত সদৃশ বলে বর্ণিত হওয়ায় পর্বত সদৃশ কিম্বা পর্বে পর্বে সজ্জিত মেঘের সঙ্গে বৃত্রের সংযোগ ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পদ্মপুরাণে (ভূমিখণ্ডে) বৃত্রবধের এক ভিন্নতর উপাখ্যান পাওয়া যায়। দানব জননী নিরপরাধ ব্রহ্মচারী সন্ধ্যাবন্দনায় রত পুত্র বলকে ইন্দ্র বিনা অপরাধে হত্যা করায়[১] দীর্ঘকাল গভীর শোকে নিমগ্ন থাকার পর স্বামী কশ্যপের নিকট বল হত্যার বিবরণ বিজ্ঞাপিত করলেন। তখন মরিচীনন্দন কশ্যপ মহাক্রোধে যজ্ঞাগ্নিতে জটাছিন্ন কেশ আহুতি দিয়ে বৃত্রকে উৎপাদিত করলেন।

> ক্রোধেন মহতাবিষ্টঃ প্রজ্জ্বালেব বহ্নিনা।
> অবলুঞ্চ্য জটামেকাং জুহাবাসৌ দ্বিজোত্তমঃ॥
> ইন্দ্রস্যৈব বধার্থায় পুত্রমুৎপাদয়াম্যহম্।[২]

মহাবলী বৃত্রের অমিতবীর্য এবং দীপ্ততেজ দেখে ভীত হয়ে সপ্তর্ষিগণকে দূত করে ইন্দ্র সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠালেন এবং বৃত্রকে অর্দ্ধ-ইন্দ্রপদ প্রদানে সম্মত হলেন। কিন্তু বৃত্র ইন্দ্রের সততায় সন্দিহান হলে ইন্দ্র সপ্তর্ষি মারফতে জানালেন যে বিশ্বাসঘাতকতা করলে তাঁকে ব্রহ্মহত্যার পাতক হতে হবে।

> যদসত্যেন বর্তেঽহং ভবদ্ভিঃ সহ ছদ্মনা।
> ব্রহ্মহত্যাদিকৈঃ পাপৈর্লিপ্যেঽহং নাত্র সংশয়ঃ॥[৩]

বৃত্রের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনের ফলে ইন্দ্র সাদরে বৃত্রকে দিলেন অর্ধ-ইন্দ্রপদ, উভয়ে পরম মিত্রতার সঙ্গে স্বর্গে বিরাজ করতে লাগলেন। কিন্তু ইন্দ্র বৃত্রবধের সুযোগ খোঁজেন। তাঁর দ্বারা নিয়োজিতা হয়ে স্বর্গবেশ্যা রম্ভা রূপযৌবন ও নৃত্যগীতে বৃত্রকে মোহিত করে। বৃত্র রম্ভার সঙ্গে নন্দন কাননে বিহার করতে থাকে। এই সময়ে রম্ভার অনুরোধে বৃত্র একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মদ্যপান করে। বৃত্রের মত্ততার সুযোগ নিয়ে ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপে বৃত্রকে হত্যা করেন।[৪]

---

১ পদ্মপুরাণ, ভূমিখণ্ড ২৩ অঃ ২ তদেব—২৪।৫।৬ ৩ অনুবাদ তদেব—২৪।২৫
৪ পদ্মপুরাণ, ভূমিখণ্ড—২৪।১৪-১৯

দধীচি—বৃত্রবধের জন্য দধীচি বা দধ্যঙ্ বা দধ্যঞ্চের অস্থি প্রয়োজন হয়েছিল। পূর্বোদ্ধৃত ব্রাহ্মণগুলির বিবরণ অনুসারে দধ্যঙ্ অশ্বমুণ্ডদ্বারা মধুবিদ্যা অশ্বিদ্বয়কে শিক্ষা দেওয়ায় ইন্দ্র অশ্বমুণ্ড ছিন্ন করেছিলেন। কিন্তু ভাগবতে দধীচি অশ্বমুণ্ড নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন :

চিত্তিস্ত্বথর্বণঃ পত্নী পুত্রং লোভ ধৃতব্রতম্।

দধ্যঞ্চমশ্বশিরসম্…॥[১]

মহাভারত এবং ভাগবত, দেবীভাগবত প্রভৃতি পুরাণানুসারে দেবগণের প্রার্থনায় দধীচি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করলে তাঁর অস্থি দিয়ে বিশ্বকর্মা বজ্র নির্মাণ করেছিলেন। বেদে বজ্র নির্মাণ করেছিলেন ত্বষ্টা। ত্বষ্টা এবং বিশ্বকর্মা যে ভিন্ন ব্যক্তি নন—এবং উভয়েই যে মূলতঃ সূর্যাগ্নি সে কথা পরে আলোচনা করা যাবে।

এখন দধীচি বা দধ্যঞ্চ কে? বেদের নানা স্থানে সূর্যের সপ্ত অশ্বের উল্লেখ আছে। সূর্যকে সপ্ত-রশ্মিও বলা হয়েছে। সপ্তরশ্মিই যে সপ্ত অশ্ব তাতে কোন সন্দেহ নেই। পুরাণে সূর্য অশ্বরূপ ধারণ করে অশ্বীরূপধারিণী সূর্যপত্নী সংজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হওয়ায় সূর্যের যে যমজ পুত্রের জন্ম হয় তাঁরা অশ্বিদ্বয় বা অশ্বিনীকুমার নামে পরিচিত হন। বৃহদ্দেবতায় বলা হয়েছে যে ত্বষ্টা অশ্বিরূপিণী সরেণ্যুর সঙ্গে অশ্বরূপে মিলিত হওয়ায় অশ্বিদ্বয়ের জন্ম হয়।[২] ঋগ্বেদের ১।৬৫।১ ঋকের ভাষ্যে সায়ন অগ্নিকে অশ্বরূপে বর্ণনা করেছেন, "অগ্নির্দেবেভ্যো নিলায়ত। অশ্বো রূপং কৃত্বা সোঽশ্বত্থে সম্বৎসরমতিতিষ্ঠদিতি।"—অগ্নি দেবতাদের কাছ থেকে গুপ্ত হয়েছিলেন, তিনি অশ্বরূপ ধারণ করে এক বৎসর অশ্বত্থবৃক্ষে অবস্থান করেছিলেন। অশ্বের মত ত্বরিতগমনশীল এই অর্থে সূর্য বা সূর্যরশ্মি অশ্ব। ঋগ্বেদের ১।২৭।১ ঋকে অগ্নির অশ্বরূপের প্রসঙ্গ আছে। রমেশচন্দ্র দত্ত উক্ত ঋকের টীকায় লিখেছেন, "অগ্নির কিরণই সেই অশ্ব।" কৃষ্ণযজুর্বেদে বলা হয়েছে যে প্রজাপতি অথর্বা আর অগ্নি দধ্যঙ্। একটি প্রচলিত উপাখ্যান অনুসারে সূর্য বাজী বা অশ্বমুখ ধারণ করে যাজ্ঞবল্ক্যকে যজুর্বেদ উপদেশ দিয়েছিলেন। তাই এই শাখাভুক্ত যজুর্বেদের (শুক্ল যজুর্বেদের) নাম বাজসনেয়ী সংহিতা।

স্কন্দপুরাণে (প্রভাসখণ্ড) হয়গ্রীববিদ্যা নামে এক প্রকার বিদ্যার কথা বলা হয়েছে, এই বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা; এই বিদ্যার দ্বারাই বৃত্র নিহত হয়েছিল—"হয়গ্রীববিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা যত্র বৃত্রবধস্তথা।" এই মন্ত্রটি উদ্ধার করে শ্রীজীব গোস্বামী লিখেছেন,

১ ভাগবত—৪।১।৪১ ২ বৃহদ্দেবতা ৭ অঃ

"অত্র হয়গ্রীববিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা ইতি বৃত্রবধ সাহচর্যেণ নারায়ণ বর্মবোচ্যতে।"[১]—হয়গ্রীব বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা, বৃত্রবধের সংস্পর্শ হেতু নারায়ণবর্মা নামে কথিত।

শ্রীমদ্ভাগবতে ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্র ত্রিশিরাকে পুরোহিতরূপে বরণ করে তাঁর কাছ থেকে নারায়ণবর্মা নামক মন্ত্র লাভ করেছিলেন এবং এই মন্ত্রই ইন্দ্রের দেহে বর্মের কাজ করেছিল। ত্রিশিরা ইন্দ্রকে এই বিদ্যা দান করে বলেছিলেন,—

মঘবন্নিদমাখ্যাতং বর্ম নারায়ণাত্মকং।
বিজেষ্যসেঽঞ্জসা যেন দংশিতোঽসুরযূথপান্॥[২]

—হে এই নারায়ণবর্মা বিদ্যা তোমাকে বললাম, যার দ্বারা তুমি অসুরদলপতিদের অনায়াসে জয় করতে পারবে।

হয়গ্রীববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা এবং নারায়ণবর্মা সমার্থক। কিন্তু শ্রীজীব বলছেন, হয়গ্রীববিদ্যা দধীচি প্রবর্তিত করেছিলেন। "হয়গ্রীবশব্দেনাত্রাশ্বশিরা দধীচিরুচ্যতে। তেনৈব চ প্রবর্তিতা নারায়ণবর্মাখ্যা ব্রহ্মবিদ্যা। তস্যাশ্বশিরস্ত্বঞ্চ ষষ্ঠে—"যদ্বৈ অশ্বশিরো নাম (ভাঃ ৬।৯।৫২) ইত্যত্র প্রসিদ্ধং নারায়ণবর্মণো ব্রহ্মবিদ্যাত্বঞ্চ—

এতচ্ছ্রুত্বা তথোবাচ দধ্যঙ্ ভাথর্বণো তয়োঃ।
প্রবর্গ্যং ব্রহ্মবিদ্যাঞ্চ সৎকৃতোঽসত্যশংকিতঃ॥[৩]

—হয়গ্রীব শব্দের দ্বারা এখানে অশ্বশির দধীচি মুনির কথা বলা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে 'দধীচিমুনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে অশ্বশির নামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যা দান করেছিলেন' এরূপ কথিত হয়েছে। শ্রীধরস্বামীর টীকায় উদ্ধৃত শ্লোকটিতে নারায়ণবর্মা যে ব্রহ্মবিদ্যা এ তত্ত্ব প্রকাশিত : অথর্ববেদবিৎ (অথবা অথর্বার পুত্র) দধ্যঙ্, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের এই কথা শুনে প্রতিজ্ঞাভঙ্গভয়ে প্রবর্গ্য (প্রাণবিদ্যারূপ ব্রহ্মবিদ্যা (নারায়ণবর্মা) উপদেশ করেছিলেন।

নারায়ণবর্মা বা ব্রহ্মবিদ্যাই অশ্বশির নামে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মবিদ্যারই অপর নাম আত্মতত্ত্ব বা আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞানের উৎস জগতের আত্মারূপী সূর্য। মধুবিদ্যা ও অশ্বশির সমার্থক। ইন্দ্র সম্বন্ধীয় একটি ঋক্ বৃহদারণ্যক উপনিষদে মধুবিদ্যা নামে অভিহিত। ঋক্‌টি নিম্নরূপ :

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব
তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।

১ তত্ত্বসন্দর্ভ ২ ভাগবত ৬।৮।৩৫ ৩ ভাগবতসন্দর্ভান্তর্গত তত্ত্বসন্দর্ভঃ শ্রীজীব গোস্বামী

ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে
যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ দশাশতঃ ॥[১]

—সমস্ত দেবগণের প্রতিনিধিভূত এই ইন্দ্র বিবিধ মূর্তি ধারণ করেন, এবং সেই সেই রূপ পরিগ্রহ করিয়া তিনি পৃথক্‌ভাবে প্রকাশিত হয়েন। তিনি মায়াদ্বারা বিবিধরূপ ধারণ করিয়া যজমানের নিকট উপস্থিত হয়েন। তাঁহার রথে সহস্র অশ্ব যোজিত আছে।[২]

ইন্দ্র এখানে ব্রহ্মরূপী। উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাকেই মধুবিদ্যা অমৃতবিদ্যা বলা হয়েছে। অশ্বশির দধীচি যে মধুবিদ্যা বা নারায়ণবর্মা ব্যাখ্যা করেছিলেন সেই বিদ্যা সূর্যাগ্নিরূপী ইন্দ্রের স্বরূপতত্ত্ব। মহাভারতের শান্তিপর্বে, দেবীভাগবত ও অন্যান্য পুরাণে হয়গ্রীব সূর্য বা বিষ্ণুর এক অবতার। হয়গ্রীবরূপী বিষ্ণু হয়গ্রীব নামক দানব বধ করেছিলেন। "হয়গ্রীবো হরির্জাতো মহামায়া প্রসাদতঃ।"[৩] স্কন্দপুরাণে বিষ্ণুর মস্তক ছিন্ন হলে বিশ্বকর্মা অশ্বমুণ্ড সংযুক্ত করেছিলেন বলে বিষ্ণু হয়শীর্ষ হয়েছিলেন।[৪] মহাভারতে আরও কথিত হয়েছে যে ঔর্ব ঋষির ক্রোধাগ্নি সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হলে হয়শিরা রূপ গ্রহণ করেছিল। সুতরাং কেবল সূর্য বা বিষ্ণু নন, অগ্নিও হয়শিরা। সায়নাচার্য ২।২৪।১৩ ঋকের ব্যাখ্যায় বহ্নি শব্দকে অশ্বের নাম রূপে গ্রহণ করেছেন—"বহ্নয় অশ্বনামৈতৎ।" সূর্য, বিষ্ণু এবং অগ্নি সকলেই হয়শিরা। দধীচিও হয়শিরা হওয়ায় সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হয় যে সূর্যাগ্নির অশ্বরূপী কিরণ বা তেজই দধ্যঙ্‌ বা দধীচি। অশ্বশির বা নারায়ণবর্মা ব্যাখ্যাকারী অশ্বশির দধ্যঙ্‌ বা দধীচি যে সূর্য বা সূর্যকিরণ অথবা সূর্যাগ্নির তেজ, তা জীব গোস্বামীর পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অস্থি যেমন জীবদেহের প্রধান বস্তু সেইরূপ সূর্যাগ্নির প্রধান বস্তু আগ্নেয় তেজ। আগ্নেয় তেজের দ্বারাই বজ্র নির্মিত হয়েছিল, নির্মাণ করেছিলেন সূর্যাগ্নিরূপী ত্বষ্টা। ঋগ্বেদেই উল্লিখিত আছে যে অথর্বা ঋষি অগ্নি মন্থন করেছিলেন এবং দধীচি অগ্নি প্রজ্বলিত করেছিলেন।

ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্বা নিরমংথত।
মূর্ধ্নো বিশ্বস্য বাধতঃ ॥
তমু ত্বা দধ্যঙৃষিঃ পুত্র ঈধে অথর্বণঃ।
বৃত্রহনং পুরন্দরম্‌ ॥[৫]

---

১ ঋগ্বেদ—৬।৪৭।১৮ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ দেবী ভাগবত—৬।১০৯
৪ স্কন্দপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ডান্তর্গত ধর্মারণ্যখণ্ড;—১৪।১৫ অঃ ৫ ঋগ্বেদ—৬।১৬।১৩-১৪

—হে অগ্নি। অথর্বা ঋষি শিরোবৎ বিশ্বের ধারণকারী পুষ্কর মন্থন করিয়া তোমাকে নিঃসারিত করিয়াছেন। অথর্বার পুত্র দধীচি তোমাকে প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। তুমি বৃত্রহন্তা ও পুরনাশক।[১]

আচার্য সায়ন পুষ্কর অর্থে পদ্ম গ্রহণ করেছেন। সামবেদের টীকায় আচার্য মহীধর পুষ্কর অর্থে জল এবং অথর্বা অর্থে বায়ু গ্রহণ করেছেন। "Langlois পুষ্কর অর্থে করিয়াছেন অরণিকাষ্ঠের ছিদ্র, যাহা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, যে সমস্ত ঋষিগণ প্রথমে আর্যাবর্তে অগ্নির যজ্ঞ বিশেষরূপে প্রচার করেন, অথর্বা ও তৎপুত্র দধীচি তাহাদের মধ্যে প্রধান।"[২]

অথর্বার অগ্নিমন্থন ও দধ্যঙ্‌ ঋষির অগ্নি প্রজ্বলনের রূপকে দধ্যঙ্‌ বা দধীচিকে অগ্নিরূপী বলে গ্রহণ করা চলে। আগ্নেয় তেজে বা দধীচির অস্থিতে নির্মিত বজ্রে বৃষ্টিনিরোধক শক্তি বৃত্রাসুর নিহত হয়ে থাকে প্রতিবৎসর বর্ষার সমাগমে। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে মধুবিদ্যা শব্দের অর্থ, "যে বিদ্যা দ্বারা মধু (বৃষ্টিজল) বর্ষণের কাল আগত হইলে জানিতে পারা যায়।"[৩]

দধীচি অশ্বমুখ দিয়েই মধুবিদ্যা প্রদান করেছিলেন অশ্বিদ্বয়কে। প্রথমে অশ্বমুখ থেকেই বজ্র নির্মিত হয়েছিল, পরে দেহাস্থি অশ্বমুখের স্থান গ্রহণ করে।

ইন্দ্র বৃত্রের মাতাকেও হত্যা করেছিলেন। অমঙ্গলরূপী বৃত্রের জননী অশুভ-কারিণী শক্তি। সে পুত্রকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে। বৃত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন, অন্ধকারের দৈত্য। সুতরাং তমসারূপিণী অশুভ শক্তিরূপা বৃত্র জননী অশুভকর অন্ধকাররূপী বৃত্রকে আবৃত করে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিল ; সূর্যরূপী ইন্দ্র তাকেও বধ করেছিলেন।

ত্রিশিরা—ইন্দ্র ত্বষ্টাপুত্র ত্রিশিরাকেও হত্যা করেছিলেন। ত্বষ্টা সূর্য। ত্রিশিরা সূর্যের পুত্র অগ্নি। শ্রীমদ্‌ভাগবতে ত্বষ্টা ও তার দানবী ভার্যা রচনার পুত্র ত্রিশিরা। অমঙ্গলসূচক বর্ষণহীন মেঘ বা বৃত্রও সূর্যরূপী ত্বষ্টার পুত্র। ডঃ অবিনাশ চন্দ্র দাসের মতে ত্বষ্টা অগ্নি, এবং বৃত্র ও বিশ্বরূপ অভিন্ন।

"Vṛtra is said to have been a Brahmaṇa being son of Tvastṛ, the Fire-god, who forged the thunderbolt with which,

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

২ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত, ২য়, পৃঃ ৮২৯ ; ৬।১৬।১ ঋকের টীকা।

৩ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল, পৃঃ ১১৮

however, he subsequently killed Tvastṛ's son, who also is known by the name of Visvarūpa or Omniform."[১]

তিনি আরও লিখেছেন, "Vṛtra represented clouds which overspread the sky in the rainy-season after the hot days of Summer as Visvarūpa or Omniform."[২]

কিন্তু নানা কারণে অগ্নিকে বিশ্বরূপ ত্রিশিরা বলে প্রতীতি জন্মায়। অগ্নি ত্রিশিখ - ত্রিমূর্ধা—"ত্রিমূর্ধানং সপ্তরশ্মিং গৃণীষে।"[৩] —সপ্তরশ্মিবিশিষ্ট মস্তকত্রয়যুক্ত অগ্নিকে স্তব কর।

অগ্নির সবকিছুই তিন সংখ্যা বিশিষ্ট। তাঁর তিন অন্ন, তিন স্থান, তিন প্রকার শরীর, তিনটি জিহ্বা।

অগ্নে ত্রী তে বাজিনা ত্রী সধস্থা তিস্রস্তে জিহ্বা ঋতজাতপূর্বীঃ।
তিস্র উতে তন্বো দেববাতাস্তাভির্নঃ পাহি গিরো অপ্রযুচ্ছন্।[৪]

—হে অগ্নি! তোমার অন্ন তিন প্রকার, তোমার স্থান তিন প্রকার। হে যজ্ঞ সম্পাদক অগ্নি! তোমার (দেবতাগণের উদর) পূরক তিনটি জিহ্বা আছে। তোমার তিন প্রকার শরীর দেবগণের অভিলষিত; তুমি প্রমাদরহিত সেই তিন শরীর দ্বারা আমাদিগের স্তুতি পালন কর।[৫]

অগ্নির তিন রূপ:

পৃক্ষো বপুঃ পিতুমান্নিত্য আশয়ে দ্বিতীয়মাস্ত শিবাসু মাতৃষু।
তৃতীয়মস্য বৃষভস্য দোহসে দশপ্রমতিং জনয়ন্ত যোষণঃ॥[৬]

—এই অগ্নি অন্নসাধক হবির্লক্ষণযুক্ত শাশ্বত দেহ ধারণ করে পৃথিবীস্থানে বর্তমান, শিবকরী মাতৃস্থানীয় বৃষ্টির মধ্যে (অন্তরিক্ষ লোকে) তাঁর দ্বিতীয় স্থান (বিদ্যুৎরূপে), বর্ষণকারী আদিত্যের রসগ্রহণকারী রশ্মিরূপে তাঁর তৃতীয় স্থান;—এই ত্রিস্থানবর্তী অগ্নি মিশ্রিতভাবে দশদিক ব্যাপ্ত করে থাকেন।

"ত্রীণি জানা পরিভূষন্ত্যস্য।"[৭] —তিন জন্ম অগ্নিকে শোভিত করে।

"অর্কস্ত্রিধাৎ রজসো বিমানঃ।" — অগ্নি অর্ক, ত্রিবিধ কিরণে নির্মিত।

অগ্নির তিনটি শৃঙ্গ:

আ ধর্ণসিবৃহদ্দিবো ররাণো বিশ্বেভির্গংত্বোমভির্হুবানঃ।
গ্না বসান ওষধীমৃধ্রস্ত্রিধাতুশৃংগো বৃষভো বয়োধাঃ॥[৮]

১ Rgvedic culture—page 52 ২ তদেব—page 58 ৩ ঋগ্বেদ—১।১৪৬।১
৪ তদেব—৩।২০।২ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৬ ঋগ্বেদ—১।১৪১।২
৭ ঋগ্বেদ—১।৯৫।৩ ৮ ঋগ্বেদ—৫।৪৩।১৩

—অগ্নি সকলের ধারণকর্তা, অতিদীপ্তিশালী, অভীষ্টবর্ষী শিখা ও ওষধি-সমূহদ্বারা সমাচ্ছাদিত অপ্রতিহতগতি, তিন প্রকার শৃঙ্গবিশিষ্ট (অর্থাৎ লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ জ্বালা সমূহে পরিব্যাপ্ত), বর্ষণকারী ও অন্নদাতা, আমরা তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি, তিনি সমস্ত রক্ষার সহিত আগমন করুন।[১]

অগ্নির তিন প্রকার অবস্থা (অগ্নি, বিদ্যুৎ ও সূর্য) থেকেই তিন শব্দটি অগ্নি সম্পর্কে বহুলভাবে প্রযুক্ত হতে থাকে। অগ্নির তিনটি শিখা—অগ্নির তিন শীর্ষ বা তিন শৃঙ্গ। যজ্ঞাগ্নিও তিন প্রকার—আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণ। অগ্নিহোত্রীর অগ্নিতে তিনবার (প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যায়) আহুতি প্রদান ত্রিসবন নামে প্রসিদ্ধ। অগ্নির এই ত্রিবিধ অবস্থা সম্পর্কে Sir Charles Eliot লিখেছেন, "This multiple origin becomes more definite in the theory of Agni's three births; he is born on earth from the friction of fire-sticks, in the clouds as lightning, and in the highest heavens as the Sun or celestial light. In virtue of this triple birth he assumes as triune character: his heads, tongues, bodies and dwellings are three."[২]

এই অগ্নিই বিশ্বভুবনে পরিব্যাপ্ত— বিশ্বতোমুখ— বিশ্বরূপ।

"ত্বং হি বিশ্বতোমুখ বিশ্বতঃ পরিভূরসি।"[৩]

হরিবংশে অগ্নির নাম ত্রিশিখ কারণ তাঁর তিনটি শিখা। তিন মস্তক, তিন জিহ্বা, তিন বাসস্থান শোভিত অগ্নিই যে ত্রিশিরা তাতে সন্দেহের হেতু নেই। এই অগ্নি প্রাণশক্তিতে রূপে রূপে বিরাজমান, তাই তিনি বিশ্বরূপ। এই বিশ্বরূপ ত্রিশিরা ত্বষ্টা বা সূর্যের পুত্র। তিনিই আবার সূর্যরূপী ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। প্রভাতে সূর্য উদয়ের সঙ্গে অগ্নির দীপ্তি হ্রাস পায়; রাত্রিতে অগ্নির আধিপত্য, দিবাভাগে সূর্যের।

মূর্ধা ভুবো ভবতি নক্তমগ্নিস্ততঃ সূর্যো জায়তে প্রাতরুদ্যন্।[৪]

—রাত্রিকালে অগ্নিই তাবৎ সংসারের মস্তকস্বরূপ হয়েন, পরে প্রাতে তিনি সূর্যরূপে উদয় হয়েন।[৫]

সূর্য প্রাতঃকালে অগ্নির দীপ্তি গ্রহণ করেন। এই ঘটনাই ত্রিশিরাবধ উপাখ্যানের মূলে। ঋগ্বেদে অগ্নিকে রাত্রির পুত্র ও সূর্যকে দিবার পুত্র বলা হয়েছে।

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ Hinduism and Buddhism—vol. I, page 51
৩ ঋগ্বেদ—১।৯৭।৬ ৪ ঋগ্বেদ—১০।৮৮।৬ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

দ্বে বিরূপে চরতঃ স্বর্থে
অন্যান্যা বৎসমুপধাপয়েতে।
হরিরন্যস্যাং ভবতি স্বধাবচ্ছুক্রো
অন্যস্যাং দদৃশে সুর্চাঃ ॥[১]

—শোভন গমনশীল অগ্নি শুক্ল কৃষ্ণরূপ নানারূপে দিবা ও রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করেন। সেই অহোরাত্র নিজ নিজ বৎসকে রস পান করান। নির্মল-দীপ্তি সম্পন্ন অগ্নি স্বীয় জননীর কোলে নির্মল দীপ্তি সম্পন্ন হয়ে প্রকাশ পান।[২]

আচার্য সায়ন ঋকটির ভাষ্য প্রসঙ্গে বলেছেন, "তে অহোরাত্রে অগ্নেঃ সূর্যস্য চ জনন্যৌ। তত্র রাত্রেঃ পুত্রঃ সূর্যঃ। স হি গর্ভবদ্ রাত্রৌ অন্তর্হিত সন্ তস্যা-শ্চরমভাগাদুপপদ্যতে। অহ্নঃ পুত্রোঽগ্নিঃ স হি তত্র বিদ্যমানোঽপি প্রকাশরাহি-ত্যোনসংকল্পঃ সন্ তদস্মাদহ্নঃ সকাশান্নির্মুক্তঃ প্রকাশান্নির্মুক্তঃ প্রকাশমানং স্বাত্মানং লভতে।"

—সেই রাত্রি ও দিবা অগ্নি ও সূর্যের জননী। রাত্রির পুত্র সূর্য। তিনি রাত্রিকালে গর্ভপ্রবেশের ন্যায় অন্তর্হিত হয়ে রাত্রির শেষভাগে উৎপন্ন হন। দিনের পুত্র অগ্নি। তিনি দিবাভাগে বর্তমান থেকেও প্রকাশক তেজের অভাব-হেতু অদৃশ্যপ্রায় হয়ে দিনের কোল থেকে মুক্ত হয়ে নিজের দীপ্তি ফিরে পান।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলেছেন অগ্নিকে সন্ধ্যায় এবং সূর্যকে প্রাতঃকালে আহুতি প্রদান করবে।—"তস্মা অগ্নয়ে সায়ং সূর্যায় প্রাতঃ।"[৩] তৈত্তিরীয় আরণ্যকে আছে, "তয়োরেতৌ বৎসাবগ্নিশ্চাদিত্যশ্চ রাত্রের্বৎসঃ শ্বেত আদিত্যঃ, অহ্নোঽগ্নি স্তাম্রোঽরুণঃ।"[৪]—রাত্রি ও দিনের বৎস অগ্নি ও সূর্য। রাত্রির বৎস শ্বেত আদিত্য, দিবার বৎস তাম্রোরুণ অগ্নি। অর্থাৎ রাত্রিতে আদিত্য বিবর্ণ (অদৃশ্য) এবং দিনে অগ্নি তাম্রবর্ণ (তেজোহীন)।

মহাভারতে ত্রিশিরা বধের যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তাতে ত্রিশিরার অগ্নিস্বরূপত্ব অনুভব করা যায়।

মহাভারতে ত্বষ্টা ইন্দ্রের অনিষ্টকামনায় ত্রিশিরাকে সৃষ্টি করেছিলেন। ত্রিশিরাও ইন্দ্রত্বকামনায় কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হয়েছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র অপ্সরাদের সাহায্যে ত্রিশিরার ধ্যান ভঙ্গ করতে ব্যর্থ হয়ে বজ্রের আঘাতে

১ ঋগ্বেদ—১।৯৫।১ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ তৈত্তিরীয় ব্রাঃ—২।১।১২
৪ তৈঃ আঃ—১।১

নিহত করলেন। কিন্তু ত্রিশিরার তেজঃপ্রভা বিকশিত হতে থাকায় ইন্দ্র এক কাঠুরিয়াকে প্ররোচিত করলেন ত্রিশিরার মস্তক বিচ্ছিন্ন করতে। কাঠুরিয়ার কুঠারাঘাতে ত্রিশিরার মস্তক ছিন্ন হয়েছিল।

এতচ্ছ্রুত্বা তু তক্ষা মহেন্দ্রবচনাত্তদা।
শিরাংস্যথ ত্রিশিরসঃ কুঠারেণাচ্ছিনত্তদা॥[১]

দেবীভাগবতে ত্রিশিরাকে মহান্ ঋষি এবং শ্রেষ্ঠ তপস্বীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ত্রিশিরা কঠোর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

ত্রিশিরা ভোগমুৎসৃজ্য তপশ্চক্রে সুদুষ্করম্।
তপস্বী স মৃদুর্দান্তো ধর্মমেব সমাশ্রিতঃ॥
পঞ্চাগ্নিসাধনকালে পাদপাগ্রে নিবেশনম্।
জলমধ্যে নিবাসঞ্চ হেমন্তে শিশিরে তথা॥
নিরাহারো জিতাত্মাসৌ ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
তপশ্চচার মেধাবী দুষ্করং মন্দবুদ্ধিভিঃ॥[২]

ইন্দ্র ত্রিশিরার তপস্যায় ত্রিশিরার ইন্দ্রত্বলাভের আশঙ্কায় ভীত হয়ে ত্রিশিরাকে হত্যা করেছিলেন। মহাভারতে (উদ্যোগপর্ব) ত্রিশিরা ইন্দ্রত্বলাভের জন্যই কঠোর তপশ্চরণে ব্রতী হয়েছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ইন্দ্রকর্তৃক অপমানিত দেবগুরু বৃহস্পতি আত্মগোপন করায় ব্রহ্মার ইচ্ছানুসারে ইন্দ্র ত্রিশিরাকে দেবতাদের পুরোহিতরূপে বরণ করেছিলেন এবং ত্রিশিরা প্রদত্ত কবচ ধারণ করে অসুরদের পরাভূত করেছিলেন। ভাগবত-পুরাণমতে ত্রিশিরা ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেইজন্য ব্রহ্মহত্যার পাপ ইন্দ্রকে স্পর্শ করেছিল।

"ব্রহ্মহত্যাদিকৈঃ পাপৈঃ স লিপ্তো বৃত্রহা ততঃ॥"[৩]

মহাভারতের মতে ত্রিশিরাও বৃত্রবধের ফলে ব্রাহ্মণহত্যার পাপ ইন্দ্রকে অধিকার করে। ইন্দ্র তেজোহীন হয়ে স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ করে সলিল মধ্যে পদ্মের মৃণালে আত্মগোপন করেছিলেন।[৪]

১ মহাঃ উদ্যোগপর্ব—৯।৩৮
২ দেবীভাগবত—৬।২।৩৩-৩৪
৩ পদ্মপুরাণ, ভূমি খণ্ড—২৪।২০
৪ মহাভারত উদ্যোগপর্ব—৯ম ও ১০ম অঃ

যে ত্রিশিরা অগ্নিরূপী, তাঁর ব্রাহ্মণত্ব সন্দেহাতীত। জেন্দ্ আবেস্তায় অজিদহক (অগ্নি দক্ষ ?) ত্রিশিরা। "তিনি তাঁহার নিকট একটি বর প্রার্থনা করিয়া বলিলেন 'হে ঊর্ধ্বচারী বায়ু! আমাকে এই বর দাও যে আমি তিন মুখ তিন মস্তকযুক্ত অজিদহককে পরাস্ত করিতে পারি।"[১]—আবেস্তায় বর্ণিত এই অজিদহককে অহি বা বৃত্রের সঙ্গে অভিন্ন মনে করলে ভুল হবে। অজিদহককে 'অগ্নি দক্ষ' রূপে গ্রহণ করলে তবে তিন মস্তকের তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব।

পর্বতের পক্ষচ্ছেদ—ইন্দ্রের আর একটি কীর্তি পর্বতের পক্ষচ্ছেদ। গোত্র বা পর্বত ভেদ করেছিলেন বলেই ইন্দ্রের নাম গোত্রভিৎ। পক্ষধর পর্বতকুল ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে জগতের অশান্তির সৃষ্টি করতো। ইন্দ্র পক্ষধরের পক্ষশাতন করে তাদের স্ব স্ব স্থানে স্থির করেছিলেন,—পুরাণাদিতে এইরূপ কাহিনী পাওয়া যায়। কেবলমাত্র হিমালয়নন্দন মৈনাক কোন প্রকারে নিজপক্ষ রক্ষা করে সাগরতলে আত্মগোপন করে আছেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ইন্দ্রের সঙ্গে পর্বতকুলের যুদ্ধ, পর্বতকুলের পক্ষচ্ছেদন ও মৈনাকের সমুদ্রগর্ভে আত্মগোপনের কাহিনী মনোজ্ঞভাবে বর্ণনা করেছেন গিরিবাণীর জবানীতে :—

হঠাৎ গর্জে উঠ্‌ল বজ্র ঝল্‌সিয়ে ব্যোম্‌পথ
পড়ল মর্তে ছিন্নপাখা মহেন্দ্র পর্বত।
পড়ল বিন্ধ্য যোজন জুড়ে, পড়ল গোবর্ধন,
হারিয়ে গতি পঙ্গু পাহাড় পড়্‌ল অগনন
গ্রহতারার মতন যারা ফিরতো গো স্বাধীন
গরুড়সম অসংকোচে ফিরত নিশিদিন
অচল হতে দেখল তাদের আমার তুনয়ন ;
দেখার বাকী ছিল তবু তাই হল দর্শন—
হর্ষ বিষাদ মাখা ছবি বীরত্ব পুত্রের—
উত্তপ্ত বজ্রাগ্নি আগে দীপ্তি সেই মুখের।
ঐরাবতে মাথায় হেনে পাষাণ করবাল
জেনের বেগে ডুব্‌ল জলে আমার সে দুলাল।
বজ্র নাগাল পেলে না তার, মিলিয়ে গেল কোথা,
মূর্ছাশেষে দেখনু কেবল বয় সাগরের সোঁতা ॥[২]

---

১ রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম ১।৩২।১ ঋগ্বেদের টীকা
২ গিরিরাণী—কাব্যসঞ্চয়ন

মহাকবি কালিদাস রঘুর কলিঙ্গ বিজয় প্রসঙ্গে ইন্দ্র কর্তৃক পর্বতের পক্ষচ্ছেদের উল্লেখ করেছেন।

পক্ষচ্ছেদোদ্যতং শক্রং শিলাবর্ষীব পর্বতঃ ॥[১]

—পক্ষছেদনে উদ্যত ইন্দ্রকে পর্বতকুল যেভাবে শিলাবর্ষণ করে বাধা দিয়েছিল (সেইভাবে কলিঙ্গরাজ রঘুকে বাধা দিয়েছিলেন)।

রামায়ণেও এই কাহিনী বর্ণিত হয়েছি। হনুমানকে মৈনাক পর্বত বলেছে :

পূর্বং কৃতযুগে তাত পর্বতাঃ পক্ষিণোঽভবন্।
তেঽপি জগ্মুর্দিশঃ সর্বা গরুড়া ইব বেগিনঃ ॥
ততস্তেষু প্রয়াতেষু দেবসঙ্ঘাঃ সহর্ষিভিঃ।
ভূতানি চ ভয়ং জগ্মুস্তেষাং পতনশংকয়া ॥
ততঃ ক্রুদ্ধঃ সহস্রাক্ষঃ পর্বতানাং শতক্রতুঃ।
পক্ষাংশ্চিচ্ছেদ বজ্রেণ ততঃ শতসহস্রশঃ ॥
স মামুপগতঃ ক্রুদ্ধো বজ্রমুদ্যম্য দেবরাট্।
ততোঽহং সহসা ক্ষিপ্তঃ শ্বসনেন মহাত্মনা ॥
অস্মিন্ লবণতোয়ে চ প্রক্ষিপ্তঃ প্লবগোত্তম।
গুপ্তপক্ষঃ সমগ্রশ্চ তব পিত্রাভিরক্ষিতঃ ॥[২]

—পূর্বকালে সত্যযুগে পর্বতগণ পক্ষযুক্ত ছিল। তারা গরুড়ের মত বেগে সকল দিকে গমন করতে পারতো। তারা উড়তে থাকলে তাদের পতনের আশংকায় সকল দেব ঋষি ও প্রাণিবর্গ ভীত হয়েছিল। তখন ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে পর্বতগণের শতসহস্র পক্ষ বজ্র দ্বারা ছিন্ন করেছিলেন। তিনি বজ্র উদ্যত করে আমার (মৈনাক) প্রতি আগত হলে মহাত্মা বায়ুর কৃপায় আমি বেগে এই লবণসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়েছি। সমস্ত পক্ষ সহ আমি তোমার পিতার (পবন) দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয়েছি।

পর্বতের পক্ষচ্ছেদের প্রসঙ্গ বেদে বিভিন্ন স্থানেই পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে, 'ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা পর্বতকে পর্বে পর্বে ছিন্ন করেছেন'।[৩] পুরাণে আধুনিক অর্থে (পাহাড়-পর্বত—mountain) পর্বত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বেদে বিশেষতঃ ইন্দ্রপ্রসঙ্গে পর্বত শব্দ মেঘ অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে। উক্ত ঋকের ভাষ্যে সায়নাচার্য লিখেছেন, "পর্বতং পর্ববন্তং মেঘং বৃত্রাসুরং বা বজ্রেণায়ুধেন পর্বশঃ পর্বাণি

---

১ রঘুবংশ—৪।৪০ ২ রামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড—১।১১৭-১২১ ৩ ঋগ্বেদ—১।৫৭।৬

পর্বাণি চকর্তিথঃ।" সায়নের মতে পর্বত শব্দের অর্থ পর্বযুক্ত মেঘ অথবা বৃত্রাসুর। একটি ঋকে ইন্দ্র বৃত্রকে পর্বে পর্বে বিভক্ত করে বধ করেছিলেন।[১] পর্বসমন্বিত মেঘকে অথবা বৃত্রাসুরকে ইন্দ্র পর্বে পর্বে আঘাত করায় জলবর্ষণের পথ উন্মুক্ত হয়েছিল। এই অর্থেই ইন্দ্র গোত্রভিৎ। গোত্র শব্দের অর্থ পর্বত, অন্য অর্থে বংশ, আর এক অর্থে গোত্র মেঘ। শুক্লযজুর্বেদে ইন্দ্রকে "গোত্রভিদং গোবিদং বজ্রবাহুং"[২] বলা হয়েছে। আচার্য মহীধর ভাষ্যে গোত্রভিদ শব্দের অর্থ করেছেন, "গোত্রমসুরকুলং ভিনত্তি গোত্রভিৎ তম্, যদ্বা গাঃ অপঃ ত্রায়তে গোত্রো মেঘঃ তস্য ভেত্তারং।"—গোত্রভিৎ অর্থাৎ যিনি গোত্র বা অসুরকুলকে ধ্বংস করেন, অথবা গো বা জল যে রক্ষা করে সেই গোত্র অর্থাৎ মেঘ; মেঘকে যিনি ভেদ করেন তিনিই গোত্রভিৎ। ঋগ্বেদের অপর একটি মন্ত্রে[৩] ইন্দ্র কর্তৃক পর্বতসকলকে স্থির করার কথা বলা হয়েছে। সায়নাচার্য এই ঋকের ভাষ্যে বলেছেন যে পর্বতের পক্ষচ্ছেদ করে ইন্দ্র পর্বতকে দৃঢ় করেছিলেন। কিন্তু পরেই তিনি বলছেন, "মেঘভেদনং কৃত্বা অপো ভূমবাপাতয়দিত্যর্থঃ।"—মেঘ ভেদ করে পৃথিবীতে বারিপাত ঘটিয়েছিলেন, এই অর্থ। উড়ন্ত মেঘকে একত্র স্থির করতে না পারলে বৃষ্টি নামবে কি করে? তাই ইন্দ্র মেঘের পক্ষচ্ছেদ করে মেঘকে দৃঢ় বা স্থির করেছিলেন। ফলে বৃষ্টিপাত সম্ভব হয়েছিল। এই ঘটনাই পুরাণে পর্বতের পক্ষচ্ছেদের কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছে। যাস্কের মতে পর্বত বা গিরি মেঘকেই বোঝায়। "পর্ববান্ পর্বতঃ···মেঘোঽপি গিরিঃ।"[৪] নিঘণ্টুতে পর্বত অর্থে মেঘ।[৫] যাস্ক ৫।৩২।১ ঋকের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "মহান্তমিন্দ্র পর্বতং মেঘং য ব্যবৃণোর্ব্যসৃজোঽস্য ধারা অবহন্নেনং দান কর্মাণম্।"[৬] —তুমি মেঘকে উদ্‌ঘাটিত করেছ, বৃষ্টিধারা পাতিত করেছ এই দানবকে অর্থাৎ জলপ্রদাতা মেঘকে হত্যা করেছ।

ইন্দ্রের বাহন—পুরাণে দেখি ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত হস্তী। সমুদ্র মন্থনে উত্থিত ঐরাবত হস্তী এবং উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব ইন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন।[৭] ঐরাবত হস্তী ইন্দ্রের বাহনে পরিণত হয়েছিল। এই ঐরাবত এবং উচ্চৈঃশ্রবা যে সমুদ্রোত্থিত বাষ্পজাত মেঘ তাতে সন্দেহ নেই। সূর্যকিরণে সমুদ্রমন্থন অহরহ ঘটছে। বেদে

---

১ ঋগ্বেদ—৮।৬।১৩ ২ শুক্ল যজুঃ—১৭।৩৮ ৩ ঋগ্বেদ—২।১৭।৫

৪ নিরুক্ত—১।৯।১৪ ৫ নিঘণ্টু—১।১০ ৬ নিরুক্ত—১০।৯।৪

৭ মহাভারত, আদিপর্ব—১৮ অঃ

সমুদ্র বলতে অন্তরীক্ষও বোঝায়। অন্তরীক্ষ মন্থনে মেঘরূপী ঐরাবতের জন্ম-গ্রহণ স্বাভাবিক ঘটনা।

ঋগ্বেদে ইন্দ্রকে অদ্রিব আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে।[১] অদ্রিব বা অদ্রিবান্ শব্দের অর্থ মেঘবান্। সায়ন লিখেছেন, "অদ্রিরিতি মেঘ নাম। হে অদ্রিবো, বাহনরূপ মেঘযুক্ত।"[২] —অদ্রি শব্দে মেঘ বোঝায়। অদ্রিব শব্দের অর্থ বাহন-রূপ মেঘযুক্ত। ইন্দ্রের অপর নাম মেঘবাহন—"হাসিবেন মেঘবাহন।"[৩] মেঘ ও ঐরাবত একই বস্তু। কৃষ্ণবর্ণ মেঘপুঞ্জ হস্তীর সাদৃশ্য বহন করে। আরও লক্ষণীয় এই যে ঋগ্বেদে ইন্দ্রকেই বলা হয়েছে মহাহস্তী।

আ তূ ন ইন্দ্র ক্ষুমংতং চিত্রং গ্রাভং সংগৃভায়
মহাহস্তী দক্ষিণেন।[৪]

—হে ইন্দ্র! মহাহস্তী! তুমি দক্ষিণহস্তে সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য মনোহর প্রশংসাযোগ্য দ্রব্যাদি আমাদের দানের জন্যই গ্রহণ কর।

রমেশচন্দ্র দত্ত ইন্দ্রকে হস্তী বলার তাৎপর্য বিচার করে লিখেছেন, "But go back to the root meaning of 'Hasti' as one 'having a hand', the elephant is a Hasti because of its hand-like probosis, the priest is a Hasti, because of those human hands of his and God is 'great handed,' because he is almighty, or has power over all things...."[৫]

দেবতাদের একটি বিশেষগুণ বা প্রধানগুণ অনেকস্থলে বাহনরূপে কল্পিত হয়েছে, এরূপ উদাহরণ দুর্লভ নয়।

ইন্দ্রপত্নী শচী—মহাভারতে, পুরাণে, কাব্যে ইন্দ্রের পত্নীর নাম শচী। শচী পুলোমা দৈত্যের কন্যা পৌলমেয়ী। পুলোমা দৈত্য রাবণের পক্ষে ইন্দ্র ও ইন্দ্র-পুত্র জয়ন্তের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল।

এতস্মিন্নন্তরে বীরঃ পুলোমা নাম বীর্যবান্।
দৈত্যেন্দ্র স্তেন সংগৃহ্য শচীপুত্রোঽপবাহিতঃ॥
সংগৃহ্য তু দৌহিত্রং প্রবিষ্টঃ সাগরং তদা।
আর্যকঃ স হি তস্যাসীৎ পুলোমা যেন সা শচী॥[৬]

---

১ ঋগ্বেদ—১।৮০।৭ ; ১।৮০।১৪ ২ ঋগ্বেদ—১।৮০।৭ ঋকের ভাষ্য
৩ মেঘনাদবধ কাব্য—১ম সর্গ ৪ ঋগ্বেদ—৮।৮১।১ ৫ Ṛgveda—page 131
৬ রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড—৩৩।১৯-২০

বেদে দেবপত্নীগণের উল্লেখ আছে।[১] একটি ঋকে ঋষি অগ্নিকে বলছেন, "অগ্নে পত্নীরিহাবহ দেবানাম্ …।"[২] —হে অগ্নি, তুমি দেবতাগণের পত্নীদের এখানে নিয়ে এসো।

অপর একটি ঋকে ইন্দ্র-পত্নী ইন্দ্রাণী, বরুণের পত্নী বরুণানী, এবং অগ্নির পত্নী অগ্নায়ীকে সোমপানের নিমিত্ত আহ্বান করা হয়েছে।

ইহেন্দ্রাণীমুপহ্বয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে।
অগ্নায়ীং সোমপীতয়ে ॥[৩]

—এই যজ্ঞে আমি ইন্দ্রাণীকে আহ্বান করি, বরুণানীকে কল্যানবিধানের নিমিত্ত, অগ্নায়ীকে সোমপানের নিমিত্ত আহ্বান করি।

অপর একটি ঋকে ইন্দ্রাণীকে নারীকুলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবতী বলা হয়েছে।

ইন্দ্রাণীমাসু নারিষু সুভগামহমশ্রবং।[৪]

—এই সকল নারীর মধ্যে আমি ইন্দ্রাণীকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া শুনিয়াছি।[৫]

ইন্দ্রাণীর নাম ঋগ্বেদে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয় নি। শতপথ ব্রাহ্মণে ইন্দ্রের প্রিয়পত্নী ইন্দ্রাণী—"ইন্দ্রাণী হ বা ইন্দ্রস্য প্রিয়া পত্নী।"[৬] ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইন্দ্র পত্নীর নাম প্রাসহা,—"সেনা বা ইন্দ্রস্য প্রিয়া জায়া বাবাতা প্রাসহা নাম।"[৭]

ঋগ্বেদে ইন্দ্রকে বলা হয়েছে শচীপতি—"ইন্দ্রং কুৎসো বৃত্রহনং শচীপতিং কাটে।"[৮]—

অথর্ববেদেও ইন্দ্র শচীপতি :

শিক্ষেয়মস্মৈ দিৎসেয়ং শচীপতে মনীষিনে ॥[৯]
শৃণাতু গ্রীবাঃ শৃণাতুষ্ণিহা বৃত্রস্যেব শচীপতিঃ।[১০]
স্কন্ধানমুষ্য শাতয়ন্ বৃত্রস্যেব শচীপতিঃ।[১১]

কৃষ্ণযজুর্বেদেও শচীপতি ইন্দ্রের উল্লেখ :

শচীপতির্ঋষভেন … …যজ্ঞং দাধার।[১২]

শচী শব্দের অর্থ কি? সায়ন লিখেছেন, "শচীতি কর্মনাম।" শচীপতি

১ ঋগ্বেদ—১।৬৮।৮, ১।২২।৯ ২ ঋগ্বেদ—১।২২।৯ ৩ ঋগ্বেদ—১।২২।১২
৪ ঐ ১০।৮৬।১১ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৬ শতপথ ব্রাঃ—১৪।২।১।৮
৭ ঐতরেয় ব্রাঃ—১২।১১ ৮ ঋগ্বেদ—১।১০৬।৬ ৯ অথর্ব—২০।৩।২৭।২
১০ অথর্ব—১৬।১৩।১৩৪।১ ১১ অথর্ব—৬।১৩।১৩৪।১ ১২ কৃঃ যজুঃ—৪।৩।৪।৮

শব্দের অর্থ : "সর্বেষাং কর্মনাং পালয়িতারম্।"[১] অর্থাৎ শচী শব্দের অর্থ কর্ম। শচীপতি অর্থে সকল কর্মের পালয়িতা।

কর্ম অর্থে শচী শব্দের প্রয়োগ বৈদিক গ্রন্থাবলীতে স্থানে স্থানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; শুক্ল যজুর্বেদের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে : "সুরাং ব্যপিবঃ শচীভিঃ সরস্বতী ত্বা। মঘবন্নভিষ্ণবং।"[২] —হে ইন্দ্র! তুমি শচীগণের দ্বারা সুরাপান করেছিলে; হে মঘবন্, সরস্বতী তোমার সেবা করেছিলেন।

এখানে শচী অর্থে ইন্দ্র-পত্নী হওয়া সম্ভব নয়। আচার্য মহীধর বলেছেন, শচীভিঃ কর্মভিঃ নমুচিবধাদিং কৃত্বেত্যর্থঃ।" —অর্থাৎ নমুচি বধ প্রভৃতি কর্মের দ্বারা

অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে আছে :

'যস্যেদং প্রদিশি যৎ বিরোচতে প্রাণিতি বিচষ্টে শচীভিঃ।'[৩]

—যে বিষ্ণুর প্রদেশে (ইচ্ছায়) এই বিশ্ব প্রকাশ পাচ্ছে, শচীগণের দ্বারা (কর্মের দ্বারা) প্রাণ প্রকাশিত হচ্ছে।

এখানেও শচী শব্দ কর্মবাচক। মহীধর লিখেছেন, -"শচীভিঃ কর্মভিঃ বিচষ্টে।" —কর্মের দ্বারা চেষ্টিত হয়েছিলেন।

ঋগ্বেদের একটি মন্ত্র থেকেও শচী শব্দের তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ত্বং মাঁ অসি ক্রতুমাঁ ইন্দ্র ধীর শিক্ষা।
শচীবঁ স্তব নঃ শচীভিঃ ॥[৪]

—হে শচীব অর্থাৎ সৎকর্মস্বরূপ, আপনার কর্মের দ্বারা আপনি আমাদিগকে সম্বস্ত দান করুন।[৫]

ইন্দ্র এখানে শচীবান্। শচীপতি না বলে শচীবান্ বলা হয়েছে। শচীবান্ ও শচীপতি সমার্থক হলেও শচীবান্ অর্থে শচীর স্বামী বোঝায় না। শচীবান্ শচীদের দ্বারা আমাদের সম্বস্ত (অথবা কর্ম বা যজ্ঞ) প্রদান করবেন বললে শচী শব্দে কর্ম বা কর্মশক্তি না বললে অর্থ হয় না।

শচীশব্দ সুতরাং কর্মকেই ব্যঞ্জিত করছে। অদ্ভুতকর্মা ইন্দ্র বৃত্র, নমুচি, শম্বর, বল প্রভৃতি বহু দানব বধ করেছেন; সূর্যকে প্রকাশ করেছেন, বৃষ্টিদান করে জীবের জীবন রক্ষা করছেন। অতএব ইন্দ্র মহত্তর কর্মের পতি—শচীপতি।

১ সায়নকৃত ১।১০৬।৬ ঋকের ভাষ্য ২ শুক্ল যজুঃ—১০।৩৪ ৩ অথর্ব—৭।৩।২৭।২
৪ ঋগ্বেদ—১।৬২।১২ ৫ অনুবাদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী

ঋগ্বেদের একটি ঋকে অশ্বিদ্বয় শচীপতিরূপে সম্বোধিত হয়েছেন ; —"নঃ শক্তং শচীপতি শচীভিঃ।"[১] —হে শচীপতিদ্বয়, স্তোত্রপ্রযুক্ত আমাদিগকে (ধন) প্রদান কর।[২]

অনুবাদে রমেশচন্দ্র শচী শব্দের স্তোত্র অর্থ গ্রহণ করেছেন। শচীপতি অশ্বিদ্বয় স্তোত্রের অধিপতি হতে পারেন। কিন্তু শচীদের দ্বারা বা স্তোত্রের দ্বারা ধনদান কিঞ্চিৎ বিসদৃশ বোধ হয়। ঋগ্বেদে অন্যত্র মিত্র ও বরুণকেও শচীপতি বলা হয়েছে। রমেশচন্দ্রের মতে এখানে শচীশব্দে যজ্ঞকে বোঝাচ্ছে। শচীপতি শব্দের অর্থ যজ্ঞের পালন কর্তা। "ঋগ্বেদে শচী অর্থে যজ্ঞ, শচীপতি অর্থে যজ্ঞপতি। ইন্দ্রকেই অনেক স্থানে শচীপতি অর্থাৎ যজ্ঞপতি বলা হইয়াছে। এই ঋকে মিত্র ও বরুণকে শচীপতি বলা হইয়াছে, অন্যান্য স্থানে অন্যান্য দেবকেও এই বিশেষণ দিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। পৌরাণিক কালে লোকে শচীপতি শব্দের প্রকৃত অর্থ ভুলিয়া গেল এবং ইন্দ্রকে শচীপতি বলিয়া ইন্দ্রের স্ত্রীর নাম শচী বিবেচনা করিল। এইরূপে পৌরাণিক গল্প সৃষ্ট হইয়াছে।"[৪]

কারো কারো মতে শচী শব্দের বল—শক্তি। দানববধ প্রভৃতি কার্যের দ্বারা ইন্দ্র অত্যাশ্চর্য শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং ইন্দ্র বলাধিপতি শচীপতি। কৃষ্ণযজুর্বেদ বলেছেন, "হন্তাসুরাণামভবচ্ছচীভিঃ।"[৫] —তুমি শচী অর্থাৎ শক্তির দ্বারা অসুরগণের হন্তা হয়েছিলে।

এখানে মহীধরের ভাষ্যে শচী শব্দের অর্থ শক্তি। ঐতরেয় আরণ্যকে আছে, "ইন্দ্র নদীব এদিহি প্রস্থতিরা শচীভিঃ।" —হে ইন্দ্র, তুমি শক্তির দ্বারা নদীর মত এই যজ্ঞভূমিতে আগমন কর।

আচার্য সায়ন এখানে শচী অর্থে কর্মশক্তি গ্রহণ করেছেন—"শচীভিঃ শক্তিভিঃ।"

ডঃ ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "**As regards Sachi there is a great difference of opinion among scholars, most of whom think that Sachipati which in R. V. means lord of strength, gradually came to mean 'husband of Sachi' by popular etymology and gave rise to the idea that Sachi is the wife of Indra.**"[৬]

---

১ ঋগ্বেদ—৭।৬৭।৫ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১।৮২।৫

৪ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—১।৮২।৫ ঋকের টিকা ৫ কৃষ্ণযজুর্বেদ—৪।৩।৩।২

৬ Vedic Selections, vol. II, C. U.

ইন্দ্রের কর্ম ও কর্মশক্তি একই কথা। সুতরাং ইন্দ্রের কর্ম বা কর্মশক্তি সংক্ষেপে শক্তি শচী। পৌরাণিক দেবপত্নীগণও দেব-শক্তি। এই হিসাবে ইন্দ্রের শক্তি শচী ইন্দ্রপত্নী ইন্দ্রাণীতে পরিণত হওয়া সম্ভব।

ইন্দ্রের স্বরূপ আলোচনায় আমরা দেখেছি, ইন্দ্র সূর্যাগ্নি। সূর্যাগ্নিরূপী ইন্দ্র যজ্ঞের অধিপতি। শচী শব্দকে যজ্ঞ অর্থে গ্রহণ করলেও কোন বিরোধ হয় না। যজ্ঞের শক্তি শচী এরূপ অর্থও গ্রহণ করা যেতে পারে। স্তোত্র যজ্ঞের অঙ্গ। সুতরাং শচী স্তোত্ররূপা।

নিরুক্তকার যাস্ক ইন্দ্রাণী শব্দের অর্থ করেছেন : "ইন্দ্রাণীন্দ্রস্য পত্নী।"[১] অমরেশ্বর ঠাকুর নিরুক্ত ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "ইন্দ্রাণী মাধ্যমিকা দেবতা—ইন্দ্রের বিভূতি; অথবা ইন্দ্রাণী—ইন্দ্রের ভার্যা (পৌরাণিকগণের মতে)।"[২] নিরুক্তকার গো শব্দের অর্থ করেছেন—মাধ্যমিকা বাক্—"বাগেষা মাধ্যমিকা।"[৩] —এই গো মাধ্যমিকা বাক্। ঋগ্বেদে ১।১৬৪।২৮ ঋকে গো বৎসের প্রতি ধাবমান হচ্ছেন। নিরুক্তকার বলেছেন, বৎস এখানে আদিত্যকে বোঝায়।[৪] মাধ্যমিকা বাক্ বিদ্যুৎরূপা। ইন্দ্রাণী শচী যজ্ঞ বা যজ্ঞাগ্নির শক্তি অথবা বিদ্যুৎরূপা মধ্যস্থানবর্তিনী। এই তেজোরূপা শক্তি কখনও ইন্দ্রের জননী অদিতি কখনও ইন্দ্রের পত্নী ইন্দ্রাণী শচী।

ঋগ্বেদের একটি সূক্তের[৫] ঋষি শচী; দেবতাও শচী। সূক্তটিতে সপত্নীর উপরে নারীর আধিপত্যের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। রমেশচন্দ্রের মতে "সূক্তটি সপত্নীর উপর প্রভুত্ব লাভ করিবার মন্ত্র।" কিন্তু সূক্তের ঋষি এবং দেবতা শচী যে ইন্দ্রপত্নী এমন ইঙ্গিত কোথাও নেই।

পুরাণাদিতে শচী ইন্দ্রপত্নীতে পরিণত হয়েছেন। মহাভারতে-পুরাণে ইন্দ্র স্বর্গাধিপতির উপাধিমাত্র। সুতরাং যে কেউ স্বীয় কর্মবলে স্বর্গাধিপত্য লাভ করবেন শচী তাঁরই অধিকৃতা হবেন। এই জন্যই মহাভারতে নহুষ ইন্দ্রপদলাভ করে শচীকে অধিকার করার জন্য শিবিকারোহণে শচীর আবাসে গমন করেছিলেন। শচীকে কোন ব্যক্তিরূপে গ্রহণ না করে কর্মশক্তিরূপে গ্রহণ করলে পৌরাণিকগণের রূপকাশ্রিত কাহিনীর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হয়।

---

১ নিরুক্ত—১০।৩৭।৩ ২ তদেব (ক. বি.) পৃঃ ১২৩৭ ৩ তদেব—১১.৪২।৫
৪ তদেব—১১।৪২।২ ৫ ঋগ্বেদ—১০।১৫৯

ইন্দ্র ও শচীকে নিয়ে কত গল্প-কাহিনীই না সৃষ্টি হয়েছে! শচী হলেন দানব-কন্যা। বৃহদ্দেবতায় ইন্দ্রের দানবী কামনার উল্লেখ রয়েছে।

স হি তাং কাময়ামাস দানবীং পাকশাসনঃ।
জ্যেষ্ঠাং স্বসারং পুংসশ্চ তস্যৈব বধকাম্যয়া ॥[১]

—সে-ই ইন্দ্র পুং নামক দানবের জ্যেষ্ঠা ভগিনী-দানবীকে তারই বধের আকাঙ্খায় কামনা করেছিলেন।

ইন্দ্রের 'দানবী কামনার' উপাখ্যান কত প্রাচীন কে জানে? এই উপাখ্যান থেকেই সম্ভবতঃ শচী দানবকন্যারূপে কল্পিতা হয়েছেন। মেঘনাদবধ কাব্যে শচী ইন্দ্রের যোগ্য সহধর্মিণী। তিনি ইন্দ্রের সঙ্গে কৈলাশে গিয়ে পার্বতীকে বাক্‌চাতুর্যদ্বারা মেঘনাদ বধ করতে প্ররোচিত করেছেন।

নাশি মেঘনাদে
দেহ বৈদেহীরে পুনঃ বৈদেহীরঞ্জনে;
দাসীর কলংক ভঞ্জ, শশাংকধারিণি!
মরি, মা, শরমে আমি, শুনি লোকমুখে,
ত্রিদিব-ঈশ্বরে রক্ষঃ পরাভবে রণে![২]

বৃত্রসংহার কাব্যে বৃত্রপত্নী ঐন্দ্রিলার ইচ্ছা পূরণ করতে বৃত্র শচী হরণ করেছিলেন। ঐন্দ্রিলা শচীকে বলপূর্বক দাসীত্বে নিয়োগ করেছিলেন।

ইন্দ্র শতক্রতু—ইন্দ্রের এক নাম শতক্রতু। বেদে ক্রতু শব্দের অর্থ কর্ম। ঋগ্বেদে ২।১২।৭ ঋকে বলা হয়েছে যে ইন্দ্র ক্রতু বা কর্মের দ্বারা অন্যান্য দেবগণকে অতিক্রম করেছিলেন দেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্যভূষৎ। তিনি শত শত মহৎ কর্মের দ্বারা দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। "ইন্দ্র শতদিন বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই হেতু তাঁহার নাম শতক্রতু (ক্রতু=বিক্রম, ঋগ্বেদের কালে ক্রতু শব্দে যজ্ঞ বুঝাইত না।"[৩]

ঋগ্বেদে ইন্দ্রকে শতক্রতুরূপে উল্লিখিত হতে দেখি:

উর্ধ্বস্তিষ্ঠা ন উতয়েঽস্মিন্ বাজে শতক্রতো।[৪]

—হে শতক্রতু! এই সংগ্রামে আমাদের রক্ষার্থে উৎসুক হও।[৫]

---

১ বৃহদ্দেবতা—৬।৭৬ ২ মেঘনাদবধ কাব্য—২য় সর্গ

৩ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল, যোগেশচন্দ্র রায়—পৃঃ ১০৫ ৪ ঋগ্বেদ—১।৩০।৬

৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

যুক্ত তে অস্তু দক্ষিণ সব্যঃ শতক্রতো।[১]

—হে শতক্রতু! তোমার (রথের) দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ও বামপার্শ্বস্থ অশ্ব সুযুক্ত হউক।[২]

অস্য পীত্বা শতক্রতো ঘনো বৃত্রাণামভবঃ।[৩]

—হে শতক্রতু! এই সোমপান করিয়া তুমি বৃত্র প্রভৃতি শত্রুদিগকে হনন করিয়াছিলে।[৪]

অথর্ববেদেও ইন্দ্রকে শতক্রতু বলা হয়েছে :

ইন্দ্রিয়াণি শতক্রতো যা তে জনেষু পঞ্চসু
ইন্দ্র তানি তে আ বৃণে ॥[৫]

—হে শতক্রতু, তোমার যে কর্ম বা তেজ পঞ্চজনের (জনবাদ অধিবাসী অথবা পঞ্চশ্রেণীর মনুষ্য) মধ্যে বিরাজমান, আমরা তাদের বরণ করি।

ক্রতু শব্দের অর্থান্তর যজ্ঞ। তাই পরবর্তীকালে কাব্যে পুরাণে শতসংখ্যক যজ্ঞ সম্পন্ন করার ফলেই ইন্দ্র ইন্দ্রত্ব লাভ করেছেন, এরূপ উপাখ্যান গড়ে উঠেছে। পুরাণে ইন্দ্রত্ব একটি পদ, ইন্দ্র দেবরাজ্যের অধীশ্বর। "সম্রাট বলিতে যেমন বিভিন্ন কালে বিভিন্ন জনের উপাধির বিষয় উপলব্ধ হয়, ইন্দ্র বলিতেও সেইরূপ বিভিন্ন কালের বিভিন্ন জননায়কের পরিচয় পাই।"[৬]

ইন্দ্র শব্দের এই অর্থ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বেদে ইন্দ্র শব্দে রাজা বোঝায় না। বেদে ইন্দ্র, অগ্নি, সোম, বরুণ প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতারা রাজা খেতাব পেয়েছেন। কিন্তু মহাভারতে-পুরাণে দেখি, শতযজ্ঞের সার্থক অনুষ্ঠানের ফলে ইন্দ্রত্ব অর্জন সম্ভব। পুণ্যকর্মের ফলে নহুষ স্বর্গাধিপতি হয়েছিলেন।[৭] সগর রাজা একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করার প্রয়াসী হওয়ায় ইন্দ্র শততম যজ্ঞটি পণ্ড করেছিলেন অশ্বমেধের অশ্বটি অপহরণ করে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ইন্দ্র শতযজ্ঞ সম্পাদন করেই দেবরাজ হয়েছিলেন :

পুরা শতমখো দর্পাৎ কৃত্বা মখশতং মুদা।
বভূব সর্বদেবানামধ্যক্ষঃ সম্পদা যুতঃ ॥[৮]

১ ঋগ্বেদ—১।৮২।৫ ২ অনুবাদ—তদেব ৩ ঋগ্বেদ—১।৪।৮
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ অথর্ববেদ—২০।৩।২০।২
৬ বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা, দুর্গাদাস লাহিড়ী—পৃঃ ৫১ ৭ মহাভারত—উদ্যোগপর্ব
৮ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড—৪৭।৬

ইন্দ্র পুরন্দর—ইন্দ্র অসুরদের বহু পূর্ বা দুর্গ ধ্বংস করেছিলেন। এই জন্যই পুরাণে তাঁর এক নাম পুরন্দর। তিনি শম্বরাসুরের নিরানব্বইটি পূর্ ধ্বংস করেছিলেন বলে বেদে উল্লিখিত হয়েছে। ইন্দ্রকর্তৃক শত্রুপূর্ ধ্বংস করার তাৎপর্য সম্পর্কে অধ্যাপক ম্যাক্ডোনেল লিখেছেন, "In the mythical imagery of the thunder-storm, the clouds also very frequently became the fortress (puraḥ) of the aerial demons. They are spoken of as ninety-nine or a hundred in number."[১] পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘকেই অসুরদের দুর্গ-কল্পনা বৈদিক কবিদের অত্যন্ত স্বাভাবিক বোধ হয়। রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করতো। ইন্দ্র মেঘরূপী দুর্গ ধ্বংস করতেন।

ইন্দ্র সোমপায়ী—ইন্দ্র সোমপায়ী। সোমরস পেলে ইন্দ্রের আনন্দের সীমা থাকে না। সোমপান করে তাঁর উদর বিশাল হয়ে ওঠে। সোম পানে তাঁর ক্লান্তি নেই। তাঁর শ্মশ্রু দিয়ে সোম ঝরে পড়তে থাকে, তথাপি তিনি সোমপানের নিমিত্ত অন্যত্র ধাবমান হোন। এইরূপ একজন দেবতা—যিনি আবার বেদের প্রধান দেবতা—তাঁর সম্পর্কে এই বর্ণনা পড়ে অশ্রদ্ধা জাগা স্বাভাবিক। সোম শব্দে বোঝায় সোমলতার রস—যা মাদকদ্রব্য বা সুরারূপে বৈদিকযুগে ব্যবহৃত হোত। ইন্দ্রের সোমপান—অপরিমিত মদ্যপান। কিন্তু সূর্যাগ্নিরূপী ইন্দ্র মদ্যপান করে উদর স্ফীত করে মত্ত হতেন বৈদিক কবির নিকট এরূপ কল্পনা স্বাভাবিক বোধ হয় না। এই বিবরণের বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে বোধ হয়। ইন্দ্র সোম-প্রিয়, অতএব ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে সোমযাগের অনুষ্ঠান বিধেয়, —এইরূপ অভিপ্রায় ঋষি-কবির ছিল বলে মনে হয়। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে আছে যে বৃত্রবধের জন্য ইন্দ্র সামমন্ত্র থেকে শক্তিলাভ করেছিলেন। এই সামমন্ত্র সোমযাগে প্রযুক্ত হয়।

"ইন্দ্রঃ প্রজাপতিমুপাধাবৎ বৃত্রং হনানীতি তস্মা এতচ্ছন্দোভ্য ইন্দ্রিয়ং বীর্যং নির্মায় প্রাযচ্ছদেতেন শক্নুহীতি তচ্ছক্বরীণাং শক্বরীত্বম্।"[২] — বৃত্রকে বধ করবো এই কথা বলে পুরাকালে ইন্দ্র প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হলেন। তখন গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ থেকে সারভূত (বীর্য) নির্মাণ করে প্রজাপতি ইন্দ্রকে দিলেন।

১ Vedic mythology—page 6 ২ তাণ্ড্যমহাব্রাঃ—১৩।৪।১

প্রজাপতিপ্রদত্ত এই শক্তিদ্বারা ইন্দ্র বৃত্রাসুরের সীমা (মস্তকের মধ্যভাগ) বিদীর্ণ করেছিলেন। সীমা ভেদ করার জন্যই এই সামমন্ত্রকে শক্করী বলা হয়।

বৃত্রহত্যায় পরে ইন্দ্রের তেজ হ্রাস হলে দেবতাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ থেকে ইন্দ্র স্বীয় তেজ পুনঃ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। "ইন্দ্রো বৃত্রমহন্ স বিষ্বঙ্ বীর্যেণ ব্যার্চ্ছত্তস্মৈ দেবাঃ প্রায়শ্চিত্তিমৈচ্ছংস্তং ন কিঞ্চনাধিনোত্তং তীব্র সোম এবাহধিনোৎ।"[১] — পুরাকালে বৃত্রকে হত্যা করে ইন্দ্রের তেজ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছিল, দেবতারা তার প্রায়শ্চিত্ত (প্রতিকার) ইচ্ছা করে বহু যজ্ঞ করলেন। কিন্তু তাতে কিছু ফল হোল না। তখন তাঁরা তীব্র সোম প্রদান করলেন।

এই কাহিনীর মূলকথা,—সোমযাগ সম্পন্ন করে ইন্দ্রের তেজোবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল। বৃত্রবধ করায় ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কিত পৌরাণিক উপাখ্যানের মূল এখানেই। বৃত্রবধের পর বর্ষার অপগমে সোমযাগের অনুষ্ঠানের দ্বারা সূর্যের তেজোবৃদ্ধি হোত এই বিশ্বাসের ফলেই এরূপ কাহিনীর উদ্ভব। মহাভারতের ত্রিশিরা বৃত্রবধের পরে ইন্দ্র বিষ্ণুর আদেশে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে পাপমুক্ত হয়ে স্বীয় তেজ পুনর্বার লাভ করেছিলেন।[২]

সোমশব্দের অপর একটি অর্থ চন্দ্র। প্রাতঃকালে সূর্যের উদয়ে চন্দ্রের জ্যোতি ম্লান হয়,—ইন্দ্র সোমপান করেন। চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধি ও সূর্যকিরণের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। কৃষ্ণপক্ষে ক্ষয়িষ্ণু চন্দ্রের কলা সূর্য পান করেন এইরূপ বিশ্বাসও ইন্দ্রের সোমপানের মূল হতে পারে।

পণ্ডিত প্রবর দুর্গাদাস লাহিড়ী ইন্দ্রের সোমপান সম্পর্কিত ব্যাপারের একটি গভীরতর তাৎপর্য উপলব্ধি করেছেন। তিনি লিখেছেন, "ইন্দ্রদেব এখানে মেঘাধিপতি বৃষ্টির দেবতা। সুতরাং তাঁহার দেহ (উদর ও মুখ) ঐ অনন্ত আকাশ বলিয়া মনে করিতে পারি। সেক্ষেত্রে "কুক্ষিঃ সোমপাতমঃ" বলিতে……প্রতীত হয় না-কি যে উহাতে মেঘপুঞ্জদ্বারা সজ্জিত অন্তরীক্ষকেই বুঝাইতেছে ?

"সমুদ্র ইব পিন্বতে"……মহাসমুদ্রে বৃষ্টির বা নদনদীর যত জল আসিয়াই পতিত হউক না কেন, সমুদ্র তাহাতে স্ফীত বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ যত মেঘই সজ্জিত হউক, যতই মেঘের আয়তন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক, তাহাতে তাঁহার বিশাল উদরের কিছুই আসে যায় না।"[৩]

দুর্গাদাস আরও লিখেছেন, "সংসারের ক্লেদরাশি বিশুদ্ধ বাষ্পাকারে পরিণত

১ তদেব—১৮।৫।২ ২ মহাঃ, উদ্যোগপর্ব ৩ বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা—পৃঃ ২৯

হইয়া আকাশে মেঘে পর্যবসিত হয়। এখানে সোম শব্দে সেই বিশুদ্ধ বাষ্পকে বুঝাইতেছে। ……বাষ্পের দ্বারা মেঘ সঞ্চারের বিষয়ই এখানে রূপকে বিবৃত হইয়াছে। বাষ্প গ্রহণ (পান) তাঁহার মুখসম্বন্ধসূচক ; বাষ্প ধারণ তাঁহার উদরের বিশালত্ব জ্ঞাপক…।

"আপো ন ককুদঃ"……আকাশে বা মেঘে সর্বদা জলকণা সঞ্চিত থাকে, সে জলকণা কদাচ একেবারে নিঃশেষিত হয় না।"[১]

কিন্তু বৈদিক সোম সূর্যরশ্মিকেই বোঝায়। দিবাবসানে রশ্মিসংহরণ ইন্দ্র কর্তৃক সোমপানের প্রকৃত তাৎপর্য।[২]

ইন্দ্রের পিতৃহত্যা—ঋগ্বেদে ইন্দ্রের পিতৃহত্যার কথা বলা হয়েছে। ইন্দ্রের পিতা দ্যৌস্। দ্যৌস্ শব্দে আকাশকে বোঝায়। আবার দ্যৌস্ শব্দে দীপ্তিমান সৌরকিরণও বুঝায়। সূর্যাস্তের পরে সৌরতেজের বিনাশ (অদর্শন) অথবা আকাশের দীপ্তিহ্রাস ইন্দ্রের পিতৃহত্যা কাহিনীর মূলে বর্তমান বলে মনে হয়। অগ্নি বা আগ্নেয় তেজ থেকে সূর্যরূপী ইন্দ্রের জন্ম। ত্রিশিরা বধের মতই সূর্যোদয়ে অগ্নির তেজ হরণের বৃত্তান্তও ইন্দ্রের পিতৃহত্যার উৎস হওয়া অসম্ভব নয়।

ইন্দ্র সহস্রাক্ষ ও অহল্যা—ইন্দ্র সহস্রাক্ষ। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের সহস্র চক্ষুর উল্লেখের কথা পূর্বেই কথিত হয়েছে। অথর্ববেদেও ইন্দ্র সহস্রাক্ষ :

উপপ্রাগাৎ সহস্রাক্ষো যুক্ত্বা শপথো রথম্।[৩]

—সহস্রাক্ষ শাপদক্ষ ইন্দ্র রথে অশ্ব যোজনা করে আমাদের নিকট আগমন করুন।

রামায়ণেও ইন্দ্রকে সহস্রচক্ষু বা সহস্রাক্ষ নামে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু রামায়ণে অহল্যা উপাখ্যানে ইন্দ্রকে অহল্যাগমনের পূর্ব থেকেই সহস্রাক্ষ নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

তস্যান্তরং বিদিত্বা সহস্রাক্ষঃ শচীপতিঃ।
মুনিবেষধরো ভূত্বা অহল্যামিদমব্রবীৎ॥[৪]

—গৌতম ঋষি দূরে গমন করেছেন জেনে শচীপতি সহস্রলোচন মুনিবেশ ধারণ করে অহল্যাকে এই কথা বলেছিলেন।

---

১ তদেব—পৃঃ ৩০ ২ পরে সোম প্রসংগ দ্রষ্টব্য ৩ অথর্ব—৬।৪।৩৭।১
৪ রামায়ণ, আদিকাণ্ড—৪৮।১৭

অহল্যাভিগমনের শাস্তিরূপে রামায়ণে গৌতমের অভিশাপে ইন্দ্রের অণ্ডকোষ খসে পড়েছিল। ঋষি অভিশাপ দিয়েছিলেন, "অকর্তব্যমিদং যস্মাদকলঙ্ক ভবিষ্যসি।"[1] —যেহেতু এই অকরণীয় কার্য তুমি করেছ, সেইজন্য তুমি কলহীন হবে।

গৌতমের অভিশাপের ফলে—

গৌতমেনেবমোক্তস্য সরোষেণ মহাত্মনা।
পেততু বৃষণৌ ভূমৌ সহস্রাক্ষস্য তৎক্ষণাৎ ॥[2]

—মহাত্মা গৌতম ক্রুদ্ধ হয়ে এইরূপ বললে সহস্রাক্ষ ইন্দ্রের অণ্ডদ্বয় তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পতিত হয়েছিল।

রামায়ণ অনুসারে ইন্দ্রের সহস্রলোচন গৌতমের অভিশাপের ফলে উদ্ভূত নয়। মহাভারতে ইন্দ্রের সহস্রলোচনের হেতু সম্পর্কে একটি ভিন্নতর বৃত্তান্ত কথিত হয়েছে। সুন্দ ও উপসুন্দের মৃত্যুর হেতু রূপে বিশ্বকর্মা তিলোত্তমা সৃষ্টি করলে মহাদেব সেই অত্যাশ্চর্য রূপ দর্শনের নিমিত্ত হলেন চতুর্মুখ আর ইন্দ্র হলেন সহস্রলোচন।

কুর্বত্যা তু তদা তত্র মণ্ডলং তং প্রদক্ষিণম্।
ইন্দ্রঃ স্থাণুশ্চ ভগবান্ ধৈর্যেণ প্রত্যবস্থিতৌ ॥
দ্রষ্টুকামস্য চাত্যর্থং গতয়া পার্শ্বতস্তয়া।
অন্যদঞ্চিতপদ্মাক্ষং দক্ষিণং নিঃসৃতং মুখম্ ॥
পৃষ্ঠতঃ পরিবর্তন্ত্যাঃ পশ্চিমং নিস্সৃতং মুখম্।
গতয়া চোত্তরং পার্শ্বমুত্তরং নিঃসৃতং মুখম্ ॥
মহেন্দ্রস্যাপি নেত্রাণাং পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতোঽগ্রতঃ।
রক্তান্তানাং বিশালানাং সহস্রং সর্বতোঽভবৎ পুরা ॥
এবং চতুর্মুখঃ স্থাণুর্মহাদেবোঽভবৎ ॥
তথা সহস্রনেত্রশ্চ বভূব বলসূদনঃ ॥[3]

—তিলোত্তমা অতি সাবধানতাপূর্বক ভগবান্ মহাদেব ও ইন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিল। প্রদক্ষিণকালে সে মহাদেবের দক্ষিণ পার্শ্বে গমন করিলে তদীয় অলোকসামান্য লাবণ্য দর্শনার্থে দক্ষিণ দিকে তাঁহার এক মুখ নির্গত হইল এবং উত্তর দিকে

১ তদেব—৪৮।২৭ ২ তদেব—২৪।২৮ ৩ মহাভারত, আদিপর্ব—২১১।২৪-২৮

গমন করিলে, সে দিকেও আর একটি মুখ নির্গত হইল, ভগবান পুরন্দরেরও সর্বাঙ্গে অতি বিশাল সহস্র লোচন আবিভূর্ত হইল। এইরূপে পূর্বকালে ভগবান মহাদেব চতুর্মুখ এবং বলনিসূদন ইন্দ্র সহস্রলোচন হইয়াছিলেন।[১]

মহাভারতে একাধিকবার ইন্দ্র কর্তৃক অহল্যা ধর্ষণের উল্লেখ আছে :

অহল্যা ধর্ষিতা পূর্বমৃষিপত্নী যশস্বিনী ।[২]

ইন্দ্রের সহস্রচক্ষুত্বের হেতু যে অহল্যাভিগমন সেইরূপ বিবরণ এখানে নেই। মহাভারতের আর এক স্থানে বলা হয়েছে যে অহল্যাধর্ষণের পাপে গৌতমের শাপে ইন্দ্রের শ্মশ্রু হরিদ্বর্ণ হয়েছিল আর তাঁর মুষ্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে মেষবৃষণ সংযোজিত হয়েছিল কৌশিকমুনির জন্য।

অহল্যাধর্ষণনিমিত্তং হি গৌতমাদ্ধরিশ্মশ্রুত্বামিন্দ্রঃ প্রাপ্তঃ।
কৌশিকনিমিত্তং চেন্দ্রো মুষ্কবিয়োগং মেষবৃষণত্বং চাবাপ।[৩]

মহাভারতে অহল্যা সম্পর্কে আর একটি উপাখ্যান আছে। এই উপাখ্যানে ঋষি গৌতম পত্নী অহল্যার ব্যাভিচারে কুপিত হয়ে পুত্র চিরকারীকে আদেশ করেছিলেন অহল্যাকে হত্যা করতে।

ব্যাভিচারে তু কস্মিংশ্চিদ্ব্যতিক্রম্যাপরান্ সুতান্।
পিত্রোক্তং কুপিতেনাথ জহীমাং জননীমিতি ॥
ইত্যুক্ত্বা স তদা বিপ্রো গৌতমো জপতাং বরঃ।
অবিমৃশ্য মহাভাগো বনমেব জগাম সঃ ॥[৪]

— কোন সময়ে পত্নী অহল্যার ব্যাভিচার দর্শনে কুপিত পিতা অন্যান্য পুত্রদের অতিক্রম করে চিরকারীকে বলেছিলেন, তুমি জননীকে বধ কর। এই বলে তপস্বীশ্রেষ্ঠ মহাভাগ গৌতম কোন চিন্তা না করে বনে চলে গেলেন।

গৌতম নন্দন চিরকারী পিতার আদেশ স্মরণ করে পিতার এবং মাতার শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব পর্যালোচনা করে স্ত্রীজাতির মহত্ত্ব আলোচনা করলেন এবং মাতাকে নির্দোষ বিবেচনা করলেন। তাঁর মতে দেবরাজই হলেন অপরাধী।

ইন্দ্রের অপরাধে মাতৃহত্যা অনুচিত বিবেচনায় চিরকারী পিতার আদেশ পালনে বিলম্ব করলেন। গৌতম তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হয়েও নিজের নিষ্ঠুর আদেশের

১ অনুবাদ—কালিপ্রসন্ন সিংহ ২ মহাঃ, উদ্যোগপর্ব—১২।৬
৩ মহাঃ, শান্তিপর্ব—৩৪২।২৩ ৪ মহাভারত, শান্তিপর্ব—২৬৫।৭।৮

জন্য অনুতপ্ত হয়ে পুত্রের সন্নিকটে উপনীত হলেন। তিনি ভাবলেন, অহল্যা প্রকৃত-পক্ষে নিরপরাধা।

আশ্রমং মম সম্প্রাপ্তস্ত্রিলোকেশঃ পুরন্দরঃ।
অতিথিব্রতমাস্থায় ব্রাহ্মণং রূপমাস্থিতঃ॥
স ময়া সান্ত্বিতো বাগ্‌ভিঃ স্বাগতেনাভিপূজিতঃ।
অর্ঘ্যং পাদ্যং যথান্যায়ং ময়া চ প্রতিপাদিতঃ॥
পরবানস্মি চেত্যুক্তঃ প্রণয়িষ্যতি তেন চ।
অত্র চাকুশলে জাতে স্ত্রিয়া নাস্তি ব্যতিক্রমঃ॥
এবং ন স্ত্রী ন চৈবাহং নাধ্বগস্ত্রিদশেশ্বরঃ।
অপরাধ্যতি ধর্মস্য প্রমাদস্ত্বপরাধ্যতি॥
ঈর্ষাজং ব্যবসনং প্রাহুস্তেন চৈবোর্ধ্ব রেতসঃ।
ঈর্ষয়াত্বমহমাক্ষিপ্তো মগ্নো দুষ্কৃতসাগরে॥
হত্বা সাধ্বীং চ নারীঞ্চ ব্যসনিত্বাচ্চ বাসিতাম্।
ভর্তব্যত্বেন ভার্যাং চ কোঽনু মাং তারয়িষ্যতি॥[১]

—ত্রিলোকেশ্বর পুরন্দর অতিথিব্রত অবলম্বনপূর্বক ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া আমার আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে বাক্যদ্বারা বিশ্রান্ত করিয়া স্বাগতপ্রশ্নে সমাদরপূর্বক যথান্যায়ে পাদ্য-অর্ঘ্য প্রদান করিলাম এবং কহিলাম, অদ্য আপনি আমার আশ্রমে আগমন করায় আমি সনাথ হইলাম। দেবরাজ প্রীত হইবেন বলিয়াই আমি এই সকল কথা কহিয়াছিলাম, এ বিষয় চিন্তা করিলে বোধ হয়, এই অমঙ্গল ঘটিলে অর্থাৎ ইন্দ্রের চপলতা বশতঃ মদীয় পত্নীতে দোষস্পর্শ হইলে অহল্যার তাহাতে কোন অপরাধ হয় নাই। অতএব এ বিষয়ে অহল্যা, আমি ও স্বর্গপথগামী ত্রিদশেশ্বর এই তিনজনের মধ্যে কেহই অপরাধী নহে, ধর্ম-সম্বন্ধীয় প্রমাদই এ বিষয়ে অপরাধী। উর্ধ্বরেতা মুনিগণ কহেন, প্রমাদবশতই ঈর্ষাজনিত বিপদ ঘটে, আমি ঈর্ষাদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া দুষ্কৃতসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি; সতী সিমন্তিনী ভরণীয়া ভার্যা অনভিজ্ঞতাবশতঃ পরপুরুষ সংসর্গ করায় আমি তাহাকে নিহত করিতে অনুমতি করিয়াছি, এক্ষণে কে আমাকে সেই পাপ হইতে পরিত্রাণ করিবে?[২]

১ মহাঃ, শান্তিপর্ব—১৬৫।৪৭-৫২ ২ বর্ধমান রাজবাটী প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ

এইরূপ দীর্ঘ বিলাপের পর গৌতম পুত্র ও পত্নীকে চরণে প্রণত দেখে পরম আনন্দ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

গৌতমস্তং ততো দৃষ্ট্বা শিরসা পতিতং ভুবি।
পত্নীং চৈব নিরাকারাং পরমভ্যাগমন্মুদম্ ॥[১]

অনন্তর, গৌতম তাঁহাকে অবনত মস্তকে ভূতলে পতিত দেখিয়া এবং পত্নীকে লজ্জায় পাষাণপ্রায় বিলোকন করিয়া পরম হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন।[২]

এই উপাখ্যানে অহল্যার পাষাণীভবন অথবা ইন্দ্রের প্রতি গৌতমের অভিশাপ অনুল্লেখিত। মহাভারতকার অহল্যাকে নিরাকারা বলেছেন। নীলকণ্ঠ টীকায়, নিরাকারাং শব্দের অর্থ করেছেন—"লজ্জয়া পাষাণীভূতাং।"—অর্থাৎ লজ্জায় পাষাণের মত হয়েছিলেন।

পদ্মপুরাণে (সৃষ্টিখণ্ড) ইন্দ্রের দেহে সহস্র ভগচিহ্ন ও দেবী ইন্দ্রাক্ষীর কৃপায় সহস্র ভগক্ষত সহস্র চক্ষুতে রূপান্তরিত হওয়ার কাহিনী বিবৃত হয়েছে। অহল্যা-ধর্ষণের পরে গৌতমের দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে ইন্দ্র জলমধ্যে আত্মগোপন করে ইন্দ্রাক্ষী দেবীর স্তব করেছিলেন। দেবী তুষ্টা হয়ে ইন্দ্রকে বর দিতে উদ্যতা হলে ইন্দ্র প্রার্থনা করলেন যে তাঁর দৈহিক বিরূপতা দেবীর কৃপায় বিদূরিত হোক।

ততো দেবীমুবাচেদং শক্রঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
তৎ প্রসাদাচ্চ মে দেবি বৈরূপ্যং মুনিশাপজম্ ॥
সন্ত্যাজ্য দেবরাজ্যঞ্চ লব্ধাহন্তু পুরা যথা।[৩]

দেবী উত্তরে বলেছিলেন, তোমার মুনিশাপকৃত ভগচিহ্ন ব্রহ্মাদি দেবগণও দূর করতে পারবে না, তবে তোমার যোনি মধ্যে সহস্র চক্ষু হবে এবং তুমি সহস্রাক্ষ নামে পরিচিত হবে।

তমুবাচ ততো দেবী পাপং তন্মুনিশাপজম্ ॥
হন্তুং ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ শক্তা নাহং সুরেশ্বর।
কিন্তু বুদ্ধিং সৃজাম্যদ্য যেন লোকৈর্নলক্ষ্যতে॥
যোনি মধ্যগতং দৃষ্টিসহস্রন্তে ভবিষ্যতি।
সহস্রাক্ষ ইতি খ্যাতঃ সুররাজ্যং করিষ্যসি।[৪]

ইন্দ্রের অণ্ড বিচ্যুত হওয়ারও প্রতিকার করেছিলেন ইন্দ্রাক্ষী দেবী। তাঁর বরে ইন্দ্র মেষাণ্ড ও মেষশিশ্ন লাভ করেছিলেন।

১ মহাঃ, শান্তিপর্ব—১৬৫।৬১ ২ তদেব ৪ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—৫৪।৪৩-৪৭
৪ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—৫৪।৪৭-৪৯

মেষাণ্ডং তব শিশ্নঞ্চ ভবিষ্যতি মদ্বরাৎ।[১]

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ঋষি গৌতম অহল্যাভিগমনের অপরাধে ইন্দ্রকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, ইন্দ্রের দেহে সহস্র যোনিচিহ্ন দেখা দেবে; এবং এক বৎসর যোনি গন্ধ থাকবে ; পরে সূর্যের আরাধনা করলে যোনি চক্ষুতে পরিণত হবে।

বেদং বিজ্ঞায় জ্ঞানী ত্বং যোনিলব্ধোঽসি কর্মনা।
যোনিনাং সহস্রঞ্চ তব গাত্রে ভবত্বিহ ॥
যোনিগন্ধং ত্বমাপ্নুহি পূর্ণবর্ষঞ্চ সন্ততম্।
ততঃ সূর্যং সমারাধ্য যোনিশ্চক্ষুর্ভবিষ্যতি ॥[২]

বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যে ইন্দ্র কর্তৃক অহল্যা ধর্ষণ ও ইন্দ্রের শাস্তির কাহিনী স্থান লাভ করেছে। দ্বিজমাধব তাঁর সারদাচরিত বা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লিখেছেন যে ইন্দ্র গুরু পত্নী অহল্যাকে দেখে কামপরশ হয়ে বলপূর্বক সম্ভোগে মত্ত হয়েছিলেন। সেই অবস্থায় গুরু গৌতম ইন্দ্রকে দেখতে পেয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন।

মদনের রঙ্গে আছে দেব সুরেশ্বর।
হেনকালে গৃহেতে আসিল মুনিবর ॥
গুরুরে দেখিয়া ইন্দ্র পলাইয়া যায়ে
ক্রোধে মুনির অঙ্গে পাবক বাহিরায়ে ॥
তোর বুদ্ধি গৌতম যে ব্রাহ্মণ না হয়ে।
যাহ পুরন্দর তোর ভগ হউক গায়ে ॥

পরে দেবী মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করে ইন্দ্র অভিশাপ থেকে মুক্ত হলেন, তাঁর ভগচিহ্ন পরিণত হ'ল চক্ষুতে।

দেবী বোলে দেবরাজ না কর ক্রন্দন।
অঙ্গের ব্যাধি তোমার খণ্ডিব এখন ॥
ব্রাহ্মণের বাক্য আমি নারি খণ্ডাইবারে।
ভগ ঘুচিয়া চক্ষু হউক শরীরে ॥
সেই ক্ষণে হইল ইন্দ্র সহস্রলোচন ॥[৩]

দ্বিজরামদেবের অভয়ামঙ্গলে ইন্দ্র গুরুপ্রণাম করতে গৌতমের আশ্রমে এসে স্নানের উদ্দেশ্যে বহির্গত গুরু গৌতমের অনুপস্থিতির সুযোগে গুরুপত্নী অহল্যাকে অংকশায়িনী করেছিলেন।

---

১ তদেব—৫৪।৫০ ২ ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড—৪৭।৩১-৩২
৩ মঙ্গলচণ্ডীর গীত (ক. বি.)—পৃঃ ২২-২৩

স্নান হেতু তীর্থরাজ গেছে তপোধন ॥
অহল্যা আশ্রমে আছে দেখে একেশ্বরে।
গুরু দারা বৈসে ছিল পর্ণশালা ঘরে ॥
সেইকালে দৈবযোগে ভেদে কামশরে
পারিজাত মালা দিল গুরুদারা শিরে ॥

পরিতৃপ্ত ইন্দ্র ফিরে গেলে গৌতম প্রত্যাগমন করে অহল্যার অবস্থা দেখে অভিশাপ দিলেন।

ইন্দ্রস্পদ পাই এখ মদে মত্তমতি।
গুরু দারা লঙ্ঘিল যে পাপ সুরপতি ॥
ভগহেতু যে ভুলিছ তুমি দেব রাএ।
অবিলম্বে শাপ দিলুম ভগ হউক গায়ে ॥

লজ্জিত ও অনুতপ্ত ইন্দ্র ব্রহ্মার নির্দেশ পেয়ে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করলেন। দেবী করুণার্দ্র হয়ে হস্তস্পর্শে ইন্দ্রের ভগক্ষতকে চক্ষুতে পরিণত করলেন।

ইন্দ্রের করুণে মাতা সদ এ অন্তর।
পদ্মহস্তে পরশিলা বিরোজার শির ॥
গুরুশাপে ভগাঙ্গ হইয়াছিল দেবরাএ।
সহস্রাক্ষ কৈলা তানে জগতের মাএ ॥[১]

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই কাহিনীকেই যুগোচিত পরিবর্তন সাধন করে পাষাণী নাটকে স্থান দিয়েছেন। অহল্যা উপাখ্যান যে রূপক কাহিনী তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। অহল্যার প্রসঙ্গ বেদে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইন্দ্র সহস্রাক্ষ বেদে-পুরাণে সর্বত্র আছে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র অহল্যা-উপাখ্যানের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন, "অহল্যা অর্থাৎ যে ভূমি হলের দ্বারা কর্ষিত হয় না—কঠিন, অনুর্বর। ইন্দ্র বর্ষণ করিয়া সেই কঠিন ভূমিকে কোমল করেন, জীর্ণ করেন—এইজন্য ইন্দ্র অহল্যা জার। জৄ ধাতু হইতে জার শব্দ নিষ্পন্ন হয়। বৃষ্টির দ্বারা ইন্দ্র তাহাতে প্রবেশ করেন, এইজন্য তিনি অহল্যা অভিগমন করেন।"[২]

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে আকাশই ইন্দ্র এবং আকাশের সহস্র তারকা ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু। "ইন্দ্‌ ধাতু বর্ষণে। তদুত্তর র প্রত্যয় করিয়া ইন্দ্র শব্দ হয়। অতএব যিনি

১ অভয়া মঙ্গল (ক. বি.)—পৃঃ ২৩-২৪ ২ প্রচার পত্রিকা, ১ম খণ্ড, ১২৯১, পৃঃ ১৫৫

বৃষ্টি করেন তিনিই ইন্দ্র। আকাশ বৃষ্টি করে, অতএব ইন্দ্র আকাশ।"[১] "ইন্দ্র সহস্রাক্ষ, কিন্তু ইন্দ্র আকাশ। আকাশের সহস্র চক্ষু কে না দেখিতে পায়?… সহস্র তারাযুক্ত আকাশ, সহস্রাক্ষ ইন্দ্র।"[২] বঙ্কিমচন্দ্র প্রমাণস্বরূপ গ্রীকপুরাণের সহস্রাক্ষ আকাশের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় ইন্দ্রের মত গ্রীকদেবতা আর্গস সহস্রলোচন। "**Greeks had still present to their thought the meaning of Argos Pannoptes, Io's hundred eyed all seeing guard, who was slain by Hermes and changed into a peacock. for Macrobus writes as recognizing in him the star-eyed heaven itself; as the Aryan Indra—the Sky—is the 'thousand eyed'.**"[৩]

ইন্দ্র দেবতার প্রকৃত স্বরূপ পূর্বেই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। সূর্যের বা অগ্নির যে শক্তি বা মূর্তি বারিবর্ষণের উপযোগী অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করেন, তিনিই ইন্দ্র। শীতে ও গ্রীষ্মে শুষ্ক মৃত্তিকা থাকে, হলকার্যের অযোগ্য—অহল্যা। এই সময়ে সূর্যের হরিদ্বর্ণ রশ্মি ভূভাগ থেকে রস আহরণ করে। বাষ্পীভূত রস আকাশে মেঘরূপে পুঞ্জীভূত হয়। ইন্দ্র বজ্রদ্বারা বারিবর্ষণের প্রতিকূল অবস্থা বৃত্রাদি অসুরকুলকে ধ্বংস করে বৃষ্টিরূপে অহল্যা মৃত্তিকার সঙ্গে মিলিত হন,—অহল্যা ভূমি হল্যা বা কর্ষণোপযোগী হয়ে ওঠে। কিন্তু বর্ষার অপগমে সূর্যাগ্নিরূপী ইন্দ্র সহস্রকিরণে শোভিত হয়ে প্রকাশিত হন,— ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু উন্মীলিত হয়। এই সর্বজনবিদিত প্রাকৃতিক ঘটনাই ইন্দ্র-অহল্যা সংবাদের রূপকে প্রকাশিত হয়েছে।

ঋগ্বেদের দুটি ঋকে সীতার স্তুতি করা হয়েছে। একটি ঋকে বলা হয়েছে, 'ইন্দ্র সীতাং নিগৃহ্ণাতু, তাং পূষানুযচ্ছতু।'[৪] — ইন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করুণ, পূষা তাঁকে বর্ধিত করুন। সায়নের মতে সীতা লাঙ্গল-পদ্ধতি অথবা 'সীতাধারকাষ্ঠা'—লাঙ্গলের যে অংশে ফাল-লাগানো থাকে সেই অংশ। আচার্য মহীধরের মতে সীতা শব্দের অর্থ মৃত্তিকায় লাঙ্গলের দ্বারা চিহ্নিত রেখা,[৫] —ইন্দ্রকৃত বারিবর্ষণের ফলে সীতা অর্থাৎ লাঙ্গল-পদ্ধতি বা হলচালনরেখা সুগম হবে এবং সূর্যরূপী পূষা সে হলকার্যকে সার্থক করে তুলবেন, এই বক্তব্য ঋষিকবির। ঋগ্বেদের উক্ত-সূক্তটি চাষ আরম্ভ করার পূর্বে পঠিত হয় বলে গৃহ্যসূত্রে উল্লিখিত আছে।[৬] ইন্দ্র-

---

১ প্রচার পত্রিকা, ১ম খণ্ড, ১২৯১ ২ ঐদেব

৩ Primitive calture, vol. I, Tylor, page 230 ৪ ঋগ্বেদ—৪।৫৭।৭

৫ শুক্ল যজুঃ—১২।৭০ ৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র কৃত ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম, ৪।৫৭ ঋকের টীকা

নীতা সংযোগই পরবর্তীকালে ইন্দ্র-অহল্যা-সংবাদে রূপান্তরিত হয়েছে বলে মনে করি।

সূর্যই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের চক্ষুস্বরূপ। সহস্র সূর্যকিরণই ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু। অথবা যে অগ্নি বর্ষার অপগমে স্বতেজে সহস্র লেলিহান শিখায় প্রদীপ্ত হয়ে ওঠেন সেই অগ্নির সহস্র শিখাই ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু। বেদে সূর্য এবং অগ্নি উভয়েই সহস্রাক্ষ। সূর্য সহস্র শৃঙ্গও। "সহস্রশৃঙ্গো বৃষভো যঃ সমুদ্রাদুদাচরৎ।"[১] —সহস্রশৃঙ্গ বৃষভ (বর্ষণকারী) সূর্য, যিনি সমুদ্র থেকে উদিত হন।

"ইমং মা হিংসীর্দ্বিপাদং পশুং সহস্রাক্ষো মেধায় চীয়মনঃ।"[২]

—হে সহস্রাক্ষ অগ্নি, যজ্ঞে চীয়মান হয়ে তুমি দ্বিপাদ পশুদের (মনুষ্যগণের) হিংসা কোরো না।

অগ্নে সহস্রাক্ষ শতমূর্ধঞ্ছতং তে প্রাণাঃ সহস্রং ব্যানাঃ
সুব্রহ্মাত্মা সুবর্চস্কঃ সহস্রার্চির্বিভাবসুঃ ॥[৩]

—হে অগ্নি, তুমি সহস্র চক্ষুবিশিষ্ট, শত তোমার মস্তক, শত তোমার প্রাণ, সহস্র ব্যান, তুমি ব্রহ্মস্বরূপ, শ্রেষ্ঠ তেজসমন্বিত, সহস্র কিরণমণ্ডিত বিভাবসু।

গৌতমের অভিশাপে ইন্দ্রের দেহে সহস্র ভগক্ষত হয়েছিল। আধুনিককালে ভগ অর্থে যোনি বোঝায়। ভগ শব্দের প্রাচীন অর্থ ধন বা ঐশ্বর্য। নিরুক্তকার যাস্ক বলেছেন, "ভগো ভজতেঃ।"[৪] —ভজ্ ধাতুর সঙ্গে ঘঞ প্রত্যয় ক'রে ভগ শব্দ নিষ্পন্ন। ভগ শব্দের অর্থ ধন বা সম্পদ। ভগ বা ঐশ্বর্য যাঁর আছে তিনিই ভগবান্। এখানে ঐশ্বর্য বলতে পার্থিব ঐশ্বর্য না বুঝিয়ে ষড়ৈশ্বর্য বা বিভূতি বোঝায়। যাঁর যোনি আছে, এই অর্থে ভগবান হওয়া সম্ভব নয়। গীতায় শ্রীভগবান্ তাঁর ভগ বা বিভূতির বিবরণ দিয়েছেন দশম অধ্যায়ে। সূর্য যে বিশ্বের আত্মারূপে মানবের পরিচিত জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্যবান্, তাতে আর সন্দেহ কি? সুতরাং সূর্যাগ্নিরূপী ইন্দ্র সহস্র প্রকার ভগ বা ঐশ্বর্যের অধিকারী,—এত স্বতঃসিদ্ধ। ভগবান্ সূর্য সম্পর্কে গৌতমের অভিশাপ নিছক উপন্যাস।

পুরাণাদিতে ভগ দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। কূর্মপুরাণানুসারে ভগ ভাদ্র-মাসের সূর্য;[৫] স্কন্দপুরাণে ভগ মাঘ মাসের সূর্য।[৬] মৈত্রায়ণী সংহিতা অনুসারে

১ ঋগ্বেদ—৭।১।৩ ২ শুক্ল যজুঃ—১৩।৪৭ ৩ হরিবংশ, ভবিষ্যপর্ব—৬৩।৪
৪ নিরুক্ত—১।৩।১৫ ৫ কূর্মপুঃ, পূর্বভাগ—৪২।২০ ৬ স্কন্দপুঃ, প্রভাসখণ্ড—১০১।৬৫

ভগ শব্দের অর্থ অনুদিত আদিত্য।[১] ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে ভগ আদিত্যরূপেই বর্ণিত হয়েছেন :

প্রাতর্জিতং ভগমুগ্রং হুবেম বয়ং পুত্রমদিতে :... ।[২]

—আমরা প্রাতঃকালে তমোবিজয়ী অদিতির অর্থাৎ প্রাতঃসন্ধ্যার পুত্র উদ্‌গূর্ণ অর্থাৎ উদয়ার্থ সমুদ্যত বা উদিতপ্রায় ভগকেই আহ্বান করিতেছি।[৩]

নিরুক্তকার বলেছেন যে ভগ অন্ধ।

"অন্ধো ভগ ইত্যাহুরনুৎসৃপ্তো ন দৃশ্যতে।"[৪]—

—ভগ অন্ধ ইহা বলা হইয়া থাকে, সূর্য ভাবপ্রাপ্ত না হইলে দৃষ্টিগোচর হন না।[৫]

রাত্রিকালে জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন সুতরাং ভগ অন্ধ। দিবভাগে তিনি চক্ষুষ্মান্, —সর্বজগৎ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

"জনং ভগো গচ্ছতীতি বা বিজ্ঞায়তে, জনং গচ্ছত্যাদিত্য উদয়েন।"[৬] —ভগ মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়, ইহাও বিজ্ঞাত হইয়া থাকে, —আদিত্য উদিত হইয়া মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়।[৭]

যাস্কের মতানুযায়ী ভগ উদয়কালীন সূর্য। যে মাসের বা যে সময়েরই সূর্য হোন না কেন, ভগ যে সূর্য বা সূর্যরশ্মি, তাও কোন সন্দেহ নাই। সূর্যাগ্নিরূপী ইন্দ্রের সহস্র কিরণ বা কিরণরূপী বিভূতিই যে সহস্র ভগ তা ত অত্যন্ত প্রাঞ্জল।

আচার্য কুমারিল ভট্ট ইন্দ্রকে সূর্যরূপে গ্রহণ করে অহল্যা উপাখ্যানের একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন : "সমস্ততেজাঃ পরমেশ্বর নিমিত্তেন্দ্র শব্দবাচ্যঃ সবিতৈবাহনি নীয়মানতয়া রাত্রেরহল্যাশব্দবাচ্যায়াঃ ক্ষয়াত্মক জরণহেতুত্বাজ্জীর্জত্যস্মাদনেন বোধিতেন অহল্যাজার ইত্যুচ্যতে ন পরস্ত্রীব্যভিচারাৎ।" —সকল তেজের আধার সবিতা পরম ঐশ্বর্যময়ত্বহেতু ইন্দ্রপদবাচ্য। দিবাভাগকে লয় করে বলেই রাত্রির নাম অহল্যা। সেই রাত্রিকে ক্ষয়াত্মক জরণকার্যের জন্য অর্থাৎ জীর্ণ করার জন্য ইন্দ্রকে অহল্যাজার বলা হয়েছে, পরস্ত্রী ব্যভিচারের জন্য নয়।

অহল্যা কৃষিকর্মের অনুপযোগী ভূমিই হোক আর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিই হোক ইন্দ্রের অহল্যাভিগমন মানববেশী দেবরাজের জৈববৃত্তির ক্রিয়া একথা কোনমতেই

১ মৈত্রাঃ সং—১৬:১২ ২ ঋগ্বেদ—৭।৪১।২ ৩ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর
৪ নিরুক্ত—১।১৪।৪ ৫ অনুবাদ—তদেব ৬ নিরুক্ত—১২।১৪।৬
৭ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর

স্বীকার্য নয়। সূর্যরূপী ইন্দ্রের ক্রিয়াবিশেষই এই কাহিনীর উৎস। "ইন্দ্র সূর্যের এবং অহল্যা রাত্রির রূপকমাত্র। সূর্যোদয়ে রাত্রি অদৃশ্য হয়। এই ঘটনা অবলম্বন করে উপাখ্যানটি কল্পিত হয়। মতান্তরে, অহল্যা উষার রূপক। দিনে ইন্দ্ররূপী সূর্যের উষা অসূর্যম্পশ্যা হয়।"[১] 'হল' শব্দের আর একটি অর্থ কদর্যতা বা রূপ-হীনতা। কুরূপতাহীনা অনিন্দ্যসুন্দরীকে অহল্যা বলা চলে। এই হিসাবে বৈরূপ্যহীনা উষা ও সূর্যের মিলনবৃত্তান্ত অহল্যা কাহিনীর উৎস হতে পারে।

ইন্দ্রের পিতা ও মাতা—একটি ঋকে বলা হয়েছে যে ইন্দ্র তাঁর দেহ থেকে পিতা ও মাতাকে সৃষ্টি করেছিলেন: "যন্মাতরং পিতরং চ সাকমজনথাস্তম্বঃ স্বায়াঃ।"[২] —তুমি তোমার দেহ হইতে তোমার পিতামাতাকে একসঙ্গে উৎপন্ন করিয়াছিলে।[৩]

এই ব্যাপারটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Maxmuller লিখেছেন, "Indra is praised for having made heaven and earth; and then when the poet remembers that heaven and earth had been praised else where as the parents of the gods and more specially as parents of Indra, he does not hesitate for a moment but says, 'what poets living before us have reached the end of all thy greatness? For thou hast indeed begotten the father and thy mother together from thy own body."[৪]

ইন্দ্রের দেহ থেকে ইন্দ্রের পিতামাতা জন্মেছেন, এরূপ উক্তি বৈদিক ঋষির পক্ষে অসম্ভব বা অযৌক্তিক নয়। ঋগ্বেদেই দক্ষ ও অদিতির বিবরণ থেকে জানতে পারি যে অদিতি থেকে দক্ষ এবং দক্ষ থেকে অদিতি জন্মেছেন। ইন্দ্র ও ইন্দ্রের পিতা-মাতার স্বরূপ অবগত হলেই ঋষির বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। দ্যুঃ ইন্দ্রের পিতা ও পৃথিবী ইন্দ্রের মাতা। দ্যুঃ অর্থাৎ আকাশ সূর্যরূপী ইন্দ্রের পিতা এবং পৃথিবী অগ্নিরূপী ইন্দ্রের মাতা। দ্যু অর্থে সৌরকরও বোঝায়। দ্যুঃ সূর্যেরই অপর রূপ অথবা সূর্য থেকেই দ্যুলোকের জন্ম—এ ত স্বতঃসিদ্ধ। পুরাণে ইন্দ্রাদি দেবগণের পিতা কশ্যপ ও মাতা অদিতি। কশ্যপ সূর্য বা সূর্যেরই মূর্ত্যন্তর। আর অদিতি অনন্ত তেজোরূপা শক্তি। এই হিসাবেও সূর্যাগ্নিরূপী ইন্দ্রের দেহ থেকে কশ্যপ ও অদিতির জন্ম হলে কোন বিরোধ হয় না।

১ পৌরাণিক অভিধান—সুধীরচন্দ্র সরকার পৃঃ ৩৪ ২ ঋগ্বেদ—১০।৫৪।৩

৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৪ India what can it teaches us (1883) page 161

খাণ্ডবদহনে ইন্দ্র—মহাভারতে আদিপর্বের অন্তর্গত খাণ্ডবদাহন পর্বে দেখি খাণ্ডবারণ্য অগ্নিদগ্ধ হওয়ায় কালে ইন্দ্র বারিবর্ষণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। ফলে অর্জুন ও ইন্দ্রের যুদ্ধ হয়েছিল। এই কাহিনীতে কোন এক পণ্ডিত বজ্রাস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্রের সংঘর্ষের রূপক বর্তমান বলে মনে করেছেন।

"The Mahabharata described the defeat of Indra in the clearing of the great forest of Khandava Prastha, which actually meant nothing else, but the use of fire-arms against the hurling of thunder by Indra, at the rainy season. The great Vedic god Indra was worshipped for rains assist cultivation."[১]

ইন্দ্রের প্রাধান্যলোপের ইঙ্গিত এই কাহিনীতে বর্তমান।

ইন্দ্র ও সরমা—সরমা ও ইন্দ্রের প্রসঙ্গ ঋগ্বেদেই আছে। ইন্দ্র সরমার সাহায্যে গোধন উদ্ধার করেছিলেন।

ইন্দ্রস্যাঙ্গিরসাং চেষ্টৌ বিদৎ সরমা তনয়ায় ধাসিম্।
বৃহস্পতির্ভিনদদ্রিং বিদদগাঃ সমুস্রিয়াভির্বাবশন্ত নরঃ ॥[২]

—ইন্দ্র ও অঙ্গিরা (গাভী) অন্বেষণ করিলে পর সরমা স্বীয় তনয়ের নিমিত্ত (ইন্দ্রের নিকট হইতে) অন্ন প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন বৃহস্পতি অসুরকে বধ করিলেন ও গাভী উদ্ধার করিলেন। দেবগণও গাভী সকলের সহিত হর্ষসূচক শব্দ করিতে লাগিল।[৩]

ইন্দ্র সরমার সহায়তায় গাভী উদ্ধার করেছিলেন, পরিবর্তে স্বীয় তনয়ের জন্য অন্ন উদ্ধার করেছিলেন। এই সরমা কে? নিরুক্তকারের মতে সরমা দেবগণের কুকুরী।

"সরমা দেবশুনীত্যৈতিহাসিক পক্ষেণ মাধ্যমিকা বাক্ নৈরুক্তপক্ষেণ সা কস্মাৎ সরণাৎ গমনাৎ।"[৪] —ঐতিহাসিকগণের মতে সরমা দেবকুকুরী, নিরুক্তকারগণের মতে সরমা মাধ্যমিকা বাক্, সরণ অর্থাৎ গমনহেতু সরমা॥

সরমার দুটি পুত্র ছিল, তারা সারমেয় নামে প্রসিদ্ধ।

অতিদ্রব সারমেয়ৌ শ্বানৌ চতুরক্ষৌ শবলৌ সাধুনা পথা।[৫]

১ Mahabharata as a history and a drama—Pramatha Nath Mallick, page 267

২ ঋগ্বেদ—১।৬২।৩ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৪ নিরুক্ত—১১।২৪

৫ ঋগ্বেদ—১০।১৪।১০, অথর্ববেদ—১৮।২।২।১১

—হে মৃত আত্মা! সরমানন্দন চারিচক্ষুবিশিষ্ট বিচিত্রবর্ণ এই দুই কুকুরের মধ্য দিয়ে দ্রুত চলে যাও।

—এই চারিচক্ষুবিশিষ্ট সারমেয়দ্বয় যমপুরের প্রহরীস্বরূপ[1], এরা দুজনেই যমের দূত।[2]

সরমা সম্পর্কে সায়নাচার্য পূর্বোদ্ধৃত ১।১২।৩ ঋকের ভাষ্যে লিখেছেন, "অত্রেদমাখ্যানম্। সরমা নাম দেবশুনী পণিভির্গোষ্বপহৃতাসু তদ্ গবেষণায় তাং ইন্দ্রঃ প্রাহৈষীৎ। যথা ব্যাধো বনান্তর্গত মৃগান্বেষণায় শ্বানং বিসৃজতি তদ্বৎ। সা চ সরমৈবমবোচৎ। হে ইন্দ্র, অস্মদীয়ায় শিশবে তদ্ গোসম্বন্ধি ক্ষীরাদ্যন্নং যদি প্রযচ্ছসি তর্হি গমিষ্যামি। স তথেত্যব্রবীৎ। ...ততো গত্বা গবাং স্থানমজ্ঞাসীৎ। জ্ঞাত্বা চাস্মৈ ন্যবেদয়ৎ। তথা নিবেদিতাসু গোষু তমসুরাং হত্বা তা গাঃ ইন্দ্রোহলভতেতি।"

(অস্যার্থ)—সরমা দেবকুক্কুরী। পণিগণের গাভীগণ অপহৃতা হলে গাভী অনুসন্ধানের নিমিত্ত ব্যাধ যেমন অরণ্যস্থিত মৃগ অন্বেষণে কুকুর ছেড়ে দেয় সেইভাবেই সরমাকে বলেছিলেন। সরমা বললেন, আমার শাবকের জন্য যদি দুগ্ধাদি খাদ্য দাও তাহলে যাব। ইন্দ্র তাই হবে বললেন। সরমার দ্বারা বিজ্ঞাপিত হয়ে ইন্দ্র অসুর বধ করে গাভী উদ্ধার করেছিলেন।"

রমেশচন্দ্র দত্তও এই গল্পটীর উল্লেখ করেছেন। "পণি নামক অসুরেরা দেবলোক হইতে গাভী অপহরণ করিয়া অন্ধকারে রাখিয়াছিল। ইন্দ্র মরুৎদিগের সহিত তাহা উদ্ধার করিয়াছিলেন। গাভীর অন্বেষণার্থে সরমা নাম্নী এক দেবকুক্কুরীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং সরমা অসুরদিগের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া গাভীর অনুসন্ধান পাইয়াছিল।[3]

বৃহদ্দেবতায় এই ঘটনাটি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে :

অসুরাঃ পণয়ো নাম রসাপারনিবাসিনঃ।
গাস্তেহপজহ্রুরিন্দ্রস্য ন্যগূহংশ্চ প্রযত্নতঃ॥
বৃহস্পতিস্তথাপশ্যদ্দৃষ্টেন্দ্রায় শশংস চ।
প্রাহিণোত্তত্র দূতীত্বে সরমাং পাকশাসনঃ॥
কিমিত্যত্রায়ুজ্ঞাভিস্তাং পপ্রচ্ছু পণয়োহসুরা।
কুতঃ কস্যাসি কল্যাণি কিং বা কার্যমিহাস্তি তে॥

১ ঋগ্বেদ—১০।১৪।১১ ২ ঋগ্বেদ—১০।১৪।১২ ৩ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—১।৬।৪ ঋকের টীকা

অথাব্রবীত্তাং সরমা দূত্যৈন্দ্রী বিচরাম্যহম্।
যুষ্মান্ প্রজাশ্চাপ্যিষ্যন্তী ঐন্দ্রী গাশ্চৈব পৃচ্ছতি ॥
বিদিত্বেন্দ্রস্য দূতীস্তামসুরাঃ পাপচেতসঃ।
উচুর্মা সরমে গাস্ত্বমিহাস্মাকং স্বসা ভব ॥
স্যক্তস্য চাস্ত্বয়া চর্চা যুষ্মাভিস্থেব সর্বশঃ।
সা ব্রবীন্নাহমিচ্ছামি সস্বত্বং বা ধনানি বা ॥
পিবেয়ং তু পয়স্তাসাং গবাং যাস্তা নিগূহথ।
অসুরা স্তাং তথেত্যুক্ত্বা তদাজহ্রুঃ পয়স্ততঃ ॥
সা স্বভাবাচ্চ লৌল্যাচ্চ পীত্বা তৎ পয় আসুরম্।
বরং সং বলনং হৃদ্যং বলপুষ্টিকরং ততঃ ॥
শতযোজন বিস্তারামতরত্তাং রসাং পুনঃ।
যস্যাঃ পারেঽপরে তেষাং পুরমাসীচ্চ দুর্জয়ম্ ॥
পপ্রচ্ছেন্দ্রশ্চ সরমাং কাচিদ্‌গা দৃষ্টবত্যসি।
সা নেতি প্রত্যুবাচেন্দ্রং প্রভাবাদাসুরস্য হি ॥
তাং জঘান তদা ক্রুদ্ধ উদ্‌গীরন্তী পয়স্ততঃ।
জগাম সা ভয়োদ্বিগ্না পুনরেব পনীন্ প্রতি ॥
পয়সস্তস্য পদ্ধত্যা রথেন হরিবাহনঃ।
গত্বা জঘান চ পনীন্ গাশ্চ তাঃ পুনরাহরৎ ॥[১]

—রসা নদীর অপর পারে বসবাসকারী পণি নামে অসুরগণ ইন্দ্রের গাভী সমূহ অপহরণ করে যত্ন সহকারে লুকিয়ে রেখেছিল। বৃহস্পতি গাভী অপহৃত হ'তে দেখে ইন্দ্রকে জানিয়েছিলেন। ইন্দ্র দূতী সরমাকে সে দেশে প্রেরণ করলেন। পণি নামক অসুরগণ সরমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে কল্যাণি, তুমি কোথা থেকে আসছ? কার কি কার্যই বা তুমি এখানে সাধন করবে? সরমা তাদের বললেন, আমি ইন্দ্রের দূতী। ইন্দ্রের গাভী অন্বেষণে আগতা হয়ে তোমাদের এবং তোমাদের সন্তানদের কাছে জিজ্ঞাসা করছি। পাপচেতা অসুরগণ সরমাকে ইন্দ্রের দূতী জেনে বললে, সরমা তুমি ইন্দ্রের গাভী অন্বেষণ কোরো না, আমাদের ভগিনী হও তুমি; আমরা একত্রে এই সমগ্র ধন ভোগ করবো। সরমা বললেন, আমি ভগিনীত্ব বা ধন চাই না; যে গাভী তোমরা লুকিয়ে রেখেছ, আমি তাদের

১ বৃহদ্দেবতা—৮।২৪-৩৫

দুধ পান করবো। অসুরগণ 'তাই হবে' বলে তাঁর জন্য সুস্বাদু বল ও পুষ্টিকর দুধ এনে দিলে এবং দুর্ভেদ্য দুর্গ যার অপর তীরে সেই শত যোজন বিস্তৃত রসা ত উত্তীর্ণ করে দিলে সরমাকে। ইন্দ্র সরমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোন গাভী দেখেছ? অসুরের প্রভাবে সরমা বললেন—না। তখন ক্রুদ্ধ ইন্দ্র তাঁকে প্রহার করলেন। তখন ভয়ে ব্যাকুল হয়ে দুধ উদ্গীর্ণ করতে করতে সরমা পণিদের দেশে গমন করলেন। স্খলিত দুগ্ধ চিহ্নিত পথ দিয়ে গমন করে ইন্দ্র পণিদের হত্যা করে গাভীগণকে উদ্ধার করেছিলেন।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ১০৮ সূক্তে সরমা ও পণিদের কথোপকথন বিবৃত হয়েছে। এই সূক্তটিতেও পণিগণ সরমাকে ভগ্নিরূপে আত্মীয়তার বন্ধনে বদ্ধ করতে চেয়েছে এবং গোধনের ভাগ দিয়ে প্রলুব্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছে। কিন্তু সরমা পণিদের কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে পণিদের গাভী ত্যাগ করে দূরে পলায়ন করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ইন্দ্র সম্বন্ধীয় এই উপাখ্যানটি পরবর্তীকালে আর পল্লবিত হয়ে ব্যাপ্তি লাভ করেনি। এই উপাখ্যানের তাৎপর্য প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মোক্ষমূলর অনুধাবন করতে সচেষ্ট হয়েছেন এবং মনে হয়, তিনি প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ঘাটনে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর মতে সরমা ঊষা, গাভী সূর্যকিরণ, পণিদের গোপন স্থান অন্ধকার; অন্ধকারের মধ্য থেকে আলোকরশ্মি ঊষার সাহায্যে উদ্ধার করাই এই উপাখ্যানের নিহিতার্থ। রমেশচন্দ্রও Maxmuller-এর মত সমর্থন করেছেন। "এ সম্বন্ধে বেদে যে গল্প আছে তাহা প্রাতঃকালে অন্ধকার বিনাশ ও আলোক প্রকাশ সম্বন্ধে উপমাঘটিত গল্প মাত্র।"[১]

Maxmular লিখেছেন, **"The bright cows, the rays of the sun and the rain clouds both go by the same name, have been stolen by the powers of darkness, by the night and her manifold progeny. Gods and men are anxious for their return; but where are they to be found? They are hidden in dark and strong stable, or scattered along the ends of the sky, and the robbers will not restore them. At last in the farthest distance the first signs of the dawn appear. She peers about, and runs with**

১ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—১ম, পৃঃ ৭৭, ১।৩২।১৩-১৪ ঋকের টীকা।

lightning quickness, it may be like a hound after a scent across the darkness of the sky."[১]

John Dowson লিখেছেন, "Sarama is said to have persued and recovered the cows, stolen by the Paṇis a myth, which has been supposed to mean that Sarama is the same as ūṣās, the dawn and that the cows represent the rays of the sun, carried away by night."[২]

গো শব্দের অর্থ যে সূর্যরশ্মি, নিরুক্তকার তা স্পষ্ট করেই ব্যক্ত করেছেন। ইন্দ্র বলের গুহা থেকে গাভী অর্থাৎ সূর্যরশ্মি উদ্ধার করেছিলেন। আবার পণিদের কাছ থেকে সরমার সহায়তায় গাভী বা সূর্যকিরণ উদ্ধার করেছিলেন। নিরুক্তকার-গণের মতে যা অপসৃত হয় তাই সরমা। উষা দ্রুত অপসৃত হয়। উষার দ্রুত-গামিত্বের জন্যই কুক্কুরীর রূপক গৃহীত হয়েছে। নিরুক্তকারের মতে সরমা মাধ্যমিকা বাক্, গো ও মাধ্যমিকা বাক্। মাধ্যমিকা বাক্ রশ্মিরূপা বা বিদ্যুদ্রূপা। দিবারাত্রির সংযোগস্থলে মাধ্যমিকা বাক্ বা রশ্মি উদ্ভাসিতা উষাই সরমা।

ইন্দ্র গাভী উদ্ধারে মরুদ্‌গণের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন।

বীলু চিদারুজত্নুভির্গুহা চিদিন্দ্র বহ্নিভিঃ।
অবিংদ উস্রিয়া অনু॥[৩]

—হে ইন্দ্র! দৃঢ়স্থানের ভেদকারী এবং বহনশীল মরুৎদিগের সহিত, তুমি গুহায় লুক্কায়িত গাভী সমুদয় অন্বেষণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলে।[৪]

শ্রীঅরবিন্দ গো বা গাভী অর্থে আলোক বা সূর্যরশ্মিকেই গ্রহণ করেছেন। অবশ্য তিনি আভ্যন্তরীণ অন্ধকারনাশক আলোককেই গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "It is beyond doubt that 'gau' is used in the Veda in the double sense of cow and light; the cow is the outer symbol, the inner meaning is the light."[৫]

"But we meet also another expression, 'Sapta gāva', the seven cows or the seven lights, and the epithet 'Saptagu' that has seven rays. 'Gu' (gavah) and 'gau' (gavah) bear through out the Vedic hymns this double sense of cows and radiances."[৬]

১ Science and language—vol. II, page 513
২ Classical Dictionary of Mythology—page 282
৩ ঋগ্বেদ—১।৬।৫ ৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ On the veda—page 121
৬ On the veda—page 141

"Now even the most superficial examination of the Vedic hymns to the dawn makes it perfectly clear that the cows of the Dawn, the cows of the sun are a symbol for light and cannot be anything else."[১]

শ্রীঅরবিন্দ সরমাকেও উষারূপে গ্রহণ করেছেন। "That Sarama is some power of the Light and probably of the dawn is very clear...."[২] তবে তিনি সরমাকে মানবমনের অন্ধকার বিনাশিনী উষা—dawn of Truth in the human mind—বলে গণ্য করেছেন।

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে ইন্দ্র সহস্রসংখ্যক মরুৎকে জয় করেছিলেন অথবা মরুদ্গণের কাছ থেকে সহস্রসংখ্যক গাভী জয় করেছিলেন। "ইন্দ্রো মরুতঃ সহস্রমজিনং স্বাং বিশং সোমায় রাজ্ঞে প্রোচ্য···।"[৩] সায়ন ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "ইন্দ্রঃ পূর্বং সোমায় রাজ্ঞে প্রোচ্য গো-সহস্রলক্ষণং ফলমাবয়ো সহাহস্ত্বিতি কথয়িত্বা সহস্রং সহস্র-সংখ্যাকান্ মরুতঃ অজিনাৎ হীনানকরোৎ। জিতবানিত্যর্থঃ। যদ্বা মরুতঃ শকাশাৎ গো-সহস্রমজিনাৎ।" —জয়ের ফল সহস্র গাভী আমাদের হবে সোমরাজাকে এই কথা বলে সহস্রসংখ্যক মরুৎকে ইন্দ্র জয় করেছিলেন। অর্থাৎ হীনবীর্য করেছিলেন। অথবা মরুদ্গণের কাছ থেকে সহস্র গাভী জয় করেছিলেন।

নিরুক্তকার বলেছেন, গো শব্দ আদিত্যকে বোঝায়। "আদিত্যোঽপি গৌরুচ্যতে।"[৪] সূর্যরশ্মিও গো শব্দের প্রতিপাদ্য। "সুষুম্ণঃ সূর্যরশ্মিশ্চন্দ্রমা গন্ধর্ব ইত্যপি নিগমো ভবতি। সোঽপি গৌরুচ্যতে।"[৫] —সূর্যের সুষুম্ণ নামক রশ্মি সূর্য থেকে নির্গত হয়ে চন্দ্রে গমন করে। এইজন্য এই রশ্মিকে গো বলে।

ইন্দ্র কর্তৃক পণিগণের নিকট থেকে গো উদ্ধার, মরুৎগণের নিকট থেকে গো-জয় অথবা বলের নিকট থেকে গো উদ্ধার সূর্যের রশ্মি আহরণ ভিন্ন কিছুই নয়। প্রাতঃকালে চন্দ্রের নিকট থেকে সূর্যের রশ্মি আহরণ ও সরমা উপাখ্যানের রূপক হওয়া সম্ভব।

Maxmular মনে করেন যে সরমার উপাখ্যান হোমারের মহাকাব্যদ্বয়ের উৎস। "But many a myth, that only originates in the Veda may be seen breaking forth in full bloom in Homer. If then we may be allowed a guess, we would recognize in Helen, the sister of the Dioskuroi, the Indian Sarama ...

১ On the veda—page 142 ২ On the veda—page 241
৩ তাণ্ড্যমঃ ব্রাঃ—২১।১।১ ৪ নিরুক্ত—২।৬.৮ ৫ নিরুক্ত—২।৬।১০

The siege of Troy is but a repetition of the daily siege of the east by the solar powers that every evening are robbed of their brightest treasures in the west...."[১]

লক্ষণীয় এই যে ঋগ্বেদের একস্থানে গো (গাভী) ও ইন্দ্রের অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয়েছে। "ইমা যা গাবঃ স জনাস ইন্দ্রঃ।"[২]

—হে মনুষ্যগণ, এই যে গাভীসমূহ—এরাই ইন্দ্র।

ইন্দ্র ও গাভী—সূর্য ও সূর্যরশ্মির অভিন্নতা স্বতঃসিদ্ধ।

ইন্দ্রসারথি মাতলি—ইন্দ্রের রথ চালক মাতলি কাব্যে-পুরাণে প্রসিদ্ধ। ইন্দ্রসারথি মাতলির উল্লেখ বৈদিক সংহিতাতেও পাওয়া যায়।

মাতলী কব্যৈর্যমো অঙ্গিরোভির্বৃহস্পতি ঋক্বভির্বাবৃধানঃ ॥[৩] (মাতলি) মাতলির প্রভু ইন্দ্র কব্য নামক পিতৃলোকদিগের সাহায্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েন, যম অঙ্গিরা দিগের সাহায্যে এবং বৃহস্পতি ঋক নামক ব্যক্তিদের সাহায্যে।[৪]

যন্মাতলী রথক্রীতমমৃতং বেদ ভেষজম্।

তদিন্দ্রো অপ্সু প্রাবেশয়ৎ তদাপো দত্ত ভেষজম্ ॥[৫]

—মাতলি ক্রয় করে যে অমৃতরূপ ভেষজ লাভ করেছিলেন, রথাধিপতি ইন্দ্র সেই ভেষজ জলে নিক্ষেপ করেছিলেন। হে জল, সেই ঔষধ আমাদের দাও।

সূর্যের রথচালক অরুণ আর ইন্দ্রের রথচালক মাতলি যে একই, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বামনপুরাণে মাতলির জন্মবৃত্তান্ত কথিত হয়েছে। জম্ভাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে ইন্দ্রবাহন ঐরাবত আহত হলে গন্ধর্বগণ ইন্দ্রকে রথ প্রদান করে। কিন্তু রথে সারথি না থাকায় ইন্দ্র রথ থেকে ধরাতলে পতিত হন। ফলে পৃথিবী কম্পিত হয়। কোন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণপত্নীর অনুরোধ তাঁর বালক পুত্রকে বাটীর বহির্দেশে স্থাপিত করেন, কারণ ভূকম্পনের সময় কোন বস্তু বাড়ীর বাইরে রাখলে তা দ্বিগুণ হয়। বালকটিকে বাড়ীর বাহিরে রাখায় বালকটির রূপগুণ-সম্পন্ন অপর একটি বালক প্রাদুর্ভূত হয়।

দদর্শ বালদ্বিতয়ং সমরূপমবস্থিতম্।[৬]

ব্রাহ্মণী বললেন, এই বালক ইন্দ্রের সারথি হবে।

---

১ Science and language—vol. II (1882), pages 513-16 ২ ঋগ্বেদ—৬।২৮।৫
৩ ঋগ্বেদ—১০।১৪।৩ ৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ অথর্ব—১১।৩।৮।১৩
৬ বামনপুরাণ—৬৯।১৩৬

সা প্রাহ শ্রূয়তাং ব্রহ্মণ্ বদিষ্যে বচনং হিতম্।
কারণাদস্য যৎ পৃষ্টং হরের্যন্তা ভবেদিয়ম্॥[১]

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বালক রথচালনাবিশারদ হয়ে ইন্দ্রের সারথি হলেন।

ইত্যুক্তবতি বাক্যে চ বাল এব হ্যচেতনঃ।
হরের্জগাম সাহায্যং কর্তুং রথবিশারদঃ॥
তং ব্রজন্তং হি গন্ধর্বা বিশ্বাবসুপুরোগমাঃ।
জ্ঞাত্বেন্দ্রস্যৈব সাহায্যং তেজসা সমবর্ধয়ন্॥[২]

—এই কথা বলার পর অচেতন বালক রথবিশারদ হয়ে ইন্দ্রকে সাহায্য করতে গমন করলেন। বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্বগণ তাঁকে ইন্দ্রের সাহায্যার্থে গমন করতে দেখে সেই বালককে তেজের দ্বারা বর্ধিত করেছিলেন।

এই বালক ইন্দ্রের কাছে নিজেকে অশ্ব ও রথচালনায় নিপুণ বলে পরিচয় দিলে, এবং তার কথা শুনে ইন্দ্র রথে চড়ে আকাশে উঠে শোভা পেতে লাগলেন এবং বালকটি মাতলী নামে খ্যাত হয়ে আকাশে শোভা পেতে লাগলো।

সোঽব্রবীচ্ছমীকপুত্রং মাং স্থাভবং বিদ্ধি বাসব।
গন্ধবতেজসা যুক্তং বাজিযান বিশারদম্॥
তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ শক্রঃ খে বভৌ যোগিনাং বরঃ।
স চাপি বিপ্রতনয়ো মাতলির্নাম বিশ্রুতঃ॥[৩]

এই কাহিনীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অত্যন্ত সহজবোধ্য। ব্রাহ্মণশিশু কি শিশু-সূর্য নয়? ইনি ইন্দ্রেরই দ্বিতীয় মূর্তি হিসাবে সূর্যরূপী ইন্দ্রের পরিচালক, এবং ইন্দ্রের সঙ্গেই আকাশে শোভা পেতে থাকেন, সূর্যসারথি অরুণ এবং বিষ্ণু বাহন গরুড় যেমন সূর্যাগ্নিরই প্রতিরূপ[৪] মাতলিও তেমনি সূর্যাগ্নির অংশভিন্ন কিছু নন।

ইন্দ্রের পুত্র ও পুত্রবধূ—পুরাণে ইন্দ্রের পুত্রের নাম জয়ন্ত। ঋগ্বেদেই ইন্দ্রের পুত্র ও পুত্রবধূর উল্লেখ আছে। দশম মণ্ডলান্তর্গত অষ্টাবিংশতি সূক্তে ইন্দ্রের পুত্রবধূ বলেছেন,—

বিশ্বো হ্যন্যো অরিরাজগাম মমেদহ শ্বশুরো নাজগাম।[৫]

১ তদেব—৬৯।১৪০ ২ তদেব—৬৯।১৪১-১৪২ ৩ তদেব—৬৯।১৪৫-১৪৬
৪ বিষ্ণু প্রসঙ্গ—পরের দ্রষ্টব্য ৫ ঋগ্বেদ—১০।২৮।১

(ইন্দ্রের পুত্র বসুক্রকে তাঁহার পত্নী কহিতেছে, আর সকল প্রভুই এলেন ; কিন্তু কি আশ্চর্য! আমার শ্বশুর এলেন না।[১]

দশম মণ্ডলের অনেকগুলি সূক্তের দ্রষ্টাই বসুক্র ঋষি। বসুক্রই ইন্দ্রের পুত্র।

বৃহদ্দেবতাতে ইন্দ্রের পুত্রবধূর উল্লেখ আছে।

স্নুষেন্দ্রস্যাগতান্ দৃষ্ট্বা শক্রমনাগতম্।
যজ্ঞে পরোক্ষবৎ প্রাহ শ্বশুরো নাগতো মম।
যদ্যাগচ্ছেৎ ভক্ষয়েৎ স ধানাঃ সোমং পিবেদপি।[২]

—ইন্দ্রের স্নুষা (পুত্রবধূ) যজ্ঞে অন্যান্য দেবতাদের সমাগত দেখে পরোক্ষে বলেছিলেন, আমার শ্বশুর এখনও এলেন না। যদি তিনি আসতেন ত এই অন্ন ভোজন করতেন এবং সোম পান করতেন।

পত্নী-পুত্র-পুত্রবধূ সহ ইন্দ্রের মানবিক রূপটি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উল্লেখ থেকে প্রতিভাত হয় বৈদিক যুগেই। ইন্দ্রের বক্র বা তীর্যক রশ্মিই সম্ভবতঃ ইন্দ্রপুত্র সুবক্র নামে উল্লিখিত হয়েছে। সুবক্র ঋষি নিজেকেও ইন্দ্রপুত্ররূপে উল্লেখ করতে পারেন।

ইন্দ্রসম্পর্কিত উপাখ্যান—সূর্যাগ্নিরূপী ইন্দ্র সম্পর্কে কত গল্প-কাহিনীই না সৃষ্টি হয়েছে যুগ যুগ ধরে! বেদের যুগেই কত কত উপন্যাস রচিত হয়েছে। অনেক গল্প-কথার মধ্যেই হয়ত ছিল আধ্যাত্মিক ও নৈসর্গিক সত্য। কিন্তু কালক্রমে মানুষ ভুলে গেল প্রকৃত তাৎপর্য। গল্পের সঙ্গে নূতনতর গল্প সংযোজিত হতে লাগলো। বহু গল্প-কাহিনীর উৎস ঋগ্বেদ। বৈদিক যুগে যা ছিল রূপক কাহিনী, পরে তা হোল পল্লবিত। বৃহদ্দেবতায় ইন্দ্র সম্পর্কিত অনেক আখ্যান উপাখ্যান লিপিবদ্ধ হয়েছে। বৃহদ্দেবতার একটি উপাখ্যানে অসুরীর গর্ভে দানবরূপে ইন্দ্রের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। বিকুণ্ঠা নাম্নী অসুরী ইন্দ্রতুল্য পুত্রলাভের জন্য কঠোর তপস্যা করেছিল। সে প্রজাপতির কাছ থেকে বহুবিধ বর লাভ করেছিল। ইন্দ্রও দৈত্য-দানব বধেচ্ছায় তার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং যুদ্ধে বহু দানবকে হতাহত করে স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহময়ী পুরী অসংখ্যবার ধ্বংস করেছিলেন। অবশেষে স্বীয় বীরত্বের গর্বে তিনি নিজেই দানবরাজ্য অধিকার করলেন এবং অসুর মায়ায় মুগ্ধ হয়ে দেবতাদেরও বিপর্যস্ত করে তুললেন। দেবগণ অমিত শক্তিশালী ইন্দ্রের দ্বারা আহত হয়ে তাঁর চৈতন্যসম্পাদনের নিমিত্ত তাঁর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন।[৩]

১ অনুবাদ—১০।২৮।১ ২ বৃহদ্দেবতা—৭।৩১।৪২ ৩ বৃহদ্দেবতা—৭।৫০-৫৬

অবশ্য ঋগ্বেদে[1] বৈকুণ্ঠ ইন্দ্রের উল্লেখ থেকেই এই উপাখ্যানের উদ্ভব। ঋগ্বেদে দেবগণ অনেকস্থলে অসুর বিশেষণে বিশেষিত হয়েছে। ক্রমে অসুর শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে। ইন্দ্রকর্তৃক দানবগণের পুর্ বা দুর্গ ধ্বংসের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

আর একটি উপাখ্যানে ত্বক্‌দোষিণী স্বামী পরিত্যক্তা আপালাকে ইন্দ্র আপালার মুখস্থিত সোমরস পান করে প্রীত হয়ে ত্বক্ দোষ (শ্বেত কুষ্ঠ) নিবারণ করেছিলেন, আপালার পিতার উষরভূমি উর্বরা করেছিলেন, আপালার পিতার কেশহীন মস্তক কেশসমন্বিত করেছিলেন এবং আপালার লোমহীন অঙ্গ লোমশ করেছিলেন।[2] সায়নও ৮।৯১ সূক্তের ভাষ্যে অনুরূপ কাহিনীর অবতারণা করেছেন। এই কাহিনীর মূল ঋগ্বেদের ৮।৯১ সূক্তের মধ্যেই। এই সূক্তেই আপালার সূর্যসম বর্ণ এবং আপালা ও আপালার পিতার শারীরিক ও সাংসারিক ত্রুটিগুলি ইন্দ্রের কৃপায় বিদূরিত হওয়ার প্রসংগ আছে। লক্ষণীয় এই যে সূর্যই কুষ্ঠরোগহর। ইন্দ্র এই কাহিনীতে ভূমিও উর্বরা করেছেন (অবশ্যই উপযুক্ত বর্ষণের দ্বারা) আবার বৈদ্যরূপে শারীরিক ব্যাধিও দূর করেছেন।

ইন্দ্রের মহিমাচ্যুতি—ঋগ্বেদে ইন্দ্রের যে মহিমা বীর্য ও গৌরব কীর্তিত হয়েছে পরবর্তীকালে ইন্দ্র সেই মহিমা ও বীরত্ব গৌরব থেকে অনেকাংশে বিচ্যুত হয়েছেন। অথর্ববেদে ইন্দ্র অন্যান্য দেবতাদের মত শত্রুবিনাশক দেবতায় পরিণত হয়েছেন। কিন্তু মহাভারতে-পুরাণে ইন্দ্র চরিত্রের মহিমা বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ইন্দ্র ভীরু ও হীনকর্মারূপে প্রায় সর্বত্রই চিত্রিত হয়েছেন। নিজের সিংহাসন রক্ষার চিন্তাতেই তিনি অহরহ ব্যাকুল। কেউ কঠোর তপস্যায় রত হলেই কিম্বা কেউ অধিক সংখ্যক যজ্ঞ সম্পাদনে নিরত হলেই ইন্দ্র তাঁর ইন্দ্রত্ব হারাবার ভয়ে তপোভঙ্গ অথবা যজ্ঞ বিনাশে সচেষ্ট হতেন। অধিকাংশ সময়ে তিনি অপ্সরা প্রেরণ করে তপস্বীর তপোভঙ্গ করে আত্মরক্ষার প্রয়াস করতেন। এমন কি ঋষি বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের জন্যও তিনি মেনকাকে প্রেরণ করেছিলেন।

তপ্যমানঃ কিল পুরা বিশ্বামিত্রো মহৎ তপঃ।
সুভৃশং তাপয়ামাস শক্রং সুরগণেশ্বরম্॥
তপসা দীপ্তবীর্যোহয়ং স্থানান্মাং চ্যাবয়েদিতি।
ভীতঃ পুরন্দরস্তস্মান্মেনকামিদমব্রবীৎ॥

১ ঋগ্বেদ—১০।৪৮-৪৯ সূক্ত ২ বৃহদ্দেবতা ৬ অঃ

* * *

স মাং ন চ্যাবয়েৎ স্থানাৎ তৎ বৈ গত্বা প্রলোভয়।
চর তস্য তপোবিঘ্নং কুরুষেহবিঘ্নমুত্তমম্ ॥[১]

—পুরাকালে বিশ্বামিত্র মহৎ তপশ্চারণ করে দেবরাজ ইন্দ্রকে অত্যধিক তাপিত করেছিলেন। তপস্যায় প্রদীপ্ত বীর্য লাভ করে ইনি আমাকে স্থানচ্যুত করবেন এই ভয়ে পুরন্দর মেনকাকে বললেন; "…তিনি যাতে আমাকে স্বস্থান থেকে বিচ্যুত করতে না পারেন, সেইজন্য তুমি তাঁকে প্রলুব্ধ কর, তাঁর তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে আমাকে বিঘ্নমুক্ত কর।

ত্রিশিরাকে তপশ্চ্যুত করবার জন্য ইন্দ্র অপ্সরাদের নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু স্বর্গ বারাঙ্গনাবর্গ ব্যর্থকাম হলে ইন্দ্র নিরপরাধ ত্রিশিরাকে বজ্র দ্বারা আহত করলেন এবং এক কাঠুরিয়াকে প্ররোচিত করে ত্রিশিরাকে কাঠুরিয়ার কুঠারের দ্বারা নিহত করেন।[২]

বৃত্রবধকালেও তিনি ভয়ে জ্ঞানশূন্য হয়েছিলেন, বারে বারে অসুরগণের আক্রমণে ইন্দ্রকে স্বর্গচ্যুত হতে হয়েছে। তিনি দেবতাদের অধীশ্বর হয়ে দেবতাদেরও রক্ষা করতে পারেন নি, নিজেকেও রক্ষা করতে পারেন নি; এমন কি শচীকে পর্যন্ত ফেলে পলায়ন করেছেন। পুরাণ[৩] এবং কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্য[৪] অনুসারে তারকাসুর স্বর্গের ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করেছিল। মহিষাসুর, শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রভৃতি ইন্দ্রের অধিকার হরণ করেছে।

"জিত্বা তু সকলান্ দেবানিন্দ্রোঽভূন্মহিষাসুরঃ।"[৫]

শুম্ভ-নিশুম্ভও সকল দেবতার অধিকার হরণ করে নিজেরা ইন্দ্র হয়ে বসেছিল।

ততো দেবা বিনির্ধূতা ভ্রষ্টরাজ্যাঃ পরাজিতাঃ।
হৃতাধিকারাস্ত্রিদশা স্তাভ্যাং সর্বে নিরাকৃতাঃ॥[৬]

পদ্মপুরাণে মহাতপস্বী অদিতি-নন্দন বসুদত্ত একবার ইন্দ্রত্ব লাভ করেছিলেন।

পুণ্যে তিথৌ তথা ঋষে সুমুহূর্তে মহামতিঃ॥
ইন্দ্রত্বে স্থাপিতো দেবৈরভিষিক্তঃ সুমঙ্গলৈঃ॥
প্রাপ্তমৈন্দ্রং পদং তেন প্রসাদাত্তস্য চক্রিণঃ॥
তপশ্চচার তেজস্বী বসুদত্তঃ সুরেশ্বরঃ॥[৭]

---

১ মহাভারত, আদিপর্ব—৭১।২০।২১, ২৫ ২ মহাভারত, উদ্যোগপর্ব—৮ম অঃ
৩ কালিকাপুঃ—৪৭ অঃ; পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—৪২ অঃ ৪ কুমারসম্ভব, ২য় সর্গ
৫ চণ্ডী—২।৩ ৬ চণ্ডী—৫।৫ ৭ পদ্মপুঃ, ভূমিখণ্ড—৫।১০৫-১০৭

—পুণ্যতিথিতে পুণ্যনক্ষত্রে, শুভমুহূর্তে বসুদত্ত দেবগণ কর্তৃক শুভ মাঙ্গল্য দ্রব্যের দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে ইন্দ্রত্বে স্থাপিত হয়েছিলেন। চক্রী বিষ্ণুর অনুগ্রহে দেবরাজ ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হয়ে তপস্যায় নিরত হয়েছিলেন।

বাল্মীকির রামায়ণে রাবণপুত্র মেঘনাদ ইন্দ্রকে পরাজিত করে লংকায় বেঁধে এনেছিল :

তদৈনং মায়য়া বদ্ধা স্বসৈন্যমভিতোঽনয়ৎ।"[১]

মেঘনাদবধ কাব্যে ইন্দ্র ভবানীর কাছে মেঘনাদের পরাক্রম সম্পর্কে বলেছেন,

বিশ্বনাশী কুলিশে, মা, নিস্তেজে সমরে
রাক্ষস, জগতে খ্যাত ইন্দ্রজিৎ নামে।[২]

মহাভারতে ইন্দ্র নিজের পুত্র অর্জুনের নিকট পরাভব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

একজন ইউরোপীয় পৌরাণিক ইন্দ্র সম্পর্কে লিখেছেন, "Indra, in the puranas, is not the name of a diety, but a title for the king of gods. The life of one Indra is said to be a hundred divine years, after which period a god or even a meritorious mortal is raised to the throne. The surest way for anyone to become Indra is to perform one hundred sacrifices on the completion of which the reigning Indra has to abdicate."[৩]

মহাভারতে ত্রিশিরা ও বৃত্রবধজনিত পাপে হততেজা ইন্দ্র জলমধ্যে আত্মগোপন করলে দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণ ধার্মিক তেজস্বী ও যশস্বী নহুষকে ইন্দ্রপদে স্থাপন করেছিলেন। নহুষ ইন্দ্রপত্নী শচীকে লাভ করবার আত্যন্তিক বাসনায় অগস্ত্য মুনির অভিশাপে সর্পযোনিতে পরিণত হয়েছিলেন। মনে হয় ঋগ্বেদের বৃত্র বা অহির রূপান্তর নহুষ।

প্রেমময়ী পত্নী শচী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ইন্দ্র রাজসভায় স্বর্গবারাঙ্গনা পরিবেষ্টিত থাকেন। মর্ত্যের সুন্দরী মানবীর প্রতিও তাঁর লোলুপতা। গোতম ঋষির ছদ্মবেশে তিনি অনায়াসে মুনিপত্নী অহল্যার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। কুন্তীর আহ্বানে তিনি কুন্তীর গর্ভে অর্জুনের জন্মদান করেছিলেন! এ বিষয়ে অবশ্য তিনি সূর্যের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে থাকবেন।

---

১ রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড—৩৪।২৭ ২ মেঘনাদবধ—২য় সর্গ

৩ Epics, Myths and Lengends of India—P. Thomas, page 7

পদ্মপুরাণে (ক্রিয়াযোগসার) ইন্দ্র ও পদ্মগন্ধার উপাখ্যান আছে। এই উপাখ্যানে দেবরাজ নবযৌবনা সুন্দরী পদ্মগন্ধার সঙ্গে কামপীড়িত হয়ে সুখে বসবাস করেছিলেন।

একদা ভগবান্ শক্রো নানালংকারভূষিতঃ।
ক্রীড়াগৃহং যযৌ কামী যুবত্যা পদ্মগন্ধয়া॥
পদ্মগন্ধা রসজ্ঞা সা সম্প্রাপ্ত নবযৌবনা।
নানারসপ্রদানেন চকার স্ববশং পতিম্॥
সপত্ন্যাঃ স্বর্ণপর্যঙ্কে ততঃ শিশুমৃগীদৃশঃ।
তস্যাঃ পদতলে জিষ্ণুরুবাস স্মরপীড়িতঃ॥[১]

শচী ইন্দ্র ও পদ্মগন্ধাকে একত্র অবস্থিত দেখে উভয়কেই তিরস্কার করেছিলেন।

ইন্দ্রজাল—অথর্ববেদে ইন্দ্রের জালের উল্লেখ আছে। অন্তরীক্ষ বা আকাশকে ইন্দ্রের জাল বলা হয়েছে। পৃথিবীর দিক্‌সমূহ জালের দণ্ডরূপে জাল ধারণ করে।

অন্তরিক্ষং জালমাসীজ্জালদণ্ডা দিশো মহীঃ।[২]

সূর্যরূপী ইন্দ্রের কৌশলে আকাশের কত পরিবর্তন—কত রঙের খেলা! তাই পরবর্তীকালে যাদুবিদ্যাকে (magic) ইন্দ্রজাল নামে অভিহিত করা হয়েছে।

ইন্দ্রপূজা—ইন্দ্রের চারিত্রিক অবনতিই ইন্দ্রকে জনগণের ভক্তিশ্রদ্ধা থেকে দূরে নিক্ষেপ করেছে। স্মৃতিশাস্ত্রশাসিত হিন্দুসমাজে ইন্দ্র দিক্‌পালগণের অন্যতম হিসাবে পূজা পেয়ে থাকেন যে কোন নৈমিত্তিক ধর্মকর্মানুষ্ঠানে। কিন্তু অসংখ্য বীরকর্মের নায়ক ইন্দ্র প্রায় ইতিহাসের পাতায় নিবদ্ধ হয়েছেন। একালে মূর্তি গড়ে ইন্দ্রের পূজা অপ্রচলিত হয়ে গেছে। কিন্তু ইন্দ্রের মূর্তি গড়ে পূজার রীতি এককালে প্রচলিত হয়েছিল বলে মনে হয়। শুঙ্গবংশীয় মিত্ররাজাদের (Smith-এর মতে খৃঃ পূঃ ১০০ থেকে ১০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে) অন্যতম ইন্দ্রমিত্রের মুদ্রায় একটি বেদীর উপরে সমাসীন ইন্দ্রের মূর্তি। কোন কোন মুদ্রায় মন্দিরের অভ্যন্তরে উপবিষ্ট ইন্দ্রের মূর্তি অংকিত আছে।[৩] সুতরাং খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে ইন্দ্রের মূর্তি পূজা প্রচলিত ছিল—এ বিষয়ে সংশয়ের কারণ নেই। কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারে ইন্দ্রের ধ্যানমূর্তি বর্ণিত হয়েছে :

---

১ ক্রিয়াযোগসার—৭।২৯-৩১ ২ অথর্ব—৮।৫

৩ Ancient Indian Numismatics—S. K. Chakravarti, page 207

পীতবর্ণং সহস্রাক্ষং বজ্রপদ্মকরং বিভুম্।
সর্বালংকার সংযুক্তং নৌমীন্দ্রং দিকপতীশ্বরম্ ॥[১]

কালিকাপুরাণে ইন্দ্রের মূর্তি গড়ে পূজা এবং ইন্দ্রধ্বজ পূজার নির্দেশ আছে :

শক্রস্য প্রতিমাং কুর্যাৎ কাঞ্চনীং দারবীঞ্চ বা।
অন্যৈস্তৈজসসম্ভূতাং সর্বাভাবে তু মৃন্ময়ীম্ ॥
তাং মণ্ডলস্য মধ্যে তু পূজয়িত্বা বিশেষতঃ।
ততঃ শুভে মুহূর্তে তু কেতুমুত্থাপয়েন্নৃপঃ ॥
বজ্রহস্তা সুরারিঘ্ন বহুনেত্র পুরন্দর।
ক্ষেমার্থং সর্বলোকানাং পূজেয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥[২]

—স্বর্ণ, কাষ্ঠ অথবা অন্য ধাতু দিয়ে সর্বাভাবে মৃত্তিকা দিয়ে ইন্দ্রের মূর্তি গড়ে মণ্ডলের মধ্যে স্থাপিত করে শুভক্ষণে ইন্দ্রধ্বজ উত্থাপন করে 'হে বজ্রহস্ত, অসুরহন্তা বহুনেত্র পুরন্দর সর্বলোকের মঙ্গলের জন্য এই পূজা গ্রহণ কর।'—এই মন্ত্রে পূজা করবে।

কালিকাপুরাণে ইন্দ্র-প্রতিমার একটি বর্ণনাও আছে :

সহস্রনেত্রো গৌরাঙ্গো দ্বিভুজো বামহস্তগম্।
বজ্রং গদাং কুশং ধত্তে দক্ষিণেনাপি পাণিনা।
ঐরাবতগজস্থস্তু বাণতূণীর বন্ধনঃ।
ধনুশ্চ কক্ষে গৃহ্লাতি সেবমানো মহেশ্বরীম্ ॥[৩]

এই বর্ণনায় ইন্দ্র গৌরবর্ণ, দ্বিভুজ, বামহস্তে বজ্র, দক্ষিণ হস্তে গদা ও কুশ, ঐরাবতে আরূঢ়, পৃষ্ঠে বাণতূণ বদ্ধ, কক্ষে ধনু।

বৌদ্ধতন্ত্রে পূর্বদিকের অধিপতি ইন্দ্র পূজিত হয়েছেন। "ইহার এক মুখ, দুই হাত এবং বাহন ঐরাবত হস্তী। একটি হাতে বজ্র ও আর একটি হাতে স্তন স্পর্শ করেন। ইহার পীতবর্ণ রত্নসম্ভবের দ্যোতক।"[৪]

তথাপি পুরাণে ইন্দ্র যে স্থানভ্রষ্ট হয়েছেন তাতেও কোন সন্দেহ নেই। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এবং মহাশক্তির কাছে ইন্দ্র একজন সামান্য রাজা মাত্র। ইন্দ্রপূজার

১ ৺পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী সং)—পৃঃ ৬১৬
২ কালিকাপুঃ—৮৭।২৩-২৫ ৩ কালিকাপুঃ—৭৯।৪৮-৪৯
৪ বৌদ্ধদেবদেবী—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য—পৃঃ ১১৩

প্রতীক হিসাবে ইন্দ্রধ্বজ পূজার প্রচলনও বহু প্রাচীন। কালিকাপুরাণে বলা হয়েছে যে, সূর্য সিংহরাশিতে অবস্থানকালে ভাদ্রমাসে শ্রবণা নক্ষত্র সমন্বিত দ্বাদশীতে ইন্দ্রধ্বজ পূজা বিধেয়, অষ্টমী তিথিতে বেদীতে ধ্বজ স্থাপন করতে হয়।

ততো নীত্বা পুরদ্বারং কেতুন্নির্মায় তত্র বৈ।
শুক্লাষ্টম্যাং ভাদ্রপদে কেতুং বেদীং প্রবেশয়েৎ ॥[১]

মহাভারত থেকে ইন্দ্রধ্বজ পূজার কথা জানা যায়। ইন্দ্র উপরিচর বসুকে ধ্বজ প্রদান করেছিলেন।

যষ্টিঞ্চ বৈণবীং তস্মৈ দদৌ বৃত্রনিসূদনঃ।
ইষ্ট প্রদানমুদ্দিশ্য শিষ্টানাং প্রতিপালিনীম্ ॥
তস্যাঃ শক্রস্য পূজার্থং ভূমৌ ভূমিপতিস্তদা।
প্রবেশং ক্রিয়তে রাজন্ যথা তেন প্রবর্তিতঃ ॥[২]

—উপরিচর বসুকে বৃত্রহন্তা ইন্দ্র কল্যাণ প্রদানের উদ্দেশ্যে শিষ্টজনের পালনকারী বেনুময়ী যষ্টিদান করেছিলেন। সেই রাজা সেই যষ্টির পূজার জন্য যেভাবে যষ্টিকে গৃহে স্থাপন করেছিলেন, হে রাজন্, সেইভাবে ধ্বজ প্রবেশ করাতে হবে।

বরাহমিহির প্রণীত বৃহৎসংহিতায় কথিত হয়েছে যে ইন্দ্র তাঁর ধ্বজ উপরিচর বসু নামক চেদিরাজকে দান করেছিলেন। সেই রাজা ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে ধ্বজ নগরে প্রবেশ করিয়েছিলেন।

ভাদ্রপদশুক্লপক্ষস্যাষ্টম্যাঃ নাগরৈর্বৃতো রাজা।
দৈবজ্ঞ সচিব কঞ্চুকি বিপ্রমুখ্যৈঃ সুবেশধরৈঃ ॥
অহতাম্বরসংবীতাং যষ্টিং পৌরন্দরীং পুরং পৌরৈঃ।
স্রগ্‌গন্ধধূপযুক্তাং প্রবেশয়চ্ছঙ্খতূর্যরবৈঃ ॥[৩]

—ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষে অষ্টমী তিথিতে নগরবাসিগণ, দৈবজ্ঞ, মন্ত্রী, কঞ্চুকী, সুবেশধারী প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হয়ে অবিচ্ছিন্ন বস্ত্রসমন্বিত ইন্দ্রের যষ্টি মাল্য-চন্দন-ধূপ সহ শঙ্খতূর্য প্রভৃতি বাদ্যরবের সঙ্গে পুরবাসিগণের সম্মুখেই নগরে প্রবেশ করিয়েছিলেন।

ইন্দ্রধ্বজের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি উপাখ্যান বৃহৎসংহিতায় বিবৃত হয়েছে। দেবগণ অসুর-পীড়িত হয়ে ব্রহ্মার নিকট অসুর ধ্বংসের উপায় জানতে চাইলে,

১ কালিকাপুঃ—৮৭।১৬ ২ মহাঃ, আদিপর্ব—৬৩।১৭-১৮ ৩ বৃহৎসংহিতা—৪৩।২৩-২৪

ব্রহ্মা বললেন, বিষ্ণু তোমাদের যে কেতু দান করবেন, সেই কেতু দর্শন করে দৈত্যগণ সমরে স্থির থাকতে পারবে না। দেবগণ ব্রহ্মার বর লাভ করে ক্ষীরোদ-সাগরের তীরে বিষ্ণুকে স্তব করে সকল ব্যাপার বিজ্ঞাপিত করলেন। সেই শরৎ-কালীন সূর্যের ন্যায় দীপ্যমান ধ্বজ দেখে ইন্দ্র আনন্দিত হলেন এবং এই ধ্বজের সাহায্যে তিনি শত্রুধ্বংস করলেন।

তৈঃ সংস্তুতঃ দেবস্তুতোথ নারায়ণো দদৌ চৈষাম্।
ধ্বজমসুরপুরবধূমুখকমলবনতুষারতীক্ষ্ণাংশুম্॥
তং বিষ্ণুতেজোভবমষ্টচক্রে রথে স্থিতং ভাস্বতি রত্নচিত্রে।
দেদীপ্যমানং শরদীব সূর্যং ধ্বজং সমাসন্ন মুমোদ শক্রঃ॥[১]

-- দেবতাদের দ্বারা স্তুত হয়ে দেব নারায়ণ দেবতাদের দান করলেন অসুর-কুলের পুরবধূদের মুখকমলের তুষারস্বরূপ তীক্ষ্ণকিরণময় ধ্বজ। রত্নশোভিত উজ্জ্বল অষ্টচক্ররথে স্থাপিত বিষ্ণুতেজনির্মিত শরৎকালীন সূর্যের মত দীপ্তিশালী ধ্বজ প্রাপ্ত হয়ে ইন্দ্র আনন্দিত হলেন।

বিষ্ণুতেজ নির্মিত শরৎকালীন সূর্যের ন্যায় দীপ্ত তীক্ষ্ণ কিরণময় ধ্বজযষ্টি বর্ষা-পগমে শারদ সূর্যের অথবা সূর্যরশ্মির প্রতিরূপ। ঋগ্বেদে বিষ্ণু সূর্যের এক নাম। পুরাণেও বিষ্ণু দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। সুতরাং ইন্দ্রধ্বজ পূজা সূর্যের প্রতীক উপাসনা ভিন্ন কিছুই নয়। কেতু শব্দের অর্থ চিহ্ন বা প্রতীক। ইন্দ্র ও বিষ্ণু সূর্যরূপী হওয়ায় অভিন্ন। সুতরাং বিষ্ণুধ্বজ ও ইন্দ্রধ্বজ অভিন্ন। বর্ষার অপগমে শরতের স্বল্প বর্ষণকালে আকাশে দৃষ্ট ইন্দ্রধ্বজ বা ইন্দ্রধনু (প্রচলিত রামধনু) সূর্য-রশ্মির বিচ্ছুরিত বর্ণসমূহ ভিন্ন কিছুই নয়। ইন্দ্রের দৈত্যবিজয় হয়েছিল বর্ষাকালে। শরৎ আরম্ভে তাই ইন্দ্রধ্বজ পূজা বা ইন্দ্রোৎসব। বর্তমানকালেও ইন্দ্রধ্বজপূজা বা ইন্দ্রপূজার সংক্ষিপ্ত রূপ দৃষ্ট হয়। ইঁদপরব নামে এই উৎসব পরিচিত। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় লিখেছেন যে, "বাঁকুড়া জেলায় ইন্দ্র-উৎসব হয়। এই উৎসবের নাম ইন্দ্রধ্বজোত্তলন। ভাদ্র শুক্ল-দ্বাদশী দিনে ইন্দ্রোৎসব হয়ে থাকে। এই উৎসবের নাম ইঁদ পরব।"[২]

ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে দেবগণকর্তৃক নাট্যাভিনয়কালে দেবগণ নিজ নিজ দ্রব্যাদি প্রদান করেছিলেন। ইন্দ্র প্রীত হয়ে প্রথমেই প্রদান করেছিলেন তাঁর শুভঙ্কর ধ্বজ— "প্রীতস্তু প্রথমং শক্রো দত্তবান্ স্বধ্বজং শুভম্।"[৩] নাট্যাভিনয়কালে

১ বৃহৎসংহিতা—৪৩।৫-৬ ২ পৌরাণিক উপাখ্যান—পৃঃ৩০ ৩ নাট্যশাস্ত্র—১।৬১

দানবগণ বিঘ্ন সৃষ্টি করতে থাকায় ইন্দ্র মহাশক্তিশালী ধ্বজের সাহায্যে অসুরদের জর্জরিত করতে থাকায় ধ্বজের নাম জর্জর।

উত্থায় ত্বরিতং শক্রঃ ক্রোধাৎ জগ্রাহ ত্বং ধ্বজম্।
সর্বরত্নোজ্জলন্তং তু কিঞ্চিদ্বৃত্তলোচনঃ।
রংগপীঠগতান্ বিঘ্নানসুরাংশ্চৈব দেবরাট্॥
জর্জরীকৃতদেহাংস্তানকরোজ্জর্জরেণ সঃ॥
নিহতেষু চ সর্বেষু বিঘ্নেষু সহ দানবৈঃ॥
সংপ্রহৃষ্য ততো বাক্যমাহুঃ সর্বে দিবৌকসঃ।
অহো প্রহরণং দিব্যমাসাদিতং ত্বয়া॥
নাট্যবিধ্বংসিনঃ সর্বে যেন তে জর্জরী-কৃতাঃ।
তস্মাজ্ জর্জর ইত্যেব নামতোঽয়ং ভবিষ্যতি॥[১]

—দ্রুতগতিতে উঠে ক্রোধে ঘূর্ণিতলোচন ইন্দ্র সর্বপ্রকার রত্নের দ্বারা দীপ্ত সেই ধ্বজ গ্রহণ করলেন। সেই দেবরাজ রঙ্গপীঠে সমাগত বিঘ্নরূপী অসুরদের ধ্বজের দ্বারা জর্জরিত করলেন। বিঘ্নসহ দানবগণ বিনষ্ট হলে দেবগণ প্রহৃষ্ট হয়ে বললেন, "যেহেতু এই ধ্বজ নাট্যধ্বংসকারী অসুরদের জর্জরিত করেছে, সেইজন্য ধ্বজের নাম হবে জর্জর।

অতঃপর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব প্রভৃতি দেবগণ; বাসুকি, তক্ষক প্রভৃতি নাগগণ ধ্বজে অধিষ্ঠিত হলেন,—

শিরঃ পর্বস্থিতো ব্রহ্মা দ্বিতীয়ে শংকরস্তথা॥
তৃতীয়ে ভগবান্ বিষ্ণুশ্চতুর্থে স্কন্দ এব চ।
পঞ্চমে চ মহানাগাঃ শেষবাসুকিতক্ষকাঃ॥
এবং বিঘ্নবিনাশায় স্থাপিতা জর্জরে সুরাঃ॥[২]

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন মধ্যযুগের বাঙ্গালাদেশে (পাল ও সেন যুগে) ইন্দ্রোধ্বজ উত্তোলনের উৎসব প্রচলিত ছিল। সেই যুগে শক্রোত্থান নামে একটি উৎসব ছিল। ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে ইন্দ্রের কাষ্ঠনির্মিত বিশাল ধ্বজদণ্ড উত্তোলন করা হইত। এই উপলক্ষে সুবেশধারী নাগরিকগণ সমবেত হইতেন এবং রাজা স্বয়ং দৈবজ্ঞ, সচিব, কঞ্চুকী ও ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইয়া উৎসবে

১ নাট্যশাস্ত্র—১।৭০-৭৪ ২ নাট্যশাস্ত্র—১।৯৩-৯৫

যোগদান করিতেন। এই জাতীয় উৎসব এখন একেবারেই লোপ পাইয়াছে।"[১]

ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতেই অনেকগুলি পুরানো ধর্মোৎসব লোপ পেয়ে আসছিল। তার মধ্যে একটি হচ্ছে শক্রধ্বজোত্থান। সেকালে সাধারণত ধনীবণিকেরাই শক্রধ্বজ প্রতিষ্ঠা করত।"[২]

ডঃ সেন তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কবি গোবর্ধন আচার্যরচিত একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। শ্লোকটি এই :

তে শ্রেষ্ঠিনঃ ক্ব সম্প্রতি শক্রধ্বজ যৈঃ কৃতস্তবোচ্ছ্রায়ঃ।
ঈষাং বা মেঢিং বাধুনাতনাস্ত্বাং বিধিৎসন্তি ॥

—হে শক্রধ্বজ, সম্প্রতি কোথায় সেই শ্রেষ্ঠীরা যারা তোমাকে উন্নত করে গিয়েছিল। এখানকার লোক তোমাকে লাঙ্গলের ইষ অথবা গোরুবাঁধবার গোঁজ করতে চায়।[৩]

তবে ইন্দ্রপূজা এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নি। মেদিনীপুর জেলা খেমাশালী গ্রামে প্রতিবৎসর ভাদ্রমাসে ইন্দ্রপূজা হয় ও এই উপলক্ষেও মেলা বসে॥[৪]

বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরে ১লা ভাদ্র বন থেকে কেটে আনা শালবৃক্ষকে ইন্দ্রদ্বাদশীর দিনে ইন্দ্র বা ইঁদরূপে পূজা করা হয় ও উৎসব পালন করা হয়।[৫]

ইন্দ্রপূজার বিরোধিতা ঋগ্বেদের আমল থেকেই কিছু কিছু ছিল। ঋগ্বেদের ২।১২ সূক্তে ঋষি গৃৎসমদ অবিশ্বাসীকে লক্ষ্য করে ইন্দ্রের গুণাবলী কীর্তন করেছেন এবং বারংবার ঘোষণা করেছেন—"সঃ জনাস ইন্দ্রঃ।" —হে জনগণ, এই সমস্ত গুণাবলী যাঁর, তিনিই ইন্দ্র। কেউ কেউ মনে করেন যে আর্যদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী ছিলেন, যাঁরা ইন্দ্রপূজার বিরোধী। একটি ঋকে ইন্দ্রের অস্তিত্বে পুরোপুরি সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে—

প্রসু স্তোমং ভরত বাজয়ংত ইন্দ্রায় সত্যং যদি সত্যমস্তি।
নেন্দ্রো অস্তীতি নেম উ ত্ব আহ ক ঈং দদর্শ কমভিষ্টবাম ॥[৬]

—ইন্দ্র আছেন, ইহা যদি সত্য হয়, তবে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে সত্যভূত স্তোত্র উচ্চারণ কর। নেম বলেন, ইন্দ্র নামে কেহ নাই। কে তাহাকে দেখিয়াছে, আমরা কাহাকে স্তুতি করিব?[৭]

---

১ বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় সং, পৃঃ ১৯০

২ প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালী—বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ (১৩৫৩), পৃঃ ৩৮

৩ অনুবাদ—ডঃ সুকুমার সেন   ৪ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩২৭

৫ তদেব—৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৭৮   ৬ ঋগ্বেদ—৮।১০০।৩   ৭ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

ঋগ্বেদের আর এক স্থানে ইন্দ্রের আক্ষেপ শুনতে পাই :

> ন নূনমস্তি নো শ্বঃ কস্তদ্বেদ যদদ্ভুতম্।
> অন্যস্য চিত্তমভিসঞ্চরেণ্যমুতাধীতং বিনশ্যতি ॥[১]

—বিচার করিয়া দেখিলে, (অথবা, নিশ্চয়ই) অদ্যকার আমার হবি নাই, কল্যকার ত নাই-ই। যাহা ভাবী তাহা কে জানে? অপরের চিত্ত চঞ্চল (আমার উদ্দেশ্যে) হবি চিন্তিত বা অভিপ্রেত হইলেও তাহা বিনষ্ট হইল।[২]

ইন্দ্র নিজেই এই উক্তি করেছেন। এরূপ উক্তির গূঢ় অর্থ হয়ত করা যায়; কিন্তু মন্ত্রটির মধ্যে ইন্দ্রপূজা সম্পর্কে যে বিরূপ মনোভাব গোপন থাকে নি, তা পাঠক মাত্রেই বুঝতে পারবেন।

জেন্দ্ আবেস্তার উদাহরণ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে ইন্দ্রপূজার বিরোধী ছিলেন পারস্য-ইরাণ অঞ্চলের আর্যগণ। ডঃ অবিনাশচন্দ্র মনে করেন যে ইন্দ্রবিরোধী ব্যক্তিগণই ভারতবর্ষ ত্যাগ করে ইরাণ অঞ্চলে বসবাস করেছিলেন। "The followers of Ahura Mazda felt such a great repugnance for the name of Indra, to whose prowess were ascribed their defeat and slaughter by Vedic Aryans, that they came to look him as Devil himself and his votaries as Devil-worshippers, though, strangely enough, Indra's epithet of Vrethraghna was retained by them as the epithet of their supreme angel."[৩]

ডঃ দাসের মতে পণিরা ইন্দ্রপূজার বিরোধী ছিলেন। এবং তারাই ভারতভূমি থেকে উত্তর-পশ্চিমে প্রসারিত হয়েছিলেন। পণিরাই ফিনিশীয় (Phoenician) নামে পরিচিত হয়েছেন।

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে ইন্দ্রপূজার বিরোধিতার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে : "ইন্দ্রোঽকাময়ত পাপ্মানং ভ্রাতৃব্যং বিহন্যামিতি স এতং বিঘনমপশ্যত্তেন পাপ্মানং ভ্রাতৃব্যং ব্যহন্ পাপ্মানং ভ্রাতৃব্যং হন্তে য এবং বেদ।"

—ইন্দ্র চেয়েছিলেন পাপরূপ (বিরোধী) শত্রুকে হত্যা করতে তিনি হনন চিন্তা করলেন, পাপরূপ (বিরোধী) শত্রুকে হত্যা করেছিলেন এই যজ্ঞের দ্বারা, তাই এই যজ্ঞের নাম বিহনন।

১ ঋগ্বেদ—১।১৭০।১ ২ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ৩ Rgvedic India, page 173

ভাষ্যকার সায়নাচার্য এই ব্যক্তব্যটি সম্পর্কে লিখেছেন, "পুরা কদাচিৎ ইন্দ্রং রাজানং মরুদাদিগণদেবতাঃ প্রজা উদ্দণ্ডা ভূত্বা নাঽপূজয়ন্। তদানীং পূজাপ্রতিবন্ধহেতুং পাপরূপং শত্রুমেতেন ক্রতুনা বিশেষেণ হতবান্। অতো বিহননহেতুত্বাদস্য বিঘননামকত্বম্।" —পুরাকালে কোন সময়ে প্রজারূপী মরুৎ প্রভৃতিগণদেবতা বিদ্রোহী হয়ে ইন্দ্রকে পূজা করেন নি। সেই সময়ে পূজা প্রতিবন্ধকের হেতুভূত পাপরূপ শত্রুকে এই যজ্ঞের দ্বারা বিনষ্ট করা হয়। বিঘ্ন নাশের জন্য এই যজ্ঞের নাম বিঘনন।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এই ঘটনার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে: "ইন্দ্রং বৈ স্বা বিশো মরুতো নাঽপাচায়ন্। সোঽনপচ্যমান এতং বিঘনমপশ্যৎ। তমাহরতনা। তেনাঽজয়ত।"[১] —ইন্দ্রের নিজের রাজ্যে মরুদ্গণ ইন্দ্রকে পূজা করলেন। অনর্চিত হয়ে তিনি এই বিঘনন নামক যজ্ঞ দর্শন করলেন। সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন। তার দ্বারা জয়লাভ করলেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতেও ইন্দ্রবিরোধিতার ইঙ্গিত আছে। শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতা গোপরাজ নন্দ ইন্দ্রপূজার আয়োজন করলে শ্রীকৃষ্ণ তাতে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি নন্দকে জানালেন যে ইন্দ্রযজ্ঞের জন্য আয়োজিত দ্রব্যসম্ভার গো, ব্রাহ্মণ এবং পর্বতের সেবায় ব্যয়িত হোক।

তস্মাদ্ গবাং ব্রাহ্মণানামদ্রেশ্চারভ্যতাং মখঃ।
য ইন্দ্রযাগসম্ভারা স্তৈরয়ং সাধ্যতাং মখঃ।[২]

যজ্ঞ বন্ধ করার জন্য কোপিত ইন্দ্র প্রবল বর্ষণ সুরু করলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন গিরি ধারণ করে গোকুলবাসীকে রক্ষা করে ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করেছিলেন।

এইভাবে বেদের শ্রেষ্ঠ দেবতা ইন্দ্রের পূজায় বিরোধিতা বৈদিক যুগ থেকেই চলে এসেছে যুগ যুগ ধরে। তথাপি বৃষ্টির অধিকর্তা হিসাবে এবং বৃত্রহন্তা হিসাবে ইন্দ্রের মহিমা সহস্র সহস্র বৎসর পরেও হিন্দুর মন থেকে বিলীন হয়ে যায় নি।

১ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ—২।৭।১৮।১ ২ ভাগবত—১০।২৪।২৫

পর্জন্য

বেদে-পুরাণে পর্জন্য নামে এক দেবতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ঋষি যে পর্জন্যকে স্তব করেন, তিনি অন্তরীক্ষের পুত্র, জলদানে সমর্থ।

পর্জন্যায় প্রগায়ত দিবস্ পুত্রায়মীড়ূষে
স নো যবসমিচ্ছতু ॥[১]

—অন্তরীক্ষের পুত্র সেচনসমর্থ পর্জন্যদেবের উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ কর। তিনি আমাদের অন্ন ইচ্ছা করুন।[২]

পর্জন্যদেব প্রাণী ও উদ্ভিদের গর্ভস্বরূপ :

যো গর্ভমোষধীনাং কৃণোত্যর্বতাং
পর্জন্যঃ পরুষীণাম্ ॥[৩]

—যে পর্জন্যদেব ওষধিসমূহের, গোসমূহের, অশ্বসমূহের ও নারীগণের গর্ভ উৎপাদন করেন।[৪]

পর্জন্য সমস্ত ভুবনের অধীশ্বর, তাঁর থেকেই জল বর্ষিত হয়।

যস্মিন্বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুস্তিস্রো দ্যাবস্ত্রেধা সস্রুরাপঃ।
ত্রয়ঃ কোশাস উপসেচনাসো মধ্বঃ শ্চোতংত্যভিতো বিরপ্‌শম্ ॥[৫]

—সমস্ত ভুবন যাঁহাতে অবস্থিত, যাঁহাতে দ্যুলোক প্রভৃতি (লোক) ত্রয় (অবস্থিত), যাঁহা হইতে আপসকল তিন প্রকারে বিনির্গত হয়। উপসেচনকর তিন প্রকার মেঘ, যে মহান (পর্জন্যের) চারিদিকে মধুদক বর্ষণ করেন।[৬]

সায়নের মতে তিন প্রকার মেঘ : প্রাচী, প্রতীচী ও অবাচী।

পর্জন্যদেবের কৃপায় বৃষ্টি পতিত হয়, ওষধিসমূহ ফলবান হয়।

ময়োভুবো বৃষ্টয়ঃ সংত্বস্মে সুপিপ্পলা ওষধির্দেব গোপাঃ ॥[৭]

—আমাদিগের জন্য সুখকর বৃষ্টি পতিত হউক। পর্জন্য যাঁহাদিগের রক্ষক, সেই ওষধিসমূহ সুফলযুক্ত হউক।[৮]

---

১ ঋগ্বেদ—৭।১০২।১ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৭।১০২।২
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—৭।১০১।৪ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ঋগ্বেদ—৭।১০১।৫ ৮ অনুবাদ—তদেব

পর্জন্য স্থাবর জঙ্গমের আত্মা—ওষধিসমূহকে জীবন্ত করেন :

স রেতোধা বৃষভঃ শশ্বতীনাং তস্মিন্নাত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ।

তন্ম ঋতং পাতু শতশারদায় যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥[১]

—সেই পর্জন্য বৃষভের ন্যায় বহুতর ওষধিসমূহের প্রতি রেতঃ আধান করেন। স্থাবর ও জঙ্গমের আত্মা তাঁহাতেই (বাস করে)। তৎপ্রদত্ত জল শতবর্ষব্যাপী জীবনের জন্য আমাকে রক্ষা করুন। তোমরা সর্বদা আমাকে স্বস্তি দ্বারা পালন কর।[২]

বর্ষাকালে পর্জন্যপ্রদত্ত বৃষ্টিতে মণ্ডুকগণ হৃষ্ট হয়ে ওঠে।

যদী মেনাঁ উশতো অভ্যবর্ষীত্তৃষ্যাবতঃ প্রাবৃষ্যাগতায়াং ।

অখ্খলীকৃত্যা পিতরং ন পুত্রো অন্যো অন্যমুপবদংতমেতি ॥[৩]

—বর্ষাকাল আগত হইলে পর্জন্য যখন কামনাবান্ ও তৃষ্ণার্ত মণ্ডুকগণকে জলদ্বারা সিক্ত করেন, তখন পুত্র যেমন অখ্খল শব্দ করতঃ পিতার নিকট গমন করে, সেইরূপ এক মণ্ডুক অন্যের নিকট গমন করে।[৪]

পর্জন্য জ্যোতির্ময় বাক্যত্রয় স্বরূপ (ঋক্-সাম-যজু অথবা দ্রুত, বিলম্বিত ও মধ্যম তিনপ্রকার মেঘধ্বনি), মেঘদোহনকারী এবং ওষধিসমূহের গর্ভ উৎপাদক।

তিস্রো বাচঃ প্রবদ জ্যোতিরগ্রা যা এতদ্দুহ্রে মধুদোঘমূধঃ ।

স বৎসং কৃন্বন্ গর্ভমোষধীনাং সদ্যো জাতো বৃষভো রোরবীতি ॥[৫]

—অগ্রভাগে জ্যোতিবিশিষ্ট যে তিন প্রকার বাক্য উদক উৎপাদক মেঘকে দোহন করে, সেই বাক্য উচ্চারণ তিনিও সহবাসী (বৈদ্যুতাগ্নি) প্রাদুর্ভূত করতঃ এবং ওষধিসমূহের গর্ভ উৎপাদন করতঃ সদ্য উৎপন্ন হইয়া বৃষভের ন্যায় শব্দ করিতেছেন।[৬]

জ্যোতিবিশিষ্ট মেঘদোহনকারী বৃষ্টিদাতা ভেককুলের হর্ষোৎপাদক স্থাবর-জঙ্গমের আত্মাস্বরূপ ওষধিসমূহে ফলদাতা বিশ্বভুবনের গর্ভস্বরূপ পর্জন্য দেবতা স্বরূপতঃ ইন্দ্র বা সূর্যাগ্নির সঙ্গে অভিন্ন। মেঘ বা বর্ষণের দেবতা ইন্দ্র ও পর্জন্যের পার্থক্য অনুভূত হয় না। শ্রীমদ্‌ভাগবতে ইন্দ্র ও পর্জন্য অভিন্ন :

পর্জন্যো ভগবানিন্দ্রো মেঘাস্তস্যাত্মমূর্তয়ঃ ।

তেঽভিবর্ষন্তি ভূতানাং প্রীণনং জীবনং পয়ঃ ॥[৭]

১ ঋগ্বেদ—৭।১০২।৬ ২ অনুবাদ রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ ৭।১০৩।৩
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—৭।১০১।১ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ভাগবত—১০।২৪।৮

—পর্জন্যই ভগবান্ ইন্দ্র, মেঘসমূহ তাঁরই নিজের মূর্তি। তারা জীবগণের তৃপ্তি, জীবন এবং জলবর্ষণ করে।

কূর্মপুরাণের মতে পর্জন্য দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম[১] এবং আশ্বিন মাসের সূর্য : "পর্জন্যশ্চাশ্বিনে মাসি।"[২]

যাস্ক পর্জন্য শব্দের অর্থ করতে গিয়ে লিখেছেন—"পর্জন্যস্তৃপেরাদ্যন্তবিপরীতস্য তর্পয়িতা জন্যঃ।"[৩]—তৃপ্ত্যর্থক তৃপ্ ধাতু আদি ও অন্ত অক্ষর বৈপরীত্যে 'তর্পয়িতা জন্য' এইরূপে পর্জন্য শব্দ নিষ্পন্ন। সুতরাং পজন্য অর্থে তৃপ্তিবিধায়ক—হিতকারী। জনগণের হিত করে এবং তৃপ্তি বিধান করে বলে মেঘই পর্জন্য। ঘনীভূত জলীয়বাষ্পাত্মক প্রাকৃতিক মেঘকে ঋষিগণ কখনোই দেবতারূপে অর্চনা করেন নি। মেঘের অধিষ্ঠাতা যে দেব ইন্দ্র তিনিই পর্জন্য।

যাস্ক পর্জন্য শব্দের আরও কয়েকটি অর্থ করেছেন। "পরো জেতা বা জনয়িতা বা প্রার্জয়িতা বা রসানাম্।"[৪] —পরের অর্থাৎ শত্রুর জেতা, পরের অর্থাৎ শস্যাদির জনয়িতা, অথবা রসসমূহের প্রার্জয়িতা অর্থাৎ সংগ্রহীতা। শত্রুজেতা এবং শস্যজনয়িতা ইন্দ্র, রসসংগ্রাহক সূর্য।

পর্জন্য সোমের পিতারূপে ঋগ্বেদে উল্লিখিত হয়েছেন, "পর্জন্য পিতা মহিষস্য"।[৫] "পর্জন্য বৃদ্ধং মহিষং···।"[৬] পর্জন্য বর্ধিত সোম।

রমেশচন্দ্র দত্ত মনে করেন যে বৃষ্টির দ্বারা সোমলতা বর্ধিত হয়, সেইজন্যই পর্জন্য সোমের পিতা।[৭] সোম শব্দে চন্দ্রকেও বোঝায়। সূর্যকিরণে চন্দ্র আলোকিত হয়। সেইজন্যই সূর্যরূপী পর্জন্য চন্দ্রের পিতৃস্থলাভিষিক্ত। হরিবংশে পর্জন্য ও ইন্দ্র দ্বাদশ আদিত্যের দুই আদিত্য।[৮]

ইন্দ্রের মধ্যে দুটি প্রধান গুণ লক্ষ্য করি। ইন্দ্র দানবহন্তা ও ইন্দ্র বৃষ্টিদাতা। মনে হয়, ইন্দ্রের চরিত্রে দানবহন্তৃত্ব প্রাধান্য লাভ করায় ইন্দ্রের বর্ষণকারী সত্তা পর্জন্যরূপে পরিচিত হয়েছে; যদিও ইন্দ্রচরিত্রের দুই অংশেই উভয় গুণ অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান। পর্জন্যের বৃষ্টিদাতৃত্ব সম্পর্কে আরও দু-একটি ঋক্ উদ্ধারযোগ্য।

বি বৃক্ষান্ হন্ত্যুত হন্তি রক্ষসো বিশ্বং বিভায় ভুবনং মহাবধাৎ।
উতানাগা ঈষতে বৃষ্ণ্যাবত যৎ পর্জন্যঃ স্তনয়ন্ হন্তি দুষ্কৃতঃ॥

---

১ কূর্মপুঃ, পূর্বভাগ—৪১।২ ২ তদেব ৪২।২১ ৩ নিরুক্ত
৪ তদেব—১০।১০।৭ ৫ ঋগ্বেদ—৯।৮৮।৩ ৬ তদেব—৯।১১৩।৩
৭ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৩৩, ৯।৮৮।৩ ঋকের টীকা ৮ খিল হরিবংশ পর্ব—৭।৪৮

রথীব কশয়াশ্বাঁ অভিক্ষিপন্নাবির্দূতান্ কৃণুতে বর্ষ্যাঁ অহ।
দূরাৎ সিংহস্য স্তনথা উদীরতে যৎ পর্জন্যঃ কৃণুতে বর্ষ্যং নভঃ॥
প্র বাতা বাংতি পতয়ন্তি বিদ্যুত উদোষধীর্জিহতে পিন্বতে স্বঃ।
ইরা বিশ্বস্মৈ ভুবনায় জায়তে যৎ পর্জন্যঃ পৃথিবীং রেতসাবতি॥"[1]

—তিনি বৃক্ষসকল নষ্ট করেন, রাক্ষসসকল বধ করেন ও বিপুল সংহার কার্যদ্বারা সমগ্র ভুবনকে ভয় প্রদর্শন করেন। যৎকালে গর্জনকারী পর্জন্য পাপিষ্ঠ সংহার করেন, এমন কি নিরপরাধী ব্যক্তিও তৎকালে বারিবর্ষণকারী পর্জন্যের নিকট হইতে (ভয়ে) পলায়ন করেন।

রথী যেরূপ কশাঘাত দ্বারা অশ্বগণকে উত্তেজিত করিয়া যোদ্ধাকে নিজ দৃষ্টিপথের পথিক করেন, পর্জন্যও সেইরূপ (মেঘসকলকে অপসারিত করিয়া) বারিবর্ষণকারী মেঘসকলের আবিষ্কার করেন। যৎকালে পর্জন্য বারিদসমূহ অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত করেন, তৎকালে সিংহবৎ (মেঘের) গর্জন দূর হইতে উদ্গত হয়।

যৎকালে পর্জন্য বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবী রক্ষা করেন, তখন প্রবল বায়ু বহিতে থাকে, চতুর্দিকে বিদ্যুৎ স্ফুরণ হয়, ওষধিসমূহ অংকুরিত হয়, অন্তরীক্ষ বিগলিত হয় এবং পৃথিবী সমস্ত জীবের হিতসাধনে সমর্থ হয়।[2]

অপর একটি ঋকে পর্জন্য ও বায়ুর নিকট অনুরোধ জানানো হয়েছে জল প্রেরণের জন্য।[3] এই বিবরণে পর্জন্য যে সূর্যাগ্নির বর্ষণশক্তির প্রতিরূপ তাতে কোন অস্পষ্টতা নেই। অথর্ববেদের ৩।৪।১৫।৪ মন্ত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার মহীধর পর্জন্য শব্দের অর্থ করেছেন, বৃষ্ট্যাভিমানী দেব। বৃহদ্দেবতার মতে যিনি আকাশ-জাত রসের (মেঘস্থিত জল) দ্বারা পৃথিবী অধিকার করেন, তিনিই পর্জন্য:

যদিমাং প্রার্জয়ত্যেকো রসেনাম্বরজেন গাং।
কালেঽত্রিরৌবশশ্চর্ষী তেন পর্জন্যমাহতুঃ॥[4]

—যেহেতু আকাশজাত রস (জল) দ্বারা যথাকালে ইনি একাকী পৃথিবী আচ্ছন্ন করেন সেইজন্য অত্রি এবং ঔবশ ঋষি তাঁকে পর্জন্য বলে থাকেন।

ডঃ অবিনাশ চন্দ্র দাস পর্জন্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "Here we see that from the original significance of rain cloud, the word Parjanya came to mean the deity that presided over rain clouds, and

১ ঋগ্বেদ—৫।৮৩।২-৪ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৬।৪৯।৬ ৪ বৃহদ্দেবতা—৩।৩৮

powered down rains with the help of thunder, lightning and storm. Indra in later vedic mythology was the only wielder of the thunder'."[১]

ডঃ দাসের মতে ইন্দ্র ও পর্জন্য একই দেবতার দুই রূপ। তিনি মনে করেন যে পর্জন্য ইন্দ্রের প্রাচীনতর রূপ। তাঁর বক্তব্য : "Hence it is not un-reasonable to suppose that Parjanya was older than Indra himself, by whom he was superseded in later times....My opinion is that Parjanya was the god of rain, thunder and lightning of the early Aryans at a time when they had been in a nomadic and pastoral stage, and did not settle down as agriculturists."[২]

ডঃ দাসের অনুমান যে বিশেষ তথ্যভিত্তিক, একথা স্বীকার করা যায় না। ইন্দ্রের প্রাধান্য ঋগ্বেদে সর্বব্যাপক। পর্জন্য একটি অপ্রধান দেবতা বললে অত্যুক্তি হয় না। ইন্দ্রকেই প্রাচীনতর দেবতা বলে অনুমিত হয়। দেবতাদের রাজা দানবঘাতক মহাবীররূপে ইন্দ্র প্রশংসিত হওয়ায় তাঁর বৃষ্টিদান ক্ষমতা কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালে পর্জন্যরূপে স্তুত হয়েছে, এরূপ অনুমান সঙ্গত বিবেচিত হয়। মহাভারতে ইন্দ্র পর্জন্যের অধিপতি।[৩] একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত পৌরাণিক পর্জন্যকে ইন্দ্ররূপে গ্রহণ করেছেন। "As raingod Indra is identified with Parjanya....Parjanya rains on hill and plough land."[৪] তিনি আরও লিখেছেন, "Parjanya (the cloud) is rain itself ...In later Epic there is no distinction between Indra and Parjanya."[৪]

অধ্যাপক Macdoenll পর্জন্যকে বজ্রবৃষ্টিগর্ভ (মেঘের বিগ্রহ এবং বৃষ্টিদাতা দেবতারূপে গ্রহণ করেছেন। "It seems clear that in the R. V. the word is an appellative of the thundering rain cloud as well the proper name of its personification, the god who actually sheds rain .. the deity is sometimes found identified with Indra in the Mahabharata."[৫]

বৃষ্টিদাতা দেবতা ইন্দ্র বা পর্জন্য যে জড় মেঘ নয়—সূর্যাগ্নি, তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। পুরাণে-কাব্যে পর্জন্য নামে কোন পৃথক্ দেবতার অস্তিত্বই নেই। ইন্দ্রের নাম বা বিশেষণরূপেই পর্জন্যশব্দ পরবর্তীকালে ব্যবহৃত হয়েছে।

---

১ Rgvedic culture—page 62 ২ Rgvedic culture, Page 62

৩ মহাঃ শান্তিপর্ব—১২১।৩৭-৩৯ ৪ Epic Mythology—E. W. Hopkins, page 128

৫ Vedic mythology—page 84

ত্বষ্টা-বিশ্বকর্মা-প্রজাপতি

"He (Tvastṛ) is the celestial architect, the Vulcan of the Hindus. He is generally commissioned by the gods to build their palaces and lay out their gardens."[১] —পৌরাণিক ত্বষ্টা সম্পর্কে এই মন্তব্য অযথার্থ নয়। পুরাণের ত্বষ্টা ও বিশ্বকর্মা একই দেবতা।

ত্বষ্টা দেবতাদের শিল্পী। তিনি ইন্দ্রের বজ্র নির্মাণ করেছিলেন ; সেই বজ্রদ্বারা ইন্দ্র বৃত্রবধ করেছিলেন।

"ত্বষ্টাস্মৈ বজ্রং স্বর্যং ততক্ষ।"[২]—ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য সুদূরপাতী বজ্র নির্মাণ করিয়াছিলেন।[৩]

"তক্ষত্বষ্টা বজ্রং পুরুহূতং দ্যুমংত।"[৪] —ত্বষ্টা তোমার দীপ্তিমান বজ্র নির্মাণ করিয়াছেন।[৫]

অস্মা ইদু ত্বষ্টা তক্ষদ্বজ্রং স্বপস্তমং স্বর্যং রণায়।
বৃত্রস্য চিদ্বিদদ্যেন মর্ম তুজন্নীশানস্তুজতা কিয়েধাঃ ॥[৬]

ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য যুদ্ধার্থে শোভনকর্মা ও সুপ্রেরণীয় বজ্র নির্মাণ করিয়াছিলেন, ঐশ্বর্যবান ও অপরিমিত বলবান ইন্দ্র শত্রুবিনাশে উদ্যত হইয়া সেই হননকারী বজ্রদ্বারা বৃত্রের মর্মভেদ করিয়াছিলেন।[৭]

"অধ ত্বষ্টা তে মহ উগ্র বজ্রং সহস্রভৃষ্টিং ববৃতচ্ছতাশ্রিম্।"[৮]

—ত্বষ্টা তোমার (ইন্দ্রের) জন্য সহস্রধার ও শতপর্ব বজ্র নির্মাণ করিয়াছিলেন।[৯]

মহাভারতে ত্বষ্টা বজ্র নির্মাতা।[১০] কর্মকুশল ত্বষ্টা ব্রহ্মণস্পতির লৌহ কুঠার তীক্ষ্ণাগ্র করে তুলেছিলেন, দেবতাদের পানপাত্রও নির্মাণ করেছিলেন।

ত্বষ্টা মায়া বেদপসামপস্তমো বিভ্রৎপাত্রা দেবপানানি শংতমা।
শিশীতে নূনং পরশুং স্বায়সং যেন বৃশ্চাদেতশো ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥[১১]

—ত্বষ্টা ক্রিয়াকুশল ব্যক্তিদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কর্মিষ্ঠ। তিনি অতি সুন্দর পানপাত্রসমূহ দেবতাদিগের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন, তিনি তাঁহার শিল্প জানেন।

---

১ Epics, Myths and Legaends of India—P. Thomas, page 52
২ ঋগ্বেদ—১।৩২।২ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৪ ঋগ্বেদ—৫।৩১।৪
৫ অনুবাদ—তদেব ৬ ঋগ্বেদ—১।৬১।৬, অথর্ব—২০।৪।৩৫।৬ ৭ অনুবাদ—তদেব
৮ ঋগ্বেদ—৬।১৭।১০ ৯ অনুবাদ—তদেব ১০ মহাঃ, বনপর্ব ১০০ অঃ
১১ ঋগ্বেদ—১০।৫৩।৯

তিনি উত্তম লৌহ নির্মিত কুঠার শানিত করেন। তদ্দ্বারা ব্রহ্মণস্পতি পাত্র নির্মাণোপযোগী কাষ্ঠ ছেদন করেন।[১]

ত্বষ্টা-নির্মিত চমস (কাষ্ঠের পানপাত্র) ত্বষ্টার শিষ্য ঋভুগণ চারভাগে বিভক্ত করেছিলেন।

উত ত্যং চমসং নবং ত্বষ্টুর্দেবস্য নিষ্কৃতং
অকর্ত চতুরঃ পুনঃ ॥[২]

—ত্বষ্টা দেবের নির্মিত নূতন সেই চমস (সোমাধার কাষ্ঠপাত্র) (ত্বষ্টৃশিষ্য ঋভুগণ) চারভাগে বিভক্ত করেছিলেন।[৩]

ত্বষ্টার হাতে ছুতারের লৌহময় বাশী (বাইশ) :

বাশীমেকো বিভর্তি হস্ত আয়সীমন্তর্দেবেষু মেধিরঃ ॥[৪]

—দেবগণের মধ্যে নিশ্চল স্থানে বর্তমান (ত্বষ্টা) লৌহময় কুঠার (বাশী—বাইশ) হস্তে ধারণ করিতেছেন।[৫]

ত্বষ্টার পুত্রের নাম বিশ্বরূপ বা ত্রিশিরা। ইন্দ্র তাঁকে হত্যা করেছিলেন।[৬]

ত্বষ্টার স্বরূপ—দেবশিল্পী, দেবাস্ত্রনির্মাতা, ত্রিশিরাজনক—ত্বষ্টার স্বরূপ কি? নিরুক্তকার বলেন যে ত্বষ্টা মধ্যস্থান দেবতা—"মাধ্যমিকস্ত্বষ্টেত্যাহুর্মধ্যমে চ সমাম্নাতঃ।"[৭] নিঘণ্টুতে (৫।৪) ত্বষ্টা মধ্যমস্থানস্থিত দেবতারূপে উল্লিখিত হয়েছেন। সুতরাং নিরুক্তকারগণের অভিমত এই যে, ত্বষ্টা মধ্যমস্থান বা অন্তরীক্ষ প্রদেশের দেবতা; —সুতরাং বিদ্যুৎ বা বায়ু। অন্তরীক্ষস্থিত বিদ্যুৎ অগ্নির একটি রূপমাত্র। বাস্তবিক ঋগ্বেদে ত্বষ্টা কখনও সূর্য, কখনও অগ্নিরূপে বর্ণিত হয়েছেন। মহাভারত ও পুরাণে ত্বষ্টা দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম।[৮] মহাভারতের বনপর্বে (৩য় অঃ) সূর্যের একনাম ত্বষ্টা। ঋগ্বেদে একাধিক স্থানে ত্বষ্টা সবিতা ও বিশ্বরূপ নামে আখ্যাত হয়েছেন।

দেবস্ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ পুপোষ প্রজাঃ পুরুধা জজান।
ইমা চ বিশ্বা ভুবনান্যস্য মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥[৯]

—সকলের প্রেরক (সবিতা) নানাবিধরূপ বিশিষ্ট (বিশ্বরূপ) ত্বষ্টৃদেব বহুপ্রকারে পুত্র উৎপাদন করেন ও পালন করেন। এই সমস্ত ভুবন তাঁহার দেবগণের মহৎ বল একই।[১০]

---

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—১।২০।৬ ৩ অনুবাদ—তদেব ৪ ঋগ্বেদ—৮।২৯।২
৫ অনুবাদ—তদেব ৬ ঋগ্বেদ—১০।৮।৯ ; ২।১১।১৯ ৭ নিরুক্ত—৮।১৪।৩
৮ এই গ্রন্থের অদিতি ও আদিত্য—পৃঃ ১৪৩-৪৬ দ্রষ্টব্য ৯ ঋগ্বেদ—৩।৫৫।১৯
১০ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

এই ঋক্‌টির অপর একটি অনুবাদ :

দেব ত্বষ্টা সর্বভূতের উৎপত্তি, পুষ্টি ও বৃদ্ধিসাধন করেন বৃষ্টিপ্রদানের দ্বারা ; যাবতীয় উদকের অধিপতি তিনি,—নিখিল উদকরাশি তাঁহার অধীন, দেবগণের মধ্যে তিনি অদ্বিতীয় প্রজ্ঞাবান্ ।[১]

যাস্ক ঋকটির ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে—"দেব ত্বষ্টা সবিতা সর্বরূপঃ পোষকঃ প্রজা রসানুপ্রদানেন বহুধা চেমা জনয়ন্তীমানি চ সর্বাণি ভূতানি উদকানি মহচ্চাস্মৈ দেবানামসুরত্বমেকং প্রজ্ঞাবত্বং বানবত্বং বাপি বা।"[২] —দেব সবিতা ত্বষ্টা সর্বরূপের পোষক, বৃষ্টি প্রদানের দ্বারা এই সমস্ত জীব বিচিত্ররূপে সৃষ্টি করে থাকেন, উদকসমূহ তাঁরই। এই মহান্ দেবের মধ্যেই অসুরত্ব অর্থাৎ প্রজ্ঞাবত্ত্ব বা প্রাণবত্ত্ব বর্তমান।

ঋগ্বেদে আর একস্থানে বলা হয়েছে :

গর্ভে নু নৌ জনিতা দংপতী কর্দেবস্ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ।
নকিরস্য প্র মিনংতি ব্রতানি বেদ নাবস্য পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥[৩]

—নির্মাণকর্তা (পিতা—জনিতা) ও প্রসবিতা (সবিতা) ও বিশ্বরূপ দেব ত্বষ্টা আমাদিগকে গর্ভাবস্থাতেই বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষবৎ করিয়াছেন, তাঁহার অভিপ্রায় অন্যথা করিতে কাহারো সাধ্য নাই, আমাদের এই সম্পর্ক পৃথিবী ও আকাশ উভয়েই জানেন।[৪]

লক্ষণীয় এই যে ত্বষ্টার পুত্র কেবল বিশ্বরূপ নন, ত্বষ্টা নিজেও বিশ্বরূপ।

ইহ, ত্বষ্টারমগ্রিয়ং বিশ্বরূপমুপহ্বয়ে।
অস্মাকমস্তু কেবলম্ ॥[৫]

—শ্রেষ্ঠ ও বহুবিধ রূপসম্পন্ন (বিশ্বরূপ) ত্বষ্টাকে এই যজ্ঞে আহ্বান করিতেছি ; তিনি কেবল আমাদের পক্ষেই থাকুন।[৬]

সায়নের মতে ত্বষ্টা এখানে অগ্নি—"ত্বষ্টারং ত্বষ্টৃনামকমগ্নিমিহ কর্মণ্যুপহ্বয়ে।"

ঋগ্বেদের একস্থানে স্পষ্টভাবেই অগ্নিকে ত্বষ্টা বলা হয়েছে,—"ত্বমগ্নে ত্বষ্টা বিধতে সুবীর্যং।"[৭]—হে অগ্নি, তুমি ত্বষ্টা হয়ে সুবীর্য প্রদান করে থাক।

ত্বষ্টা সৃষ্টিকর্তা,—সর্ব জীব ও জগতের স্রষ্টা,—তিনি গর্ভস্থ শিশুর রূপকর্তা, —তিনি বিশ্বেরও রূপকর্তা।

---

১ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ২ নিরুক্ত—১০।৩৪।২ ৩ ঋগ্বেদ—১০।১০।৫
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—১।১৩।১০ ৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৭ ঋগ্বেদ—২।১।৫

য ইমে দ্যাবাপৃথিবী জনিত্রী রূপৈরপিংশদ্ভুবনানি বিশ্বা।
তমদ্য হোতরিষিতো যজীয়ান্ দেবং ত্বষ্টারমিহযক্ষি বিদ্বান্ ॥[১]

—যে ত্বষ্টা (অগ্নি, বনস্পতি ওষধি প্রভৃতির) সৃষ্টির কারণভূত দ্যুলোক ও পৃথিবীকে রূপময় করে সৃষ্টি করেছেন এবং বিশ্বভুবনকে রূপময় করেছেন, হে হোতা, যজ্ঞ সম্পাদক এবং বিজ্ঞ তুমি সেই ত্বষ্টার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ কর।

ত্বষ্টা রূপাণি হি প্রভুঃ পশূন্ বিশ্বান্‌ৎসমানজে।
তেষাং ন স্ফাতিমা যজ ॥[২]

—(অগ্নিরূপ) ত্বষ্টা রূপবিধানে সমর্থ, তিনি সমস্ত পশুগণের রূপ ব্যপ্ত করেন। হে ত্বষ্টা! আমাদিগকে অধিক পরিমাণে পশু প্রদান কর।[৩]

সর্বজগতের নির্মাতা ত্বষ্টা অগ্নিরও জন্মদাতা—"ত্বষ্টা যং ত্বা সুজনিমা জজান।"[৪] —যিনি উত্তম নির্মাণ করিতে পারেন, সেই ত্বষ্টা তোমাকে জন্ম দিয়াছেন।[৫]

ত্বষ্টা পশুদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষভেদে মিথুন সৃষ্টি করেন: "ত্বষ্টা বৈ পশূনাং রূপকৃত্তেনৈব পশূনাং রূপমাত্মন্ধত্তে।"[৬]

—ত্বষ্টা পশুদের মিথুনের রূপকর্তা, তিনি নিজেই পশুদের রূপধারণ করেন।

ত্বষ্টা বৈ পশূনাং মিথুনানাং প্রজনয়িতা।[৭]

ত্বষ্টা বীরং দেবকামং জজান ত্বষ্টুরর্বা জায়ত আশুরশ্বঃ।
ত্বষ্টেদং বিশ্বং ভুবনং জজান বহোঃ কর্তারমিহ যক্ষি হোতঃ ॥[৮]

—ত্বষ্টা দেবভক্ত বীরপুত্র সৃষ্টি করেন, দ্রুতগমনশীল অশ্ব ত্বষ্টার নিকট হ'তেই উৎপন্ন হয়। ত্বষ্টা এই সমস্ত বিশ্বভুবন সৃষ্টি করেছেন, হে হোতা, বহুকর্মের কর্তা ত্বষ্টার উদ্দেশ্যে যাগ কর।

ত্বষ্টার যে পরিচয় উদ্ধৃত মন্ত্রগুলিতে আছে, তাতে তাঁকে সূর্য ও অগ্নি ভিন্ন অন্য কিছু ভাবাই যায় না। শাকপুণি নামক নিরুক্তকারের মতে ত্বষ্টা অগ্নিকে বোঝায়—"অগ্নিরিতি শাকপুণিঃ"।[৯] যাস্ক ত্বষ্টা শব্দের অর্থ করতে গিয়ে লিখেছেন, "ত্বষ্টা তূর্ণমশ্নুত ইতি নৈরুক্তাঃ। ত্বিষের্বা স্যাদ্দীপ্তিমর্মণস্ত্বক্ষতের্বা স্যাৎ করোতিকর্মণঃ।"[১০] —(১) তূর্ণ শব্দ পূর্বক ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশ্' ধাতু হইতে (২) অথবা

---

১ ঋগ্বেদ—১০।১১০।৯; শুক্ল যজুঃ—২৯।৩৪ ২ ঋগ্বেদ—১।১৮৮।৯ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ ঋগ্বেদ—১০।২।৭ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৬ কৃষ্ণযজুর্বেদ—১।১।৭।৫ ৭ কৃষ্ণযজুর্বেদ—২।২।১।৮
৮ শুক্ল যজুঃ—২।৯ ৯ নিরুক্ত—৮।১৪।৪ ১০ নিরুক্ত—৮।১৩।৩

দীপ্ত্যর্থক ত্বিষ্ ধাতু হইতে অথবা (৩) করণার্থক 'ত্বক্' ধাতু হইতে 'ত্বষ্টৃ' শব্দের নিষ্পত্তি; ত্বষ্টা ব্যাপ্তব্য বস্তু শীঘ্র ব্যাপ্ত করেন, ত্বষ্টা দীপ্তি পাইয়া থাকেন, ত্বষ্টা শুদ্ধ্যাদিক্রিয়া সম্পাদন করেন।"[১]

প্রদীপ্ত সর্বব্যাপ্ত অথবা সর্বশুদ্ধিকারক অগ্নিই যে ত্বষ্টা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঋগ্বেদের অপর একটি মন্ত্র থেকেও ত্বষ্টার অগ্নিস্বরূপত্ব সুপ্রকট হয়ে ওঠে।

আবিষ্ট্যো বর্ধতে চারুরাসু জিহ্মানামূর্ধ্বঃ স্বযশা উপস্থে।

উভে ত্বষ্টুর্বিভ্যতু র্জায়মানাৎ প্রতীচী সিংহং প্রতিজোষয়েতে॥[২]

—কুটিল (মেঘের জলের) পার্শ্বদেশে যশস্বী (অগ্নি) উর্ধ্বে জ্বলিয়া শোভনীয় দীপ্তির সহিত প্রকাশ পাইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েন, অগ্নি দীপ্তির সহিত উৎপন্ন হইলে উভয় (পৃথিবী) ভীত হয়েন এবং সেই সিংহের অভিমুখে আসিয়া তাঁহাকে সেবা করেন।[৩]

এই ঋক্‌টিকে নিরুক্তকারের ব্যাখ্যানুসারে বিশ্লেষণ করে পণ্ডিত অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, "ত্বষ্টা জ্যোতি বিস্তার করেন, ত্বষ্টা চলনস্বভাব, ত্বষ্টা উর্ধ্বজ্বলন, ত্বষ্টা সমদর্শী,—কুটিলচেতা মনুষ্যগণের মধ্যেও বৈষম্যবোধ রহিত হইয়া যজ্ঞাদি ক্রিয়াসমূহে স্বস্থানে (কাষ্ঠমধ্যে) থাকিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন। তাঁহাকে বর্ধিত দেখিয়া দ্যাবাপৃথিবী (অথবা অহোরাত্র অথবা অরণিদ্বয়) নিজ নিজ বিনাশাশংকায় ভীতি-গ্রস্ত হয় এবং অভিমুখে আসিয়া স্ব স্ব অধিকার অনুযায়ী উপকার সাধন পূর্বক পরিচারকরূপে তাঁহার সেবা করে। এই ঋকে ত্বষ্টা অগ্নি বলিয়াই প্রতীত হইতেছেন।"[৪]

শতপথ ব্রাহ্মণে ত্বষ্টা অগ্নিরূপে সমস্ত জগতের রূপকর্তা: তত এতৎ ত্বষ্টা পুনরাধেয়ং দদর্শ। তদাদধে তেনাগ্নেঃ প্রিয়ং ধামোপজগাম সোঽস্মা উভয়ানি রূপাণি প্রতিনিঃসসজ যানি চ গ্রাম্যানি যানি চারণ্যানি তস্মাদাহুস্ত্বাষ্ট্রাণি বৈ রূপাণীতি ত্বষ্টুর্হ্যেব সর্বং রূপমুপ হ ত্বেবান্যাঃ প্রজাঃ যাবৎ সো যাবৎ স ইব তিষ্ঠন্তে॥[৫]
—ত্বষ্টা আধেয় (যজ্ঞ সামগ্রী) দর্শন করলেন, তখন অগ্নি আধান করলেন, তার দ্বারা অগ্নির প্রিয়ধামে গমন করলেন। তিনি গ্রাম্য এবং আরণ্য উভয়রূপ সৃষ্টি করলেন। সেইজন্য বলা হয়, সকলরূপই ত্বষ্টাসম্বন্ধীয়, ত্বষ্টারই সকল রূপ, সকল প্রজা তাঁকে ব্যাপ্ত করেই বর্তমান আছেন।

১ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ২ ঋগ্বেদ—১।৯৫।৫ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ নিরুক্ত (ক. বি.)—পৃঃ ৯৭৭ ৫ শতপথ ব্রাহ্মণ—২।২।১।৪

বৃহদ্দেবতাও ত্বষ্টাকে অগ্নিরূপেই বর্ণনা করেছেন :

ত্বষ্টা তু যা সোঽয়মেব পার্থিবোঽগ্নিরিতি শ্রুতিঃ।
পার্থিবস্যাস্তু বর্চঃ স্যুঃ কস্তপৃক্ চার্তবেষু চ ॥
ত্বিষিতঃ সুষ্টুতো বা স্যাৎ তূর্ণমশ্নুবতী বা।
কর্মসু ত্বরণাং বেত্তি তেন নাম্নৈতদশ্নুতে ॥[১]

—শ্রুতি অনুসারে যিনি পার্থিব অগ্নি, তিনিই ত্বষ্টা, পার্থিব অগ্নির তেজ, ঋতুসমূহে যার প্রকাশ। ত্বিষিত (কিরণময়) সুষ্টুত (সম্যক্ স্তুত) অথবা শীঘ্র চতুর্দিক ব্যাপ্ত করে অথবা দ্রুত স্বকর্ম সম্পর্কে অবহিত হয়,— এইজন্য ত্বষ্টা নাম।

ত্বষ্টা পার্থিব অগ্নি হয়েও যখন ঋতু ও দিক্‌সমূহ ব্যাপ্ত করেন, তখন তিনি দ্যুলোকাগ্নি বা সূর্যের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে পড়েন।

সায়নাচার্য ১।২০।৬ ঋকের ভাষ্যে ত্বষ্টা সম্পর্কে বলেছেন "দেব সম্বন্ধী তক্ষণ ব্যাপারঃ"—দেবতাদের সম্বন্ধীয় শিল্পকর্ম (ছুতারের কাজ) এবং ১।৬১।৬ ঋকের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "ত্বষ্টা বিশ্বকর্মা।" ত্বষ্টা দেবশিল্পী হলেও বিশ্বকর্মার সঙ্গে তাঁর অভিন্নতা পৌরাণিক যুগে। বৈদিক ত্বষ্টা অগ্নি অথবা সূর্য; অন্যভাবে সূর্য ও অগ্নির সমবায়—সূর্যাগ্নিরূপী তেজশক্তি। তাই তিনি কখনও সূর্য, কখনও অগ্নি। বৃহদ্দেবতায় ত্বষ্টা দ্বাদশ বিষ্ণু বা দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম।[২] কৌশিক সূত্রে ত্বষ্টা ও সবিতা একই দেবতা। মহাভারত ও ভাগবতে ত্বষ্টা সবিতার মূর্ত্যন্তররূপে স্বীকৃত হয়েছেন।

বিভিন্ন পাশ্চাত্য পণ্ডিতও ত্বষ্টাকে সূর্য বলে গ্রহণ করেছেন। **"A Khun thought that he (Tvasta) meant the Sun. Hillebrandt holds Khun's earlier view that Tvasta represents the Sun to be probable. Ludwig regards him as a god of the year. Hardy also considers him a Solar deity."**[৩]

অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেলও ও এই মতের সমর্থক। তিনি লিখেছেন, **"It does not indeed seem unlikely that this god, in a period anterior to R. V. represents the creative aspect of the Sun's nature.**

The cup of Tvastṛ has been explained as the bowl of the year or the nocturnal sky."[৪]

১ বৃহদ্দেবতা—১৫।১৬ ২ বৃহদ্দেবতা—৫।১৩০ ৩ Vedic Mythology
৪ Vedic Mythology

সূর্যাগ্নিরূপী ত্বষ্টা প্রকৃতই বিশ্বকর্মা—বিশ্বস্রষ্টা। শ্রীমদ্ভাগবতে ইন্দ্র কর্তৃক বিশ্বরূপ নিহত হলে বিশ্বরূপের পিতা ত্বষ্টা ইন্দ্রহত্যা কামনায় বৃত্রকে সৃষ্টি করেছিলেন যজ্ঞাগ্নি থেকে[১] এবং বিশ্বকর্মা দধীচির অস্থি দিয়ে বজ্র নির্মাণ করেছিলেন।

অথেন্দ্রো বজ্রমুদ্যম্য নির্মিতং বিশ্বকর্মণা।
মুনেঃ শক্তিভিরুৎসিক্তো ভগবত্তেজসান্বিতঃ ॥[২]

এখানে ত্বষ্টা ও বিশ্বকর্মা পৃথক্ ব্যক্তি। কিন্তু মার্কণ্ডেয়পুরাণে (১০৬ অঃ) বিশ্বকর্মা ও ত্বষ্টা অভিন্ন। বিশ্বকর্মা সূর্যের তেজ হ্রাস করে সহনক্ষম করেছিলেন।

তেজসঃ শাতনং চক্রে বিশ্বকর্মা শনৈঃ শনৈঃ।[৩]

মহাভারতে দেখা যায়, ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্মা সুন্দ-উপসুন্দ বধের নিমিত্ত সর্বসৌন্দর্য সমবায়ে তিলোত্তমা নির্মাণ করেছিলেন।

দৃষ্ট্বা চ বিশ্বকর্মাণং ব্যদিদেশ পিতামহঃ।
সৃজ্যতাং প্রার্থনীয়েকা প্রমদেতি মহাতপাঃ ॥
পিতামহং নমস্কৃত্য তদ্বাক্যমভিনন্দ্য চ।
নির্মমে যোষিতং দিব্যাং চিন্তয়িত্বা পুনঃ পুনঃ ॥[৪]

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মতেও ত্বষ্টা ও বিশ্বকর্মা অভিন্ন। আচার্য রায় যদিও ত্বষ্টা বা বিশ্বকর্মাকে একটি নক্ষত্র বলেই সিদ্ধান্ত করেছেন, তথাপি তাঁর বক্তব্য থেকে ত্বষ্টাকে সূর্য বলে গ্রহণ করতেও অসুবিধা হয় না। তিনি লিখেছেন, "দক্ষিণায়ন আরম্ভ দিনে দিবা ১৪ ঘণ্টা, রাত্রি ১০ ঘণ্টা। মধ্যাহ্নকালে রবি খ-মধ্য হইতে মাত্র ৮° অংশ দক্ষিণে থাকেন। তখনও প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌কুল গ্রীষ্ম-তাপে অবসন্ন হইয়া পড়ে। বৃষ্টি হইলে তাহারা আবার জাগিয়া ওঠে। বৃক্ষ-লতাদিতে নূতন পল্লব উদ্গত হয়। তৃণশূন্য ভূমি তৃণাচ্ছাদিত হয়। অশ্ব গবাদি পশু তৃণ খাইয়া পুষ্ট হয়। কৃষিক্ষেত্রে শস্য জন্মিতে থাকে। তষ্টা এই সকল লক্ষণের কর্তা বিবেচিত হইয়াছেন। এই হেতু তিনি বিশ্বকর্মা।"[৫]

ত্বষ্টার এই বিবরণ বৃষ্টিদাতা রূপস্রষ্টা সূর্যের কথাই মনে পড়ায়। পুরাণে ত্বষ্টা দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম; তিনি ফাল্গুন মাসের আদিত্য—"ত্বষ্টা তপতি ফাল্গুনে।"[৬]

---

১ ভাগবত, ৬ষ্ঠ স্কন্ধ, ৯ম অঃ ২ ভাগবত—৬।১০।১৩ ৩ মার্কণ্ডপুরাণ—১০৬ অঃ
৪ মহাভারত, আদিপর্ব—২১১।১১-১২ ৫ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—পৃঃ ১০৭
৬ স্কন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ড—১০১।৬৫

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে দুটি সূক্তে বিশ্বকর্মার স্তুতি আছে। বিশ্বকর্মা বিশ্বভুবনে যজ্ঞ করেন, তিনি হোতা, ঋষি, তিনি আমাদের পিতা—"য ইমা বিশ্বাভুবনানি জুহ্বদৃষির্হোতা ন্যসীদৎ পিতা নঃ।"[১]

বিশ্বকর্মা বিশ্বচক্ষু ভূমি সৃষ্টি করেছেন, মহত্ত্বের দ্বারা আকাশকে বিস্তৃত করেছেন : "যতো ভূমিং জনয়ন্ বি দ্যামৌর্ণোন্মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ।"[২]

তিনিই সহস্রশীর্ষা বিরাটপুরুষ—সর্বত্রই তাঁর মুখ, চক্ষু, বাহু ও পদ—আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা তিনি।

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখঃ বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্দেব একঃ॥[৩]

—সেই এক প্রভু, তাঁহার সকল দিকে চক্ষু, সকল দিকে মুখ, সকল দিকে হস্ত, সকল দিকে পদ, ইনি দুই হস্তে এবং বিবিধ পক্ষ সঞ্চালনপূর্বক নির্মাণ করেন, তাহাতে বৃহৎ দ্যুলোক ও ভূলোক রচিত হয়।[৪]

তিনিই বাচস্পতি বা বাক্যের অধিপতি।[৫] তিনি নিজে বৃহৎ, তাঁর মন বৃহৎ, তিনি সব কিছুই নির্মাণ করেন, ধারণ করেন এবং দর্শন করেন।

বিশ্বকর্মা বিমনা আদ্বিহায়া ধাতা বিধাতা পরমোত সংদৃক্।[৬]

—বিশ্বকর্মা যিনি, তাঁহার মন বৃহৎ, তিনি নিজে বৃহৎ, তিনি নির্মাণ করেন, ধারণ করেন, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল অবেলোকন করেন।[৭]

যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যো দেবানাং নামধা এক এব তৎ সংপ্রশ্নং ভুবনা যাংত্যন্যা॥[৮]

—যিনি আমাদিগের জন্মদাতা পিতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্বভুবনের সকল ধাম অবগত আছেন, যিনি একমাত্র অথচ সকল দেবের নাম ধারণ করেন, অন্য তাবৎ ভুবনের লোক তাঁহার বিষয়ে জিজ্ঞাসাযুক্ত হয়।[৯]

তিনি জন্মরহিত অজ, জলের গর্ভে তিনিই বর্তমান ছিলেন, দেবগণ তাঁতেই মিলিত হন, তাঁরই নাভিতে বিশ্বভুবন বিরাজমান।

তমিদ্গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছংতবিশ্বে॥
অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতং যস্মিন্বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ॥[১০]

---

১ ঋগ্বেদ—১০।৮১।২ ২ ঋগ্বেদ—১০।৮১।২ ৩ ঋগ্বেদ—১০।৮১।৩
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—১০।৮১।৭ ৬ ঐ —১০।৮২।২
৭ ঐ —রমেশচন্দ্র দত্ত ৮ ঐ —১০।৮২।৩ ৯ অনুঃ—তদেব ১০ ঋগ্বেদ—১০।৮২।৬

এই বর্ণনায় বিশ্বকর্মা সর্বদ্রষ্টা সর্বনিয়ন্তা এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ব্রহ্ম। কৃষ্ণযজুর্বেদেও বিশ্বকর্মাকে একই রূপে দেখতে পাই :

যদী ভূমিং জনয়ন্ বিশ্বকর্মা বিদ্যামৌর্ণোন্মহিনাবিশ্বচক্ষাঃ ॥[১]

—বিশ্বচক্ষু অর্থাৎ সর্বদ্রষ্টা বিশ্বকর্মা ভূমি নির্মাণ করে স্বকীয় মহিমা (তেজ) দ্বারা ভূলোক এবং দ্যুলোক আচ্ছাদিত করেছিলেন।

অথর্ববেদে বিশ্বকর্মা ইন্দ্র এবং সূর্যের উপরে :

ত্বমিন্দ্রাভিভূরসি ত্বং সূর্যমরোচয়ঃ
বিশ্বকর্মা বিশ্বদেবো মহাঁ অসি।[২]

—বিশ্বকর্মা বিশ্বদেব, তুমি মহান্, তুমি ইন্দ্রকে অভিভূত করেছ, তুমি সূর্যকে প্রকাশিত করেছ।

বিশ্বকর্মার এই বিবরণ যদিও সর্বানিয়ন্তা এক মহান্ ঈশ্বরের প্রতীতি জন্মায়, তথাপি ইনি যে সূর্যরূপী সর্বব্যাপী সর্বস্রষ্টা তাতেও সন্দেহের অবকাশ নেই। যাস্ক বলেছেন, "বিশ্বকর্মা সর্বস্য কর্তা।" ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস বলেছেন যে ঋগ্বেদের বিরাট পুরুষই বিশ্বকর্মা। "The Purusa or the Supreme Divine Being was also named Visvakarman or the creator."[৩]

শুক্ল যজুর্বেদে বিশ্বকর্মাকে দক্ষিণা বলা হয়েছে।[৪] দক্ষিণ শব্দের অর্থ প্রসন্ন। ঋষি বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বকর্মার প্রসন্নতা কামনা করেছেন। যজ্ঞাগ্নির একটি নাম দক্ষিণাগ্নি। আচার্য মহীধরের ভাষ্যে দক্ষিণা বিশ্বকর্মা বায়ু। তিনি লিখেছেন, "বিশ্বং করোতি সর্বং সৃজতীতি বিশ্বকর্মা বায়ুরয়ং দক্ষিণা, দক্ষিণস্যাং দিশি আর্যাবর্তাৎ ভূয়ো বাতি।"

—সমস্ত বিশ্ব সৃষ্টি করেন বলেই বিশ্বকর্মা বায়ু আর্যাবর্তের দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত হন।

বায়ুকে বিশ্বের নিয়ন্তা হিসাবে স্বীকার করলেও বায়ু যে সূর্যাগ্নিরই সৃষ্টি অথবা রূপভেদ অথবা সূর্যাগ্নি নিয়ন্ত্রিত তাতে সংশয় নেই। ঋগ্বেদের একটি ঋকে স্পষ্টভাবে বিশ্বকর্মাকে সবিতা বলা হয়েছে।

বিভ্রাজজ্যোতিষা স্বরগচ্ছো রোচনং দিবঃ।
যেনেমা বিশ্বা ভুবনান্যাভৃতা বিশ্বকর্মনা বিশ্বদেব্যাবতা ॥[৫]

---

১ কৃষ্ণ যজুর্বেদ—৪।৪।৬।২ ২ অথর্ববেদ—২০।৫।৬২ ৩ Rgvedic Culture—page 479

৪ শুক্ল যজুর্বেদ—১৩।৫৫ ৫ ঋগ্বেদ—১০।১৭০।৪

—হে সূর্য, তুমি জ্যোতির দ্বারা শোভমান হয়ে দ্যুলোকে প্রকাশিত হও, স্বর্লোকে গমন কর, সকল কর্ম সম্পাদক (বিশ্বকর্মা) সকল দেবযজ্ঞকারী তোমার তেজে বিশ্বভুবন অধিষ্ঠিত।

বিশ্বকর্মা যে মূলতঃ সূর্য, একথা দেশী-বিদেশী অনেক পণ্ডিতই স্বীকার করেন। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল লিখেছেন, **"It seems likely that the word was at-first attached as an epithet chiefly to the Sun god, but in later Rigvedic period became one of the almost synonymous names given to one god."**[১]

আর একজন পণ্ডিত লিখেছেন, **"This name seems to have been originally an epithet of any powerful god, as of Indra and Surya, but in course of time it came to designate a personification of the creative power. In this character Visvakarman was the great architect of the Universe....**

In the Epic and Puranic period Visvakarman is invested with the powers and offices of the Vedic Tvastṛ and is sometimes so called. He is not only the great architect, but the general artificer of the gods and maker of their weapons."[২]

এই মন্তব্যে বিশ্বকর্মার স্বরূপ ও রূপবিবর্তনের যে সত্য বিশ্লেষিত হয়েছে তাকে অযৌক্তিক বলা চলে না। বেদে ত্বষ্টা ও বিশ্বকর্মা স্বতন্ত্র দেবতা হিসাবে স্বতন্ত্র গুণকর্মের অধিকারী হলেও মূলতঃ এবং স্বরূপতঃ সূর্যাগ্নি হওয়ায় একই দেবতা। পরে পৌরাণিক যুগে একই দেবতার দু'টি পৃথক্ গুণ বা পৃথক্ কর্ম একত্রিত হয়ে এক দেবতায় পরিণত হয়েছেন।

সূর্যের যেমন সপ্তরশ্মি, বিশ্বকর্মারও সপ্তরশ্মি। "যত্রা সপ্তঋষীন্ পর একমাহুঃ।"[৩]

এই ঋক্‌মন্ত্রটির ভাষ্য প্রসংগে যাস্ক লিখেছেন, "যত্রৈতানি সপ্ত ঋষণানি জ্যোতীংষি তেভ্যঃ পর আদিত্যঃ তত্রোতস্মিন্নেকং ভবন্তি।" যাস্কের মতে ঋষি শব্দের অর্থ জ্যোতি বা রশ্মি। সুতরাং যাস্কের মতানুসারে এই মন্ত্রাংশটির অর্থ : বিশ্বকর্মার সপ্তরশ্মি, তাদের অধিদেবতা আদিত্য এক হয়ে (আদিত্যমণ্ডলে) অবস্থান করেন।

---

১ Vedic Mythology

২ Classical Dictionary of Hindu Mythology—John Dowson, page 70

৩ ঋগ্বেদ—১০।৮২।২, শুক্লযজুর্বেদ—১৭।২৬

বৃহদ্দেবতার মতে বিশ্বকর্মা বর্ষাকালীন সূর্য :

নিদাঘমাসাতিগমে যদ্‌তে নাবতি ক্ষিতিম্‌ ।
বিশ্বস্য জনয়ন্‌ কর্ম বিশ্বকর্মৈষ তেন সঃ ॥[১]

—গ্রীষ্মমাস অতিক্রান্ত হলে যিনি ছাড়া পৃথিবী রক্ষিত হয় না, যিনি বিশ্বের কর্ম (কৃষিকর্ম) সৃষ্টি করেন, তাঁকেই বিশ্বকর্মা বলা হয়।

এইজন্যই কি বর্ষাপগমে বিশ্বকর্মা পূজার আয়োজন ভাদ্র সংক্রান্তিতে হয়ে থাকে? লক্ষণীয় এই যে ইন্দ্রপূজা বা ইন্দ্রধ্বজপূজাও ভাদ্রমাসেই বিহিত। বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র। বিশ্বকর্মাও বর্ষার দেবতা। সেইজন্য সম্ভবতঃ ইন্দ্রের বাহন হস্তী—ঐরাবত (মূলতঃ হস্তীসদৃশ মেঘ) বিশ্বকর্মারও বাহনরূপে কল্পিত হয়েছে। কূর্মপুরাণে সূর্যের সপ্তরশ্মির অন্যতম বিশ্বকর্মা।[২]

বিশ্বকর্মা স্বরূপতঃ সূর্যাগ্নি তথা ইন্দ্র বা ত্বষ্টার থেকে ভিন্ন নন। বৈদিক বিশ্বকর্মা সর্বনিয়ন্তা সূর্যাগ্নিরূপী চিৎশক্তি হলেও মহাকাব্যে-পুরাণে তিনি ত্বষ্টার সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়ে দেবতাদের শিল্পীতে পরিণত হয়েছেন। বিশ্বকর্মা কেবল দেব-শিল্পীই নন, ইনি দেবতাদের অস্ত্র, নগর প্রভৃতিও নির্মাণ করেন। তিনি সূর্যের যে তেজ কর্তিত করেছিলেন তার দ্বারা বিষ্ণুর চক্র, শিবের ত্রিশূল, যমের দণ্ড, কুবেরের শিবিকা, কার্তিকেয়ের শক্তি এবং অন্যান্য দেবতাদের অস্ত্র নির্মাণ করেছিলেন :

শাতিতঞ্চাস্য যৎ তেজস্তেন চক্রং বিনির্মিতম্‌ ॥
বিষ্ণোঃ শূলঞ্চ শর্বস্য শিবিকা ধনদস্য চ ।
দণ্ডঃ প্রেতপতেঃ শক্তির্দেবসেনাপতে স্তথা ॥
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানামায়ুধানি স বিশ্বভৃৎ ।
চকার তেজসা ভানোর্ভাস্বরাণ্যরিশান্তয়ে ॥[৩]
ত্বষ্টা তু তেজসা তেন বিষ্ণোশ্চক্রমকল্পয়ৎ ।[৪]

বিশ্বকর্মা যে নিখিল-বিশ্বব্যাপী সূর্যাগ্নি তার স্পষ্ট উল্লেখ পাই কৃষ্ণযজুর্বেদে,— "সা বিশ্বায়ুঃ সা বিশ্বব্যচাঃ সা বিশকর্মা।"[৫]

—সেই দেবতা বিশ্বায়ু অর্থাৎ নিখিল বিশ্বের জীবনস্বরূপ, সেই দেবতা বিশ্বব্যচাঃ অর্থাৎ নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছেন এবং সেই দেবতা বিশ্বকর্মা অর্থাৎ সকল কর্মের মূলীভূত।[৬] তিনিই বিশ্বের স্রষ্টা, সর্বদ্রষ্টা বাচস্পতি।

---

১ বৃহৎসংহিতা—২।৫১ ২ কূর্মপুরাণ, পূর্বভাগ—৪১।৩ ৩ মার্কণ্ডেয়পুরাণ—১০৮ অঃ
৪ হরিবংশ, খিলহরিবংশ পর্ব—১০।৬২ ৫ কৃষ্ণযজুর্বেদ—১।১।৫ ৬ অনুবাদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী

সূর্যাগ্নির মতই তাঁর তিনটি ধাম—একটি পরম ব্যোমে, একটি অন্তরীক্ষে ও একটি পৃথিবীতে।

"যা তে ধামানি পরমাণি যাহবমা যা মধ্যমা
বিশ্বকর্মন্নুতেমা শিক্ষা সখিভ্যো হবিষি সধাবঃ …
বাচস্পতিং বিশ্বকর্মাণমূতয়ে মনোযুজং বাজে অদ্যা হুবেম।"[১]

—হে বিশ্বকর্মা, তোমার যে শ্রেষ্ঠ দিব্যস্থান, তোমার যে অপর স্থান (পৃথিবী), তোমার যে মধ্যস্থান (অন্তরীক্ষ) আছে, তা তুমি তোমার মিত্রদের (যজ্ঞকর্তাদের) উপদেশ দাও। বাচস্পতি (মন্ত্রের পালক), মনের প্রেরণাদাতা বিশ্বকর্মাকে আমরা রক্ষার নিমিত্ত হবি প্রদান করি।

শতপথ ব্রাহ্মণে সুস্পষ্টভাবে বিশ্বকর্মাকে অগ্নিরূপে উল্লেখ করে অগ্নিরূপী বিশ্বকর্মার নিকট প্রার্থনা জানানো হয়েছে : "বিশ্বকর্মং স্তনূপা অসি মা মোদোষিষ্টং মা মা হিংসিষ্টমেষ বাং লোক ইত্যুদণ্ডজেত্যন্তরা বা এতদাহবনীয়ং গার্হপত্যং চাস্তে।"[২]

—হে বিশ্বকর্মা, তুমি আমাদের দেহরক্ষাকর্তা। আমদের অনিষ্ট কোরো না, হিংসা কোরো না। আহবনীয় ও গার্হপত্য নামে যে অগ্নি (তোমার স্বরূপ) তাদের দ্বারা আমাদের দেহাদি বিনষ্ট কোরো না, হিংসা কোরো না।

পুরাণের বিশ্বকর্মা শুধু ত্বষ্টারূপী শিল্পী (কর্মকার বা সূত্রধর) নন, তিনি শ্রেষ্ঠ স্থপতি-বাস্তুকার। রামায়ণ থেকে জানা যায় যে বিশ্বকর্মা লংকাপুরী নির্মাণ করেছিলেন।

লংকা নাম পুরী রম্যা নির্মিতা বিশ্বকর্মণা।
রাক্ষসানাং নিবাসার্থং যথেন্দ্রস্যামরাবতী ॥[৩]

রামায়ণ পাঠে আরও জানা যায় যে বিশ্বকর্মার পুত্র নল নামক বানর পিতার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে সমুদ্রের উপরে সেতু বন্ধন করেছিলেন। সমুদ্র রামচন্দ্রকে বলেছিলেন :

অয়ং সৌম্য নলো নাম তনয়ো বিশ্বকর্মণঃ।
পিত্রা দত্তবরঃ শ্রীমান্ প্রীতিমান্ বিশ্বকর্মণা ॥
এষ সেতুং মহোৎসাহঃ করোতু ময়ি বানরঃ।
তমহং ধারয়িষ্যামি যথা হ্যেষ পিতা তথা ॥[৪]

---

১ কৃষ্ণযজুর্বেদ—৪।৪।৬।২ ২ শতপথ ব্রাহ্মণ—১।৫।১ ৩ রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড—৩।২৬
৪ রামায়ণ, লংকাকাণ্ড—২২।৪১-৪২

—এই সৌম্য বিশ্বকর্মার পুত্র সৌভাগ্যবান ও প্রীতিমান্। পিতা বিশ্বকর্মা তাঁকে বর দিয়েছেন। এই মহোৎসাহ বানর আমার উপরে সেতু নির্মাণ করুন। তাঁকে আমি পিতার মত ধারণ করবো।

রামায়ণে সসৈন্য ভরতের আপ্যায়নের জন্য ভরদ্বাজ মুনি বিশ্বকর্মাকে দিয়ে গৃহনির্মাণ করিয়েছিলেন।[১]

হরিবংশ (৫৮ অঃ) অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের আদেশে বিশ্বকর্মা দ্বারকাপুরী নির্মাণ করেছিলেন।

বিশ্বকর্মা চ তাং কৃত্বা পুরীং শক্রপুরীমিব।
জগাম ত্রিদিবং দেবো গোবিন্দেনাভিপূজিতঃ ॥[২]

—বিশ্বকর্মা ইন্দ্রপুরীর মত সেই দ্বারকাপুরী নির্মাণ করে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সম্বর্ধিত হয়ে স্বর্গে গমন করেছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণে বিশ্বকর্মা দেবতাদের বিমান ও ভূষণ নির্মাতা—মানুষের শিল্পকর্মের আদি কর্তা।

কর্তা শিল্প সহস্রাণাং ত্রিদশানাঞ্চ বর্ধকিঃ।
ভূষণনাঞ্চ সর্বেষাং কর্তা শিল্পবতাং বরঃ ॥
য সর্বেষাং বিমানানি দেবতানাং চকার হ।
মনুষ্যাশ্চোপজীবন্তি যস্য শিল্পং মহাত্মনঃ ॥[৩]

—বিশ্বকর্মা শিল্প সহস্রের কর্তা, দেবগণের সূত্রধর, সকল অলংকারের নির্মাতা, তিনি দেবগণের সকল বিমান নির্মাণ করেছেন এবং সেই মহাত্মার শিল্প-কর্ম অদ্যাপি মনুষ্যের উপজীবিকা।

মহাভারত অনুসারে বিশ্বকর্মা বিশ্বস্রষ্টা, স্বর্গেরও স্রষ্টা, সহস্রশিল্পের আবিষ্কর্তা —সর্বপ্রকার কারুশিল্পের জনক।

মৎস্যপুরাণের মতে বিশ্বকর্মা অষ্টবসুর অন্যতম প্রভাসের পুত্র[৪] এবং বিষ্ণুপুরাণে তিনি প্রভাসের ঔরসজাত এবং বৃহস্পতির ভগিনী বরস্ত্রীর গর্ভজাত।

প্রভাসস্য তু সা ভার্যা বসূনামষ্টমস্য চ।
বিশ্বকর্মা মহাভাগ তস্যাং যজ্ঞে প্রজাপতিঃ ॥[৫]

---

১ রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড—৯১
২ খিলহরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব—৫৮।৫৬
৩ বিষ্ণুপুরাণ, পূর্বাংশ—১৫।১২০-২১
৪ মৎস্যপুঃ—৪।২৭
৫ ঐ —১৫।১১৯

এখানে বিশ্বকর্মাই প্রজাপতি। বিষ্ণুপুরাণে প্রজাপতি বিশ্বকর্মার চারিপুত্র —অজৈকপাৎ, অহির্বুধ্ন্য, ত্বষ্টা ও রুদ্র।[১]

হরিবংশে বিশ্বকর্মা প্রজাপতির পুত্র :

শিল্পিমুখ্যস্তু দেবানাং প্রজাপতিসুতঃ প্রভুঃ ॥[২]

মানবজাতির মত দেবগণের পিতৃত্ব, মাতৃত্ব এবং পুত্রত্ব নিরূপণ সহজসাধ্য নয়—দুঃসাধ্য বলেই বোধ হয়। কোন দেবতাকে কখন কার পিতামাতা অথবা পুত্র এমন কি ভগিনীরূপে উল্লেখ করা হয়েছে, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। একই দেবতার পিতৃত্ব-মাতৃত্ব ভিন্ন স্থানে ভিন্নরূপ। এমন কি পিতা-পুত্র, মাতা-পুত্র প্রভৃতি সম্পর্কের বৈপরীত্যও ঘটেছে। এমন ঘটনা ঋগ্বেদেই আছে। আসলে সকল দেবতা মূলতঃ এক হওয়ায় তাঁদের পিতৃত্ব পুত্রত্ব প্রভৃতি আরোপিত ধর্মমাত্র। সুতরাং বিশ্বকর্মা অষ্টমবসুর পুত্র এবং প্রজাপতির পুত্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি স্বয়ং প্রজাপতি এবং প্রজাপতি ত্বষ্টাও তাঁর পুত্র। প্রকৃতপক্ষে যিনি ত্বষ্টা তিনিই বিশ্বকর্মা,—তিনিই প্রজাপতি।

মহাভারতে ও দেবী ভাগবতে ত্বষ্টা ও প্রজাপতি অভিন্ন।

ত্বষ্টা প্রজাপতির্হ্যাসীদ্দেবশ্রেষ্ঠো মহাতপাঃ ॥[৩]

ঋগ্বেদে ত্বষ্টা ও বিশ্বকর্মা থেকে প্রজাপতি পৃথকভাবে বন্দিত হলেও তাঁরা একই। ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাসের মতে ঋগ্বেদের বিরাট পুরুষ, বিশ্বকর্মা ও প্রজাপতি একই দেবতা। "The conception of the Puruṣa or the Giant Divine Being, who is counterminous with and even greater than the universe, from whose body, the whole creation including the Devas Sprang, is essencially pantheistic and was probably an old conception like that of Prajāpati, Visvakarmā and Paramātmā."[৪]

একটি ঋকে প্রজাপতি বিশ্বস্রষ্টারূপেই বর্ণিত হয়েছেন :

প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব।

যৎ কামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥[৫]

—হে প্রজাপতি, তুমি ভিন্ন আর কেহ এই সমস্ত উৎপন্ন বস্তুকে আয়ত্ত

---

১ বিষ্ণুপুঃ—১।১৫।১২২ ২ হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব—৫৮।২০

৩ মহাভারত, উদ্যোগপর্ব—৯।৩, দেবীভাগবত—৬।১।২৯

৪ Rgveddic Calture—page 478 ৫ ঋগ্বেদ—১০।১২১।১০

করিয়া রাখিতে পারে নাই। যে কামনাতে আমরা তোমার হোম করিতেছি, তাহা যেন আমাদিগের সিদ্ধ হয়, আমরা যেন ধনের অধিপতি হই।[১]

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলান্তর্গত হিরণ্যগর্ভ নামক সূক্তটির (১২১ সূক্ত প্রতি ঋকের শেষে গানের ধুয়ার মত উল্লিখিত হয়েছে: "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম" – কোন্ দেবতাকে (অথবা প্রজাপতি দেবতাকে) হবিদ্বারা অর্চনা করবো।

সায়নাচার্য 'ক' শব্দের অর্থ করেছেন প্রজাপতি। সায়নকৃত ভাষ্য স্বীকার করলে প্রজাপতি ও হিরণ্যগর্ভ অভিন্ন। হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টির আদিতে বর্তমান ছিলেন। তিনিই দিয়েছেন জীবের আত্মা, বল, মৃত্যু। কৃষ্ণযজুর্বেদও বলেছেন যে 'ক' শব্দে প্রজাপতিকে বোঝায়—"প্রজাপতির্বৈ কঃ।"[২]

যাস্ক বলেছেন, "প্রজাপতিঃ প্রজানাং পাতা, পালয়িতা বা।" যিনি হিরণ্যগর্ভ তিনিই প্রজাপতি বিশ্বকর্মা। হিরণ্যগর্ভ শব্দের অর্থ যাঁর গর্ভ বা অভ্যন্তরভাগ হিরন্ময়। তিনি কে? তিনি সূর্য। ঋগ্বেদে হিরণ্যগর্ভ স্তুতিতে হিরণ্যগর্ভের যে বিবরণ পাই, তাতে তাঁর স্বরূপ অস্পষ্ট নয়। সৃষ্টির পূর্বে হিরণ্যগর্ভ বিদ্যমান ছিলেন, তিনি জন্মমাত্রেই সর্বভূতের অধীশ্বর হয়েছিলেন, তিনি আকাশকে স্বস্থানে স্থাপিত করেছিলেন, তিনি জীবকে আত্মা দিয়েছেন, বল দিয়েছেন, মৃত্যু এবং অমৃত তাঁরই অধীন, পৃথিবী তাঁরই সৃষ্টি, পৃথিবীকে তিনি স্থির করেছেন, পর্বতকুল তাঁরই ইচ্ছায় সৃষ্ট।[৩] হিরণ্যগর্ভ সূক্তে বর্ণিত গুণাবলী সূর্য, ইন্দ্র এবং অগ্নিতে বিদ্যমান। সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র ও হিরণ্যগর্ভ একই বস্তু, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে সূর্যকে প্রজাপতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে:

"দিবো ধর্তা ভুবনস্য প্রজাপতিঃ পিশংগ দ্রাপিং
প্রতিমুঞ্চতে কবিঃ।"[৪]

—দ্যুলোক এবং সমস্ত লোকের ধারক প্রজাপতি (সবিতা দেব) পিশঙ্গ পরিচ্ছদ (হিরন্ময় কবচ – সায়ন পরিধান করেন।"[৫]

হিরণ্যগর্ভ সম্পর্কে একজন পণ্ডিত লিখেছেন, "The golden germ is the sun according to some, fire according to others. The sun is once glorified under the name of 'golden embryo' as the great power of the universe, from which all other powers and existences,

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত   ২ কৃষ্ণযজুর্বেদ—১।১।৭।৬   ৩ ঋগ্বেদ—১০।১২১
৪ ঋগ্বেদ—৪।৫৩।২   ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

divine and earthly are derived, a conception which is the nearest approach to the later mystical conception of Brahmā, the creator of the universe."[১]

ব্রাহ্মণগ্রন্থে প্রজাপতি দেবগণের পিতা।[২] আদিতে তিনিই একমাত্র ছিলেন।[৩] আশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্রে প্রজাপতির অপর নাম ব্রহ্মা। শতপথ ব্রাহ্মণ বলেছেন, "প্রজাপতির্বা দৈমগ্র এক এবাস। স ঐক্ষত কথং নু প্রজায়েয়েতি, সোঽশ্রাম্যৎ, স তপোঽতপ্যত, সোঽগ্নিমেব মুখাজ্জনয়াঞ্চক্রে··· ।"[৪]

সৃষ্টির অগ্রে প্রজাপতি একাই ছিলেন। তিনি চিন্তা করলেন, আমি কেমন করে প্রজা সৃষ্টি করবো? তিনি শ্রম করলেন, তিনি তপস্যা করলেন, তিনি মুখ থেকে অগ্নি সৃষ্টি করলেন।

অন্যত্র আছে, "প্রজাপতির্বা ইদমেক আসীৎ। সোঽকাময়ত প্রজাঃ পশূন্‌ৎ-সৃজেয়েতি স আত্মনো বপামুদক্‌খিদত্তামগ্নৌ প্রাগৃহ্ণাত্ততোঽসৃজন্ত··· ।"[৫] —প্রজাপতি একাই ছিলেন। তিনি স্থির করলেন, প্রজা সৃষ্টি করবেন। তিনি নিজের বপা (চর্বি) ছিন্ন করে অগ্নিতে প্রদান করলেন, তা থেকে প্রজা সৃষ্টি হোল।

প্রজাপতিরকাময়ত প্রজাঃ সৃজয়েতি স তপোঽতপ্যত, স সর্পানসৃজত সোঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজয়েতি, স দ্বিতীয়মতপ্যত, স বয়াংস্যসৃজত সোঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজয়েতি স তৃতীয়মতপ্যত স এতং দীক্ষিতবাদমপশ্যত্তমবদত্ততো বৈ স প্রজা অসৃজত।[৬]

—প্রজাপতি প্রজা কামনা করলেন, তিনি তপস্যা করলেন, সর্পগণকে সৃষ্টি করলেন, তিনি দ্বিতীয়বার তপস্যায় রত হলেন। তিনি পক্ষী সৃষ্টি করলেন, তিনি প্রজা সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা করলেন, তিনি তৃতীয়বার তপস্যা করলেন। তিনি দীক্ষিতবাদ (যজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তির নিয়মাচরণ) দর্শন করলেন, তৎপরে প্রজা সৃষ্টি করলেন।

প্রজাপতির্বা ইদমগ্র এক এবাস। স ঐক্ষত কথং নু প্রজায়েয়েতি, সোঽশ্রাম্যৎ স তপোঽতপ্যত স প্রজা অসৃজত। তা অস্য প্রজাঃ সৃষ্টাঃ পরাবভূবু স্তানীমানি বয়াংসি পুরুষো বৈ প্রজাপতের্নোদিষ্টং দ্বিপাদা অয়ং পুরুষস্তস্মাদ্ দ্বিপাদো বয়াংসি।[৭]

---

১ Vedic Selections, vol. II, C. U.

২ শতপথ ব্রাঃ—১১।১।৬।১৪, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ—৮।১।৩।৪ ৩ শতপথ ব্রাহ্মণ—১।২।৪।১

৪ শতপথ ব্রাহ্মণ—২।২।১ ৫ কৃষ্ণযজুর্বেদ—২।২।১।১ ৬ কৃষ্ণযজুর্বেদ—৩।৩।১।১

৭ শতপথ ব্রাহ্মণ—২।৪।৪

—প্রজাপতি অগ্রে ছিলেন। তিনি চিন্তা করলেন, কিভাবে প্রজা সৃষ্টি করবো। তিনি শ্রম করলেন, তিনি তপস্যা করলেন, তিনি প্রজা সৃষ্টি করলেন, তাঁর এই প্রজাগণ পরাভূত হোল। এই পক্ষিগণ সৃষ্ট হোল, প্রজাপতি পুরুষ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, সেইজন্য পুরুষ দ্বিপাদ, পক্ষীও দ্বিপাদ।

সৃষ্টির আদিতে বর্তমান, সকল প্রজার স্রষ্টা ব্রহ্মরূপী। ইনি সূর্যাগ্নিরূপী। সকল জীবের স্রষ্টা, বিশ্বের আদিভূত যিনি, তিনিই প্রজাপতি বিশ্বকর্মা।

প্রজাপতির্বিশ্বকর্মা।[১]

প্রজাপতির্বিশ্বকর্মা, মন গন্ধর্ব তাঃ ঋক্সাম ইষ্টরূপী অপ্সর।[২]

সূর্য এবং অগ্নি এক হয়েও যেমন ভিন্ন, তেমনি প্রজাপতি ও বিশ্বকর্মা অভিন্ন হয়ে পৃথক্। কৃষ্ণযজুর্বেদে বিষয়টি মনোজ্ঞ ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। "আপো হ ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ। স এতাং প্রজাপতিঃ প্রথমাং চিতিমপশ্যত্তমুপাধত্ত তদিয়মভবত্তং বিশ্বকর্মাঽব্রবীদুপ ত্বাঽয়ানীতি নেহ লোকোঽস্তীতি অব্রবীৎ স এতাং দ্বিতীয়াং চিতিমপশ্যত্তামুপাধত্ত তদন্তরিক্ষমভবৎ।[৩]

—প্রথমে সবই জলময় ছিল, প্রজাপতি প্রথমে নিজের আধার সৃষ্টি করলেন, এই আধার ভূমি। বিশ্বকর্মা প্রজাপতিকে বললেন আমি তোমার কাছেই থাকবো, প্রজাপতি বললেন ভূমিতে স্থান নেই, তিনি দ্বিতীয় আধার নির্মাণ করলেন, এই দ্বিতীয় আধার অন্তরীক্ষ।

এখানে প্রজাপতি পার্থিবাগ্নি এবং বিশ্বকর্মা দ্যুলোকাগ্নি অর্থাৎ সূর্য। কৃষ্ণযজুর্বেদের আর একটি মন্ত্রেও প্রজাপতি বিশ্বকর্মার সূর্যাত্মকত্ব স্পষ্ট।

বিশ্বৈর্দেবৈ ঋতুভিঃ সম্বিদানঃ প্রজাপতির্বিশ্বকর্মা বিমুঞ্চতু।"[৪] —বিশ্বদেব ঋতুগণের সহিত একত্রিত হয়ে প্রজাপতি বিশ্বকর্মা (জল) মুক্ত করুন।

ঋতু সমূহই বিশ্বদেব। ঋতুকর্তা কে? সূর্য বা সূর্যরশ্মি। সুতরাং বিশ্বদেবের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে শতপথ ব্রাহ্মণ বলছেন,

"বিশ্বেদেবা রশ্ময়ঃ যোঽথ যৎপরং ভাঃ
প্রজাপতির্বা স ইন্দ্রো বৈ তদু হ বৈ বিশ্বে দেবা…।"[৫]

—বিশ্বেদেব রশ্মিসমূহ, শ্রেষ্ঠ যে জ্যোতি (সূর্য) তিনিই প্রজাপতি, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই বিশ্বদেব…।

১ কৃষ্ণযজুর্বেদ—৩।৩৪।৭ ২ শুক্লযজুর্বেদ—২৮।৪৩ ৩ কৃষ্ণযজুর্বেদ—৫।৬।৭।৫
৪ কৃষ্ণযজুর্বেদ—৪।৪।২।৫ ৫ শতপথ ব্রাহ্মণ—২।২।৩।১

শতপথ ব্রাহ্মণ মতে প্রজাপতি ও ইন্দ্র একই দেবতা। বৃহদ্দেবতার মতে মধ্যভাগস্থিত (অন্তরীক্ষস্থিত) সূর্যই ইন্দ্র।[১] সূর্যের অপর মূর্তি যজ্ঞ বা যজ্ঞাগ্নিও প্রজাপতি। যজ্ঞরূপী প্রজাপতির দুই স্তন দুটি সামমন্ত্র।

"প্রজাপতের্বা এতৌ স্তনৌ যদ্ ঘৃতশ্চন্নিধনশ্চ মধুশ্চন্নিধনশ্চ যজ্ঞো বৈ প্রজাপতি স্তমেতাভ্যাং দুগ্ধে যং কামং কাময়তে তং দুগ্ধে।"[২]

—ঘৃতশ্চন্নিধন ও মধুশ্চন্নিধন নামে সামমন্ত্রদ্বয় প্রজাপতির দুই স্তন। যজ্ঞই প্রজাপতি। যজ্ঞরূপী প্রজাপতির এই দুই স্তন থেকে যে যে কাম্যবস্তু কামনা করা যায় সেই সেই দোহন করা যায়।

যিনি স্বয়ং যজ্ঞাধিপতি সেই প্রজাপতি স্বয়ং যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন। তাঁরই নাম দক্ষ। তাই প্রজাপতির অনুষ্ঠিত যজ্ঞের নাম দাক্ষায়ন যজ্ঞ।

প্রজাপতি র্হ বা এতেনাগ্রেণ যজ্ঞেনেজে।...

স বৈ দক্ষো নাম। তদ্ যদেতেন

সোঽগ্রেঽযজত তস্মাদ্দাক্ষায়ণ যজ্ঞো নাম ...।[৩]

—প্রজাপতি অগ্রে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। তিনিই দক্ষনামে পরিচিত। সেইজন্য যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রথমে করেছিলেন, সেই যজ্ঞ দাক্ষায়ণ যজ্ঞ নামে প্রসিদ্ধ।

শতপথ ব্রাহ্মণের এই মন্ত্রটি পৌরাণিক দক্ষযজ্ঞ কাহিনীর মূলে। পুরাণে দক্ষ একজন প্রজাপতি। সূর্যরূপী প্রজাপতি সৃষ্টিযজ্ঞে সুনিপুণ, সুতরাং দক্ষ। তাঁর সৃষ্টিযজ্ঞ অহরহ চলেছে। বিষ্ণুপুরাণানুসারে বিশ্বকর্মাই প্রজাপতি।[৪]

পুরাণাদিতে সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি বিশ্বকর্মা পৃথক্ পৃথক্ আকার লাভ করেছেন। সৃষ্টিকর্তা বিশ্বকর্মা দেবশিল্পীরূপে ত্বষ্টার সঙ্গে অভিন্ন হয়েছেন, আর প্রজাপতি হয়েছেন ব্রহ্মা অগ্নির সঙ্গে একাত্ম হয়ে। ত্বষ্টা যেখানে বর্তমান আছেন পৃথক্ অস্তিত্ব নিয়ে, সেখানে তিনি ত্রিশিরার জনক বৃত্রাসুরের স্রষ্টা। তাঁর অন্য পরিচয় বিলুপ্ত। অতঃপর মানবজাতির আদি পুরুষ মনু ও প্রজাপতি নামে খ্যাত হয়েছেন এবং ব্রহ্মার মানসপুত্র দশজন ঋষি ও প্রজাপতি নামে আখ্যাত হয়েছেন। "প্রজাপতি জীবসমূহের স্রষ্টা, জন্মদাতা ও পূর্বপুরুষ। বেদে ইন্দ্র সাবিত্রী, সোম, হিরণ্যগর্ভ ও অন্যান্য দেবতাকে প্রজাপতি বলা হয়। মনুসংহিতায় ব্রহ্মাকেই

---

১ বৃহদ্দেবতা—২।৩১ ২ তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ—১৩।১১।১৯

৩ শতপথ ব্রাহ্মণ—২।৪।৪ ৪ বিষ্ণুপুরাণ, পূর্বাংশ—১৫।১১৯

এই উপাধি দেওয়া হয়েছে। কারণ তিনিই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা এবং পৃথিবীরক্ষক। ব্রহ্মার পুত্র বলে এবং দশজন ঋষির সৃষ্টিকর্তা বলে স্বায়ম্ভুব মনুকেও প্রজাপতি বলা হয়েছে। এই ঋষিরা ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং এই মানসপুত্র হতেই মানবের সৃষ্টি। সেইজন্য এই দশজন ঋষিকেই সর্বত্র প্রজাপতি বলা হয়েছে। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ ও প্রচেতা বা দক্ষ, ভৃগু ও নারদ। এই সাতজন সপ্তর্ষিই প্রজাপতি।"[১]

ত্বষ্টা, প্রজাপতি ও বিশ্বকর্মা পৃথক্ পৃথক্ রূপে বেদে উপাসিত হলেও এই তিন দেবতা যে একই সৃষ্টিকর্তা সে বিষয়ে আর সংশয়ের হেতু নেই। পৌরাণিক দক্ষ প্রজাপতিও একই দেবতা। পুরাণে প্রজাপতি ব্রহ্মা। তাঁর পুত্রগণ প্রজাপতি সংজ্ঞা পেয়েছেন। এঁরা সকলেই একই দেবসত্তার বিকাশ। প্রজাপতি যে সূর্য অথবা আগ্নেয় তেজ এ কথার সমর্থন আমরা উড্রুফ সাহেবের লেখা থেকেও পাই। তিনি প্রজাপতি সম্পর্কে লিখেছেন, "Prajāpati is also the symbol of the year ...the cycle of life, the cycles of seasons on which life depends. He is the light which guides the evolution of life. The luminaries that shine in the day, the night and the twilight are his components. These are the Sun which illumines the day, the moon, which illumines the night, and fire shining in the twilight."[২]

---

১ পৌরাণিক অভিধান—সুধীর চন্দ্র সরকার, পৃঃ ২৪২

২ Saddhava Kalyāna Śakti Anka (1938), page 585

যম

যমের জন্মকথা—সূর্যের পত্নী সংজ্ঞা (স্কন্দপুরাণ, রেবাখণ্ড, ৫৬ অঃ অনুসারে অনুসূর্যা সাবিত্রী) যম নামক পুত্র ও যমী নামক কন্যার জন্মদান করেছিলেন।

তস্য কন্যাং দদৌ সংজ্ঞাং নাম মহাপ্রভাম্।
তস্যাপত্যদ্বয়ং যজ্ঞে যমশ্চ যমুনা তথা।[১]

—বিশ্বকর্মা তাঁর সংজ্ঞা নাম্নী মহাদ্যুতিসম্পন্না কন্যা সূর্যকে প্রদান করেছিলেন। তাঁর (সংজ্ঞার) যম ও যমী নামে দুটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

বিবস্বান্ কশ্যপাৎ পূর্বমদিত্যামভবৎ পুরা।
তস্য পত্নীত্রয়ং তদ্বৎ সংজ্ঞা রাজ্ঞী প্রভা তথা॥
রৈবতস্য সুতা রাজ্ঞী রেবতং সুষুবে সুতম্।
প্রভা প্রভাতং সুষুবে ত্বষ্ট্রী সংজ্ঞা তথা মনুম্॥
যমশ্চ যমুনা চৈব যমলৌ চ বভূবতুঃ।[২]

—পুরাকালে কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে বিবস্বান (সূর্য) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর তিন পত্নী সংজ্ঞা, রাজ্ঞী এবং প্রভা। রৈবতের কন্যা রাজ্ঞী রেবত নামে পুত্র প্রসব করেছিলেন। প্রভা জন্ম দিয়েছিলেন প্রভাতকে, ত্বষ্টাকন্যা সংজ্ঞা মনুকে এবং যমজ সন্তান যম ও যমীকে জন্ম দিয়েছিলেন।

পুরাণুসূর্যাং সাবিত্রীং ত্বষ্টা স্বতনয়াং দদৌ।
পতিধর্মরতা নিত্যং সিষেবে লোকচক্ষুসে॥
তস্যাং বৈ মিথুনং যজ্ঞে লোকসাক্ষিবিভাবসোঃ।
যমো বৈবস্বতো জাতো যমুনা লোকপাবনী॥[৩]

—পূর্বকালে ত্বষ্টা নিজকন্যা অনুসূর্যা সাবিত্রীকে সবিতাকে দান করেছিলেন। সাবিত্রী পতিধর্মে নিযুক্তা থেকে সর্বলোকচক্ষু সূর্যকে সেবা করতেন; তাঁর গর্ভে সর্বলোকসাক্ষী সূর্যের যুগ্ম সন্তান জন্মে—বৈবস্বত যম ও লোকপবিত্রকারিণী যমুনা।

সূর্যের তেজ সহ্য করতে না পেরে সংজ্ঞা নিজের শরীর থেকে আত্মানুরূপ ছায়া নাম্নী এক রমণীকে সৃষ্টি করে পতি ও পুত্রের পরিচর্যায় নিযুক্ত করে চলে গেলেন।

১ বরাহপুরাণ—২০।৬ ২ পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড—৮ অঃ ৩ স্কন্দপুরাণ, রেবাখণ্ড—৫৬ অঃ

ততস্তেজোময়ং রূপমসহন্তী বিবস্বতঃ।
নারীমুৎপাদয়ামাস স্বশরীরাদনিন্দিতাম্।
ত্বাষ্ট্রী স্বস্বরূপেণ নাম্না ছায়েতি ভামিনী ॥[১]

সংজ্ঞা ছায়াকে বললেন,

ছায়ে ত্বং ভজ ভর্তারং মদীয়ং তং বরাননে।
অপত্যানি মদীয়ানি মাতৃস্নেহেন পালয় ॥[২]

সূর্য ছায়াকেই সংজ্ঞা ভেবে ছায়ার গর্ভে সাবর্ণি মনু এবং কন্যা তপতীকে উৎপন্ন করলেন। ছায়া নিজ পুত্রকে যেমন স্নেহ করতেন সপত্নীপুত্র যমকে সেরূপ স্নেহ করতেন না। সেইজন্য যম ক্রুদ্ধ হয়ে ছায়াকে ডান পা তুলে তর্জন করেছিলেন। তাতে ক্ষুব্ধা হয়ে ছায়া যমকে অভিশাপ দিলেন যে যমের এই একটি পদ রক্তপূযস্রাবী ক্রিমিকীটসংকুল ক্ষতে পরিণত হবে।

সন্তর্জয়ামাস তদা পাদমুৎক্ষিপ্য দক্ষিণম্ ॥
শশাপ চ যমং ছায়া ভবতু ক্রিমিসংযুতঃ।
পাদোঽয়মেকো ভবিতা পূয শোণিতবিস্রবঃ ॥[৩]

যম পিতা সূর্যের কাছে মাতৃপ্রদত্ত অভিশাপ বৃত্তান্ত নিবেদন করলেন। সূর্যদেব যমকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, কৃকবাকু তোমার পায়ের ক্রিমি ভক্ষণ করবে। তুমি খঞ্জ হবে এবং তোমার পা রুধিরাক্ত থাকবে।

কৃকবাকুস্তবপদে স ক্রিমিং ভক্ষয়িষ্যতি।
খঞ্জশ্চ রুধিরশ্চৈব পাদমেতস্তবিষ্যতি ॥[৪]

অতঃপর যম পিতামহ ব্রহ্মার আরাধনায় নিমগ্ন হলেন পুষ্কর তীর্থে। তপস্যায় তুষ্ট ব্রহ্মার নিকট থেকে যম প্রার্থনা করলেন লোকপালত্ব, পিতৃলোকের আধিপত্য ও ধর্মাধর্মের বিচারকত্ব:

বব্রে স লোকপালত্বং পিতৃলোকং তথাক্ষয়ং।
ধর্মাধর্মাত্মকস্যাস্য জগতস্তু পরীক্ষণম্।[৫]

বরাহপুরাণানুসারে ছায়ার গর্ভে শনি এবং তপতীর জন্ম হয়েছিল:

তস্মাদপি দ্বয়ং যজ্ঞে শনিং তপতিমেব চ।[৬]

ছায়ার দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে যম পিতাকে জানালেন যে ইনি নিশ্চয়ই তাঁর

---

১ পদ্মপুরাণ, সৃষ্টি খণ্ড—৮।৩৯।৪০ ২ তদেব—৮।৪১-৪২ ৩ তদেব—৮।৪৬-৪৭
৪ তদেব—৮।৫২ ৫ ঐ —৮।৫৫ ৬ বরাহপুরাণ—২০।৮

জননী নন, এঁর ব্যবহার বিমাতৃসুলভ। এ কথা শুনে ছায়া যমকে অভিশাপ দিলেন যে যমকে প্রেতলোকের অধিপতি হতে হবে।

এবং যমবচঃ শ্রুত্বা সা চ্ছায়া ক্রোধমূর্ছিতা।
শশাপ প্রেতরাজত্বং ভবিষ্যস্যচিরাদেব ॥[১]

এই অভিশাপ বাক্য শ্রবণ করে সূর্যও যমকে বললেন, তুমি ধর্ম ও পাপের মধ্যবর্তী (বিচারক) হবে, লোকপাল হবে এবং দ্যুলোকে (আকাশে) শোভা পাবে।

উবাচ মধ্যবর্তী ত্বং ভবিতা ধর্মপাপয়োঃ।
লোকপালশ্চ ভবিতা ত্বং পুত্র দিবি শোভসে ॥[২]

মার্কণ্ডেয়পুরাণে বিশ্বকর্মানন্দিনী সূর্যপত্নী-সংজ্ঞা সূর্যতেজ সহনে অসমর্থা হওয়ায় সংজ্ঞা চক্ষু মুদ্রিত করায় সূর্য যমকে পুত্ররূপে লাভ করার অভিশাপ দিয়েছিলেন। সূর্যতেজে সংজ্ঞার চক্ষু চঞ্চলা হওয়ায় সূর্যের অভিশাপে চঞ্চলা নদীরূপিণী যমুনাকেও তিনি কন্যারূপে লাভ করেছিলেন।

মার্তণ্ডস্য রবের্ভার্যা তনয়া বিশ্বকর্মণঃ।
সংজ্ঞা নাম মহাভাগ তস্যাং ভানুরজীজনৎ ॥
মনুঃ প্রখ্যাতযশসমনেকজ্ঞানপারগম্।
বিবস্বতঃ সুতো যস্মাৎ তস্মাদ্বৈবস্বতস্তু সঃ ॥
সংজ্ঞা চ রবিণা দৃষ্টা নিমীলয়তি লোচনে।
যতস্ততঃ সরোষোঽর্কঃ সংজ্ঞাং নিষ্ঠুরমব্রবীৎ ॥
ময়ি দৃষ্টে সদা যস্মাৎ কুরুষে নেত্রসংযমম্।
তস্মাজ্জনিষ্যসে মূঢ়ে প্রজাসংযমনং যমম্ ॥
ততঃ সা চপলাং দৃষ্টিং দেবী চক্রে ভয়াকুলা।
বিলোলিতদৃশং দৃষ্ট্বা পুনরাহ চ তাং রবিঃ ॥
যস্মাদ্বিলোলিতা দৃষ্টির্ময়ি দৃষ্টে ত্বয়াধুনা।
তস্মাদ্বিলোলাং তনয়াং নদীং ত্বং প্রসবিষ্যসি ॥
ততস্তস্যাস্তু সংজজ্ঞে ভর্তৃশাপেন তেন বৈ
যমশ্চ যমুনা চৈব প্রখ্যাতা সুমহানদী ॥[৩]

—মার্তণ্ডের পত্নী বিশ্বকর্মার কন্যা মহাভাগা সংজ্ঞা। তাঁর গর্ভে সূর্য প্রথিতযশা মহাজ্ঞানী মনুর জন্ম দিয়েছিলেন। বিবস্বানের (সূর্য) পুত্র বলেই তিনি

১ তদেব—২০।১২ ২ তদেব—২০।৪৩ ৩ মার্কণ্ডেয়পুরাণ—৭৭।১-৬

বৈবস্বত মনু নামে পরিচিত। যেহেতু সংজ্ঞা রবির দৃষ্টিপাতে চক্ষু নিমীলিত করেছিলেন, সেইজন্য সূর্য তাঁকে নিষ্ঠুর বাক্য বলেছিলেন, হে মূঢ়ে যেহেতু আমার দৃষ্টিতে তুমি চক্ষু সংযমিত করেছ, অতএব প্রজা সংযমনকারী যম তোমার পুত্র হবে। তারপর ভয়াকুলা দেবী সংজ্ঞা দৃষ্টি চঞ্চল করেছিলেন। তাঁর চঞ্চল দৃষ্টি দেখে রবি পুনরায় বললেন, 'যেহেতু আমার দৃষ্টিতে তোমার চক্ষু এখনও চঞ্চল অতএব তুমি চঞ্চলা নদীকে প্রসব করবে।' অতঃপর ভর্তৃশাপে যম এবং প্রখ্যাতা মহানদী যমুনাকে তিনি প্রসব করেছিলেন।

সংজ্ঞা ছায়াকে রেখে পিতৃগৃহে চলে গেলেন। ছায়ার গর্ভে জন্মাল দুটি পুত্র ও একটি কন্যা। ছায়া নিজ পুত্রকন্যাকে যেমন সমাদর করছিলেন সংজ্ঞার পুত্রদের তেমন সমাদর করছিলেন না। মনু সহ্য করলেও যম সহ্য করলেন না। তিনি মাতাকে তাড়না করে পা তুলেছিলেন, কিন্তু লাথি ছায়ার গায়ে লাগে নি। ছায়া সংজ্ঞা কোপে ওষ্ঠ কম্পিত করে হস্ত চালিত করে অভিশাপ দিলেন, 'যেহেতু পিতার পত্নীর মর্যাদা তুমি পদের দ্বারা তাড়না করেছ, অতএব তোমার পা মাটিতে খসে পড়বে।'

ছায়াসংজ্ঞা ত্বপত্যেষু যথা স্বেষ্বতিবৎসলা।
তথা ন সংজ্ঞাকন্যায়াং পুত্রয়োশ্চন্ববর্তত॥
মনুস্তৎক্ষান্তবানস্যা যমস্তস্যা ন চক্ষমে।
তাড়নায় বৈ কোপাৎ পাদস্তেন সমুদ্যতঃ॥
তস্যাঃ পুনঃ ক্ষান্তিমতা ন তু দেহে নিপাতিতঃ।
ততঃ শশাপ তং কোপাচ্ছায়াসংজ্ঞা যমং দ্বিজ॥
কিঞ্চিৎ প্রস্ফুরমাণোষ্ঠী বিচলৎপাণিপল্লবা।
পিতুঃ পত্নীমর্যাদং যস্মাৎ তর্জয়সে পদা।
ভুবি তস্মাদয়ং পাদস্তবাদ্যৈব পতিষ্যতি॥[১]

যম পিতার নিকট জানালেন যে অভিশাপদাত্রী নিশ্চয়ই তাঁর জননী নন। সূর্য ছায়ার নিকট প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হয়ে বিশ্বকর্মার গৃহে গেলেন সংজ্ঞার অন্বেষণে। বিশ্বকর্মা সূর্যের তেজ শাতন করলেন। সূর্য অশ্বরূপধারিণী সংজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হোল। সূর্য সংজ্ঞাকে নিজালয়ে নিয়ে এলেন। তখন সূর্য প্রীত হয়ে যমের শাপান্ত ঘটালেন। তিনি বললেন,

১ মার্কণ্ডেয়পুরাণ—৭৭ অঃ

যে যমের পায়ের মাংস নিয়ে কৃমিকুল ভূমিতে পতিত হবে, তিনি মিত্রে অমিত্রে সমান দৃষ্টি হেতু যমকর্মে (সংযমন কর্মে) নিযুক্ত হলেন।

ক্রিময়ো মাংসমাদায় পাদতোঽস্য মহীতলে।
পতিষ্যন্তীতি শাপান্তং তস্য চক্রে পিতা স্বয়ম্॥
ধর্মদৃষ্টির্যতশ্চাসৌ সমো মিত্রে তথাহিতে।
ততো নিয়োগং তং যাম্যে চকার তিমিরাপহঃ॥[১]

বিষ্ণুপুরাণে যম-যমীর জন্ম ও ছায়াসংজ্ঞা কর্তৃক যমের প্রতি অভিশাপের কথা উল্লিখিত হয়েছে মাত্র। শাপের কারণ এবং শাপের স্বরূপ কিছুই বলা হয় নি।

সূর্যস্য পত্নী সংজ্ঞাভূৎ তনয়া বিশ্বকর্মণঃ।
মনুর্যমো যমী চৈব তদপত্যানি বৈ মুনে॥

* * *

ছায়াসংজ্ঞা দদৌ শাপং যমায় কুপিতা যদা।
তদান্যেয়মসৌ বুদ্ধিরিত্যাসীদ্ যমসূর্যয়োঃ॥"[২]

—বিশ্বকর্মাতনয়া সংজ্ঞা সূর্যের পত্নী ছিলেন। তাঁর মনু, যম ও যমী এই তিন সন্তান ছিল। ... যখন ছায়াসংজ্ঞা কুপিতা হয়ে যমকে শাপ দিয়েছিলেন, তখন ইনি সংজ্ঞা ভিন্ন অন্য কেউ—যম এবং সূর্যের এই বোধ হয়েছিল।

স্কন্দপুরাণের প্রভাস খণ্ডে মার্কণ্ডেয়পুরাণের অনুরূপ বিবরণ আছে। এখানে যম ও যমুনা সংজ্ঞার সন্তান; সূর্যের তেজ অসহনীয় হওয়ায় সংজ্ঞা চক্ষু সংকুচিত করেছিলেন বলে সূর্য প্রজাসংযমনকারী যমকে পুত্ররূপে লাভ করার অভিশাপ দিয়েছিলেন।

ময়ি দৃষ্টে সদা যস্মাৎ কুরুষে নেত্রসংক্ষয়ম্।
তস্মাজ্জনিষ্যসে মূঢ়ে প্রজা সংযমনং যমম্।

—আমাকে দেখে যেহেতু তুমি চক্ষু সংকুচিত (সংযমন) কর, অতএব হে মূঢ়ে! প্রজা সংযমনকারী যমকে পুত্ররূপে লাভ করবে।

সংজ্ঞা আর একটি কন্যা যমুনা ও তৃতীয় সন্তান মনুকে প্রসব করেছিলেন। অতঃপর সংজ্ঞা ভর্তার ভয়ে পিতৃগৃহে চলে গেলেন নিজের ছায়াকে পতির পরিচর্যায় রেখে। ছায়ার গর্ভে সূর্যের সাবর্ণি ও শনৈশ্চর নামে দুই পুত্র ও তপতী নামে

১ মার্কণ্ডেয়পুরাণ—৭৮ অঃ ২ বিষ্ণুপুরাণ, তৃতীয় অংশ—২।২।৫

কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ছায়া সপত্নীপুত্র অপেক্ষা নিজের পুত্রকন্যাদের অধিক স্নেহ করতে থাকায় যম ক্রুদ্ধ হয়ে ছায়াকে পদাঘাতের উদ্যোগ করেছিলেন। ফলে ছায়া যমকে পদহীন হওয়ার অভিশাপ দিলেন।

পিতুঃ পত্নী মর্যাদং যস্মাৎ তর্জয়সে পদা।
ভুবি তস্মাদয়ং পাদস্তবাশ্বৈব পতিষ্যতি ॥[১]

উক্ত পুরাণের অন্তর্গত রেবাখণ্ডে সূর্যপত্নী সাবিত্রী ছায়ার উপরে পতি ও পুত্র-কন্যার ভারার্পণ করে পিতৃগৃহে চলে গেলেন। কিন্তু পিতৃগৃহে পিতার দ্বারা নিবারিতা হয়ে তিনি বড়বা রূপ ধারণ করে প্রস্থান করলেন অরণ্যাভিমুখে।

পিত্রা নিবারিতা সাধ্বো বড়বারূপধারিণী।
বিচচার বনে রম্যে বহুলোদক শাদ্বলে ॥[২]

একদিন অন্ন দিতে দেরী হলে যম ছায়াকে পদাঘাত করেন। সেই অপরাধে ছায়ার অভিশাপে যম খঞ্জ হন।

তদা পদা হতা তেন চ্ছায়া তং চ শশাপ হ।
যতস্তং মে পদাঘাতং কৃতবান্ বালভাবনাৎ ॥
তস্মাত্ত্বং চ পদা খঞ্জো ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ।[৩]

ঋগ্বেদে যম ও যমীর পিতা বিবস্বান্ বা সূর্য এবং মাতা ত্বষ্টৃকন্যা সরণ্যু।

বৈবস্বতং সংগমনং জনানাং যমং রাজানং হবিষা দুবস্য।[৪]

—(পুণ্যশীল) ব্যক্তিবর্গের সৎপথের নির্দেশক বিবস্বান্ (সূর্য) পুত্র যম রাজাকে হবিদ্বারা অর্চনা কর।[৫]

ঋগ্বেদের অন্য দুটি ঋকে যমের মাতা সরণ্যুর সঙ্গে বিবস্বান্ বা সূর্যের বিবাহের বর্ণনা আছে; এমন কি ছায়া ও সংজ্ঞার কাহিনীর মূলও এখানে বর্তমান।

ত্বষ্টা দুহিত্রে বহতুং কৃণোতীতীদং বিশ্বং ভুবনং সমেতি।
যমস্য মাতা পর্যুহ্যমানা মহো জায়া বিবস্বতো ননাশ ॥
অপাগূহন্নমৃতাং মর্ত্যেভ্যঃ কৃত্বী সবর্ণামদদুর্বিবস্বতে।
উতাশ্বিনাবভরদ্যত্তদাসীদজহাদু দ্বা মিথুনা সরণ্যুঃ ॥[৬]

—ত্বষ্টা নামক দেব আপন কন্যার (সরণ্যুর) বিবাহ দিতেছেন। এই উপলক্ষ্যে বিশ্বসংসার আসিয়া উপস্থিত হইল। যমের মাতা যখন বিবাহিতা হইলেন তখন মহান বিবস্বান অদর্শন হইলেন।

১ প্রভাসখণ্ড—১৯।১১৭ ২ স্কন্দপুরাণ, রেবাখণ্ড—৫৬।৬০ ৩ তদেব—৫৬।২২-২৩
৪ ঋগ্বেদ—১০।১৪।১ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৬ ঋগ্বেদ—১০।১৭।১-২

সেই মৃত্যুরহিত (সরণ্যুকে) মনুষ্যদিগের নিকট গোপন করা হইল, তাহার তুল্যাকৃতি এক স্ত্রী নির্মাণ করিয়া বিবস্বানকে দেওয়া হইল। তখন দুই অশ্বিকে গর্ভে ধারণ করিলেন এবং সরণ্যু যমজ দুইটি সন্তানকে ত্যাগ করিলেন।[১]

যাস্ক এই দুই ঋকের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যুর সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল। সরণ্যুর গর্ভে বিবস্বানের দুটি যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এই দুটি সন্তান যম ও যমী। সরণ্যু নিজের অনুরূপ সবর্ণা নাম্নী আর একটি নারীকে পতির কাছে রেখে অশ্বরূপ ধারণ করে পলায়ন করেছিলেন।

বৃহদ্দেবতাতেও এই কাহিনীর উল্লেখ আছে :

অভবন্মিথুনং ত্বষ্টুঃ সরণ্যুস্ত্রিশিরা সহ।
স বৈ শরণ্যুং প্রাযচ্ছৎ স্বয়মেব বিবস্বতে।
ততঃ সরণ্যাং যজ্ঞাতে যমযম্যৌ বিবস্বতঃ।
তৌ·চাপ্যুভৌ যমাবেব জ্যায়াং স্তাভ্যাংতুবৈ যমঃ।[২]

—ত্বষ্টার সরণ্যু ও ত্রিশিরা যমজ পুত্রকন্যা ছিল। তিনি স্বয়ং সরণ্যুকে প্রদান করলেন বিবস্বানের হাতে। সরণ্যুর গর্ভে বিবস্বানের যম ও যমী নামে পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করে। তাঁর উভয়ে যমদ্বয় নামে পরিচিত ; তন্মধ্যে যম জ্যেষ্ঠ।

বেদের যম—ঋগ্বেদের যম পুরাণের যমের মত নরকের অধিকর্তা নন। ঋগ্বেদের যম পিতৃলোকের অধিকর্তা। তিনি পুণ্যকারীকে পুরস্কৃত করেন এবং পিতৃগণ বিশেষতঃ অঙ্গিরা নামক পিতৃগণের সঙ্গে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন।

ইমং যমং প্রস্তরমা হি সীদাং গিরোভিঃ পিতৃভিঃ সবিদানঃ।[৩]

—হে যম, এই আরব্ধ যজ্ঞে আসিয়া উপবেশন কর। তুমি এই যজ্ঞ স্থান তোমার সঙ্গে অঙ্গিরা নামক পিতৃলোকদিগকে লইয়া আসিও।[৪]

যমো অঙ্গিরোভিঃ ··· মদংতি।[৫]

—যম অঙ্গিরাদের দ্বারা নন্দিত হন।

অঙ্গিরোভিরাগহি যজ্ঞিয়োভির্যম বৈরূপৈরিহ মাদয়স্ব॥[৬]

—হে যম! নানামূর্তিধারী অঙ্গিরা নামক যজ্ঞভোক্তা পিতৃলোকদিগের সহিত এস, এইস্থানে আমোদ কর।[৭]

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ বৃহদ্দেবতা—৬।১৬১-৬৩ ৩ ঋগ্বেদ—১০।১৪।৪
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—১০।১৪।৩ ৬ ঋগ্বেদ—১০।১৪।৫ ৭ ঐ

যম মৃত ব্যক্তিদের পথ প্রদর্শক হয়ে থাকেন :

পরেয়িবাংসং প্রবতো মহীরনু বহুভ্যঃ পন্থামনুপস্পশানম্।[১]

—তিনি অনেকের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন, তাঁহার নিকটই সকল লোক গমন করে।[২]

"যম মরণোন্মুখ জনগণের অভিমুখে গমন করেন, মৃত্যুর পর কোন মার্গে কে যাইবে, তাহা নির্দেশ করিয়া দেন এবং কৃতকর্মের দ্বারা যে যে লোক পাইবার অধিকারী তাহাকে সেই লোকে পৌছাইয়া দেন।"[৩]

যমো ন গাতুং প্রথমো বিবেদ নেষা গব্যূতিরপভর্তবা উ।

যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুরেনা জজ্ঞানাঃ পথ্যা অনুস্বাঃ।[৪]

—আমরা কোন্ পথে যাইব, তাহা যমই প্রথমে দেখাইয়াছেন, সেই পথ আর বিনষ্ট হইবে না। যে পথে আমাদিগের পূর্বপুরুষেরা গিয়াছেন, সকল জীবই নিজ নিজ কর্ম অনুসারে সেই পথে যাইবে।[৫]

যম মৃতব্যক্তিকে স্থান দান করেন :

"যমো দদাত্যবসানমস্মৈ।"[৬]

মৃতব্যক্তিকে কর্মানুসারে পথ প্রদর্শন করান, মৃতের জন্য উপযুক্তস্থান নির্ণয় করেন বলেই যম পরবর্তীকালে হয়েছেন ধর্মরাজ—মৃত্যুর দেবতা—প্রেতলোকের অধীশ্বর।

চারি চক্ষুবিশিষ্ট দুটি কুকুর যমের প্রহরী :

যৌ তে শ্বানৌ যম রক্ষিতারৌ চতুরক্ষৌ পথিরক্ষৌনৃচক্ষসৌ।

তাভ্যামেনং পরিদেহি রাজন্ত্স্বস্তি চাস্মা অনমীবং চ ধেহি॥[৭]

—হে যম! তোমার প্রহরী স্বরূপ যে দুই কুকুর আছে, তাহাদিগের চারিচক্ষু। যাহারা পথ রক্ষা করে এবং যাহাদিগের দৃষ্টিপথে সকল মানুষকেই পতিত হইতে হয়। হে রাজা, ইহাকে কল্যাণভাগী ও নীরোগ কর।

এই কুকুর দু'টিই যমেরদূত—

উরূণসাবসুতৃপা উদুংবলৌ যমস্য দূতৌ চরতো জনা অনু॥[৯]

—দীর্ঘ নাসিকাবিশিষ্ট অতৃপ্ত (অথবা ঘ্রাণ গ্রহণে তৃপ্ত) যমের দুই দূত জনগণের পশ্চাতে ধাবিত হন।

---

১ ঋগ্বেদ—১০।১৪।১ ২ অনুবাদ—তদেব ৩ অমরেশ্বর ঠাকুর, নিরুক্ত (ক বি.), পৃঃ ১১১৫
৪ ঐ ১০।১৪।২, অথর্ব—১৮।১১।১।৫০ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৬ ঋগ্বেদ—১০।১৪।৯
৭ ঐ ১০।১৪।১১ ৮ অনুবাদ—তদেব ৯ ঋগ্বেদ—১০।১৪।১২

যমের প্রহরী এই দুই সারমেয় পরবর্তীকালে বহু সংখ্যক যমদূতের পরিকল্পনার মূল। এমন কি মহাভারতে মহাপ্রস্থান পর্বে যুধিষ্ঠিরের অনুগামী ধর্মরূপী সারমেয়ের কল্পনাও এখান থেকেই উদ্ভূত হয়েছে।

যম ও যমী দুই যমজ ভাই-বোন। কিন্তু যম অগ্রজ। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে দশম সূক্তে যম ও যমীর কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। যমী সহোদরা ভগিনী হওয়া সত্ত্বেও নানা যুক্তিতর্ক দ্বারা ভগিনীতে উপগত হতে আহ্বান করায় যম যুক্তি দ্বারা নিষিদ্ধ মিলন অগ্রাহ্য করেছেন। পুরাণে যমী হয়েছেন যমুনা।

পরলোকের অধীশ্বর—সরণ্যু ও বিবস্বানের পুত্র যম পরলোকগামীর পথ-প্রদর্শক ও পুণ্যফলদাতা। পুরাণে তিনি মৃত্যুর দেবতা, নরকের অধিপতি এবং দক্ষিণ দিকের অধীশ্বর—দশদিক্‌পালের অন্যতম। তিনি পাপ-পুণ্যের বিচারক এবং পাপীর শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার প্রদাতা। এই হিসাবে তিনি গ্রীক্‌পুরাণের Pluto-র সমধর্মা। "Yama occupies in Hindu mythology the position pluto does in Greek mythology. He is the god of death holds charge of several hells mentioned in the Purāṇas.[১]

পুরাণে যমের বিচারকার্যের সহায়ক চিত্রগুপ্ত তাঁর সচিব। ন্যায় ধর্মের বিচারক বলেই তিনি ধর্মরাজ।

ধর্মাধর্মবিধানজ্ঞ সর্বধর্ম প্রবর্তক।
ত্বমেব জগতো নাথঃ প্রজসংযমনো যমঃ ॥
কর্মণামনুরূপেণ যস্মাদ্‌যময়সে প্রজাঃ।
তস্মাদ্বৈ প্রোচ্যসে দেব যম ইত্যেব নামতঃ ॥
ধর্মেনেমা প্রজাঃ সর্বা যস্মাদ্রক্ষয়সে প্রভো।
তৎস্মাত্তে ধর্মরাজেতি নাম সদ্ভির্নিগদ্যতে ॥[২]

—হে ধর্ম ও অধর্মের বিধানজ্ঞ, সকল ধর্মের প্রবর্তক, তুমি জগতের নাথ, প্রজাগণের নিয়ন্তা, কর্মানুসারে প্রজাগণকে নিয়ন্ত্রিত কর বলে তুমি যম নামে প্রসিদ্ধ। সকল প্রজাকে যেহেতু ধর্মের দ্বারা পালন কর সেইজন্য সৎব্যক্তিগণ তোমাকে ধর্মরাজ বলেন।

যম শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে কেউ কেউ মনে করেন যে দুই ভাই বোন একত্রে জন্মেছেন বলেই যম ও যমী নামকরণ হয়েছে; কারণ যম শব্দের অর্থ যুগ্ম।

১ Epics Myths and legends of India—P. Thomas, page 51.
২ মৎস্যপুরাণ—২১৩।১-৩

"Yama (lit. a twin) was so called because he and Yami were twins even as Yima and Yime are twins in Avesta."[১]

কিন্তু যাস্ক-এর মতে যম শব্দের অর্থ সংযমন বা নিয়ন্ত্রণ। সূর্যরশ্মি জগৎকে সংযমিত করে গ্রীষ্ম, বর্ষা ইত্যাদি ঋতু নিরূপণের দ্বারা জল গ্রহণ ও জলদানের দ্বারা। সুতরাং যাস্ক-এর মতে সূর্যরশ্মিই যম—রশ্মির্যমনাৎ।[২]

যাস্ক কেবল সূর্যরশ্মিকেই যম বলেন নি। তাঁর মতে অগ্নিও যম—"অগ্নিরপি যম উচ্যতে।"[৩]

যমের অগ্নিরূপতা প্রমাণ করার জন্য যাস্ক ঋগ্বেদের দুটি মন্ত্র উদ্ধৃত করেছেন। ঋক্ দুটিতে অগ্নি সম্পর্কে বলা হয়েছে :

সেনেব সৃষ্টামং দধাত্যস্তুর্ন দিদ্যুত্ত্বেষ প্রতীকা।
যমো হ জাতো যমো জনিত্বং জারঃ কনীনাং পতির্জনীনাং ॥
তং বশ্চরাথা বয়ং বসত্যাস্তং ন গাবো নক্ষং ত ইদ্ধম্ ॥[৪]

—প্রেরিত সেনার ন্যায় ধানুকীর দীপ্তিমুখ ইষুর ন্যায় অগ্নি শত্রুগণের ভয় সঞ্চার করেন, যাহা জন্মিয়াছে ও যাহা জন্মিবে সে সমস্তই অগ্নি। অগ্নি কুমারীগণের জার ও বিবাহিতা স্ত্রীর পতি।

গাভীগণ যেরূপ গৃহে গমন করে সেইরূপ আমরা জঙ্গম ও স্থাবর (অর্থাৎ পশু ও ব্রীহি আদি) উপহারের সহিত প্রদীপ্ত অগ্নির নিকট গমন করি।[৫]

অনুবাদক এখানে যম শব্দে অগ্নিকে গ্রহণ করেছেন। সায়নাচার্যও বলেছেন, "যমোঽগ্নিরুচ্যতে।" অগ্নিকে যম বলা হয়েছে কেন? না, অগ্নি তাপশক্তিরূপে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সংযমিত বা নিয়ন্ত্রিত করেন। যাস্ক এখানে বলেছেন, যম শব্দে এখানে যমজ বা যুগ্ম বোঝায়। 'যমো হ জাত ইন্দ্রেণ সহ সঙ্গতঃ'[৬]—যম ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এই ব্রাহ্মণবাক্য অনুসারে অগ্নি ও ইন্দ্র যমজ ভ্রাতা। "যমাবিহেহ মাতরা ইত্যপি নিগমো ভবতি।"[৭]—দুই যম (যম ভ্রাতৃ-দ্বয় - ইন্দ্র ও অগ্নি) সকল লোকের নির্মাতা, এইরূপ নিগম বা বেদবাক্য প্রচলিত।

উক্ত বাক্যে যমৌ অর্থাৎ যমদ্বয় 'ইহ ইহ মাতরা' অর্থে বোঝায় এই লোক (অর্থাৎ পার্থিব জগৎ) এবং এই লোকের (অর্থাৎ অন্তরীক্ষ লোকের) নির্মাতা অগ্নি ও ইন্দ্র।

---

১ Vedic Selections, II, (C U.) page 250　　২ নিরুক্ত—২।১৫।১
৩ নিরুক্ত—১০।২০।৫　　৪ ঋগ্বেদ—১।৬৬।৪-৫　　৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৬ নিরুক্ত—১০।২১।৩　　৭ অনুবাদ—তদেব

স্কন্দস্বামী নিরুক্তের টীকায় লিখেছেন, "যুগপজ্জাত ত্বাদ্‌যমোঽত্রাগ্নিরুচ্যতে, কেন পুনঃ সহাগ্নির্যুগপজ্জাতঃ ইন্দ্রেণ। কুত এতৎ? ব্রাহ্মণমন্ত্র নিগমাৎ। ব্রাহ্মণং তাবৎ যমো হ জাত ইন্দ্রেন সহ সঙ্গত।" —(অস্যার্থ) একসঙ্গে জন্মহেতু যমকেও অগ্নি বলা হয়েছে। যম কার সঙ্গে একত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন? ইন্দ্রের সঙ্গে। কোথায় এ কথা আছে? ব্রাহ্মণমন্ত্রে আছে—জমোহ জাত।

ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, "যমো হ জাত ইন্দ্রেণ সঙ্গত"—ইহা একটি ব্রাহ্মণ বাক্য; ইহাতে অগ্নি অর্থে যম নামের নির্বচন প্রদর্শিত হইয়াছে। ইন্দ্রের সহিত যুগপৎ জাত অর্থাৎ ইন্দ্রের সহজাত যমজ বলিয়া অগ্নির নাম যম। 'যমাবিহেহ মাতরা'—ইহা ঋগ্বেদের মন্ত্রাংশ (৬।৫৯।২। অগ্নি ও ইন্দ্রের একই জনক, ইঁহারা উভয়ে যমজ ভ্রাতা—ইঁহাদের একজন ইহ অর্থাৎ পৃথিবীতে, আর একজন ইহ অর্থাৎ অন্তরীক্ষে থাকিয়া সর্বলোক নির্মাণ করেন,—ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য। এইস্থলে প্রথম ইহ শব্দের দ্বারা অগ্নির পার্থিবত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে—"যম শব্দে যে অগ্নিকে বোঝায়, তা-ই পৃথিবী-স্থানীয়, অন্তরীক্ষ-স্থানীয় বা দ্যুলোক-স্থানীয় নহে।"[১]

কৃষ্ণযজুর্বেদে যম পার্থিবাগ্নিরূপে পৃথিবীর আধিপতি।

যাবতী বৈ পৃথিবী তস্যৈ যমো অধিপত্যং পরীয়ায়।[২]

—যতদিন পৃথিবী থাকে ততদিন যমও তার উপর আধিপত্য বিস্তার করবেন।

যমকে কন্যাগণের জার ও বিবাহিতা রমণীদের পতি বলার তাৎপর্য কি? অগ্নির সন্নিকটে কুমারী কন্যাদের বিবাহকালে কুমারীত্বের বিনাশ ঘটে; অতএব যম বা অগ্নি কন্যাদের জার। আর বিবাহের পরে পত্নী পতির সঙ্গে অগ্নিতে হবিঃ প্রদান করেন। সুতরাং এক্ষেত্রেও অগ্নি বিবাহিতা রমণীর পতি।

কিন্তু যম কি শুধু অগ্নি? যম সূর্যও। ঋগ্বেদই সূর্যকে যম বলেছেন:

যস্মিন্ বৃক্ষে সুপলাশে দেবৈঃ সংপিবতে যমঃ।
অত্রা নো বিশ্‌পতিঃ পিতা পুরাণাঁ অনুবেনতি॥[৩]

—যে সুদীপ্ত আদিত্যমণ্ডলে আদিত্য যম) রশ্মিসমূহের সহিত সঙ্গত বা সম্পিণ্ডিত হয়, সেই আদিত্যমণ্ডলে সর্বরক্ষক বা সর্বপালক পিতৃস্থানীয় আদিত্য জীর্ণ বিষয়তৃষ্ণ আমাদিগকে কামনা করুন।[৪]

১ নিরুক্ত (ক বি) পৃঃ—১১১৮ ২ কৃষ্ণযজুঃ—৫।৫।২।৩ ৩ ঋগ্বেদ—১০।১৩৫।১
৪ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর

এখানে সুপলাশ বৃক্ষ আদিত্যমণ্ডল, দেব শব্দের অর্থ সূর্যরশ্মি এবং যম আদিত্য বা সূর্য। যাস্ক ঋকৃটির ব্যাখায় লিখেছেন, "দেবৈঃ সংগচ্ছতে যমো রশ্মিভিরাদিত্যস্তত্র নঃ সর্বস্ত পাতা বা পালয়িতা বা··· ।"[১]

—যম আদিত্য রশ্মিসকলের সঙ্গে সংগত হয়ে সকলের রক্ষাকর্তা বা পালনকর্তা।

সূর্য মাধ্যমিক বা অন্তরীক্ষস্থ দেবতা, যমও মাধ্যমিক দেবতা—"মাধ্যমিকো যম ইত্যাহুঃ।"[২]

যমের এক নাম তুর—"তুর ইতি যম নাম, তরতের্বা ত্বরতের্বা ত্বরয়া তূর্ণগতির্যমো।"[৩]

—তুর যমের নাম, যম শব্দ তরণার্থক, তৃ ধাতু থেকে অথবা শীঘ্রত্বজ্ঞাপক ত্বর ধাতু থেকে নিষ্পন্ন, সুতরাং তুর শব্দের অর্থ দ্রুতগমনশীল যম।

সূর্য অথবা সূর্যরশ্মি অপেক্ষা দ্রুতগমনশীল আর কে আছে? তৃ ধাতুর অর্থ পার হওয়া। সূর্য আকাশ পার হচ্ছেন প্রতিদিন। তূর্ণগতিও তিনি। মাত্র কয়েক ঘণ্টায় (একদিনে) আকাশসাগর অবলীলায় পার হয়ে যান।

সূর্য ও অগ্নি একই। সুতরাং মর্তের অগ্নি ও অন্তরীক্ষের সূর্যই যমরূপে আখ্যাত। যম সূর্যাগ্নিরই অপর এক মূর্তি। রমেশচন্দ্র দত্তও এই মত পোষণ করেন। তাঁর মতে "যমের আদি অর্থ সূর্য বা দিবস।"[৪] সূর্যের পত্নী, পুত্র-কন্যা ইত্যাদি সূর্যেরই অংশবিশেষ অথবা মূর্তিবিশেষ।

যম দক্ষিণ দিকের অধিপতি। সুতরাং দক্ষিণ দিকে গমনকালে অর্থাৎ দক্ষিণায়নকালের সূর্যই যম নামে চিহ্নিত। এই সময়ে সূর্যরশ্মি সংযমন করেন, তাঁর তেজ হ্রাস পায়। সূর্যরশ্মিও মৃত্তিকার রস সংযমন করে থাকে।

সূর্য ও সূর্যা যেমন অভিন্ন, যম ও যমীও তেমনি অভিন্নাত্মা। "পণ্ডিতদের মতানুসারে এই দুই কুকুর (যমের কুকুর) চন্দ্র ও সূর্যের রূপক মাত্র।"[৫] সূর্যের দুই অয়ন (দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ন) যমের প্রহরী দুই সারমেয় বলে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

ঋগ্বেদের যম ও পৌরাণিক যমের মধ্যে পার্থক্য পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। "ঋগ্বেদের যম পৌরাণিক যম নহে, ঋগ্বেদের যম পুণ্যকর্মের পুরস্কারবিধাতা।"[৬]

---

১ নিরুক্ত—১১।২৯।২ ২ নিরুক্ত—১১।১৮।৩ ৩ নিরুক্ত—১২।১৪।৩
৪ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ২য়—পৃঃ ১৪১৬, ১০।১৪।১ ঋকের টীকা
৫ পৌরাণিক অভিধান—পৃঃ ৩৫০ ৬ রমেশচন্দ্র দত্ত, ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, পৃঃ ১৪১৪

প্রেতলোকের অধিকর্তা পাপ-পুণ্যের বিচারকর্তা ও ফল প্রদাতা আয়ুহীন ব্যক্তির মৃত্যুদাতা পৌরাণিক যম।

সূর্যরূপী যম কিভাবে প্রেতলোকের অধিপতি যমে পরিণত হয়েছিলেন, তার একটি ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন পণ্ডিত ম্যাক্স্‌মূলর। "অতএব মোক্ষমূলরের মতে দিবা (বা সূর্য) ও রাত্রিকে প্রথম ঋষিগণ বিবস্বান্ (আকাশ) ও সরণ্যু (প্রভাতের) যমজ সন্তান, যম ও যমী নাম দিয়াছেন। পরে যম মৃত্যুর রাজা হইলেন কিরূপে? Maxmuller বলেন, "প্রাচীন ঋষিগণ যেরূপ পূর্বদিককে জীবনের উৎপত্তিস্থল মনে করিতেন, পশ্চিমদিককে সেইরূপ জীবনের অবসান মনে করিতেন। সূর্য সেই পূর্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমদিকে অন্তর্হিত হইতেন অর্থাৎ জীবনের পথ ভ্রমণ করিয়া পরলোকের পথ দেখাইতেন। এইরূপে যম পরলোকের রাজা, এই অনুভব উদয় হইল। (Science of Language, 1882, vol. II, page 562.)[১]

আসলে সূর্য যেমন জীবনের অধিপতি, তেমনি মৃত্যুরও কর্তা—"যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ।"[২] জীবন ও মৃত্যু একই বস্তুর এ পিঠ ও পিঠ। মৃত্যুর অধিপতি যে সূর্য অথবা সূর্যের বিশেষরূপ তিনিই—জগতের সংযমনকারী যম।

আবেস্তায় 'যিম' যমেরই প্রতিরূপ। ইনি প্রথমে রাজা এবং সভ্যতার সৃষ্টি-কর্তা; তাঁর পিতার নাম বিবন্‌যং (বিবস্বং)।[৩]

সূর্য ও সূর্যা, দক্ষ ও অদিতির মত যম ও যমী একই বস্তুর দ্বৈত প্রকাশ। সুতরাং যমী যমের ভগিনী হলেও মিলনের জন্য পীড়াপীড়ি করেন। এতে সামাজিক বিরোধ হলেও তত্ত্বতঃ কোন বিরোধ হয় না।

যমের সূর্যরূপতার ইঙ্গিত আরও কোন কোন পণ্ডিত দিয়েছেন। "He is a king, and dwells in celestial light, in the innermost sanctuary of heaven, when the departed behold him associated in blessedness with Varuṇa."[৪]

সূর্যাগ্নিরূপী যম যখন মৃত্যুর অধিপতিরূপে পরিগণিত হলেন, তখন নানারূপ কাহিনী-কিম্বদন্তীও গড়ে উঠলো যম সম্পর্কে। "In the Vedas, Yama is said to be the first mortal who died and went to heaven of which he became the first monarch.

১ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম, পৃঃ ৮৭, ১।৩৫।৬ ঋকের টীকা ২ ঋগ্বেদ—১০।১২১।২
৩ তদেব ৪ Vedic Selections, II, page 250

In the Bhavisya Purāṇa there is an account of Yama's marriage with a mortal. He fell in love with Vijayā, the pretty daughter of a Brahmin, married her and took her to Yamapuri."[১]

এই যম নামক দেবতাটি বৌদ্ধধর্মের প্রবেশাধিকার পেয়েছেন ধর্মপালরূপে। বৌদ্ধধর্মপাল ও হিন্দুপুরাণের ধর্মরাজ যম একই দেবতার প্রকারভেদ।[২]

মহাভারতে ও পুরাণে যমের মূর্তির বিবরণ আছে। মহাভারতে সাবিত্রী যমকে যেরূপে দেখেছিলেন তার বর্ণনা :

মুহূর্তাদেব চাপশ্যৎ পুরুষং রক্তবাসসম্।
বদ্ধমৌলিং বপুষ্মন্তমাদিত্যসমতেজসম্ ॥
শ্যামাবদাতং রক্তাক্ষং পাশহস্তং ভয়াবহম্।[৩]

—ক্ষণেক পরে দেখিলেন, এক রক্তবাসা বদ্ধমৌলি সাক্ষাৎ দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী শ্যামবর্ণ, রক্তনয়ন, ভয়ানক পুরুষ পাশহস্তে সত্যবানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান···।[৪]

এখানে যম আদিত্য সম তেজঃসম্পন্ন। যমের আদিত্য স্বরূপতার ইঙ্গিত স্পষ্ট।

কালিকাপুরাণে যমের বর্ণনা :

পূজয়েত্তত্র শমনং পাণৌ দণ্ডং সদৈব যঃ।
ধত্তে তু পাণিনা নিত্যং প্রাণদণ্ডস্য সাধনম্ ॥
কৃষ্ণবর্ণন্তু দ্বিভুজং কিরীট মুকুটোজ্জ্বলম্।
দধৎকাসি পুত্রী চ বামপাণৌ সদৈব হি !
কৃষ্ণাস্ত্রং স্থূলপাদং বহির্নিঃসৃতদন্তকম্
ভয়াভয়প্রদং নিত্যং নৃণাং মহিষবাহনম্ ॥[৫]

—সব সময়ে হস্তে দণ্ডধারী যমকে পূজা করবে, তিনি প্রাণদণ্ড সম্পাদনকারী দণ্ড নিত্য হস্তে ধারণ করেন। তিনি কৃষ্ণবর্ণ, দুই বাহুবিশিষ্ট, উজ্জ্বল কিরীট মুকুট শোভিত, সর্বদা বামহস্তে অসি এবং ছুরিকা ধারণ করেন। তাঁর অস্ত্র কৃষ্ণ, একটি পদ স্থূল, দন্তপংক্তি বহিরাগত। তিনি মহিষবাহন, মানবকুলের ভয় ও অভয়প্রদ।

মহাভারতে ধর্ম নামক যে দেবতার উল্লেখ পাই, যিনি যুধিষ্ঠিরের জন্মদাতা

১ Epics' Myths and legends of India—P. Thomas, page 51
২ Gods of Northern Buddhism—Alice Getty, page 108
৩ মহাঃ, বনপর্ব—২৯৬।৮-৯ ৪ অনুবাদ—কালীপ্রসন্ন সিংহ ৫ কাঃ পুঃ—৭৯।১১৪-১১৬

এবং যিনি বকরূপে পাণ্ডবদের পরীক্ষা করেছিলেন, সেই ধর্ম্ম যমরাজ অপেক্ষা পৃথক্ কোন দেবতারূপে প্রতিভাত হয়। অবশ্য এই ধর্ম্মও সূর্যের প্রকারভেদ বলেই অনুমিত হয়। কারণ ইনি সূর্যোপম, জলন্ত অগ্নিতুল্য, বিমানে আরোহণ করে কুন্তীর নিকটে এসেছিলেন।[১] পরবর্তীকালে যমই ধর্ম্ম বা ধর্মরাজ নামে পরিচিত হয়েছেন। কঠোপনিষদে যম ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ। তিনি নচিকেতার নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন।

মৎস্যপুরাণে যমকেই ধর্মরাজ বলা হয়েছে। সত্যবানের প্রাণপুরুষকে নিয়ে যাবার জন্য ধর্মরাজ এসেছিলেন।

দদর্শ ধর্ম্মরাজন্তু স্বয়ং তং দেশমাগতম্।
নীলোৎপলদলশ্যামং পীতাম্বরধরং প্রভুম্॥
বিদ্যুল্লতা নিবদ্ধাঙ্গং সতোয়মিব তোয়দম্।
কিরীটেনার্ক বর্ণেন কুণ্ডলৈশ্চ বিরাজিতম্॥
হারভারার্পিতোরস্কং তথাঙ্গদ বিভূষিতম্।
তথানুগম্যমানঞ্চ কালেন সহ মৃত্যুনা॥[২]

—(সাবিত্রী) সেই স্থানে সমাগত ধর্ম্মরাজকে দেখলেন, সেই প্রভু নীলপদ্মের পাপড়ির মত শ্যামবর্ণ পীতবস্ত্রধারী যেন বিদ্যুল্লতা বেষ্টিত জল ভারাক্রান্ত মেঘ। তিনি সূর্যবর্ণের মুকুট ও কুণ্ডল শোভিত, বক্ষঃস্থলে হার ও বাহুতে অঙ্গদভূষিত, কাল ও মৃত্যু তাঁর অনুগমন করছেন।

উক্ত পুরাণেই প্রতিমালক্ষণ বর্ণনায় যমের মূর্তিও বর্ণিত হয়েছে :

তথা যমং প্রবক্ষ্যামি দণ্ডপাশধরং বিভুম্॥
মহিষমারূঢ়ং কৃষ্ণাঞ্জন চয়োপমম্।
সিংহাসনগতঞ্চাপি দীপ্ত্যাগ্নিসমলোচনম্॥
মহিষশ্চিত্রগুপ্তশ্চ করালাঃ কিংকরাস্তথা।[৩]

—এখন যমের কথা বলছি। ঐ বিভু দণ্ড ও পাশ ধারণকারী মহিষে আরোহণকারী কালো কাজলের মত রঙ, সিংহাসনে উপবিষ্ট প্রদীপ্ত অগ্নির মত চক্ষু; মহিষ ও চিত্রগুপ্ত তাঁর দুই ভয়ংকর অনুচর।

ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত ও যমের বাহন মহিষ একই বস্তু। আকাশের ঘন কৃষ্ণ মেঘ কবিকল্পনায় হস্তী বা মহিষের আকার লাভ করেছে।

---

১ আদিপর্ব—১২৩ অঃ ২ মৎস্যপুঃ -২১০।৫-৭ ৩ মৎস্যপুঃ—২৬১।১২-১৪

পদ্মপুরাণের ভূমিখণ্ডে (৭০ অঃ) যমপীড়া অর্থাৎ পাপি ব্যক্তিদের নরকে যম-দণ্ড ভোগের বিবরণ আছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে সাবিত্রী যমের যে স্তব করেছেন তাতে যম ধর্মরাজ এবং অন্তক বা মৃত্যুদণ্ডদাতারূপে বর্ণিত হয়েছেন।

তপসা ধর্মমারাধ্য পুষ্করে ভাস্করঃ পুরা।
ধর্মাংশং যং সুতং প্রাপ ধর্মরাজং নমাম্যহম্ ॥
সমতা সর্বভূতেষু যস্য সর্বস্য সাক্ষিণঃ।
অতো যন্নাম শমন ইতি তং প্রণমাম্যহম্ ॥
যেনান্তশ্চ কৃতো বিশ্বে সর্বেষাং জীবিনাং পরম্।
কর্মাণুরূপকালে চ তং কৃতান্তং নমাম্যহম্ ॥
বিভর্তি দণ্ডং দণ্ডায় পাপিনাং শুদ্ধিহেতবে।
নমামি তং দণ্ডধরং যঃ শাস্তা সর্বকর্মণাম্ ॥
বিশ্বে চ কলয়ত্যেব যঃ সর্বায়ুশ্চ সন্ততম্।
অতীব দুর্নিবার্যঞ্চ তং কালং প্রণমাম্যহম্ ॥
তপস্বী বৈষ্ণবো ধর্মী সংযমী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
জীবিনাং কর্মফলদং তং যমং প্রণমাম্যহম্ ॥[১]

—পুরাকালে পুষ্করতীর্থে সূর্য ধর্মকে আরাধনা করে ধর্মের অংশস্বরূপ যে পুত্র প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই ধর্মরাজকে প্রণাম করি। সর্বদ্রষ্টা সর্বভূতে সমতা বিধান করেন বলেই তিনি শমন নামে পরিচিত; তাঁকে প্রণাম। যিনি বিশ্বে সকল জীবের কর্মানুরূপ সময়ে অন্ত ঘটান, তিনিই কৃতান্ত, তাঁকে প্রণাম। পাপিগণের শুদ্ধি নিমিত্ত যিনি দণ্ডধারণ করেন, সেই সকল কর্মের শাসনকর্তা দণ্ডধর যমকে প্রণাম করি। যিনি বিশ্বে সকলের আয়ু সকলসময়েই ছিন্ন করছেন, যিনি অত্যন্ত দুর্নিবার সেই কালকে নমস্কার। তপস্বী, বিষ্ণুভক্ত, ধার্মিক, সংযমী, জিতেন্দ্রিয়, জীবিত ব্যক্তির কর্মফলদাতা সেই যমকে প্রণাম করি।

এখানে যমের নাম ধর্মরাজ, শমন, কৃতান্ত, দণ্ডধর ও কাল। ধর্ম ও যম এখানে পৃথক্; ধর্মের অংশে যমের জন্ম। যিনি বিশ্বকে ধারণ করেন তিনিই ধর্ম বা সূর্য অথবা সূর্যাগ্নির তেজ। যম তাঁরই অংশ।

---

১ ব্রহ্ম বৈঃ পুঃ—২৮৷৮ ১৩

যমের বাহন মহিষ :

রুদ্রৌজঃ সম্ভবং ভীমং কৃষ্ণবর্ণং মনোজবম্।
পৌণ্ড্রকং নাম মহিষং ধর্মরাজস্য নারদ ॥[১]

—রুদ্রের তেজসম্ভূত ভীষণ কৃষ্ণবর্ণ মনোগতি সম্পন্ন পৌণ্ড্রক নামে মহিষ ধর্মরাজের বাহন।

রুদ্র হলেন সূর্য। তাঁর তেজ থেকে জাত কৃষ্ণবর্ণ মহিষ ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতের মত ঘন কালো মেঘ ছাড়া আর কি?

১ বামনপুঃ—৯।১৬

দক্ষ

ভারতবর্ষের কাব্যে-পুরাণে প্রজাপতি দক্ষ একজন অতি পরিচিত এবং সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি। বহু বিচিত্র উপাখ্যান দক্ষের নামে প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে আদ্যাশক্তি শিবগৃহিণী পার্বতী, উমা বা দুর্গার পূর্বজন্মের পিতারূপে এবং সুপ্রসিদ্ধ দক্ষযজ্ঞের নায়করূপে তিনি সর্বজন পরিচিত। বাঙ্গালা মঙ্গল কাব্যগুলিতে, বিশেষতঃ চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল ও শিবায়নকাব্যে দক্ষযজ্ঞের ঘটনাবলী বিশেষস্থান দখল করেছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে দক্ষ ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি মানসে মন থেকে সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমারের সৃষ্টি করলেন। কিন্তু এই চারিজন তপঃপরায়ণ ঋষি সৃষ্টিকর্মে অনিচ্ছুক হওয়ায় ব্রহ্মা মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরস, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ ও নারদ এই দশটি পুত্রকে সৃষ্টি করেছিলেন। এঁদের মধ্যে দক্ষ ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রজাপতি-ব্রহ্মার এই দশটি পুত্র প্রজাপতি নামে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মার দেহ দ্বিধা বিচ্ছিন্ন হলে মনু ও শতরূপা নামে মিথুনের সৃষ্টি হয়। শতরূপার গর্ভে মনুর দুই পুত্র ও তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কন্যাত্রয়ের নাম আকুতি, দেবহুতি ও প্রসূতি![1] মনু তাঁর কন্যা প্রসূতির সঙ্গে দক্ষের বিবাহ দিয়েছিলেন।

দক্ষায় ব্রহ্মপুত্রায় প্রসূতিং ভগবান্ মনুঃ।[2]

প্রসূতিং মানবীং দক্ষ উপযেমে হ্যজাত্মজঃ॥[3]

প্রসূতির গর্ভে দক্ষের ষোলটি কন্যা জন্মে। তন্মেধ্যে তেরোটি ধর্মকে, একটি অগ্নিকে, একটি মিলিত পিতৃগণকে ও একটি শিবকে সম্প্রদান করেছিলেন প্রজাপতি দক্ষ। শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা, হ্রী ও মূর্তি এই তেরোজন ধর্মের পত্নী। অগ্নির পত্নী স্বাহা। পিতৃগণের পত্নী স্বধা। আর শিবের পত্নী হলেন সতী।

ভবস্তু পত্নী তু সতী ভবং দেবমনুব্রতা।[4]

কোন এক সময়ে দেব ও ঋষিদের সভায় দক্ষ উপস্থিত হলে দেব ও ঋষিগণ দক্ষকে অভিবাদন করে তাঁর অনুমতি নিয়ে উপবেশন করলেন। কিন্তু শিব আসন

১ ভাগবত—৩।১২ ২ ভাগবত—৪।১।১১ ৩ ভাগবত—৪।১।৪৬

৪ ভাগবত—৪।১।৬৪

থেকে উত্থিত হলেন না, দক্ষের সৎকারও করলেন না। জামাতৃকৃত এই অসম্মানে ক্রুদ্ধ দক্ষ শিবনিন্দা করলেন সর্বসমক্ষে, তৎপরে তিনি অভিশাপ দিলেন,—ইন্দ্র, উপেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের সঙ্গে শিব যজ্ঞভাগ পাবেন না।

অয়ন্তু দেবযজন ইন্দ্রোপেন্দ্রাদিভির্ভবঃ।
সহ ভাগং ন লভতাং দেবৈর্দেবগণাধমঃ ॥[১]

এই অভিশাপের কথা শুনে শিবানুচর নন্দী ক্রুদ্ধ হয়ে দক্ষকে এবং ঋষিগণকে অভিশাপ দিলেন :

বুদ্ধ্যা পরাভিধায়িন্যা বিস্মৃতাত্মগতিঃ পশুঃ।
স্ত্রীকামঃ সোঽস্ত্বতিতরাং দক্ষো বস্তমুখোঽচিরাৎ ॥[২]

—অবিদ্যার অধিকারী আত্মতত্ত্ববিস্মৃত পশুতুল্য এই দক্ষ শীঘ্রই স্ত্রীকামী হোক, এর মুখ ছাগমুখ হোক্।

প্রজাপতি ব্রহ্মা দক্ষকে প্রজাপতিগণের অধিপতি করে দিলেন। তখন দক্ষ বাজপেয় যাগ সমাপনান্তে বৃহস্পতি যাগ সুরু করলেন। সেই যজ্ঞে রুদ্র ছাড়া দেবতা ও ব্রহ্মর্ষিগণ সংকৃত হলেন। দাক্ষায়নী সতী নভশ্চরদের মুখ থেকে যজ্ঞের কথা শুনে শিবকে পিতার যজ্ঞে গমনের জন্য অনুরোধ করলেন। শিব সতীকে নিবৃত্ত করতে যত্নবান হওয়ায় সতী ক্রুদ্ধ হয়ে একাই পিতৃযজ্ঞে গমনের জন্য প্রস্থান করলেন। যজ্ঞস্থলে অনাদৃতা সতী পিতৃমুখে শিবনিন্দা শুনে যোগারূঢ়া হয়ে যোগোৎপন্ন অনলে দগ্ধ হলেন।[৩] নারদের মুখে সতীর দেহত্যাগ বৃত্তান্ত শুনে শিব একটি জটা উৎপাটন করে বীরভদ্রকে সৃষ্টি করলেন। শিবগণ সহ বীরভদ্র দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করলেন, ঋষি ও দেবগণ হলেন নির্যাতিত, বীরভদ্র যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষেপ করলেন দক্ষের ছিন্নমুণ্ড। দেবগণের দ্বারা স্তুত হয়ে শিব দক্ষের ছাগমুণ্ড বিধান করলেন :

প্রজাপতের্দগ্ধশীর্ষ্ণো ভবত্বজমুখং শিরঃ।[৪]

বিষ্ণুপুরাণে দক্ষ সম্পর্কিত তিনটি উপাখ্যান পাওয়া যায়। একটি বিবরণে ব্রহ্মার নয়জন মানসপুত্রের মধ্যে দক্ষ অন্যতম। এই নয়জনকেই ব্রহ্মা বলা হয়।

অথান্যান্ মানসপুত্রান্ সদৃশানাত্মনোঽসৃজৎ।
ভৃগুং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুমঙ্গিরসং তথা ॥

১ ভাগবত—৪।২।১৮ ২ ভাগবত—৪।২।২৩ ৩ ভাগবত—৪।৪ ৪ ভাগবত—৪।৭।৩

মরীচিং দক্ষমত্রিঞ্চ বশিষ্ঠঞ্চৈব মানসম্।
নব ব্রহ্মাণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ ॥[১]

ব্রহ্মার আত্মা থেকে জাত মনু তপস্যার দ্বারা শতরূপাকে সৃষ্টি করলেন এবং শতরূপাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করলেন। শতরূপার গর্ভে মনুর চব্বিশটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। এদের মধ্যে ধর্ম ত্রয়োদশ কন্যাকে গ্রহণ করেছিলেন। এই চব্বিশ কন্যার মধ্যে সতী রুদ্রের ভার্যা। তিনি দক্ষযজ্ঞে দেহ ত্যাগ করেছিলেন।

এবং প্রকারো রুদ্রোঽসৌ সতীং ভার্যামবিন্দত।
দক্ষকোপাচ্চ তত্যাজ সা সতী স্বং কলেবরম্ ॥[২]

দ্বিতীয় উপাখ্যানটি ভিন্ন :

প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রাচেতস্‌গণকে সৃষ্টি করেছিলেন প্রজাবর্ধনের উদ্দেশ্যে। প্রাচেতস্‌গণ দশ সহস্র বৎসর তপস্যায় নিমগ্ন থাকলেন। অতঃপর সোমের আদেশে বৃক্ষকন্যা মারীষার গর্ভে প্রাচেতস্‌গণের ও সোমের তেজের অর্ধ ভাগ মিলিত হয়ে দক্ষের উৎপত্তি হয়।[৩]

সোম প্রাচেতস্‌দের বলেছিলেন :

যুষ্মাকং তেজসোঽর্ধেন মম চার্ধেন তেজসঃ।
অস্যামুৎপৎস্যতে বিদ্বান্ দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ ॥[৪]

—তোমাদের তেজের অর্ধাংশে এবং আমার তেজের অর্ধাংশে এই মারীষার গর্ভে দক্ষ নামে বিদ্বান্ প্রজাপতি উৎপন্ন হবে।

ব্রহ্মার আদেশে প্রজাপতি-দক্ষ প্রজা সৃষ্টিতে নিরত হলেন। তিনি প্রথমে মন থেকে দেব, ঋষি, গন্ধর্ব, অসুর ও পন্নগদের সৃষ্টি করলেন।

মানসানি তু ভূতানি পূর্বং দক্ষোঽসৃজত্তদা।
দেবানৃষীন্ গন্ধর্বান্ অসুরান্ পন্নগাংস্তথা ॥[৫]

কিন্তু মানসী প্রজা বর্ধিত না হওয়ায় দক্ষ বীরণ প্রজাপতির কন্যা অসিক্লীকে বিয়ে করলেন।

অসিক্লীমাবহৎ কন্যাং বীরণস্য প্রজাপতেঃ।[৬]

অসিক্লীর গর্ভে দক্ষ পাঁচ হাজার পুত্র উৎপাদন করেন। কিন্তু নারদের প্ররোচনায় অসিক্লীর গর্ভজাত হর্যশ্ব নামক পুত্রগণ প্রজাসৃষ্টিতে অগ্রসর হলেন না।

১ বিষ্ণুপুরাণ, প্রথমাংশ—৭।৪-৭ ২ তদেব—৮।১১ ৩ তদেব—১৫ অঃ
৪ তদেব ৫ তদেব—১৫।৮৭ ৬ তদেব—১৫।৮৯

তখন দক্ষ বৈরিণীর গর্ভে আরও সহস্র সহস্র পুত্র সৃষ্টি করলেন। কিন্তু এঁরাও নারদের উপদেশে মুক্তিমার্গের পথিক হলেন। তখন প্রজাপতি দক্ষ বৈরিণীর গর্ভে ষাটজন কন্যা সৃষ্টি করলেন। তিনি এই ষষ্টিসংখ্যক কন্যার মধ্যে ধর্মকে দিলেন দশ, কশ্যপকে ত্রয়োদশ, সোমকে সপ্তবিংশতি, অরিষ্টনেমিকে চার, বহুপুত্রকে দুই, আঙ্গিরসকে দুই এবং কৃশাশ্বকে দুই কন্যা দান করেছিলেন।

ষষ্টিং দক্ষোঽসৃজৎ কন্যা বৈরিণ্যামিতি নঃ শ্রুতম্।
দদৌ স দশ ধর্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ।
সপ্তবিংশতি সোমায় চতস্রোঽরিষ্টনেমিনে॥
দ্বে চৈব বহুপুত্রায় দ্বে চৈবাঙ্গিরসে তথা।
দ্বে কৃশাশ্বায় দ্বে চৈবাঙ্গিরসে তথা॥[১]

দক্ষকন্যাদের মধ্যে অদিতি, দিতি, বিনতা, কদ্রু প্রভৃতি কশ্যপের পত্নী।

বিষ্ণুপুরাণের অপর একস্থানে ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ থেকে দক্ষের জন্ম হয়। দক্ষের কন্যা অদিতি। অদিতির পুত্র বিবস্বান। বিবস্বানের পুত্র মনু।[২]

মহাভারতে ব্রহ্মার ছয় মানসপুত্র। তাঁদের অন্যতম কশ্যপ। কশ্যপ ত্রয়োদশ দক্ষকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন।

ব্রহ্মণো মানসাঃ পুত্রা বিদিতাঃ ষন্মহর্ষয়ঃ।
মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ॥
মরীচেঃ কশ্যপঃ পুত্রঃ কশ্যপাত্তু ইমাঃ প্রজাঃ।
প্রজজ্ঞিরে মহাভাগা দক্ষকন্যাস্ত্রয়োদশ॥[৩]

—ছয় মহর্ষি ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে পরিচিত—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরস, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু। মরীচির পুত্র কশ্যপ। কশ্যপ থেকেই সকল প্রজার সৃষ্টি। মহাভাগ ত্রয়োদশ দক্ষকন্যা কশ্যপের ভার্যা।

ত্রয়োদশ দক্ষকন্যার মধ্যে অদিতি, দিতি, দনু ও কদ্রুর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

মহাভারতে আরও কথিত হয়েছে যে দক্ষ ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ থেকে ও দক্ষ-পত্নী ব্রহ্মার বাম অঙ্গুষ্ঠ থেকে জাত হয়েছেন!

---

১ তদেব—১৫।১০২-১০৫ ২ বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ—১।৫
৩ মহাভারত, আদিপর্ব—৬৫।১০-১১

দক্ষস্তজায়তাঙ্গুষ্ঠাদ্দক্ষিণাদ্ভগবানৃষিঃ।

* * *

বামাদজায়তাঙ্গুষ্ঠাদ্ভার্যা তস্য মহাত্মনঃ॥[১]

এখানে দক্ষ একজন ঋষি। তাঁর পঞ্চাশ কন্যা। তিনি দশটি ধর্মকে, চন্দ্রকে সাতাশটি এবং কশ্যপকে তেরটি কন্যা সম্প্রদান করলেন।

তস্যাং পঞ্চাশতং কন্যাং স এবাজনয়ন্মুনিঃ।

* * *

দদৌ স দশ ধর্মায় সপ্তবিংশতিমিন্দবে।

দিব্যেন বিধিনা রাজন্ কশ্যপায় ত্রয়োদশ॥[২]

কশ্যপের পত্নী অদিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম হয়। বিষ্ণু তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।

দ্বাদশৈবাদিতেঃ পুত্রাঃ শক্রমুখ্যা নরাধিপ।

তেষামবরজো বিষ্ণুর্যত্র লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ॥[৩]

এই দক্ষই কল্পান্তরে মারিষার গর্ভে প্রাচেতসের পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়ে প্রাণি-কুলকে সৃষ্টি করেছিলেন।[৪]

মহাভারতের দ্রোণপর্বে দক্ষযজ্ঞনাশের কাহিনী অত্যন্ত সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। এই কাহিনী পৌরাণিক কাহিনী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্পষ্টভাবে কাহিনীটি থেকে মনে হয় যে দক্ষের যজ্ঞে শিবের ভাগ না থাকাতেই শিব ক্রুদ্ধ হয়ে যজ্ঞ নাশ করেছিলেন। দক্ষরাজ যজ্ঞের উপকরণ সংগ্রহ করে যজ্ঞ আরম্ভ করলে মহাদেব কুপিত হয়ে যজ্ঞের সকল সামগ্রী বিনষ্ট করতে সুরু করলেন। মহাদেবের ক্রোধে ত্রিভুবন বিচলিত হোল; সলিল রাশি সংক্ষুব্ধ, বসুন্ধরা কম্পিত, পর্বত ও দিক্‌সমূহ বিশীর্ণ এবং নাগগণ মোহিত হোল। গাঢ় অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হোল। সূর্য প্রভৃতি জ্যোতিঃ পদার্থের প্রভা বিনষ্ট হোল। ঋষিগণ ভীত কম্পিত হলেন। পুরোডাশ চর্বনরত সূর্যদেবের দন্ত উৎপাটন করিলেন মহাদেব। মহাদেব দেবগণের প্রতি শরজাল বিস্তার করলেন। অতঃপর দেবগণ মহাদেবকে তুষ্ট করে তাঁর যজ্ঞভাগ দিতে নির্দেশ করলেন। শিবও দক্ষযজ্ঞ পুনরায় স্থাপিত করলেন।

---

১ মহাভারত, আদিপর্ব—৬৬।৯-১০ ২ তদেব—৬৬।১১, ১৩

৩ তদেব—৬৬।৩৬ ৪ তদেব—৭৫।৫

দক্ষস্তু যজমানস্তু বিধিবৎ সংভৃতং পুরা।
বিব্যাধ কুপিতো যজ্ঞং নির্দয়ং সংভবস্তদা॥
ধনুষা বাণমুৎসৃজ্য সুঘোষং বিননাদ হ।
তে ন শর্ম কুতঃ শান্তিং লেভিরে স্ম সুরাস্তদা॥
বিদ্রুতে সহসা যজ্ঞে কুপিতে চ মহেশ্বরে।
তেন জ্যাতলঘোষেণ সর্বে লোকাঃ সমাকুলাঃ॥
বভূর্বুর্বশগাঃ পার্থ নিপেতুশ্চ সুরাসুরাঃ।
আপশ্চুক্ষুভিরে সর্বাশ্চকম্পে চ বসুন্ধরা॥
পর্বতাশ্চ ব্যশীর্যন্ত দিশো নাগাশ্চ মোহিতাঃ।
অন্ধাশ্চ তমসা লোকা ন প্রাকাশন্ত সংবৃতাঃ॥
জঘ্নিবান্ সহ সূর্যেণ সর্বেষাং জ্যোতিষাং প্রভাঃ।

* * *

পূষাণমভ্যদ্রবত শংকরঃ প্রহসন্নিব।
পুরোডাশং ভক্ষয়তো দশনান্ বৈ ব্যশাতয়ৎ॥
ততো নিশ্চক্রমুর্দেবা বেপমানা নতাঃ স্ম তম্।
পুনশ্চ সন্দধে দীপ্তান্ দেবানাং নিশিতান্ শরান্॥
সধূমান্ সস্ফুলিঙ্গাংশ্চ বিদ্যুত্তোয়দসন্নিভান্।
তং দৃষ্টা তু সুরাঃ সর্বে প্রণিপত্য মহেশ্বরম্॥
রুদ্রস্য যজ্ঞভাগঞ্চ বিশিষ্টং তেঽন্বকল্পয়ন্।
ভয়েন ত্রিদশা রাজন্ শরণঞ্চ প্রপেদিরে॥[১]

—পূর্বে দক্ষরাজ যজ্ঞের সমুদয় সামগ্রী আহরণ করিয়া বিধিপূর্বক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। মহাদেব কুপিত ও নির্দয় হইয়া তাঁহার যজ্ঞ ধ্বংস করিয়া বাণ পরিত্যাগপূর্বক ভীষণ নিনাদ করিতে লাগিলেন। তখন সুরগণ কেহই শান্তিলাভে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা মহেশ্বরকে কুপিত ও সহসা যজ্ঞ বিনষ্ট করিতে দেখিয়া এবং তাঁহার জ্যা-নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তখন সমুদয় সুরাসুর নিপতিত ও মহাদেবের বশীভূত হইলেন। তৎকালে সলিলরাশি সংক্ষুব্ধ, বসুন্ধরা কম্পিত, পর্বত ও দিক্‌সকল বিশীর্ণ এবং নাগগণ মোহিত হইতে লাগিল। গাঢ় অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হওয়াতে সমুদয়ই অপ্রকাশিত হইল। সূর্য

১ দ্রোণপর্ব—২০২।৫১-৫৬, ৫৮-৬০

প্রভৃতি সমুদয় জ্যোতিঃ পদার্থের প্রভা ধ্বংস হইয়া গেল। ... ঐ সময় সূর্যদেব যজ্ঞীয় পুরোভাশ ভক্ষণ করিতেছিলেন, শংকর হাস্যমুখে তাঁহার নিকট ধাবমান হইয়া তাঁহার দশনোৎপাটন করিলেন। দেবগণ তদ্দর্শনে কম্পিত কলেবর হইয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাতপূর্বক যজ্ঞস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহাদেব তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া পুনরায় দেবগণের প্রতি স্ফুলিঙ্গ ও ধূমপূর্ণ সুনিশ্চিত শরজাল সন্ধান করিলেন। তখন দেবগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিমিত্ত বিশেষরূপে যজ্ঞভাগ কল্পিত করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন।[১]

মহাভারতের আর একস্থানে আছে :

প্রজাপতেস্তু দক্ষস্য যজতো বিততে ক্রতৌ ॥
বিব্যাধ কুপিতো যজ্ঞং নির্ভয়স্তু ভবস্তদা।
ধনুষা বাণমুৎসৃজ্য সঘোষং বিননাদ চ ॥
তেন শর্ম কুতঃ শান্তিং বিষাদং লেভিরে সুরাঃ।
বিদ্ধে চ সহসা যজ্ঞে কুপিতে চ মহেশ্বরে ॥

*　　　*　　　*

ততঃ সোঽভ্যদ্রবদ্দেবান্ রুদ্রো রৌদ্রপরাক্রমঃ।
ভগস্য নয়নে ক্রুদ্ধঃ প্রহারেণ ব্যশাতয়ৎ ॥
পূষাণমভিদুদ্রাব পাদেন চ রুষান্বিতঃ।
পুরোডাশং ভক্ষয়তো দশনাংশ্চ ব্যশাতয়ৎ ॥

*　　　*　　　*

সংস্তূয়মানস্ত্রিদশৈঃ প্রসসাদ মহেশ্বরঃ ॥
রুদ্রস্য ভাগং যজ্ঞে চ বিশিষ্টং তে ত্বকল্পয়ন্।
ভয়েন ত্রিদশা রাজন্ শরণঞ্চ প্রপেদিরে ॥
তেনেব হি তুষ্টেন স যজ্ঞঃ সন্ধিতোঽভবৎ।
তদ্ যচ্চাপহৃতং তত্র তত্তথৈব স জীবয়ৎ ॥[২]

যজ্ঞকারী প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ বিস্তৃত করলে, নির্ভীক শিব কুপিত হয়ে ধনুকে বাণ যোজনা করে যজ্ঞকে বিদ্ধ করলেন এবং উচ্চরবে গর্জন করতে শুরু করলেন। সুতরাং যজ্ঞ বিদ্ধ হওয়ায় এবং মহাদেব সহসা কুপিত হওয়ায় দেবগণের সুখ-শান্তি

১ অনুবাদ—কালীপ্রসন্ন সিংহ　　২ মহাঃ অনুশাসনপর্ব—১৬০।১১-১৩, ১৮-১৯, ২২-২৪

বিনষ্ট হোল ; তাঁরা বিষাদপ্রাপ্ত হলেন। ...তখন ভীষণ পরাক্রম রুদ্র দেবতাদের প্রতি ধাবিত হলেন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে প্রহারের দ্বারা ভগের নয়নদ্বয় বিনষ্ট করলেন। ...তখন দেবতাদের দ্বারা স্তুত হয়ে মহেশ্বর তুষ্ট হলেন। দেবতারা যজ্ঞে রুদ্রের বিশেষ ভাগ নির্দিষ্ট করে দিলেন। হে রাজন্! ভয়ে দেবগণ রুদ্রের শরণ গ্রহণ করলেন। রুদ্র তুষ্ট হওয়ায় যজ্ঞ সঞ্জীবিত হোল এবং যাঁর যা কিছু বিনষ্ট হয়েছিল সবই পুনঃপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

মহাভারতে অন্ততঃ আরও দুইস্থানে দক্ষযজ্ঞের কাহিনী পাওয়া যায়। সৌপ্তিক পর্বের কাহিনী অনুসারে দেবগণ রুদ্রকে না জানার ফলেই যজ্ঞে রুদ্রের যজ্ঞভাগ কল্পনা করেন।

তা বৈ রুদ্রমানভ্যো যথাতথ্যেন দেবতাঃ।
নাকল্পয়ন্ত দেবস্য স্থানোর্ভাগং নরাধিপ ॥[১]

এখানে যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা দেবগণ, দক্ষ নন। যজ্ঞে ভাগ না থাকায় রুদ্র রুষ্ট হয়ে ধনুর্বাণ নিয়ে যজ্ঞ পণ্ড করতে উদ্যত হলেন। রুদ্রের ক্রোধে পৃথিবী ব্যথিত হলেন, অগ্নি প্রজ্বলিত হলেন না, বায়ুর প্রবাহ বন্ধ হোল, নক্ষত্রমণ্ডল উদ্‌ভ্রান্ত, সূর্য দীপ্তিহীন, দেবগণ ভীতত্রস্ত, যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হল না, তখন যজ্ঞও রুদ্রশরে বিদ্ধ হয়ে মৃগরূপে যজ্ঞস্থল ত্যাগ করলেন।

ততঃ স যজ্ঞং বিব্যাধ রৌদ্রেণ হৃদি পত্রিণা।
অপক্রান্তস্ততো যজ্ঞো মৃগো ভূত্বা স পাবকঃ ॥[২]

ত্র্যম্বক অতঃপর সবিতার বাহু, ভগের নয়ন, পূষার দন্ত ভঙ্গ করলেন—যজ্ঞ বিনষ্ট করলেন। অতঃপর দেবগণ রুদ্রের স্তব করে এবং রুদ্রের যজ্ঞভাগ নির্দিষ্ট করায় রুদ্র যজ্ঞ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন এবং যার যা ক্ষতি করেছিলেন সব ক্ষতি পূর্ণ করে দিলেন।

শান্তিপর্বে যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন দক্ষ নিজেই। তিনি রুদ্রের যজ্ঞভাগ নির্দিষ্ট করেন নি অকারণেই। তখন দধীচির বাক্যে রুদ্র দক্ষযজ্ঞ বিনষ্ট করেছিলেন।

ন চৈবাকল্পয়দ্ভাগং দক্ষো রুদ্রস্য ভারত।
ততো দধীচি বচনাদ্দক্ষযজ্ঞমপাহরৎ ॥[৩]

সতীর দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগের কাহিনী মহাভারতীয় কাহিনীগুলিতে একেবারেই অনুপস্থিত। এই কাহিনী পরবর্তীকালে কোন কোন পুরাণে সংযোজিত হয়েছে।

১ মহাঃ, সৌপ্তিকপর্ব—১৮।৩ ২ মহাঃ, সৌপ্তিকপর্ব—১৮।১৩ ৩ মহাঃ, শান্তিপর্ব—৩৪২।১০৭

পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে বীরিণীর গর্ভে দক্ষের ষাটজন কন্যার জন্মকাহিনী আছে :

ততস্তেষপি নষ্টেষু ষষ্টিং কন্যাঃ প্রজাপতিঃ ॥
বীরিণ্যাং জনয়ামাস দক্ষঃ প্রাচেতসস্তদা ।
প্রাদাৎ স দশ ধর্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ ।
বিংশতিং সপ্ত সোমায় চতস্রোঽরিষ্টনেমিনে ।
দ্বে চৈব ভৃগুপুত্রায় দ্বে কৃশাশ্বায় ধীমতে
দ্বে চৈবাঙ্গিরসে প্রাদাত্তাসাং নামানি বিস্তরাৎ ॥[১]

মার্কণ্ডেয়পুরাণে ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, মরীচির পুত্র কশ্যপ, কশ্যপের পুত্র কাশ্যপ। দক্ষের ত্রয়োদশ কন্যা কাশ্যপের ভার্যা। তাঁদের গর্ভে কাশ্যপের বহু পুত্র-কন্যা জন্মেছিলেন। অদিতির গর্ভে দেবতা জন্মালেন, দৈত্যগণ দিতির পুত্র, দনু জন্ম দিলেন দানবদের ; গরুড়, অরুণ, যক্ষ, রক্ষ, খগ প্রভৃতির জনয়িত্রী বিনতা, কদ্রু প্রসব করেছিলেন নাগ ও গন্ধর্বগণকে।

ব্রহ্মণস্তনয়ো যোঽভূন্মরীচিরিতি বিশ্রুতঃ।
কশ্যপস্তস্য পুত্রোঽভূৎ কাশ্যপো নাম নামতঃ ॥
দক্ষস্য তনয়া ব্রহ্মণ্ তস্য ভার্যাস্ত্রয়োদশ ।
বহবস্তৎসুতাশ্চাসন্ দেবদৈত্যোগরগাদয়ঃ ॥
অদিতির্জনয়ামাস দেবাং স্ত্রিভুবনেশ্বরান্ ।
দৈত্যান্ দিতির্দনুশ্চোগ্রান্ দানবানুরুবিক্রমান্ ॥
গরুড়ারুণৌ চ বিনতা যক্ষ রক্ষাংসি বৈ খগা ।
কদ্রুঃ সুষাব নাগাংশ্চ গন্ধর্বা সুষুবে মুনিঃ ॥[২]

বৃহদ্দেবতায় প্রজাপতির পুত্র মরীচি, মরীচির পুত্র কশ্যপ। কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নী দাক্ষায়ণী বা দক্ষনন্দিনী। এই তের জন দক্ষকন্যার নাম : অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, মুনি, ক্রোধবশা, বরিষ্ঠা, সুরভি, বিনতা এবং কদ্রু।

প্রজাপত্যো মরীচির্হি মারীচঃ কশ্যপোঽভবৎ ॥
তস্য দেব্যোঽভবঞ্জায়া দাক্ষায়ণ্যস্ত্রয়োদশ ।
অদিতির্দিতির্দনুঃকালা দনায়ুঃ সিংহিকা মুনি ॥
ক্রোধবশা, বরিষ্ঠা চ সুরভির্বিনতা তথা ।
কদ্রুশ্চৈবেতি দুহিতৄঃ কশ্যপায় দদৌ স চ ॥[৩]

---

১ পদ্মপুঃ সৃষ্টিখণ্ড—৬।১২-১৫ ২ মার্কণ্ডেয়পুরাণ—১০৪ অঃ
৩ বৃহৎ—৫।১২৩-১২৭

খিল হরিবংশে দশজন প্রচেতার অর্ধতেজ এবং সোমের অর্ধতেজ মিলিত হয়ে বৃক্ষকন্যা মারিষার গর্ভে দক্ষের জন্ম হয়।

দশভ্যস্তু প্রচেতোভ্যো মারিষায়াং প্রজাপতিঃ।
দক্ষো যজ্ঞে মহাতেজাঃ সোমসাংশেন ভারত ॥[১]

দক্ষ পঞ্চাশটি মানসকন্যার জন্ম দিলেন; এঁদের মধ্যে দশটি ধর্মকে। কশ্যপকে তেরোটি এবং অবশিষ্ট সোমরাজাকে দান করেছিলেন।

স দৃষ্টা মনসা দক্ষঃ পঞ্চাশদপ্যসৃজৎ স্ত্রিয়ঃ ॥
দদৌ স দশ ধর্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ।
শিষ্টাঃ সোমায় রাজ্ঞেহথ নক্ষত্রাখ্যা দদৌ প্রভুঃ ॥[২]

এই বিবরণগুলিতে দক্ষকন্যা সতীর অনুল্লেখ লক্ষণীয়। দক্ষের দুহিতৃবর্গের নামের তালিকায় সতীর নাম নেই, রুদ্রকৃত যজ্ঞনাশের ব্যাপারেও সতীর কোন ভূমিকা নেই। সুতরাং স্বভাবতঃই মনে হয় যে সতীর উপাখ্যান দক্ষযজ্ঞের মূল কাহিনী গঠনের অনেক পরে কল্পিত হয়েছিল।

মহাভারতে (শান্তিপর্ব, ২৮৩ অঃ) দক্ষযজ্ঞ বিনাশের যে বিবরণ আছে তাতে রুদ্রাণী উমা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তবে রুদ্রাণী দক্ষের কন্যাও নন, তাঁর নাম সতীও নয়, তিনি যজ্ঞস্থলে দেহত্যাগও করেন নি। এই বিবরণ অনুসারে গঙ্গাদ্বারে প্রচেতার পুত্র দক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞে রুদ্রেশ্বর বাদে আর সকল দেব, গন্ধর্ব, বসু, পিতৃগণ ও জীবগণকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। দধীচিমুনি রুদ্রের যজ্ঞভাগ না থাকায় অসন্তুষ্ট হয়ে যজ্ঞবিনষ্টির ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। রুদ্রাণী উমা রুদ্রের যজ্ঞভাগ রক্ষার চিন্তায় ব্যাকুল হলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে মহেশ্বর বীরভদ্রকে সৃষ্টি করলেন। দেবীর ক্রোধ থেকে জন্মালেন ভদ্রকালী। বীরভদ্রের লোমকূপ থেকে জাত গণেশ্বরগণ ও ভদ্রকালী সমভিব্যাহারে বীরভদ্র দক্ষের যজ্ঞাগারে উপস্থিত হয়ে যজ্ঞ বিনষ্ট করলেন এবং যজ্ঞের মস্তক ছেদন করলেন। অতঃপর বীরভদ্রের উপদেশক্রমে দক্ষ উমাপতি মহেশ্বরকে স্তব দ্বারা তুষ্ট করলে মহেশ্বর দক্ষকে সহস্র অশ্বমেধ, শত বাজপেয়, এবং পাশুপত ব্রতের ফল দান করেছিলেন। দক্ষের যজ্ঞে শিবের নিমন্ত্রণ না হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে দক্ষ বলেছেন,

সর্বভূতকরো যস্মাৎ সর্বভূত পতির্হরঃ।
সর্বভূতান্তরাত্মা চ তেন ত্বং ন নিমন্ত্রিতঃ ॥

১ হরিবংশপর্ব—৩।৪৬ ২ তদেব—৩।৪৭-৪৮

ত্বমেব হীজ্যসে যস্মাদ্ যজ্ঞৈর্বিবিধদক্ষিণৈঃ।
ত্বমেব কর্তা সর্বস্য তেন ত্বং ন নিমন্ত্রিতঃ॥
অথবা মায়য়া দেব সূক্ষ্ময়া তব মোহিতঃ।
এতস্মাৎ কারণাদ্বাপি তেন ত্বং ন নিমন্ত্রিতঃ॥[১]

—ভূতনাথ! তুমি সমস্ত ভূতের সৃষ্টিকর্তা, সংহর্তা, তুমি সর্বভূতের অন্তরাত্মা এবং সর্বভূতপতি, এই হেতু তোমাকে নিমন্ত্রণ করি নাই। তুমি অন্তর্যামী এবং অন্তরাত্মা বলিয়া ইতর দেবতার ন্যায় ব্যবহিত বা পৃথক্‌ভূত নহ, এজন্য তোমার মদীয় যজ্ঞে নিমন্ত্রণ বিহিত হয় নাই। লোকে বিবিধ দক্ষিণ যজ্ঞ দ্বারা তোমারই যজন করিয়া থাকে এবং তুমিই সকলের কর্তা, এই নিমিত্ত নিমন্ত্রিত হও নাই। হে দেব! অথবা আমি তোমার সূক্ষ্ম মায়ায় মোহিত হইয়াছিলাম, সেই কারণেই তোমাকে নিমন্ত্রণ করি নাই।[২]

এই বিবরণে দক্ষের শিব-বিরোধিতা বা শিবনিন্দার কোন প্রসংগই নেই। বরঞ্চ দক্ষ শিবের মহিমা সম্পূর্ণরূপে অবহিত। আরও লক্ষণীয়, বীরভদ্র যজ্ঞের মাথা কেটেছিলেন, দক্ষের নয়। মহাভারতের বনপর্বে কথিত, পূর্বোল্লিখিত (২০৩ অঃ) দক্ষযজ্ঞের বর্ণনায় শিব অহেতুক ক্রোধে দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করেছিলেন।

বরাহপুরাণের (২৬ অঃ) একটি উপাখ্যানে গৌরী রুদ্রপত্নী কিন্তু দক্ষের পালিতা কন্যা। তবে দক্ষযজ্ঞে তাঁর কোন ভূমিকা নেই। এই উপাখ্যান অনুসারে ব্রহ্মা রুদ্রকে সৃষ্টি করে গৌরী দান করেছিলেন প্রজাসৃষ্টির উদ্দেশ্যে। কিন্তু তপোবলের অভাবে প্রজাসৃষ্টিতে অসমর্থ হওয়ায় রুদ্র জলে নিমজ্জিত হয়ে তপস্যায় নিমগ্ন হলেন। ব্রহ্মা কন্যাকে স্বদেহে লীন করে নিলেন। পরে তিনি দক্ষ প্রভৃতি সপ্ত মানসপুত্র সৃষ্টি করলেন এবং দক্ষকে কন্যারূপে গৌরী সমর্পণ করলেন। আনন্দিত দক্ষ ব্রহ্মার তৃপ্তির জন্যে যজ্ঞ সুরু করলেন। সপ্তর্ষিগণ যজ্ঞে ব্রতী হলেন, অঙ্গিরা হলেন পুরোহিত। দেবতারা গ্রহণ করলেন যজ্ঞভাগ। রুদ্র জলমধ্যে তপশ্চরণ শেষ করে উঠে এসে যজ্ঞানুষ্ঠান দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। দেবতারাও রুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত হলেন। রুদ্র ভগের নেত্র এবং পূষার দন্ত উৎপাটিত করলেন। বিষ্ণু ও রুদ্রের প্রচণ্ড সংগ্রাম চলতে থাকলে দেবগণ ব্রহ্মার আদেশক্রমে রুদ্রকে প্রদান করলেন যজ্ঞের ভাগ। যজ্ঞের ভাগ

---

১ মহাঃ, শান্তিপর্ব—২৮৪।১১১-১১৩ ২ অনুবাদ—বর্ধমান রাজবাটি সং

লাভ করে এবং দেবগণের দ্বারা স্তুত হয়ে রুদ্র দক্ষের যজ্ঞ সম্পূর্ণ হওয়ায় বর প্রদান করলেন।

বরাহপুরাণে (৩৩ অঃ) রুদ্রকর্তৃক ব্রহ্মযজ্ঞ নাশের অপূর্ব কবিত্বময় বিবরণ আছে। জল থেকে উত্থিত হয়ে রুদ্র বিশ্বসৃষ্টি সমাপ্ত দেখে এবং ব্রহ্মযজ্ঞানুষ্ঠান দেখে তাঁকে অতিক্রম করে রুদ্রহীন ব্রহ্মযজ্ঞ অনুষ্ঠান করায় জন্য রুদ্র কুপিত হলেন। তখন—

হা হেতি চোক্তে জ্বলনর্চিষস্তু
নিশ্চেরুরাস্যাৎ পরিপিঙ্গলস্য।
তত্রাভবন্ ক্ষুদ্র পিশাচ সঙ্ঘা
বেতালভূতানি চ যোগিসঙ্ঘাঃ॥[১]

—হা, হা, এইরূপ তিনি বলতে থাকলে পিঙ্গলবর্ণ প্রজ্বলিত অগ্নির মুখ থেকে নির্গত হোল ক্ষুদ্র পিশাচসমূহ, বেতালরূপী যোগিগণ।

এদের প্রতাপে আকাশ, পৃথিবী, দশদিক প্রকম্পিত হোল, রুদ্র ধনু ধারণ করে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। তারপর তিনি যজ্ঞ বিনাশে প্রবৃত্ত হলেন।

গুণং ত্রিবৃত্তঞ্চ চকার রোষাৎ
চাদত্ত দিব্যো ইষুধী শরাংশ্চ।
ততশ্চ পূষ্ণো দশনানপাতয়ৎ
ভগস্য নেত্রে বৃষণো ক্রতোশ্চ॥
স বিদ্ধবীজো ব্যপায়াৎ ক্রতুশ্চ।
মার্গং বায়ুর্ধারয়ন্ যজ্ঞবাটাৎ।
দেবাশ্চ সর্বে পশুতামুপেয়ু
র্জগ্মুশ্চ সর্বে প্রণতিং ভবস্য॥[২]

—তিনি রোশবশে ধনুকের গুণ ত্রিবৃত্ত করলেন, দিব্য শর ও ধনু গ্রহণ করলেন। তারপর পূষার দন্ত, ভগের দুটি নেত্র এবং ক্রতুর বৃষণ উৎপাটিত করলেন। ক্রতু বদ্ধবীজ হয়ে পলায়ন করলেন, বায়ু যজ্ঞস্থল থেকে নিজের পথ খুঁজে নিলেন। দেবগণ সকলে পশুতে পরিণত হলেন। সকলেই শিবকে প্রণাম জানালেন।

---

১ বরাহপুঃ—৩৩।৮   ২ বরাহপুঃ—৩৩।১০-১১

এইভাবে যজ্ঞ যখন বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তখন ব্রহ্মা দেবগণকে আশ্বাস দিয়ে শিবকে পরিতুষ্ট করলেন। রুদ্রের প্রার্থনা অনুসারে ব্রহ্মা যজ্ঞে রুদ্রভাগ নির্দিষ্ট করে দিলেন।

এই উপাখ্যানে দক্ষের কোন উল্লেখ নেই। রুদ্র যখন তপস্যায় জলমগ্ন ছিলেন, সেই সময়ে সৃষ্টিকর্ম এবং ব্রহ্মযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সৃষ্টিযজ্ঞ আর ব্রহ্মযজ্ঞ অভিন্ন বোধ হয়। এই যজ্ঞে রুদ্রের অংশ নেই দেখেই রুদ্র যজ্ঞ পণ্ড করতে উদ্যত হলেন। এই কাহিনীটিও পরবর্তী দক্ষযজ্ঞ সম্পর্কিত কাহিনী থেকে নিঃসন্দেহে প্রাচীনতর।

পুরাণকাররা পরবর্তীকালে রুদ্রের যজ্ঞপণ্ড করার ইঙ্গিতময় কাহিনীকে পল্লবিত করে কবিকল্পনায় নূতনতর গল্প সৃষ্টি করেছিলেন। পরবর্তী উপাখ্যান স্বাদে, বৈচিত্র্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন; লোকশিক্ষা এবং গল্পরস এর প্রধান আকর্ষণ। কাহিনী মূলতঃ একই হলেও অল্পবিস্তর বৈচিত্র্য এগুলিতেও আছে।

বৃহদ্ধর্মপুরাণে দক্ষযজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ আছে। তবে এখানে দক্ষের শিব বিরোধিতার কারণ প্রচলিত কাহিনী থেকে কিছুটা অন্যরূপ। শিব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে শিবে অনুরক্তা প্রজাপতি দক্ষের কন্যা দাক্ষায়ণী সতীকে অপহরণ করে শূন্যমার্গে প্রস্থান করলে দরিদ্র শ্মশানচারী ভিক্ষুক শিবের এতাদৃশ অন্যায় কার্যে ক্ষুব্ধ হয়ে দক্ষ শিব-বিরহিত যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। পিতৃযজ্ঞে গমনের জন্য পতির অনুমতি আদায় করতে সতী কালী, তারা থেকে ছিন্নমস্তা পর্যন্ত দশমহাবিদ্যায় দশবিধরূপ শিবকে প্রত্যক্ষ করালেন এবং শিবের অনুমতি আদায় করে চতুর্ভুজা কালীরূপে গগনমার্গে দক্ষালয়ে হাজির হলেন। দক্ষজায়া প্রসূতি পূর্বেই দক্ষযজ্ঞের পরিণাম স্বপ্নে জেনেছিলেন। দক্ষ কর্তৃক তিরস্কৃতা হয়ে সতী নিজেই পিতাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন :—

রে মূর্খ অধমাচার শিবশূন্য যথার্চিতং
ফলং প্রাপ্নুহি যচ্চোক্তং স্তবশব্দোঽন্যথা মুখে।
তদপ্যস্তু মুখং তেঽস্তু যথা ছাগমুখং তথা
শব্দশ্চ ছাগবৎ তেঽস্তু যথান্যচ্ছিবনিন্দনম্॥[১]

—রে মূর্খ অধমাচারী, যেহেতু তুমি শিবশূন্য যজ্ঞ করেছ, অতএব তুমি তার ফল লাভ কর, স্তব শব্দ ছাড়া অন্য শব্দ যখন তোমার মুখে ছিল, তখন সেই শব্দই

১ বৃহদ্ধর্মপুরাণঃ মধ্যখণ্ড—৭।৩৩-৩৭

তোমার মুখে থাকুক, তোমার মুখ ছাগমুখ হোক, যেহেতু শিবনিন্দা ছাড়া আর কিছু তোমার মুখে ছিল না, অতএব তোমার মুখে ছাগের মতই শব্দ হোক্।

অতঃপর সতী হিমালয়ের অরণ্যে দক্ষজাত দেহ পরিত্যাগ করলেন। নারদ-মুখে এই সংবাদ পেয়ে শিব অনুচর বীরভদ্রসহ দক্ষালয়ে গমন করলেন এবং শিবনিন্দারত দক্ষের মস্তক ছেদন করলেন।

বীরভদ্রঃ স্বয়ং দেবো মহারুদ্র প্রতাপবান্॥
চকর্ত দক্ষমূর্ধানং গিরেঃ শৃঙ্গমিবৌজসা॥[১]

—মহাতেজস্বী স্বয়ং দেব মহারুদ্র বীরভদ্র রেগে গিরিশৃঙ্গের মত দক্ষের মস্তক ছিন্ন করে ফেললেন।

পূষার দন্ত ভগ্ন হোল, ভগের অক্ষি বিনষ্ট হোল। তখন প্রসূতির স্তবে এবং অন্যান্য দেবগণের অনুরোধে নন্দী দক্ষের দেহে ছাগমুণ্ড সংযোজিত করে দিলেন।[২] জীবন ফিরে পেয়ে দক্ষ শিবের স্তুতি করেছিলেন।

শিবপুরাণের (বায়বীয় সংহিতা) বিবরণটি কিছুটা ভিন্ন ধরনের। শিবপুরাণ-বর্ণিত কাহিনী অনুসারে দক্ষ অন্যান্য দেবগণের সঙ্গে শিবালয়ে গিয়েছিলেন জামাতা শিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কিন্তু শিব দণ্ডায়মান দক্ষকে দক্ষের প্রতি কোন বিশেষ সম্মান প্রদর্শন না করায় দক্ষ শিবের প্রতি বৈরিভাব পোষণ করতে লাগলেন। বৈরিতাহেতু দক্ষ যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন তাতে শিবকে হবিঃ প্রদান করলেন না। তিনি অন্যান্য জামাতৃগণকে আহ্বান করে উপযুক্তভাবে অর্চনা করলেন। সতী নারদমুখে পিতার যজ্ঞবৃত্তান্ত শ্রবণ করে রুদ্রকে বিজ্ঞাপিত করে পিতৃভবনে প্রস্থান করলেন। কন্যাকে দেখেই দক্ষ কুপিত হয়ে সতীকে বাদ দিয়ে সতীর কনিষ্ঠা ভগিনীদের অর্চনা করলেন। এই বিষয়ে সতী প্রতিবাদ করায় দক্ষ সতী ও শিবের নিন্দা করতে শুরু করলেন। পতিনিন্দা শ্রবণে কুপিতা সতী দক্ষকে অভিশাপ দিলেন :

তস্মাদত্যুৎকটস্যাস্য পাপস্য সদৃশো ভৃশম্।
সহসা দারুণো দণ্ডস্তব দেবাদ্ভবিষ্যতি॥
ত্বয়া ন পূজিতো যস্মাদ্দেব দেব স্ত্রিয়ম্বকঃ।
তস্মাৎ তব কুলং দুষ্টং নষ্টমিত্যবধারয়।[৩]

---

১ বৃহদ্ধর্ম, মধ্যখণ্ড—৭।৬৬-৬৭ ২ তদেব—৮।৬৯ ৩ শিবপুঃ বায়বীয় সং—১৬।৪৮-৪

—তুমি এই উৎকট পাপের, উপযুক্ত দারুণ দণ্ড সহসা মহাদেবের কাছ থেকে লাভ করবে। যেহেতু তুমি দেবদেব ত্র্যম্বককে পূজা কর নি, সেইহেতু তোমার দূষিত কুল নষ্ট হবে, জেনো।

এই বলে দেবী দেহত্যাগ করে হিমালয়ে গমন করলেন :

ইতুক্ত্বা পিতরং রুষ্টা সতী সন্তজ্য সাব্যয়া
তদীয়াঞ্চ তনুং ত্যক্ত্বা হিমবন্তং যযৌ গিরিম্ ॥[১]

সতী দক্ষকে ত্যাগ করলে যজ্ঞের মন্ত্রাদি তিরোহিত হলো। মহাদেব দক্ষকে অভিশাপ দিলেন যে জন্মান্তরেও শিব দক্ষের যজ্ঞ বিনষ্ট করবেন।

যস্মাদবমতা দক্ষ মৎকৃতেঽনাগসা সতী।
পূজিতাশ্চেতরাঃ সর্বাঃ স্বসুতা ভর্তৃভিঃ সহ ॥
বৈবস্বতেঽন্তরে যস্মাৎ তব জামাতরস্ত্বমী।
উৎপৎস্যন্তে সমং সর্বে ব্রহ্মযজ্ঞেঽযোনিজাঃ ॥
ভবিতা মানুষো রাজা চাক্ষুষস্য ত্বমন্বয়ে।
প্রাচীন বর্হিষঃ পৌত্রঃ পুত্রশ্চাপি প্রচেতসঃ ॥
অহং তত্রাপি তে বিঘ্নমাচরিষ্যামি দুর্মতে।
ধর্মার্থকামযুক্তেষুক্তেষু কর্মস্বপি পুনঃ পুনঃ ॥[২]

—হে দক্ষ! যেহেতু তুমি আমার জন্যে নিরপরাধা সতীকে অপমানিতা করেছ, অন্যান্য কন্যাদের পতিসহ পূজা করেছ, অতএব বৈবস্বত মন্বন্তরে তোমার এই জামাতৃবর্গ ব্রহ্মযজ্ঞে অযোনিসম্ভব হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। তুমিও চাক্ষুষের বংশে মানবরূপে প্রাচীনবর্হির পৌত্র এবং প্রচেতার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করবে। হে দুর্মতে! সেই সময় আমিও তোমার ধর্মার্থকামযুক্ত কর্মে পুনঃ পুনঃ বিঘ্ন সৃষ্টি করবো।

দক্ষ বৈবস্বত মন্বন্তরে প্রাচীনবর্হির পৌত্র ও প্রচেতার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন। সতীও হিমালয়দুহিতা পার্বতীরূপে শিবকে প্রাপ্ত হলেন। এই জন্মেও দক্ষের যজ্ঞে শিব নিমন্ত্রিত না হওয়ায় দেবীর প্ররোচনায় শিব বীরভদ্রকে সৃষ্টি করলেন। বীরভদ্র স্বীয় রোমকূপ থেকে অসংখ্য গণেশ্বর সৃষ্টি করে দক্ষের যজ্ঞ পণ্ড করলেন, দক্ষের শিরচ্ছেদ করলেন এবং দেবতাদেরও শাস্তি দিলেন।

১ শিবপুঃ, বায়বীয় সং—১৬।৫০ ২ তদেব

ব্রহ্মাসহ দেবগণ শিবকে তুষ্ট করায় শিবের ইচ্ছায় দক্ষের যজ্ঞ সম্পন্ন হোল ; দক্ষের পাপের শাস্তিরূপে ছাগমুণ্ড বিহিত হোল।

দক্ষস্য ভগবানেব স্বয়ং ব্রহ্মা পিতামহঃ।
তৎপাপানু গুণং চক্রে জয়চ্ছাগমুখং সুখম্ ॥[১]

দক্ষ পেলেন শিবের গাণপত্য :

গাণপত্যং দদৌ তস্মৈ দক্ষায়াক্ষয়মীশ্বরঃ ॥[২]

এই একই কাহিনী বায়ুপুরাণ (৩০ অঃ) এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে (৩১ অঃ) বর্ণিত হয়েছে। এই উপাখ্যানগুলিতে সতীর দেহত্যাগের পরই শিব দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করেন নি। দক্ষের জন্মান্তরে শিব দক্ষযজ্ঞ করেছেন এবং পার্বতীরূপে সতী পরজন্মে দক্ষযজ্ঞনাশের জন্য শিবকে নানাভাবে প্ররোচনা দিয়েছেন।

বামনপুরাণে সতী ঋষি গৌতমের কন্যা জয়াদেবীর মুখ থেকে শিবহীন দক্ষযজ্ঞের কথা শুনেই দেহত্যাগ করেছিলেন :

জয়ায়া স্তদ্বচঃ শ্রুত্বা বজ্রপাতোপমং সতী।
মন্যুনাভিপ্লুতা ব্রহ্মণ্ পঞ্চত্বমগমত্তদা ॥
জয়া মৃতাং সতীং দৃষ্ট্বা ক্রোধ শোক পরিপ্লুতা।
মুঞ্চতী বারি নেত্রাভ্যাং সুস্বরং বিললাপ হ ॥[৩]

স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে সতী পতিনিন্দা শ্রবণে দেহত্যাগ করায় পরে হিমালয়কন্যা উমারূপে শিবগৃহিণী হলেন। দক্ষও জন্মান্তরে প্রাচেতস রাজারূপে গঙ্গাদ্বারে শিবহীন যজ্ঞ করায় শিব-প্রেরিত বীরভদ্র যজ্ঞ বিনষ্ট করেছিলেন।[৪]

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গলকাব্যেও দক্ষযজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ আছে। অন্নদামঙ্গলে দক্ষমুনি ব্রহ্মার মানসপুত্র, প্রসূতি তাঁর পত্নী ; কন্যার নাম সতী।

বিধির মানসসুত দক্ষমুনি তপোযুত
প্রসূতি তাহার ধর্মজায়া।
তাঁর গর্ভে সতী নাম অশেষ মঙ্গলধাম
জনম লভিল্ল মহামায়া ॥

১ শিবপুঃ বায়বীয় সং—১৭।২৫-২৬ ২ তদেব—১৭।২৯

৩ বামনপুরাণ—৪।৯-১০ ৪ বস্ত্রপথক্ষেত্রমাহাত্ম্য—৯ অঃ

দেবসভায় শিবকর্তৃক দক্ষের সম্মানহানির কথা ভারতচন্দ্র লেখেন নি। ঘটকচূড়ামণি নারদের কথায় ভুলে দক্ষ শিবকে কন্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু শিবের বিকট সাজসজ্জা দেখেই দক্ষ শিবের প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন। যজ্ঞেও শিবকে বাদ দিয়েছিলেন।

ঘটক নারদ হয়ে নানামত বলে কয়ে
শিবের বিবাহ দিলা সতী।
শিবের বিকট সাজ দেখি দক্ষ মুনিরাজ
বামদেবে হইল বামমতি॥
সদা শিব নিন্দা করে মহাক্রোধ হৈলা হরে
সতীলয়ে গেলেন কৈলাসে।

দক্ষযজ্ঞ আরম্ভ করলেন শিবকে বাদ দিয়ে। সতী পিতার যজ্ঞে যাবার জন্য শিবের অনুমতি না পেয়ে দশমহাবিদ্যারূপে প্রকটিত হলেন; শিবের অনুমতি মিললো। সতী কালীর রূপধরে চললেন দক্ষালয়ে। জননী প্রসূতি ভাবী দক্ষ-যজ্ঞনাশের স্বপ্ন দেখেছেন, তিনি কালীরূপিণী সতীকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত শোনালেন। 'জন্মশোধ' কিছু আহার করে সতী গেলেন পিতার যজ্ঞাগারে। কিন্তু সতীর কালীবর্ণ দেখে দক্ষ কুপিত হয়ে সুরু করলেন শিব নিন্দা।

কৃষ্ণবর্ণা দেখি সতী দক্ষ কোপে জ্বলে।
শিব নিন্দা করিয়া সভার আগে বলে॥

শিবনিন্দা শুনে সতী দক্ষকে অভিশাপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করলেন:

শিব নিন্দা কয় কি শকতি ধর
কেন বাপা হেন মতি॥
যারে কালে ধরে সেই নিন্দে হরে,
কি কহিব তুমি বাপ।
তব অঙ্গ জন্ম ত্যজিব এ তনু
তবে যাবে মোর পাপ॥
তিনি মৃত্যুঞ্জয় গালিতে কি হয়
মোরে যেতে আছে ঠাঁই।
কর্ম্মমত ফল যজ্ঞ যাবে তল
তোর রক্ষা আর নাই॥

যে মুখে পামর নিন্দিলে শংকর
সে মুখ হবে ছাগল।
এতেক কহিয়া শরীর ছাড়িয়া
উত্তরিলা হিমাচল॥

নন্দীর মুখে সংবাদ পেয়ে শিব ভূতপ্রেত সহ দক্ষালয়ে গমন করে যজ্ঞ পণ্ড করলেন। শিবানুচরেরা কেউ দক্ষের দেহে ঘি ঢেলে অগ্নি সংযোগ করলো, কেউ দক্ষের মুণ্ড ছিঁড়ে নিয়ে এলো।

অগ্নি জ্বালি সর্পি ঢালি
দক্ষ দেহ পুড়িছে।
* * *
মৌন তুণ্ড হেঁট মুণ্ড
দক্ষ মৃত্যু জানিছে।
কেহ ধায় মুষ্টি ঘায়
মুণ্ড ছিণ্ডি আনিছে।

অতঃপর প্রসূতির স্তবে তুষ্ট হয়ে মহাদেব দক্ষের দেহে মুণ্ড সংযোজনের জন্য নন্দীকে ইঙ্গিত করলেন। সতীর অভিশাপ স্মরণ করে নন্দী দক্ষের ছাগমুণ্ড বিধান করলেন।

নন্দী বলে তব নিন্দা করিয়াছে পাপ।
ছাগমুণ্ড হইবে সতীর আছে শাপ॥
শুনিয়া সম্মতি দিলা শিব মহাশয়।
যেমত করিলা কর্ম উপযুক্ত হয়॥
শিব বাক্যে নন্দী এক ছাগল কাটিয়া।
মুণ্ড আনি দক্ষ স্কন্ধে দিলেন আঁটিয়া॥

দক্ষ শিবের স্তুতি কোরলেন। শিবকে যজ্ঞাগ্রভাগ দিয়ে দক্ষযজ্ঞ সম্পন্ন হোল।

বিধিবিষ্ণু আদি সবে দক্ষেরে লইয়া।
যজ্ঞপূর্ণ কৈল শিব অগ্রভাগ দিয়া॥[১]

কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়নকাব্যে কিন্তু দেবসভায় শিবকর্তৃক দক্ষের অসম্মান ও দক্ষকর্তৃক শিবনিন্দা বর্ণিত হয়েছে।

---

[১] অন্নদামঙ্গল, বসুমতী সং

সভা কর‍্যা বসিল সকল সুরগণ।
দেব সভা দেখিতে দক্ষের আগমন॥
প্রজাপতি প্রচণ্ড সূর্যের সম তেজা।
শিব বিনে সবাই সম্ভ্রমে কৈল পূজা॥
দক্ষের দারুণ দুঃখ দাক্ষায়ণীনাথে।
দিতে গালি দেবগণ শুধাইল তাতে॥[১]

জামাতৃকৃত অপমানে দক্ষ যখন মনস্তাপে কাতর, তখন নারদ পরামর্শ দিলেন শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে।

নারদে বলেন তার প্রতিকার কর।
মন্দধীর মত মিছা মনস্তাপে মর॥
যে যেমন করে তাকে করিতে উচিত।
তুমি যজ্ঞ কর তেনি বস্যা গান গীত॥
শিবে না পূজিলে যদি অন্য পূজা নাই।
সকল শিবের বিধি বিধাতার ঠাঞি॥
আপনি বিধাতা তুমি বিধাতার বেটা।
আমন্ত্রণ কর‍্যা আন যত দেবের ঘটা॥
তুমি না পূজিলে তবে গেল ফুল জল।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে তবেই মঙ্গল॥[২]

নারদ এখানে যথার্থ কোন্দলপরায়ণ। তিনি শিবের কাছে শিবহীন দক্ষ-যজ্ঞানুষ্ঠানের সংবাদ দিলেন। সতীও শুনলেন সব কথা। সতী দক্ষযজ্ঞে গমনের জন্য শিবের অনুমতি না পেয়ে নিজেই কুপিতা হয়ে পিত্রালয়ে প্রস্থান করলেন। মাতার কাছে সমাদর পেলেও পিতার সমাদর পেলেন না সতী। পিতার কাছে অনুযোগ করতে গিয়ে তিনি পেলেন স্বামীনিন্দা। সতী স্বয়ং শিবমহিমা কীর্তন করে নন্দীকে আদেশ করলেন শিবমহিমা বর্ণনা করতে। নন্দী শিবলিঙ্গের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে শিবনিন্দুক দক্ষকে অভিশপ্ত করলেন। শিবনিন্দুক দক্ষের কন্যা হওয়ার ক্ষোভে সতী যোগাশ্রয়ে দেহত্যাগ করলেন।

শিব নিন্দা করে আরে এত বড় বুক।
পাগল দক্ষের হবে ছাগলের মুখ॥

১ শিবায়ন (ক. বি.), ২য় পালা—২০১-২০৩ ২ তদেব—২২০-২২৪

মহাভারতকার লিখেছেন, যিনি দক্ষ, তিনিই ক বা প্রজাপতি, প্রজাপতি বা ক দক্ষেরই এক নাম : "তস্য দ্বে নামনী লোকে দক্ষঃ ক ইতি চোচ্যতে।"[১]

ত্বষ্টা, বিশ্বকর্মা, প্রজাপতি ও দক্ষ একই দেবতা—অভিন্নাত্মা। সুতরাং দক্ষও বিশ্বকর্মা বা ত্বষ্টার মত সূর্যাগ্নি। ঋগ্বেদে একস্থানে অগ্নিকে দক্ষরূপে সম্বোধন করা হয়েছে :

তুভ্যং দক্ষ কবিক্রতো যানীমা দেব মর্তাসো অধ্বরে অকর্ম।[২]

—হে দক্ষ (নিপুণ) ক্রান্তকর্মা দেব (অথবা ক্রান্তপ্রজ্ঞ) অগ্নি, মর্তবাসিগণ যজ্ঞে তোমাকে হবি প্রদান করে।

অগ্নি দক্ষগণেরও অধিপতি :

"স দক্ষাণাং দক্ষপতির্বভূব।"[৩]—অগ্নি দক্ষগণের মধ্যে দক্ষপতি হয়েছিলেন।

সায়ন বলেছেন, দক্ষ শব্দের অর্থ 'বল'—স দক্ষাণাং বলানাং দক্ষপতির্বলাধিপতির্বভূব আসীৎ।"—তিনি বলসমূহের মধ্যে বলাধিপতি হয়েছিলেন।

আর একটি ঋকে সোম হলেন দক্ষ :

পবমান রসস্তব বিরাজতি দ্যুমান্।[৪]

—হে দক্ষ (সোম), তোমার প্রবাহিত রস দীপ্তিশালী হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে।

একটি ঋকে সোম দক্ষকে ধারণ করেন। সাধারণভাবে সোম অর্থে আকাশের চন্দ্র বা সোমলতা বা সোমলতার রস বোঝালেও স্বরূপ বিচারে দেখা যাবে সোম মূলে ছিলেন সূর্যাগ্নি। একই দেবতাকে উপচারবশতঃ পৃথক্ পৃথক্ রূপে কল্পনা করা হয়েছে। ঋষি যখন বলেন, "দক্ষং দধাসি জীবসে।"[৫]—(হে সোম!), তুমি জীবনধারণের জন্য দক্ষকে ধারণ কর, তখন সোম বা দক্ষকে সূর্যাগ্নির রূপভেদ ভিন্ন অন্য কিছু ভাবা চলে না।

একটি ঋকে অগ্নি দক্ষের পিতা—

ধিয়া চক্রে বরেণ্যং বরেণ্যো ভূতানাং গর্ভমাদধে
দক্ষস্য পিতরং তনা ॥[৬]

—বরণীয় অগ্নি ভূতসমূহের গর্ভরূপে বর্তমান, তাঁকে ধারণ করি। তিনি দক্ষের পিতারূপে বিস্তৃত।

---

১ মহাঃ, শান্তিপর্ব—২০৮।৮ ২ ঋগ্বেদ—৩।১৪।৭ ৩ তদেব—১।৯৫।৬
৪ তদেব—৯।৬১।১৮ ৫ তদেব—১।৯১।৭ ৬ তদেব—৩।২৭।৯

সূর্য ও অগ্নি একই পদার্থ হওয়া সত্বেও, সূর্য থেকে অগ্নি অথবা অগ্নি থেকে সূর্যের জন্ম—এরূপ কল্পনা বৈদিক ঋষির পক্ষে স্বাভাবিক হওয়ায় একই পদার্থকে জাতক জনকরূপে বর্ণনা করা হয়।

রমেশচন্দ্র দত্তের মতে দক্ষের তনয়া অগ্নিকে ধারণ করেন। অন্য একটি ঋকে দক্ষের তনয়া ইলা অগ্নিকে ধারণ করে থাকেন।

ইলেন্যো নমস্যস্তিরস্তমাংসি দর্শতঃ।
সমগ্নিরিধ্যতে বৃষা ॥[১]

—যে অগ্নি কর্ম দ্বারা বরণীয়, ভূতসমূহের গর্ভরূপে অবস্থিত ও পিতাস্বরূপ—দক্ষের তনয়া নেই অগ্নিকে ধারণ করেন।[২]

দক্ষ এবং অদিতি জগতের পিতামাতা,—সদসৎ তাদের দ্বারাই সৃষ্ট:

অসচ্চ সচ্চ পরমে ব্যোমন্দক্ষস্য জন্মন্নদিতেরুপস্থে ॥[৩]

—সকল সৎ এবং অসৎ (সৃষ্টির পূর্ববর্তী অবস্থা) বস্তু দক্ষের জন্মস্থানে পরম ব্যোমে অদিতি থেকে জন্মগ্রহণ করেছে।

রমেশচন্দ্র দত্ত এখানে দক্ষ অর্থে সূর্য এবং অদিতি অর্থে আকাশ বুঝেছেন। তিনি সদসৎ অর্থে অগ্নিকে গ্রহণ করেছেন। ঋকটির তৎকৃত অনুবাদ: "অগ্নিই অসৎও বটেন, সৎও বটেন। তিনি পরম ধামে আছেন। তিনি আকাশের উপরে সূর্যরূপে জন্মিয়াছেন।"

এই ঋকেই অগ্নিকে বৃষ এবং গাভী উভয়রূপেই গ্রহণ করা হয়েছে—"বৃষভশ্চ ধেনু"। রমেশচন্দ্র দত্ত ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে অগ্নি স্ত্রী-পুরুষ উভয়রূপী।

আর একস্থানে অদিতি দক্ষের কন্যা,—আবার দক্ষ অদিতির পুত্র:

অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্বদিতিঃ পরি ॥
অদিতির্হ্যজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব।
তাং দেবা অন্বজায়ন্ত ভদ্রা অমৃতবন্ধবঃ ॥[৪]

—অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, দক্ষ হইতে আবার অদিতি জন্মিলেন। হে দক্ষ! অদিতি যে জন্মিলেন তিনি তোমার কন্যা। তাঁহার পশ্চাৎ দেবতারা জন্মিলেন; ইহারা কল্যাণমূর্তি ও অবিনাশী।[৫]

---

১ ঋগ্বেদ—৩।২৭।১৩　২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত　৩ ঋগ্বেদ
৪ তদেব—১০।৭২।৪-৫　৫ অনুবাদ—তদেব

দক্ষ থেকে অদিতি জন্মেছেন, আর অদিতি থেকে দক্ষ জন্মেছেন এরূপ, পরস্পরবিরোধী উক্তি বেদে নতুন নয়। এরূপ উক্তিকে লৌকিক অর্থে বিচার না করে গূঢ়ার্থব্যঞ্জক মনে করাই শ্রেয়ঃ। অগ্নি থেকে সূর্য এবং সূর্য থেকে অগ্নির জন্ম বেদে নানাস্থানে কথিত হয়েছে। উষা কখনও সূর্যের পত্নী, কখনও সূর্যের কন্যা। পিতাপুত্রীর (অর্থাৎ রুদ্র ও উষার, – রমেশচন্দ্র দত্ত) যৌন মিলনের বিবরণও ঋগ্বেদে আছে।

প্রজাপতির দুহিতৃ-গমনের কাহিনী শতপথ ব্রাহ্মণে (১।৭।৩।১) বর্ণিত হয়েছে—"প্রজাপতির্হ বৈ দুহিতরমভিদধ্যৌ।" পুরাণেও প্রজাপতির দুহিতা গমনের কাহিনী পাওয়া যায়। পিতা-কন্যার মিলন রূপকার্থে সূর্য ও সূর্যতেজের সম্মিলন অথবা সূর্য ও অগ্নির মিলন, কিম্বা সূর্য ও উষার মিলনরূপে ব্যাখ্যা করা সমীচীন।

অদিতি সম্পর্কে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। অদিতি সূর্যাগ্নির তেজোরূপা শক্তি। দক্ষও সূর্যাগ্নিরই নামান্তর। দক্ষ যজ্ঞরূপী। দক্ষযজ্ঞ অর্থে সুসম্পন্ন যজ্ঞ অথবা দক্ষ নামক যজ্ঞবিশেষ। একই বস্তু বা শক্তি কখনও পিতা, কখনও মাতা, কখনও পুত্র, কখনও কন্যা, কখনও পত্নীরূপে কল্পিত হয়েছেন। দক্ষের জন্মস্থান আকাশ বললে দক্ষকে সূর্যরূপে গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং দক্ষও অদিতি অর্থাৎ সূর্য ও সূর্যতেজ বিশ্বভুবনের জড় ও চেতনের সকল আদিত্যের সকল দেবের জনক-জননী। আবার তেজোরূপা অদিতি সূর্যাগ্নিরূপী দক্ষের তনয়া।

আচার্য যাস্ক লিখেছেন, "অদিতির্দাক্ষায়ণী; অদিতের্দক্ষো অজায়ত, দক্ষাদতিঃ পরি'—ইতি চ। তৎ কথমুপপদ্যেত? সমানজন্মানৌ স্যাতামিতি।"[১]—অদিতি দাক্ষায়ণী অর্থাৎ দক্ষের কন্যা। অদিতি থেকে দক্ষ জন্মেছেন, দক্ষ থেকে অদিতি জন্মেছেন। এ কেমন করে সম্ভব? এঁরা সমানজন্মা অর্থাৎ পরস্পরের একই জন্ম।

ভাষ্যকার বলিতেছেন—ইঁহারা সমানজন্মা বা সমনন্তরজন্মা অর্থাৎ অদিতির (প্রাতঃ সন্ধিকালের) পরে উদিত হন আদিত্য (দক্ষ) এবং আদিত্য হইতে আবির্ভূত হন অদিতি (সায়ং সন্ধিকাল); এইরূপে পরস্পর পরস্পরের পরে আবির্ভূত—এই কারণে পরস্পর পরস্পর হইতে জাত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।"[২]

১ নিরুক্ত—১১।২৩।৫ ২ অমরেশ্বর ঠাকুর—নিরুক্ত (ক. বি), পৃঃ ১২১১

এই ব্যাখ্যাকারের মতে দক্ষ আদিত্য বা সূর্য এবং অদিতি প্রাতঃসন্ধ্যা এবং সায়ংসন্ধ্যা।

নিরুক্তকার আরও বলেছেন যে দেবতাদের মহিমা বলে পরস্পর পরস্পর থেকে জন্ম সম্ভব। "অপি বা দেবধর্মেণেতরেতরজন্মানৌ স্যাতামিতরেতর প্রকৃতী"[১] —দেবধর্মবশে দেবতাগণ পরস্পর হতে জন্মগ্রহণ করেন, সেইজন্যই পরস্পর পরস্পরের প্রকৃতি পেয়ে থাকেন।

নিরুক্তকারের মতে অগ্নিই অদিতি -"অগ্নিরপ্যদিতিরুচ্যতে।"[২] অগ্নি বা সূর্যাগ্নির তেজ অদিতি হলে সূর্যরূপী দক্ষের থেকে অদিতির জন্ম এবং অগ্নি বা তেজোরূপা শক্তি থেকে দক্ষের (সূর্যের)জন্মকথনে কোন অসঙ্গতিই থাকে না। দক্ষ যে সূর্য বা অগ্নি এ বিষয়েও কোন সংশয়ের হেতু নেই।

উপযুদ্ধৃত ঋক্‌গুলি থেকে অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল দক্ষ ও অদিতিকে আদি পিতামাতারূপে গ্রহণ করেছেন :

"Thus the last two passages seem to regard Aditi and Dakṣa as universal parents ... Mitra and Varuṇa are termed sons of intelligence (Sūnū Dakṣasya) as well as children of great might (Napāt Śavaso mahaḥ). The juxtaposition of the latter epithets shows that Dakṣa is here not a personification, but the abstract used as in Agni's epithet, father of skill or son of strength. This conclusion is confirmed by the fact that ordinary human sacrifices are called Dakṣa pitṛh."[৩]

ম্যাক্‌ডোনেল যদিও দক্ষ শব্দে নৈপুণ্য বা কুশলতাকে বুঝেছেন, তথাপি তিনি প্রকারান্তরে অগ্নির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর মতে দক্ষ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কর্মকুশল, বলবান, চতুর, মেধাবী প্রভৃতি; শব্দটি অগ্নি ও সোমের বিশেষণ,[৪] কিন্তু 'দক্ষ পিতৃ' শব্দে বোঝায় মানবকৃত যজ্ঞ। সুতরাং ম্যাক্‌ডোনেল প্রকারান্তরে যজ্ঞাগ্নিকেই 'দক্ষ' বলেছেন। অপর একজন পণ্ডিত সুসম্পন্ন যজ্ঞ বা যজ্ঞ সম্পাদন দক্ষতাকেই দক্ষরূপে অভিহিত করেছেন। "Skill (Dakṣa) represents the technical ability of the priest and the magician which makes ritual effective, renders contacts with the gods

১ নিরুক্ত—১১।২৩।৬ ২ তদেব—১১।২৩।৭

৩ Vedic Mythology—page 46 ৪ তদেব

possible. It is composed of efficiency, intelligence, precision, imagination and is thus mainly a privilege of able and young men.

In later mythology, Dakṣa, the art of sacrifice is personified as a sage himself in the performance of sacrifices."[১]

—দক্ষ সম্বন্ধে এই ভারততত্ত্ববিদের মন্তব্য যজ্ঞসম্পাদনদক্ষতা থেকে যজ্ঞকারী পুরোহিতে উন্নীত হওয়ার বিবরণ যথার্থ বিবেচিত না হলেও দক্ষ যে যজ্ঞের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তা বোঝা যায়। ম্যাক্‌ডোনেলও দক্ষকে অগ্নির বিশেষণরূপেই ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীঅরবিন্দের মতে দক্ষ বিচারশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, বা ঐশ্বরিক ইচ্ছা।[২]

দক্ষ শব্দ যজ্ঞসম্পাদন কুশলতাই হোক আর সুসম্পন্ন যজ্ঞই হোক, দক্ষ যে যজ্ঞ বা যজ্ঞাগ্নি সে বিষয়ে অস্পষ্টতা নেই। অগ্নি ও সূর্যের অভিন্নতাবোধহেতু দক্ষ আদিত্যও।

সূর্যাগ্নির যে তাপরূপী শক্তি বিশ্বের রূপকার তিনি বিশ্বকর্মা—যজ্ঞরূপী যে শক্তি জীবের ধাতা—জীব স্রষ্টা তিনিই দক্ষ। দক্ষের কন্যা সতী আর অদিতিতে কোন তফাৎ নেই। দক্ষযজ্ঞের প্রাচীনতর কাহিনী অনুসারে যে সৃষ্টিকর্ম রুদ্রের উপর ন্যস্ত হয়েছিল, রুদ্রের তপশ্চরণের কালে দক্ষ সেই কর্ম সম্পাদন করেছিলেন। প্রজাপতি দক্ষের সৃষ্টিকর্মই দক্ষযজ্ঞ। এই যজ্ঞে রুদ্রের অংশ ছিল না। কারণ রুদ্র স্রষ্টা নন—ধ্বংসকর্তা। তাই রুষ্ট রুদ্র দক্ষের সৃষ্টিকর্মকে ধ্বংস করেছিলেন। প্রজাপতি দক্ষের সৃষ্টি ও রুদ্রের যজ্ঞবিনষ্টি নিত্যকাল ধরে চলেছে। সৃষ্টিরক্ষার এটাই চিরন্তন রীতি। রুদ্র যখন ধ্বংস করেন তখন তেজোরূপিণী চিদ্রূপা রুদ্রাণী আদ্যাশক্তি সতী জীবদেহ ত্যাগ করেন। প্রাণশক্তি জীবদেহ পরিত্যাগ করার পরেই রুদ্রের তাণ্ডব প্রত্যক্ষগোচর হয়। রুদ্রকে তুষ্ট করার প্রয়োজনে রুদ্রের যজ্ঞভাগ কল্পিত হয়েছে। তথাপি কল্পে কল্পান্তরে রুদ্র দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করে আসছেন। মনে হয় রুদ্রোপাসক ও দক্ষোপাসকদের মধ্যে সংঘর্ষের ইতিহাস দক্ষযজ্ঞের কাহিনীতে লুকাইত আছে। শেষ পর্যন্ত সংঘর্ষের অবসান ঘটেছে রুদ্রকে যজ্ঞের ভাগ দিয়ে। রুদ্রের ক্রোধ শান্তির জন্যই রুদ্রকে যজ্ঞভাগ দেওয়া হয়েছে যজুর্বেদে।

দক্ষযজ্ঞে দক্ষের ছাগমুণ্ড বিহিত হয়েছিল। ছাগবলি বৈদিক যজ্ঞে অপরিহার্য।

১ Hindu Polytheism—Alain Danielou, page 121-122
২ On the veda—page 83

অগ্নি ছাগবাহন; সূর্যের অপরমূর্তি পূষা ও ছাগবাহন। যজ্ঞের সঙ্গে অচ্ছেদ্যরূপে সংশ্লিষ্ট ছাগ সূর্যাগ্নির বাহনরূপে কল্পিত হওয়ার পরে যজ্ঞরূপী দক্ষের মুণ্ডে পরিণত হয়েছিল। লক্ষণীয় এই যে অজৈকপাদ বা একপদবিশিষ্ট অজ (জন্মরহিত, ছাগ) সূর্যের এক নাম। মহাভারতে অজৈকপাদ রুদ্রের এক নাম। রুদ্র ত সূর্যাগ্নির ধ্বংসাত্মক রূপ। সূর্যাগ্নিকে অজরূপে কল্পনা থেকেই যজ্ঞাগ্নি দক্ষ অজ বা ছাগে পরিণত হয়েছেন।

ইন্দ্র ও সূর্যের রথের বাহন অশ্ব বা কিরণ। সূর্য অশ্বরূপ ধারণ করে অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের জন্ম দিয়েছিলেন। সূর্যের মূর্ত্যান্তর বিষ্ণু। বিষ্ণুর এক অবতার হয়গ্রীব। আবার সূর্যকিরণরূপী দধীচিও অশ্বমুণ্ড। সুতরাং দক্ষের ছাগমুণ্ড ছাগের সঙ্গে যজ্ঞাগ্নির তথা সূর্যাগ্নির অচ্ছেদ্য সংশ্লেষের ইঙ্গিত-বাহক। লক্ষণীয় এই যে মহাভারতীয় কাহিনীতে বীরভদ্র যজ্ঞের মস্তক ছিন্ন করেছিলেন। ছাগমুণ্ড যজ্ঞাগ্নিতেই সংযোজিত হয়েছিল।

দাক্ষায়ণ যজ্ঞের কথা শতপথ ব্রাহ্মণে ও সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণে দক্ষ পর্বতপুত্র—পার্বতি। তিনি যজ্ঞ সমাপন করে রাজ্যলাভ করেছিলেন। "দক্ষঃ পার্বতিস্তু ইমেহপ্যেতর্হি দাক্ষয়না রাজ্যমিবৈব প্রাপ্তা··· ।"[১] এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সায়নাচার্য লিখেছেন, "অত্র হি দাক্ষায়ণযজ্ঞ সম্পদ্‌ভূতে দ্বে পৌর্ণমাস্যে দ্বেহমাবস্যে যজতেতি।"

—দাক্ষায়ণ যজ্ঞের সম্পৎরূপী দুটি পূর্ণিমা যাগ ও দুটি অমাবস্যা যাগ অনুষ্ঠেয়।

"দক্ষো হ বৈ পার্বতিরেতেন যজ্ঞেনেষ্ট্বা সর্বান্ কামানাপততৎ।"[২] —পার্বতি দক্ষ এই যজ্ঞ সম্পন্ন করে কাম্যফল লাভ করেছিলেন।

দাক্ষয়ণযজ্ঞ আর দক্ষ একই বস্তু। দুটি পূর্ণিমায় ও দুটি অমাবস্যায় দাক্ষয়ণ যজ্ঞ অনুষ্ঠেয়। পর্বে পর্বে অনুষ্ঠেয় বলেই দাক্ষায়ণ যজ্ঞ বা দক্ষ পর্বতপুত্র—পার্বতি।

ইলা দক্ষের কন্যা। ঋগ্বেদে যজ্ঞাগ্নিরূপা ইলা, ভারতী ও সরস্বতীর কথা বহুবার পাওয়া যায়। আচার্য যোগেশচন্দ্রের মতে ইলা, ভারতী ও সরস্বতী—তিন-ই যজ্ঞাগ্নি।[৩] সায়নাচার্যের ভাষ্যে দক্ষের তনয়া অর্থে বেদিরূপা ভূমি।[৪] রমেশচন্দ্র দত্ত সায়নকে অনুসরণ করে লিখেছেন, "সেই ভূমি অগ্নিকে ধারণ করে

১ শতপথ—২।৪।১ ২ সাংখ্যাঃ ব্রাঃ ৪অঃ ৩ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল
৪ ঋকের ভাষ্য—৩।২৮।১০

অর্থাৎ বেদিতে অগ্নি স্থাপিত হয়। বেদের অগ্নি রুদ্রের একটি রূপ, সেই রুদ্রকে দক্ষের কন্যা উমা ধারণ করিলেন।"[১]

দক্ষকন্যা উমা বা সতীর নাম বৈদিক সংহিতায় অনুপস্থিত। রুদ্রকর্তৃক দক্ষ-যজ্ঞ পণ্ড হওয়ার কাহিনীও পৌরাণিক যুগের। মহাভারতে (শান্তিপর্ব ২৮৩ অ:) উমা শিবপত্নী কিন্তু দক্ষকন্যা নন। পুরাণেও বহু স্থলেই দক্ষকন্যাদের তালিকায় সতীর নাম অনুপস্থিত। শিবকে দক্ষের জামাতা কল্পনা এবং দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ কাহিনী পরবর্তীকালে পুরাণকাব্যের কল্পনা। দক্ষের সৃষ্টিরূপ যজ্ঞ ধ্বংসের দেবতা রুদ্র কর্তৃক বিনষ্ট হওয়ার রূপক দক্ষযজ্ঞনাশের উপাখ্যানের অন্তর্নিহিত অর্থ। যজ্ঞ বিনষ্ট হলে যজ্ঞবেদিরূপা ইলার মৃত্যু অনিবার্য। সাধারণ যজ্ঞার্থে রুদ্রকে ধারণকারী যজ্ঞবেদি যজ্ঞের সঙ্গে বিনাশ প্রাপ্ত হওয়ার কথা। কিন্তু সৃষ্টি-রূপকে প্রাণভূতা সতী সৃষ্টিযজ্ঞ নাশের প্রাক্কালে অন্তর্হিত হন।

উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মনে করেন ভারতবর্ষের বেদপুরাণের দক্ষ পারস্যদেশে অজিদহকে পরিণত হয়েছেন, "এক পক্ষের দক্ষ নাম অন্য পক্ষের যজ্ঞ হইয়াছিল। ...ভারতীয় 'দক্ষ' এই নামটিই যে পারস্যদেশে নীত হইয়া 'দক্ষ' ও তাহা হইতে দখক্ ও 'দহক্' বা 'দহাক' হইয়াছিল, এরূপ মনে করা যায়। আবেস্তায় য়িমের (Yima) পরম শত্রুস্থানীয় এবং তাহার রাজ্যাপহারী অজিদহকের (Azi Dahaka) বিবরণ আছে। শাহ্‌নামায় এই 'দহাক'কেই জোহাক বলা হইয়াছে।"[২]

১ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম—পৃঃ ৫২৬, ১।২৮।১০

২ ভারতবর্ষ ও বৃহত্তর ভারতের পুরাবৃত্ত

সোম

সোম নামক কোন দেবতার পূজা আধুনিক যুগে প্রচলিত নেই। কেবলমাত্র নবগ্রহের অন্যতম রূপে নবগ্রহ পূজায় সোম অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। কিন্তু পুরাণে সোম কোন প্রধান দেবতা না হলেও তাঁর সম্পর্কে অনেকগুলি উপাখ্যান প্রচলিত আছে। যেমন: সমুদ্র মন্থনের সময়ে সোম বা চন্দ্রের সমুদ্রগর্ভ থেকে আবির্ভাব, —দেবতাদের অমৃতভোজনকালে ছদ্মবেশী রাহুকে চন্দ্র ও সূর্যকর্তৃক চিহ্নিতকরণ, রাহুর ছিন্নমুণ্ড কর্তৃক প্রতিহিংসা সাধনের উদ্দেশ্যে চন্দ্র ও সূর্যগ্রাস—সোমের প্রতি দক্ষের অভিশাপ, সোমকর্তৃক গুরুপত্নী তারাহরণ প্রভৃতি। এই কাহিনীগুলির মধ্যে শেষোক্তদুটি পুরাণে প্রাধান্য পেয়েছে। চন্দ্রদেব দক্ষরাজের সপ্তবিংশতি কন্যাকে বিবাহ করেও রোহিণীর রূপে অত্যধিক আসক্ত হওয়ায় দক্ষের অভিশাপে যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হয়েছিলেন।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ও অন্যান্য পুরাণে দক্ষ তাঁর সপ্তবিংশতি সংখ্যক কন্যাদের চন্দ্রকে প্রদান করেছিলেন। এই সপ্তবিংশতি দক্ষকন্যার নাম:

অশ্বিনী ভরণী চৈব কৃত্তিকা রোহিণী তথা।
মৃগশীর্ষা তথাদ্রা চ পূজ্যা সাধ্বী পুনর্বসুঃ॥
পুষ্যাশ্লেষা মঘা পূর্বফল্গুন্যুত্তরফল্গুনী।
হস্তা চিত্রা তথা স্বাতী বিশাখা চানুরাধিকা॥
জ্যেষ্ঠা মূলা তথা পূর্বাষাঢ়া চৈবোত্তরা স্মৃতা।
শ্রবণা চ ধনিষ্ঠা চ তথা শতভিষা শুভা॥
পূর্বোত্তর ভাদ্রপদা রেবত্যন্তা বিধুপ্রিয়াঃ।[1]

—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আদ্রা, পূজ্যা, সাধ্বী, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদা, উত্তরভাদ্রপদা ও রেবতী—এই সাতাশজন চন্দ্রের প্রিয়া।

এই সপ্তবিংশতি পত্নীর মধ্যে রোহিণী স্বীয় রূপে চন্দ্রকে বশীভূত করলেন।

১ ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ, ব্রহ্মখণ্ড—৯।৪৯-৫২

চন্দ্র রোহিণী ছাড়া আর কোন পত্নীর নিকট গমন করতেন না। ফলে অন্যান্য দক্ষকন্যারা পিতার নিকট নালিশ করলেন। পিতা দক্ষ কুপিত হয়ে চন্দ্রকে যক্ষ্মাগ্রস্ত হওয়ার অভিশাপ দিলেন।

তাসাং মধ্যে চ শুভগা রোহিনী রসিকা বরা ॥
সন্ততং রসভাবেন চকার শশিনং বশম্।
রোহিণ্যুপগতশ্চন্দ্রো ন যাত্যন্যাঞ্চ কামিনীম্ ॥
সর্বা ভগিন্যঃ পিতরং কথয়ামাসুরাদৃতাঃ।
সপত্নীকৃতসন্তাপং প্রাণনাশকরং পরম্ ॥
দক্ষঃ প্রকুপিতশ্চন্দ্রং শশাপ মন্ত্রপূর্বকম্।
দ্রুতং শ্বশুরশাপেন যক্ষ্মগ্রস্তো বভুব সঃ ॥[১]

যক্ষ্মারোগে চন্দ্র দিনে দিনে ক্ষীণ হতে থাকেন। তখন চন্দ্র শিবের শরণ গ্রহণ করলেন। শিব প্রীত হয়ে চন্দ্রকে রোগমুক্ত করে নিজের ললাটে স্থাপিত করলেন, চন্দ্রও অমর হয়ে শিবললাটে বিরাজ করতে লাগলেন।

নির্মুক্তং যক্ষ্মণা কৃত্বা স্বকপালে স্থলং দদৌ।
অমরো নির্ভয়ো ভূত্বা স তস্থৌ শিবশেখরে।[২]

এদিকে চন্দ্রপত্নীগণ পতি-বিরহে কাতর হয়ে পিতা দক্ষের কাছে সকাতরে অনুনয় করতে থাকেন। শিব দক্ষের অনুনয়েও চন্দ্র প্রত্যর্পণে অনিচ্ছুক হওয়ায় দক্ষ শিবকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হলেন। শিবের স্মরণহেতু কৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপধরে আগমন করলেন। ধর্মচ্যুতিভয়ে শিব শরণাগত চন্দ্রকে পরিত্যাগে অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, কৃষ্ণ শিবললাটস্থ চন্দ্র থেকে চন্দ্রকে নিষ্কাষিত করে দক্ষকে প্রদান করলেন। অর্ধচন্দ্র শিবের মস্তকে বিরাজ করতে থাকলেন, কৃষ্ণের বরে যক্ষ্মায় ক্ষীণচন্দ্র পক্ষান্তরে পূর্ণতা লাভ করলেন।

চন্দ্রং চন্দ্রাদ্বিনিষ্কৃষ্য দক্ষায় প্রদদৌ হরিঃ।
প্রতস্থাবর্ধচন্দ্রশ্চ নির্ব্যাধিঃ শিবশেখরে।
নিজগ্রাহ পরং চন্দ্রং বিষ্ণুদত্তং প্রজাপতিঃ ॥
যক্ষ্মগ্রস্তঞ্চ তং দৃষ্ট্বা দক্ষস্তুষ্টাব মাধবম্।
পক্ষে পূর্ণং ক্ষতং পক্ষে তং চকার হরিঃ স্বয়ম্ ॥[৩]

১ ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ—৯।৫২-৫৫ ২ ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ, ব্রহ্মখঃ—৯।১৮ ৩ তদেব—৯।৯৪-৯৬

মহাভারতের নানাস্থানে সোমের সাতাশ পত্নীর উল্লেখ আছে।[১] পুরাণ কথিত উক্ত কাহিনীটি মহাভারতে একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং কাহিনীটির প্রাচীনত্ব অবিসংবাদিত। মহাভারতে আছে :

দক্ষস্য তনয়া যাস্তা প্রাদুরাসন্ বিশাম্পতে।
স সপ্তবিংশতিং কন্যা দক্ষ সোমায় বৈ দদৌ ॥
নক্ষত্রযোগনিরতাঃ সংখ্যানার্থঞ্চ তাভবন্।
পত্ন্যো বৈ তস্য রাজেন্দ্র সোমস্যশুভকর্ম্মণঃ।
তাস্তু সর্বা বিশালাক্ষ্যা রূপেণাপ্রতিমা ভুবি।
অত্যরিচ্যত তাসাস্তু রোহিণী রূপসম্পদা ॥
ততস্তস্যাঃ স ভগবান্ প্রীতিকক্রে নিশাকরঃ।
সাস্যহৃদ্যা বভুবাথ তস্মাত্তাং বভুজে সদা ॥
পুরা হি সোমো রাজেন্দ্র রোহিণ্যামবসচ্চিরম্।
ততস্তাঃ কুপিতাঃ সর্বা নক্ষত্রাখ্যা মহাত্মনঃ ॥
তা গত্বা পিতরং প্রাহুঃ প্রজাপতিমতন্দ্রিতাঃ।
সোমো বসতি নাস্মাসু রোহিণীং ভজতে সদা ॥[২]

—হে রাজন্! দক্ষের যে সকল কন্যা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সাতাশটি কন্যা দক্ষ সোমকে প্রদান করেছিলেন। নক্ষত্রনামযুক্তা নক্ষত্রসংখ্যক তাঁরা শুভকারী সোমের পত্নী ছিলেন। তাঁরা সকলেই আয়তলোচনা—রূপে অতুলনীয়া। রূপবতী রোহিণী তাঁদের সকলকেই অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। ভগবান চন্দ্র তাঁর প্রতি অধিক প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ছিলেন চন্দ্রের হৃদয়স্থা, চন্দ্রও তাঁকেই উপভোগ করতেন। হে রাজেন্দ্র! পুরাকালে সোম দীর্ঘকাল রোহিণীতে বসবাস করেছিলেন। সুতরাং নক্ষত্রনাম্নী পত্নীগণ মহাত্মা চন্দ্রের প্রতি কুপিতা হলেন। তাঁরা নিদ্রা ত্যাগ করে পিতার কাছে গিয়ে বললেন সোম আমাদের মধ্যে বাস করেন না, দীর্ঘকাল রোহিণীতেই বসবাস করছেন।

দক্ষ প্রজাপতি কন্যাদের বচন শুনে সোমকে শাসন করলেন, আদেশ করলেন : সকল ভার্যাদের প্রতি সমান আচরণ কর, মহৎ অধর্ম যেন তোমাকে অধিকার না করে—সমং বর্তস্ব ভার্যাসু মা ত্বাহধর্মো মহান্ স্পৃশেৎ।[৩]

দক্ষ কন্যাদের স্বামীর কাছে পাঠালেন। কিন্তু সোম রোহিণীকে ত্যাগ

১ আদিপর্ব—৬৬।১৬, ৭৫।৯ ২ শল্যপর্ব—৩৫।৪২-৪৭ ৩ শল্যপর্ব—৩৫।৪৯

করলেন না। কন্যারা পুনরায় পিতার কাছে নালিশ জানালো। দক্ষ জামাতাকে অভিশাপের ভয় দেখানো সত্ত্বেও সোম শ্বশুরের বাক্য অগ্রাহ্য করলেন।

অনাদৃত্য তু তদ্বাক্যং দক্ষস্য ভগবান্ শশী।
রোহিণ্যা সার্ধমবসত্ততস্তাঃ কুপিতাঃ পুনঃ ॥[১]

চন্দ্রপত্নীগণ রুষ্টা হয়ে পিতার কাছে পুনরায় নালিশ করায় দক্ষ অবাধ্য জামাতাকে শাস্তি দেবার জন্য যক্ষ্মা সৃষ্টি করলেন। যক্ষ্মা তারকাপতি সোমকে অধিকার করলো।

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ ক্রুদ্ধো যক্ষ্মাণং পৃথিবীপতে
সসর্জ রোষাৎ সোমায় স চোডুপতিমাবিশৎ ॥[২]

যক্ষ্মাক্রান্ত হয়ে সোম দিন দিন ক্ষীণ হতে থাকেন, রোগমুক্তির জন্য নানাবিধ প্রয়াসও করতে থাকেন।

স যক্ষ্মণাভিভূতাত্মা ক্ষীয়তাহরহঃ শশী।
যত্নঞ্চাপ্যকরোদ্রাজন্ মোক্ষার্থং তস্য যক্ষ্মণঃ ॥[৩]

সোম যজ্ঞানুষ্ঠান করলেন, কোন ফল হোল না। ওষধিপতি ক্ষয়রোগাক্রান্ত হওয়ায় পৃথিবীতে ওষধিসমূহ ক্ষয় পেতে থাকে। দেবগণ দক্ষকে শাপ ফিরিয়ে নিতে অনুরোধ করলেন। দক্ষ বললেন, আমার বাক্যের অন্যথা হবে না, তবে সোম সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করুক; সরস্বতীর বরে অভিপাপ ক্ষয়িত হবে; অর্দ্ধমাসে ক্ষয় হবে ও অর্ধমাসে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে।

সমং বর্ততু সর্বাসু শশী ভার্যাসু নিত্যশঃ।
সরস্বত্যা বরে তীর্থে উন্মজ্জনশ্শলক্ষণঃ ॥
পুনর্বর্ধিষ্যতে দেবাস্তদ্বৈ সত্যং বচো মম।
মাসার্ধঞ্চ ক্ষয়ং সোমো নিত্যমেব গমিষ্যতি ॥
মাসার্ধঞ্চ সদা বৃদ্ধিং সত্যমেতদ্বচো মম ॥[৪]

দক্ষ আরও বললেন, পশ্চিম সমুদ্রে গমন করে সরস্বতী ও সমুদ্রসঙ্গমে চন্দ্র মহাদেবকে আরাধনা করুক, তাহলে সোম তাঁর পূর্বরূপ ফিরে পাবেন।

সমুদ্রং পশ্চিমং গত্বা সরস্বত্যব্ধিসঙ্গমম্।
আরাধয়তু দেবেশং ততঃ কান্তিমবাপ্স্যতি ॥[৫]

---

১ মহাঃ, শল্যপর্ব—৩৫।৫৪ ২ তদেব—৩৫।৫৭ ৩ তদেব—৩৫।৫৮

৪ তদেব—৩৫।৬৮-৭০ ৫ তদেব—৩৫।৭১

প্রভাসে তপস্যা করে দক্ষের কৃপায় সোম রোগ মুক্ত হলেন।

মহাভারতের আর একস্থানে সোমের প্রতি অভিশাপবৃত্তান্ত গদ্য ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। "দক্ষস্য যা বৈ দুহিতরঃ ষষ্টিরাসংস্তাভ্যঃ কশ্যপায় ত্রয়োদশ প্রাদাদ্দশ ধর্মায় দশ মনবে সপ্তবিংশতিমিন্দবে তাসু তুল্যাসু নক্ষত্রাখ্যাং গতাসু সোমো রোহিণ্যামভ্যধিকং প্রীতিমানভূত্ততস্তাঃ শিষ্টাঃ পত্ন্যঃ ঈর্ষাবত্যঃ পিতুঃ সমীপং গত্বেমমর্থং শশংসুর্ভগবন্নস্মাসু তুল্যপ্রভাসু সোমো রোহিণীং প্রত্যধিক ভজতীতি সোঽব্রবীদ্ যক্ষ্মৈনমাবিশ্যেতেতি দক্ষশাপাৎ সোমং রাজানং যক্ষ্মা বিবেশ সা যক্ষ্মণাবিষ্টো দক্ষমগাদ্দক্ষশ্চৈনমব্রবীন্ন সমং বর্তয়সীতি তত্রর্ষয়ঃ সোমমব্রুবন্ ক্ষীয়সে যক্ষ্মনা পশ্চিমায়াং দিশি সমুদ্রে হিরণ্যসরস্তীর্থং তত্র গত্বা চাত্মনঃ সেচনমকরোৎ স্নাত্বা চাত্মানং পাপ্মনো মোক্ষয়ামাস তত্র চাবভাসিতস্তীর্থে যদা সোম স্তদা প্রভৃতি চ তীর্থং তৎ প্রভাসমিতি নাম্না খ্যাতং বভূব। তচ্ছাপাদদ্যাপি ক্ষীয়তে সোমোঽমাবস্যান্তরস্থঃ পৌর্ণমাসীমাত্রেঽধিষ্ঠিতো মেঘলেখাপ্রতিচ্ছন্নং বপুর্দর্শয়তি মেঘসদৃশং বর্ণমগমত্তদস্য শশলক্ষ্ম বিলমভবৎ।"[১]—(অস্যার্থ) দক্ষের যে ষষ্টিসংখ্যক দুহিতা ছিলেন তন্মধ্যে তিনি কশ্যপকে ত্রয়োদশ, ধর্মকে দশ, মনুকে দশ এবং চন্দ্রকে সপ্তবিংশতি কন্যা প্রদান করেন। চন্দ্রকে যে সপ্তবিংশতি দুহিতা দান করেন, তাঁহারা সকলেই সমান হইলেও চন্দ্রমা রোহিণীর প্রতি অতিশয় প্রীতিমান্ ছিলেন, তন্নিমিত্ত অবশিষ্ট পত্নীরা ঈর্ষাবতী হইয়া পিতার নিকটে গমন পূর্বক এই বিষয় নিবেদন করিলেন যে,—ভগবন! আমরা সকলেই তুল্যপ্রভা হইলেও রজনীনাথ রোহিণীর প্রতি সমধিক প্রীতি করেন। দক্ষ কহিলেন "যক্ষ্মা চন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করিবে"—দক্ষের এই শাপ বশত যক্ষ্মা দ্বিজরাজ সোমের শরীরে প্রবেশ করিল; চন্দ্রমা যক্ষ্মাবিষ্ট হইয়া দক্ষের নিকট গমন করিলেন। দক্ষ তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি সকল পত্নীর প্রতি সমান ব্যবহার কর না," তৎকালে ঋষিগণ চন্দ্রকে বলিলেন, "তুমি যক্ষ্ম দ্বারা ক্ষীণ হইতেছ, অতএব পশ্চিম দিকে সমুদ্র সন্নিধানে হিরণ্য সরোবর নামক তীর্থ আছে, তথায় গমন করিয়া আত্মাকে অভিষিক্ত কর।

অনন্তর সুধাকর সেই হিরণ্য সরোবরের তীর্থে আগমন করিলেন, আগমন করিয়া তথায় আত্মসেচন অর্থাৎ স্নান করিয়া আপনাকে পাপ হইতে মুক্ত করিলেন, সোম সেই তীর্থে অবভাসিত হইয়াছিলেন বলিয়া তদবধি তাহা প্রভাস

১ শান্তিপর্ব—৩৪২।৫।৫৮

নামে বিখ্যাত হইয়াছে। দক্ষশাপ নিমিত্ত অদ্যাপি চন্দ্রমা অমাবস্যার মধ্যে অপ্রকাশিত থাকিয়া পৌর্ণমাসী মাত্রে অধিষ্ঠিত হয়েন। মেঘলেখা প্রতিচ্ছন্ন শরীর যাহা প্রদর্শন করেন, তাহা মেঘ সদৃশ বর্ণ হইয়াছে; তাহার নির্মল অংশ শশকলংকরূপে প্রকাশিত আছে।[১]

শিবপুরাণে ও (জ্ঞান সংহিতা) এই কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে :

সর্বাসু চ পত্নীষু এক প্রিয়তমা যথা ॥
রোহিণী নাম যা প্রোক্তা তথান্যা ন কদাচন।
অন্যাশ্চ দুঃখমাপন্না পিতরং শরণং যযুঃ ॥
তদা তস্মৈ যদ্দুঃখং তাভির্নিবেদিতং তথা।
দক্ষোঽপি চ তদা শ্রুত্বা দুঃখঞ্চ প্রাপ্তবাংস্তদা ॥
সমাগত্য তদা দক্ষশ্চন্দ্রং বিজ্ঞাপয়ৎ তদা।
বিমলে চ কুলে ত্বঞ্চ সমুৎপন্নঃ কলানিধিঃ ॥
আশ্রিতেষু চ সর্বেষু ন্যূনাধিক্যং কথং তব।
ন কর্তব্যং ত্বয়া তাসু ন্যূনাধিক্যং তথা পুনঃ।
জগাম মন্দিরং স্বীয়ং নিশ্চয়ং পরমং গতঃ ॥
চন্দ্রোঽপি বচনং তস্য ন চকার বিমোহিতঃ ॥[২]

—চন্দ্রের সকল পত্নীদের মধ্যে রোহিণী যেমন প্রিয়তমা ছিলেন, আর কেউ তেমন ছিলেন না। অন্য পত্নীরা দুঃখিত হয়ে পিতার নিকট গমন করলেন এবং তাঁদের দুঃখ নিবেদন করলেন। দক্ষও তাঁদের দুঃখ কাহিনী শুনে দুঃখিত হলেন, তিনি চন্দ্রের নিকট আগমন করে বললেন, তুমি কলানিধি, নির্মল কুলে জন্মগ্রহণ করেছ, সকল আশ্রিতের প্রতি তোমার আচরণ কম বেশী কেন? ব্যবহারের এরূপ ন্যূনতা বা আধিক্য করা উচিত নয়। দক্ষ নিশ্চিন্ত হয়ে নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। চন্দ্রও মোহমুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা মেনে চললেন না।

রোহিণ্যাঞ্চ সমাসক্তো নান্যাং মেনে কদাচন।
দক্ষোঽপি পুণরাগত্য স্বয়ং দুঃখ সমন্বিতঃ ॥
শ্রূয়তাম্ভ ময়া পূর্বং প্রার্থিতং বহুধা তথা।
ন মানিতং ত্বয়া যস্মাৎ তস্মাৎ ত্বঞ্চ ক্ষয়ী ভব ॥
ইত্যুক্তে চৈব চন্দ্রোঽপি ক্ষয়ী জাতঃ ক্ষণাদিহ ॥[৩]

১ অনুবাদ, বর্ধমান রাজবাটী সং—পৃঃ ৩৪০ ২ জ্ঞান সং—৪৫।৬-১২ ৩ জ্ঞান সং—৪৫।১৪-১৫

—রোহিণীতে আসক্ত হয়ে চন্দ্র অন্য কাউকে স্বীকার করলেন না। দক্ষও পুনরায় আগমন করে দুঃখিতভাবে বললেন—শোন, আমার পূর্বপ্রার্থনা তুমি মান্য কর নি। অতএব তুমি ক্ষয় রোগাক্রান্ত হও।

ব্রহ্মার নির্দেশে দেব ও ঋষিগণ চন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে শিবের আরাধনা করলেন। শিব চন্দ্রকে বর দিলেন :

পক্ষে চ ক্ষীয়তে চন্দ্র কলা তে চ দিনে দিনে।
পুনশ্চ বর্ধতাং পক্ষে তাঃ কলাশ্চ নিরন্তরম্ ॥[১]

—এক পক্ষে তোমার কলা দিনে দিনে ক্ষয় প্রাপ্ত হবে, পক্ষান্তরে সেই কলাসমূহ নিরন্তর বর্ধিত হতে থাকবে।

স্কন্দপুরাণে ও (প্রভাসখণ্ড) একই বৃত্তান্ত আছে। শিব বলছেন পার্বতীকে :

অথ যাঃ কন্যকা দত্তাঃ সপ্তবিংশতিরিন্দবে।
তাসাং মধ্যে মহাদেবি প্রিয়া তস্য চ রোহিণী ॥
অথ নক্ষত্রনাথস্য তাসাং মধ্যেঽতিবল্লভা।
বভূব রোহিণী দেবি প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী ॥
সর্বাস্তাঃ সম্পরিত্যজ্য রোহিণ্যা সহিতো রহঃ।
রেমে কামপরীতাত্মা বনেষূপবনেষু চ ॥[২]

চন্দ্রের অন্যান্য পত্নীদের অভিযোগ শুনে চন্দ্রকে দক্ষ সকল পত্নীর প্রতি সমান ব্যবহার করতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু চন্দ্র স্বীকৃত হয়েও পূর্ববৎ আচরণ করতে থাকায় দক্ষ অভিশাপ দিলেন :

অনাদৃত্য হি মে বাক্যং যস্মাত্ত্বং রোহিণীরতঃ।
সন্তজ্য পুত্রীশ্চাস্মাকং শেষা দোষেণ বর্জিতাঃ ॥
তস্মাদ্ যক্ষ্মা শরীরং তে গ্রসিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
এতস্মিন্নেব কালে তু যক্ষ্মা পর্বতপুত্রিকে।
দক্ষেণ তু সমাদিষ্টস্তস্য কায়ং সমাবিশৎ ॥
এবং সোমস্তু দক্ষেণ কৃতশাপো মহাপ্রভঃ।
পপাত বসুধাং দেবি নিশ্চেষ্টো রোহিণীসুতঃ ॥[৩]

---

১ জ্ঞান সং—৪৫।৪০ ২ স্কন্দপুঃ, প্রভাসখণ্ড, প্রভাসক্ষেত্র মাহাত্ম্য—২১।৩৫-৩৭

৩ প্রভাসখণ্ড, প্রভাসতীর্থ মাহাত্ম্য—২১।৩৫-৩৭

চন্দ্র ক্ষয় রোগাক্রান্ত হয়ে রোহিণীর সঙ্গে নিশ্চল হয়ে ভূমিতে পতিত হলেন। তখন চন্দ্রের দ্বারা প্রসাধিত হয়ে দক্ষ চন্দ্রকে পরামর্শ দিলেন শিবের আরাধনা করতে। শিব তুষ্ট হয়ে বর দিলেন, সকল পত্নীকে সমভাবে দেখ—একপক্ষে তোমার ক্ষয় হবে, অপর পক্ষে বৃদ্ধি হবে; পূর্বের রূপ ফিরে পাবে, দক্ষ প্রদত্ত অভিশাপ বিনষ্ট হবে।

অধুনা ভো সমংপশ্য সর্বাস্তা দক্ষকন্যকাঃ।
ক্ষয়স্তে ভবিতা পক্ষং পক্ষং বৃদ্ধির্ভবিষ্যতি॥
পূর্বোচিতাং প্রভাং সোম প্রাপ্স্যসে মৎপ্রসাদতঃ।
প্রাচেতসস্য দক্ষস্য তপসা হতপাপ্মনঃ॥[১]

সোম সম্পর্কে আর একটি প্রসিদ্ধ কাহিনী পুরাণাদিতে পাওয়া যায়। এই কাহিনীটি সোম কর্তৃক গুরু বৃহস্পতির পত্নী তারাহরণ সম্পর্কিত। দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারা। একদা সোম সহসা তারাকে অপহরণ করলেন। দেবগণ এবং দেবর্ষিগণ তারাকে প্রার্থনা করলেন; কিন্তু সোম তাঁদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করলেন। তারাকে কেন্দ্র করে দেবদানবের প্রচণ্ড সংগ্রাম উপস্থিত হোল।

তত্র তদ্‌যুদ্ধমভবৎ প্রত্যাক্ষস্তারকাময়ং
দেবানাং দানবানাঞ্চ লোকক্ষয়করং মহৎ॥[২]

দেবতাদের অনুরোধে ব্রহ্মা তারাকে গ্রহণ করে বৃহস্পতিকে প্রদান করলেন। তারা তখন অন্তর্বত্নী, তিনি প্রজ্বলিত হুতাশনের মত একটি পুত্র প্রসব করলেন। এই পুত্রের পিতৃত্ব নিয়ে সংশয় উপস্থিত হলে ব্রহ্মা তারাকে প্রশ্ন করায় তারা জানালেন যে পুত্রটি সোমের।

সা প্রাঞ্জলিরুবাচেদং ব্রহ্মাণং বরদং প্রভুং।
সোমস্যেতি মহাত্মানং কুমারং দস্যুহন্তমম্॥[৩]

—তারা হাত জোড় করে বরদ প্রভু ব্রহ্মাকে বললেন, এই দস্যুহন্তা মহাত্মা কুমার সোমেরই।

সোম বুধকে পুত্ররূপে লাভ করলেন; কিন্তু তারাধর্ষণের পাপে যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর কলেবর ক্ষীণ হতে থাকলো। সোম পিতা অত্রির শরণ গ্রহণ করলেন। অত্রি সোমের পাপ প্রশমিত করলেন। রাজযক্ষ্মামুক্ত হয়ে সোম উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন।

১ প্রভাসখণ্ড—২২।৬২-৬৩ ২ বায়ুপুরাণ, উত্তরভাগ—২৮।৩৩ ৩ তদেব—২৮।৪২

প্রসহ্য ধর্ষিতস্তত্র বিবশো রাজযক্ষ্মণা ॥
ততো যক্ষ্মাভিভূতস্তু সোমঃ প্রক্ষীণমণ্ডলঃ।
জগাম শরণায়াথ পিতরং সোঽত্রিমেব চ ॥
তস্য তৎ পাপশমনং চকারাত্রির্মহাযশাঃ।
স রাজযক্ষ্মণা মুক্তঃ শ্রিয়া জজ্বাল সর্বশঃ ॥[১]

শিবপুরাণেও (জ্ঞান সংহিতা) এই গল্প আছে। চন্দ্র ক্ষয়রোগাক্রান্ত হওয়ার পর দেবগণের নিকট ব্রহ্মা বলেছিলেন এই গল্পটি :

বৃহস্পতের্গৃহে গত্বা তারা দুষ্টেন বৈ হৃতা।
হৃত্বা তারাং পুনশ্চৈব যুদ্ধায় সমুপস্থিতঃ।
সমাশ্রিত্য তদা দৈত্যান্ স্পর্ধাং দেবৈশ্চকার হ ॥
ময়া চৈবাত্রিণা চৈব নিষিদ্ধস্তারকাং দদৌ।
তাঞ্চ গর্ভবতীং সোঽপি ন গৃহ্ণামীতি তদ্বচঃ ॥
অস্মাভির্বারিতঃ সোঽপি জগ্রাহ তারকাং তদা।
যদি গর্ভং জহাতীহ তদেনাঞ্চাগ্রহীৎ পুনঃ ॥
গর্ভে ময়া পুনস্তত্র ত্যজিতে ঋষিসত্তমাঃ।
সম্পায়ঞ্চ পুনর্গর্ভঃ সোমস্যেতি বচঃ পুনঃ ॥[২]

—দুষ্ট (সোম) বৃহস্পতির গৃহে গিয়ে তারাকে অপহরণ করেছিলেন। তারাকে হরণ করে পুনরায় যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হলেন। তখন তিনি দৈত্যগণকে আশ্রয় করে দেবতাদের সঙ্গে স্পর্ধা প্রকাশ করতে লাগলেন। আমি এবং অত্রি নিষেধ করায় সোম তারাকে প্রত্যর্পণ করলেন। তাঁকে (তারাকে) গর্ভবতী জেনে বৃহস্পতি বললেন, আমি গ্রহণ করবো না। আমরা বারণ করলে তিনি পুনরায় তারাকে গ্রহণ করেছিলেন, সেখানে গর্ভ পরিত্যাগ করায় তাঁকে (তারাকে) পুনরায় গ্রহণ করেছিলেন। গর্ভ পরিত্যক্ত হলে প্রশ্ন করেছিলাম, হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ! এই গর্ভ কার? উত্তর হয়েছিল, সোমের।

বিষ্ণুপুরাণেও ঘটনাটির উল্লেখ আছে :

"মদাবলেপাচ্চাসৌ সকলদেবগুরোর্বৃহস্পতেস্তারাং নাম পত্নীং জহার।"[৩] —অহংকারাচ্ছন্ন হয়ে (সোম) সকল দেবাতার গুরু বৃহস্পতির তারা নাম্নী পত্নীকে হরণ করেছিলেন।

---

১ বায়ুপুঃ, উত্তরখঃ—২৮।৪৫।৪৭ ২ জ্ঞান সংহিতা—৪৫।২২-২৬

৩ বিষ্ণুপুঃ, ৪র্থ অংশ—৬।৭

এই বিষয়টিকে লক্ষ্য করেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর বীরাঙ্গনা কাব্যে 'সোমের প্রতি তারা' নামে পত্রকাব্যখানি রচনা করেছিলেন। এই কবিতাটির ভূমিকায় কবি লিখেছেন, "যৎকালে সোমদেব অর্থাৎ চন্দ্র বিদ্যাধ্যয়ন কারণা-ভিলাষে দেবগুরু বৃহস্পতির আশ্রয়ে বাস করেন, গুরুপত্নী তারা দেবী তাঁহার অসামান্য সৌন্দর্য সন্দর্শনে বিমোহিতা হইয়া তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্তা হন। সোমদেব পাঠ সমাপনান্তে গুরুদক্ষিণা দিয়া বিদায় হইবার বাসনা প্রকাশ করিলে তারাদেবী আপন মনের ভাব আর প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারিলেন না, ও সতীত্বধর্মে জলাঞ্জলী দিয়া সোমদেবকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখেন।"

কবি মধুসূদন মূল কাহিনীকে পাশ কাটিয়ে তারাকে সোমের প্রেমাভিলাষিণী একান্ত অনুরাগিণীরূপে চিত্রিত করেছেন। চন্দ্রকে প্রথম দর্শনের পর থেকে তারা চন্দ্রের অনুরাগিণী। তাই তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই পত্রে স্বীয় মনোগত অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন,—

> কলংকী শশাংক তোমা বলে সর্বজনে।
> কর আসি কলঙ্কিনী কিঙ্করী তারারে,
> তারানাথ! নাহি কাজ বৃথা কুলমানে।
> এস হে তারার বাঞ্ছা।[১]

সোম সম্পর্কিত কাহিনী দুটির মূল পেয়েছি কৃষ্ণযজুর্বেদে। কৃষ্ণযজুর্বেদ বলেছেন, "প্রজাপতেস্ত্রয়স্ত্রিংশদ্দুহিতর আসন্তাঃ সোমায় রাজ্ঞেহদদাত্তাসাং রোহিণীমুপৈত্তা ঈর্ষ্যন্তীঃ পুনরাগচ্ছন্তা অন্বৈত্তাঃ পুনরযাচত তা অস্মৈ ন পুনরদদাৎ সোহব্রবী-দৃতমমীষ্ব যথা সমাবচ্ছ উপৈষ্যাম্যথ তে পুনর্দাস্যামীতি স ঋতমাসীত্তা অস্মৈ পুনরদদাত্তাসাং রোহিণীমেবাপ ঐত্তং যক্ষ্ম আর্চ্ছদ্রাজানং যক্ষ্ম আরদিতি তদ্রাজ যক্ষ্মস্য জন্ম।" —(অস্যার্থ) প্রজাপতির তেত্রিশটি কন্যা ছিল, তাদের তিনি সোমরাজকে দান করেছিলেন। তাদের মধ্যে সোম রোহিণীতে উপগত হয়েছিলেন। ঈর্ষাপরায়ণা অপরাপর কন্যাগণ পুনরায় প্রজাপতির নিকট গমন করলেন। সোম তাঁদের অনুসরণ করে প্রজাপতির নিকট গিয়ে পত্নীদের প্রার্থনা করলেন। প্রজাপতি সোমের নিকট কন্যাদের দিলেন না। প্রজাপতি তাঁকে বললেন, যদি শপথ করো যে সকলের নিকট সমভাবে অবস্থান করবে, তবে তাদের আবার ফিরিয়ে দেব শপথ করলেন, প্রজাপতি তাঁদের আবার ফিরিয়ে

১ বীরাঙ্গনা কাব্য, ২য় সর্গ

দিলেন। সোম পুনরায় রোহিণীকেই প্রাপ্ত হলেন। তখন রাজা সোম যক্ষ্মাক্রান্ত হলেন। এইভাবে রাজযক্ষ্মার সৃষ্টি হোল।

অতঃপর সোম সকল পত্নীদের সন্তোষ বিধান করায় তাঁরা সোমের নিকট সমব্যবহার বর নিয়ে চরু রন্ধন করে ভোজন করিয়েছিলেন। সোম পাপমুক্ত হয়ে রোগমুক্ত হয়েছিলেন।

সোমের যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হওয়ার কাহিনী বহু প্রাচীন সন্দেহ নেই। সোমের যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হওয়ার ব্যাপারে 'সোম ও রোহিণী' এবং 'সোম ও তারা'—এই যে দুইটি উপখ্যানের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে তন্মধ্যে কোন্ কাহিনীটি প্রাচীনতর বলা সম্ভব নয়। এই দুই কাহিনীর নায়ক সোম চন্দ্র ভিন্ন আর কেউ নন। শাপমুক্ত চন্দ্রের ক্ষয় ও বৃদ্ধি যে কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষে চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধিজনিত প্রাকৃতিক ব্যাপার, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ঋগ্বেদে চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি দেবগণ কর্তৃক সোমপান রূপে বর্ণিত হয়েছে।

যত্বা দেব প্রপিবন্তি তত আপ্যায়সে পুনঃ।
বায়ুঃ সোমস্য রক্ষিতা সমানাং মাস আকৃতিঃ॥[১]

—হে দেব সোম, তোমাকে যে পান করা হয়, তাহাতে তোমার ক্ষয় না হইয়া বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। বায়ু সোমকে রক্ষা করেন, যেরূপ সংবৎসরগুলিকে মাস রক্ষা করে, উভয়ের আকৃতি অর্থাৎ স্বরূপ এক।[২]

নিরুক্তকার এই ঋক্‌টির অর্থ সোমলতা এবং চন্দ্র উভয় পক্ষেই করেছেন।[৩] সোমলতার রস পান করার পর চমস বা পানপাত্র পুনরায় সোমরসে পূর্ণ করতে হয়। আবার, "চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষে দেবগণ অর্থাৎ সূর্যরশ্মিসমূহ কর্তৃক পীত হয়, শুক্ল পক্ষে আবার বর্ধিত হয়—ইহা লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে, 'হে সোম তোমাকে পান করিলে তুমি আবার আপ্যায়িত বা বর্ধিত হও।' এই ব্যাখ্যা সোম চন্দ্রমা—এতৎ পক্ষে।"[৪]

সংবৎসরের ও মাসের সম্যক্ কর্তা ও ওষধিরূপী বা চন্দ্রমারূপী সোম। মাস ও বৎসরের সৃষ্টিকর্তা যে সোম, সেই সোম ওষধি হওয়া সম্ভব নয়। মাস ও বৎসরের সৃষ্টিকর্তা সূর্য বা সূর্যরশ্মি। সূর্যরশ্মি চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধির হেতু। চন্দ্র-

---

১ ঋগ্বেদ—১০।৮৫।৫ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ নিরুক্ত—১১।৫

৪ অমরেশ্বর ঠাকুর, নিরুক্ত (ক. বি)—১১।৫।৫

কলার হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে চান্দ্রমাস ও বৎসর গণনা হয়। এই হিসাবে সোম মাস ও বৎসরের কর্তা।

পূর্বোদ্ধৃত ঋকে বলা হয়েছে যে বায়ু সোমের রক্ষিতা বা রক্ষাকর্তা। বায়ু সোমের রক্ষাকর্তা হয় কিভাবে? যাস্ক বলেছেন,—"সাহচর্যাদ্রসহরণাদ্বা।"[১] —সাহচর্যহেতু অথবা রসহরণের নিমিত্ত।

নিরুক্ত অনুসারে বায়ু ও সোম মধ্যস্থান দেবতা। বায়ু সোমের সহচারী। বায়ু রসহরণ করে সোমের পুষ্টি ঘটায়। রসহরণ শক্তি বায়ুর নেই, আছে সূর্য-রশ্মির। বায়ু সূর্যরশ্মি বা তাপের সহায়তায় পৃথিবীর রস হরণ করেন। সুতরাং প্রকারান্তরে সূর্যরশ্মিকেই সোম বা চন্দ্রের রক্ষাকর্তা বলা হয়েছে।

সোম কর্তৃক বৃহস্পতির পত্নী হরণ কাহিনীর মূল ঋগ্বেদেই নিহিত আছে। ঋগ্বেদের একটি সূক্তে সোম কর্তৃক বৃহস্পতির পত্নী প্রত্যর্পণের কথা বলা হয়েছে।

সোমো রাজা প্রথমো ব্রহ্মজায়াং পুনঃ প্রাযচ্ছদহৃনীয়মানঃ।
অন্বর্তিতা বরুণো মিত্র আসীদ্ ...।[২]

—সোমরাজা কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া পবিত্রচরিত্রশালিনী ভার্যাকে সর্বপ্রথম সমর্পণ করিয়াছিলেন। মিত্র ও বরুণ সেই বিষয়ের অনুমোদন করিলেন।[৩]

ব্রহ্মচারী চরতি বেবিষদ্বিষঃ স দেবানাং ভবত্যেকমঙ্গং।
তেন জায়ামন্ববিংদদ্বৃহস্পতিঃ সোমেন নীতাং জুহ্বন দেবাঃ॥

পুনর্বৈদেবা অদদু পুনর্মনুষ্যা উত।
রাজানঃ সত্যং কৃণ্বানা ব্রহ্মজায়াং পুনর্দদুঃ॥
পুনর্দায় ব্রহ্মজায়াং কৃত্বী দেবৈর্নিকিল্বিষং।
উর্জং পৃথিব্যা ভক্ত্বা বোরুগায়মুপাসতে॥[৪]

—বৃহস্পতি পত্নী অভাবে এক্ষণে ব্রহ্মচর্য নিয়ম পালন করিতেছেন, তিনি সকল দেবতার সঙ্গে একাত্মা হইয়া তাঁহাদিগের অবয়ব বিশেষ হইয়াছেন। তাহাতে পূর্বে যেমন সোমের হস্তে পত্নী পাইয়াছিলেন, তদ্রূপ এক্ষণেও পুনর্বার সেই জুহু নামক পত্নীকে প্রাপ্ত হইলেন।

দেবতারা আবার তাঁহাকে পত্নী আনিয়া দিলেন, মনুষ্যেরাও আনিয়া দিলেন। রাজারা শপথ পূর্বক (অর্থাৎ চরিত্র নষ্ট হয় নাই, এই শপথ করিয়া) শুদ্ধচরিত্রা পত্নী তাঁহাকে পুনর্বার সমর্পণ করিলেন।

১ নিরুক্ত—১১।৫।৪ ২ ঋগ্বেদ—১০।১০৯।২ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ ঋগ্বেদ—১০।১০৯।৫-৭

শুদ্ধচরিত্রা পত্নীকে পুনর্বার আনিয়া দিয়া দেবতারা বৃহস্পতিকে অপাপ করিলেন। পরে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অন্নসমস্ত ভাগ করিয়া সর্বসুখে অবস্থিতি করিতেছেন।[১]

সোমের তারাহরণ ও তারা প্রত্যর্পণ এই সূক্তের বিষয়বস্তু। রমেশচন্দ্র দত্ত এই সূক্তটি সম্পর্কে লিখেছেন, "এ সূক্তের মর্ম গ্রহণ করিতে পারিলাম না।" তবে সূক্তের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলেছেন, "বৃহস্পতির স্ত্রীর সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহভঞ্জনই এই সূক্তের বিষয়।[২]

বৃহস্পতির পত্নী তারাকে সোম হরণ করেছিলেন, এ কাহিনীর তাৎপর্য মোটেই দুর্বোধ্য নয়। ঋগ্বেদে বৃহস্পতি নামক দেবতা সূর্যেরই প্রকার ভেদ। তারা অর্থাৎ নক্ষত্রপুঞ্জ বৃহস্পতি বা সূর্যের পত্নী। কারণ সূর্য সকল গ্রহনক্ষত্রাদি বৃহৎ বস্তুর পতি, -তারাপতি। সূর্যোদয়ে তারকাপুঞ্জ অন্তর্হিত হয়। অথচ রাত্রে চন্দ্রের সঙ্গে তারকাদের দেখা যায়। সুতরাং সোম বা চন্দ্র তারাকে হরণ করে থাকেন। রাত্রির অবসানে, সোমের অন্তর্ধানে তারকারও অন্তর্ধান হয়ে থাকে। বৃহস্পতি বা সূর্যকে তারা প্রত্যর্পণ করা হয়। এইরূপ কল্পনা বৈদিক কবিগণের পক্ষে স্বাভাবিক বোধ হয়

ঋগ্বেদে একস্থানে আছে: হরিঃ পর্যদ্রবজ্জারঃ সূর্যস্য।[৩]

—হরিদ্বর্ণ ধারণপূর্বক সোম সূর্যের পত্নীর দিকে ধাবমান হইতেছেন।[৪]

১০।৮৫।৯ ঋকে বলা হয়েছে যে সূর্যকন্যা সূর্যার পাণিপ্রার্থী ছিলেন সোম। কিন্তু সূর্যাকে লাভ করেছিলেন অশ্বিদ্বয়। আর একটি ঋকে আছে, সূর্যের কন্যা সূর্যা সোমের শব্দ শুনে আহ্লাদিত হচ্ছেন।[৫] আর একস্থানে সূর্যকন্যা সোমরসকে পবিত্র করছেন।[৬] সায়নাচার্য ১।১১৬।১৭ ঋকের ভাষ্যে লিখেছেন, সবিতা নিজের কন্যা সূর্যাকে সোমরাজাকে প্রদান করতে ইচ্ছা করেছিলেন; শেষপর্যন্ত অশ্বিদ্বয় জয় করেছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত মনে করেন যে সূর্যকিরণে সোমরস মাদকতা (formentation) প্রাপ্ত হয়। সূর্যা ও সোমের বিবাহের এ-ই তাৎপর্য।[৭]

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রজাপতি সূর্যানাম্নী দুহিতাকে সোমকে প্রদানে উদ্যত হয়েছিলেন।[৮] যাস্ক একটি ব্রাহ্মণবাক্য উদ্ধার করেছেন; এই বাক্যে সবিতা

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ২য়, টীকা, পৃঃ ১৬১২
৩ ঋগ্বেদ—৯।৯৩।১ ৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—৯।৭২।৩
৬ ঋগ্বেদ—৯।১।৬ ৭ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—১ম, পৃঃ ২৬৮, ১।১১৬।১৭ ঋকের টীকা
৮ ঐতরেয় ব্রাঃ—৪।১৭।১

সূর্যাকে সোম অথবা প্রজাপতিকে সম্প্রদান করেছিলেন,—"সবিতা সূর্যাং প্রাযচ্ছৎ সোমায় রাজ্ঞে প্রজাপতয়ে বা।"[১]

কারো মতে সূর্যা সূর্যরশ্মি; কেউ বলেন, সূর্যা ঊষা। বৈদিক গ্রন্থাদিতে সূর্যা কখনও সূর্যের পত্নী. কখনও কন্যা সোম বা প্রজাপতির পত্নী। যাস্ক বলেছেন, সূর্যা সূর্যের পত্নী—"সূর্যা সূর্যস্য পত্নী"।[২]

সূর্য ও বৃহস্পতি অভিন্ন। সুতরাং সূর্য-পত্নী সূর্যা ও বৃহস্পতি-পত্নী তারা অভিন্ন হওয়াই সম্ভব। যদি সূর্যা ও তারাকে অভিন্নরূপে গ্রহণ করা যায় তবে সোমকর্তৃক বৃহস্পতির পত্নী হরণের ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। রাত্রিকালে চন্দ্র সূর্যকিরণরূপা সূর্যাকে বা তারাকে হরণ করে থাকেন, দিবাভাগে সূর্যকিরণ প্রত্যর্পণ করেন।

অপর উপাখ্যানে অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী প্রভৃতি সাতাশ নক্ষত্র চন্দ্রের পত্নী কারণ চন্দ্রের পরিক্রমণপথে এদের অবস্থান। দক্ষ বা সূর্য এই নক্ষত্রকুলের পিতা। এই সপ্তবিংশতি পত্নীর মধ্যে রোহিণী সর্বাপেক্ষা উজ্জ্ব। ও চন্দ্রের সঙ্গে রোহিণীর মিলন একাধিকবার হয়ে থাকে। আচার্য যোগেশচন্দ্র দেখিয়েছেন যে রবিপথ ও চন্দ্রপথের ছেদবিন্দুর নিকটবর্তী স্থানে রোহিণী নক্ষত্র শকটাকারে বর্তমান থাকে। চন্দ্রপথের চলমানতা হেতু রবিপথ ও চন্দ্রপথের ছেদবিন্দুদ্বয় (রাহু ও কেতু) অস্থির হওয়ায় চন্দ্র পর পর কয়েকবার রোহিণী শকট ভেদ করে থাকে। "সত্য সত্যই চন্দ্রকে রোহিণীতে পুনঃ পুনঃ উপগত হইতে দেখা যায়।…চন্দ্র রোহিণী-শকট একবার ভেদ করিলে দুই তিন মাস করেন। এই কারণেই সহজে রোহিণী চন্দ্রসমাগম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চন্দ্রপথের নিকটবর্তী অন্য নক্ষত্র সাড়ে আঠারো বৎসরে মাত্র একবার আচ্ছাদিত হয়। রোহিণী উজ্জ্বল তারা, চন্দ্র সন্নিধানে অদৃশ্য হয় না। মঘা ব্যতীত অপর নক্ষত্র অদৃশ্য হয়। এই হেতু রোহিণী-চন্দ্র-সমাগম আরও সহজে প্রত্যক্ষ হয়।"[৩]

সুতরাং রোহিণী চন্দ্রের প্রিয়তমা। দক্ষরূপী সূর্যের অভিশাপে সূর্যকিরণ সম্পাতের প্রকারভেদ অনুসারে চন্দ্রের ক্ষয়রোগগ্রস্ততা ও ক্ষয়রোগমুক্তি। এইভাবে তারা ও রোহিণীকে নিয়ে উপন্যাস গড়েছেন পুরাণকারেরা।

সূর্যরশ্মি যে চন্দ্রমণ্ডলকে আলোকিত করে এ সত্য ঋগ্বেদের যুগেও আর্যজাতির কাছে অজ্ঞাত ছিল না। ঋগ্বেদে একস্থানে এ বিষয়ের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে :

১ নিরুক্ত—১২।৮।৫ ২ নিরুক্ত—১২।৭।৮ ৩ পৌরাণিক উপাখ্যান—পৃঃ ৬১

অত্রাহ গোরমন্বত নাম ত্বষ্টুরপীচ্যং
ইত্থা চন্দ্রমাসো গৃহে ॥[১]

আদিত্যরশ্মি এই গমনশীল চন্দ্রমণ্ডলে অন্তর্হিত ত্বষ্টৃতেজ এইরূপে পাইয়াছিল।[২] ত্বষ্টা সূর্যেরই রূপভেদ। সুতরাং সূর্যতেজ চন্দ্রে প্রবিষ্ট হয়ে চন্দ্রকে আলোকিত করে উক্ত ঋকে তাই বলা হয়েছে। যাস্কও বলেছেন, তদেতেন উপেক্ষিতব্যং আদিত্যতঃ অস্য দীপ্তির্ভবতি।[৩] —এর দ্বারা জানা যায় যে আদিত্য থেকে চন্দ্রের দীপ্তি হয়।

তারাহরণের জন্য সোম কলংকী—কলংকচিহ্ন তাঁর দেহে। কিন্তু শুক্লযজুর্বেদে (১ ২৮) সোমের কলংকচিহ্ন সম্পর্কে একটি আখ্যায়িকা আছে। কোন সময়ে দেবাসুর যুদ্ধে দেবগণ ভূমির সারভাগ দেবযজনস্থল চন্দ্রে স্থাপন করে যজ্ঞ করেছিলেন দানবদের পরাজিত করার উদ্দেশ্যে। সেইজন্য চন্দ্রের স্থান বিশেষ এখনও কৃষ্ণবর্ণ দেখায়।

পুরাণে চন্দ্র নামক উপগ্রহটিই সোম নামে প্রসিদ্ধ। এই উপগ্রহটিকে কেন্দ্র করে নানাবিধ কাহিনী কিম্বদন্তী দানা বেঁধে উঠেছে যুগ যুগ ধরে। কিন্তু বেদে সোমের দ্বিবিধরূপের পরিচয় সুস্পষ্ট। বৈদিক সোম কখনও কখনও চন্দ্রের প্রতিরূপ বলে প্রতীয়মান হলেও বৈদিক সোম মূলতঃ চন্দ্র নামক উপগ্রহ নয়। "ঋগ্বেদে সোম দুইটি। একটি দ্যুলোকে থাকেন; অপরটি একটি ওষধি, ভূলোকে থাকে। ঋগ্বেদে এই দুই সোমের বর্ণনা মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে।"[৪]

ঋগ্বেদে সোমের বিচিত্র গুণকর্মের বিবরণ আছে। সমগ্র নবম মণ্ডলটিই সোমের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। চন্দ্র অথবা সোমলতা বা সোমরসই ঋগ্বেদে অধিকতর স্থানে স্তুত হয়েছে। সোম নামক লতার পত্রগুচ্ছ প্রস্তরে নিষ্পেষিত হয়ে দশ অঙ্গুলির সাহায্যে নির্যাস বার করে মেষলোমের ছাঁকনির সাহায্যে কলশে ছেঁকে নিয়ে সূর্যকিরণে পাক করে দুধ, দধি ও মধুর সঙ্গে মিশ্রিত করে যজ্ঞাগ্নিতে অর্পণ করা হোত,—পান করাও হোত। এই রস দেবতাদের অত্যন্ত প্রিয়, ইন্দ্রেরও প্রিয়। এই রস মাদকদ্রব্য—মদ্যস্থানীয়।

অধ ধারয়া মধ্বা পৃচানস্তিরো রোম
পবতে অদ্রিদুগ্ধঃ।[৫]

---

১ ঋগ্বেদ—১।৮৪।১৫ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ নিরুক্ত—২।৬
৪ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—পৃঃ ১২৫ ৫ ঋগ্বেদ—৯।৯৭।১১

—মধুর ন্যায় সুস্বাদু ধারাযুক্ত হইয়া প্রস্তরফলকে নিষ্পীড়িত সোম মেষ-লোমের মধ্য দিয়া ক্ষরিত হইতেছেন।[১]

পরিস্র স্রুবানো অক্ষা ইংদুরব্যে মদচ্যুতঃ।
ধারা য উর্ধ্বো অধ্বরে ভ্রাজা নৈতি গব্যয়ুঃ॥[২]

—মাদকতা শক্তিধারী সোম নিষ্পীড়িত হইয়া মেষলোমের চতুর্দিকে ক্ষরিত হইলেন। তাঁহার ধারা যজ্ঞস্থলে উর্ধ্বে যাইতেছে; তিনি দীপ্তিশালী হইয়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইবার নিমিত্ত আসিতেছেন।[৩]

অদ্রিভিঃ সুতঃ পবতে গভস্ত্যোঃ ···।[৪]

—প্রস্তরের দ্বারা এবং দুই হস্তের দ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়া সোমরস ক্ষরিত হইতেছে।[৫]

শুচিঃ পুনানস্তন্বমরেপসমব্যে হরির্ন্যধাবিষ্ট সানবি।
জুষ্টো মিত্রায় বরুণায় বায়বে ত্রিধাতু মধুক্রিয়তে সুকর্মভিঃ॥[৬]

—হরিদ্বর্ণ সোমরস যখন নির্মল হইয়া ক্ষরিত হয়, তখন মেষলোমময় উন্নত শোধন যন্ত্রে তাঁহাকে কর্মিষ্ঠ ঋত্বিকগণ নিশ্চলভাবে সংস্থাপন করেন। সোমের সহিত দধি, দুগ্ধ ও জল মিশ্রিত হইয়া তাঁহাকে ত্রিবিধ উপকরণসম্পন্ন করে, এইরূপে তিনি মিত্র, বরুণ ও বায়ু এই তিন দেবতার সেবনীয় হন।[৭]

অতিশ্রিতী তিরশ্চতা গব্যা জিগাতাণ্ব্যা।[৮]

—অঙ্গুলিদ্বারা অভিষুত সোম গব্যের সহিত মিশ্রিত হইবার জন্য অভিমুখে গমন করিতেছেন এবং শব্দ করিতেছেন।[৯]

সোমরসের বর্ণ কখনও পিঙ্গল, কখনও লোহিত, কখনও শুভ্র,—"বভ্রবে নু স্বতবসেঽরুণায়··।"[১০]—বভ্রুবর্ণ স্ববলভূত অরুণবর্ণ সোম··· ।

উত ত্বামরুণং বয়ং গোভিরংজ্মো মদায় কং ···।[১১]

—তোমার লোহিতমূর্তি দুগ্ধ সংযোগের দ্বারা সুবাসিত করিতেছে।[১২]

"শুক্রাগৃভ্ণীত মন্থিনা"[১৩]—মন্থনোপযোগী দণ্ডের সহিত শুক্লবর্ণ সোমরস ধারণ কর।[১৪]

---

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত　২ ঋগ্বেদ—৯।৯৮।৩　৩ অনুবাদ—তদেব
৪ ঋগ্বেদ—৯।৭১।৩　৫ অনুবাদ—তদেব　৬ ঋগ্বেদ—৯।৭০।৮
৭ অনুবাদ—তদেব　৮ ঋগ্বেদ—৯।১৪।৬　৯ অনুবাদ—তদেব
১০ ঋগ্বেদ—৯।১১।৪　১১ ঋগ্বেদ—৯।৪৫।৩　১২ তদেব
১৩ ঋগ্বেদ—৯।৪৬।৪　১৪ অনুবাদ—তদেব

শুচিং তে বর্ণমধি গোষু দীধরং[১] – তোমার শুভ্রবর্ণ রস আমি দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিতেছি।[২]

শুক্রং পবস্ব[৩]—শুভ্রবর্ণ হইয়া ক্ষরিত হও।[৪]

সোমলতা জন্মায় পার্বত্যপ্রদেশে। সোম "গিরিষ্ঠা"।[৫]

ক্ষরংত পর্বতাবৃধঃ।[৬]—পার্বত্যপ্রদেশে বর্ধিত সোম ক্ষরিত হচ্ছে।

সোমলতা জন্মায় মুজবান্ পর্বতে– সোমস্যেবমৌজবতস্য।[৭]

সোমলতা জন্মাত শর্যণাবৎ নামক সরোবরের অথবা শর্যণাবতী নদীর নিকটে, আর্জীকদেশে (আর্জীকিয়া নদীর তীরে, কৃত্বদেশে, সরস্বতী নদীর তীরে এবং পঞ্চজনে (পঞ্চনদীর তীরে অথবা পাঁচটি জাতির অধ্যুষিত অঞ্চলে)।

যে বাদঃ শর্যণাবতি।[৮]

--যাহারা শর্যণাবতের তীরে প্রস্তুত।

য আর্জীকেষু কৃত্বসু যে মধ্যে পস্ত্যানাং।

যে বা জনেষু পঞ্চসু ॥[৯]

—যে সকল সোম আর্জীকদেশে কিম্বা কৃত্বদেশে কিম্বা সরস্বতী প্রভৃতি নদীর মধ্যে কিম্বা পঞ্চজনের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছে।[১০]

এ ত গেল সোমলতা নিষ্কাসিত সোমরসের কথা। কিন্তু সোম যে চন্দ্রও। সোমকে ইন্দু বলেও উল্লেখ করা হয়েছে নানা স্থানে।

পুনান ইংদ বা ভর সোম দ্বিবর্হসং রয়িং ॥[১১]

—হে বর্ষক ইন্দু, আমাদিগকে স্তুতিযোগ্য ধন প্রদান কর।

"ইংদুমিংদ্রায় পীতয়"[১২] --ইন্দ্রের পানের নিমিত্ত ইন্দু (সোম)।

সূর্যরূপী ইন্দ্র শুধু সোমের মাদকরস পান করেন না, ইন্দু বা চন্দ্র বা চন্দ্রকলাও পান করেন।

কিন্তু সোমের পরিচয় শুধু সোমলতায় আর আকাশের চন্দ্রে নয়। সোমের যে গুণকর্মের পরিচয় ঋগ্বেদে পাই, তাতে সোমকে সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার সঙ্গে অভিন্ন বোধ হয়।

সোম ইন্দ্রাগ্নির মত গৃহ, অন্ন, পশু প্রভৃতি মঙ্গলদাতা। ঋষির প্রার্থনা:

---

১ ঋগ্বেদ—৯।১০৫।৪ ২ অনুবাদ—তদেব ৩ ঋগ্বেদ—৯।১০৯।৫ ৪ অনুবাদ—তদেব

৫ ঐ —৯।৯৮।৯ ৬ ঋগ্বেদ—৯।৪৬।১ ৭ ঐ —১০।৩৪।১ ৮ ঋগ্বেদ—৯।৬৫।২২

৯ ঐ —৯।৬৫।২৩ ১০ অনুবাদ—তদেব ১১ ঐ —৯।৪০।৬ ১২ তদেব—৯।৪৫।২

তবেমাঃ প্রজা দিব্যস্ত রেতসঃ।[১]—এই তাবৎ প্রাণী তোমার রেতঃ হইতে উৎপন্ন।[২]

সোম নিজে পণ্ডিত; যজমানকে প্রজ্ঞাও দান করেন। সোম উজ্জ্বল—সূর্যের মতই দীপ্তিমান। "সোমো দেবো ন সূর্যঃ"[৩] —সোম সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল; "দ্যুতানো"[৪] —দীপ্তিমান। "ভানুনা দ্যুমংতং ত্বা হবামহে।"[৫] —সূর্যের সঙ্গে উজ্জ্বলবর্ণ তোমাকে আহ্বান করি।

পবমানস্য শুষ্মিনঃ চরংতি বিদ্যুতো দিবি।[৬]

—অভিষব কালে বলবান সোমের দীপ্তিসকল অন্তরীক্ষে বিচরণ করে।[৭]

সোম কেবল সূর্যের সমকক্ষ নয়,—পরমেশ্বররূপে সূর্যেরও স্রষ্টা :

জনয়ন্রোচনা দিব জনয়ন্নপ্সু সূর্যং··· ।[৮]

—(সোম) দ্যুলোক সম্বন্ধীয় জ্যোতি এবং অন্তরীক্ষে সূর্যকে উৎপন্ন করতে করতে গমন করেন।

পবমানো বজীজনদ্দিবশ্চিত্রং ন তন্যতুং
জ্যোতির্বৈশ্বানরং বৃহৎ ॥[৯]

—সোম ক্ষরিত হইতে হইতে এক বিশ্বব্যাপী প্রকাণ্ড জ্যোতিঃপুঞ্জ আবির্ভূত করিলেন, উহা আশ্চর্যরূপে আকাশময় বিস্তারিত হইল।[১০]

সোম ইন্দ্রের বৃত্রবধে সহায়ক :

স পবস্ব য আবিথেন্দ্রং বৃত্রায় হন্তবে।
বব্রিবাংসং মহীরপ ॥[১১]

—হে সোম যখন বৃত্র তাবৎ জলভাণ্ডার রোধ করিয়া রাখিয়াছিল, সেই সময়ে ইন্দ্রের বৃত্রসংহার স্বরূপ ব্যাপারের সময় তুমি ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছিলে। সেই তুমি এক্ষণে ক্ষরিত হও।[১২]

কিন্তু ঋগ্বেদের বহুস্থলে সোম স্বয়ং বৃত্রহন্তা। ইন্দ্রের সমতুল্য তাঁর কীর্তি-কলাপ।

"জঘ্নির্বৃত্রমিন্দ্রিয়ং।"[১৩] —তুমি শক্র বৃত্রকে বধ করেছ।

---

১ ঋগ্বেদ—৯।২২।৬ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৯।৬৩।১৩ ৪ তদেব—৯।৬৪।১৫
৫ তদেব—৯।৬৫।৪ ৬ তদেব—৯।৪১।৩ ৭ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৮ ঐ —৯।৪২।১ ৯ ঋগ্বেদ—৯।৬১।১৬ ১০ ঐ
১১ ঋগ্বেদ—৯।৬১।২২ ১২ অনুবাদ—তদেব ১৩ ঋগ্বেদ—৯।৬১।২০

"সোম বৃত্রহা পবস্ব।"[১] —বৃত্রহন্তা সোম, তুমি ক্ষরিত হও।

ইন্দ্রো ন যো মহা কর্মাণি চক্রির্হংতা বৃত্রাণামসি সোম পূর্ভিৎ।

পৈদ্বো ন হি ত্বমহিনাম্নাং হন্তা বিশ্বস্যাসি সোম দস্যোঃ।[২]

—যে তুমি ইন্দ্রের ন্যায় অনেক গুরুতর কার্য সম্পন্ন করিয়াছ, সেই তুমি বৃত্রদিগকে বধ করিয়াছ, শত্রুর পুরী ধ্বংস করিয়াছ। ঘোটকের ন্যায় অহিদিগকে নিধন করিয়াছ। তুমি তাবৎ দস্যুর নিধনকর্তা।[৩]

ত্বং সোমাসি সৎপতিস্ত্বং রাজেতি বৃত্রহা।[৪]

—হে সোম, তুমি সদ্বস্তুর (সৎ ব্যক্তির) অধিপতি, তুমি রাজা এবং বৃত্রহন্তা।

এষ দেবঃ শুভায়তেঽধি যোনাবমর্ত্যঃ।

বৃত্রহা দেববীতমঃ॥[৫]

—এই মরণরহিত, বৃত্রহা, দেবাভিলাষী সোম আপনার স্থানে পাইতেছেন।[৬]

সোম "বৃত্রহন্তম"[৭]—শ্রেষ্ঠ বৃত্রহন্তা।

সোম "অশস্তিহা"[৮] অর্থাৎ রাক্ষসহন্তা। রাক্ষসদের সুদৃঢ় বাসস্থান তিনি ধ্বংস করেন—"রুজা দৃড়হা চিদ্রক্ষসঃ সদাংসি।"[৯]

ইন্দ্র, অগ্নি ও সূর্যের মত সোম বৃষ্টিও প্রদান করেন। সোম বৃষণ্ অর্থাৎ বর্ষণকারী।[১০] তিনিই আকাশে মেঘ সঞ্চার করেন এবং পৃথিবীতে জল বর্ষণ করেন।

পবস্ব বৃষ্টিমা সু নোঽপামূর্মিং দিবস্পরি।[১১]

—হে সোম চতুর্দিকে বৃষ্টিবারি বর্ষণ কর। নভোমণ্ডলের সর্বত্র জলের তরঙ্গ আনয়ন কর।

দুহান উধর্দিব্যং মধু প্রিয়ং প্রত্নং

সধস্থমাসদৎ।[১২]

—আকাশস্বরূপ গাভীর উধঃ হইতে অতি মধুর বৃষ্টিবারি দোহন করিতে করিতে সোম তাহার চিরপরিচিত যজ্ঞস্থানে যাইয়া উপবেশন করিতেছেন।[১৩]

ঈশে যে বৃষ্টেরিত উস্রিযো বৃষাপাং নেতা।[১৪]

---

১ ঋগ্বেদ—৯।৮৯।৭ ২ ঋগ্বেদ—৯।৮৮।৪ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ ঐ —১।৯১।৫ ৫ ঐ —৯।২৮।৩ ৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৭ ঐ —৯।২৪।৬ ৮ ঐ —৯।৬২।১১ ৯ ঋগ্বেদ—৯।৯১।৪
১০ ঐ —৯।৪০।৬ ১১ ঐ —৯।৪৯।১ ১২ ঐ —৯।১০৭।৫
১৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ১৪ ঐ —৯।৭৪।৩

—যিনি বৃষ্টির অধিপতি, যিনি বর্ষণকারী এবং বৃষের ন্যায় জল আনয়নের কর্তা (তিনি সোম)।

অস্মভ্যমিংদবিংদ্রয়ুর্মর্ধ্বঃ পবস্ব ধারয়া

পর্জন্যো বৃষ্টি মাঁ ইব ॥[১]

হে ইন্দু! তুমি ইন্দ্রাভিলাষী হইয়া বর্ষণশীল মেঘের ন্যায় মধু ধারাতে আমাদের অভিমুখে ক্ষরিত হও।[২]

বৃষ্টিং দিবঃ পরিস্রবঃ দ্যুম্নং পৃথিব্যা অধি।[৩]

—হে সোম! তুমি দ্যুলোক হইতে পৃথিবীর উপরে বৃষ্টিবর্ষণ, (ধন) উৎপাদন কর।[৪]

তব শুক্রাসো অর্চয়ো দিবস্পৃষ্ঠে বি তন্বতে।

পবিত্রং সোম ধামভি : ॥[৫]

– হে সোম তোমার যে শুভ্রবর্ণ কিরণসমূহ, তাহার আপন তেজঃ বিস্তার করিতে করিতে পৃথিবীর উপর জল বর্ষণ করিয়া থাকে।[৬]

অগ্নি-ইন্দ্র-সূর্যের ন্যায় সোমও সহস্রাক্ষ।

প্র গায়ত্রেণ গায়ত পবমানং বিচর্ষণিং

ইন্দুং সহস্রচক্ষুষম্ ॥[৭]

তোমরা সকলে গায়ত্রী ছন্দে সোমের গুণগান কর। তিনি সকল দিক দেখেন। তাঁহার সহস্র চক্ষু।[৮]

তং ত্বা সহস্রচক্ষসমথো সহস্রভর্ণসং।[৯]

— তুমি সহস্র চক্ষু! তুমি অনেক পাত্রে পূর্ণ হইয়াছ।[১০]

বৈদিক দেবতাদের মধ্যে বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি অনেকেই রাজা বা সম্রাট নামে অভিহিত হন। সোমও রাজা আখ্যা লাভ করেছেন।

সংরাজন্নোষধীভ্যঃ।[১১] – হে রাজন্, ওষধিগণের কল্যাণবিধান কর।

ভরৎ সমুদ্রং পবমান উর্মিণা রাজা দেব ঋতং বৃহৎ।[১২]

– দেব (উজ্জ্বল) এবং সত্যরূপীরাজা সোম পবমান উর্মিদ্বারা সমুদ্র উত্তীর্ণ হন।

---

১ ঋগ্বেদ—৯।২।৯ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৯।৮।৮

৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—৯।৮।৮ ৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৭ ঋগ্বেদ—৯।৬০।১ ৮ অনুবাদ—তদেব ৯ ঋগ্বেদ—৯।৬০।২

১০ অনুবাদ—তদেব ১১ ঋগ্বেদ—৯।১১।৩ ১২ ঐ —৯।১০৭।১৫

যত্তে রাজঞ্ছৃতং হবিস্তেন সোমাভিঃ রক্ষ নঃ।[১]

– হে রাজন্, তোমার জন্য যে শত হবি প্রস্তুত করা হয়েছে, তদ্দারা আমাদের রক্ষা কর।

রাজা সমুদ্রং নদ্যো বি।[২]

– তিনি রাজা, নদী হইতে সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইতেছেন।[৩]

সোমোঽস্মাকং ব্রাহ্মণানাং রাজা। —সোম আমাদের মত ব্রাহ্মণদের রাজা।

বৃহস্পতি প্রাযচ্ছদ্ বাস এতৎ সোমায় রাজ্ঞে পরিধাতবা উ।[৪]

ইন্দ্রো মরুতঃ সমজিনৎ সোমায় রাজ্ঞে প্রোচ্য।[৫]

বৃহস্পতি এই বস্ত্র সোমরাজাকে পরিধানের জন্য দান করেছিলেন।

ইন্দ্র মরুদ্গণের নিকট থেকে সোমরাজার নিমিত্ত এই বলে সহস্র গাভী জয় করেছিলেন।

সোম জলের পুত্র বা পৌত্র। "শিশুর্মহীনাং"[৬]—জলের পুত্র।

তনূনপাৎ পবমানঃ শৃঙ্গে শিশানো অর্ষতি।

অন্তরিক্ষেণ রারজৎ॥[৭]

—জলের পৌত্র সোম, উন্নত প্রদেশে তীক্ষ্ণ হইয়াও অন্তরীক্ষে প্রদীপ্ত হইয়া গমন করেন।[৮]

লক্ষণীয় এই যে তনূনপাৎ শব্দে অগ্নিকে বোঝায়। অগ্নিকে বারংবার জলের পুত্র বা পৌত্ররূপে উল্লেখ করা হয়েছে। সোমকে তনূনপাৎ বলায় সূর্যরূপী অগ্নির কথাই আভাষিত হচ্ছে। অগ্নিই জলের গর্ভরূপে কথিত। সোম দেবতাদের কাছ থেকে জলের গর্ভ প্রার্থনা করে নিয়েছিলেন - "অপাং যদ্গর্ভোঽবৃণীত দেবান্।[৯]

সোম ইন্দ্রের ন্যায় বৃত্রহন্তা—হন্তাবৃত্রাণামসি (ঋক্—৯।৮৮।৪) ত্বং রাজোত বৃত্রহা (ঋক্—১।৯১।৫)।

অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি বলের পুত্র। সোম বলের নেতা—"অনপ্তম্"[১০] বা বলের অধিপতি—'শবস্পতে।'[১১]

সোমের পিতার নাম পর্জন্য :" পর্জন্যঃ পিতা মহিষস্য।"[১২]—বলবান সোমের পিতা পর্জন্য।

---

১ ঋগ্বেদ—৯।১১৪।৪ ২ ঋগ্বেদ—৯।৮৬।৮ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত।
৪ অথর্ববেদ—১৯।৩।২৪।৪ ৫ তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ—২১।১।১ ৬ ঋগ্বেদ—৯।১০২।১
৭ ঋগ্বেদ—৯।৫।২ ৮ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৯ ঐ —৯।৯৭।৪১
১০ ঐ —৯।১৬।২ ১১ ঋগ্বেদ—৯।৩৬।৬ ১২ ঐ —৯।৮২।৩

পর্জন্য বৃদ্ধং মহিষং ···।[১] —বলশালী সোম পর্জন্যের দ্বারা বর্ধিত।

মহাভারতে সোম প্রজাপতি,-কুরুবংশের আদি পুরুষ—সোমঃ প্রজাপতিঃ পূর্বং কুরূণাং বংশবর্ধনঃ।[২]

সোম নামক যে দেবতা রাজা, বৃষ্টিদাতা, ধনদাতা, সহস্রলোচন, বৃত্রহন্তা, দ্যাবা পৃথিবীর স্রষ্টিকর্তা এবং ধারণকর্তা, দীপ্তিমান,—সহস্রধারায় যিনি ক্ষরিত হন, তিনি যে একটি মাদক ওষধি লতা কিম্বা আকাশে শোভমান চন্দ্র নামক একটি বড় উপগ্রহ, এমন কথা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। সোমের গুণকর্মের অদ্ভুত মিল অন্য দেবতাদের সঙ্গে। সর্বাপেক্ষা সাদৃশ্য সূর্যের সঙ্গে। সোমের সঙ্গে সূর্যের সম্পর্কটি কয়েকটি ঋকের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সোম সূর্যের রথে অশ্ব যোজনা করে থাকেন।

উত ত্যা হরিতো দশ সূরো অযুক্ত যাতবে।
ইন্দুরিন্দ্র ইতি ব্রুবন্ ॥[৩]

—অপি চ। সোম ইন্দ্রের নাম উচ্চারণপূর্বক দশদিকে গতিবিধির জন্য সূর্যের অশ্ব যোজনা করিলেন।[৪]

সূর্যের অশ্বের নাম অরুষ অর্থাৎ লোহিতবর্ণ সোমও অরুষ—"সংমিশ্লো অরুষো ভব।"[৫]

অয়ং বিশ্বানি তিষ্ঠতি পুনানো ভুবনোপরি।
সোমো দেবো ন সূর্যঃ ॥[৬]

—সোমদেব সূর্যের মত পবিত্র হয়ে বিশ্বভুবনের উপরে বিরাজ করছেন।

অয়ং সূর্য ইবোপদৃগয়ং সরাংসি ধাবতি।
সপ্ত প্রবত আ দিবম্ ॥[৭]

এই সোম সূর্যের ন্যায় সর্বসংসার নিরীক্ষণ করেন, ইনি সরোবরের দিকে ধাবিত হন।

এতে বাতা ইবোরবঃ পর্জন্যস্যেব বৃষ্টয়ঃ।
অগ্নেরিব ভ্রমা বৃথা ॥[৮]

—এই সোম সকল মহাবায়ুর ন্যায়, মেঘের বৃষ্টির ন্যায়, অগ্নির শিখার ন্যায় সমস্ত ব্যাপ্ত করেন।[৯]

---

১ ঋগ্বেদ—৯।১১৩।৩ ২ উদ্যোগপর্ব—১৪৯।৩ ৩ ঋগ্বেদ—৯।৬৩।৯
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—৯।৬১।২১ ৬ ঐ —৯।৫৪।৩
৭ ঋগ্বেদ—৯।৫৪।২ ৮ ঐ —৯।২২।২ ৯ অনুবাদ—ঐ

সোম কোন বিশেষ স্থানে আবদ্ধ নন,—ইনি সকল স্থান থেকেই ক্ষরিত বা প্রকাশিত হন।

পবস্বাদ্ভ্যো অদাভ্যঃ পবস্বৌষধীভ্যঃ।
পবস্ব ধিষণাভ্যঃ ॥[১]

—হে সোম! তুমি জল হইতে ক্ষরিত হও, কিরণ হইতে ক্ষরিত হও, ওষধি হইতে ক্ষরিত হও, প্রস্তর হইতে ক্ষরিত হও।[২]

সোম আকাশ থেকেও ক্ষরিত হচ্ছেন—"অয়ংদিব ইয়র্তি।"[৩] সোম ক্ষরিত হন শতধারায়—সহস্র ধারায়ঃ

সহস্রনীথঃ শতধারো অদ্ভুত ইন্দ্রায়েৎ দুঃ পাতে কামাৎ মধু।[৪]

—এই আশ্চর্য সোমরস সহস্রধারায় শতধারায় ইন্দ্রের জন্য অতি চমৎকার মধু ক্ষরিত করিতেছেন।[৫]

কিরণময় সোম বিশ্বজগতের অধিপতিরূপে সর্বব্যাপী:

বিশ্বা ধামানি বিশ্বচক্ষ ঋভ্বসঃ প্রভোস্তে সতঃ পরি যন্তি কেতবঃ।
ব্যানশিঃ পবসে সোম ধর্মভিঃ পতির্বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজসি ॥[৬]

—হে সোম! তুমি সর্বদ্রষ্টা। তুমি প্রভু। তোমার চমৎকার কিরণপুঞ্জ সর্বস্থানে গতিবিধি করে। তুমি বিশ্বজগতের পতি, সর্বস্থানব্যাপী, সর্ববস্তুর অবলম্বন। এইরূপে তুমি ক্ষরিত হও।[৭]

সোম নদীদের রাজা, স্বর্গেরও অধীশ্বর—রাজা সিন্ধুনাং পবতে পতির্দিবঃ …।[৮]

তাঁর পরিচ্ছদ সূর্যকিরণময়,—স সূর্যস্য রশ্মিভিঃ পরিব্যত …।[৯]

সোম দিনের নির্মাণকর্তা-উজ্জ্বল রথারোহী—"বিমানো অহ্নাং … জ্যোতীরথঃ।[১০]

তিনি দ্যুলোকের স্তম্ভস্বরূপ,—"স্কংভো দিবঃ।"[১১]

ইনি দ্যাবা পৃথিবীরও স্রষ্টা—"জনিতা রোদস্যো।"[১২]

দ্যাবা পৃথিবীর ধারণকর্তাও তিনি—"ত্বং দ্যাং চ মহীব্রত পৃথিবীং চাতি-জভ্রিষে।"[১৩]—হে মহাব্রতধারী, তুমি আকাশ ও পৃথিবীকে ধারণ করে আছ।

---

১ ঋগ্বেদ—৯।৫৯।২ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৯।৬৮।৯
৪ ঐ —৯।৮৫।৪ ৫ তদেব ৬ ঐ —৯।৮৬।৫
৭ তদেব ৮ ঋগ্বেদ—৯।৮৬।৩৩ ৯ ঐ —৯।৮৬।৩২
১০ ঋগ্বেদ—৯।৮৬।৪৫ ১১ ঐ —৯।৮৬।৪৬ ১২ ঐ —৯।৯০।১
১৩ ঐ —৯।১০০।৯

সোম সূর্যের নিকটবর্তী হয়ে দ্যুলোক ও ভূলোককে জ্যোতিতে পূর্ণ করেন।

স পুনান উপ সূরে ন ধাতোভে অপ্রা
রোদসী বি ষ আবঃ ॥[১]

—তিনি শোধন (পবিত্র) হইয়া যেন সূর্যের নিকটবর্তী হইলেন, তিনি দ্যুলোক ও ভূলোককে আপন জ্যোতিতে পরিপূর্ণ করিলেন।[২]

তিনি সূর্যরূপে আকাশের অন্ধকার দূর করে থাকেন।

ক্রত্বা শুক্রেভিরক্ষভির্ঋণোরপ ব্রজং দিবঃ ॥[৩]

—হে সোম! তোমার নিজ কর্মদ্বারা তুমি তোমার নির্মল কিরণ সহকারে আকাশের অন্ধকার বিনষ্ট করিলে।[৪]

ঋষি প্রার্থনা করেছেন,—

স পবস্ব বিচর্ষণ আ মহী রোদসী পৃণ
উষাঃ সূর্যো ন রশ্মিভিঃ ॥[৫]

—হে সর্বদর্শী সোম! তুমি ক্ষরিত হও, আপন রসের দ্বারা। সূর্য যেমন রশ্মি দ্বারা দিনসকলকে পূর্ণ করেন, সেইরূপ দ্যাবা পৃথিবীকে পূর্ণ কর।[৬]

সোমের সঙ্গে গন্ধর্বের নিবিড় সম্পর্ক ঋগ্বেদে বর্ণিত হয়েছে। গন্ধর্ব সোমের স্থান রক্ষা করেন, —গন্ধর্ব ইত্থা পদমস্য রক্ষতি।[৭] কখনও তিনিই দিব্য অর্থাৎ আকাশে জাত গন্ধা "দিব্যং গন্ধর্বং।"[৮] কখনও তিনি গন্ধর্বরূপে আকাশের উপরিভাগে থেকে কিরণসম্পাতে সর্বজগৎ আলোকিত করেন :

ঊর্ধ্বো গন্ধর্বো অধি নাকে অস্থাদ্
বিশ্বারূপা প্রতিচক্ষাণো অস্য।
ভানুঃ শুক্রেণ শোচিষা ব্যদ্যৌৎ প্রারু
রুচোদ্রোদসী মাতরা শুচিঃ ॥[৯]

—ইনি গন্ধর্ব, আকাশের ঊর্ধ্বভাগে ছিলেন। ইনি সেই স্থান হইতে তাবৎ বস্তু নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, ইঁহার তেজ শুভ্রবর্ণ কিরণ বিস্তারপূর্বক দীপ্তি পাইতেছিল, সেই শুভ্র আলোক জনক-জননীতুল্য দ্যুলোক ভূলোককে জ্যোতির্ময় করিল।[১০]

---

১ ঋগ্বেদ—৯।৯৭।৩৮ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৯।১০২।৮
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—৯।৪১।৫ ৬ তদেব ৭ ঐ —৯।৮৩।৪
৮ ঋগ্বেদ—৯।৮৬।৩৬ ৯ ঋগ্বেদ—৯।৮৫।১২ ১০ অনুবাদ—তদেব

এখানে সোম স্পষ্টতঃই সূর্যরূপী। সায়নাচার্যও এখানে গন্ধর্ব শব্দের অর্থ করেছেন সূর্য।

গন্ধর্বের নিবাসস্থান দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষ প্রদেশ – "গন্ধর্বস্য ধ্রুবে পদে।"[১] রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "এই সকল ও অন্যান্য ব্যাখ্যা ঋক্ হইতে অনুমান হয় যে সায়নের ব্যাখ্যা প্রকৃত, গন্ধর্বের আদি অর্থ সূর্য বা সূর্যরশ্মি। কিন্তু ঋগ্বেদের রচনার সময়ই গন্ধর্বগণ একরূপ কাল্পনিক জীব হইয়া দাঁড়াইলেন।"[২]

ঋগ্বেদে আর একস্থানে বলা হয়েছে, কয়েকজন অপ্‌সরা এসে সোম প্রস্তুত করেছিলেন।

সমুদ্রিয়া অপ্‌সরসো মনীষিণমাসীনা
তাং তরভি সোমমক্ষরন্॥[৩]

—আকাশ বিহারিণী কয়েকজন অপ্‌সরা আসিয়া মধ্যে উপবেশন পূর্বক সুপণ্ডিত সোমরসকে প্রস্তুত করিল।[৪] 'সমুদ্রিয়া', শব্দের অর্থ অনুবাদক করেছেন, 'আকাশ বিহারিণী'। আকাশ অর্থে সমুদ্রশব্দের প্রয়োগ বেদে হামেশাই পাওয়া যায়। আকাশে বিহারকারী সূর্যকিরণ অপ্‌সরা,—যাঁরা অপ্ অর্থাৎ জল নিঃসৃত করেন। 'সমুদ্রিয়া' শব্দের অর্থ 'সমুদ্রে উদ্ভূত'-ও হতে পারে। Goldstuker মনে করেছেন যে সূর্যকিরণে আকৃষ্ট জলীয় বাষ্পই অপ্‌সরা—"Personifications of the vapours which are attracted by the sun and form into mist or clouds."[৫]

আকাশবিহারী সূর্যরশ্মি অথবা সমুদ্রজাত জলীয় বাষ্প সূর্যরূপী সোমকে প্রস্তুত করে থাকে অর্থাৎ সোম বা সূর্যের স্বরূপ প্রকাশিত করে।

অপ্‌সরাগণ গন্ধর্বের পত্নী,—এরূপ কাহিনী প্রচলিত। রমেশচন্দ্র এ সম্পর্কে লিখেছেন, "যখন লোকে গন্ধর্ব ও অপ্‌সরা শব্দদ্বয়ের আদি অর্থ ভুলিয়া গেল, তখন অপ্‌সরাগণ গন্ধর্বগণের স্ত্রী এইরূপ উপাখ্যান সৃষ্ট হয়। সূর্যরশ্মিদ্বারা জলীয় বাষ্প আকৃষ্ট হয়, এই কি এই উপাখ্যানের আদি কারণ?"[৬] আমরা মনে করি সূর্য ও সূর্যরশ্মির মিলন অথবা সূর্যরশ্মি ও জলীয়বাষ্পের মিলন গন্ধর্ব-অপ্‌সরা সম্পর্কিত কাহিনীর উৎস।

১ ঋগ্বেদ—১।২২।১৪ ২ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ ২য়, পৃঃ ১৩৩৪, ১।৮৩।৪ ঋকের টীকা
৩ ঐ —৯।৭৮।৩ ৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৫ Muir's O. S. T., vol. V (1184), page 345
৬ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ২য়, ৯।৮৩।১ টীকা

সোম সম্পর্কে যে বিবরণ উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে সোমকে কেবলমাত্র লতাবিশেষ বা চন্দ্র নামক উপগ্রহটিকে বোঝায় না। পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়, সোম প্রথমতঃ সূর্য বা সূর্যাগ্নিরূপী তৈজস শক্তিকেই বোঝায়। পরে সোম, চন্দ্র এবং সোমলতায় পরিণত হয়েছেন। যে সোম সর্বব্যাপী সর্বদ্রষ্টা—বিশ্বভুবনের সৃষ্টিকর্তা—জীবস্রষ্টা—দ্যাবাপৃথিবীর ধারক—বৃষ্টিদাতা—বৃত্রহন্তা—সর্বজগতের অধীশ্বর—জ্যোতির্ময়—আলোকের অধিপতি, তিনি কখনই কোন মাদক ওষধি বা কোন জড় উপগ্রহ হতে পারেন না। তিনি অবশ্যই সর্বদেবময় সূর্যাগ্নি। কালক্রমে সোমের স্বরূপ আচ্ছাদিত হওয়ায় তিনি চন্দ্র এবং মাদক ওষধি বা ওষধির রসে পরিণত হলেন এবং সূর্য, চন্দ্র এবং ওষধিলতা সংমিশ্রিত হয়ে এমনিই এক রহস্যময় বস্তুতে পরিণত হলেন যে প্রকৃত সোমতত্ত্ব নিরূপণ দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

বেদে বারংবার সোমকে সুপর্ণ বলা হয়েছে; কখনও বলা হয়েছে সোমকে আহরণ করেছেন সুপর্ণ :

অতস্ত্বা রয়িমভি রাজানং সুক্রতো দিবঃ
সুপর্ণো অব্যথির্ভরৎ ॥
বিশ্বস্মা ইৎ স্বর্দশে সাধারণং রজস্তুরং
গোপামৃতস্য বির্ভরৎ ॥[১]

—হে চমৎকার কার্যকরী সোম! এই নিমিত্ত শ্যেনপক্ষী অবলীলাক্রমে তোমাকে স্বর্গলোক হইতে আহরণ করিয়াছিল; কেননা, তুমি ধন বিতরণ করিবার রাজা।

এই সোম জল (বৃষ্টি) বিতরণ করেন, ইনি স্বর্গবাসী তাবৎ দেবতার পক্ষে সমান, ইনি পুণ্যকর্মের বিঘ্ন নিবারণ কর্তা, ইহা জানিয়া সুপর্ণ সোম আহরণ করেন।[২]

সুপর্ণই শ্যেনপক্ষী। শ্যেন দ্যুলোক থেকে ইন্দ্রের পানের নিমিত্ত সোম এনেছিল।

স ত্বামদদ্বৃষা মদঃ সোমঃ শ্যেনাভৃতঃ সুতঃ।[৩]

—হে ইন্দ্র! সেবনযুক্ত হর্ষকর এবং শ্যেনপক্ষীর আনীত অভিষুত সোমরস তোমাকে হর্ষযুক্ত করিয়াছে।[৪]

---

১ ঋগ্বেদ—৯।৪৮।৩-৪ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১।৮০।২
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

ইন্দ্র পিব বৃষধূতস্য বৃষ্ণ আ যং তে শ্যেন উশতে জভার ।[১]

—হে ইন্দ্র! তুমি সোমাভিলাষী, তুমি প্রস্তর দ্বারা অভিষুত অভিমত ফল সেচক সোমরস পান কর। শ্যেনপক্ষী তোমার জন্য উহা আনয়ন করিয়াছে।[২]

ঋগ্বেদেই কিন্তু সোম কখনও সুপর্ণের সঙ্গে উপমিত হয়েছেন, কখনও সোম স্বয়ং সুপর্ণ।

শ্যেনো ন যোনিং সদনং ধিয়া কৃতং
হিরণ্যয়মাসদং দেব এষতি ॥[৩]

—যেমন শ্যেনপক্ষী আপন কুলায়ে প্রবেশ করে, তদ্রূপ দীপ্তিশালী সোমরস সুগঠিত সুবর্ণময় আধারে প্রবেশ করেন।[৪]

শ্যেনো ন যোনিমাসদৎ।[৫]

—সোম শ্যেনের মত স্বস্থান প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

কোন কোন স্থলে সোমকেই সুপর্ণ বলা হয়েছে :

দিব্যঃ সুপর্ণোঽব চক্ষি।[৬]

—হে সোম, তুমি আকাশবিহারী সুপর্ণ, নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত কর।[৭]

সুপর্ণ বা শ্যেন পক্ষী বলতে বৈদিক ঋষি কি বুঝেছেন? সুপর্ণ সূর্য ভিন্ন আর কিছু নয়। ঋগ্বেদে নানা স্থানে সুপর্ণ শব্দটি পাই। দেবতাদের একত্ব প্রতিপাদক সুপ্রসিদ্ধ ঋক্‌টিতে সুপর্ণ একজন পৃথক দেবতা। ইনি ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা প্রভৃতি সকল দেবতার সঙ্গে অভিন্ন।

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণঃ গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥[৮]

এই সুপর্ণ কেমন? তিনি দিব্য। যাস্ক বলেছেন, "দিব্যো দিবিজঃ"[৯]—দিব্য শব্দের অর্থ দ্যুলোকে অর্থাৎ আকাশে উদ্ভূত।

আর কেমন? তিনি গরুত্মান্। গরুত্মান্ শব্দের অর্থ সায়নাচার্যের মতে "গরণবান্ পক্ষবান্ বা।" গরণ শব্দের অর্থ স্তুতি। সুতরাং গরুত্মান্ শব্দের অর্থ স্তুতিবান্ বা পক্ষবান্।

আচার্য যাস্ক লিখেছেন, "গরুত্মান্ গরণবান্ গুর্বাত্মা মহাত্মেতি বা।"—[১০] গরুত্মান্ অর্থে গরণবান বা স্তুতিমান অথবা মহাত্মা।

---

১ ঋগ্বেদ—৩।৪৩।৭ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৯।৭১।৬
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—৯।৬২।৭ ৬ ঐ —৯।৯৭।৩৩
৭ তদেব ৮ ঋগ্বেদ—১।১৬৪।৪৬ ৯ নিরুক্ত—৭।১৮।৩ ১০ নিরুক্ত—৭।১৮।৪

পণ্ডিত অমরেশ্বর ঠাকুর যাস্কের উক্তি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "আদিত্যের উদ্দেশ্যে যে সকল স্তুতি করা হয়, তাহা দ্বারাই আদিত্য স্তুতিমান।"[১]

রমেশচন্দ্র দত্ত ঋক্‌টির অনুবাদ প্রসংগে লিখেছেন, "(এই আদিত্যকে) মেধাবীগণ, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলিয়া থাকেন। ইনি স্বর্গীয় পক্ষবিশিষ্ট ও সুন্দর গমনশীল। ইনি এক হইলেও ইঁহাকে বহু বলিয়া বর্ণনা করে। ইঁহাকে অগ্নি যম ও মাতরিশ্বা বলে।"

এই সূক্তেই পুনরায় সূর্যকে সুপর্ণ বলা হয়েছে :

দিব্যং সুপর্ণং বয়সাং বৃহন্তমপাং গর্ভং দর্শতমোষধীনাম্।[২]

—(সূর্যদেব) স্বর্গীয়, সুন্দর গতিবিশিষ্ট, গমনশীল, প্রকাণ্ড, জলের গর্ভ সমুৎপাদক এবং ওষধিসমূহের প্রকাশক।[৩]

সূর্য যেমন সুপর্ণ, সোমও তেমনি সুপর্ণ। সোমের মত সূর্যও ওষধির বৃদ্ধিকর্তা।

সূর্যাগ্নিরূপী সুপর্ণ এক এবং অদ্বিতীয়—সমগ্র বিশ্বভুবনে বিরাজমান।

একঃ সুপর্ণঃ সমুদ্রমাবিবেশ
স ইদং বিশ্বং ভুবনংবিচষ্টে ॥[৪]

—এক অদ্বিতীয় সুপর্ণ সমুদ্রে (আকাশে) প্রবেশ করেছিলেন, তিনি এই সমগ্র বিশ্বভুবন পরিদর্শন করেন।

সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।[৫]

—এক সদ্বস্তু সুপর্ণকেই কবিগণ বাক্যের দ্বারা বহুরূপে বর্ণনা করেন।

সুপর্ণ যে সূর্যাগ্নির তেজোরূপী চিৎশক্তি এই ঋক্‌গুলিতে তা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হয়েছে। সুপর্ণ কর্তৃক অমৃত হরণের তাৎপর্য ঋগ্বেদেই কথিত হয়েছে।

যত্রা সুপর্ণা অমৃতস্য ভাগমনিমেষং বিদথাভিস্বরন্তি।
ইনো বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপাঃ স মা ধীরঃ পাকমত্রাবিবেশ ॥[৬]

—যে আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত সুন্দরগতি রশ্মিগন কর্তব্যবোধে অনিমেষভাবে উদকের ভাগ শোষণ করে, সেই আদিত্যমণ্ডল স্থায়ী সমস্ত ভুবনের প্রভু রক্ষক ধীমান্ আদিত্য অপক্কবুদ্ধি আমাকে এই স্থানে (আদিত্যমণ্ডলে) প্রবেশ দান করুন।[৭]

---

১ নিরুক্ত (ক. বি.)—পৃঃ ৮৯৯ ২ ঋগ্বেদ—১।৬৪।৫২ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ ঋগ্বেদ—১০।১১৪।৪ ৫ ঐ —১০।১১৪।৫ ৬ ঋগ্বেদ—১।১৬৪।২১
৭ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

অনুবাদক রমেশচন্দ্রের মতে সুপর্ণ আদিত্যমণ্ডলস্থিত সূর্যরশ্মি, অমৃত উদক বা জল ; সুপর্ণকৃত অমৃতহরণ সূর্যরশ্মি কর্তৃক জল শোষণ।

যাস্ক বলেছেন, সুপর্ণ শব্দের অর্থ প্রসংগে,—"যত্র সুপর্ণাঃ সুপতনা আদিত্যরশ্ময়ঃ।"[১] —অর্থাৎ সুন্দর গতি আদিত্যরশ্মিই সুপর্ণ।

উক্ত ঋক্ সম্পর্কে যাস্ক আরও বলেছেন, "ঈশ্বরঃ সর্বেষাং ভূতানাং গোপয়িতাদিত্যঃ।"[২] —সকল জীবের ঈশ্বর রক্ষক আদিত্যই সুপর্ণ।

অথর্ববেদও সূর্যকেই সুপর্ণ বলে অভিহিত করেছেন।[৩] নিঘণ্টুতে (১।৫) সুপর্ণ সূর্যরশ্মি।

অমৃত বলতে যাস্ক কি বুঝেছেন ? যাস্ক বলেছেন, "অমৃতস্য ভাগমুদকস্য"[৪] —অমৃতের ভাগ অর্থাৎ জলের ভাগ বা জলীয় অংশ।

জীবের জীবন জলই অমৃত। "উদক প্রাণিগণের জীবনহেতু বলিয়া অথবা অমরণধর্মা (বিনাশ রহিত) বলিয়া অমৃত।"[৫]

অতএব সুপর্ণ কর্তৃক অমৃত হরণ বা আহরণের তাৎপর্য সুস্পষ্ট। মহাভারতে পুরাণে সূর্যরূপী বিষ্ণুর বাহন গরুড় বা সুপর্ণ। স্বর্গ থেকে গরুড় কর্তৃক অমৃত আহরণের যে কাহিনী মহাভারতে-পুরাণে বিবৃত হয়েছে তার মূল সুপর্ণ কর্তৃক সোম আহরণের কাহিনীর মধ্যে নিহিত। সুপর্ণ, গরুড় ও সূর্যসারথি অরুণ একই বস্তু। গরুত্মান্ সুপর্ণই পুরাণের পক্ষবান্ গরুড়। সুপর্ণ কর্তৃক সোম আহরণের আর একটি তাৎপর্য লক্ষিত হয়। সোমও মূলতঃ সূর্যরশ্মি বা সূর্যের তেজ। ঋগ্বেদে বহুস্থানে বলা হয়েছে যে সোম কলশে প্রবেশ করেন। সাধারণতঃ এই ব্যাপারের তাৎপর্য প্রসঙ্গে বলা হয় যে, সোমরস কলশে স্থাপন করা হয়। একটি ঋকে বলা হয়েছে :

> দিবঃ সুপর্ণো বচক্ষি সোমঃ পিন্ব ধারা কর্মণা দেববীতৌ।
> ক্রন্দো বিশঃ কলশং সোমধানং ক্রন্দন্নহি সূর্যস্যোপরশ্মিঃ ॥[৬]
> অধিদ্বিষীরধিত সূর্যস্য দিব্যঃ সুপর্ণ অবচক্ষথ।
> ক্ষাং সোম পরিক্রতুনা পশ্যতেজো ॥[৭]

—সুপর্ণ সোম সূর্যের কিরণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এবং তথা হইতে পুনরায় জাত হইয়া পৃথিবীকে দেখেন।[৮]

১ নিরুক্ত—৩।১১।৬ ২ নিরুক্ত—৩।১২।৭ ৩ অথর্ব—১৩।২।২।৯ ; ১৯।৭।৬৬।১
৪ ঐ —৩।১২।৩ ৫ অমরেশ্বর ঠাকুর, নিরুক্ত—পৃঃ ৩৯৬ ৬ ঋগ্বেদ—৯।১৯।৩৩
৭ ঋগ্বেদ—৮।৯।৭৯ ৮ অনুবাদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী

ঋজীপী শ্যেনো দদমানো অংশুং পরাবতঃ
শকুনো মন্দ্রং মদং ॥[১]

—(অশ্বিদ্বয়) যেরূপ ইন্দ্রবান্ দেশে ভুজ্যুকে (বহন করিয়াছিল), সেইরূপ ঋজুগামী শ্যেন বৃহৎ দ্যুলোকের উপরিভাগ হইতে সোম হরণ করিয়াছিল।[২]

সুপর্ণ সোম বা সূর্যরশ্মি রাত্রিতে চন্দ্রে প্রবেশ করে ও দিবাভাগে পুনরায় সূর্যে আগমন করে। সোম আহরণের এইটিই প্রকৃত তাৎপর্য। এইজন্যই সূর্যও সুপর্ণ, সোমও সুপর্ণ। চন্দ্রমণ্ডলে সূর্য কর্তৃক রশ্মি প্রেরণ ও চন্দ্রমণ্ডল থেকে রশ্মি আহরণের ব্যাপারই রূপকাবৃত হয়েছে। সোম নক্ষত্রদের নিকটে স্থাপিত হন—"অথ নক্ষত্রাণামেষামুপস্থে সোম আহিতঃ।" —এই নক্ষত্রগণের নিকটে সোমকে স্থাপিত করা হয়েছে।

নক্ষত্রদের নিকটস্থ সোম অবশ্যই চন্দ্র। সোমের নক্ষত্রপত্নীলাভের ইঙ্গিত এখানে পাচ্ছি।

প্রাথমিক অবস্থায় সোম ছিলেন সূর্য বা সূর্যাগ্নি। সোমের অগ্নিরূপতা বেদের নানা স্থানে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। অগ্নির মত সোম যজ্ঞের ধারণকর্তা।

ক্রতু নঃ সোম জীবসে।[৩]

—সোম, তুমি আমাদের যজ্ঞ ধারণ কর।

ইন্দু বা সোম যজ্ঞের চিরন্তন আত্মা :

আত্মা যজ্ঞস্য পূর্বঃ।[৪]

সোম যজ্ঞের জিহ্বা—ঋতস্য জিহ্বা। যজ্ঞের জিহ্বা অগ্নি। অগ্নির সপ্ত জিহ্বা। ইন্দ্রও দীর্ঘ জিহ্বা দ্বারা সোম পান করেন।[৫]

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে যজ্ঞ সুপর্ণরূপ ধারণ করেছিলেন।

যজ্ঞো বৈ দেবেভ্যোঽপাক্রামৎ স সুপর্ণরূপং কৃত্বা অচরৎ ॥[৬]

— যজ্ঞ দেবতাদের নিকট থেকে পলায়ন করেছিলেন। তিনি সুপর্ণরূপ ধারণ করে ভ্রমণ করছিলেন।

এখানে যজ্ঞ অর্থে যজ্ঞাগ্নি। যজ্ঞাগ্নি সুপর্ণ সূর্য বা সুপর্ণ চন্দ্রের সঙ্গে অভিন্ন হওয়ায় সুপর্ণরূপে পরিক্রমণ সুসঙ্গত। সোমই শোভনীয় যজ্ঞ—"ত্বং ভদ্রো অসি ক্রতুঃ।"[৭]

---

১ ঋগ্বেদ—৪।২৬।৬ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১০।২৫।৪
৪ ঐ —৯।২।১০ ৫ ঋগ্বেদ—৬।৪।১২ ৬ তাণ্ড্য মহাঃ ব্রাঃ—১৪।৩।১০
৭ ঋগ্বেদ—১।৯১।৫

সূর্যাগ্নি বা সুপর্ণরূপী সোম সর্বদেবময়—সর্বদেবাত্মক।

অয়ং পূষা রয়ির্ভগঃ সোমঃ পুনানো অর্ষতি।
পতির্বিশ্বস্য ভূমনো ব্যখ্যদ্রোদসী উভে ॥[১]

—ইনিই পূষা, ইনিই ধন, ইনিই ভগ নামক দেবতা, ইনিই শোধিত হইয়া যাইতেছেন, ইনি সমস্ত বিশ্বভুবনের অধিপতি, ইনি পৃথিবী ও আকাশকে পরস্পর পৃথক করিয়াছেন।[২]

চন্দ্রমণ্ডল থেকে সূর্য্যের রশ্মি সংহরণের বৃত্তান্ত ঋগ্বেদেই আছে:

অত্রাহ গোরমন্বত নাম ত্বষ্টুরপীচ্যং।
ইমা চন্দ্রমসো গৃহে ॥[৩]

—আদিত্যরশ্মি এই গমনশীল চন্দ্রমণ্ডলে অন্তর্হিত ত্বষ্টৃতেজ এইরূপে পাইয়াছিল।[৪]

এখানে ত্বষ্টৃতেজ সূর্যতেজকেই বোঝাচ্ছে।

সোম কলশে প্রবেশ করেন, এই তথ্য ঋগ্বেদ বারংবার প্রদান করেছেন। কলশ কি মৃৎপাত্র বা ধাতুপাত্রের ঘট বিশেষ? যাস্ক বলেছেন, "কলশঃ কস্মাৎ কলা অস্মিন্ শেরতে মাত্রাঃ।[৫]

—(অস্যার্থ) কলসের তাৎপর্য কি? কলা যাতে বর্তমান থাকে,—অর্থাৎ মাত্রা।

কলা বা মাত্রা বর্তমান থাকে চন্দ্রে। সুতরাং কলশ বলতে প্রাথমিক পর্যায়ে চন্দ্রমণ্ডল ব্যবহৃত হয়েছে। কলশ সোম অর্থাৎ কলাবান্ চন্দ্রমণ্ডল পরে মৃৎ বা ধাতুপাত্র ঘটে রক্ষিত সোমলতার রসে পরিণত হয়েছে। ঘট কি সোমরসের মাত্রা বা পরিমাণজ্ঞাপক ছিল? সেইজন্যেই কি ঘটের নাম কলস? এখনও ধেনো মদ (সস্তা ভাত পচানো মদ) হাঁড়ি মাপে বিক্রয় হয়। সেইজন্য কোন কোন সম্প্রদায় এই মদকে 'হাঁড়িয়া' বলে।

সুপর্ণ যে চন্দ্রমা, এ তথ্যও ঋগ্বেদে নানা স্থানে পাই—চন্দ্রমা অপ্স্বন্তরা সুপর্ণো ধাবতে দিবি।[৬]

—সুপর্ণ চন্দ্র আকাশে জলের মধ্যে ধাবিত হন।

সায়নাচার্য অপ্ বা জলের অর্থ করেছেন অন্তরীক্ষ আর সুপর্ণ তাঁর মতে রশ্মি। সুপর্ণ ইতি রশ্মি নাম। সুষুম্নাখ্যেন সূর্যরশ্মিনা যুক্তশ্চন্দ্রমা দিবি দ্যুলোকে

১ ঋগ্বেদ—৯।১০১।৭ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১।৮৪।১৫
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ নিরুক্ত—১১।১২।১৩ ৬ ঐ —১।১০৫

আ ধাবতে।" —সুপর্ণ রশ্মির নাম। সুষুম্না নামক সূর্যরশ্মির সঙ্গে যুক্ত চন্দ্রমা আকাশে ধাবিত হন।

চন্দ্র সুপর্ণ আখ্যা লাভ করার হেতু এখানে স্পষ্ট।

সোম সূর্যাগ্নিরূপী, অতএব সর্বদেবময়।

ত্রিভিষ্টং দেব সবিতর্বর্ষিষ্ঠৈঃ সোম ধামভিঃ।
অগ্নে দক্ষৈঃ পুনীহি নঃ॥[১]

—হে সোম! তুমিই সবিতা, তুমিই অগ্নি। তোমার এই বিপুল কার্যক্ষম মূর্তি; এই তিন মূর্তি দ্বারা আমাদিগকে পবিত্র কর।।[২]

রাজ্ঞো নু তে বরুণস্য ব্রতানি বৃহদ্‌গভীরং তব সোম ধাম।
শুচিষ্ট্বমসি প্রিয়ো ন মিত্রো দক্ষাখ্যো অর্যমেবাসি সোম॥
যা তে ধামানি দিবি যা পৃথিব্যাং যা পর্বতেষোষধিষ্বপ্‌সু।
তেভির্নো বিশ্বৈঃ সুনাম আহলন্রাজনৎ সোম প্রতি হব্যা গৃভায়॥[৩]

—হে সোম! রাজা বরুণের কার্যসমুদয় তোমারই; তোমার তেজ বিস্তীর্ণ ও গভীর; প্রিয় মিত্রের ন্যায় তুমি সকলের সংশোধক; অর্যমার ন্যায় তুমি সকলের বর্ধক।

হে সোম! তোমার যে তেজ দ্যুলোকে পৃথিবীতে পর্বতে ওষধিতে এবং জলে আছে, সেই তেজযুক্ত হইয়া, হে সুমনা এবং ক্রোধহীন রাজন্, আমাদের হব্য গ্রহণ কর।[৪]

ত্বমিমা ওষধীঃ সোম বিশ্বাস্তমপো অজনয় স্তং গাঃ।
ত্বমাততংথোর্বংতরিক্ষং ত্বং জোতিষা বি তমো ববর্থ॥[৫]

—হে সোম! তুমি এই সমস্ত ওষধি উৎপাদিত করিয়াছ, এবং বিশ্ব ও জল সৃষ্টি করিয়াছ, তুমি সমস্ত গাভী সৃষ্টি করিয়াছ। তুমি এই অন্তরীক্ষকে বিস্তীর্ণ করিয়াছ ও তাহার অন্ধকার জ্যোতি দ্বারা দূর করিয়াছ।[৬]

সোমের যে রূপ এই ঋক্‌গুলিতে পরিস্ফুট তাতে তিনি সূর্যাগ্নিরূপী পরমাত্মারূপে প্রতিভাত। এই জন্যই পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী সোম শব্দের অর্থ করেছেন শুদ্ধসত্ত্ব ব্রহ্ম। যে সোম সর্বব্যাপী, বিশ্বভুবনের স্রষ্টা, তমোনাশী, জ্যোতিঃস্বরূপ, ওষধিসমূহের উৎপাদক ও বৃদ্ধিকর্তা তিনি সূর্যাগ্নি ভিন্ন আর কে হতে পারেন? কৃষ্ণযজুর্বেদে সোম ওষধিসমূহের অধিপতি—"সোম ওষধীনাং।"[৭]

---

১ ঋগ্বেদ—৯।৬৮।২৬ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৯।৯১।৩-৪
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—১।৯১।২২ ৬ অনুবাদ—তদেব ৭ কৃঃ যজুঃ—৩।৩।৪ ৫

শ্রীঅরবিন্দ সোমকেও রূপক হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে সোম আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ।

"The wine of Soma represents the intoxication of Ananda the divine delight of being, inflowing upon the mind from the supramental consciousness through the Rtam or Truth."[১]

"The Soma wine symbolises the replacing of our ordinary sense enjoyment by divine Ānanda"[২]

"The Soma is the immortal delight of the existence secret in the waters and the plants and pressed out for drinking by gods and men."[৩]

সোম যেমন সর্বাধিপতি, সর্বময়, শুক্লযজুর্বেদে অগ্নি তেমনি সকল জড়-জীবের গর্ভ বা অন্তরস্থিত আত্মা :

গর্ভো অস্যোষধীনাং গর্ভো বনস্পতীনাং।
গর্ভো বিশ্বস্য ভূতস্যাগ্নে গর্ভো অপাময়সি ॥[৪]

সূর্যাগ্নিরূপী যে তেজ বা কিরণ চন্দ্র নামক উপগ্রহটিকে আলোকিত করে তাই সোম নামে বেদে প্রসিদ্ধ। অতএব চন্দ্রও সোম নামে পরিচিত হলেন। সূর্য ছিলেন তারকার অধিপতি বৃহস্পতি। পরে বৃহত্তম গ্রহের নাম হিসাবে চিহ্নিত হওয়ায় রাত্রিকালের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক হিসাবে তিনিই হলেন তারাপতি। রোহিণী উপাখ্যানের একটি তাৎপর্য অথর্ববেদ থেকে উপলব্ধি করি। অথর্ববেদে রোহিণী সূর্যের প্রতি অনুরক্তা। "অথর্ববেদে (১৩।১) উত্থন্ ভানুর নাম রোহিত। ইনিও 'সহস্রশৃঙ্গ বৃষভ', যুবা কবি ও 'সুবীরঃ'। সুবর্ণা রোহিণী ইহার অনুরতা।"[৫]

অতএব সোম ও রোহিণী উপাখ্যানের মূল এখানে বর্তমান। সূর্যরূপী সোমের প্রতি রোহিণী অনুরাগিণী ছিলেন। সোম যখন চন্দ্রে পরিণত হলেন তখন স্বাভাবিকভাবেই চন্দ্রপথে অবস্থিত উজ্জ্বলতম নক্ষত্র রোহিণী চন্দ্ররূপী সোমের প্রিয়তমা হয়ে উঠলেন।

মহাভারতে[৬] চন্দ্র বা সোম সমুদ্র মন্থনকালে জলধিতল থেকে আবির্ভূত

---

১ On the Veda—page 85 ২ On the Veda—page 91

৩ On the Veda—page 279 ৪ শুক্ল যজুঃ – ১২।৩৮

৫ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার—অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, ১ম—পৃঃ ৬৩ ৬ আদিপর্ব—১৮।১৪

হয়েছিলেন। আমরা পূর্বেই দেখেছি ঋকমন্ত্রে (১।১০৫) চন্দ্র জলমধ্যে ধাবিত হচ্ছেন। এই জল অবশ্যই অন্তরীক্ষ বা আকাশ। আকাশই সমুদ্র। আকাশ সমুদ্রে থেকেও চন্দ্র সর্বজন দৃশ্য। চন্দ্রের সমুদ্রজাত হওয়ার তাৎপর্য এই।

রুদ্র বা শিব চন্দ্রশেখর বা সোমনাথ। শিব চন্দ্রকলা মস্তকে ধারণ করেন। এই বিষয়ে স্কন্দপুরাণে একটি গল্প আছে : সমুদ্রমন্থনকালে চন্দ্র সমুদ্র থেকে উদ্ভূত হয়েই কালভৈরব নামক শিবলিঙ্গের আরাধনা করতে সুরু করেছিলেন। সোমের অত্যদ্ভুত তপস্যায় প্রীত হয়ে শিব বরদানে উদ্যত হলে সোম বললেন, তুমি সোমনাথ হও। শিব সোমকে মস্তকে ধারণ করলেন (৪৩-৫১)। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণানুসারে দক্ষকোপে ক্ষয়রোগগ্রস্ত শরণাগত চন্দ্রকে শিব স্বীয় ললাটে আশ্রয় প্রদান করেছিলেন। সূর্যরূপী রুদ্রের মস্তকে চন্দ্রকলার অবস্থান সহজবোধ্য ব্যাপার।

সোমতত্ত্ব নিয়ে দেশী-বিদেশী অনেক পণ্ডিত আলোচনা করেছেন। অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন, "বেদে সোমতত্ত্ব একটি রহস্যময় তত্ত্ব। এক সোম মানুষ পান করে, আর এক সোম দ্যুলোকে অবস্থান করেন। সূর্যাসূক্তে বলা হইয়াছে, 'সোমং যং ব্রাহ্মাণো বিদুর্ন তস্যাশ্নাতি পার্থিবঃ'—যে সোমকে ব্রাহ্মণগণ জানেন না, মানুষ তাহাকে পান করে না। দ্যুলোকের এই সোম সোমচন্দ্র। রূপে ও গুণে সোমলতা ও চন্দ্র অভিন্ন।"[১]

কিন্তু পূর্বের আলোচনায় দেখা গেছে যে সোমতত্ত্ব চন্দ্র বা উদ্ভিদ বিশেষের তত্ত্ব নয়। সোমতত্ত্ব প্রকৃতই রহস্যময়। এই রহস্য উদ্‌ঘাটনে কত পণ্ডিত মনীষীই না প্রয়াস করেছেন! Sir Charles Eliot-এর মতে সোম অমৃতত্ব বা অমরত্বের অধীশ্বর; ভক্তকে তিনি অনন্ত জীবন ও অনন্ত আলোর রাজ্যে স্থাপন করেন। সোম এখানে ঈশ্বরেরই প্রতিভূ।

"Soma is not a Sacred tree inhabited by some spirit of woods, but the lord of immortality, who can place his worshippers in the land of eternal life and light. Some of the finest and most spiritual of the Vedic hymns are addressed to him and yet it is hard to say whether they are addressed to a person or a beverage....Later Soma, was identified with the moon, perhaps because the juice was bright and Shining."[২]

১ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার, ১ম—পৃঃ ৬২

২ Hinduism & Buddhism—page 51

Maxmuller-এর মতে বেদের সোম বা আবেস্তার হোঅম জীবের প্রাণ বা প্রাণবৃক্ষ : "Hoama tree might remind us of the tree of life, considering that Hoama as well as the Indian Soma, was supposed to those who drank its juice."[১]

অপর একজন পণ্ডিত সোমকে জ্ঞানবৃক্ষ বলে উল্লেখ করেছেন, "Plainly speaking Soma is the fruit of the Tree of knowledge, forbidden by the Jealous Elophin to Adam and Eve of Yahir, lest man should become as one of us."[২]

আর এক পণ্ডিত সোমের সঙ্গে যজ্ঞানুষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এর মতে যজ্ঞে উৎসর্গিত সকল প্রকার দ্রব্য যা সাধারণতঃ হবিঃ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়, তাই সোম নামে পরিচিত।

"The food of ritual fire is Soma, the ritual offering. Every Substance, thrown in the Sacramental fire is a form of Soma, but the name is more particularly that of the sacrificial liquor through which the flames can be kindled. This is the elixir of life."[৩]

পূর্বেই আমরা দেখেছি যে যজ্ঞ বা যজ্ঞাধিষ্ঠিত পুরুষ সোম নামে অভিহিত হয়েছেন। পরবর্তীকালে হয়ত যজ্ঞানুষ্ঠানে একান্ত অপরিহার্য এবং মানুষের পক্ষেও প্রয়োজনীয় একপ্রকার উদ্ভিদের নির্যাস সোম নামে খ্যাত হয়েছে। কিন্তু যে আগ্নেয় তেজ সূর্যরূপে প্রতিভাত যিনি স্বয়ং যজ্ঞ এবং যজ্ঞীয় হবিঃ, তিনিই সোম নামে পরিচিত ছিলেন। সোমরসের হ্লাদকত্ব আকাশের চন্দ্রের সঙ্গে সাদৃশ্যজনক হওয়ায় চন্দ্রও সোম নাম লাভ করেছেন।

"In the later hymns of the Ṛgveda as well as in the Atharvaveda and in the Brahmans the offering (Soma) is indentified with the moon and with the god of the moon."[৪]

পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী মনে করেন যে অগ্নিমুখে দেবতার নিকটে উপস্থিত হবিঃই সোমরূপে কথিত হয়েছে অথবা 'বিশুদ্ধ জ্ঞান' সোমরূপে বর্ণিত হয়েছে। "সোম পরিদৃশ্যমান সামগ্রী নহে। 'সোম' বলিতে বিশুদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব অংশ। অগ্নি-

---

১ Chips from German workshop, vol. I
২ Secret Doctrine by M. Blavatsky, vol. II—page 65
৩ Hindu polytheism
৪ Hindu polytheism—page 98

মুখে সুসংস্কৃত অভিযুত হইয়া যজ্ঞহবির যে শুদ্ধসত্ত্ব অংশ দেবসমীপে গমন করিয়া থাকে, তাহাই সোম। অন্তর্নিহিত যে বিশুদ্ধ ভক্তি, তাহাই সোম। ক্লেদপরিশূন্য আবিল্যরহিত যে জ্ঞান তাহাই সোম। সোমকে আশ্রয় করিয়া ভগবৎ সমীপে উপনীত হইতে হয়। সেইজন্যই কোথাও হয়ত উপমায় সোমলতারূপে বর্ণিত হইয়াছে।"[১]

দুর্গাদাস আর একস্থানে লিখেছেন, "...শুধু তাই নয়, সোম সর্বজ্ঞ, বিশ্বের উৎপাদক! তাই আমরা যতই আলোচনা করিতেছি, ততই দেখিতেছি যে 'সোম' বলিতে 'সোমরস' নামক মাদক দ্রব্য তো বুঝায়ই না, অধিকন্তু উহা দ্বারা স্বর্গীয় অসীম শক্তিসম্পন্ন কোন বস্তুকে লক্ষ্য করে। ...সুতরাং সোম বলিতে ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বকেই যে লক্ষ্য করে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"[২]

সোমতত্ত্ব যে যে ভাবেই ব্যাখ্যা করুন না কেন সবই গিয়ে পৌঁছাচ্ছে তেজাত্মক প্রাণতত্ত্বে অথবা সেই তত্ত্বকে জানা যায় যে জ্ঞানের দ্বারা সেই জ্ঞানে। কিন্তু বেদে চন্দ্র সোম, লতা সোম বা সোমলতার রস এবং সূর্যাগ্নিরূপী প্রকৃত সোমের তত্ত্ব এরূপভাবে মিশ্রিত হয়ে গেছে যে একটা থেকে আর একটাকে পৃথক্ করা প্রায় অসম্ভব বোধ হয়। তথাপি অবধানতা সহকারে অধ্যয়ন করলে সোমের যথার্থ স্বরূপ অস্পষ্ট থাকে না।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে মানুষ বিস্মৃত হয়েছে সোমের প্রকৃত তত্ত্ব; কেবল মনে রেখেছে চন্দ্র সোমকে আর লতা সোমকে। সোমলতা কি জাতীয় উদ্ভিদ তাও মানুষ ভুলে গেছে; সোমলতা একটি কিম্বদন্তীতে পরিণত হয়েছে। সোমলতার পনেরোটি পাতা থাকে, শুক্লপক্ষে একটি একটি পাতা গজিয়ে উঠে পনেরটি পাতা হয়। আবার কৃষ্ণপক্ষে একটি একটি পাতা ঝরে যায়।

"সোমো নামৌষধিরাজঃ পঞ্চদশপর্ণঃ স সোম ইব হীয়তে বর্ধতে চ।"[৩]

—সোমলতা নামক ওষধিরাজ আছে; ইহার পঞ্চদশ পত্র; শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে চন্দ্রের এক কলা যেমন বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ উহারও এক এক পত্র উৎপন্ন হইতে থাকে: আর কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রকলার ন্যায় প্রত্যহ এক একটি করিয়া ক্ষয় পাইতে থাকে।[৪]

সোমলতা ও সোমচন্দ্রের নাম সাদৃশ্যহেতু এরূপ ক্ষয়বৃদ্ধির কাহিনী গড়ে

১ বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা—পৃঃ ৪০ ২ সামবেদ সংহিতা—দুর্গাদাস সম্পাদিত—পৃঃ ৩
৩ চরক সংহিতা, চিকিৎসিতস্থানম্—১।৬৭ ৪ অনুবাদ—যশোদানন্দন সরকার

উঠেছে। ইরাণ অঞ্চলেও সোমলতা কিম্বদন্তীরূপে উপস্থিত হয়েছিল আবেস্তার যুগে (খৃঃ পূঃ ৩০০০ অব্দ ?)। দুর্গাদাস লাহিড়ী লিখেছেন, "জেন্দ আবেস্তায় উহা (সোম) সর্বরোগনাশক বলিয়া অভিহিত। উক্ত গ্রন্থের মতে সোমলতা অমরত্ব বিধায়ক। মৃতদেহে জীবন সঞ্চারে সোমলতার (হোমের) অত্যাশ্চর্য কার্যকারিতা উপলব্ধি করিয়াই জোর ও য়াষ্ট্রীয়ানগণ পুনর্জন্মে আস্থাবান হইয়াছেন।"[১]

সোমলতাকে মানুষ বিস্মৃত হওয়ার ফলে সোমের পরিবর্তে পুঁই শাকের রস দিয়ে যজ্ঞ করার রীতি বহু প্রাচীন কালেই প্রবর্তিত হয়েছিল। "Owing to the difficulty of obtaining the real plant from a great distance, several substitute were allowed in the Brahmaṇa Period."[২]

শতপথ ব্রাহ্মণে (১৪।১।২।১২), পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে (৮।৪।১; ৯।৫।৩) এবং কাঠক সংহিতায় (৩৪।৩) পূতিকা বা পুঁইশাক সোমলতার পরিবর্ত হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে।

"Putika is the name of plant often mentioned as a substitute for the Soma plant."[৩]

"ষড়বিংশ ব্রাহ্মণে এবং মীমাংসা শাস্ত্রে সোমলতার অভাবে পূতিকা (পুঁইশাক) বিহিত আছে; যথা—"সোমাভাবে পূতিকামভিষুনুয়াৎ।"[৪]

"পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ভাষায় সোমলতা 'এসিডো এস্লেপিয়স্' (Acedo Asclepias) নামে অভিহিত। উহা একপ্রকার ভেষজ বৃক্ষবিশেষ। ঔষধরূপেই কেবলমাত্র উহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কিন্তু কেহ কেহ আবার উহাকে 'সেমিটিয়া' (Semetia Genia) নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।"[৫]

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে সোম ওষধি ভঙ্গা (ভাং) বা সিদ্ধি।[৬]

যাগযজ্ঞের প্রচলন বা প্রভাব হ্রাস পাওয়ায় ওষধি সোম বিস্মৃতির অন্ধকারে তিরোহিত হওয়ায় চন্দ্রই একমাত্র সোমরূপে কিম্বদন্তীর নায়ক হয়ে সর্বজনের প্রিয় হয়ে রইলেন।

সোম বা চন্দ্রের মূর্তি গড়ে পূজার রীতি প্রচলিত হয়েছিল কিনা জানিনা, তবে নবগ্রহের অন্যতমরূপে তিনি আজও পূজা লাভ করে থাকেন। পুরাণাদিতে সোমের মূর্তির বিবরণ থেকে মনে হয়, কোন সময়ে সোমেরও মূর্তিপূজার ব্যবস্থা ছিল।

---

১ বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা—পৃঃ ৪০
২ Vedic Index—Macdonell & Keith, vol. II, page 476
৩ Vedic Index—page II
৪ বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা—পৃঃ ৪০
৫ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—পৃঃ ১২৮-১২৯
৬ তদেব

"The moon-god is white, clad in white, with golden ornaments. He sits in a chariot drawn by the horses. He has two hands; one holds a mace, the other shows the gesture of removing fear."[১]

কালিকাপুরাণে চন্দ্রের বর্ণনা প্রায় একইরূপ :

শ্বেতঃ শ্বেতাম্বরধরো দশাশ্বো হেমভূষিতঃ।
গদাপাণির্দ্বিবাহুশ্চ কর্তব্যোবরদঃ শশী ॥[২]

—শ্বেতবর্ণ, শ্বেতবস্ত্রধারী, দশ অশ্ববাহিত, স্বর্ণাভরণভূষিত, গদাহস্ত, দ্বিভুজ ও বরদমুদ্রাবিশিষ্ট চন্দ্রমূর্তি নির্মাণ করবে।

শারদা তিলকে চন্দ্রের ধ্যানমন্ত্র :

কর্পূরস্ফটিকাবদাতমনিশং পূর্ণেন্দুবিম্বাননং
মুক্তাদামবিভূষিতেন বপুষা নির্মূলয়ন্তং তমঃ।
হস্তাভ্যাং কুমুদং বরং চ দধতং নীলা লোকোদ্ভাসিতম্ ॥
স্বস্যাঙ্কস্থমৃগাঙ্কোদিতাশ্রয়গুণং সোমং সুধাব্ধিং ভজে ॥[৩]

—কর্পূর ও স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র পূর্ণচন্দ্রের মত মুখ, মুক্তাহার বিভূষিত দেহ, অন্ধকার বিতাড়নকারী; দুই হাতে কুমুদ ও বর ধারণকারী, নীল আলোকে উজ্জল; নিজ ক্রোড়ে উদিতচন্দ্র শোভিত সুধাসমুদ্র সমন্বিত সোমকে ভজনা করি।

প্রপঞ্চসারতন্ত্রে চন্দ্রের বর্ণনা :

বিমলকমল সংস্থঃ সুপ্রসন্নাননেন্দুর্বরদ কুমুদহস্ত চারুহারাদিভূষঃ স্ফটিক-রজতবর্ণ... ।[৪]

—শ্বেতপদ্মে উপবিষ্ট, প্রসন্নমুখ, দুই হাতে বরদমুদ্রা ও কুমুদফুল, সুন্দর হার প্রভৃতি অলংকারমণ্ডিত, স্ফটিক ও রৌপ্যের মত শুভ্রবর্ণ... ।

শুক্রনীতিসারে সোম চতুর্ভুজ—মৃগ, বাদ্য, অভয় ও বরদহস্ত—"মৃগবাদ্যাভয়-বরহস্তা সোমস্য সাত্বিকী।"[৫]

তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে সোমের নয়টি শক্তি। এই নয়টি শক্তির নাম :

রাকা কুমুদ্বতী নন্দা সুধা সঞ্জীবনী ক্ষমা।
আপ্যায়নী, চন্দ্রিকা, হলাদিনী নব শক্তয়ঃ ॥

বলাবাহুল্য চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণই নবশক্তি কল্পনার উৎস।

১ Hindu polytheism—page 99-100 ২ কাঃ পুঃ—৭৯।৪৭
৩ শাঃ তি—১৪।৪ ৪ প্রঃ তঃ—১৬।৪ ৫ শুঃ নীঃ—৪।৪।১৪৭

বরুণ

বরুণ জলাধিপতি। বৃষ্টির অধিপতি ইন্দ্র বা পর্জন্য, আর মর্তের জলের অধিপতি বরুণ, অর্থাৎ বরুণ সাগরের অধীশ্বর। রামায়ণে সমুদ্র বরুণের বাসস্থান। সমুদ্রতীরে উপস্থিত হয়ে রামচন্দ্র সুগ্রীবকে বলেছিলেন, আমরা বরুণালয়ে এসে পৌঁছেছি,—এতে বয়মনুপ্রাপ্তাঃ সুগ্রীব বরুণালয়ম্।[১] মহাকবি আর একবার সমুদ্রকে বরুণাবাস বলে উল্লেখ করেছেন,—"পশ্যতো বরুণাবাসং নিষেদুর্হরি-যূথপাঃ।"[২] —দলপতি বানরগণ বরুণাবাস দেখে উপবেশন করলেন।

মহাভারতে একস্থানে সমুদ্রকেই বরুণ বলা হয়েছে :

বারুণানি চ ভূতানি বিবিধানি মহীধরঃ।[৩]

বরুণস্থ বা বরুণজাত বিবিধপ্রাণী বললে অবশ্যই সমুদ্রজপ্রাণীকে বোঝায়। অতএব বরুণ যে সমুদ্রের অধিদেবতা—এ কথা স্পষ্ট। সমুদ্রই বরুণের আবাস, সমুদ্রই বরুণের গৃহ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মেঘনাদবধ কাব্যে বরুণকে সাগরের সঙ্গে অভিন্ন করেছেন এবং সাগরতলে বরুণের বাসগৃহের বর্ণনা দিয়েছেন। রাবণের যুদ্ধসজ্জার প্রতিক্রিয়ায় সমুদ্রে যে আলোড়ন হয়েছিল তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বরুণপত্নী বারুণী বলেছেন—

কি কারণে, কহ, লো স্বজনি,
সহসা জলেশ পাশী অস্থির হইলা ?
দেখ, থর থর করি কাঁপে মুক্তাময়ী
গৃহচূড়া।[৪]

ঋগ্বেদে বরুণ একজন প্রধান দেবতা। ঋগ্বেদের বরুণ অন্তরীক্ষ ও সমুদ্রের পথ সম্পর্কে অভিজ্ঞ।

বেদা নো বীনাং পদমন্তরিক্ষেণ পততাং
বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ॥[৫]

— যিনি অন্তরীক্ষগামী, পক্ষীদিগের পথ জানেন, যিনি সমুদ্রে নৌকা সমূহের পথ জানেন …।[৬]

---

১ লংকাকাণ্ড—৪।৭ ২ লংকাকাণ্ড—৪।১০৭ ৩ আদিপর্ব—১৭।২১
৪ মেঘনাদ বধ—১ম সর্গ ৫ ঋগ্বেদ—১।২৫।৭ ৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

বরুণ রাজা, তিনি সূর্যের পরিক্রমণের পথও নির্মাণ করে থাকেন।

উরুং হি রাজা বরুণশ্চকার সূর্যায় পন্থামন্বেতবা উ।

অপদে পাদা প্রাতধাতবেহকরুতাপবক্তা হৃদয়াবিধশ্চিৎ ॥[১]

—রাজা বরুণ সূর্যের ক্রমান্বয়ে গমনার্থ পথ বিস্তীর্ণ করিয়াছেন; পদরহিত (অন্তরীক্ষে সূর্যের পদবিক্ষেপের জন্য পথ করিয়াছেন; তিনি আমার হৃদয়বিদ্ধকারী শত্রুকে তিরস্কার করুন।[২]

তিনি অন্তরীক্ষকে বিস্তৃত করেছেন, জলে অগ্নি, অন্তরীক্ষে সূর্য ও পর্বতে সোমলতাকে স্থাপন করেছেন :

বনেষু ব্যন্তরিক্ষং ততান বাজমর্বৎসু পয় উস্রিয়াসু।

হৃৎসু ক্রতু বরুণো অপ্স্বগ্নিং দিবি সূর্যমধাৎ সোমমদ্রৌ ॥[৩]

— তিনি বৃক্ষসকলের উপরিভাগে অন্তরীক্ষ বিস্তারিত করিয়াছেন, অশ্বগণকে বল, ধেনুগণকে দুগ্ধ ও হৃদয়ে সংকল্প প্রদান করিয়াছেন। তিনি জলে অগ্নি, অন্তরীক্ষে সূর্য ও পর্বতে সোমলতা স্থাপন করিয়াছেন।[৪]

বরুণ রাজা বা সম্রাটরূপে বহুস্থানে স্তুত হয়েছেন।

প্র সম্রাজে বৃহদর্চা··· ।[৫] —সম্রাট বরুণকে বহুতর স্তুতি কর।

রাজা রাষ্ট্রাণাং···।[৬] —রাষ্ট্র সমূহের রাজা বরুণ।

ত্বং বিশ্বেষাং বরুণাসি রাজা যে চ দেবা

অসুর যে চ মর্তাঃ ॥[৭]

—হে অসুর (মহাবল) বরুণ, তুমি যে সকল দেবতা আছেন বা মানুষ আছে তাদের সকলের রাজা।

বরুণ 'স্বরাজঃ'[৮] অর্থাৎ স্বরাট্—স্বাধীন রাজা।

তিনিই সম্রাট্—'সাম্রাজ্যায় সুক্রতুঃ'[৯] —সাম্রাজ্যসিদ্ধির জন্য শোভনকর্মা বরুণ।

সমস্ত বিশ্বভুবনেরই তিনি রাজা—'বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা।'[১০]

উরুং হি রাজা বরুণশ্চকার সূর্য্যায় পন্থামন্বেতবা উ।[১১]

—বরুণ রাজা সূর্যের গমনের নিমিত্ত বিস্তীর্ণ পন্থা নির্মাণ করেছেন।

---

১ ঋগ্বেদ—১।২৪।৮ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৮।৮৫।২ ৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঐ —৫।৮৫।১ ৬ ঋগ্বেদ—৭।৩৪।১১ ৭ ঐ —২।২৭।১০ ৮ ঋগ্বেদ—২।২৮।১ ৯ ঐ —১।২৫।১০ ১০ ঐ —৫।৮৫।৩ ১১ শুক্ল যজুঃ—৮।২৩

বরুণায় দেবতা রাজ্যায় নাতিষ্ঠন্ত স এতদ্দেব স্থানমপশ্যত্ততো বৈ তাস্তস্মৈ রাজ্যায় তিষ্ঠন্ত।[১] —(পুরাকালে) বরুণের রাজত্বের জন্য দেবগণ রাজত্ব গ্রহণ করেন নি। বরুণ দেবস্থান নামে এই সামমন্ত্র দর্শন করায় দেবগণ বরুণের রাজত্ব স্বীকার করলেন।

বরুণো হৈনদ্রাজ্য কাম আদধে। স রাজ্যমগচ্ছত্তস্মাদ্যশ্চ বেদ যশ্চ ন বরুণো রাজেত্যেবাহুঃ।[২]

—বরুণ রাজ্য কামনা করেছিলেন। তিনি রাজ্যে গমন করেছিলেন, সুতরাং যে জানে, এবং যে জানে না, সকলেই বরুণকে রাজা বলে থাকে।

ঋগ্বেদের বহুস্থলে মিত্র ও বরুণ একত্রে স্তুত হয়েছেন। কখনও মিত্র, বরুণ ও অর্যমা একত্র স্তুত বা আহূত হয়েছেন। কখনও আবার ইন্দ্র ও বরুণ একত্রে আহূত হয়েছেন। সূর্যোদয়ের পরে মিত্র-বরুণও স্তুত হন।

প্রতি বাং সূর উদিতে মিত্রং গৃণীষে বরুণং।
অর্যমনং রিশাদশম্ ॥[৩]

—সূর্য উদিত হইলে মিত্র, বরুণ ও শত্রুভক্ষক অর্যমাকে স্তব করিব।[৪]

প্রতি বাং সূর উদিতে সূক্তৈর্মিত্রং হুবে বরুণং পূতদক্ষম্।[৫]

—সূর্য উঠলে তোমাদের দুজনকে—মিত্র ও বরুণকে সূক্ত (ঋকমন্ত্র) দ্বারা আহ্বান করবো।

মিত্র ও বরুণ উভয়েরই অস্ত্র পাশ—"ভূরিপাশৌ"।[৬] পাশী বরুণ উপাসকের সকলপ্রকার পাশ (বন্ধন) ছেদন করেন—

উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বি মধ্যমং শ্রথায়।
তথা বয়মাদিত্য ব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম ॥[৭]

—হে বরুণ! আমার উপরের পাশ উপর দিয়া খুলিয়া দাও, মধ্যের পাশ শিথিল করিয়া দাও। তৎপরে হে অদিতিপুত্র! আমরা তোমার ব্রত না করিয়া পাপরহিত হইয়া থাকিব।[৮]

উদুত্তমং মুমুগ্ধি নো বি পাশং মধ্যমংচৃত।[৯]

—আমাদিগের উপরের পাশ উপর দিয়া খুলিয়া দাও, মধ্যের পাশ খুলিয়া দাও, যেন আমরা জীবিত থাকি।[১০]

---

১ তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ—১৫।৩।৩০ ২ শতপথ ব্রাঃ—২।২।২।১ ৩ ঋগ্বেদ—৭।৬৬।৭
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—৭।৬৫।১ ৬ ঐ —৭।৬৫।৩
৭ ঋগ্বেদ—১।২৪।১৫ ৮ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৯ ঋগ্বেদ—১।২৫।২১ ১০ অনুবাদ—তদেব

মিত্র, বরুণ এবং অর্যমা—তিনজনেই অদিতির পুত্র।

ইমে চেতারো অনৃতস্য ভূরের্মিত্রো অর্যমা বরুণো হি সন্তি।
ইম ঋতস্য বাবৃধুর্দুরোণে শগ্মাসঃ পুত্রা অদিতেরদব্ধা ॥[১]

—মিত্র, অর্যমা ও বরুণ প্রভৃত পাপের হন্তা, ইঁহারা সুখকর ও হিংসা রহিত এবং অদিতির পুত্র, ইহারা যজ্ঞের গৃহে বর্ধিত হন।[২]

স নো বিশ্বাহা সুক্রতুরাদিত্যঃ সুপথা করৎ ॥[৩]

—সেই শোভনকর্মা অদিতিপুত্র (বরুণ) আমাদিগকে সকল দিনই সুপথগামী করুন।[৪]

মিত্র, বরুণ ও অর্যমা জলের নেতা :

বরুণোমিত্রো অর্যমা যূয়মৃতস্য রথ্যাঃ।[৫] —হে মিত্র, বরুণ ও অর্যমা, তোমরা জলের নেতা।

মিত্র ও বরুণ বৃষ্টি প্রাদাতা :

ঋতস্য গোপাবধি তিষ্ঠতো রথং সত্যধর্মাণা পরমে ব্যোমনি।
যমত্র মিত্রাবরুণা বথো যুবং তস্মৈ বৃষ্টির্মধুমৎ পিন্বতে দিবঃ ॥[৬]

—হে বারিরক্ষক সত্যদর্শী মিত্র ও বরুণ! তোমরা স্বর্গের অত্যুন্নত প্রদেশে রথোপরি আরোহণ কর। এই যজ্ঞে তোমরা যে যজমানকে রক্ষা করিতেছ, বৃষ্টি স্বর্গ হইতে তাঁহার উদ্দেশ্যে সুমধুর বারিবর্ষণ করে।[৭]

বাচং সুমিত্রা বরুণাবিরাবতীং পর্জন্যাশ্চিত্রাং বদতি ত্বিষীমতীং।
অভ্রা বসত মরুতঃ সুমায়য়া দ্যাং বর্ষয়তমরুণামরেপসম্ ॥[৮]

—হে মিত্র ও বরুণ! (তোমাদিগেরই অনুগ্রহে) মেঘ অন্নসাধক, প্রভাব্যঞ্জক, বিচিত্র গর্জনধ্বনি করিতে থাকে; মরুৎগণ নিজ প্রজ্ঞাবলে মেঘসকলকে সম্যক্‌রূপে রক্ষা করেন এবং (তাঁহাদিগের সহিত) তোমরা উভয়ে অরুণবর্ণ ও নিষ্পাপ আকাশ হইতে বৃষ্টি পাতিত কর।[৯]

বৃষ্টিং সৃজতং জীরদানূ।[১০] —হে ক্ষিপ্রদানকারিদ্বয়, তোমরা বৃষ্টি সৃজন কর।

নীচীনবারং বরুণঃ কবন্ধং প্রসসর্জ রোদসী অন্তরিক্ষম্।
তেন বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা যবং ন বৃষ্টির্ব্যুনত্তি ভূম ॥[১১]

---

১ ঋগ্বেদ—৭।৬০।৫ ২ অনুবাদ—তদেব ৩ ঋগ্বেদ—১।২৫।১২ ৪ অনুবাদ—তদেব
৫ ঐ —৭।৬৬।১২ ৬ তদেব—৫।৬৩।১ ৭ অনুবাদ—তদেব ৮ ঋগ্বেদ—৫।৬৩।৬
৯ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ১০ ঋগ্বেদ—৫।৬২।৩ ১১ ঋগ্বেদ—৫।৮৫।৩

—বরুণদেব! মেঘকে অধোদেশে সচ্ছিদ্র করিয়া দ্যাবাপৃথিবী এবং অন্তরীক্ষের দিকে প্রেরণ করেন। অর্থাৎ মেঘনিঃসৃত জলে সর্বলোক পরিপূরিত করেন; বৃষ্টি যেরূপ যবাদি শস্য সিক্ত করে সমগ্র ভুবনের রাজা বরুণ সেইরূপ ভূমিকে সর্বতোভাবে সিক্ত করেন।[১]

প্রসীমাদিত্যো অসৃজদ্বিধর্তাঁ ঋতং সিন্ধবো বরুণস্য যন্তি।

ন শ্রাম্যন্তি ন বি মুচংত্যেতে বয়ো ন পপ্তূরঘুয়া পরিজ্‌মন্।[২]

—জগতের ধারক অদিতির পুত্র (বরুণ) প্রকৃষ্টরূপে জল সৃষ্টি করিয়াছেন। বরুণের মহিমায় নদীসকল প্রবাহিত হয়, উহারা বিশ্রাম করে না, নিবৃত্ত হয় না। ইহারা পক্ষীদিগের ন্যায় বেগে ভূমিতে গমন করে।[৩]

রদৎপথো বরুণঃ সূর্যায় প্রার্ণাংসি সমুদ্রিয়া নদীনাম্।[৪]

—এই বরুণদেব সূর্যের জন্য পথ প্রদান করিয়াছেন, নদীসকলকে অন্তরীক্ষভব জল প্রদান করিয়াছেন।[৫]

মিত্র ও বরুণ নদী বা সমুদ্রের অধিপতি—"সিংধুপতি।"[৬] বরুণ সুদেব অর্থাৎ কল্যাণকারী দেবতা, কারণ তিনি সপ্ত সিন্ধুর অধিপতি—"সুদেবো অসি বরুণ যস্য তে সপ্তসিন্ধবঃ।"[৭]

ভূমি, দ্যুলোক এবং দুই সমুদ্র (আকাশ ও সাগর) বরুণের অধিকারে:

উতেয়ং ভূমির্বরুণস্য রাজ্ঞঃ উতাসৌ দ্যৌর্বৃহতী দূরে অন্তা।

উতো সমুদ্রৌ বরুণস্য কুক্ষী উতাস্মিন্নল্প উদকে নিলীনঃ॥[৮]

—এই ভূমি রাজা বরুণের, নিকবর্তী এবং দূরস্থ বিশাল দ্যুলোক তাঁরই এবং দুই সমুদ্র তাঁর দুই কুক্ষী (উদরের দুইপাশ) আবার অল্প জলেও তিনি আছেন।

বরুণের সহস্রচক্ষু—"বরুণ উগ্রঃ সহস্রচক্ষাঃ।"[৯]

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭।১) হরিশ্চন্দ্র রাজার উপাখ্যান বিবৃত হয়েছে। এই কাহিনী অনুসারে রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজা বরুণের কাছে পুত্র প্রার্থনা করে পুত্র লাভ করেছিলেন। পুত্রের নাম হয়েছিল রোহিত। রোহিত বড় হলে বরুণ হরিশ্চন্দ্রকে বললেন, পুত্র বলি দিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে যজ্ঞ সম্পাদন করতে। রোহিত অরণ্যে পলায়ন করলে হরিশ্চন্দ্র বরুণের কোপে উদরি রোগে আক্রান্ত হলেন—তাঁর উদর

---

১ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ২ ঋগ্বেদ—২।২৮।৪ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ ঋগ্বেদ—৭।৮৭।১ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৬ ঋগ্বেদ—৭।৬৪।২
৭ ঐ —৮।৬৯।১২ ৮ অথর্ব—৪।৪।১৬।৩ ৯ ঐ —৭।৩৪।১০

জলে স্ফীত হয়ে উঠলো! ইন্দ্রের নির্দেশে রোহিত ছয় বৎসর গ্রামে অরণ্যে প্রান্তরে পরিক্রমণ করে অজীগর্ত মুনির পুত্র শুনঃশেক্‌কে সহস্র মুদ্রায় কিনে নিয়ে পিতার কাছে এলেন। শুনঃশেক্‌ বরুণের কৃপায় রক্ষা পেলেও যজ্ঞ সম্পাদন করে হরিশ্চন্দ্র রোগমুক্ত হয়েছিলেন।

এই কাহিনীতে দেখা যায়, বরুণের কোপে উদরি রোগ হয় ও তুষ্টিতে উদরি রোগ নিরাময় হয়। সুতরাং বৈদিক বরুণ সর্বপ্রকার জলের কর্তা ও অধীশ্বর, পুরাণে-কাব্যেও বরুণ জলাধিপতি পাশী। পরবৈদিক যুগে বরুণের প্রাধান্য হ্রাস পেয়েছে। অনাবৃষ্টির দুঃখ দূর করার জন্যই কখনও কখনও বরুণপূজার অনুষ্ঠান আজও হিন্দু সমাজে প্রচলিত। কিন্তু দুর্গা কালী বিষ্ণু শিব ইত্যাদির মত বরুণ-পূজা একালে প্রায় বিলুপ্ত।

বরুণের স্বরূপ আলোচনা প্রসংগে প্রথমেই মনে হয় যে ইন্দ্র অগ্নি ও সূর্যের সঙ্গে বরুণের গুণকর্মের সাধর্ম্য এতই প্রকট যে বরুণকে উক্ত দেবতাত্রয় থেকে পৃথক্ কল্পনা অনুচিত। বরুণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট মিত্র ও অর্যমা ত সূর্যই অথবা সূর্যের অংশ। ইন্দ্রের সূর্যরূপতা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। গভীর বিচার বিশ্লেষণে বরুণকেও সূর্যাগ্নি ভিন্ন অন্য কোন রূপে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন পণ্ডিত বরুণকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। Macdonell-এর মতে বরুণ আকাশ। তাঁর অভিমত : "This according to the generally received opinion, is the encompassing sky...conception of the Sun as eve of heaven is sufficiently obvious...on the other hand the palace of the Varuna in the highest heavens and his connection with rain are particularly appropriate to a diety originally representing the vault of heaven. Finally, no natural phenomenon would be so likely to develop into a Sovereign ruler as the sky....This development has indeed actually taken place in the case of Zeus (=Dyaus) of Hellenic Mythology."[১]

অপর একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বরুণের সঙ্গে গ্রীক্ দেবতা উরনস্-এর (Ouranos) সঙ্গে তুলনা করে বরুণকে সর্বব্যাপী আকাশ বলে গ্রহণ করেছেন।

"Similar to Ouranos (G. K.) 'the universal encompasser, the all embracer,' one of the oldest of the Vedic deities, a

১ Vedic Mythology—page 27

personification of all-investing sky, the maker of the universe, king of gods and men, possessor of illimitable knowledge..."[১]

আর একজন পাশ্চত্য পণ্ডিত ইহুদীদের জেহোবার সঙ্গে বরুণের তুলনা করেছেন। এঁর মতে বরুণ চন্দ্র অথবা চন্দ্রসম্পর্কিত দেবতা, কারণ মিত্র (সূর্য) ও বরুণ একত্রে স্তুত হয়েছেন। "It has been suggested that he was originally a lunar deity, which explains his association with Mitra, who was a Sun god.

...Hence Semetic god was often thought of as king who might be surrounded by a court and then became the head of a pantheon of inferior deities, but also might be thought of as tolerating no rivals. This latter conception when combined moral earnestness gives us Jehovah, who resembles Varuna except that Varuna is neither jealous nor national."[২]

ম্যাক্‌ডোনেল বরুণ ও আবেস্তার অহুর মজ্‌দাকে একই দেবতা বলে গণ্য করেছেন: "It has already been mentioned that Varuna goes back to the Indo-Iranian period, for Ahura Mazda of the Avesta agrees with him in character."[৩]

অধ্যাপক Maxmuller বরুণের সঙ্গে গ্রীক্ দেবতা Uranos-এর তুলনা করে বরুণকে নৈশ আকাশ বলে সিদ্ধান্ত করেছেন: "Uranos in the language of Hesiod, is used as a name for the sky....It is said twice that Uranos covers everything and that when he brings everything and that when he brings the night, he is stretched out everywhere embracing the earth....Uranos is in the Sanskrit Varuna, and is derived form a root Var, to cover, Varuna being in the Veda also a name of the firmament, but especially connected with the right and opposed to Mitra, the day."[৪]

অধ্যাপক Oldenberg-এর মতে মিত্র দিবাভাগের অধিপতি সূর্য ও বরুণ রাত্রির অধীশ্বর চন্দ্র।

এই সব বিভিন্ন মতবাদের মধ্য থেকে বরুণদেবের স্বরূপ নির্ণয় করতে হলে

১ Classical Dictionary of Hindu mythology, Dowson—page 336
২ Sir Charles Eliot—Hinduism & Buddhism, vol. I, page—60-61
৩ Vedic Mythology—page 28
৪ Chips from a German workshop, vol. II, page 68

বরুণ শব্দের অর্থ জানা প্রয়োজন। বরুণ শব্দের অর্থ কি? যাস্ক বলেছেন, "বরুণো বৃণোতীতি সতঃ।"[১] —আচ্ছাদনার্থক বৃ ধাতু থেকে বরুণ শব্দ নিষ্পন্ন। সুতরাং বরুণ শব্দের অর্থ যিনি আবৃত বা আচ্ছাদিত করেন। মেঘদ্বারা আকাশ আবৃত করেন বলেই এই দেবতার নাম বরুণ।

সায়নাচার্য বরুণকে রাত্রির অধিষ্ঠাতা দেবরূপে ব্যাখ্যা করেছেন; কারণ অন্ধকার রূপ জাল বরুণ পরিব্যাপ্ত করেন : "বরুণঃ বৃণোতি সর্বং জগৎ নিগ্রহীতুং পাশজালেন ব্যাপ্নোতীতি বরুণো রাত্র্যভিমানী দেবঃ। তথা চ শ্রূয়তে—'যে চ তে শতং বরুণ সহস্রং যজ্ঞিয়াঃ পাশা বিততাঃ পুরুত্রা (আপঃ শ্রৌতঃ ৩।১।৩।১) ; উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদ বাধসং বি মধ্যম শ্রথায় (ঋক্ সং ১।২৪।১৫) ইতি চ।"[২]

(অস্যার্থঃ) বরুণ বৃ ধাতু নিষ্পন্ন, সকল জগৎকে নিগৃহীত করার জন্য পাশ-জালের দ্বারা ব্যাপ্ত করেন, সেইজন্য বরুণ রাত্রির দেবতা। আপস্তম্ব শ্রৌত সূত্রে বলা হয়েছে,— "হে বরুণ, তোমার যে শতসহস্র যজ্ঞসম্বন্ধী পাশ আছে সেগুলি বহুভাবে বিস্তৃত আছে।' ঋগ্বেদেও বলা হয়েছে, 'হে বরুণ, তোমার ঊর্ধ্বে, অধে ও মধ্যস্থানে বিস্তৃত পাশ থেকে মুক্ত কর'।"

কৃষ্ণযজুর্বেদে দিবা মিত্রের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত আর রাত্রি বরুণের সংগে সংযুক্ত —"বৃষ্টিকামো মৈত্রং বা অহর্বরুণী রাত্রিরহোরাত্রাভ্যাং খলু বৈ পর্জন্যো বর্ষতি।"[৩] বৃষ্টিকামনায় মৈত্র দিনে, বরুণ রাত্রে ও পর্জন্য দিনে-রাত্রে বর্ষণ করেন। সায়নাচার্য অথর্ববেদের ২।৪।২৮।২ মন্ত্রের ভাষ্যে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ থেকে একটি উদ্ধৃতিদিয়ে বলেছেন, "মিত্রঃ অহরভিমানী দেবতা বরুণঃ রাত্র্যভিমানী। মৈত্রং বা অহঃ বারুণী রাত্রিঃ।"[৪] —মিত্র দিনের অধিষ্ঠিত দেবতা ও বরুণ রাত্রির দেবতা। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে, দিন মিত্রসম্পর্কিত এবং বরুণ রাত্রি সম্পর্কিত।

আচার্য যেগেশচন্দ্র রায় বলেন, "বৃ ধাতু আবরণ হইতে বরুণ শব্দ নিষ্পন্ন। তিনি অন্তরীক্ষকে মেঘ দ্বারা আবৃত করেন।"[৫]

মিত্র দিনের দেবতা ও বরুণ রাত্রির দেবতা হলে উভকেই সূর্যরূপে গ্রহণ করতে হয়। দিন ও রাত্রির কর্তা সূর্যই। আকাশকে মেঘাবৃত করেন সূর্যই। সূর্যরশ্মি মেঘের সৃষ্টিকর্তা। অন্ধকার অথবা মেঘই বরুণের পাশ জাল।

---

১ নিরুক্ত—১০।৩।৮ ২ অথর্ববেদের ১।৯।১ মন্ত্রের ভাষ্য ৩ কৃষ্ণ যজুঃ—২।২।১।৮

৪ তৈঃ ব্রাঃ—১।৭।১০।১ ৫ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল

বরুণ যে সূর্য অথবা সূর্যাগ্নি তা ঋগ্বেদের বহুস্থানেই স্পষ্টভাবে কথিত হয়েছে। মিত্র ও বরুণ সূর্যমণ্ডলেই বসবাস করেন।

ঋতেন ঋতমপিহিতং ধ্রুবং বাং
সূর্যস্য যত্র বিমুচন্ত্যশ্বান্ ॥[১]

—সূর্যের সত্যস্বরূপমণ্ডল জল (অথবা সত্য) দ্বারা যথার্থই আবৃত,—যে সূর্য মণ্ডলে তোমাদের (মিত্র ও বরুণের) অবস্থিতি। যেখান থেকে ঋত্বিক্‌গণ অশ্বগণকে (সূর্যরশ্মি) বিমুক্ত করেন।

সূর্য মিত্র ও বরুণের চক্ষু—"চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।"[২]

উদ্বাং চক্ষুর্বরুণ সুপ্রতীকং দেবয়োরেতি সূর্যস্ততন্বান্।[৩]

—(হে মিত্র!) হে বরুণ! তেমরা দেবতা, তোমাদের চক্ষুস্বরূপ শোভন রূপ বিশিষ্ট সূর্য (তেজ) বিস্তার করতঃ উদিত হইতেছেন।[৪]

উদ্বেতি সুভগো বিশ্বচক্ষাঃ সাধারণঃ সূর্যো মানুষানাম্
চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্য দেবশ্চর্মেব যঃ সমবিব্যক্তমাংসি ॥[৫]

—সুভগ সর্বদর্শী মনুষ্যগণের সাধারণ মিত্র ও বরুণের চক্ষুস্বরূপ দ্যুতিমান সূর্য উদিত হইতেছেন। ইনি চর্মের ন্যায় তমোরাশি সংবেষ্টিত করেন।[৬]

কখনও পাবক (অগ্নি অথবা সূর্য) বরুণের চক্ষুরূপে বর্ণিত হয়েছেন।

যেনা পাবক চক্ষসা ভুরণ্যন্তং জনাঁ অনু।
ত্বং বরুণ পশ্যসি ॥[৭]

— হে পাবক, যে চক্ষু দ্বারা তুমি জনগণের মধ্যস্থিত যজমানকে দর্শন করে থাক, হে বরুণ, সেই দৃষ্টিতে (আমাদের) দর্শন কর।

বরুণ সূর্যের পথকর্তা।[৮] তিনি হিরণ্ময় দোলার মত সূর্যকে আকাশে স্থাপন করেছেন:

গৃৎসো রাজা বরুণশ্চক্র এতং দিবি প্রেংখং হিরণ্যয়ং শুভে কম্।[৯]

—স্তুতিযোগ্য রাজা বরুণ অন্তরীক্ষে হিরণ্ময় দোলার ন্যায় সূর্যকে দীপ্তির জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।[১০]

বরুণ সমুদ্রেরও সৃষ্টিকর্তা:

অব সিন্ধুঃ বরুণো দৌরিব স্থাৎ।[১১]

---

১ ঋগ্বেদ—৫।৬।৬২ ২ ঋগ্বেদ—১।১১৫।১ ৩ ঋগ্বেদ—৭।৬১।১
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঐ —৭।৬৩।১ ৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৭ ঋগ্বেদ—১।৫০।৬ ৮ ঐ —৭।৮৭।১ ৯ ঋগ্বেদ—৭।৮৭।৫
১০ অনুবাদ—তদেব ১১ ঋগ্বেদ—৭।৮৭।৬

—বরুণ আকাশের ন্যায় সমুদ্রকেও স্থাপিত করেছেন।

কতকগুলি ঋক্ থেকে বরুণকে সূর্যরূপে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়। একটি ঋকে বলা হয়েছে যে বরুণ সোনার পোষাক পরিহিত, তাঁর দেহ থেকে রশ্মি বিনির্গত হয়।

বিভ্রদ্‌দ্রাপিং হিরণ্যয়ং বরুণো বস্ত নির্নিজং
পরিস্পশো নি ষেদিরে ॥[১]

বরুণ সুবর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আপন পুষ্ট শরীর আচ্ছাদন করেন, হিরণ্য-স্পর্শী রশ্মি চারিদিকে বিস্তৃত হয়।[২]

সূর্যের মত মিত্র ও বরুণ সুবর্ণময় রথে আরোহণ করে অন্তরীক্ষলোকে বিচরণ করেন :

হিরণ্যরূপমুষসো ব্যুষ্টাবয়ঃ স্থূণমুদিতা সূর্যস্য।
আরোহথো বরুণ মিত্রগর্তমতশ্চক্ষাথে অদিতিং দিতিং চ ॥[৩]

—হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা প্রত্যূষে সূর্যোদয় হইলে লৌহকীলক সমন্বিত সুবর্ণঘটিত রথে আরোহণ কর এবং তথা হইতে অদিতি ও দিতিকে অবলোকন কর।[৪]

ঋতস্য গোপাবধি তিষ্ঠথো রথং সত্যধর্মাণা পরমে ব্যোমনি।[৫]

—হে বারিরক্ষক, সত্যদর্শী মিত্র ও বরুণ! তোমরা স্বর্গের অত্যুন্নত প্রদেশে রথোপরি আরোহণ কর।[৬]

সূর্যের সারথি যেমন অনুরু বা অরুণ, ইন্দ্রের সারথি মাতলি, বিষ্ণুর বাহন গরুড়, বরুণেরও তেমনি স্বর্ণপক্ষ দূত আছে - হিরণ্যপক্ষং বরুণস্য দূতম্।[৭]

বরুণ সূর্যরূপে মাসাদিকাল বিভাগ নিরূপণ করেন।

বেদ মাসো ধৃতব্রতো দ্বাদশ প্রজাবতঃ।
বেদা য উপজায়তে ॥[৮]

—যিনি ধৃতব্রত হইয়া স্ব স্ব ফলোৎপাদী দ্বাদশ মাস জানেন এবং (অপর ত্রয়োদশ মাস) [মলমাস] উৎপন্ন হয়, তাহাও জানেন।[৯]

শুধু মাস বিভাগ নয় - ঋতু বিভাগেরও কর্তা বরুণ :

---

১ ঋগ্বেদ—১।২৫।১৩ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৫।৬২।৮
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—৫।৬৩।১ ৬ তদেব
৭ ঋগ্বেদ—১০।১২৩।৬ ৮ ঐ —১।২৫।৮ ৯ ঐ

বি যে দধুঃ শরদং মাসমাদহর্যজ্ঞমক্তুং চাদৃচং।
অনাপ্যং বরুণো মিত্রো অর্যমা ক্ষত্রং রাজান আশত ॥[১]

—যাঁহারা শরৎ মাস, দিন, যজ্ঞ, রাত্রি ও ঋক্ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই বরুণ, মিত্র ও অর্যমা শোভমান হইয়া অপ্রাপ্ত বল লাভ করিয়াছেন।[২]

বরুণ ও তাঁর সহযোগী দেবদ্বয় কখনও কখনও যজ্ঞাগ্নিরূপেও প্রতিভাত। তাঁরা একই সঙ্গে সূর্য, বিদ্যুৎ ও অগ্নিরূপে ত্রিজগতে প্রকাশিত হন।

বহবঃ সূরচক্ষসোঽগ্নিজিহ্বা ঋতাবৃধঃ।
ত্রীণি যে যেমুর্বিদথানি ধীতিভির্বিশ্বানি পরিভূতিভিঃ ॥[৩]

—মহান্ সূর্যের ন্যায় দীপ্ত, অগ্নিজিহ্ব, যজ্ঞবর্ধক যে (মিত্রাদি) তিন ব্যাপ্ত স্থান পরিভব করিয়া কর্মদ্বারা প্রদান করেন।[৪]

ত্বং বিশ্বস্য মেধির দিবশ্চ গ্মশ্চ রাজসি।
স যামনি প্রতি শ্রুধি ॥[৫]

— হে মেধাবী বরুণ! তুমি দ্যুলোকে, ভূলোকে ও সমস্ত জগতে দীপ্যমান রহিয়াছ, আমাদিগের ক্ষেমপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা শ্রবণান্তর তুমি উত্তর দান কর।[৬]

বরুণের আদেশেই চন্দ্র প্রদীপ্ত হন।[৭] অতএব বরুণ ত্রিলোকস্থিত ত্রিগুণাত্মক সূর্য-বিদ্যুৎ-অগ্নিরূপী মহান্ দেবতা ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবগণের সঙ্গে অভিন্ন। নিরুক্তের টীকায় (১২।২১) অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, "এখানে বরুণ দ্যুস্থান—রশ্মিজাল সমাবৃত আদিত্য।"[৮] আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে বরুণ বর্ষাঋতুর আদিত্য।[৯]

পূর্বেই দেখেছি, বরুণ সমুদ্রের দেবতা। সূর্যাগ্নিরূপী অগ্নি সমুদ্রের আধিপত্য পান কিভাবে? এ বিষয়ে Macdonell-এর বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "It is rather aerial waters that he is ordinarily connected with Varuna, ascends to heaven as a hidden ocean."[১০]

বরুণ বা সূর্য, যিনি আকাশকে আবৃত করেন, প্রথমে ছিলেন আকাশ-সমুদ্রের অধিপতি। বৈদিক ঋষিকবি আকাশকেও নীলসাগরের সাদৃশ্যে সমুদ্ররূপে বর্ণনা করেছেন। আকাশ-সমুদ্রের রাজা পরে হলেন মর্তলোকের সমুদ্রের অধীশ্বর।

১ ঋগ্বেদ—৭।৬৬।১১ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৭।৬৬।১০
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—১।২৫।২০ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ঋগ্বেদ—১।২৪।১০ ৮ নিরুক্ত—(ক. বি.)—পৃঃ ১৩০৬
৯ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—পৃঃ ৯৩ ১০ Vedic Index, page 27

অধ্যাপক Westergard লিখেছেন, "In the Zend word Varena Corresponds also etymologically, on the hand, to the Greek Ouranas and on the other, to the Indian Varuna, a name which in the Vedas is assigned to the god who reigns in the farther regions of the heaven, where air and sea are, as it were blended ; on which account he has, in the later Indian Mythology, became god of the sea, whilst in the Vedas he appears first as the mystic lord of the evening and night."[১]

ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাসের অভিমতেও বরুণ প্রথমে ছিলেন আকাশ-সমুদ্রের অধিপতি, পরবর্তীকালে তিনি হয়েছিলেন জলধির অধীশ্বর।

"Varuna became exclusively the Lord of the Ocean in a much later age after civilisation had far advanced and conditions of Aryan life also had considerably changed. His seat was probably transferred from the sky and the aerial ocean below at the time when Indra first appeared on the scene and usurped a great many of Varuna's functions."[২]

ডঃ দাস স্পষ্টভাবে না বললেও, আকাশের অধীশ্বর বরুণ যে সূর্যই তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ডঃ দাসের মতে ইন্দ্র ও বরুণ একই দেবতা—বরুণ প্রাচীনতর। পরে ইন্দ্র বরুণের স্থলাভিষিক্ত হতে থাকেন—প্রথমে বরুণ ও ইন্দ্র একত্রে স্তুত হয়েছেন, পরে দুইজনে সম্পূর্ণ পৃথক্ হয়ে গেছেন এবং বরুণের প্রাধান্য ইন্দ্র গ্রহণ করেছেন।[৩]

রমেশচন্দ্র দত্তও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন : "বরুণ যে ইন্দ্র অপেক্ষা পুরাতন দেব তাহাতে সন্দেহ নাই, কেননা বরুণের নাম হিন্দুদিগের বেদে, ইরাণীয়দিগের 'আবেস্তায়' এবং গ্রীক্‌দিগের ধর্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়, ইন্দ্র কেবল হিন্দুদের পূজ্য। এই সকল কারণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বরুণ দ্যুর ন্যায় প্রাচীন আর্যদিগের পরম উপাস্য দেব ছিলেন, পরে ইন্দ্রের দ্বারা পদচ্যুত হইলেন।"[৪]

ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস বরুণের ক্রমবিবর্তনের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। "The god Varuna was, therefore, (1) darkness, which covers the earth at night ; (2) clouds or waters of the aerial ocean

১ Quoted in Muir's O.S.T., vol. V—page 75, translated by spiegel.
২ Rgvedic culture, page 84 ৩ Rgvedic culture, page 84-86
৪ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম পৃঃ ৫৬, ১।২৫।৩ ঋকের টীকা

which cover the sky ; (3) the sky with millions of glittering stars, which cover the earth at night and (4) waters which covers the sky."[১]

অধ্যাপক Bloomfield-এর মতে বরুণ আকাশ দেবতা—প্রাগ্‌বৈদিক যুগে ইন্দো-ইউরোপীয়দের উপাস্য দেবতা। "Snskrit Varuna is Indo-European. Uoru-nos. ...It shows that Varuna belongs not only to the Indo-Iranian (Aryan) time but reaches back to the Indo-European time, and that he represents on the impeccable testimony of Ouronos, some aspect of the heavens, probably the encompassing sky, in accordance with the stem Uoru, which is its essential element."[২]

কিন্তু ডঃ দাস যথার্থই বলেছেন যে বরুণ নামটি আর্যভূমি সপ্তসিন্ধু থেকেই নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।[৩]

বরুণ ইন্দ্র অপেক্ষা প্রাচীনতর কিনা নিশ্চিত বলা সম্ভব নয়। কিন্তু বরুণ ও ইন্দ্র যে একই দেবতা অথবা একই দেবতার দুই পৃথক্ সংজ্ঞা এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বরুণ রাত্রিও নন, চন্দ্রও নন। সূর্যের যে শক্তি আকাশকে আবৃত করে অন্ধকার অথবা মেঘের জালের দ্বারা, সেই শক্তিই বরুণ নামে অভিহিত। আর সেই মেঘ বা অন্ধকারকে ভেদ করার যে শক্তি সেই শক্তিই ইন্দ্র। সেইজন্যই ইন্দ্র পূর্বদিকের অধিপতি ও বরুণ পশ্চিমের অধিপতিরূপে পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ। পুরাণে ইন্দ্র ও বরুণ পৃথক সত্তা লাভ করেছেন—ইন্দ্র হয়েছেন দেবতাদের রাজা আর বরুণ হয়েছেন জলাধিপতি। প্রথমে তিনি ছিলেন আকাশ সমুদ্রের রাজা বা অধিপতি পরে হলেন পার্থিব সমুদ্র বা জলের অধিপতি।

বরুণের পূজা বর্তমানে অপ্রচলিত হলেও কোন সময়ে বরুণের মূর্তিপূজার প্রচলন অবশ্যই ছিল। কারণ পুরাণে প্রতিমালক্ষণ বর্ণনায় বরুণেরও প্রতিমা বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিভুজং হংসপৃষ্ঠস্থং দক্ষিণেনাভয়প্রদং।
বামেন নাগপাশং তং নদীনাগাদিসংযুতম্ ॥[৪]

---

১ Rgvedic culture—page 16
২ The religion of the Vedas (1908), page 136-37
৩ Rgvedic culture, page—90-91 ৪ অগ্নিপুরাণ—৬৪।৩

—দ্বিভুজ হংসারোহী, দক্ষিণহস্তে অভয়মুদ্রা, বামে নাগপাশ নদী ও নাগ-সংযুক্ত।

বরুণঞ্চ প্রবক্ষ্যামি পাশহস্তং মহাবলম্।
শঙ্খস্ফটিকবর্ণাভং সিতহারাম্বরাবৃতম্॥
ঝষাসনগতং শান্তং কিরীটাঙ্গদধারিণম্।[১]

—বরুণের আকার বলছি, তিনি পাশহস্ত, মহাবলশালী, শঙ্খ ও স্ফটিকের মত শুভ্রবর্ণ, শুভ্রহার ও বস্ত্র পরিহিত, মৎস্য আসনে উপবিষ্ট, শান্ত এবং কিরীট ও অঙ্গদধারী।

বরুণো ধবলো জিষ্ণুঃ পুরুষো নিম্নগাধিপঃ।
পাশহস্তো মহাবাহুস্তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ॥[২]

বরুণের বাহন শিশুমার :

রুদ্রকর্ণমলোদ্ভূতং শ্যামং জলধিসংজ্ঞকম্।
শিশুমারং দিব্যগতিং বাহনং বরুণস্য চ॥[৩]

—রুদ্রের কর্ণমল থেকে জাত শ্যামবর্ণ জলধিনামে দিব্যগতি শিশুমার বরুণের বাহন।

শ্যামবর্ণ দিব্যগতি শিশুমার কি আকাশের মেঘ? জলের অধিপতি হওয়ার জন্যই হাঁস, মৎস্য বা মকর, শিশুমার প্রভৃতি বরুণের বাহন। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে আকাশ-সাগরের অধীশ্বর সূর্যকেই হংস, মৎস্য বা মকর শিশুমার প্রভৃতি বিভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে।

---

১ মৎস্যপুঃ—২৬১।১৭-১৮ ২ ধর্মপূজা বিধান—পৃঃ ১১১ ৩ বামনপুঃ—৯।১৭

অশ্বিনীকুমারদ্বয়

অশ্বিদ্বয়ের জন্ম—অদিতির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে বিবস্বান নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। বিবস্বানের তিন পত্নী—সংজ্ঞা, রাজ্ঞী ও প্রভা। রৈবতের কন্যা রাজ্ঞীর পুত্র রেবত, প্রভার পুত্র প্রভাত এবং ত্বষ্টা-নন্দিনী সংজ্ঞার পুত্র মনু। সংজ্ঞার অপর দুই যমজ পুত্রকন্যা যম ও যমুনা। বিবস্বানের তেজোময় রূপ অসহ্য হয়ে ওঠায় সংজ্ঞা নিজ শরীর থেকে ছায়া নাম্নী সুন্দরী রমণী সৃষ্টি করে ছায়াকে পতি-পুত্রের পরিচর্যার ভার দিয়ে চলে গেলেন। ছায়ার গর্ভে সাবর্ণি, মনু, শনি এবং তপতীকে সূর্যদেব উৎপন্ন করলেন। নিজ পুত্রকন্যাগণের প্রতি অত্যধিক স্নেহ-পারবশ্য প্রদর্শন করতে থাকায় যম ছায়ার প্রতি দক্ষিণপাদ উত্তোলন করে তর্জন করেছিলেন। ছায়ার অভিশাপে যমের দক্ষিণপদ পূযশোণিতময় কৃমিকীট অধ্যুষিত ক্ষতে পরিণত হয়। যম পিতার নিকট ছায়ার অভিশাপ বর্ণনা করে তিনি যে স্নেহময়ী গর্ভধারিণী হতে পারেন না—এসংশয় প্রকাশ করলেন। পিতার বরে আরোগ্যলাভ করে যম কঠোর তপস্যায় মহাদেবের নিকট থেকে লোকপালত্ব, পিতৃগণের আধিপত্য এবং ধর্মাধর্মের বিচারকত্ব অর্জন করলেন। এদিকে বিবস্বান সংজ্ঞার আচরণ অবগত হয়ে ত্বষ্টার নিকটে হাজির হলেন। দেবশিল্পী ত্বষ্টা জামাতার অনুমতি নিয়ে ভ্রমি যন্ত্রে বিবস্বানের দুর্ধর্ষ তেজের অংশবিশেষ বিচ্ছিন্ন করলেন। সংজ্ঞা তখন মরুপ্রদেশে বড়বারূপে বিচরণ করছিলেন। সূর্যদেব ভূলোকে উপনীত হয়ে সংজ্ঞার নিকটে অশ্বরূপ ধারণ করলেন। তিনি কামার্ত হয়ে অশ্বীরূপিণী সংজ্ঞার মুখে মুখ স্থাপন করলেন। সূর্যের নাসাপুট দিয়ে রেতঃ নির্গত হওয়ায় অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হয়। নাসাগ্রস্রুত রেতঃ থেকে জন্ম হয়েছিল বলেই অশ্বিনীকুমারদ্বয় নাসত্য ও দস্র নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন।[১]

তত: স ভগবান্ গত্বা ভূর্লোকমমরাধিপঃ।
কাময়ামাস কামার্তো মুখ এব দিবাকরঃ॥
অশ্বরূপেণ মহতা তেজসা চ সমাবৃতঃ।
সংজ্ঞা চ মনসা ক্ষোভগময়ত্তয়াবহ্বলা॥
নাসাপুটাভ্যামুৎসৃষ্টং পরোঽয়মিতিশংকয়া।
তদ্রেতস্ততো জাতাবশ্বিনাবিতি নিশ্চিতম্॥
দস্রৌ স্রুতত্বাৎ সঞ্জাতৌ নাসত্যৌ নাসিকাগ্রতঃ।[২]

---

১ মৎস্যপুরাণ—১১শ অধ্যায় ২ মৎস্যপুরাণ—১১।৩৪-৩৭

—অনন্তর দেবাধিপতি ভগবান্ দিবাকর মর্ত্তলোকে গমন করে কামার্ত হয়ে বিপুল তেজসমাবৃত অশ্বরূপ ধারণ করে মুখ দ্বারাই মিলন কামনা করলেন। পর-পুরুষ আশংকায় সংজ্ঞা মনে মনে ক্ষুব্ধ এবং ভয়বিহ্বল হয়ে নাসারন্ধ্রনিঃসৃত রেতঃ গ্রহণ করলেন। সেই রেতঃ থেকে জন্মগ্রহণ করলেন অশ্বিদ্বয়। নাসাস্রাব থেকে জন্মগ্রহণ করার জন্য তাঁদের নাম হোল দস্র এবং নাসিকাগ্রভাগ থেকে জন্মগ্রহণ করার জন্য তাঁরা নাসত্য নামে পরিচিত হলেন।

মার্কণ্ডেয়পুরাণেও (১০৬-১০৮ অঃ) অনুরূপ বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। এখানে কেবল ত্বষ্টা নামের পরিবর্তে সংজ্ঞার জনকের নাম প্রজাপতি-বিশ্বকর্মা। বিশ্বকর্মার তনয়া সংজ্ঞা বৈবস্বত মনু, যম ও যমী বা যমুনার জন্মের পরে সূর্যের তেজ সহনে অক্ষমা হয়ে উত্তরকুরুতে বড়বারূপে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হয়েছিলেন।

অগচ্ছদ্বড়বা ভূত্বা কুরূন্ বিপ্রোত্তরাংস্ততঃ।
তত্র তেপে তপঃ সাধ্বী নিরাহারা মহামুনে॥

এদিকে যমের লাঞ্ছনার পরে তপোবলে দিবাকর সংজ্ঞার তত্ত্ব অবগত হয়ে অশ্বরূপে সংজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হলেন। সংজ্ঞা সূর্যকে পরপুরুষ ভ্রম করে সম্মুখ-ভাগে অগ্রসর হলে পরস্পরের নাসিকা সংযোগে সূর্যের তেজ বড়বাতে প্রবেশ করায় অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হয়।

ততশ্চ নাসিকাযোগং তয়োস্তত্র সমেতয়োঃ।
বড়বায়াঞ্চ তত্তেজো নাসিকাভ্যাং বিবস্বতঃ।
দেবৌ তত্র সমুৎপন্নাবশ্বিনৌ ভিষজাং বরৌ।
নাসত্য দস্রৌ তনয়াবশ্ববক্ত্রাদ্বিনির্গতৌ।
মার্তণ্ডস্য সুতাবেতাশ্বরূপধরস্য হি।

খিল হরিবংশে প্রায় একই বৃত্তান্ত কথিত হয়েছে :

বড়বা বপুষা রাজংশ্চরন্তীমকুতোভয়াম্।
সোঽশ্বরূপেন ভগবাং স্তাং মুখে সমভাবয়ৎ।
মৈথুনায় বিচেষ্টন্তী পরপুংসোপশংকয়া।
সা তন্নিরবমচ্ছুক্রং নাসিকায়াং বিবস্বতঃ॥
দেবৌ তস্যামজায়েতামশ্বিনৌ ভিষজাং বরৌ।
নাসত্যশ্চৈব দস্রশ্চ স্মৃতৌ দ্বাবশ্বিনাবিতি॥[১]

১ খিলহরিবংশ, খিলহরিবংশপর্ব—৯।৫৩-৫৫

—হে রাজন্, অশ্বীরূপে নির্ভয়ে বিচরণকালে সেই ভগবান্ অশ্বরূপে তাঁর মুখে মিলিত হলেন। পরপুরুষশংকায় মৈথুন নিবারণ করতে যখন তিনি চেষ্টিত হলেন তখন সূর্যের শুক্র তাঁর নাসিকায় নির্গলিত হোল। সেই দেবীতে বৈদ্যশ্রেষ্ঠ অশ্বিদ্বয় জন্মালেন। অশ্বিদ্বয় নাসত্য এবং দস্র নামে পরিচিত হলেন।

এই উপাখ্যানগুলির কোনটিতে অশ্বিদ্বয় উভয়েই নাসত্য এবং দস্র নামে পরিচিত, কোনটিতে একজনের নাম নাসত্য এবং অপরজনের নাম দস্র। কিন্তু স্কন্দপুরাণের আবন্ত্যখেণ্ড (৫৬ অঃ) নাসত্য ও দস্র ছাড়াও সংজ্ঞার তৃতীয় পুত্র রেবন্ত। এখানে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মুখ ও অশ্ব সদৃশ।

তেতোঽভূন্নাসিকা যোগস্তয়োস্তত্র সমেতয়োঃ ॥
নাসত্যদস্রৌ তনয়াবশ্ববক্ত্রৌ বিনির্গতৌ ॥
রেতসোঽন্তে রেবন্তঃ খড়্গী চর্মী তনুত্রধৃক্।
অশ্বারূঢ়ঃ সমুদ্ভূতস্ততো বাণধনুর্ধরঃ ॥[1]

—তাঁদের নাসিকাসংযোগে মিলনের ফলে নাসত্য ও দস্র নামে অশ্বমুখবিশিষ্ট দুই পুত্র জন্মালেন। বীর্যের শেষ অংশে খড়্গচর্মধারী বর্মাবৃত অশ্বারূঢ় ধনুর্বাণহস্ত রেবন্ত জন্মালেন।

বিষ্ণুপুরাণে (৩য় অংশ, ২য় অধ্যায়) এই কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। এই কাহিনীতে সংজ্ঞা বিশ্বকর্মার কন্যা। এখানে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্মের পর বিশ্বকর্মা সূর্যের তেজ শাতন করেছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ বলছেন—

সূর্যস্য পত্নী সংজ্ঞাভূৎ তনয়া বিশ্বকর্মণঃ।
মনুর্যমো যমী চৈব তদপত্যানি বৈ মুনে ॥
অসহন্তী তু সা ভর্তুস্তেজশ্ছায়াং যুযোজ বৈ।
ভর্তুঃ শুশ্রূষণেঽরণ্যং স্বয়ঞ্চ তপসে যযৌ ॥
সংজ্ঞেয়মিত্যথার্কশ্চ চ্ছায়ায়ামাত্মজত্রয়ম্।
শনৈশ্চরং মনুঞ্চান্যং তপতীং চাপ্যজীজনৎ ॥
ছায়াসংজ্ঞা দদৌ শাপং যমায় কুপিতা যদা।
তদান্যেয়মিতে বুদ্ধিরিত্যাসীদ্ যমসূর্যয়োঃ ॥
ততো বিবস্বানাখ্যাতে তয়ৈবারণ্যসং স্থিতাম্।
সমাধিদৃষ্ট্যা দদৃশে তামশ্বাং তপসি স্থিতাম্ ॥

১ স্কন্দপুঃ, আবন্ত্যখণ্ড—৫৬।৪ ৬

বাজিরূপধরঃ সোঽপি তস্যাং দেবাবথাশ্বিনৌ।
জনয়ামাস রেবন্তং রেতসোঽন্তে চ ভাস্করঃ ॥
আনিন্যে চ পুনঃ সংজ্ঞাং স্বস্থানং ভগবান্ রবিঃ।
তেজসঃ শমনঞ্চাস্য বিশ্বকর্মা চকার হ ॥[১]

বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞা সূর্যের পত্নী। মনু, যম ও যমী তাঁদের সন্তান। স্বামীর তেজ সহ্য করতে না পেরে সংজ্ঞা ছায়াকে স্বামীর সেবায় নিযুক্ত করে তপস্যার নিমিত্ত অরণ্যে গমন করলেন। ছায়াকে সংজ্ঞা মনে করে বিবস্বান্ ছায়ার গর্ভে শনৈশ্চর, মনু এবং তপতীর জন্মদান করেন। ছায়া সংজ্ঞা কুপিতা হয়ে যখন যমকে অভিশাপ দিলেন তখন যম ও সূর্য উভয়েই বুঝলেন যে ইনি সংজ্ঞা নন। তখন ছায়া প্রকৃত ব্যাপার প্রকাশ করলে সূর্য ধ্যানদৃষ্টিতে জানতে পারলেন যে সংজ্ঞা অশ্বীরূপে তপস্যায় নিরত আছেন। তিনিও বাজীরূপ ধারণ করে সংজ্ঞার গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে এবং রেতঃসেকের শেষ অংশে জাত রেবন্ত নামক পুত্র উৎপন্ন করেছিলেন। ভগবান সূর্য সংজ্ঞাকে স্বস্থানে আনয়ন করলেন, বিশ্বকর্মা তাঁর তেজ ছিন্ন করলেন।

স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডেও (প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্য, ১১শ অঃ) এই কাহিনী আছে। সংজ্ঞা যম-যমীর জন্মের পর সূর্যের তেজ সহনে অসমর্থা হয়ে ছায়াকে স্বামীর কাছে রেখে পিতা বিশ্বকর্মার গৃহে সহস্র বৎসর বাস করেছিলেন। পরে বিশ্বকর্মা যখন সংজ্ঞাকে পতিগৃহে গমনের উপদেশ দিলেন, তখন সংজ্ঞা উত্তরকুরুতে গিয়ে অশ্বিনীরূপে তপস্যায় নিমগ্ন হলেন। পরে ছায়ার নিকট প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হয়ে সূর্য বিশ্বকর্মার গৃহে উপনীত হলেন। বিশ্বকর্মা সূর্যের তেজ শাতন করার পর সূর্যদেব অশ্বরূপে অশ্বিনী সংজ্ঞার নিকট উপস্থিত হলেন। পরপুরুষ ভয়ে অশ্বিনী মুখ ফেরালে অশ্বের নাসিকাক্ষরিত বীর্য অশ্বিনীর নাসাপথে প্রবেশ করায় নাসত্য, দস্র ও রেবন্ত নামে তিন পুত্রের জন্ম হয়।

ততশ্চ নাসিকাযোগে তয়োস্তত্র সমেতয়োঃ।
নাসত্যদস্রৌ তনয়াবশ্ববক্ত্রাৎ বিনির্গতৌ ॥[২]

স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে (৫৬ অঃ) ত্বষ্টার কন্যার নাম সাবিত্রী। ত্বষ্টা সাবিত্রীকে প্রদান করেছিলেন সূর্যের হাতে।

পুরানুসূর্যাং সাবিত্রীং ত্বষ্টা স্বতনয়াং দদৌ।[৩]

---

১ বিষ্ণুপুঃ, ৩য় অংশ—২।২-৮ ২ প্রভাসখণ্ড, প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্য—১১।২০৫
৩ রেবাখণ্ড—৫৬।১৪

সাবিত্রী বড়বারূপে বিচরণকালে অশ্বরূপধারী সূর্যের ঘ্রাণ গ্রহণ করে গর্ভবতী হওয়ায় অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হয়।

তত্রাগত্য প্রিয়াং ভার্যাং বাড়বারূপধারিণীম্।
দদর্শ তাং পুনঃ শ্যামাং হরিরূপধরো হরিঃ॥
নাসিকাঘ্রাণ মাত্রেণ তত্র জাতৌ সুতাবুভৌ।
দর্শনীয়ৌ সুনূন্নাঙ্গৌ ভিষজৌ তৌ দিবৌকসাম্॥[১]

অশ্বিদ্বয়ের জন্মের এই বিচিত্র কাহিনীর উৎস ঋগ্বেদেও বর্তমান :

ত্বষ্টা দুহিত্রে বহতুং কৃণোতীতীদং বিশ্বং ভুবনং সমেতি।
যমস্য মাতা পর্যুহ্যমানা মহো জায়া বিবস্বতো ননাশ॥
অপাগূহন্নমৃতাং মর্তেভ্যঃ কৃত্বী সবর্ণামদদুর্বিবস্বতে।
উতাশ্বিনাবভরদ্যত্তদাসীদজহাদু দ্বা মিথুনা শরণ্যূঃ॥[২]

—ত্বষ্টা নামক দেব আপন কন্যার (সরণ্যুর) বিবাহ দিতেছেন। এই উপলক্ষে বিশ্বসংসার আসিয়া উপস্থিত হইল। যমের মাতা যখন বিবাহিতা হইলেন তখন মহান বিবস্বানের জায়া অদর্শন হইলেন।

সেই মৃত্যুরহিত (সরণ্যুকে) মনুষ্যদিগের নিকট গোপন করা হইল, তাহার তুল্যাকৃতি এক স্ত্রী নির্মাণ করিয়া বিবস্বান্‌কে দেওয়া হইল। তখন দুই অশ্বিকে গর্ভে ধারণ করিলেন এবং সরণ্যু যমজ দুইটি সন্তানকে ত্যাগ করিলেন।[৩]

এই বিবরণে জানা যায় যে ত্বষ্টা স্বীয় দুহিতা সরণ্যুর বিবাহ দিয়েছিলেন বিবস্বান বা সূর্যের সঙ্গে। যমের জন্ম হওয়ার পরে সরণ্যু অদৃশ্য হয়েছিলেন, তাঁর সদৃশ অপর এক স্ত্রী বিবস্বানকে দেওয়া হয়েছিল। সরণ্যু অশ্বিদ্বয়কে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। এই কাহিনী পুরাণে পল্লবিত হয়েছে।

ত্বষ্টৃতনয়া সরণ্যু পুরাণে হয়েছেন সংজ্ঞা বা সাবিত্রী।

যাস্ক উক্ত ঋক্‌দুটি সম্পর্কে লিখেছেন, তত্রেতিহাসমাচক্ষতে—ত্বাষ্ট্রী সরণ্যূর্বিবস্বত আদিত্যাদ্ যমৌ মিথুনৌ জনয়াঞ্চকার, সা সবর্ণামন্যাং প্রতিনিধায়াশ্বং রূপং কৃত্বা প্রদুদ্রাব, স বিবস্বান্ আদিত্য অশ্বমেবরূপং কৃত্বা তামনুসৃত্য সম্বভূব, ততোঽশ্বিনৌ জজ্ঞাতে, সবর্ণায়াং মনুঃ।"[৪]

—(অস্যার্থঃ) এখানে ইতিহাস বলা হচ্ছে—ত্বষ্টার নন্দিনী সরণ্যু আদিত্য

১ রেবাখণ্ড—৫৬।৪৮-৪৯ ২ ঋগ্বেদ—১০।১৭।১-২ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ নিরুক্ত—১২।১০।৪

থেকে যমজ মিথুন অর্থাৎ পুত্র ও কন্যা —যম ও যমী প্রসব করেছিলেন, "তিনি নিজের মত অন্য একজনকে প্রতিনিধি করে অশ্বরূপ ধারণ করে পলায়ন করলেন। সেই বিবস্বান্ আদিত্য অশ্বরূপ ধারণ করে তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। তারপর সরণ্যু থেকে অশ্বিদ্বয় জন্মগ্রহণ করলেন, তৎসদৃশা নারীতে মনু জন্মগ্রহণ করলেন।

বৃহদ্দেবতাতেও এই কাহিনী বর্তমান :

স্রষ্ট্বা ভর্তুঃ পরোক্ষন্তু সরণ্যু সদৃশীং স্ত্রিয়ম্।
নিক্ষিপ্য মিথুনং তস্যামশ্বা ভূত্বাপচক্রমে॥
অবিজ্ঞানাদ্বিবস্বাংস্তু তস্যামজনয়ন্মনুম্।
রাজর্ষিরভবৎ সোঽপি বিবস্বানিব তেজসা॥
স বিজ্ঞায় ত্বপক্রান্তাং সরণ্যুমশ্বরূপিণীম্।
ত্বাষ্ট্রীং প্রতি জগামাশু বাজী ভূত্বাশ্বলক্ষণঃ॥
সরণ্যুশ্চ বিবস্বন্তং বিদিত্বা হয়রূপিণম্।
মৈথুনায়োপচক্রাম তাঞ্চ তত্রারুরোহ সঃ॥
ততস্তয়োস্তু বেগেন শুক্রং তদপতদ্ভুবি।
উপাজিঘ্রচ্চ সা ত্বশ্বা তচ্ছুক্রং গর্ভকাম্যয়া॥
আঘ্রাতমাত্রাচ্ছুক্রাত্তু কুমারৌ সংবভূবতুঃ।
নাসত্যশ্চৈব দস্রশ্চ যৌ খ্যাতাবশ্বিনাবিতি॥

—ভর্তার অগোচরে নিজের অনুরূপ স্ত্রী সৃষ্টি করে তাঁর উপরে মিথুন-এর (পুত্র-কন্যা-যম-যমী) ভার দিয়ে অশ্ব হয়ে সরণ্যু বিচরণ করতে লাগলেন। বিবস্বান্ অজ্ঞতাবশতঃ সেই রমণীতে মনুর জন্ম দিলেন, তিনিও হলেন সূর্যের মত তেজস্বী রাজর্ষি। তিনি (সূর্য) পলায়মানা অশ্বরূপিণী ত্বষ্টৃনন্দিনী সরণ্যুকে চিনতে পেরে অশ্বাকৃতি ধারণ করে শীঘ্রই তাঁর পশ্চাৎ গমন করলেন। সরণ্যু বাজি-রূপধারী বিবস্বানকে চিনতে পেরে মৈথুনে প্রবৃত্ত হলেন, সূর্যও তাঁতে আরোহণ করলেন। বেগবশতঃ শুক্র ভূমিতে পতিত হোল। অশ্বা গর্ভকামনায় সেই শুক্র আঘ্রাণ করলেন। আঘ্রাণমাত্রেই শুক্র থেকে অশ্বিন্ নামে খ্যাত নাসত্য এবং দস্র—কুমারদ্বয় জন্মগ্রহণ করলেন।

অশ্বিদ্বয়ের স্বরূপ—ঋগ্বেদের পূর্বোক্ত মন্ত্র দুটির (১০।১৭।১-২) ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় লিখেছেন, "এক দক্ষিণায়ন দিনের ঘটনা অবলম্বন

করিয়া এই উপাখ্যান রচিত হইয়াছিল। সেদিন সূর্যোদয় ৫টায়, সূর্যাস্ত ৭টায়, ত্বষ্টা চিত্রা নক্ষত্র। বিবস্বান দক্ষিণায়ন দিনের প্রত্যক্ষ সূর্য। সরণ্যু চরণ্যুর তুল্য এক অপ্সরা, এত সুন্দরী যে তাহার বিবাহকালে বিশ্বভুবন দেখিতে আসিয়াছিল। সরণ্যু 'আপ্যা যোষা'। ভোর ৪টার সময়ে চিত্রার উদয় হইয়াছিল। সে সময়ে যম ও যমী নামক দুই নক্ষত্র দেখা গিয়াছিল। চিত্রার উদয়ের পরেই সরণ্যুর প্রকাশ হইয়াছিল। এই কারণে সরণ্যু ত্বষ্টার কন্যা। ক্ষণমাত্র থাকিয়াই অদৃশ্য হইল, সঙ্গে সঙ্গে সূর্যোদয় হইল। সেদিন সূর্যাস্তের পূর্বে পশ্চিম আকাশে আর এক অপ্সরা দেখা গিয়াছিল। সেটি সরণ্যুর তুল্যবর্ণা। এই হেতু নাম সবর্ণা। সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা পরে পূর্বাকাশে অশ্বিদ্বয়ের উদয় হইল। অতএব দেখা যাইতেছে যে সেদিন ভোর বেলায় চিত্রার উদয় এবং সন্ধ্যাবেলায় অশ্বিদ্বয়ের উদয় হইয়াছিল।"[১]

আচার্য রায়ের মতে অশ্বিদ্বয় নক্ষত্রবিশেষ। গ্রহ বা নক্ষত্ররূপী অশ্বিদ্বয়ের সঙ্গে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়েছেন। অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশ্যে আশ্বিন শস্ত্র বা যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।

"আশ্বিনানগ্রান্ গৃহ্লীতাঽনুজাবরোঽশ্বিনৌ বৈ দেবানামনুজাবরৌ পশ্চৈবাগ্রং পর্য্যৈতামশ্বি নাবেতস্য দেবতা য আনুজাবরস্তাবেবৈনমগ্রং পরিণয়ত··· ।"[২]

—অগ্রে আশ্বিন শস্ত্র (অশ্বিদ্বয়ের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান) গ্রহণ করবে। অশ্বিদ্বয় দেবগণের অনুজ এবং অবর (হীন, অন্ত্যজ)। এরা দেবগণের পশ্চাৎবর্তী হওয়া সত্ত্বেও অগ্রে অর্চনা কর, অশ্বিদ্বয় এই যজ্ঞের দেবতা। যাঁরা অনুজ এবং অবর তাঁদেরই অগ্রে গ্রহণ করবে।

এই মন্ত্রে অবশ্য অশ্বিদ্বয়ের স্বরূপ বোঝা যায় না। দেব সমাজে এই দুই দেবতার স্থানটিই মাত্র বোঝা যায়।

কিন্তু বৈদিক মন্ত্রে বর্ণিত অশ্বিদ্বয় নক্ষত্র নন। তাঁদের অন্য বিশেষ পরিচয় আছে। অশ্বি শব্দের অর্থ প্রসংগে যাস্ক বলেছেন, "অশ্বিনৌ যদ্ব্যশ্নুবাতে সর্বং রসেনান্যো জ্যোতিষান্যঃ। অশ্বৈরশ্বিনাবিত্যৌর্ণবাভঃ।"[৩] —বিশেষভাবে সর্ব-জগৎ ব্যাপ্ত করেন বলেই 'অশ্বি' নাম—একজন পরিব্যাপ্ত করেন রসের দ্বারা, অন্যজন পরিব্যাপ্ত করেন জ্যোতির দ্বারা। আচার্য ঔর্ণবাভ মনে করেন অশ্বের নিমিত্তই অশ্বি নাম।

১ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল, পৃঃ—১২৩ ২ কৃষ্ণ যজুঃ—৭।২।৭ ৩ নিরুক্ত—১২।১।৩

অশ্বিদ্বয়ের স্বরূপ আলোচনায় নিরুক্তকার বলছেন, "তৎ কাবাশ্বিনৌ দ্যাবা-পৃথিবীত্যেকে, অহোরাত্রাবিত্যেকে, সূর্যাচন্দ্রমসাবিত্যেকে, রাজানৌ পুণ্যকৃতাবি-ত্যৈতিহাসিকাঃ।"[১]—তাহলে অশ্বিদ্বয় কে? কেউ কেউ বলেন দ্যাবাপৃথিবী (আকাশ ও পৃথিবী), কেউ বলেন দিন ও রাত্রি, কেউ বলেন চন্দ্র ও সূর্য, ঐতিহাসিকরা বলেন পুণ্যকর্মা দুইজন রাজা।

নিরুক্তকারের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, "ব্যাপ্ত্যর্থক অশ্ ধাতু হইতে অশ্বিন্ শব্দের নিষ্পত্তি—(১) দ্যুলোক জ্যোতির দ্বারা এবং অন্তরিক্ষলোক অন্নরূপ রসের দ্বারা পৃথিবীলোককে পরিব্যাপ্ত করে, (২) দিবস জ্যোতির দ্বারা এবং রাত্রি অবস্থায় রস অর্থাৎ শিশির বা হিমের দ্বারা পরিব্যাপ্ত করে, (৩) সূর্য জ্যোতির দ্বারা এবং চন্দ্র আহ্লাদাখ্য রসের দ্বারা পরিব্যাপ্ত করে…।"[২]

যাস্কের মতে সম্ভবতঃ অশ্বিদ্বয় দিন ও রাত্রিকেই বোঝায়। যাস্ক অশ্বিদ্বয়ের কাল সম্পর্কে লিখেছেন, "তয়োঃ কাল ঊর্ধ্বমর্ধরাত্রাৎ প্রকাশীভবাস্যানুবিষ্টম্ভমনু তমোভাগো হি মধ্যমঃ জ্যোতির্ভাগ আদিত্যঃ।"[৩]

—অশ্বিদ্বয়ের কাল অর্ধরাত্রির পর প্রকাশীভাবের অর্থাৎ জ্যোতির অন্ধকারে অনুপ্রবেশের পর; তমোভাগেই মধ্যম জ্যোতির্ভাগ আদিত্য।

অমরেশ্বর ঠাকুর যাস্কের ব্যক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে গিয়ে লিখেছেন, "অশ্বিদ্বয় অহোরাত্র—এই পক্ষই আচার্য যাস্কের অভিমত বলিয়া মনে হয়। অহোরাত্র বলিতে এখানে সারাদিন এবং সারারাত্রি নহে—কিন্তু অর্ধরাত্রের পরে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত যে কাল তাহা। ইহা অন্ধকার এবং আলোকের সংমিশ্রণ,—অন্ধকার অনুপ্রবিষ্ট হয় জ্যোতিতে। জ্যোতি অভিভূত হয়, জ্যোতিরই প্রাধান্য ঘটে। প্রধানীভূত অন্ধকার ভাগই মধ্যম অর্থাৎ মধ্যমের রূপ এবং প্রধানীভূত জ্যোতি-র্ভাগই উত্তম বা আদিত্য অর্থাৎ ইহাই আদিত্যের রূপ। মধ্যমের রূপ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে এবং উত্তমের রূপ ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে থাকে—অবশেষে দিবারাত্রির সন্ধিকালে (অতি প্রত্যুষে) মধ্যমের মধ্যমত্ব বিলীন হইয়া যায়, আদিত্যের রূপে তাহার পরিণতি ঘটে। মধ্যম এবং উত্তম (অন্ধকারভাগ এবং জ্যোতির্ভাগ)—ইহারাই অর্থাৎ ইহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অশ্বিশব্দবাচ্য।"[৪]

---

১ নিরুক্ত—১২।১।৪ ২ নিরুক্ত (ক.বি.)—পৃঃ ১২৬২ ৩ নিরুক্ত—১২।১।৫

৪ নিরুক্ত (ক বি) পৃঃ ১২৬২

বৃহদ্দেবতার মতে অশ্বিদ্বয় সূর্যকে আশ্রয় করে বিরাজ করেন,— তাঁরা সূর্যের গণদেবতার মধ্যে মুখ্য।

যঃ পরস্তু গণঃ সৌর্যো স্বস্থানস্তং নিবোধত।
তস্য মুখ্যতরৌ দেবাবশ্বিনৌ সূর্যমাশ্রিতাঃ॥[১]

যাস্কর মতানুসারে অশ্বিদ্বয় সূর্যেরই প্রকারভেদ অথবা অবস্থাবিশেষ। বৃহদ্দেবতার মতও প্রায় অনুরূপ। বৃহদ্দেবতা দুই অশ্বিনীকুমারের পৃথক পৃথক নামোল্লেখ করেছেন ; একজনের নাম দস্র আর একজনের নাম নাসত্য।

নাসত্যশ্চৈব দস্রশ্চ যৌ স্তুতাবশ্বিনাবিতি।[২]

মহাভারতেও তাই—

নাসত্যশ্চাপি দস্রশ্চ স্মৃতৌ দাবশ্বিনাবপি।
মার্তণ্ডস্যাত্মজাবেতৌ সংজ্ঞানাসাগ্নিনির্গতৌ।[৩]

—নাসত্য ও দস্র নামে দুই অশ্বিদেবতা সংজ্ঞার নাসিকা থেকে জাত মার্তণ্ডের পুত্র।

অশ্বিদ্বয়ের স্বরূপ সম্পর্কে দেশী-বিদেশী বহু পণ্ডিতই আলোচনা করেছেন। Maxmuller-এর মতে অশ্বিদ্বয় প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ং সন্ধ্যা।[৪] Goldstucker মনে করেন যে, অশ্বিদ্বয় ঋভুগণের মত খ্যাতনামা মানব সন্তান ছিলেন। পরে তাঁরা দেবতারূপে অর্চিত হন এবং অর্ধরাত্রির পরের মিশ্রিত আলোক ও অন্ধকার রূপে তাঁরা পূজিত হয়েছেন। "The transition from darkness to light, when the intermingling of both produces that inseparable duality, expressed by twin nature of these deities."[৫]

যাস্কও ঐতিহাসিকদের মত উল্লেখ করে বলেছেন যে আদিতে অশ্বিদ্বয় দুই পুণ্যকর্মা রাজা ছিলেন। কিন্তু এ মতের সমর্থনযোগ্য কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। কিন্তু অনেক পণ্ডিতই অশ্বিদ্বয়কে প্রাতঃ সন্ধ্যা ও সায়ং সন্ধ্যা অথবা সন্ধ্যাকালের আলো ও অন্ধকাররূপে ব্যাখ্যা করেছেন। কারো মতে এঁরা প্রভাত ও সন্ধ্যাকালের উজ্জ্বল তারকা। গ্রীক্ যুগ্মদেবতা Dioskouri —যাঁরা Castor এবং Pollux নামে খ্যাত, তাঁদের সঙ্গে অশ্বিদ্বয়ের সাদৃশ্য অনুভব করেছেন কেউ কেউ।

---

১ বৃহদ্দেবতা—২।৭-৮ ২ বৃহদ্দেবতা—৭।৬ ৩ মহাভারত, অনুশাসনপর্ব—১৫০।১৭
৪ Origin and Growth of Religion (1882)—page 219
৫ Dr. Goldstucker's Note on Muirs Sanskrit texts, vol. V, (1884) —page 257

"Modern scholars have variously explained them as the morning and evening twilight, the Sun and the moon, the morning and evening stars, the two stars, the two stars of Gemeni. They correspond to the Greek Dioskouri, Castor and Pollux, the sons of heaven or Zeus, brothers of Helena (সূর্যা), and to 'the sons of God' in Lettic mythology, who come riding on their steeds to woo the daughter of the Sun."[১]

"This is also the opinion of Myrianthens as well as of Hopkins, who considers probably that the inseparable twins represent the twin-lights or twilight before dawn, half-dark half light, so that one of them could be spoken of alone as the son of Dyaus, the bright sky."[২]

"Oldenberg, following Mannhandt and Bollensen, believes that the natural bases of Asvins, must be the morning star, that being the only morning light beside fire, dawn and sun."[৩]

"Weber is also of opinion that Asvins represent two stars, the twin constellation of the Gemini."[৪]

Prof. Macdonell-ও মনে করেন যে অশ্বিদ্বয় সন্ধ্যা ও প্রভাত তারকা—"The twilight and morning star theory seem most probable."[৫]

বিভিন্ন পণ্ডিতের মতামত থেকে মোটামুটি ধারণা হয় যে অনেকেই অশ্বিদ্বয়কে সূর্যকিরণ বা সূর্যের দুইটি বিশেষরূপ বলে গ্রহণ করেছেন; যদিও স্পষ্টভাবে তাঁরা একথা বলেন নি। অশ্বিদ্বয় রাত্রিশেষের অন্ধকার ও আলোকের মিশ্রিতরূপ হলেও সূর্য বা সূর্যালোকের একটি (অথবা দুটি) বিশেষ অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নন। উভয় সন্ধ্যাকেই যদি অশ্বিদ্বয়ের মূল তত্ত্বরূপে গ্রহণ করি তাহলেও ঐ একই কথা। মহাপ্রাজ্ঞ রমেশচন্দ্র দত্ত অশ্বিদ্বয় সম্পর্কে লিখেছেন, উষার পূর্বে মিশ্রিত আলোক ও অন্ধকার যদি যমজ দেব বলিয়া উপাসিত হইলেন, তবে তাঁহাদিগকে অশ্বী নাম দেওয়া হইল কেন? এটি একটি বৈদিক উপমামাত্র। সূর্যের আলোক আকাশে ধাবমান হয়, সেইজন্য সেই আলোক বা রশ্মিসমূহকে ঋগ্বেদে সর্বদাই অশ্ব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং সূর্য ও উষাকে অশ্বযুক্ত

১ Dr. S. K. Chatterjee—Vedic Selections (C. U.) vol. II, page 493

২ Vedic Mythology—Macdonell—page 53 ৩ তদেব ৪ তদেব

৫ তদেব—পৃঃ ৫৪

বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। অশ্বিন্ শব্দেরও সেই অর্থ, অশ্বযুক্ত অর্থাৎ আলোকযুক্ত। কালক্রমে লোকে সে বৈদিক উপমা ও অর্থ ভুলিয়া গেল এবং একটি উপাখ্যান সৃষ্ট হইল যে সূর্য উষা এবং অশ্ব অশ্বিনীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন এবং অশ্বিদ্বয় তাঁহাদিগেরই পুত্র। এইরূপে বেদের অশ্বিদ্বয় (আলোক ও ছায়াযুক্ত উষার পূর্বসময়) পুরাণের অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইয়া গেলেন।"[১]

মনীষী রমেশচন্দ্র অশ্বিতত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে সম্পূর্ণতঃ না হলেও অনেকাংশে সফল হয়েছেন।

অশ্বিদ্বয়ের জননী সরণ্যূ। সরণ্যূ শব্দের অর্থ যিনি গমন করেন অর্থাৎ গতিশীলা—'সরণ্যূঃ সরণাৎ'।[২] যাস্কের বক্তব্য বিশদ করে অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, "উষঃপ্রভা যখন সূর্যের প্রতি নিজেকে পরিচালিত করিয়া সূর্যের সহিত অবিভক্ত ভাবে প্রতীত হয়, তখনই তাহার নাম সরণ্যূ। সরণ্যূ সূর্যসহচারিণী উষঃপ্রভা; বৃষাকপায়ীর পরবর্তিনী; অরুণোদয়োত্তরকালীন উষাই সরণ্যূ।[৩]" রমেশচন্দ্র লিখেছেন, "বিবস্বান্ অর্থ সূর্য এবং সরণ্যূ উষা।"[৪] অশ্বিদ্বয়ের নামকরণ সম্পর্কে Maxmuller-ও পূর্বরূপ মন্তব্য করেছেন, "The legend of Saranyu and Vivasvat assuming the form of horsess may be meant simply as an explanation of the name of their children, the Aswins."[৫]

বেদে অশ্বিদ্বয়ের রূপ ও গুণের যে বিবরণ নানা স্থানে প্রদত্ত হয়েছে, সেগুলি পর্যালোচনা করলে এই দেবভ্রাতৃদ্বয়ের স্বরূপ প্রতিভাত হয়ে উঠবে। এই উদ্দেশ্যে তাঁদের রূপগুণের বিস্তৃত বিবরণ উদ্ধৃত করছি। অশ্বিদেবতাদের গাত্রবর্ণ শুভ্র বা উজ্জ্বল—

আ শুভ্রা যাতমশ্বিনা ··।[৬]

তাঁরা তেজোময়, স্বকীয় তেজের দ্বারা মিত্র ও বরুণের সঙ্গে যজমানকে রক্ষা করেন—

উত নো দেবাবশ্বিনা শুভস্পতী ধামভির্মিত্রাবরুণা উরুষ্যতাম্।[৭]

—কল্যাণের অধিপতি অশ্বি নামক সেই দুই দেব এবং মিত্র ও বরুণ নিজ তেজের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন॥[৮]

১ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—১ম, পৃঃ ৭ ২ নিরুক্ত—১২।৯।৭ ৩ নিরুক্ত (ক বি.)—পৃঃ ১২৮০
৪ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—১ম, পৃঃ ৮
৫ Science and language (1882), vol. II, page 530 ৬ ঋগ্বেদ—৭।৬৮।৮
৭ ঋগ্বেদ—১০।৯৩।৬ ৮ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

অশ্বিদ্বয়ের শরীর হিরন্ময়; তাঁদের রথ সূর্যের মত উজ্জ্বল :

আনূনং যাতমশ্বিনা রথেন সূর্যত্বচা।

ভূজী হিরণ্যপেশসা কবী গম্ভীরচেতসা॥[১]

—হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা ভোক্তা, হিরণ্ময় শরীর বিশিষ্ট, কবি ও গম্ভীর চিত্ত, তোমরা সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল রথে অবশ্য আমাদের নিকট আগমন কর।[২]

অশ্বিদের রথ সুবর্ণময়: দস্রা হিরণ্যবর্তনী[৩]:

হিরণ্যয়েন পুরুভূ রথেনেমং যজ্ঞং নাসত্যোপযাতং।[৪]

—হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা অনেক হইয়া থাক, তোমরা হিরণ্ময় রথে করিয়া এই যজ্ঞে আগমন কর।[৫]

হিরণ্যয়েন রথেন দ্রবৎপানিভিরশ্বৈঃ ধীজবনা নাসত্যা।[৬]

—হে মনের ন্যায় বেগবিশিষ্ট নাসত্যদ্বয়! ক্ষিপ্রপদযুক্ত অশ্ববিশিষ্ট হিরন্ময় রথে আরোহণ করতঃ অগমন কর।[৭]

আ নো যাতং দিবো অচ্ছা পৃথিব্যা হিরণ্যয়েন সুবৃতা রথেন।[৮]

—তোমরা দ্যুলোক হইতে অথবা পৃথিবী হইতে হিরণ্ময় রথে আমাদের অভিমুখে আগমন কর।[৯]

এই দেবদ্বয়ের রথের নেমিও হিরণ্ময়—

হিরণ্যয়া বাং পবয়ঃ।[১০]

শুধু কি পবি বা নেমি? রথচক্র ও চক্রের প্রতিটি অংশই হিরণ্ময়—

হিরণ্যয়ী বাং বভিরীষা অক্ষো হিরণ্যয়ঃ।

উভা চক্রা হিরণ্যয়া।[১১]

—হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের আলম্ভনীয় রথের ইষা হিরণ্ময়, অক্ষ হিরণ্ময়, উভয় চক্রই হিরণ্ময়।[১২]

এঁদের রথের বল্গাও হিরণ্ময়—হিরণ্যাভীশুঃ।[১৩] অশ্বিদ্বয়ের রথে যে অশ্ব সংযোজিত হয় তাদের পক্ষ হিরণ্যবর্ণ :

হংসাসো যে বাং মধুমন্তো অস্রিধো হিরণ্যপর্ণা উহুব উষর্বুধঃ।[১৪]

---

১ ঋগ্বেদ—৮।৮।২ ২ অনুবাদ—তদেব ৩ ঋগ্বেদ—৮।৮।১ ৪ ঋগ্বেদ—৪।৪৪।৪

৫ অনুবাদ—তদেব ৬ ঋগ্বেদ—৮।৫।৩৫ ৭ অনুবাদ—তদেব ৮ ঐ—৪।৪৪।৫

৯ ঐ ১০ ঐ—১।১৮০।১ ১১ ঋগ্বেদ—৮।২২।৫

১২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ১৩ ঋগ্বেদ—৮।২২।৫ ১৪ তদেব—৪।৪৫।৪

—তোমাদের শীঘ্রগামী মাধুর্যযুক্ত দ্রোহরহিত হিরণ্যপক্ষ বিশিষ্ট বহনশীল ঊষাকালে জাগরণকারী যে অশ্ব আছে…।[১]

লক্ষণীয় এই যে অশ্বিদ্বয়ের অশ্বকে হংস বলা হয়েছে। হংস শব্দের অর্থ সূর্য। এই অশ্ব ঊষাকালে জাগরিত হয়।

অশ্বিদ্বয়ের রথ উদীয়মান সূর্যের সঙ্গে মিলিত হয়—

তং বাং রথং বয়মদ্যা হুবেম পৃথুজ্রয়মশ্বিনা সংগতিং গোঃ।
যঃ সূর্যং বহতি… ॥[২]

—হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের হবি প্রদান করি। তোমাদের রথ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত করে সূর্যের সঙ্গে মিলিত হয়, যে রথ সূর্যকে বহন করে…।

এই রথে চড়েই অশ্বিদ্বয় ক্ষণকালের মধ্যে ত্রিলোক পরিক্রমণ করে।

প্রবাম বোচমশ্বিনা ধিয়ং বা রথঃ স্বশ্বো অজরো যে অস্তি।
যেন সদ্যঃ পরিরজাংসি যাথো হবিষ্মন্তং তরণিং ভোজমচ্ছ ॥[৩]

—হে অশ্বিদ্বয়! আমরা যজ্ঞ করিয়া তোমাদের স্তুতি করি। তোমাদিগের সুন্দর অশ্বযুক্ত নিত্যতরুণ যে রথ আছে এবং যে রথ দ্বারা তোমরা ক্ষণমাত্রে লোকত্রয় পরিভ্রমণ কর, তোমরা সেই রথে করিয়া হব্যযুক্ত শীঘ্র অতিবাহী এবং ভোগপ্রদ (এই যজ্ঞে) আগামন কর।[৪]

সূর্যের ন্যায় অশ্বিদ্বয়ের অশ্বগণও অরুষ বা দীপ্তিশালী। দীপ্তি প্রকাশ করতে করতেই তারা পক্ষীর মত অন্তরীক্ষ ভ্রমণ করে:

বয়ো অরুষাসঃ পরিগ্মন্।[৫]

সূর্য বা ইন্দ্রের মত অশ্বিদ্বয়ের অশ্ব (রশ্মি) সপ্তসংখ্যক:

অর্বাঞ্চা বাং সপ্তয়োঽধ্বরশ্রিয়ো বহন্তু সবনে দুপ।[৬]

—হে অশ্বিদ্বয়, যজ্ঞ সেবিত তোমার সপ্ত অশ্ব ত্রিসবনাত্মক যজ্ঞে তোমাদের বহন করুক।

অশ্বিদ্বয়ের রথ একদিনে দ্যাবাপৃথিবী পরিক্রমণ করে:

রথো হ বামৃতজা অদ্রিজূতঃ পরি দ্যাবাপৃথিবী যাতি সদ্যঃ।[৭]

—তোমাদের সত্য (যজ্ঞ) থেকে জাত জলনিষিক্ত (মেঘসৃজনকারী) রথ একদিনে দ্যাবাপৃথিবী পরিক্রমণ করে।

---

১ অনুবাদ—তদেব ২ ঋগ্বেদ—৪।৪৪।১ ৩ ঋগ্বেদ—৪।৪৫।৭ ৪ অনুবাদ—তদেব
৫ ঋগ্বেদ—৪।৪৩।৬ ৬ ঋগ্বেদ—১।৪৭।৮ ৭ ঋগ্বেদ—৩।৫৮।৮

এঁদের রথ আকাশ পরিক্রমা করে :

অরিষ্টনেমিং পরিজ্মামিয়ানং ।[১]

সেই রথে আছে সহস্র কেতু বা সহস্র কিরণ ।[২] এই রথ সহস্র প্রকার রূপময় :

অতঃ সহস্র নির্ণিজা রথেন যাতমশ্বিনা ।[৩]

—সেইস্থান থেকে সহস্ররূপবিশিষ্ট রথে তোমরা আগমন কর।

অশ্বিদের এই অত্যাশ্চর্য রথের তিনটি চক্র :

ত্রয়ঃ পবয়ো মধুবাহনে রথে··· ।[৪]

ত্রিষ্ঠং রথং··· ।[৫]

ত্রিবংধুরেণ ত্রিবৃতা রথেন ত্রিচক্রেণ সুবৃতা যাতমর্বাক্ ।[৬]

—তোমাদের ত্রিবন্ধুর, ত্রিবৃত, ত্রিচক্র ও শোভনগতিসম্পন্ন রথে আমাদের অভিমুখে আগমন কর।

অশ্বিদেবদ্বয়ের তিনটি রথচক্রের মধ্যে একটি চক্র অত্যন্ত গোপনীয়,—যেমন সূর্যের তিনপাদের মধ্যে একটি পদ গুপ্ত—সর্বজনের জ্ঞানের অতীত।

সায়নাচার্যের মতে এই ঋকে 'ত্রিবৃত' শব্দের অর্থ ত্রিলোকে বর্তমান।

অশ্বিদ্বয়ের রথচক্রের মধ্যে একটি চক্র সূর্যকে প্রদীপ্ত করে, অপর একটি চক্র কালনিরূপণ করে ভুবন পরিভ্রণ করে—

ইর্মান্যদ্বপুষে বপুশ্চক্রং রথস্য যেমথুঃ ।
পর্যন্যা নাহুষা যুগা মহ্না রজাংসি দীয়থঃ ॥[৭]

—হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সূর্যের মূর্তি প্রদীপ্ত করিবার জন্য তোমাদিগের রথের একখানি দীপ্তিমান্ চক্র নিয়মিত করিয়াছ, অন্য চক্র দ্বারা নিজ তেজঃ প্রভাবে মনুষ্যগণের কাল (নিরূপিত করিবার নিমিত্ত) ভুবনসকল পরিভ্রমণ কর।[৮]

অশ্বিদ্বয়ের এই যে রথ, তা সূর্য বা ইন্দ্রের রথের থেকে ভিন্ন নয়। তাঁদের রথের বৈশিষ্ট্যগুলি সূর্য বা ইন্দ্রের রথের সমতুল্য। ত্রিস্থানে (দুই দিগন্তে ও মধ্যাকাশে) সূর্যের অবস্থান হেতুই অশ্বিদ্বয়ের রথ ত্রিবৃত বা ত্রিচক্র। অথবা কাল-নিরূপণকারী রথচক্র ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে নিহিত।

একটি ঋকে অশ্বিদ্বয়ের রথ সূর্যত্বক্ নির্মিত :

তেন নাসত্যা গতং রথেন সূর্যত্বচা ।[৯]

---

১ ঋগ্বেদ—১।১৮০।১০ ২ ঋগ্বেদ—১।১২০।১ ৩ ঋগ্বেদ—৮।৮৮।১১, ১৪
৪ ঐ —১।৩৪।২ ৫ ঐ —১।৩৪।৫ ৬ ঐ —১।১১৮।২
৭ ঐ —৫।৭৩।৩ ৮ অনুবাদ—রমেশচন্দ্রদত্ত ৯ ঐ —১।১৪৭।৯

ঋক্‌টির ব্যাখ্যায় সায়ন বলেছেন, "সূর্যত্বচা সূর্যসংবৃতেন সূর্যরশ্মিসদৃশেন বা তেন প্রসিদ্ধেন রথেন আগতম্ আগচ্ছতম্।"

সূর্য (মণ্ডলের) দ্বারা আবৃত অথবা সূর্যরশ্মিসদৃশ প্রসিদ্ধ রথে নাসত্যদ্বয় এখানে এস।

অশ্বিদ্বয় যে উদয়কালের পূর্ববর্তী অবস্থায় সূর্য তা প্রতিভাত হয় ঋগ্বেদের মন্ত্র থেকেই।

যুবোরুষা অনুশ্রিয়ং পরিজ্মনোরুপাচরৎ।[১]

—হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা চতুর্দিকবিচারী; তোমাদিগের শোভা অনুসরণ করিয়া উষা আগমন করুন।[২]

একটি ঋকে অশ্বিদ্বয় রথারোহণে সূর্যকিরণের সঙ্গে আগমন করেন।

অতো রথেন সুবৃত্তেন আ গতং সাকং সূর্যস্য রশ্মিভিঃ।[৩]

—সূর্যোদয়কালে সূর্যরশ্মির সহিত নিজ সুনির্মিত রথে আমাদিগের নিকট আইস।[৪]

অশ্বিদ্বয়ের আবির্ভাবকাল প্রত্যূষ,—যখন অন্ধকার বিলুপ্ত হয়ে আলোকের প্রকাশ ঘটছে। ঋষি বলেছেন,—

কৃষ্ণা যদ্ গোষ্বরুণীষু সীদদ্দিবো নপাতাশ্বিনা হুবে বাং।[৫]

—যখন কৃষ্ণবর্ণ গাভী লোহিতবর্ণ গাভীদিগের মধ্যে মিশিয়া গেল (অর্থাৎ যখন রাত্রির অন্ধকার নষ্ট হইয়া প্রাতঃকালের রক্তিমাভা দৃষ্ট হইল) তখন হে দ্যুলোকের পৌত্র অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগকে আমি আহ্বান করি।[৬]

উষালগ্নে অশ্বিদ্বয়ের আবির্ভাব কাল। উষা অশ্বিদ্বয়কে জাগ্রত করে, উষা যখন দীপ্তি পেতে থাকে তখন অশ্বিদ্বয় যজ্ঞে আগমন করেন। ঋষি উষাকে অনুরোধ করছেন,—হে উষা, তুমি অশ্বিদ্বয়কে জাগ্রত কর—প্রবোধয়োষা অশ্বিনা।[৭]

নৃবদ্দস্রা মনোযুজা রথেন পৃথুপাজসা
সচেথে অশ্বিনোষসং॥[৮]

—হে নরতুল্য দস্রদ্বয় (অশ্বিদ্বয়), মনোরথগতি বহু অন্নসম্পন্ন রথে তোমরা উষার সঙ্গে মিলিত হও।

১ ঋগ্বেদ—১।৪৬।১৪ ২ অনুবাদ—ঐ দেব ৩ ঋগ্বেদ—১।৪৭।৭
৪ অনুবাদ—ঐ দেব ৫ ঋগ্বেদ—১০।৬১।৪ ৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৭ ঋগ্বেদ—৮।৯।১৭ ৮ ঐ —৮।৫।২

আ বাং রথমবমস্তাং ব্যুষ্টৌ সুম্নায়বো বৃষণো বর্তয়ন্তু।
স্যূম গভস্তি ঘৃতযুগ্‌ভিরশ্বৈরশ্বিনা বসুমন্তং বহেথাম্॥[১]

—এই আসন্ন প্রাতঃকালে তোমাদের রথে সুখে যোজিত অভীষ্টবর্ষী অশ্বগণ তোমাদিগকে আনয়ন করুক। হে অশ্বিদ্বয়! সুখকর রশ্মি বিশিষ্ট ধনযুক্ত রথকে তোমরা উদকপ্রদ অশ্বদ্বারা বাহিত কর।[২]

অশ্বিদ্বয়ের রথ যখন আকাশে আবির্ভূত হয়, তখনই উষার আবির্ভাব ঘটে।

আ তেন যতেং মনসো জবীয়সা রথং যং বামৃভবশ্চক্রুরশ্বিনা।
যস্য যোগে দুহিতা জায়তে দিব উভে অহনী সুদিনে বিবস্বতঃ॥[৩]

—হে অশ্বিদ্বয়! ঋভুনামক দেবতারা তোমাদের যে রথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, যে রথের উদয় হইলে আকাশের কন্যা উষা আবির্ভূত হয়েন, সূর্য হইতে অতি সুন্দর দিন ও রাত্রি জন্মগ্রহণ করে, মন অপেক্ষাও সমধিক বেগশালী সেই রথে আরোহণপূর্বক তোমরা আগমন কর।[৪]

দিবসের প্রারম্ভেই অশ্বিদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন :

বপুংসি জাতা মিথুনা সচেতে তমোহনা তপুষো বুধ্ন এতা।[৫]

—অন্ধকারনাশক দিবসের আদিতে আগত মিথুন জন্মিবামাত্র স্তোত্রে মিলিত হইতেছে।[৬]

সূর্যোদয়ের পূর্ববর্তীকালই উষাকাল—যে সময়ে আলো-আঁধারের লীলা প্রত্যক্ষীভূত। সেই সময়েই অশ্বিদ্বয়ের আবির্ভাব। অশ্বিদ্বয় দেবতাদের ভিষক্, তাঁরা দেবতার জন্য ঔষধ নির্মাণ করেন।

সূর্য ও অগ্নির অভিন্নতাহেতু মর্তলোকের অগ্নি ও দ্যুলোকের সূর্য দুই ভ্রাতারূপে উপস্থাপিত হয়েছেন। অশ্বিদ্বয়ের অগ্নিস্বরূপত্বও ঋগ্বেদে অস্পষ্ট নয়। তাঁদের রথ উষার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিরূপে যজ্ঞগৃহে প্রবেশ করে।

যদুষো যাসি ভানুনা সং সূর্যেণ রোচসে।
আ হায়মশ্বিনো রথো বর্তির্যাতি নৃপায্যম্॥[৭]

—হে উষা! যখন তুমি দীপ্তির সহিত গমন কর, তখন সূর্যের সহিত সমান শোভা পাও। সেই সময় অশ্বিদ্বয়ের এই রথ মনুষ্যগণের পালনীয় যজ্ঞগৃহে আগমন করে।[৮]

১ ঋগ্বেদ—৭।৭১।৩ ২ অনুবাদ—তদেব ৩ ঋগ্বেদ—১০।৩৯।১২
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—৩।৩৯।৩ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ঋগ্বেদ—৮।৯।১৮ ৮ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

অশ্বিদ্বয় অগ্নিরূপে যজ্ঞগৃহে অবস্থিতি করেন, দ্যুলোকে সূর্যরূপে অন্তরীক্ষলোকে বিদ্যুৎরূপে বিরাজ করে থাকেন।

যৎ স্থো দীর্ঘপ্রসদ্মনি যদ্বাদো রোচনে দিবঃ।
যদ্বা সমুদ্রে অধ্যাকৃতে গৃহেহত আ যাতমশ্বিনা ॥[১]

হে অশ্বিদ্বয়! যে লোকে প্রশস্ত যজ্ঞগৃহ আছে, যদি সেইলোকে থাক, যদি ঐ দ্যুলোকের দীপ্তিমান প্রদেশে থাক, অন্তরীক্ষে নির্মিত গৃহে বাস কর, ঐ সকল স্থান হইতে আগমন কর।[২]

প্রাতর্যাবানা প্রথম যজধ্বং পুরা গৃধ্রাদররুষঃ পিবাতঃ।
প্রাতর্হি যজ্ঞমশ্বিনা দধাতে প্রশংসন্তি কবয়ঃ পূর্বভাজঃ ॥
প্রাতর্যজধ্বমশ্বিনা হিনোত ন সায়মস্তি দেবয়া অজুষ্টং।[৩]

হে ঋত্বিক্‌গণ, প্রাতঃকালে অশ্বিদ্বয়ের যাগ কর, হবি এবং স্তুতি প্রেরণ কর; সায়ংকালে যজ্ঞের প্রতি অশ্বিদ্বয়ের গতি হয় না, অথবা সায়ংকালে অশ্বিদ্বয়ের যজ্ঞ নাই। যদিও বা সায়ংকালে অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা হয়, তাহা অশ্বিদ্বয় কর্তৃক সেবিত হয় না—তাহা অশ্বিদ্বয়ের অপ্রিয়।[৪]

একস্থানে অশ্বিদ্বয়কে সূর্যকিরণের সঙ্গে আগমন করতে আহ্বান করা হয়েছে:

অতো রথেন সুবৃতা ন আগতং সাকং সূর্যস্য রশ্মিভিঃ।[৫]

—সেই স্থান থেকে সূর্যের রশ্মির সঙ্গে (অর্থাৎ সূর্যোদয় কালে) সুবৃত (সুরক্ষিত) রথে আমাদের কাছে এস।

প্রভাতে জাগরিত হয়ে অশ্বগণ অশ্বিদ্বয়কে সোমপানের নিমিত্ত যজ্ঞস্থলে বহন করে আনে,—

উষর্বুধো বহন্তু সোমপীতয়ে ॥[৬]

অতঃপর অশ্বিদ্বয় আকাশে জ্যোতি বিকশিত করে থাকেন:

দিবো জ্যোতির্জনায় চক্রথুঃ।[৭]

অশ্বদ্বয় যে সূর্য বা সূর্যের মূর্তিবিশেষ পূর্বোদ্ধৃত ঋক্‌গুলি তাই প্রমাণ করে। অশ্বিন্ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—যাহার অশ্ব আছে—অশ্ব+ইন্। অশ্ব শব্দের অর্থ সর্বব্যাপক সূর্যকিরণ। সুতরাং প্রভাতকালের সূর্য বা উদয়কালের পূর্ববর্তী

১ ঋগ্বেদ—৮।১০।১ ২ অনুবাদ—তদেব ৩ ঋগ্বেদ—৫।৭৭।১-২
৪ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ৫ ঋগ্বেদ—১।৪৭।৭ ৬ ঋগ্বেদ—১।৯২।১৮
৭ ঋগ্বেদ—১।৯২।১৭

অবস্থায় সূর্যের আলোক—অন্ধকারময় কিরণ দুই অশ্বিদেবতা নামে প্রসিদ্ধ, এরূপ অনুমান অসঙ্গত বোধ হয়না। অবশ্য প্রাতঃ ও সায়ং সন্ধ্যা ও অশ্বিদ্বয়ের স্বরূপ এরূপ ধারণাও প্রচলিত। কিন্তু প্রকৃত তাৎপর্য কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ বোধ হয়। উষালগ্নের উদয়পূর্বকালীন সূর্য ও তৎকালে অরণিমন্থনজাত যজ্ঞাগ্নি অশ্বিদ্বয় নামে কথিত হয়েছেন। প্রোজ্জ্বল দিবালোকে ধরিত্রী উদ্ভাসিত হবার পূর্বেই অস্পষ্ট রূপে উদ্‌গত সূর্য বা সূর্যালোক এবং সমকালেই প্রাতঃসবনে প্রজ্বলিত অগ্নি যমজ ভ্রাতৃরূপে বর্ণিত হয়েছেন, এরূপ সিদ্ধান্ত অমূলক নয়। একটি ঋকে[১] অশ্বিদ্বয়কে সরাসরি দ্বিবচনাত্মক 'বহ্নী' বা অগ্নিদ্বয় বলে সম্বোধন করা হয়েছে। কৃষ্ণযজুর্বেদ সুস্পষ্টভাবে অগ্নিকেই অশ্বিদ্বয় বলে ঘোষণা করেছেন: "উৎসন্নযজ্ঞো বা এষ যদগ্নিঃ কিং বাহৈতস্য ক্রিয়তে কিং বা ন যদ্বৈ যজ্ঞস্য ক্রিয়মাণস্যান্তর্যন্তি পূয়তি বা অস্য তদাশ্বিনীরূপ দধাত্যশ্বিনৌ বৈ দেবানাং ভিষজৌ তাভ্যামেবাস্মৈ ভেষজং করোতি।[২]—(অস্যার্থঃ) এই অগ্নি যজ্ঞ সম্পাদক তাঁর দ্বারা কি করা হয়, আর কি করা হয় না? যেহেতু সম্পাদ্যমান যজ্ঞের অন্তরে প্রবেশ করেন অথবা পবিত্র করেন, সেইহেতু অশ্বিনীরূপ ধারণ করেন।

প্রাতঃকালীন যজ্ঞই যে অশ্বিদ্বয় এই মন্ত্রটি থেকে তা প্রতিপাদিত হয়। অপর একটি ঋকে স্পষ্টভাবে অরণিমন্থনের দ্বারা জাগরিত যজ্ঞাগ্নিকে অশ্বিদ্বয়রূপে অভিহিত করা হয়েছে। প্রাতঃকালে (উষালগ্নে) অরণিমন্থনের দ্বারা জাগরিত অগ্নিতে যে যজ্ঞ সেই যজ্ঞই অশ্বিদ্বয়ের যাগ। প্রাতঃসবনান্তর্গত সেই যাগকে বলে আশ্বিন শস্ত্র।

প্রাতর্যুজা বিবোধয়াশ্বিনাবেহ গচ্ছতাম্।
অস্য সোমস্য পীতয়ে ॥[৩]

—হে অধ্বর্যু (অধ্বর্যু নামক পুরোহিত), প্রাতঃকালের সহিত সংযুক্ত অর্থাৎ যাঁহাদের হবি এবং স্তুতি প্রাতঃকালেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ঈদৃশ অশ্বিদ্বয়কে যজমানের যজ্ঞে গমনার্থ বিস্পষ্ট স্তুতির দ্বারা জাগরিত কর; তাঁহারা এই সোম পান করিবার নিমিত্ত যজ্ঞগৃহে আগমন করুন।[৪]

যজ্ঞের অগ্রভাগে আশ্বিন শস্ত্র প্রয়োগের নির্দেশ কৃষ্ণযজুর্বেদেও (৭।২।৭) পাওয়া যায়।

১ ঋগ্বেদ—৭।৭৩।৪ ২ কৃঃ যজুঃ—৫।৫।৩।১ ৩ ঋগ্বেদ—১।২২।১
৪ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর

অশ্বিদ্বয়ের বাসস্থান যজ্ঞের বেদি :

ইদং হি বাং প্রদিবি স্থানমোক ইমে গৃহা অশ্বিনেদং দুরোণং ।[১]

— হে অশ্বিদ্বয় ! (এই উত্তর বেদী) তোমাদিগের প্রাচীন বাসস্থান, তোমাদিগের এই সমস্ত গৃহ এবং এই তোমাদিগের আলয় ।[২]

শুক্লযজুর্বেদের একটি মন্ত্রে[৩] ভাষ্যকার মহীধর বলেছেন,—

"অশ্বিনৌ হি দেবানামধ্বর্যু ।" ঋগ্বেদের প্রথম ঋকে অগ্নিকে দেবতাদের পুরোহিত, হোতা এবং ঋত্বিক সংজ্ঞায় আখ্যাত করা হয়েছে ।

সূর্যাগ্নিরূপী এই অশ্বি দেবদ্বয় উষার কিরণসমূহের অনুগমন করে উদিত সূর্যের পথ প্রদর্শন করে থাকেন ।

আকে নি পাসো অহভির্দবিধ্বতঃ স্বর্ণ শুক্রং তন্বংত আরজঃ ।

সূরশ্চিদশ্বান্ যুজ্যান ঈয়তে বিশ্বাঁ অনু স্বধয়া চেতথস্পথঃ ॥[৪]

—অন্তিকে অগ্রসর (রশ্মিসমূহ) দিবস দ্বারা অন্ধকার ধ্বংস করতঃ সূর্যের ন্যায় দীপ্তি বিস্তার করিতেছেন । সূর্য অশ্ব যোজনা করতঃ উদিত হইতেছেন । 'হে অশ্বিদ্বয় !) তোমরা সোমরসের সহিত তাঁহাকে অনুগমন করিয়া সমস্ত পথ প্রজ্ঞাপিত কর ।[৫]

নিরুক্তকার (১।১১৭।১৬) ঋকের ভাষ্যে বলেছেন যে আদিত্য কর্তৃক অভিগ্রস্ত উষাকে অশ্বিদ্বয় মুক্ত করেছিলেন,—"আহ্বয়দুষা অশ্বিনাবাদিত্যেনাভিগ্রস্তা তামশ্বিনৌ প্রমুমুচতুরিত্যাখ্যানম্ ॥[৬] (অস্যার্থঃ) আদিত্যকর্তৃক অভিগ্রস্তা উষা অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করেছিলেন, অশ্বিদ্বয় তাঁকে মুক্ত করেছিলেন,—এইরূপ আখ্যান প্রচলিত আছে ।

একটি নির্দিষ্টকালের সূর্য ও অ অশ্বিদ্বয় নামে অভিহিত । সেই নির্দিষ্ট কালটি উষাকাল,—সূর্যোদয়ের পূর্বপর্যন্ত যে সময় সেই সময়েই দুই যমজভ্রাতার অধিকারকাল । এ বিষয়ে যাস্কর মন্তব্য : "তয়োঃ কালঃ সূর্যোদয়পর্যন্তস্তস্মিন্যা দেবতা ওপ্যন্তে ।"[৭] —অশ্বিদ্বয়ের কাল সূর্যোদয় পর্যন্ত,—এই সময়ে আরও কয়েকটি দেবতার স্তুতি করা হয় ।

নিরুক্তকারের বক্তব্য ব্যাখ্যা করে অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, "সূর্যোদয় পর্যন্ত অশ্বিদ্বয়ের স্তুতিকাল, সূর্যোদয়ের পর যাগকাল । অশ্বিদ্বয়ের স্তুতিকালে আশ্বিন

---

১ ঋগ্বেদ—৫।৭৬।৪ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ শুঃ যজুঃ—১।১।১০

৪ ঐ —৪।৪৫।৬ ৫ ঐ ৬ নিরুক্ত—৫।২১।৭ ৭ নিরুক্ত—১২।৪।৪

শস্ত্রে স্তুত অন্য কয়েকটি দেবতার আবাপ হয়। এই দেবতাদের নাম উষা, সূর্যা, সরণ্যূ ত্বষ্টা, সবিতা এবং ভগ।"

উপর্যুক্ত পর্যালোচনা দৃষ্টে মনে হয়, সায়ং সন্ধ্যা বা সায়ংকালীন সূর্যকে অশ্বি-দেবদ্বয়ের অন্যতম বলা কোন প্রকারেই সমীচীন নয়। নিরুক্তকার এ বিষয়ে স্পষ্ট অভিমত দিয়েছেন যে অশ্বিদ্বয়ের একই কাল, একই কর্ম, এক সঙ্গেই স্তুত হন ; এঁদের পৃথক্ স্তুতি ব্যভিচার মাত্র।

"তয়োঃ সমানকালয়োঃ সমানকর্মনোঃসংস্তুতপ্রায়য়োঃ অসংস্তবেনৈষোঽর্দ্ধর্চো ভবতি।"[1]

পূর্বোদ্ধৃত ঋক্‌মন্ত্রেও (৫।৭৭।২) স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে সায়ংকালীন যজ্ঞ অশ্বিদ্বয়ের অভিপ্রেত নয়। সুতরাং প্রভাততারকা এবং সন্ধ্যাতারকা অথবা সপ্তবিংশতি নক্ষত্রমণ্ডলীর প্রথম নক্ষত্র অশ্বি দেবতারূপে গৃহীত হতে পারে না। নিরুক্তকার অশ্বিদ্বয় সম্পর্কে আরও বলেছেন যে একজন বাসাতি অর্থাৎ রাত্রির পুত্র, আর অপরজন উষার পুত্র : "বাসাত্যোঽন্য উচ্যত উষঃ পুত্রস্তবান্য ইতি।"[2]

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে বৈদিক ঋষিরা সূর্যকে রাত্রির পুত্র এবং অগ্নিকে দিবার পুত্ররূপে কল্পনা করেছেন। সুতরাং উষাকালের উদয়পূর্ব সূর্য ও তৎকালে অরণিমন্থন জাত যজ্ঞাগ্নি দুই অশ্বিদেব সূর্য ও উষার পুত্র এইরূপ কবিকল্পনার তাৎপর্য স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। অশ্বিদ্বয়কে ঋগ্বেদে 'ঋতাবৃধ' বা যজ্ঞের বর্ধয়িতা বলা হয়েছে।[3] তাঁরা তিনস্থানে কুশাস্তীর্ণ যজ্ঞস্থলে উপবেশন করেন। এই যুগ্ম দেবতাকে উষা ও সূর্যের সঙ্গে একত্রে প্রাতঃকালীন যজ্ঞে সোমপানের নিমিত্ত আহ্বান করা হয়েছে।

স জোষসা উষসা সূর্যেণ চাশ্বিনা তিরো অহ্নং।[5]

—হে অশ্বিদ্বয়! উষা এবং সূর্যের সহিত মিলিত হইয়া প্রাতঃকালীন যজ্ঞে সোমপান কর।[6]

অশ্বিদ্বয়ের রূপ ও গুণের যে বিবরণ বেদে পাওয়া যায়, তাতে তাঁদের আকার-প্রকার অনেকাংশে ইন্দ্র, অগ্নি ও সূর্যের অনুরূপ বলে মনে হয়। পূর্বের অগ্নি ও সূর্যের সঙ্গে এই দেবদ্বয়ের সাদৃশ্য এবং অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয়েছে। অশ্বিদ্বয়ের অন্যান্য গুণগুলি ও ইন্দ্র বা সূর্যাগ্নির সঙ্গে অভিন্নতা সুপ্রতিষ্ঠিত করে। অশ্বিদ্বয়ের

১ নিরুক্ত—১২।২।৩ ২ নিরুক্ত—১২।২।৪ ৩ ঋগ্বেদ—১।৩৭।১, ৩
৪ ঋগ্বেদ—১।৪৭।৪ ৫ ঋগ্বেদ—৮।৩৫।২০ ৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

অন্যতম প্রধান গুণ এই যে তাঁরা ইন্দ্র এবং সূর্যের মত বৃষ্টি দান করে নদীসমূহ ও ওষধিকে পুষ্ট করে থাকেন। তাঁরা নদী সকলের বেগপ্রবর্তনকারী—'সিন্ধুবাহসা'।[১] জলের অধিপতি—'অদাভ্য'[২] বর্ষণশীল—'বৃষণ'।[৩] তাঁদের রথও বারিবর্ষক—'বলিনং'[৪], 'ঘৃতস্নুঃ'[৫]।

অশ্বিদ্বয় স্বর্গ থেকে জল বর্ষণ করেন, কৃষিকর্মও শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

দশস্যন্তা মনবে পূর্ব্যং দিবি যবং বৃকেণ কর্ষথঃ।
তা বামদ্য সুমতিভিঃ শুভস্পতী অশ্বিনা প্র স্তবীমহি ॥[৬]

—হে অশ্বিদ্বয়! পুরাতন দ্যুলোকস্থিত জল মনুকে প্রদান করতঃ তোমরা লাঙ্গলদ্বারা যব কর্ষণ করিয়াছ। হে জলপতি অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগকে অদ্য সুন্দর স্তুতিদ্বারা স্তব করিতেছি।[৭]

যাভিঃ সুদানূ ঔশিজায় বণিজে দীর্ঘশ্রবসে
মধু কোশো অক্ষরৎ ॥[৮]

—হে শোভনদানশীল অশ্বিদ্বয়! তোমরা উশিক্‌পুত্র বণিক দীর্ঘশ্রবার নিমিত্ত মেঘ থেকে জল সিঞ্চন করেছিলে।

সায়নাচার্য লিখেছেন যে দীর্ঘশ্রবা ঋষি প্রবল অনাবৃষ্টি হেতু বাণিজ্যকে জীবিকারূপে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বৃষ্টির নিমিত্ত অশ্বিদ্বয়কে তুষ্ট করায় অশ্বিদ্বয় তাঁর জন্য মেঘ প্রেরণ করেছিলেন।

অশ্বিদ্বয় যজ্ঞকর্তাদের জন্য মেঘ বিদীর্ণ করেন, ফলে বৃষ্টিধারা বর্ষিত হয়:

যুবং সনিভ্যঃ স্তনয়ন্তমশ্বিনাপব্রজমূর্ণুথঃ সপ্তাস্যং।[৯]

—তোমরাই যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত মেঘ বিদীর্ণ করিয়া দাও, তখন সেই মেঘ শব্দ করিতে করিতে সাতমুখ উদ্‌ঘাটনপূর্বক বৃষ্টি করে।[১০]

ইন্দ্রের একটি সাধারণ বিশেষণ শচীপতি। অশ্বিদ্বয়কেও শচীপতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে:

বিশ্বা অবিষ্টং বাজ আ পুরংধীস্তা নঃ শক্তং শচীপতী শচীভিঃ।[১১]

—হে শচীপতিদ্বয়, আমাদের স্তোত্রোপযুক্ত তোমরা স্বীয় কর্মপ্রভাবে আমাদের ধন দান কর।

---

১ ঋগ্বেদ—৫।৭৫।২ ২ ঋগ্বেদ—৫।৭৫।৮ ৩ ঋগ্বেদ—৮।২২।১২, ৮।৫।২৭
৪ ঐ —১।১১৯।১ ৫ ঐ —৫।৭৭।৩ ৬ ঐ —৮।২২।৬
৭ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৮ ঐ —১।১১২।১১ ৯ ঐ —১০।৪০।৮
১০ অনুবাদ—ঐ ১১ ঋগ্বেদ—৭।৬৭।৫

অশ্বিদ্বয় ও শতক্রতু সংজ্ঞালাভ করেছেন :

যাভিঃ কুৎসমার্জুনেয়ং শতক্রতূ প্রতুর্বীতিং ।[১]

—হে শতক্রতুদ্বয়, তোমরা ইন্দ্রপুত্র কুৎসকে রক্ষা করেছিলে।

এখানে শতক্রতু শব্দের অর্থপ্রসঙ্গে সায়ন লিখেছেন ; "বহুবিধকর্মণাবশ্বিনৌ"—বহুবিধকর্মকারী অশ্বিদ্বয়।

অশ্বিদ্বয় শুধু যে ইন্দ্রের গুণাবলীর অধিকারী তা নয়, তাঁরা ইন্দ্রের ন্যায় সোমপায়ী, নমুচির সঙ্গে যুদ্ধে ইন্দ্রের সহায়ক—ইন্দ্রের রক্ষাকর্তা।

যুবং সুরামমশ্বিনা নমুচাবাসুরে সচা।
বিপিপানা শুভস্পতী ইন্দ্রং কর্মস্বাবতম্ ॥
পুত্রমিব পিতরাবশ্বিনোভেন্দ্রাবথুঃ কাব্যৈর্দংসনাভিঃ।
যৎ সুরামং ব্যপিবঃ শচীভিঃ সরস্বতী ত্বা মঘবন্নভিষ্ণক্ ॥[২]

—হে কল্যাণমূর্তি অশ্বিদ্বয়! যখন নমুচির সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন তোমরা উভয়ে মিলিত হইয়া চমৎকার সোমপান করিতে করিতে ইন্দ্রের কর্মে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলে।

—হে অশ্বিদ্বয়! পিতা-মাতা যেরূপ পুত্রকে রক্ষা করে তদ্রূপ তোমরা চমৎকার সোমপান করতঃ নিজ শক্তি ও অদ্ভুত কার্যসমূহ দ্বারা ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছিলে। হে ইন্দ্র! সরস্বতী দেবী তোমার নিকটে ছিলেন।[৩]

ইন্দ্র, বরুণ, সোম, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ রাজা নামে আখ্যাত হয়েছেন বৈদিক সংহিতায়। অশ্বিদ্বয়ও এই সংজ্ঞা লাভে বঞ্চিত হন নি।

যো বাং রথো নৃপতী অস্তি···।[৪]

—হে নৃপতিদ্বয়! তোমাদের যে রথ আছে···।

ন তং রাজানাবদিতে কুতশ্চন···।[৫]

—হে ক্ষয়রহিত রাজদ্বয়! তোমাদের দু'জনের নাম কীর্তনেও আনন্দ হয়।[৬]

ঋগ্বেদে আদিত্যগণও রাজা—"যূয়ং রাজানঃ।"[৭]

ইন্দ্রের এক নাম ধনঞ্জয় ; অগ্নিও ধনঞ্জয়।[৮] অশ্বিদ্বয়কেও "জেন্যাবসূ" অর্থাৎ ধনঞ্জয় বলা হয়েছে।[৯]

---

১ ঋগ্বেদ—১।১১২।২৩ ২ ঋগ্বেদ—১০।১৩১।৪-৫ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ ঐ —৭।৭১।৪ ৫ ঐ —১০।৯৩।১১ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ঐ —৮।৩১।৩৫ ৮ ঐ —১।৭৪।৩ ৯ ঋগ্বেদ—৭।৭৪।৩

ইন্দ্রের মতই অশ্বিদ্বয় অত্যধিক সোমপ্রিয়—'মধুপাতমা নরা'[১] অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সোমপায়ী মানব (মানবতুল্য সোমপ্রিয়)। তাঁরা উষা, সূর্য ও অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে সোমপান করেন। ঋষি বারংবার এঁদের আহ্বান করে বলেছেন—

"সজোষসা উষসা সূর্যেণ চ সোমং পিবতমশ্বিনা॥"[২]

—হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সূর্য ও উষার সঙ্গে একত্রে সোমপান কর।

সজোষসা উষসা সূর্যেণ চ সোমং সুন্বতো অশ্বিনা[৩]—

—হে অশ্বিদ্বয়! উষা ও সূর্যের সঙ্গে তোমরা অভিষবকারীর সোমপান কর। শুধু কি তাই? অশ্বিদ্বয় ইন্দ্রের মত বৃত্রাসুরের বধকর্তা—এঁরা 'বৃত্রহন্তমা'[৪] —শ্রেষ্ঠ বৃত্রহন্তা। অশ্বিদ্বয় শত্রুনাশ করেন, পণিদের হিংসা করেন,[৫] তাঁরা 'রক্ষহণা' অর্থাৎ রাক্ষসদের বধ করেন।[৬] তাঁরাও বজ্রদ্বারা শত্রুদলন করেন।[৭]

অশ্বিদ্বয় সমুদ্রের বা অন্তরীক্ষের পুত্র। তাঁরা দ্যুলোকের নপ্তা (পৌত্র)—দিবো নপাতা।[৮] সমুদ্র তাঁদের মাতা—সিন্ধুমাতরা।[৯]

দ্যুলোকে জন্ম সূর্যের। সূর্যের পুত্র বা অংশবিশেষ বলেই অশ্বিদ্বয় দ্যুলোকের পৌত্র। আবার বড়বানলরূপে সমুদ্রে অগ্নির জন্ম; তাই অশ্বিদেবের জননী সিন্ধু।

কখনও বা অশ্বিদ্বয় রুদ্রের পুত্র বা রুদ্রপথানুসারী—'রুদ্রবর্তনী'।[১০]

উত ত্যা মে রৌদ্রাবর্চিমন্তা নাসত্যা…।[১১]

—হে ইন্দ্র সেই দুই উজ্জ্বলমূর্তি রুদ্রপুত্র নাসত্য আমার স্তব ও যজ্ঞ গ্রহণ করুন।

এঁরা আবার নিজেরাই রুদ্র নামে খ্যাত—'রুদ্রাবতি খ্যাতং'।[১২]

দেববৈদ্য—অশ্বিদ্বয় দেবতাদের চিকিৎসকরূপে বেদে-পুরাণে-কাব্যে প্রসিদ্ধ। বিস্ময়ের বিষয় এই যে অশ্বিদ্বয় যেমন দেবতাদের বৈদ্য বা ভিষক্, রুদ্রও তেমনি দেবতাদের বৈদ্য বা ভিষক্‌রূপে ঋগ্বেদের বহুস্থানে বন্দিত হয়েছেন: ঋষি রুদ্রের কাছে প্রার্থনা করেছেন:

উন্নো বীরাঁ অর্পয় ভেষজেভির্ভিষক্তমং ত্বা ভিষজাং শৃণোমি।[১৩]

---

১ ঋগ্বেদ—৮।২২।১৭ ২ ঋগ্বেদ—৮।৩৫।১-৩ ৩ ঋগ্বেদ—৮।৩৫।১৭-১৮
৪ ঐ —৮।৮।৯ ৫ ঐ —৮।২৬।১০ ৬ ঐ —৭।৬৪।৪
৭ ঐ —১।১১৭।২১ ৮ ঐ —৪।৪৪।২ ৯ ঐ —১।৪৬।২
১০ ঐ —৮।২২।৪ ১১ ঐ —১০।৬১।১৫ ১২ ঐ
১৩ ঋগ্বেদ—২।৩৩।৪

—হে রুদ্র, আমি শুনেছি, তুমি বৈদ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈদ্য, তুমি আমাকে বীর-পুত্রসমন্বিত উপযুক্ত ঔষধের সঙ্গে সংযুক্ত কর। ভিষকৃশ্রেষ্ঠ রুদ্রের হাতে ঔষধ বা ভেষজ থাকে। তাই ঋষির জিজ্ঞাসা রুদ্রের কাছে :

কস্য তে রুদ্র মৃড়য়াকুর্হস্তো যোঽস্তি ভেষজো জলাষঃ।[১]

হে রুদ্র, তোমার সেই সুখদায়ক হস্ত কোথায়, যে হস্তে ভেষজ থাকে?

ঋগ্বেদে কিন্তু বরুণ ও ভিষক্ বা চিকিৎসক।[২]

সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র, রুদ্র, বরুণ প্রভৃতি একই দেবতার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। কোন কোন ঋকে ইন্দ্র ও অশ্বিদ্বয়কে একত্র আহ্বান করা হয়েছে।[৩] অশ্বিদ্বয়ও যে সেই এক দেবতা বা ঈশ্বরের মূর্তি বিশেষ তা এঁদের গুণাবলীর পর্যালোচনাতেই উপলব্ধি হয়। এক ঈশ্বরের পৃথক্ পৃথক্ মূর্তি ত গুণকর্মের বৈশিষ্ট্যের উপরে নির্ভর করেই পরিকল্পিত হয়েছে। অশ্বিদ্বয়েরও একটি বিশেষ গুণের জন্যই পৃথক্ অস্তিত্ব কল্পনা। এই গুণটি এঁদের রোগ নিরাময় শক্তি। সেই জন্যই এঁরা প্রসিদ্ধ দেবচিকিৎসক।[৪] এই দেবদ্বয় ভেষজদ্বারা চিকিৎসা করতেন।[৫] এঁরা তিন প্রকার পার্থিক ভেষজ, তিন প্রকার জলজ (অন্তরীক্ষজাত) ভেষজ এবং তিন প্রকার পার্থিব ভেষজের অধিকারী ছিলেন।

ত্রির্নো অশ্বিনা দিব্যানি ভেষজা ত্রিঃপার্থিবানি ত্রিরুদত্তমদ্ভ্যঃ।

ওমানং শং যোর্মমকায় সূনবে ত্রিধাতু শর্ম বহতং শুভস্পতী॥[৬]

—হে অশ্বিদ্বয়! আমাদিগকে দিব্যলোকের ঔষধি তিনবার প্রদান কর, পার্থিব ঔষধি তিনবার প্রদান কর, অন্তরীক্ষ হইতে ঔষধি তিনবার প্রদান কর। শংযুর ন্যায় আমার সন্তানকে সুখ দান কর। হে শোভনীয় ঔষধি পালক, তোমরা তিনটি ধাতু-বিষয়ক সুখ প্রদান কর।[৭]

এই ঋকের আর একটি অনুবাদ :

হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনারা আমাদিগকে দ্যুলোকের ভেষজ সদাকাল প্রদান করুন; পৃথ্বীলোকের ভেষজ সদাকাল প্রদান করুন. আর অন্তরীক্ষসকাশে উৎপন্ন ভেষজ সদাকাল প্রদান করুন। কল্যাণযুক্ত আনন্দ আমার কর্মরূপ পুত্রের জন্য দান করুন। হে মঙ্গল বিধায়ক দেবদ্বয়! আপনারা আমাদের ত্রিগুণ-সাম্যরূপ

---

১ ঋগ্বেদ—২।৩৩।৭ ২ ঋগ্বেদ—১।২৪।৯ ৩ ঋগ্বেদ—৮।২৬।৮
৪ ঋগ্বেদ—১।১২৬।১৬ ৫ ঐ —১।১১৭।৪ ৬ ঐ —১।৩৪।৬
৭ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

এবং ত্রিধাতুসাম্যরূপ সুখ (মানসিক ও দৈহিক সমতা সাধক সুখ) প্রদান করুন।[১]

'ত্রিধাতু বিষয়ক সুখ'-এর সায়নাচার্যকৃত অর্থ—"বাতপিত্তশ্লেষ্মধাতুত্রয়শমনবিষয়ং সুখং"—বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা নামক তিন ধাতুর বিনাশরূপ সুখ।

উত ত্যা দৈব্যা ভিষজা শং নঃ করতো অশ্বিনা।[২]

—দেববৈদ্য অশ্বিদ্বয় আমাদের সুখ বিধান করুন।

ভিষজা ময়োভুবা[৩] —সুখকর ভিষক্‌দ্বয়।

অন্ধস্য চিন্নাসত্যা কৃশস্য চিদ্ধ্যাবামিদাহুর্ভিষজারুতস্য চিৎ॥[৪]

—তোমাদিগকেই অন্ধের দুর্বলের রোগের জ্বালায় রোরুদ্যমান ব্যক্তির চিকিৎসক বলিয়া লোকে উল্লেখ করে।[৫]

ব্রাহ্মণগুলিতেও অশ্বিদ্বয় দেববৈদ্যরূপে উল্লিখিত।

"অশ্বিনৌ বৈ দেবানাং ভিষজৌ।"[৬]

অশ্বিনৌ বৈ দেবানাং ভিষজৌ ভৈষজ্যমেব তৎ কুরুতে।[৭]

—অশ্বিদ্বয় দেবতাদের চিকিৎসক;—তাঁরা চিকিৎসাকর্ম করে থাকেন।

অশ্বিদ্বয় দেববৈদ্য হিসাবে যে সকল অত্যাশ্চর্য কর্ম সম্পাদন করেছেন তার কিছু বিবরণ উদ্ধৃত করছি।

তাঁরা বন্ধ্যা গাভীকে দুগ্ধবতী করেছিলেন।

ধেনুমস্বং পিন্বথো নরা।[৮]

—তোমরা প্রসবরহিত গাভীকে দুগ্ধবতী করিয়াছিলে।[৯]

অধেন্বং দস্রা স্তর্যং বিষক্তামপিন্বতং শয়বে অশ্বিনা গাং।[১০]

—হে দস্রদ্বয়! তোমরা কৃশ, প্রসবশূন্য, দুগ্ধশূন্য, গাভীকে শযু ঋষির জন্য দুগ্ধপূর্ণ করিয়াছিলে।[১১]

অপিন্বতং শযবে ধেনুমশ্বিনা।[১২]

—শযুর ধেনুকে দুগ্ধবতী করেছে।

যুবং ধেনুং শয়বে নাধিতায়া পিন্বতমশ্বিনা পূর্ব্যায়।[১৩]

১ অনুবাদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী
২ ঋগ্বেদ—৮।১৯।৮
৩ ঋগ্বেদ—১০।৩৯।৫
৪ ঋগ্বেদ—১০।৩৯।৩
৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৬ ঐতরেয় ব্রাঃ—১।১৮
৭ সাংখ্যায়ন ব্রাঃ—১৮ অঃ
৮ ঋগ্বেদ—১।১১২।৩
৯ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
১০ ঋগ্বেদ—১।১১৭।২০
১১ অনুবাদ—তদেব
১২ ঋগ্বেদ—১০।৩৯।১৩
১৩ ঋগ্বেদ—১।১১৮।৭

—পুরাতন শযু ঋষি যাচ্ঞা করিলে তাহার গাভী (দুগ্ধশূন্য) দুগ্ধে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলে।[১]

অশ্বিদ্বয় কূপে নিক্ষিপ্ত পাশবদ্ধ রেভ ও বন্দনকে জল থেকে উদ্ধার করেছিলেন, কূপে নিক্ষিপ্ত কণ্বকেও উদ্ধার করেছিলেন। অসুরগণ অন্তককে কূপে নিক্ষেপ করলে তাঁরা তাকেও উদ্ধার করেছিলেন। ভুজ্যু, কর্কন্ধু ও বয্যকে তাঁরা রক্ষা করেছেন।[২] তাঁরা পৃশ্নি ও পুরুকুৎসকে[৩] এবং কুৎস, শ্রুতর্য ও নর্যকে[৪] রক্ষা করেছেন। তাঁরা পঙ্গু পরাবৃজ এবং শ্রোণকে গমনে সমর্থ করেছিলেন; অন্ধ ঋজ্রাশ্বকে দৃষ্টিদান করেছেন।

যাভিঃ শচীভির্বৃষণা পরাবৃজং প্রান্ধং শ্রোণং চক্ষস এতবে কৃথঃ।
যাভির্বর্তিকাং গ্রসিতামমুংচতং অভিরুষু উতিভিরশ্বিনাগতম্ ॥[৫]

—হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়! যে সকল কর্মদ্বারা পরাবৃজকে (পঙ্গু) গমন সমর্থ করিয়াছিলে, অন্ধকে (ঋজ্রাশ্ব) দৃষ্টিসমর্থ করিয়াছিলে এবং শ্রোণকে (দুর্বলজানু) গমন সমর্থ করিয়াছিলে, যে সকল কর্মদ্বারা গৃহীত বর্তিকা পক্ষীকে মুক্তি দিয়াছিলে, হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।[৬]

অশ্বিদেবদ্বয় শ্যাবের কুষ্ঠরোগমুক্ত করে তাঁকে সুন্দরী পত্নী দান করেছিলেন, চক্ষুহীন কণ্বকে চক্ষু দিয়াছিলেন এবং বধির নৃষদপুত্রকে শ্রবণশক্তি প্রদান করেছিলেন।[৭] ঋজ্রাশ্বের পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে অন্ধ করে দিলে ঋজ্রাশ্বের স্তবে তুষ্ট অশ্বিদ্বয় তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।[৮] নষ্টচক্ষু কণ্ব ঋষিকে তাঁরা চক্ষু দিয়েছিলেন।[৯]

ঋষিখেলের পত্নী বিশ্‌পলার যুদ্ধক্ষেত্রে একটি পা ছিন্ন হয়েছিল; অশ্বিদ্বয় তাঁর দেহে একটি লৌহময় পদ সংযুক্ত করেছিলেন।

চরিত্রং হি বেরিবাচ্ছেদি পর্ণমাজা খেলস্য পরিতক্ম্যায়াং।
সদ্যো জংঘামায়সীং বিশ্‌পলায়ৈ ধনে হিতে সর্তবে প্রত্যধত্তম্ ॥[১০]

—খেলের স্ত্রী (বিশ্‌পলার) একটি পা, একটি পাখার ন্যায় যুদ্ধে ছিন্ন হইয়াছিল; হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা রাত্রিযোগে সদ্যই বিশ্‌পলাকে গমনের জন্য এবং (শত্রু) জন্ত ধনলাভার্থে লৌহময় জঙ্ঘা পরাইয়া দিয়াছিলে।[১১]

---

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—১।১১২।৫-৬ ৩ ঋগ্বেদ—১।১১২।৭
৪ ঋগ্বেদ—১।১১২।৯ ৫ ঐ —১।১১২।৮ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ঐ —১।১১৭।১০ ৮ ঐ —১।১১৭।৭; ১।১১৬।১৬
৯ ঐ —১।১১৮।৭ ১০ ঐ —১।১১৬।১৫ ১১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

বিশ্‌পলামেতবে কৃথঃ।[১] —ছিন্নপদা বিশ্‌পলাকে চলচ্ছক্তিযুক্তা করেছিলে।

যাভির্বিশ্‌পলাং ধনসামথর্ব্যং সহস্রমীড়্হ আজাবজিন্বতং।[২]

—যে সকল উপায় দ্বারা ধনবতী এবং গমনে অসমর্থা বিশ্‌পলাকে বহুধনযুক্ত সংগ্রামে যাইতে সমর্থ করিয়াছিলে সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।[৩]

জংঘাং বিশ্‌পলায় অধত্তং।[৪] —তোমরা বিশ্‌পলাকে একটি জঙ্ঘা নির্মাণ করে দিয়েছিলে।

অশ্বিদ্বয় অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত অত্রির গাত্রদাহকারী উত্তাপকেও সুখকর করে তুলেছিলেন,[৫] কক্ষীবানকে বুদ্ধি প্রদান করেছিলেন,[৬] দধীচি মুনির দেহে অশ্বমস্তক সংযুক্ত করেছিলেন।[৭]

কৃষ্ণপুত্র বিশ্বকায় ঋষির বিষ্ণাপু নামক মৃতপুত্রকে পুনর্জীবিত করেছিলেন দেববৈদ্যদ্বয়।[৮] জলে নিমজ্জিত বিনষ্ট-অবয়ব রেভ ঋষির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেষজের দ্বারা তাঁরা সুগঠিত করেছিলেন।[৯] বন্দন ঋষি এঁদের কৃপায় দীর্ঘায়ুলাভ করেছিলেন।[১০] অশ্বিদ্বয় বিষাঙ্ অসুরের পুত্রকে বিষ দিয়ে (বিষাক্ত তীর দিয়ে) হত্যা করেছিলেন।[১১] বধ্রিমতী নাম্নী নারীর প্রসব বেদনা দূর করে সুখে প্রসব করিয়েছিলেন দেবচিকিৎসকদ্বয়।[১২] বধ্রীমতীর স্বামী নপুংসক হওয়া সত্ত্বেও অশ্বিদেবদ্বয় তাঁকে হিরণ্যহস্ত নামে পুত্র দিয়েছিলেন।[১৩] অত্রির জন্য তাঁরা গৃহনির্মাণও করেছিলেন।[১৪]

কক্ষীবানের কন্যা ব্রহ্মবাদিনী ঘোষা কুষ্ঠরোগাক্রান্তা হওয়ায় অবিবাহিতা অবস্থাতেই জরাগ্রস্তা হয়েছিলেন। অশ্বিদ্বয় তাঁর কুষ্ঠরোগ আরোগ্য করে তাঁকে জরামুক্ত করে মনোমত পতি প্রদান করেছিলেন।

ঘোষায়ৈ চিৎ পিতৃষদে দুরোণে পতিং

জূর্যংত্যা অশ্বিনাবদত্তং।[১৫]

—হে অশ্বিদ্বয়! গৃহে পিতৃসমীপে নিষন্না জরাগ্রস্তা ঘোষাকে তোমরা পতি প্রদান করিয়াছিলে।[১৬]

---

১ ঋগ্বেদ—১০।৩৯।৮
২ ঋগ্বেদ—১।১১২।১০
৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ ঐ —১।১১৮।৮
৫ ঋগ্বেদ—১।১১৬।৮
৬ ঐ —১।১১৬।৭ ; ১।১১৭।৬
৭ ঐ —১।১১৭।২২, ১।১১৬।১২
৮ ঐ —১।১১৬।২৩ ; ১।১১৭।৭
৯ ঋগ্বেদ—১।১১৭।৪
১০ ঐ —১।১১৯।৬
১১ ঐ ১।১১৭।১৬
১২ ঐ —১০।৩৯।৭
১৩ ঐ —১।১১৬।১৩
১৪ ঐ —৮।৭৩।৭
১৫ ঐ —১।১১৭।৭
১৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

অমাজুরশ্চিদ্ ভবথো যুবং ভাগোহনাশো শ্চিদবিতারা ·· ।[১]

—পিতৃভবনে একটি স্ত্রীলোক বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছিল তোমরা তাহার সৌভাগ্যস্বরূপ তাহার বর আনিয়া দিলে।[২]

বৃদ্ধ বন্দন ঋষিকে তাঁরা যুবক করেছিলেন।

যুবং বন্দনং নিঋর্তং জরণ্যয়া রথং ন দস্রা করণা সমিন্বথঃ।[৩]

—জীর্ণ রথকে (শিল্পী) যেরূপ (নূতন) করে, হে নিপুণ দস্রদ্বয়, তোমরা সেইরূপ বার্ধক্যপীড়িত বন্দনকে পুনরায় যুবা করিয়াছিলে।[৪]

কলি নামক ঋষিরও জরা মোচন করেছিলেন অশ্বিদ্বয় :

যুয়ং বিপ্রস্য জরণামুপেযুষঃ পুনঃ কলেরকৃনুতং যুবদ্বয়ঃ ॥[৫]

—কলি নামক যে স্তোতা জরাজীর্ণ হইয়াছিল, তোমরা তাহাকে পুনরায় যৌবন সম্পন্ন করিয়াছিলে।[৬]

চ্যবন ঋষিকেও তাঁরা যুবক করেছিলেন : চ্যবানং চক্রথুর্যুবানম্।[৭]

যুবং চ্যবানমশ্বিনা জরন্তং পুনর্যুবানং চক্রথুঃ শচীভিঃ।[৮]

—হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা (ভৈষজ্যরূপ) কর্মদ্বারা বৃদ্ধ চ্যবনকে পুনরায় যুবা করিয়াছিলে।[৯]

যুবং চ্যবানং সনয়ং[১০] —তোমরা জরাগ্রস্ত চ্যবনকে যুবা করেছ।

জুজুরুষো নাসত্যোত বব্রিং প্রামুঞ্চতং দ্রাপিমিব চ্যবানাৎ।

প্রাতিরতং জহিতস্যায়ুর্দস্রাদিৎ পতিমকৃণুতং কনীনাম্ ॥[১১]

—হে নাসত্যদ্বয়! শরীরের আবরণ যেরূপ খুলিয়া ফেলে, তোমরা জীর্ণ চ্যবন (ঋষির) শরীরব্যাপ্ত (জরা) সেইরূপ খুলিয়া ফেলিয়াছিলে। হে দস্রদ্বয়! তোমরা সেই পুত্রাদিত্যক্ত ঋষির জীবন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলে এবং তৎপরে তাহাকে কন্যাসমূহের পতি করিয়া দিয়াছিলে।[১২]

প্রচ্যবানাজ্জুজুরুষো বব্রিমৎকং ন মুঞ্চথঃ।

যুবা যদী কৃথঃ পুনরা কামমৃণ্বে বধ্বঃ ॥[১৩]

---

১ ঋগ্বেদ—১০।৩৯।৩ ২ অনুবাদ—তদেব ৩ ঋগ্বেদ—১।১১৯।৭

৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—১০।৩৯।৮ ৬ অনুবাদ—তদেব

৭ ঋগ্বেদ—১।১১৮।৬ ৮ ঐ —১।১১৭।১৩ ৯ ঐ

১০ —১০।৩৯।৪ ১১ ঐ —১।১১৬।১০ ১২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

১৩ ঋগ্বেদ—৫।৭৪।৫

—তোমরা জরাজীর্ণ চ্যবনের জঘন্য (পুরাতন রূপ) কবচের ন্যায় মোচন করিয়াছিলে। যখন তোমরা তাঁহাকে পুনর্বার যুবা করিলে তখন তিনি সুরূপা কামিনীর বাঞ্ছিত মূর্তি লাভ করিলেন।[১]

এই কাহিনীটিই মহাভারতে (১২২-১২৩অঃ) সুপ্রসিদ্ধ চ্যবন ও সুকন্যার উপাখ্যানের মূল। মহাভারতে চ্যবনের উপাখ্যান পল্লবিত হয়েছে। তপোনিমগ্ন চ্যবন মুনির দেহ বল্মীকাবৃত হয়েছিল। প্রমোদবিহারে আগত শর্যাতি রাজার কন্যা সুকন্যা বল্মীকস্তূপমধ্যে চ্যবনের উজ্জ্বল দুই চক্ষু কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করেছিলেন। আহত চ্যবনের তপঃপ্রভাবে রাজার সৈন্যদলের মলমূত্র নিরুদ্ধ হয়। পরে চ্যবন ঋষি রাজার অনুনয়ে সন্তুষ্ট হয়ে সুকন্যাকে বিবাহ করার প্রস্তাব করলেন। রাজা ও সৈন্যদলের জীবন রক্ষার বিনিময়ে সুকন্যাকে ঋষিহস্তে প্রদান করলেন। কোন এক সময়ে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় সুকন্যার অলোকসামান্য রূপে মুগ্ধ হয়ে জরাগ্রস্ত চ্যবনকে রূপযৌবনসম্পন্ন করার বিনিময়ে ভ্রাতৃদ্বয়ের যে কোন একজনকে বরণ করার অনুরোধ জানালেন সুকন্যার কাছে। অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও চ্যবন একত্রে জলে অবগাহন স্নান করে রূপযৌবনসম্পন্ন সমরূপ তিনটি পুরুষ হয়ে উত্থিত হলেন। সুকন্যা তিনজনের মধ্যে স্বীয় পতিকেই বরণ করে নিলেন। পরিবর্তে মহর্ষি চ্যবন অশ্বিনীকুমারযুগলকে যজ্ঞভাগ প্রদান করলেন।

স্কন্দপুরাণেও (আবন্ত্যখণ্ড, ৩০ অঃ) এই উপাখ্যান বিবৃত হয়েছে। মহাভারতকার বলেছেন যে অশ্বিদ্বয়ের নাম করলে রোগ হয় না—অশ্বিনৌ পরিকীর্তয়তো ন রোগঃ।[২]

আশ্বিনমাসে ব্রাহ্মণদের ঘৃত দান করলে অশ্বিদ্বয় প্রীত হয়ে তাকে রূপ প্রদান করেন—

ঘৃতং মাসে আশ্বযুজি বিপ্রেভ্যো যঃ প্রযচ্ছতি।
তস্মৈ প্রযচ্ছতো রূপং প্রীতৌ দেবাবশ্বিনৌ॥[৩]

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত চ্যবনের জরামোচন ও যৌবনলাভের কাহিনীর মধ্যে সায়ংকালে সূর্যের বার্ধক্যেরও পরে প্রাতঃকালে পুনরায় নবযৌবন লাভের রূপক বর্তমান বলে অনুমান করেছেন। "Kuhn, Maxmuller, Benfey বলেন যে বার্ধক্যের পর পুনরায় যৌবনপ্রাপ্তি কেবল সূর্যের অস্তের পরে পুনরুদয় সম্বন্ধে একটি উপমামাত্র এবং রেভ, বন্দন, পরাবৃজ, ভুজ্যু প্রভৃতিকে অশ্বিদ্বয়

---

[১] অনুবাদ—রমেশ [২] মহাঃ, অনুশাসনপর্ব—১৫০।৮১ [৩] অনুশাসনপর্ব—৬৫।১০

উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া গল্প আছে, সে কেবল এইরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বন্ধে উপমা মাত্র। Muir এ মত সমর্থন করেন না।"[১]

অত্রিকে অগ্নিদাহ থেকে রক্ষা করার কাহিনীটিও সূর্যের রূপক বলে মনে করেছেন অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল,—"At the same time the legend of Atri may be reminiscence of a myth explaining restoration of the vanished sun."[২]

অশ্বিদ্বয়ের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত উপাখ্যানগুলি রূপক হোক বা না হোক—এ কথা সত্য যে, বৈদিক আর্যগণ চিকিৎসাবিদ্যায় যে অত্যাশ্চর্য শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন, তা দেবচিকিৎসক অশ্বিদ্বয়ে আরোপিত হয়েছে। কেউ কেউ অবশ্য অশ্বিদ্বয়কে খ্যাতনামা মনুষ্য বলেও গণ্য করেছেন। এরূপ অভিমতের কথা যাস্কর নিরুক্ত থেকেও জানা যায়। অশ্বিদ্বয়ের স্বরূপ আলোচনায় আমরা দেখেছি যে তাঁরা উষাভাগেব অনুদিত সূর্য এবং তৎকালে প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নি। সূর্যাগ্নির রোগবীজাণু নাশেব যে শক্তি আছে, সেই শক্তিকেই অশ্বি বা অশ্বিনীকুমার নামে অভিহিত করা হয়েছে। সূর্য এবং অগ্নির রোগ প্রতিষেধ করার শক্তিকে কে অস্বীকার করবে? বেদে-পুরাণে, এমন কি বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যেও সূর্য কুষ্ঠরোগ আরোগ্যকারী বলে প্রসিদ্ধ। অশ্বিদ্বয় সম্পর্কে অধ্যাপক Gold Stuker-এর অভিমত প্রাণিধানযোগ্য : "The myth of the Aswins is one of that class of myths in which two distinct elements, the cosmical and the human or historical. have gradually blended into one . The historical or human element in it, I believe, is represented by those legends which refer to the wonderful cures effected by the Asvins, and to their performances of a kindered sort ; the cosmical element is that relating to their luminions nature. The link which connects both seems to be a ·mysteriousness of the nature and effects of light of the healing art at a remote antiquity. It would appear that these Asvins like Ribhus were originally mortals, who in course of time were translated into the companionship of the gods."[৩]

অশ্বিদ্বয় মূলতঃ ছিলেন মনুষ্যবিশেষ, এ সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়। অশ্ব বা

---

১ রমেশচন্দ্র দত্ত—ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ ১ম, পৃঃ ২৬৫, ১।১১৬।১০ ঋকের টীকা

২ Vedic Mythology—page 53 ৩ hamber's Encyclopaedia

কিরণসমন্বিত সূর্য ও অগ্নির প্রভাতকালীন আবির্ভাব 'অশ্বিন্' নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল এবং সূর্যাগ্নির রোগনাশকতা অশ্বিদ্বয়ে আরোপিত হওয়ায় অশ্বিদ্বয় দেববৈদ্য নামে প্রসিদ্ধ হন। পরে বৈদিক ঋষিদের উদ্ভাবিত চিকিৎসাবিদ্যায় পারংগমতা দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের চরিত্রে সংযোজিত হয়েছে।

অনেক পাশ্চাত্যপণ্ডিতের মতে চ্যবনের জরামুক্তির মত অশ্বিযুগলের সকল কর্মই সূর্যের গুণাবলীর মানবিক প্রকাশ। "The opinion of Bergaigne and others that the various miracles attributed to the Asvins are anthropomorphised forms of solar phenomena (the healing of the blind man thus meaning the release of the sun from darkness)....[১]

বেদে অশ্বিনীকুমারদ্বয় যেমন দেববৈদ্য, তেমনি সূর্য, অগ্নি এবং রুদ্রও রোগ ও বিষনাশক।

সূর্য সম্পর্কে ঋগ্বেদ বলেছেন—

উদগাদয়মাদিত্যো বিশ্বেন সহসা সহ।
দ্বিষন্তং মহ্যং রন্ধয়ন্মো অহং দ্বিষতে বধম্ ॥[২]

—বিশ্বের শক্তি নিয়ে এই সূর্য উদিত হচ্ছেন। তিনি আমাদের হিংসকগণকে হিংসা করেন। তিনি আমাদের অনিষ্টকারী রোগ বিনাশ করুন।

শুক্লযজুর্বেদে অগ্নি বিষ নাশ করেন। ঋষি প্রার্থনা করেছেন অগ্নির কাছে—"অবিষং নঃ পিতুং কৃণু।"

—হে অগ্নি তুমি আমাদের পানীয় বিষশূন্য কর।

রুদ্র ত ঔষধের কর্তা, তাঁর হাতেই ঔষধ থাকে—তিনিই রোগ আরোগ্য করেন। রুদ্রের রোগারোগ্যকারিতা সম্পূর্ণই দেববৈদ্য অশ্বিদ্বয়ের উপরে আরোপিত হয়েছে। সূর্যের কুষ্ঠরোগমুক্তির শক্তি পরবর্তীযুগে প্রচলিত থাকলেও বাঙ্গালাদেশে ধর্মরাজের চরিত্রে সংক্রমিত হয়েছে।

'অশ্বিদ্বয়ের এক নাম নাসত্য। শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন যে নাসত্য শব্দটি এসেছে গত্যর্থক 'নস্' ধাতু থেকে। তাঁর মতে গতিশীলতার প্রতীক বা গতিশক্তিই নাসত্য। "I take it form nas to move. We must remember that the Aswins are riders on the horse, that they are described often by epithets of motion, 'Swift-footed' 'fierce-moving in

---

১ Vedic Mythology—page 53 ২ ঋগ্বেদ—১০।৮০।১৩

their paths' that Castor and Pollux in Gaeco-Latin Mythology protect sailors in their Voyages and save them in storm and ship-wrek and that in the Rgveda also they are represented as powers that carry over the Rishis as in a ship or save them from drowning in the Ocean. Nāsatya may therfore very well mean lords of voyage, journey or powers of movement "[১]

শ্রীঅরবিন্দের মতে অশ্বিদ্বয় গতিশক্তি এবং আলোকশক্তিও। সুতরাং পরোক্ষভাবে অশ্বিদ্বয়কে সূর্যাগ্নিরূপী বলে গণ্য করা যায়। তিনি লিখেছেন, "Aswins are both 'hiranyavartini' and 'rudravartani', because they are both powers of Light and nervous force; in the former aspect they have a bright gold ornament, in the latter they are violent in their movement."[২]

পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী অশ্বিদ্বয়কে ভগবানের বিভূতি বলে গ্রহণ করেছেন; ---এই দুটি বিভূতি আধি অর্থাৎ মানসিক রোগ এবং ব্যাধি অর্থাৎ দৈহিক রোগ নিবারণী শক্তি।

"দুই দিক হইতে দুইভাবে ভগবানের বিভূতি প্রকাশ পাইয়া মানুষকে রক্ষা করিতেছে, সেই বিভূতিকেই অশ্বিদ্বয় নামে অভিহিত করা যায়।"[৩]

দুর্গাদাস আরও পরিষ্কার ভাবে বলেছেন, "বৈদ্য বলিলে দুইটি ভাব মনে আসে, যিনি দেহের চিকিৎসা করেন, যিনি মনের চিকিৎসা করেন...অশ্বিদ্বয় নামে সেই দুই ভাবের, সেই দ্বিবিধ ব্যাধির শান্তিকারক অর্থ প্রকাশ পাইতেছে...।

যমজ সন্তানের সার্থকতাও দুইভাবে দুই ব্যাধির সম্বন্ধসূত্রে উপলব্ধ হয়। কারণ দৈহিক ব্যাধি ও মানসিক ব্যাধি—দুই-এর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।"[৪]

অশ্বিদ্বয়কে ঈশ্বরের শক্তি বললেও আমাদের বক্তব্যের সঙ্গে বিরোধ হয় না। কারণ, পূর্বেই দেখেছি যে সূর্যাগ্নির তেজোরূপী সর্বব্যাপী অনন্ত চিৎশক্তি আত্মা বা প্রাণরূপে বিভাসিত। আর সেই চৈতন্যরূপী প্রাণশক্তিই ত রূপে রূপে প্রকাশিত।

সরণ্যু—অশ্বিদ্বয় বিবস্বান্ বা সূর্যের পুত্র। কিন্তু তাঁদের মাতা সরণ্যু। সরণ্যু সম্পর্কেও পণ্ডিতরা বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের অভিমত পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। রমেশচন্দ্র দত্তের মতে ঊষাই সরণ্যু।

---

১ On the veda, page 93 ২ On the veda, page 94

৩ দুর্গাদাস সম্পাদিত ঋগ্বেদ, ১ম খণ্ড, ১।৩০।১৭ ঋকের ভাষ্য, পৃঃ ১৪১

৪ বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা—পৃঃ ৮৩

"আলোক বা রশ্মিসমূহকে ঋগ্বেদে সর্বদাই অশ্ব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং সূর্য ও উষাকে অশ্বযুক্ত বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। অশ্বিন্ শব্দেরও সেই অর্থ, অশ্বযুক্ত অর্থাৎ আলোকযুক্ত। পরবর্তী উপাখ্যান: সূর্য ও উষা অশ্ব ও অশ্বিনীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, এবং অশ্বিনীদ্বয় তাঁহাদেরই পুত্র।

...ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যুর সহিত বিবস্বানের বিবাহ হয় এবং সরণ্যু অশ্বিদ্বয়কে প্রসব করিয়া ত্যাগ করেন।

"বিবস্বান অর্থ সূর্য এবং সরণ্যু উষা"[১]

রমেশচন্দ্র আচার্য যাস্কের মত অনুসরণ করেছেন। যাস্ক লিখেছেন, "রাত্রিরাদিত্যস্যাদিত্যোদয়ে অন্তর্ধীয়তে।"[২]

—রাত্রি অর্থাৎ রাত্রির অংশবিশেষ উষা আদিত্যের পত্নী, আদিত্যের উদয়ে উষা অন্তর্হিত হয়।

যাস্কের এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য বলেই মনে করি। একই সূর্য যেমন অবস্থা-বিশেষে কখনও ত্বষ্টা, কখনও ত্বষ্টার পুত্র সূর্য, আবার কখনও সূর্যপুত্র অশ্বিন্, তেমনি একই উষা কখনও সূর্যের মাতা, কখনও পত্নী, আবার কখনও ভগিনী। সূর্যের আবির্ভাবের পরই সরণ্যুরূপিণী উষা অন্তর্হিত হন, তখন অশ্বরূপী সূর্যকিরণের সঙ্গে মিলনে উষার গর্ভে আদিত্য ও যজ্ঞাগ্নির জন্ম হয়। এই সত্য ঋগ্বেদেও বর্ণিত হয়েছে। ঋগ্বেদ বলেছেন যে উষা, সূর্য, অগ্নি ও যজ্ঞকে জন্ম দিয়েছেন—অজীজনন্ত্‌ সূর্যং যজ্ঞমগ্নিং... ।[৩]

অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, "রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত হইবার পর উষার উদয় হয় এবং উষা ক্রমে আদিত্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়। প্রভাত সময় সমুপস্থিত দেখিয়া সর্বপ্রাণী স্ব স্ব কর্তব্যে অবহিত হয়। উষা আদিত্যের মাতৃভূতা—সহস্থানতা নিবন্ধন উষা আদিত্যের সহচারিণী এবং উষার রসহরণ করেন আদিত্য। সন্তান যেমন মাতার স্তন্য হরণ করে, উষা আবার আদিত্যের জায়া—জায়াতে যেরূপ পতি অভিগত হয়, উষাতেও আদিত্য সেইরূপ অভিগত হইয়া থাকেন। আদিত্যের প্রকাশে উষা প্রোৎসারিত হয় এবং অন্তর্ধান ঘটে।[৪]

সরণ্যু শব্দের অর্থ কি? যাস্ক বলেন, "সরণ্যু সরণাৎ।" —গত্যর্থক সৃ ধাতু থেকে সরণ্যু শব্দ নিষ্পন্ন। যে সরণ করে বা গমন করে সে-ই সরণ্যু। "উষঃপ্রভা

---

১ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম, পৃঃ ৭, ১।২।২ ঋকের টীকা ২ নিরুক্ত—১২।১২।৩ ঋগ্বেদ—৭।৭৮।৩ ৪ নিরুক্ত— (ক বি)—পৃঃ ১২৮৫

যখন সূর্যের প্রতি নিজেকে পরিচালিত করিয়া সূর্যের সহিত অবিভক্তভাবে প্রতীত হয়, তখনই তাহার নাম হয় সরণ্যু। সরণ্যু সূর্যসহচারিণী উষঃপ্রভা, বৃষাকপায়ীর পরবর্তিনী ; অরুণোদয়োত্তরকালীন উষাই সরণ্যু।"[১]

সরণ্যু উষা বা রাত্রি অবসানকালীন সূর্যালোক। তিনিই অশ্বরূপী সূর্যকিরণের সংস্পর্শে উদয়পূর্বকালীন অর্থাৎ জীবচক্ষুর গোচরীভূত হওয়ার পূর্বাবস্থায় সূর্য এবং তৎকালে প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নিকে প্রসব করেছিলেন। সরণ্যু ও সরমা একই বস্তুর নামান্তর।

অশ্বিদ্বয়ের একজনের নাম নাসত্য ও আর একজনের নাম দস্র। কখনও কখনও দুটি শব্দকেই দ্বিবচনে ব্যবহার করা হয়েছে—'দস্রৌ, 'নাসত্যৌ' রূপে। এ ক্ষেত্রে দ্বিবচনান্তক প্রয়োগে দুই যুগ্ম দেবকে একসঙ্গে বোঝানো হয়েছে। অমরেশ্বর ঠাকুর দস্র শব্দের অর্থ করেছেন, দর্শনীয়।[২]

সায়নাচার্য বলেছেন, দস্র শব্দের অর্থ শত্রুধ্বংসকারী। "শত্রূণামুপক্ষয়িতারৌ যদ্বা দেববৈদ্যত্বেন রোগানামুপক্ষয়িতারৌ, অশ্বিনৌ বৈ দেবানাং ভিষজৌ ইতি শ্রুতেঃ।"[৩]

নাসত্য শব্দের অর্থ সম্বন্ধে যাস্ক লিখেছেন, "সত্যাবেব নাসত্যাবিত্যৌর্ণবাভঃ। সত্যস্ত প্রণেতারাবিত্যাগ্রায়ণঃ, নাসিকাপ্রভবৌ বভূবতুরিতি।"[৪] —ঔর্ণবাভ আচার্যের মতে এঁরা সত্য অর্থাৎ অসত্য নন, এইজন্যই নাসত্য। নিরুক্তকার আগ্রায়ণ মনে করেন যে এঁরা সত্যের (জল বা যজ্ঞের) স্রষ্টা ; ঐতিহাসিকগণের মতে নাসিকাজাত বলেই এঁরা নাসত্য।

বেদে অগ্নি ও সূর্যকে ঋত বা সত্য বলা হয়েছে। ঋত বা সত্যস্বরূপ উষাতনয় উদয়পূর্বকালের সূর্যাগ্নি যথার্থই অন্ধকাররূপ শত্রু বা রোগনাশক দস্র এবং নাসত্য নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য।

সরণ্যু এবং অশ্বিদ্বয়ের মধ্যে অনেক পণ্ডিত গ্রীক্ দেবদেবীর প্রতিরূপতা লক্ষ্য করেছেন। রমেশচন্দ্র লিখেছেন, "গ্রীক্ দেবী Erynys সরণ্যুর রূপান্তর মাত্র, এবং সরণ্যু যেরূপ অশ্বীরূপ ধারণ করিয়া অশ্বিদ্বয়কে জন্ম দিয়াছিলেন, গ্রীক্ Erynys Demeter-ও সেইরূপ অশ্বীরূপ ধারণ করিয়া Areion ও Despoina নামক দুই সন্তানকে প্রসব করিয়াছিলেন।"[৫]

---

১ নিরুক্ত—পৃঃ ১২৮০ ২ নিরুক্ত (ক. বি.)—পৃঃ ৭৮৭

৩ ঋগ্বেদ—১।১১৭।২১ ঋকের ভাষ্য ৪ নিরুক্ত—৬।১৩।৩

৫ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—১ম, পৃঃ ৪০, ১।২০।৬ ঋকের টীকা

দুর্গাদাস লাহিড়ী লিখেছেন, "গ্রীসদেশের পৌরাণিক কাহিনীতে 'ক্যাষ্টর' ও 'পোলক্স্' নামক দুই দেবতার বিষয় বিবৃত আছে। অশ্বিদ্বয়ের সাদৃশ্য তাঁহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন ক্যাষ্টর ও পোলক্স্ অশ্বিদ্বয়ের অনুস্মৃতি মাত্র।"[১]

অশ্বিদ্বয়ের অনুরূপ Apollo নামে এক গ্রীক্ দেবতা দেববৈদ্যরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এপোলোর একটি যমজ ভগ্নী ছিল Artemis নামে। "The Hellenes therefore worshipped Apollo as a god of medicine and prophecy. ···They called him a twin brother of Artemis, Goddess of childbirth.[২]

দেববৈদ্য এপোলো ও অশ্বিদ্বয়ের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

অশ্বিদ্বয়ের বাহন—অশ্ব অশ্বিদ্বয়ের বাহন। কিন্তু অশ্বিদ্বয়ের বাহনরূপে গর্দভেরও উল্লেখ রয়েছে।

কদা যো গো বাজিনো বাসভস্য যেন
যজ্ঞং নাসত্যোপযাথঃ ॥[৩]

—বলবান গর্দভ কখন তোমাদের রথে যুক্ত হয়? যদ্দ্বারা আমাদের যজ্ঞে আগমন কর।[৪]

তদ্রাসভো নাসত্যা সহস্রমাজা যমস্য প্রধান জিগায়।[৫]

—তোমাদের প্রিয় গর্দভ যমের প্রিয় সহস্র যুদ্ধে জয় করিয়াছিল।[৬] নিঘণ্টুতেও গর্দভ অশ্বিদ্বয়ের রথের বাহক।[৭]

সূর্যার বিবাহ—অশ্বিদ্বয় সম্পর্কে একটি প্রচলিত উপাখ্যান এই যে তাঁরা একত্রে সূর্যের কন্যা সূর্যাকে বিবাহ করেছিলেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলান্তর্গত পঞ্চাশীতি সূক্তে সূর্যা ও অশ্বিদ্বয়ের বিবাহের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

সূর্যায়া অশ্বিনা বরাগ্নিরাসীৎ পুরোগবঃ।[৮]

—অশ্বিদ্বয় সূর্যার বর হইলেন, অগ্নি অগ্রগামী দূতস্বরূপ হইলেন।[৯]

সোমো বধুয়ুরভবদশ্বিনা স্তামুভা বরা।

---

১ বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা—পৃঃ ৮৩

২ Gseek Myths, vol. I (Penguine)—Robert Graves, page 57

৩ ঋগ্বেদ—১।৩৪।৯   ৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত   ৫ ঋগ্বেদ—১।১১৬।২

৬ অনুবাদ—ঋগ্বেদ   ৭ নিঘণ্টু—১।১৪   ৮ ঋগ্বেদ—১০।৮৫।৮

৯ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

সূর্যাং যৎপত্যে শংসন্তীং মনসা সবিতা দদাৎ ॥
মনো অস্যা অন আসীদ্দ্যৌরাসীদুত ছদিঃ ।
শুক্রাবনড্বাহাবাস্তাং যদয়াৎ সূর্যা গৃহম্ ॥[১]

—সূর্যা মনে মনে পতি প্রার্থনা করিতেছিলেন, তাহাতে সূর্য যখন সূর্যাকে সম্প্রদান করিলেন, তখন সোম তাঁহার বিবাহার্থী ছিলেন, কিন্তু অশ্বিদ্বয়ই তাঁহার বরস্বরূপে পরিগৃহীত হইলেন।

মনই তাঁহার শকট হইল, আকাশই ঊর্ধ্বাচ্ছাদন হইল। দুই শুক্র (অর্থাৎ দুটি শুকতারা) তাঁহার শকটবাহী হইল, এইরূপে সূর্যা পতির গৃহে গমন করিলেন।[২]

যদশ্বিনা পৃচ্ছমানাবযাতং ত্রিচক্রেণ বহতুং সূর্যায়াঃ ।
বিশ্বে দেবা অনু তদ্বামজানন্ পুত্রঃ পিতরাববৃনীত পূষা ॥[৩]

—হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যখন ত্রিচক্রযুক্ত রথে আরোহণপূর্বক জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সূর্যার বিবাহদান গ্রহণ করিলে তখন সকল দেবতা তোমাদিগের সেই গ্রহণকার্য অনুমোদন কবিলেন, পূষা তোমাদিগের পুত্র হইয়া তোমাদিগকে কন্যাব বরস্বরূপ বরণ করিলেন।[৪]

আ যদ্বাং সূর্যা রথং তিষ্ঠদ্রঘুষ্যদং সদা ।
পরি বামরুষা বয়ো ঘৃণা বরংত আতপঃ ॥[৫]

—হে অশ্বিদ্বয়! যৎকালে (তোমাদিগের পত্নী) সূর্যা তোমাদিগের সর্বদা দ্রুতগামী রথে আরোহণ করেন, তৎকালে দীপ্তিশালী সমুদিত সূর্যের আতপসকল বিস্তৃত হয়।[৬]

আ বাং পতিত্বং সখ্যায় যোবাবৃণীত জেন্যা যুবাং পতী ।[৭]

—কুমারী (সূর্যা) এইরূপে বিজিত হইয়া সখ্যতাহেতু আসিয়া 'তোমরা আমার পতি' এই বলিয়া তোমাদের পতিত্ব স্বীকার করিলেন।[৮]

আ বাং রথং দুহিতা সূর্যস্য কর্মে বাতিষ্ঠদর্বতা জয়ন্তী ।
বিশ্বে দেবা অন্বমন্যন্ত হৃদ্ভিঃ সমু শ্রিয়া নাসত্যা সচেথে ॥[৯]

—হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের শীঘ্রগামী অশ্ব থাকায় সূর্যের দুহিতা বিজিত

১ ঋগ্বেদ—১০।৮৫।৯-১০ ২ তদেব ৩ ঋগ্বেদ—১০।৮৫।১৪
অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—৫।৭৩।৫ ৬ অনুবাদ—তদেব
ঋগ্বেদ—১।১১৯।৫ ৮ অনুবাদ—তদেব ৯ ঋগ্বেদ—১।১১৬।১৭

হইয়া তোমাদের রথে আরোহণ করিলেন, সে রথ কার্ম্মের (ঘোড়দৌড় পথের সীমাচিহ্নরূপ কাষ্ঠ) ন্যায় সকল দেবগণের হৃদয়ের সহিত ইহা অনুমোদন করিলেন ; হে নাসত্যদ্বয়, তোমরা সম্পদ প্রাপ্ত হইলে।[১]

এই ঋক্‌টির একটি ইংরাজী অনুবাদ : "The daughter of the Sun mounted your chariot like one who has won the goal with the horse. All the gods approved with their hearts, you O Nāsatyas, indeed are united with glory."[২]

আচার্য সায়ন এই ঋক্‌টির ভাষ্যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ থেকে একটি উপাখ্যান উদ্ধৃত করেছেন। উক্ত ব্রাহ্মণে আছে : "সবিতা স্ব-দুহিতরং সোমায় রাজ্ঞে প্রদাতু-মৈচ্ছৎ। তাং সূর্যাং সর্বে দেবা বরয়ামাসুঃ। তেহন্যোন্যমূচুঃ। আদিত্যমবধিং কৃত্বাজিং ধাবামঃ। নোহস্মাকং মধ্য উজ্জেষ্যতি, তস্যেয়ং ভবিষ্যতীতি। তত্রা-শ্বিনাবুদজয়তাম্। সা চ সূর্যা জিতবতোস্তয়ো রথমারুরোহ। তত্র প্রজাপতির্বৈ সোমায় রাজ্ঞে দুহিতরং প্রাযচ্ছৎ।"[৩]

সবিতা নিজের কন্যা সোমরাজাকে প্রদান করতে ইচ্ছা করেছিলেন। সকল দেবতাই সূর্যাকে বরণ করতে অভিলাষী হয়েছিলেন। তাঁরা পরস্পরকে বললেন, আমরা আদিত্য পর্যন্ত দৌড়াব। আমাদের মধ্যে যিনি জয়ী হবেন এই সূর্যা তাঁরই হবেন। অশ্বিদ্বয় জয়লাভ করলেন। বিজয়ী অশ্বিদ্বয়ের রথে সেই সূর্যা আরোহণ করলেন। প্রজাপতি সোমরাজাকে নিজ কন্যা দান করেছিলেন।

সূর্যের কিরণরূপা বা তেজোরূপা যিনি, তিনিই সূর্যের পত্নী। সূর্য থেকে জাত বলে তিনিই সূর্যের কন্যা সূর্যা। উষাকালে কিরণময়ী শক্তির প্রথম আবির্ভাব। তাই সূর্যের কিরণময়ী উষা কখনও সূর্যের পত্নী, কখনও সূর্যের কন্যা। সরণ্যু সরমা ও উষা একই বস্তু। সূর্যাও এঁদের সঙ্গে অভিন্না। অশ্বিদ্বয়ের রথ সূর্য-মণ্ডল ভিন্ন আর কিছুই নয়। সুতরাং সূর্যাকে অশ্বিদ্বয় সূর্যমণ্ডলে বহন করেন। সেই পথের উর্ধ্বভাগের আচ্ছাদন আকাশ। অশ্বিদ্বয়ের পুত্র পূষা (উদয়কালের পরবর্তী অবস্থার সূর্য) এই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। সোম ছিলেন সূর্যার পাণি-প্রার্থী। সোম বা চন্দ্র উষাকালে সূর্যতেজ প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু জয়ী হলেন প্রাক্-উদয়কালীন সূর্যাগ্নি অশ্বিযুগল। সোম সূর্য পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলেন না। তখন যে প্রভাত সমাগত। সূর্যালাভের অধিকারী হলেন অশ্বিদ্বয়।

---

১ অনুবাদ—তদেব ২ Dr. K. C. Chatterjee—Vedic Selections, vol. II

৩ ঐতরেয় ব্রাঃ—১৩।৭

যাস্ক বলেছেন, সূর্যা সূর্যের পত্নী—"সূর্যা সূর্যাস্য পত্নী। এষৈবাভিসৃষ্টকালতমা।"[১] —সূর্যা সূর্যের পত্নী। এই উষাই কাল গত হলে সূর্যোদয়কালের নিকটবর্তিনী হয়ে সূর্যা হয়ে থাকেন।

যাস্কের বক্তব্য বিশ্লেষণ করেছেন অমরেশ্বর ঠাকুর: "উদয়-প্রাক্‌ক্ষণবর্তী আদিত্যের নাম সূর্য—তৎ সহচারিণী উষঃপ্রভা সূর্যা। কাজেই আচার্য বলিতেছেন -উষাই কালাতিক্রমে সূর্যোদয়ের প্রতি নিকটবর্তিনী হইয়া সূর্যা নামে অভিহিতা হন। মোটের উপর অরুণোদয় পূর্ববর্তিনী অধিকতর প্রকাশসম্পন্না উষাই সূর্যা।"[২]

কৃষ্ণযজুর্বেদের ভাষ্যে মহীধরও সূর্যা অর্থে সূর্যপত্নীকে গ্রহণ করেছেন। কৃষ্ণযজুর্বেদে আছে: সূর্যায়া উধোঽদিত্যা উপস্থে।

—সূর্যার স্তন বেদীরূপা পৃথিবীতে বর্তমান। এখানে মহীধর লিখেছেন, "সূর্যাশব্দেনোষা আদিত্যপত্নী বিবক্ষ্যতে।"

সূর্যার রথারোহণ যে সূর্যকিরণের সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ এ সত্য ঋগ্বেদের একটি মন্ত্র থেকেও অনুভূত হয়।

> সুকিংশুকং শল্মলিং বিশ্বরূপং হিরণ্যবর্ণং সুবৃতং সুচক্রম্।
> আরোহ সূর্যে অমৃতস্য লোকং স্যোনং পত্যে বহতুং কৃণুষ্ব॥[৩]

—হে সূর্যে, ত্রিলোক বিভাসক নির্মল সর্বরূপসম্পন্ন হিরণ্যোপমবর্ণ অথবা হিরণ্যবৎ বরণীয় শোভনগতি অথবা শোভনরশ্মি পরিবৃত সুদীপ্ত আদিত্যমণ্ডলে আরোহণ কর। পতিভূত আদিত্যের নিমিত্ত সুখকে বহতু বা মাঙ্গলিক দ্রব্য কর; অথবা সুখে সর্বপালক আদিত্যে অনুপ্রবেশ কর।[৪]

অনুবাদক এক্ষেত্রে মন্তব্য করেছেন, "সূর্যপ্রভাকে সূর্যমণ্ডল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঋষি বলিতেছেন; বাস্তবিকপক্ষে সূর্যপ্রভা ও সূর্যমণ্ডলের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ—সূর্যমণ্ডলে সূর্যপ্রভার অনুপ্রবেশ কল্পনা মাত্র।"[৫]

অশ্বিদ্বয় কর্তৃক সূর্যাবিবাহের সঙ্গে গ্রীক্ পুরাণের উপাখ্যানের সাদৃশ্য আছে। ম্যাক্‌ডোনেল লিখেছেন, "The Asvins, sons of Dyaus, who drive across the sky with their steeds and possess a sister, have a parallel in the two famous horsemen of Greek Mythology, sons

---

১ নিরুক্ত—১২।৭।৮ ২ নিরুক্ত—(ক.বি.)—পৃঃ ১২৭৪ ৩ ঋগ্বেদ—১০।৮৫।২০

৪ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ৫ নিরুক্ত (ক.বি.)—পৃঃ ১২৭৫

of Zeus, brothers of Helena, and the two Lettic God's sons who riding on their steeds to woo the daughter of the Sun, either for themselves or the moon. In the Lettic myth the morning star is said to have come to look at the daughter of the Sun. As the two Asvins wed the one Surjā, so the two Lettic god-sons wed the one daughter of Sun, they two are rescuers from the ocean, delivering the daughter of the Sun or the Sun himself"[১]

অশ্বিদ্বয়ের যজ্ঞভাগ—দেববৈদ্যরূপে আহূত এবং স্তুত হলেও একসময়ে অশ্বিদ্বয়ের যজ্ঞভাগ ছিল না। ঋক্ সংহিতায় এ বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও কৃষ্ণযজুর্বেদে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। কৃষ্ণযজুর্বেদ বলছেন, "অশ্বিনানগ্রান্ গৃহ্নীতাহনুজাবরোহশ্বিনৌ বৈ দেবানামনুজাবরৌ পশ্চেবাগ্রং পর্যৈতামশ্বিনাবেতস্য দেবতা য আনুজাবরস্তাবেবৈনমগ্রং পরিণয়ত···।"[২]

—আশ্বিন শস্ত্রসমূহ (অশ্বিদ্বয় সম্পর্কিত যাগকর্ম) অগ্রে গ্রহণ করবে। অশ্বিদ্বয় অনুজ এবং অবর। তাঁরা দেবতাদের অনুজাবর, পশ্চাদ্‌বর্তী হলেও অগ্রে তাঁদের গ্রহণ করবে, অশ্বিদ্বয় এই যজ্ঞের দেবতা; যাঁরা অনুজাবর তাঁদেরই অগ্রে গ্রহণ করতে হবে।

ভাষ্যকার মহীধর বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন: "স্বয়ং সর্বেষামগ্রজত্বেন পূজ্যঃ সন্নপ্যনুজবদবরো ভূত্বা যঃ সর্বৈস্তিরস্ক্রিয়তে সোঽয়মনুজাবরঃ। স চাশ্বিনং গ্রহং প্রথমং প্রযুজ্য পশ্চাদৈন্দ্রবায়বাদীন্ প্রযুঞ্জীত। দেবানাং মধ্যেঽশ্বিনাবানুজাবরৌ স্বয়ং দেবত্বেন পূজ্যৌ সন্তাবপি ভিষক্ত্বেনাবরত্বমাপন্নৌ···তথাবিধাবশ্বিনৌ পশ্চাৎ কালান্তরেঽগ্রমিব পর্যৈতাং শ্রেষ্ঠতামেব প্রাপ্তবন্তৌ। এবং সতি য অনুজাবরো-ঽস্ত্যেতস্য সমানস্বভাবত্বাদশ্বিনৌ দেবতা। তদীয় গ্রহস্যাগ্রত্বে সত্যশ্বিনাবেবৈনং যজমানং শ্রৈষ্ঠ্যং প্রাপয়তঃ।"

—(অন্বয়ার্থঃ) স্বয়ং সকলের পূজ্য হওয়া সত্ত্বেও যিনি অনুজতুল্য পশ্চাদ্বর্তী হয়ে সকলের দ্বারা তিরস্কৃত হন, তিনি অনুজাবর। সেই আশ্বিন যজ্ঞ প্রথমে প্রয়োগ করে পরে ইন্দ্র বায়ু প্রভৃতি দেবতাদের সম্পর্কে যাগ করবে। দেবতাদের মধ্যে অশ্বিদ্বয় অনুজাবর; দেবরূপে পূজ্য হওয়া সত্ত্বেও বৈদ্যরূপে অপকর্ষতাপ্রাপ্ত। ···এইরূপে অশ্বিদ্বয় কালান্তরে প্রধানরূপে শ্রেষ্ঠতা লাভ করেছিলেন। এইরূপে

১ Vedic Mythology—page 53 ২ কৃষ্ণ যজুঃ—৭।২।৭

যাঁরা অনুজীবর, দেবতাদের সমান স্বভাবপ্রাপ্ত হওয়ায় অশ্বিদ্বয় দেবতা। তাঁদের যাগকর্মে প্রথমত্বহেতু অশ্বিদ্বয় যজমানকে শ্রেষ্ঠতা প্রদান করে থাকেন।

মহাভারতে এবং পুরাণে এ বিষয়ের উপাখ্যানাদি বর্তমান। অশ্বিদ্বয় চ্যবন ঋষিকে জরামুক্ত করে নবযৌবন প্রদান করায় চ্যবন অশ্বিদ্বয়কে যজ্ঞভাগ প্রদানে কৃতসংকল্প হলেন। শর্যাতি রাজার যজ্ঞে মহর্ষি চ্যবন অশ্বিদ্বয়কে সোমের ভাগ দিতে উদ্যত হলে ইন্দ্র বাধা প্রদান করলেন। ইন্দ্র বললেন,

উভাবেতৌ ন সোমার্হৌ নাসত্যাবিতি মে মতিঃ।
ভিষজৌ দিবি দেবানাং কর্মণা তেন নার্হতঃ ॥[১]

—নাসত্যদ্বয় দেবতাদের ভিষক্, সেই কর্মের নিমিত্তই তাঁদের সোমভাগ দেওয়া উচিত নয়। সুতরাং দেবদ্বয় যজ্ঞে সোমের ভাগী নয়,—এই আমার অভিমত।

ইন্দ্র অশ্বিদ্বয়কে যজ্ঞভাগ প্রদানোদ্যত চ্যবনকে বজ্রপ্রহারে উদ্যত হলে চ্যবন যজ্ঞাগ্নি থেকে মদাসুরকে উৎপন্ন করলেন। মদাসুর ইন্দ্রকে গ্রাস করতে উদ্যত হোল। তখন ইন্দ্র অশ্বিদ্বয়ের যজ্ঞভাগ স্বীকার করলেন।

সোমার্হাবশ্বিনাবেতাবদ্য প্রভৃতি ভার্গব।
ভবিষ্যতি সত্যমেতদ্বচো বিপ্র প্রসীদ মে ॥[৩]

স্কন্দপুরাণে (আবন্ত্যখণ্ড) চ্যবন অশ্বিদ্বয়কে সোমভাগ দিতে প্রস্তুত হওয়ায় ইন্দ্র বলেছিলেন :

ভিষজৌ দেবতানাং হি কর্মণা তেন গর্হিতৌ
আভ্যামর্থায় সোমং ত্বং প্রদাস্যসি যদি স্বয়ম্।
বজ্রং তে প্রহরিষ্যামি ঘোররূপং সুদারুণম্ ॥[৪]

দেবতাদের বৈদ্য, সুতরাং কর্মের দ্বারা নিন্দনীয়। তুমি যদি এঁদের সোম প্রদান কর, তবে আমি তোমাকে ভয়ংকর বজ্র দ্বারা প্রহার করবো।

চ্যবন শিবের আরাধনা করলেন। ইন্দ্র চ্যবনকে বজ্র প্রহারে উদ্যত হলে চ্যবনের আরাধিত শিবলিঙ্গ থেকে জ্বালা নির্গত হয়ে দেবগণকে দগ্ধ করতে থাকে। সেই অগ্নির ধূমে অন্ধপ্রায় দেবগণ অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমপায়ী করলেন।

---

১ মহাঃ, বনপর্ব—১২৪।৯ ২ তদেব—১২৫।৩ ৩ স্কন্দপুঃ, আবন্ত্যখণ্ড—৩০।৪০-৪১
৪ তদেব—৩০।৪৫-৪৭

এতস্মিন্নন্তরে জ্বালা নিঃসৃতা লিঙ্গমধ্যতঃ ॥
তস্মা দেবগণা সর্বে দহ্যমানা বিচেতসঃ।
প্রোচুর্গদ্‌গদয়া বাচা ধূমেনান্ধীকৃতেক্ষণাঃ।
ক্রিয়েতাং সোমপাবেতাবশ্বিনৌ বলসূদনঃ ॥[১]

তখন ইন্দ্র চ্যবনকে বললেন,

সোমপাবশ্বিনাবেতাবদ্য প্রভৃতি ভার্গব।
ভবিষ্যতঃ স্তুতৌ সর্বমেতৎ সত্যং ব্রবীমি তে ॥

—হে ভার্গব, আজ থেকে অশ্বিদ্বয় স্তুত হবেন এবং সোমভাগী হবেন, এই সত্য আমি বলছি।

অশ্বিদ্বয়ের সঙ্গে ইন্দ্রের বিরোধের কারণ কি? কারণ চিকিৎসাবৃত্তি। ঋগ্বেদে অশ্বিদ্বয়ের সঙ্গে ইন্দ্রের কোন বিরোধ নেই। বরং অশ্বিদ্বয় ইন্দ্রের সহায়ক ও রক্ষাকর্তা; এমন কি ইন্দ্রের গুণসম্পন্ন। মনে হয়, পরবৈদিক যুগে চিকিৎসা-বৃত্তিকে হীনবৃত্তি বলে গণ্য করা হয়েছে। কৃষ্ণযজুর্বেদের সময়েই এই মনোভাব প্রকট হয়েছে। মহাভারতে অশ্বিদ্বয়কে শূদ্র বলা হয়েছে:

অশ্বিনৌ তু স্মৃতৌ শূদ্রৌ তপস্যুগ্রে সমাস্থিতৌ।[২]

হীনবৃত্তিগ্রহণকারী যে বৈদ্যসমাজ—তাঁদের যিনি দেবতা, তিনি ইন্দ্রের সমকক্ষ হতে পারেন না, তাই এই বিরোধ।

১ স্কন্দপুঃ, আবন্ত্যখণ্ড—৩০।৪৮ ২ মহাঃ, শান্তিপর্ব—২০৮।২৪

মরুদ্গণ

মরুদ্গণের জন্ম—বিষ্ণু দিতির পুত্র হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষকে বধ করেছিলেন। দিতি ভাবলেন, বিষ্ণুর সহায়তায় ইন্দ্র উক্ত দানবদ্বয়কে বধ করেছেন। এইজন্যই তিনি ইন্দ্রঘাতী পুত্র কামনা করলেন।

হতপুত্রা দিতিঃ শক্রপার্ষ্ণিগ্রাহেণ বিষ্ণুনা।
মন্যুনা শোকদীপ্তেন জ্বলন্তী পর্যচিন্তয়ৎ॥
কদা নু ভ্রাতৃহন্তারমিন্দ্রিয়াণামুল্বণম্।
অক্লিন্নহৃদয়ং পাপং ঘাতয়িত্বা শয়ে সুখম্॥[1]

—বিষ্ণুকে সহায় করে ইন্দ্র দিতির পুত্রকে বধ করায় দিতি শোকে উদ্দীপ্ত এবং ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে চিন্তা করলেন, ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত, ক্রূর, কঠিনহৃদয়, ভ্রাতৃহন্তা পাপী ইন্দ্রকে বধ করে কবে আমি সুখে শয়ন করবো!

ইন্দ্রহন্তা পুত্রকামনায় দিতি স্বামী কশ্যপের সেবা করলেন ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কশ্যপ পত্নীর সেবায় প্রীত হয়ে একান্ত উদ্বিগ্ন মনে বর দিলেন, 'তুমি অভিমত পুত্রলাভ করবে, যদি এইরূপ নিষ্ঠা সহকারে এক বৎসর ব্রতাচরণ করতে পারো; ব্রতাচরণে কোন প্রকার ত্রুটি হলে ঐ পুত্র ইন্দ্রহন্তা না হয়ে দেবগণের অনুগত হবে।

পুত্রস্তে ভবিতা ভদ্রে ইন্দ্রহা দেববান্ধবঃ।
সংবৎসরং ব্রতমিদং যদ্যঞ্জো ধারয়িষ্যসি॥[2]

ইন্দ্র দিতির অভিপ্রায় জানতে পেরে ব্রতচারিণী দিতির সেবা করতে লাগলেন অতন্দ্রিতভাবে। অবশেষে একসময় দিতির ব্রতচারণার ত্রুটী লক্ষিত হোল। একদিন সন্ধ্যায় দিতি উচ্ছিষ্ট অবস্থায় আচমন ও পাদপ্রক্ষালন না করেই নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন।

একদা তু সন্ধ্যায়ামুচ্ছিষ্টা ব্রতকর্শিতা।
অস্পৃষ্টবার্য্যধৌতাঙ্ঘ্রিঃ সুষ্বাপ বিধিমোহিতা॥[3]

এই সুযোগে ইন্দ্র নিদ্রিতা দিতির গর্ভে যোগমায়ার সহায়তায় প্রবেশ করে গর্ভস্থ সুবর্ণবর্ণ সন্তানকে সাতখণ্ড করলেন। গর্ভস্থ শিশুরা রোদন করতে থাকায় ইন্দ্র তাদের প্রবোধ দিতে দিতে প্রতিটি খণ্ডকে আবার সাতখণ্ডে বিভক্ত করলেন।

১ শ্রীমদ্ভাগবত—৬।১৮।২৩-২৪   ২ শ্রীমদ্ভাগবত—৬।১৮।৪৫   ৩ শ্রীমদ্ভাগবত—৬।১৮।৬০

দিতেঃ প্রবিষ্ট উদরং যোগেশো যোগমায়য়া ॥
চর্কত সপ্তধা গর্ভং বজ্রেণ কনকপ্রভম্।
রুদন্তং সপ্তধৈকৈকং মারোদীরিতি তান্ পুনঃ ॥১

এইভাবে দিতির সন্তানগণ ঊনপঞ্চাশভাগে বিভক্ত হলেন। কিন্তু বিষ্ণুর কৃপায় এঁরা জীবিত রইলেন। ইন্দ্র এদের স্বীয় পার্ষদ করে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এক বৎসর পরে অগ্নিসদৃশ ঊনপঞ্চাশ দিতিপুত্র ভূমিষ্ঠ হলেন। এরা ঊনপঞ্চাশ মরুৎ। দিতির জিজ্ঞাসার উত্তরে ইন্দ্র অকপটে সত্য বলায় দিতি সন্তুষ্ট হয়ে ইন্দ্রকে অনুমতি দিলেন পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে যেতে। ইন্দ্র হৃষ্টমনে মরুদ্গণকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্গে প্রস্থান করলেন।

পদ্মপুরাণ (সৃষ্টিখণ্ড) অনুসারে কশ্যপপত্নী কুরূপা দিতি এক মহৎ ব্রতানুষ্ঠানের মহিমায় কশ্যপের বরে রূপলাবণ্যময়ী হয়ে উঠলেন। এর পরে দিতি ইন্দ্রবধের নিমিত্ত মহাশক্তিশালী পুত্রবর প্রার্থনা করলেন। কশ্যপ আপস্তম্ব কথিত পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করলেন; 'ইন্দ্রশত্রু জন্মগ্রহণ করু' বলে তিনি অগ্নিতে আহুতি প্রদান করলেন।

আপস্তম্বীং ততশ্চক্রে পুত্রেষ্টিং দ্রবিণাধিকাম্।
ইন্দ্রশত্রো ভবস্বেতি জুহাব চ হবিস্বরন্।২

দিতির গর্ভাধান হোল কশ্যপ পত্নীকে শতবৎসর যাবৎ শুদ্ধাচারে থাকার নির্দেশ দিলেন। শতবর্ষ পূর্ণ হতে যখন মাত্র তিন দিন বাকী সেই সময়ে ছিদ্রান্বেষী ইন্দ্র দিতির সামান্য অসাবধানতার সুযোগে দিতির গর্ভে প্রবেশ করলেন এবং গর্ভস্থ সন্তানকে ঊনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত করলেন।

ততো শতবর্ষান্তে সা ন্যূনে তু দিবসৈস্ত্রিভিঃ ॥
মেনে কৃতার্থমাত্মানং প্রীত্যা বিস্মিতমানসা।
অকৃত্বা পাদয়ো শৌচং শয়ানা মুক্তমূর্ধজা ॥
নিদ্রাভর-সমাক্রান্তা দিবাপরাশয়াঃ কচিৎ।
ততস্তদন্তরং লব্ধা প্রবিষ্টাস্তঃ শচীপতিঃ ॥
বজ্রেণ সপ্তধা চক্রে তং গর্ভং ত্রিদশাধিপঃ।
ততঃ সপ্ত তে জাতাঃ কুমারাঃ সূর্যবর্চসঃ ॥

১ ভাগবত—৬।১৮।৬১-৬২ ২ পদ্ম পুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—৭।৩৫

রুদন্তঃ সপ্ত তে বালা নিষিদ্ধা দানবারিণা।
ভূয়োঽপি রুদমানাং স্তানেকৈকান্ সপ্তধা হরিঃ ॥
চিচ্ছেদ বজ্রহস্তো বৈ পুনস্তূদর সংস্থিতান্।
এবমেকোনপঞ্চাশদ্ভূত্বা তে রুরুদুর্ভৃশম্ ॥
ইন্দ্রো নিবারয়ামাস মা রুদধ্বং পুনঃ পুনঃ।[১]

—তারপর শতবর্ষের শেষে তিনদিন মাত্র অবশিষ্ট থাকাকালীন দিতি আনন্দে বিস্মিত মনে নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন। তিনি কেশ মুক্ত করে পা না ধুয়েই শয়ন করে দিবাভাগেই বিপরীত দিকে মস্তক করে কোন সময়ে নিদ্রিত হয়ে পড়লেন। তদনন্তর ইন্দ্র সুযোগ পেয়ে তাঁর দেহমধ্যে প্রবেশ করে তাঁর গর্ভ সাত ভাগে বিভক্ত করলেন। ফলে সূর্যকিরণ সদৃশ কুমারগণ সাত অংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। ক্রন্দনরত সেই বালকদের দানবারি ইন্দ্র নিষেধ করা সত্ত্বেও তাঁরা আরও বেশী রোদন করতে থাকায় ইন্দ্র বজ্রহস্তে এক একটিকে পুনরায় সাত ভাগে বিচ্ছিন্ন করলেন। গর্ভস্থিত শিশুরা উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত হয়ে আরও প্রবল ভাবে কাঁদতে লাগলেন, ইন্দ্রও 'রোদন কোরো না, রোদন কোরো না' বলে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করলেন।

যেহেতু ইন্দ্র এই গর্ভস্থ শিশুদের 'রোদন কোরো না, রোদন কোরো না' বলেছিলেন, সেইজন্য এঁদের নাম হোল মরুৎ।

যস্মান্মা রুদ ইত্যুক্তা রুদন্তো গর্ভসম্ভবাঃ।
মরুতো নাম তে নাম্না ভবন্তু সুখভাগিনঃ ॥[২]

পদ্মপুরাণের অপর অংশে (ভূমিখণ্ড) এই একই উপাখ্যান কিঞ্চিৎ ভিন্ন ভাবে পরিবেশিত হয়েছে। বলাসুর ও বৃত্রাসুর নিহত হলে বিলাপরতা দিতিকে কশ্যপ ইন্দ্রহন্তা অপর একটি পুত্র প্রদানে সম্মত হলেন। তিনি বললেন, দিতিকে শুচি হয়ে শতবৎসর তপস্যা করতে হবে। কশ্যপ ও দিতি তপস্যার নিমিত্ত মেরু প্রদেশে গমন করলেন। ইন্দ্র পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় ব্রাহ্মণ যুবকের বেশে দিতির সেবা করতে লাগলেন এবং নিরানব্বইতম বৎসরে দিতির আচরণে ছিদ্র পেয়ে দিতির শরীরে প্রবেশ করলেন।

ঊনে বর্ষশতে তস্যা দদর্শান্তরমচ্যুতঃ ॥
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচং দিতিঃ শয়নমাবিশৎ।

---

১ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—৭।৫৪।৬০ ২ পদ্মপু° সৃষ্টিখণ্ড—৭।৬৩

শয্যান্তে সা শিরঃ কৃত্বা মুক্তকেশাতিবিহ্বলা ॥
নিদ্রামাহারয়ামাস তস্যাঃ কুক্ষিং প্রবিশ্য সঃ।
বজ্রপাণিস্ততোগর্ভং সপ্তধা বিচকর্ত্ত হ ॥
বজ্রেণ তীক্ষ্ণ ধারেণ রুরোদ উদরে স্থিতঃ।
স গর্ভস্তত্র বিপ্রেন্দ্রা ইন্দ্রহস্তগতেন বৈ ॥
রুদমানং মহাগর্ভং তমুবাচ পুনঃ পুনঃ।
শতক্রতুর্মহাতেজা মা রোদীরিত্যভাষত ॥
সপ্তধা কৃতবান্ শক্রস্তং গর্ভং দিতিজং পুনঃ।
একৈকং সপ্তধা ছিত্বা রুদমানং স দেবরাট্ ॥
ততো বৈ জাতাস্তু মরুতো দেবা সর্বে মহৌজসঃ।
যথা ইন্দ্রেণ বৈ প্রোক্তা বভূবুর্মরুতস্তথা ॥[১]

—উনশতবর্ষে ইন্দ্র তাঁর ছিদ্র দেখতে পেলেন। পাদ প্রক্ষালন না করে শয্যার প্রান্তে আলুলায়িত কুন্তল মস্তক রেখে দিতি নিদ্রায় অভিভূত হয়েছিলেন। বজ্রহস্ত ইন্দ্র সেই সুযোগে তাঁর উদরে প্রবেশ করে গর্ভকে সাত ভাগে ছিন্ন করলেন। তীক্ষ্ণধার বজ্রের আঘাতে ছিন্ন উদরস্থিত গর্ভ রোদন করতে সুরু করলেন। ইন্দ্রহস্তগত রোরুদ্যমান গর্ভকে মহাতেজা ইন্দ্র 'কেঁদো না' বলেছিলেন। দেবরাজ দিতির গর্ভে এক এক ভাগকে পুনরায় সাতভাগে বিচ্ছিন্ন করলেন।

এইভাবে উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত দিতির গর্ভ 'মা রুদ' ইন্দ্রের এই বাক্য অনুসারে মরুৎ নাম প্রাপ্ত হয়ে ইন্দ্রকেই আশ্রয় করেছিলেন।

অতিবীর্যমহাকায়াস্তীব্রতেজঃপরাক্রমাঃ।
একোনাশ্চ বভূবুস্তে পঞ্চাশন্মরুত স্ততঃ ॥
মরুতো নাম তে খ্যাতা ইন্দ্রমেব সমাশ্রিতাঃ।
ভূতানামেব সর্বেষাং রোচয়ন্তঃ গণং মহৎ ॥[২]

—অতি শক্তিশালী বিরাটাকৃতি তীব্রতেজ ও পরাক্রমশালী একোনপঞ্চাশৎ মরুৎ জন্মেছিলেন, তাঁরা মরুৎ নামে খ্যাত হয়ে ইন্দ্রকে আশ্রয় করেছিলেন। এই মহান্ গণদেবতা সকল প্রাণীর আনন্দদায়ক হয়েছিলেন।

ইন্দ্র ও মরুৎ—ঋগ্বেদে মরুৎসম্বন্ধীয় ৪০টি সূক্ত আছে। তন্মধ্যে ৩৩টি সূক্ত কেবলমাত্র মরুদ্গণের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত, বাকী সাতটি সূক্তে মরুদ্গণ ভক্ত

১ পদ্মপুঃ, ভূমিখণ্ড—২৬।১৭-২২ ২ তদেব—২৬।২৪-২৫

হয়েছেন ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণের সঙ্গে। ইন্দ্রের সঙ্গে মরুদ্‌গণের ঘনিষ্ঠতা ঋগ্বেদের নানাস্থানেই লক্ষিত হয়। কোন কোন সূক্তে[১] ইন্দ্র ও মরুৎ একত্র স্তুত হয়েছেন। মরুদ্‌গণ ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকেন। তাঁরা ইন্দ্রের মতই দীপ্তিমান, গুহায় লুক্কায়িত গাভী উদ্ধারে ইন্দ্রের সহায়ক।

ইন্দ্রেণ সংহি দৃক্ষসে সংজগ্মানো অবিভ্যুষা।
মংদূসমানবর্চসা ॥[২]

—হে মরুৎগণ! যেন তোমাদিগকে ভীতিরহিত ইন্দ্রের সহিত মিলিত দেখা যায়; তোমরা নিত্যপ্রমুদিত ও তুল্যদীপ্তি বিশিষ্ট।[৩]

ত্বং ব ইন্দ্রং ন সুক্রতুং··· ।[৪]

—হে মরুৎগণ, তোমরা ইন্দ্রের মহৎ কর্মের অনুষ্ঠানকারী।[৫]

বীলু চিদারুজত্নুভির্গুহা চিদিন্দ্র বহ্নিভিঃ।
আবিংদ উস্রিয়া অনু ॥[৬]

—হে ইন্দ্র! দৃঢ়স্থানের ভেদকারী এবং বহনশীল মরুৎদিগের সহিত তুমি গুহায় লুক্কায়িত গাভী সমুদয় অন্বেষণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলে।[৭]

বৃত্রবধ বিষয়েও মরুদ্‌গণ ইন্দ্রের সখা—

বাবৃধানো মরুৎসখেন্দ্রো বি বৃত্রমৈরয়ৎ।[৮]

—মরুদ্‌গণ সহায়ে বর্ধিত ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করেছিলেন।

মরুদ্‌গণ বৃষ্টিদান বিষয়েও ইন্দ্রের সখা, ইন্দ্র মরুদ্‌গণের সঙ্গেই সোমপান করেছিলেন।

অপ্তূর্যে মরুত আপিরেষোঽমংদন্নিংদ্রমনু দাতিবারাঃ।
তেভিঃ সাকং পিবতু বৃত্রখাদঃ সুতং সোমং দাশুষঃ স্বে সধস্থে ॥[৯]

—হে মরুৎগণ! ইনি (ইন্দ্র) জলপ্রেরণ বিষয়ে তোমাদের সখা। বলদাতা (মরুৎগণ) ইন্দ্রকে হৃষ্ট করিয়াছিলেন। বৃত্রহন্তা তাঁহাদিগের সহিত যজমানের গৃহে অভিষুত সোম পান করুন।[১০]

১ ঋগ্বেদ—১।৬, ১।১৬৭, ৮।৯৬, ৮।৭৬ ২ ঋগ্বেদ—১।৬।৭ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ ঋগ্বেদ—৬।৪৮।৪ ৫ অনুবাদ—তদেব ৬ ঋগ্বেদ—১।৬।৫
৭ অনুবাদ—তদেব ৮ ঋগ্বেদ—৮।৭৬।৩ ৯ ঋগ্বেদ—৩।৫১।৯
১০ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

ইহ পাহি সোম মরুদ্ভিরিন্দ্র।[১]—হে ইন্দ্র, মরুদ্‌গণের সঙ্গে এখানে সোমপান কর।

মরুদ্ভিরিন্দ্র সখ্যং তে অস্তু।[২]—হে ইন্দ্র, মরুদ্‌গণের সঙ্গে তোমার সখ্যতা বর্তমান থাকুক।

ইন্দ্রের সঙ্গে মরুদ্‌গণের একাত্মতা প্রতিপাদিত হয় ইন্দ্রের মরুত্বান্ বিশেষণে।[৩] মরুদ্‌গণ বৃষ্টিদাতা, বজ্রহস্ত[৪] এবং বৃত্রহন্তা,—"বজ্রহস্তৈঃ মরুদ্ভিঃ।"[৫] বিশ্বকর্মার মত তাঁদের হাতে ছুতারের বাইশ বা বাশি—

"স্তবে হিরণ্যবাশীভিঃ।"[৬]

মরুদ্‌গণ "বৃত্রহন্তমাঃ"[৭]—শ্রেষ্ঠবৃত্রহন্তা।

বি বৃত্রং পর্বশো যযুর্বি[৮]—তাঁরা পর্বে পর্বে বিভক্ত করে বৃত্রকে বধ করেছিলেন।

মরুদ্‌গণের গুণকর্ম—মরুদ্‌গণ নানাবিধগুণসম্পন্ন। তাঁদের অত্যদ্ভুত বলবীর্যের কথা এবং অত্যাশ্চর্য গুণের কথা ঋষিগণ বারংবার উল্লেখ করেছেন। মরুদ্‌গণ স্তুতিকারীকে দুগ্ধবতী গাভী ও প্রভূত অন্ন দান করেন।

ভরদ্বাজায়ব ধুক্ষতদ্বিতা।
ধেনুং চ বিশ্বদোহসমিষং চ বিশ্বভোজসম্॥[৯]

—হে মরুদ্‌গণ! তোমরা ভরদ্বাজের নিমিত্ত বিশ্বের দুগ্ধদাত্রী ধেনু ও সকল ব্যক্তির ভোগপর্যাপ্ত অন্ন, এই দুইটি সুখ দোহন কর।[১০]

মরুদ্‌গণ বিক্রমশালী যোদ্ধা। সংগ্রামে তাঁরা অজেয়, তাঁরা শত্রুহন্তা।

শূরা ইবেদ্যুযুধয়ো ন জগ্ময়ঃ শ্রবস্যবো ন পৃতনাসু যেতিরে।
ভয়ন্তে বিশ্বা ভুবনা মরুদ্ভ্যো রাজান ইব ত্বেষসংদৃশোনরঃ॥[১১]

শূরদিগের ন্যায়, যুদ্ধার্থীদিগের ন্যায়, যশঃপ্রিয় পুরুষদিগের ন্যায় শীঘ্রগামী মরুৎগণ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছেন; বিশ্বভুবন সেই মরুদ্‌গণকে ভয় করে তাঁহারা নেতা ও রাজার ন্যায় উগ্ররূপ।[১২]

আরও আশ্চর্যজনক কার্য মরুদ্‌গণ করে থাকেন। তাঁরা কূপ ঊর্ধ্বে উত্তোলন করেন, পর্বত বিদীর্ণ করেন, বীণা বাদন করেন, সোমপানে হৃষ্ট হন।

---

১ ঋগ্বেদ—৩|৫১|৮ ২ ঋগ্বেদ—৮|৯৬|৭ ৩ ঋগ্বেদ—৩|৫১|৭, ১|১০১|৮
৪ ঐ —৫|৫৪|৩, ৮|৮|৩২ ৫ ঐ —৮|৮|৩২ ৬ ঐ —৮|৭|৩২
৭ ঐ —৮|৮|৯ ৮ ঐ —৮|৮|২৩ ৯ ঐ —৬|৪৮|১৩
১০ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ১১ ঐ —১|৮৫|৮ ১২ অনুবাদ—তদেব

ঊর্ধ্বং নু নুদ্রেঽবতং ত ওজসা দাদৃহাণং চিদ্বিভিদুর্বি পর্বতং।
ধমন্তো বাণং মরুতঃ সুদানবো মদে সোমস্য রণ্যানি চক্রিরে ॥[১]

—মরুৎগণ স্বীয় বলদ্বারা কূপ উপরে উঠাইয়া পথ নিরোধক পর্বতকে বিভেদ করিয়াছিলেন। শোভনদানশীল মরুৎগণ বীণা বাজাইয়া সোমপানে হৃষ্ট হইয়া রমণীয় ধন দান করিয়াছিলেন।[২]

মরুদ্‌গণের বৃহত্তম এবং মহত্তম কার্য বৃষ্টিপ্রদান। মরুদ্‌গণ ইন্দ্রের মতই মেঘ থেকে বৃষ্টি আনয়ন করেন। ইন্দ্রের সঙ্গে মরুদ্‌গণের এই বড় সাদৃশ্য।

প্রৈষামজ্মেষু বিথুরেব রেজতে ভূমির্যামেষু যদ্ধ যুংজতে শুভে।
তে ক্রীলয়ো ধুনয়ো ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ মহিত্বং পনয়ংত ধূতয়ঃ ॥[৩]

—যখন মরুৎগণ শুভপ্রদ বৃষ্টির জন্য (মেঘ সকলকে) সজ্জীভূত করেন, তখন মরুৎগণ মেঘসকলকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া নিয়মিত করিতেছে দেখিয়া পৃথিবী বিরহিতা স্ত্রীর ন্যায় কম্পিত হয়েন ; তাদৃশ বিহারশীল, গমনশীল ও দীপ্তায়ুধ মরুৎগণ (পর্বতাদি) কম্পিত করিয়া স্বকীয় মহিমা প্রকটিত করেন।[৪]

আ বিদ্যুন্মদ্ভির্মরুতঃ স্বর্কৈ রথেভির্যাত ঋষ্টিমদ্ভিরশ্বপর্ণৈঃ।
আ বর্ষিষ্ঠয়া ন ইষা বয়ো ন পপ্ততা সুমায়াঃ ॥[৫]

—হে মরুৎগণ ! তোমরা বিদ্যুৎযুক্ত শোভন গমন বিশিষ্ট, আয়ুধসম্পন্ন ও অশ্বসংযুক্ত মেঘে (আরোহণ করিয়া) আগমন কর। হে শোভনকর্মা মরুৎগণ ! প্রভূত অন্নের সহিত পক্ষীর ন্যায় আমাদের নিকট আগমন কর।[৬]

দিবা চিত্তমঃ কৃণ্বংতি পর্জন্যেনোদবাহেন।
যৎ পৃথিবীং ব্যুংদংতি ॥[৭]

—(মরুৎগণ) উদকধারী মেঘের দ্বারা দিবাকালেও অন্ধকার করিতেছেন, পৃথিবী জলসিক্ত করিতেছেন।[৮]

বাশ্রেব বিদ্যুন্মিমাতি বৎসং ন মাতা সিষক্তি।
যদেষাং বৃষ্টিরসর্জি ।[৯]

—প্রসূত স্তনবতী ধেনুর ন্যায় বিদ্যুৎ গর্জন করিতেছে ; গাভী যেরূপ বৎসের

---

১ ঋগ্বেদ—১।৮৫।১০ ২ অনুবাদ—তদেব ৩ ঋগ্বেদ—১।৮৭।৩
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—১।৮৮।১ ৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৭ ঋগ্বেদ—১।৩৮ ৮ অনুবাদ—তদেব ৯ ঋগ্বেদ—১।৩৮।৮

সেবা করে, বিদ্যুৎ সেইরূপ মরুদ্‌গণের সেবা করিতেছে, সুতরাং মরুদ্‌গণ বৃষ্টিদান করিলেন।[১]

যুষ্মাকং স্মা রথাঁ অনু মুদে দধে মরুতো জীরদানবঃ।
বৃষ্টী দ্যাবো যতীরিব ॥[২]

—হে দানশীল মরুৎগণ! বৃষ্টিকালে সর্বত্র সঞ্চারিণী দীপ্তির ন্যায় তোমাদের রথ (দর্শন করিয়া) আমি আনন্দ অনুভব করি।[৩]

অভ্রাজি শর্ধো মরুতো যদর্ণসং মোষথা বৃক্ষং কপনেব বেধসঃ।[৪]

—হে বৃষ্টিদানকারী মরুৎগণ! যৎকালে জলপূর্ণ মেঘকে বিক্ষিপ্ত করিয়া বৃষ্টিপাত কর, তৎকালে তোমাদিগের বল প্রকাশিত হয়।[৫]

যে উগ্রা অর্কমানৃচুঃ ···।[৬] —যে মরুদ্‌গণ বৃষ্টিদান করেছিলেন···।

বিদ্যুন্মহসো নরো অশ্মদিদ্যবো বাতাত্বিষো মরুতঃ পর্বতচ্যুতঃ।
অব্দয়া চিন্মুহুরা হ্রাদুনীবৃতঃ স্তনয়দমা রভসা উদোজসঃ ॥[৭]

—প্রখর দীপ্তিশালী, বারিবর্ষক, অস্ত্রব্যাপ্ত, দীপ্তিমান, পর্বতভেদী, নিরন্তর বৃষ্টিদাতা, বজ্রধারী সমবেত গর্জনকারী উদ্যোগশালী ও সমধিক বলসম্পন্ন মরুৎগণ বৃষ্টির জন্য আবির্ভূত হইতেছেন।[৮]

এই ঋক্‌টিতে ইন্দ্র এবং মরুৎ একাত্ম হয়ে গেছেন। ইন্দ্রের ন্যায় মরুদ্‌গণ পর্বতভেদ করেন।

য ঈংখয়ন্তি পর্বতান্ তিরঃ সমুদ্রমর্ণবম্।
মরুদ্ভিরগ্ন আগহি ॥[৯]

—যে মরুদ্‌গণ পর্বতকে বিচলিত করেন, সমুদ্র ও অর্ণবকে পরাভূত করেন, হে অগ্নি সেই মরুদ্‌গণকে এই স্থানে (যজ্ঞে) নিয়ে এস।

পর্বতশব্দে পর্বে বিভক্ত মেঘকে বোঝায়। সুতরাং পর্বত অর্থাৎ মেঘ ভেদ করে মরুদ্‌গণ বৃষ্টি আনয়ন করেন। মরুদ্‌গণ যে কূপ উন্নয়ন করেছিলেন (১।৮৫।১০) **Maxmuller** সেইক্ষেত্রে অবতং বা কূপ অর্থে 'মেঘ' গ্রহণ করেছেন।[১০]

ইন্দ্রের সহকারী গণদেবতার উল্লেখ পাই অথর্ববেদে:

---

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—৫।৫৩।৫ ৩ অনুবাদ—তদেব
৪ ঋগ্বেদ—৫।৫৪।৬ ৫ অনুবাদ—তদেব ৬ ঋগ্বেদ—১।১৯।৪
৭ ঐ —৫।৫৪।৩ ৮ ঐ ৯ ঐ —১।১৯।৭
১০ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম—পৃঃ ১৯১, ১।৮৫।১০ ঋকের টীকা

সহস্বদর্চতি গণৈরিন্দ্রস্য কামৈঃ।[১] —ইন্দ্রের অভিলষিত গণের সঙ্গে ইন্দ্রকে অর্চনা করা হয়।

ইন্দ্রের অভিলষিতগণ অবশ্যই মরুদ্‌গণ। মরুদ্‌গণকে ইন্দ্রের ভ্রাতাও বলা হয়েছে : ভ্রাতরো মরুতস্তব।[২] —হে ইন্দ্র, মরুদ্‌গণ তোমার ভ্রাতা।

মরুদ্‌গণের স্বরূপ—মরুৎ নামক গণদেবতার স্বরূপ আলোচনায় দেশীয় এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ মরুদ্‌গণকে ঝড় বা ঝড়ের দেবতারূপে গ্রহণ করেছেন। Macdonel লিখেছেন, "Being indentified with the phenomena of the thunder storm, the Maruts are naturally intimate associate of Indra, appearing as his friends and allies in innumerable passages.

From the constant association of the Maruts with lightning, thunder, wind and rain ...it seems clear that they are storm gods in the R. V."[৩]

"মরুৎ শব্দ মৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন, সে ধাতুর অর্থ আঘাত করা বা হনন করা ; অতএব মরুৎ অর্থ আঘাতকারী বা ধ্বংসকারী ঝড়। ঐ ধাতু হইতে লাটিনদিগের যুদ্ধদেব Mars উৎপন্ন হইয়াছে এবং Max muller বিবেচনা করেন ঐ ধাতু হইতে মকার লোপ হইয়া গ্রীক্‌দিগের Ares উৎপন্ন হইয়াছে।"[৪]

মরুদ্‌গণকে ঝড় বা ঝড়ের দেবতারূপে গণ্য করার কারণ ঋগ্বেদেই কোন কোন স্থানে তাঁদের শক্তিমত্তার বিবরণ যেভাবে প্রদত্ত হয়েছে তার মধ্যেই নিহিত আছে। একটি ঋকে বলা হয়েছে :

প্রবেপয়ন্তি পর্বতান্ বিবিঞ্চন্তি বনস্পতীন্।
প্রো আরত মরুতো দুর্মদা ইব দেবাসঃ সর্বয়াবিশা॥[৫]

—মরুদ্‌গণ পর্বতসমূহকে প্রবলভাবে কম্পিত করেন, বনস্পতিগণকে বিচ্ছিন্ন করেন। হে মরুদ্‌গণ, দুর্মদের মত সর্বপ্রকার প্রজাগণের সঙ্গে সর্বত্র গমন কর।

য ঈংখয়ন্তি পর্বতান্ তিরঃ সমুদ্রমর্ণবম্।[৬]

—যাঁরা পতর্বকে বিচলিত করেন, সমুদ্র (আকাশ) ও অর্ণবকে নিজ বলে তিরস্কৃত করেন।

---

১ অথর্ব—২০।৬।১০।৪ ২ ঋগ্বেদ—১।১৭০।৫ ৩ Vedic Mythology—page 80-81

৪ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১।৩।১ ঋকের টীকা ৫ ঋগ্বেদ—১।৩৯।৫ ৬ ঋগ্বেদ—১।১৯।৭

দোদৃহাণং চিদ্বিভিয়ুর্বি পর্বতম্।[১]

—দৃঢ় পর্বতকে যাঁরা বিভিন্ন করেন।

প্রবেপয়ন্তী পর্বতান্।[২] —পর্বত সমূহকে কম্পিত করেন।

এইরূপ বিবরণ ঝড়ের আভাস আনয়ন করে সত্য, ঝড় মরুদ্গণের সত্যস্বরূপ নয়। মরুদ্গণ প্রকৃতপক্ষে সূর্যকিরণ। অবশ্য সূর্যকিরণ ঝড়ের স্রষ্টা। এই হিসাবে প্রবল বাত্যা সৃষ্টিকারী সূর্যরশ্মি সমূহ মরুদ্গণ নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য।

যাস্কের মতে মরুদ্গণ "মধ্যস্থানা দেবতাঃ।"[৩] মধ্যস্থানের দেবতাদের মধ্যে মরুদ্গণই প্রথম —"তেষাং মরুতঃ প্রথমাগামিনো ভবন্তি।"[৪] মরুৎ শব্দের অর্থ প্রসংগে যাস্ক লিখেছেন, "মরুতো মিতরাবিণো বা মিতরোচিনো বা মহদ্-দ্রবন্তীতি বা।"[৫]

যাস্কের মতে মরুৎ শব্দের অর্থ মিতরাবী অর্থাৎ পরিমিত শব্দকারী অথবা মিতরোচী অর্থাৎ পরিমিত দীপ্তিশালী অথবা যাঁরা অতিদ্রুত ধাবিত হন। এই তিনটি অর্থই সূর্যরশ্মি সম্পর্কে প্রযুক্ত হতে পারে। ঝড়কে দ্রুত ধাবনকারী বলা গেলেও দীপ্তিমান বলা চলে না, আবার মিতরাবী বা পরিমিত শব্দকারীও বলা চলে না। সায়নাচার্য যাস্কের বক্তব্য ব্যাখ্যা করে সায়নাচার্য লিখেছেন, "মিতং নির্মিতমন্তরিক্ষং প্রাপ্য রুবন্তি শব্দং কুর্বন্তীতি মরুতঃ। যদ্বা অমিতং ভৃশং শব্দকারিণঃ। অথবা মিতং স্বৈর্নির্মিতং মেঘং প্রাপ্য বিদ্যুতাত্মনা রোচমানাঃ। অথবা মহত্যন্তরিক্ষে দ্রবন্তীতি মরুতঃ।"[৬] —মিতশব্দে অন্তরীক্ষ, অন্তরীক্ষকে প্রাপ্ত হয়ে শব্দ করেন বলে মরুৎ। অথবা অমিত বা প্রচণ্ড শব্দকারী অথবা স্বনির্মিত মেঘ প্রাপ্ত হয়ে বিদ্যুৎরূপে শোভিত অথবা বিশাল অন্তরীক্ষে গমন করেন বলেই মরুৎ।

এই ব্যাখ্যায় সায়নাচার্য মরুৎ অর্থে ঝড় এবং সূর্যরশ্মি এই দুই অর্থই গ্রহণ করেছেন বলে বোধ হয়। মিত শব্দে অমিত অর্থ তিনি কি ক'রে গ্রহণ করলেন জানি না। তবে অন্তরীক্ষে শব্দকারী বা দ্রুতবেগে সঞ্চরণকারী ঝড় হতে পারে, কিন্তু মেঘ সৃষ্টি করে সেই মেঘে বিদ্যুৎরূপে শোভা পাওয়া ঝড়ের পক্ষে সম্ভব নয়। সূর্যরশ্মি ও বিদ্যুৎ একাত্ম হওয়ার ফলে সূর্যরশ্মি ও মেঘাভ্যন্তরস্থ বিদ্যুতের অভিন্নতা কল্পনা সুসঙ্গত। পর্বে পর্বে সজ্জিত মেঘকে (পর্বতকে) ভেদ করা এবং

---

১ ঋগ্বেদ—১।৬৪।৭ ২ ঋগ্বেদ—৮।৭।৪ ৩ নিরুক্ত—১১।১৩।১

৪ নিরুক্ত—১১।১৩।২ ৫ নিরুক্ত—১১।১৩।৩ ৬ ঋগ্বেদ—১।৮৮।১ ঋকের ভাষ্য

বনস্পতিকে ছিন্ন ভিন্ন করা সূর্যরশ্মি বা বিদ্যুতাগ্নির পক্ষেই সম্ভব। ইন্দ্রও পর্বত-ভেদ করার জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন।

পরন্তু বৈদিক বর্ণনায় মরুদ্‌গণকে সূর্য বা সূর্যাগ্নিরূপে সহজেই চিনতে পারা যায়। অগ্নির সঙ্গে এবং সূর্যরূপী ইন্দ্রের সঙ্গে মরুদ্‌গণের ঘনিষ্ঠতার তাৎপর্যও তখনই স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়, যখন সূর্য, অগ্নি ও মরুদ্‌গণকে এক দেবতার রূপান্তর বলে গ্রহণ করি।

মরুদ্‌গণের সংখ্যা কখনও সাত, কখনও সাতের তিনগুণ, কখনও সাতের সাতগুণ, কখনও সাতের নয় গুণ।

প্র যে শুম্ভন্তে জনয়ো ন সপ্তয়ো
যামন্ রুদ্রস্য সূনবঃ···বৃধে মদন্তি।[১]

—যে মরুদ্‌গণ রুদ্রের সপ্ত সংখ্যক (অথবা সর্পণশীল) গগনে শোভা পেয়ে থাকেন।

রোদসী আবদতা গণশ্রিয়ঃ।[২]

—গণশোভিত মরুদ্‌গণ দ্যাবাপৃথিবী পূর্ণ করেন।

সায়নাচার্য 'গণশ্রিয়ঃ' শব্দের ব্যাখায় বলেছেন, "হে গণশঃ শ্রয়মানাঃ সপ্তগণ-রূপেণাবস্থিতাঃ।" —অর্থাৎ মরুদ্‌গণ সপ্তগণরূপে অবস্থিত।

সপ্ত মে সপ্ত শাকিন একমেকা শতা দদুঃ॥[৩]

—শক্তিমান সপ্ত সপ্ত (চোদ্দ অথবা উনপঞ্চাশ) মরুদ্‌গণ আমাকে একশত উপহার দিয়েছেন।

ত্রিষষ্ঠিস্ত্বা মরুতো বাবৃধানাঃ।[৪]

—হে ইন্দ্র ত্রিষষ্ঠিসংখ্যক মরুদ্‌গণ তোমায় বর্ধিত করেছেন।

ত্রিসপ্তৈ শূর সত্বভিঃ।[৫] —তিন সপ্ত (একুশ) বীরের সত্তা দ্বারা।

শতপথ ব্রাহ্মণেও বলা হয়েছে যে মরুতের গণ সপ্ত সপ্ত (উনপঞ্চাশ) সংখ্যক "সপ্ত সপ্ত হি মারুতো গণঃ।[৬]

উল্লেখযোগ্য যে সূর্যের সপ্তরশ্মি বা সপ্ত অশ্ব, ইন্দ্রেরও সপ্ত অশ্ব। সপ্ত সূর্যরশ্মি আরও বহু সংখ্যায় বিভক্ত হয়ে ২১, ৬৩, ১৪ বা ৪৯ সংখ্যক মরুতে পরিণত হয়েছেন।

১ ঋগ্বেদ—১।৮৫।১ ২ ঋগ্বেদ—১।৬৪।৯ ৩ ঋগ্বেদ—৫।৫২।১৭
৪ ঐ—৮।৯৬।৮ ৫ ঐ —৮।৯৬।৮ ৬ শতপথ ব্রাঃ—২।৬।১।১৩

মরুদ্গণ সুবর্ণবর্ণ, সুবর্ণরথারোহী, অগ্নিবর্ণ, সূর্যতুল্য দীপ্তিমান্, অগ্নিজিহ্বা, তাদের অশ্ব সুবর্ণবর্ণ, হিরণ্ময় কিরীট।

যে অগ্নয়ো ন শোশুচন্নিধানা দ্বির্যত্ত্রি র্মরুতো বাবৃধংত।
অরেণবো হিরণ্যয়াস এষাং সাকং নৃম্ণৈঃ পৌংস্যেভিশ্চ ভুবন্॥[১]

—যাঁহারা সমৃদ্ধিশালী অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পান, যাঁহারা দ্বিগুণ এবং ত্রিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন, সেই মরুদ্গণের রথ ধূলিরহিত এবং সুবর্ণালংকার বিশিষ্ট (সুবর্ণময়)। তাঁহারা ধন এবং বলের সহিত প্রাদুর্ভূত হন।[২]

ত্বিষীমন্তো অধ্বরস্যেব দিদ্যুত্তৃষুচ্যবসো জুহ্বোনাগ্নেঃ।
অর্চত্রয়ো ধুনয়ো ন বীরা ভ্রাজজ্জন্মানো মরুতো অধৃষ্টাঃ।[৩]

—মরুদ্গণ যজ্ঞের ন্যায় দ্যোতমান, শীঘ্রগামী অগ্নিরশ্মির ন্যায় দীপ্তিমান এবং অর্চনীয়, তাঁহারা (শত্রুগণের) প্রকম্পক ব্যক্তিগণের ন্যায় বীর, দীপ্ত শরীরবিশিষ্ট এবং অনভিভূত।[৪]

আ নো মখস্য দাবনেঽশ্বৈর্হিরণ্যপাণিভিঃ।
দেবাস উপগংতন॥[৫]

—দেবগণ আমাদিগের যজ্ঞদানার্থে স্বর্ণময় পাদবিশিষ্ট অশ্বে আরোহণ করতঃ আগমন করুক।[৬]

মরুদ্গণের অশ্ব হিরণ্যপাণিবিশিষ্ট; তাঁদের গাত্রচর্ম বা বর্ম সূর্যের মত—"সূর্যত্বচঃ"।[৭] তাঁদের বক্ষও সুবর্ণময়—"রুক্মবক্ষসঃ"।[৮] —"বক্ষঃ সুরুক্মা"।[৯] তাঁদের রথ হিরণ্ময়—"হিরণ্যরথাঃ"।[১০] রথের চক্রও সোনার—"হিরণ্যচক্রান্!"[১১] তাঁদের রথ বিদ্যুতের মত প্রদীপ্ত এবং কিরণময়:

আ বিদ্যুন্মদ্ভির্মরুতঃ স্বর্কৈ রথেভির্যাত…।[১২]

—হে মরুদ্গণ! বিদ্যুৎ সমন্বিত (অথবা বিদ্যুত্তুল্য দীপ্তিসমন্বিত) শোভন কিরণ যুক্ত (শোভন গতিবিশিষ্ট) রথে আগমন কর।

মরুদ্গণ অগ্নির মত শোভা বা দীপ্তিসম্পন্ন— "অগ্নিশ্রিয়ো মরুতঃ।"[১৩] "অগ্নিবর্ণ যে ভ্রাজসা।"[১৪] — অগ্নির মত যাঁদের দীপ্তি। "অগ্নয়ো ন শুশুচানা।"[১৫]

---

১ ঋগ্বেদ—৬।৬৬।২ — ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত — ৩ ঋগ্বেদ—৬।৬৬।১০
৪ অনুবাদ—তদেব — ৫ ঋগ্বেদ ৮।৭।২৭ — ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ঋগ্বেদ—৮।৫৯।১১ — ৮ ঐ —২।৩৪।২, ১০।৭৮।২ — ৯ ঋগ্বেদ—১।৬৪।৪
১০ ঐ —৫।৫৭।১ — ১১ ঐ —১।৮৮।৫ — ১২ ঐ —১।৮৮।১
১৩ ঐ —৩।২৬।৫ — ১৪ ঐ —১০।৭৮।২ — ১৫ ঐ —২।৩৪।১

—অগ্নির মত তাঁরা শোভমান। "যে অগ্নয়ো ন শোশুচন্।"[১] —অগ্নির মত যাঁরা দীপ্তি পাচ্ছেন।

অগ্নি মরুদ্‌গণের জিহ্বা, সূর্য তাঁদের চক্ষু :

অগ্নিজিহ্বা মনবঃ সূরচক্ষসঃ।[২] —মরুদ্‌গণ অগ্নিজিহ্বা, বুদ্ধিমান ও সূর্যচক্ষু।

অগ্নির্জিহ্বা ঋতাবৃধঃ।[৩] —অগ্নিজিহ্বাও যজ্ঞবর্ধক, প্রভাত কিরণের মত তাঁরা যজ্ঞ আশ্রয় করেন— উষসাং ন কেতবোঽধ্বরশ্রিয়ঃ।[৪]

তাঁরা পর্বতের উপরে (অগ্নিরূপে) অথবা মেঘের উপরে বিদ্যুৎ রূপে শোভিত হন— "বি পর্বতেষু রাজথ।"[৫] তাঁরা সব সময়েই দীপ্তিশালী— "রোচমানা।"[৬]

বিদ্যুতের সঙ্গেও মরুদ্‌গণের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ—

অংসেষু ব ঋষ্টয়ঃ পৎসু খাদয়ো বক্ষঃসু রুক্মা
মরুতো রথে শুভঃ।
অগ্নিভ্রাজসো বিদ্যুতো গভস্ত্যোঃ শিপ্রাঃ
শীর্ষসু বিততা হিরণ্যয়ীঃ।[৭]

—হে মরুদ্‌গণ! তোমাদিগের স্কন্ধদেশে অস্ত্রসকল, পাদদেশে কটক, বক্ষঃস্থলে সুবর্ণময় আভরণ এবং রথোপরি শোভমান দীপ্তি রহিয়াছে। তোমাদিগের হস্তদ্বয়ে অগ্নিদ্বারা প্রদীপ্ত বিদ্যুৎসকল শোভা পায় এবং মস্তকোপরি কনকময় উষ্ণীশসকল বিস্তৃত থাকে।[৮]

তাঁরা বিদ্যুৎ ধারণ করেন— "সংবিদ্যুতা দধতি।"[৯]

বিদ্যুতের দ্বারা তাঁদের মহত্ব প্রকটিত— "বিদ্যুন্মহসঃ"।[১০] বিদ্যুতের সংযোগ এমনই ঘনিষ্ঠ যে মনে হয় বিদ্যুৎ বুঝি মরুদ্‌গণেরই অংশবিশেষ।

অব স্ময়ংত বিদ্যুত পৃথিব্যাং যদী ঘৃতং
মরুতঃ প্রষ্ণুবন্তি॥[১১]

—যখন মরুদ্‌গণ পৃথিবীতে জলসেচন করেন, তখন বিদ্যুৎগণ নিম্নমুখে পৃথিবীতে প্রকাশ হয়।[১২]

অম্বেনাঁ অহ বিদ্যুতো মরুতো জজ্ঝতীরিব
ভানুরর্ত ত্মনা দিবঃ॥[১৩]

---

১ ঋগ্বেদ—১।৬৬।২ ২ ঋগ্বেদ—১।৮৯।৭ ৩ ঋগ্বেদ—১।৪৪।১৪
৪ ঐ —১০।৭৮।৭ ৫ ঐ —৮।৭।১ ৬ ঐ —১।১৬৫।১২
৭ ঐ —৫।৫৪।১১ ৮ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৯ ঐ —৫।৫৪।২
১০ ঐ —১।১৬৮।৮ ১১ ঋগ্বেদ—১।১৬৮।৯ ১২ অনুবাদ—ঐ
১৩ ঐ —৫।৫২।৬

—তড়িৎগণও গর্জনকারী বারিরাশির ন্যায় প্রত্যহ তাঁহাদিগের অনুসরণ করে। দীপ্তিমান্ মরুৎগণের প্রভা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই বেগে নিঃসৃত হয়।[১]

এই ঋকে মরুদ্‌গণের প্রভাই বিদ্যুৎরূপে প্রকাশিত, এরূপ ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। একটি ঋকে মরুদ্‌গণকে পাবক বা অগ্নিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে :

ঘ্নসু পাবকং বনিনং বিচর্ষণিং রুদ্রস্য সূনুং হবসা গৃণীমসি।[২]

—শত্রুদের ধ্বংসকারী পাবক (পবিত্রকারী, অগ্নি) বৃষ্টিদাতা রুদ্রের পুত্র মরুদ্‌গণকে স্তোত্রের দ্বারা স্তুতি করি।

সূর্য, অগ্নি ও বিদ্যুতের সঙ্গে মরুদ্‌গণের এই ঘনিষ্ঠ সংযোগ এবং একাত্মতা মরুদ্‌গণের সূর্যাগ্নিরূপতাই পরিস্ফুট করে। মরুদ্‌গণ যেমন শব্দ করে আগমন করেন, অগ্নিও তদ্রূপ শব্দ করতে করতে আগমন করেন।[৩] কোন কোন ঋকে সুস্পষ্ট ভাবেই মরুদ্‌গণকে সূর্যরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

অতঃ পরিজ্মন্না গহি দিবো বা রোচনাদধি।[৪]

—হে চতুর্দিকব্যাপী মরুদ্‌গণ! ঐ (অন্তরীক্ষ) হইতে অথবা আকাশ হইতে অথবা দীপ্যমান (আদিত্যমণ্ডল) হইতে আইস।[৫]

অন্তরীক্ষ থেকে, আকাশ থেকে, আদিত্যমণ্ডল থেকে আগত মরুদ্‌গণ আগ্নেয় তেজ ভিন্ন অন্য কিছুই হতে পারেন না।

যে নাকস্যাধিরোচনে দিবি দেবাস আসতে।[৬]

—যে দীপ্তিশীল (মরুদ্‌গণ) উজ্জ্বল আকাশে অবস্থান করেন।

সায়ন এই ঋক্‌টির ভাষ্যে লিখেছেন, "যে মরুতো নাকস্য অধি দুঃখরহিতস্য সূর্যস্যোপরি দিবি দ্যুলোকে রোচনে দীপ্যমানে যে দেবাসঃ স্বয়মপি দীপ্যমানা আসতে ...।"

অর্থাৎ মরুদ্‌গণ দুঃখরহিত সূর্যের উপরে দীপ্যমান দ্যুলোকে বিরাজ করেন, তাঁরা নিজেরাই প্রদীপ্ত। সায়নের মতে নাক শব্দের অর্থ সূর্য। কিন্তু নাক শব্দের অর্থ আকাশ বা স্বর্গও হতে পারে। মোটের উপর প্রদীপ্ত সূর্যাগ্নির তেজ বা সূর্যকিরণ দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষলোক পরিব্যাপ্ত— এই সত্যই এই ঋকের বক্তব্য। **Maxmuller** 'নাক' শব্দের অর্থ করেছেন, '**firmament**'। এই ঋক্‌টির অনুবাদে তিনি লিখেছেন, "**who sit as gods in heaven in the**

১ অনুবাদ—তদেব ২ ঋগ্বেদ—১।৬৪।১২ ৩ ঋগ্বেদ—১।১২৮।৩
৪ ঋগ্বেদ—১।৬।৯ ৫ অনুবাদ—তদেব ৬ ঐ —১।১৯।৬

light above the firmament." Maxmuller-এর অনুবাদে আমাদের বক্তব্য সমর্থিত হয়েছে। মরুদ্গণের সূর্যাগ্নিরূপতা প্রতিপন্ন হয় নিম্নের কয়েকটি ঋকেও :

আ যে তন্বন্তি রশ্মিভিস্তির সমুদ্র মোজসা।[১]

—যাঁহারা সূর্যকিরণের সহিত (সমগ্র আকাশে) ব্যাপ্ত হয়েন, যাঁহারা বল দ্বারা সমুদ্রকে উৎক্ষিপ্ত করেন।[২]

গূহতাং গুহ্যং তমো বি যন্তে বিশ্বমত্রিণং।
জ্যোতিষ্কর্তা যদুশ্মসি ॥[৩]

—সর্বব্যাপী অন্ধকারকে নিবারণ কর; (রাক্ষসাদি) সকল ভক্ষককে বিদূরিত কর; অভিলষিত যে জ্যোতি আমরা কামনা করি, তাহা প্রকাশিত কর।[৪]

বক্তুন্দ্রা ব্যহানি শিক্বসো ব্যন্তরিক্ষং বি রজাংসি ধূতয়ঃ ॥[৫]

—হে রুদ্রপুত্রগণ! তোমরা দিবা ও রাত্রি প্রবর্তিত কর, তোমরা অন্তরীক্ষ ও জগৎসমুদয় বিক্ষিপ্ত কর।[৬]

সূর্যের অশ্বের মত মরুদ্গণের অশ্বও অরুষ বা পাটলবর্ণ — উতারুষস্য বিষ্যংতি।[৭]

মরুদ্গণের সঙ্গে ইন্দ্রের সম্পর্ক যেমন তেমনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রুদ্রের সঙ্গেও। তাঁরা রুদ্রের পুত্র। সুতরাং রুদ্রাঃ, রুদ্রাসঃ, রুদ্রিয়াসঃ, রুদ্রসূনবঃ প্রভৃতি বিশেষণ রুদ্রগণের সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়েছে।

সুমুর্ভির্ন রুদ্রেভিঃ।[৮] —রুদ্রের পুত্রোপমদের দ্বারা। "রুদ্রা ঋতস্য সদনেষু বাবৃধুঃ"।[৯] —রুদ্রগণ যজ্ঞগৃহে বর্ধিত হন। "যুষ্মাকমস্তু তবিষী তনাযুজা রুদ্রাসো নূ চিদাধৃষে।"[১০] —হে রুদ্রপুত্র মরুৎগণ! তোমরা একত্রিত হও, (শত্রুদিগের) ধর্ষনার্থ তোমাদিগের বল শীঘ্র বিস্তৃত হউক।[১১] "যুবানো রুদ্রা অজরা।"[১২] —যুবক রুদ্রপুত্রগণ জরারহিত। রুদ্র ও মরুদ্গণের পিতারূপে সম্বোধিত হয়েছেন : "পিতর্মরুতাম্"[১৩]—হে মরুদ্গণের পিতা রুদ্র।

মরুদ্গণের মাতা পৃশ্নি সেইজন্য তাঁদের নাম 'পৃশ্নিমাতরঃ।[১৪] আর একটি

১ ঋগ্বেদ—১।১৯।৮ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১।৮৬।১০
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—৫।৫৪।৪ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ঋগ্বেদ—১।৮৫।৫ ৮ ঐ —১।১০০।৫ ৯ ঋগ্বেদ—২।৩৪।১৩
১০ ঐ —১।৩৯।৪ ১১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ১২ ঐ —১।৬৪।৩
১৩ ঋগ্বেদ—২।৩৩।১ ১৪ ঋগ্বেদ—৮।৭।৩; ১।৩৮।৪; ১।৮৫।২

ঋকে মরুদ্গণ গাভীর পুত্র— 'গোমাতরঃ।'[১] সায়নাচার্য পৃশ্নি ও গো শব্দকে সমার্থক বলে গ্রহণ করেছেন এবং দুটি শব্দেই পৃথিবীকে বোঝান হয়েছে বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে পৃশ্নিমাতরঃ শব্দের অর্থ: "পৃশ্নেঃ নানারূপায়াঃ ভূমেঃ পুত্রা মরুতঃ।" কিন্তু গো শব্দের আর এক অর্থ সূর্যরশ্মি। আর পৃশ্নি শব্দের অর্থ যাস্কের মতে— "পৃশ্নিরাদিত্যো ভবতি প্রশ্নুত এনং বর্ণ ইতি নৈরুক্তাঃ সংস্প্রষ্টা রসান্ সংস্প্রষ্টা ভাসং জ্যোতিষাং সংস্পৃষ্টো ভাসেতিবা।"[২] —পৃশ্নি শব্দ আদিত্যবোধক; শুক্লবর্ণ আদিত্যকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে, ইহা নিরুক্তকারগণ বলেন; আদিত্য রসসমূহ সম্যক্রূপে স্পর্শ করেন, আদিত্য জ্যোতিষ্মান্ পদার্থসমূহের জ্যোতি স্পর্শ করেন, অর্থবা আদিত্য জ্যোতির দ্বারা সংস্পৃষ্ট (সম্যক্ যুক্ত), এই সমস্ত পৃশ্নি শব্দের ব্যুৎপত্তি।[৩]

যাস্কের মতে পৃশ্নি শব্দের অপর অর্থ দ্যৌ বা দ্যুলোক— "অথ দ্যৌঃ সংস্পৃষ্টা জোতির্ভিঃ পুণ্যকৃদ্ভিশ্চ।"[৪]

—আর পৃশ্নিশব্দ দ্যুলোক বোধক; দ্যুলোক চন্দ্র নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ সমূহের দ্বারা এবং পুণ্যকারক লোকসমূহের দ্বারা সংস্পৃষ্ট অর্থাৎ পরিব্যাপ্ত।[৫]

যাস্কের মতে গো শব্দেও আদিত্য বোঝায়: "গৌরাদিত্যো ভবতি গময়তি রসান্ গচ্ছত্যন্তরিক্ষে।"[৬] গো শব্দ আদিত্যবোধক; আদিত্য রসসমূহ সঞ্চালিত করেন, আদিত্য অন্তরীক্ষে সঞ্চরণ করেন।[৭]

"অথ দ্যৌর্যৎ পৃথিব্যা অধি দূরং গতা ভবতি। যচ্চাস্যাং জ্যোতীংষি গচ্ছন্তি।"[৮] —আর গো শব্দ দ্যুলোক; দ্যুলোক পৃথিবীর উপরে বহুদূরে গিয়াছে, দ্যুলোকে সমস্ত জ্যোতিশ্চক্র সঞ্চরণ করে।[৯]

সুতরাং যাস্কের মতে পৃশ্নি এবং গো উভয় শব্দেই সূর্য অথবা দ্যুলোক বা আকাশ বোঝায়। সূর্য থেকেই জাত অথবা আকাশে প্রসরণশীল বলে সূর্য-কিরণরূপী মরুদ্গণ গোমাতরঃ বা পৃশ্নিমাতরঃ নামে অভিহিত। পৃশ্নি বা গো যদি পৃথিবীকেই বোঝায় তাহলেও অগ্নির তেজোরূপী মরুদ্গণ 'গোমাতরঃ' বা পৃশ্নিমাতরঃ হতে পারেন। মরুদ্গণ দিবস্ পুত্র বা আকাশের পুত্র[১০] কখনও বা

---

১ ঋগ্বেদ—১।৮৫।৩ ২ নিরুক্ত—২।১৪।৩ ৩ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর
৪ নিরুক্ত—২।১৪।৪ ৫ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ৬ নিরুক্ত—২।১৪।৭
৭ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ৮ নিরুক্ত—২।১৪।৮ ৯ অনুবাদ—ঐ
১০ ঋগ্বেদ—১০।৭৭।২

সিন্ধুমাতরঃ বা সমুদ্রের পুত্র নামেও অভিহিত হয়েছেন। বাড়বাগ্নি রূপে তাঁরা সমুদ্রেরও পুত্র।

সূর্যাগ্নির তেজোরাশি বা কিরণসমূহ যখন প্রকৃতির বুকে ঝড়-ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ-বজ্রপাতের সূচনা করে, সঙ্গে আনে বৃষ্টি, তখন ঐ কিরণসমূহ মরুদ্‌গণ নামে অভিহিত এবং পূজিত হন। সেই জন্যই এঁরা সূর্যরূপী ইন্দ্র এবং রুদ্রের সংগে সংশ্লিষ্ট অথবা একাত্ম। সূর্যের সপ্তবর্ণের কিরণ সপ্তরশ্মি বা সপ্তাশ্ব নামে পরিচিত। সূর্যকিরণের অজস্রতার জন্যই সপ্তসংখ্যক রশ্মি সাতের গুণীতক একুশ, তেষট্টি অথবা উনপঞ্চাশ সংখ্যায় পরিচিত হতে থাকেন। এরাই ইন্দ্রের গণ বা রুদ্রের গণরূপে পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ হয়েছেন এবং রুদ্রগণরূপে শৈবধর্মে প্রাধান্যলাভ করেছেন। তেজোরূপা যে অনন্ত শক্তি অদিতি, তিনিই সান্তরূপে দিতি। অদিতির গর্ভে জন্মালেন যে আদিত্য তিনিই প্রত্যক্ষগম্যরূপে দিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করে সূর্যরূপী ইন্দ্রের দ্বারা উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত হলেন। পরবর্তীকালে মরুদ্‌গণের স্বরূপ আবৃত হওয়ায় তাঁরা কেবলমাত্র ঝড় বা ঝড়ের দেবতারূপেই পরিচিত হয়ে রইলেন। তবে হিন্দুর নিত্যনৈমিত্তিক কার্যে এঁদের স্থান সঙ্কুচিত ও বিলুপ্ত হয়ে গেল। তাঁদের অধিপতি হিসাবে রুদ্র বা শিব অথবা গণেশ পূজা পেতে লাগলেন।

বায়ু

মরুদ্‌গণ যে মূলতঃ বায়ু নন, তার অন্যতম প্রধান প্রমাণ বায়ু নামে পৃথক্ দেবতা ঋগ্বেদে কল্পিত হয়েছেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তে বায়ু-দেবতা স্তুত হয়েছেন। বায়ুকে ঋষি সোমরস পানের জন্য আহ্বান করেছেন। এই সূক্তেই ইন্দ্র ও বায়ু একত্র স্তুত হয়েছেন এবং অন্নদানের জন্য অনুরুদ্ধ হয়েছেন। অন্যান্য স্থলেও[১] বায়ু ইন্দ্রের সঙ্গে স্তুত হয়েছেন। ইন্দ্র ও বায়ু হিরণ্ময় বন্ধুরযুক্ত (নেমি) দ্যুলোকস্পর্শী রথে আরোহণ করেন।

রথং হিরণ্যবন্ধুর.মিন্দ্রবায়ূ স্বধ্বরং আ হি স্থাথো দিবিস্পৃশম্।[২]

—হে ইন্দ্রবায়ু! তোমরা হিরণ্ময় বন্ধুরযুক্ত দ্যুলোকস্পর্শী শোভন যজ্ঞশালী রথে আরোহন কর।[৩]

বায়ুর নিরানব্বই অশ্ব মনোগতিসম্পন্ন—

বহন্তু ত্বা মনোযুজা যুক্তাসো নবতির্নব।[৪]

যাস্ক বলছেন, বায়ুর অশ্ব নিযুত— নিযুত্বান্ নিযুতোহস্যাশ্বাঃ।[৫]

দ্যাবাপৃথিবী বায়ুর অনুগমন করে—

অনুকৃষ্ণে বসুধিতী যেমাতে বিশ্বপেশসা।[৬]

—হে বায়ু! কৃষ্ণবর্ণা বসুসমূহের ধাত্রী বিশ্বরূপা দ্যাবা পৃথিবী তোমার অনুগমন করে।[৭]

নিরুক্তকারের মতে বায়ু বা ইন্দ্র অন্তরীক্ষের দেবতা—বায়ুর্বেন্দ্র বান্তরিক্ষ-স্থানঃ।[৮] নিরুক্তকার আরও বলেছেন যে পর্জন্য বায়ুর সঙ্গে স্তুত হন— "বাতেন চ পর্জন্যঃ।"[৯] এখানে পর্জন্য ইন্দ্রের স্থলাভিষিক্ত। যাস্কের মতে মাতরিশ্বাও বায়ু— মাতরিশ্বা বায়ুর্মাতর্যন্তরিক্ষে শ্বসিতি মাতর্যাশ্বানিতি বা।[১০]

—মাতরিশ্বা অর্থে বায়ু— মাতরি অর্থাৎ অন্তরীক্ষে শ্বাসকার্য করে অথবা অন্তরীক্ষে গতিশীল বলে বায়ুকে মাতরিশ্বা বলে।

---

১ ঋগ্বেদ—৪।৪৬, ৪।৪৭, ৪।৪৮, ৭।৯১, ৭।৯২ ২ ঋগ্বেদ—৪।৪৬।৪

৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৪ ঋগ্বেদ—৪।৪৮।৪ ৫ নিরুক্ত—৫।২৮।৬

৬ ঋগ্বেদ—৪।৪৮।৩ ৭ অনুবাদ—তদেব ৮ ঐ —৭।৫।২

৯ নিরুক্ত—৭।১০।৪ ১০ নিরুক্ত—৭।২৬।৮

ঋগ্বেদে নানা স্থানে ইন্দ্রের বিশেষণ রূপে 'শুনাসীর' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। যাস্কের মতে শুনাসীর শব্দের অর্থ বায়ু ও সূর্য—"শুনো বায়ুঃ শু এত্যন্তরিক্ষে, সীর আদিত্যঃ সরণাৎ।"[১] —শুন শব্দের অর্থ অন্তরীক্ষে গমনকারী বায়ু, আর সীর শব্দের অর্থ আদিত্য।

সুতরাং যাস্কের মতানুসারে বায়ু, ইন্দ্র ও সূর্য অভিন্ন বিবেচিত হয়। যাস্ক 'পবিত্র' শব্দে বুঝেছেন—মন্ত্র, রশ্মি, জল, অগ্নি, বায়ু, সোম, সূর্য এবং ইন্দ্র।

"অগ্নিঃ পবিত্রমুচ্যতে, বায়ুঃ পবিত্রমুচ্যতে, সোমঃ পবিত্রমুচ্যতে, সূর্যঃ পবিত্রমুচ্যতে, ইন্দ্রঃ পবিত্রমুচ্যতে।"[২]

সুতরাং যাস্কের মতে অগ্নি, বায়ু, সোম, সূর্য ও ইন্দ্র একই দেবতা। এই জন্যই নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, বায়ুদেবতা প্রাকৃতিক বায়ু নয়। সূর্যাগ্নির যে শক্তি বায়ুপ্রবাহ নিয়মিত করে, সেই শক্তিই বায়ু। এই বায়ু অন্তরীক্ষচারী ইন্দ্রের সঙ্গী বা ইন্দ্রের সঙ্গে একাত্ম এবং সূর্যকিরণরূপী অশ্ববাহিত সুবর্ণরথারোহী। নিছক প্রাকৃতিক জড়বায়ুকে ঋষিগণ দ্যাবাপৃথিবীর অনুগমনের কেন্দ্ররূপে বর্ণনা করতেন না। সূর্যাগ্নিরূপী মহাতেজস্কর শক্তি বা শক্তি প্রকাশক কিরণমালা প্রবল ঝঞ্ঝার স্রষ্টা হিসাবে মরুৎ এবং স্বাভাবিক স্থির অথবা ধীর গতি বায়ুর নিয়ন্তা হিসাবে বায়ুরূপে পৃথক্ অস্তিত্বে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। বেদে মরুৎ বায়ু অপেক্ষা বহুগুণে প্রাধান্য পাওয়ায় বায়ু অপ্রধান দেবতায় পরিণত হয়েছেন। কিন্তু গতির মৃদুতা বা তীব্রতা হিসাবে পৃথক্ সত্তা কল্পিত হলেও বায়ু ও মরুৎ একই দেবতা—একই শক্তি। সুতরাং পরবর্তীকালে পুরাণাদিতে এই দুই দেবতা পৃথক অস্তিত্ব হারিয়ে একাত্মতা প্রাপ্ত হয়েছেন এবং পবন নামে সুপরিচিত হয়েছেন। কিন্তু পৌরাণিক যুগেও পবন দেবতার প্রভাব অত্যন্ত ক্ষীণ এবং মহিমাও প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে নি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এমন কি গণেশ, কার্তিকেয়, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতির মত পবন উপাসিত দেবতাগোষ্ঠীর সম্মুখভাগে আসন দখল করতে পারেন নি। মরুদ্গণ রুদ্রগণরূপে রূপান্তরিত হওয়ায় স্থির বা অস্থির বায়ু সব সময়েই পরম দেবতা বা বায়ুদেবতা রূপে কথিত হয়েছেন। রামায়ণের হনুমান এবং মহাভারতের ভীমসেন বায়ু বা পবনের পুত্র।

বৈদিক এবং পরবৈদিক যুগে অপ্রধান দেবতা হিসাবে বায়ু বা পবন যদিও জীবিত, কিন্তু তাঁর কোন ব্যাপক পূজা প্রচলন অথবা মূর্তি গড়ে পূজার রীতি

---

১ নিরুক্ত—৯।৪০।৬ ২ নিরুক্ত—৫।৬।৭

প্রচলিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। তবে কোন কোন পুরাণে প্রতিমালক্ষণ বর্ণনা প্রসংগে বায়ুপ্রতিমারও বিবরণ আছে।

বায়ুরূপং প্রবক্ষ্যামি ধূম্রস্তু মৃগবাহনম্।
চিত্রাম্বরধরং শান্তং যুবানং কুঞ্চিতভ্রুবম্।
মৃগাধিরূঢ়ং বরদং পতাকাধ্বজ সংযুতম্॥[১]

—বায়ুর রূপ বর্ণনা করছি, ইনি ধোঁয়ার মত রঙের মৃগবাহন, কুঞ্চিতভ্রূ, শান্ত, যুবা, মৃগারোহী, বরদমুদ্রা সমন্বিত, বিচিত্র বর্ণের বসন পরিহিত, পতাকা এবং ধ্বজ সংযুক্ত।

পবন বায়ুকোণ বা উত্তর-পশ্চিম কোণের অধিপতি হিসাবে দশদিক্‌পালের অন্যতম। স্বরূপে না হলেও বেনামীতে তিনি আজও পূজিত হচ্ছেন। পবনপুত্র হনুমান আসলে পবনেরই রূপান্তর। কোন দেবতার অংশবিশেষ অথবা রূপান্তর লৌকিকরীতি অনুসারে সেই দেবতার পুত্র-কন্যা রূপে বেদে এবং পরবৈদিক শাস্ত্রে স্বীকৃত এবং পূজিত হয়েছেন। পবনপুত্র মহাবীর হনুমান পবনেরই প্রতিরূপ হিসাবে এখনও পূজা গ্রহণ করছেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে গ্রীকদের Pan এবং ল্যাটিনভাষার Pavonious সংস্কৃত পবন শব্দের প্রতিরূপ।[২]

১ মৎস্যপুঃ—২৬১।১৮-১৯

২ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত, ১ম, পৃঃ ৩, ১।২।১ মন্ত্রের টীকা।

মাতরিশ্বা

ঋগ্বেদে ১।১৬৪।৪৬ ঋকে ইন্দ্র, মিত্র, যম, অগ্নি, মাতরিশ্বা প্রভৃতি দেবতাদের একই দেবতার ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বৈদিক সূক্তগুলি থেকে মাতরিশ্বাকে সূর্যাগ্নি বলেই সিদ্ধান্ত হয়। একটি ঋকে মাতরিশ্বা ও অগ্নির অভিন্নতা প্রতিপাদিত্য হয়েছে।

উদুষ্টুতঃ সমিধা যহ্বো অদ্যৌদ্বর্ষ্মন্দিবো অধি নাভা পৃথিব্যাঃ।
মিত্রো অগ্নিরীড্যো মাতরিশ্বা দূতো বক্ষদ্যজথায় দেবান্॥[১]

—(আমাদের কর্তৃক) স্তুত ও দীপ্তি দ্বারা মহান্ অগ্নি পৃথিবীর নাভিতে (উত্তর বেদিতে) অবস্থান করিয়া অন্তরীক্ষ বিদ্যোতিত করিয়াছেন। (সকলের) মিত্র স্তুতি যোগ্য মাতরিশ্বা দেবগণের দূত হইয়া যজ্ঞে দেবগণকে আনয়ন করুন।[২]

স্পষ্টতঃই এই ঋকে মাতরিশ্বা অগ্নির এক নাম রূপে উল্লিখিত হয়েছেন। মাতরিশ্বাকে মিত্রও বলা হয়েছে। মিত্র সূর্যের এক নাম।

আর একটি ঋকে আছে:

তং শুভ্রমগ্নিমবসে হবামহে বৈশ্বানরং মাতরিশ্বানমুক্থ্যং।
বৃহস্পতিং মনুষো দেবতাতয়ে বিপ্রং শ্রোতারমতিথিং রঘুষ্যদং॥[৩]

—আমরা আশ্রয়প্রাপ্তির জন্য এবং যজমানের যজ্ঞের জন্য সেই শুভ্র, বৈশ্বানর, মাতরিশ্বা, উক্থযোগ্য, মেধাবী, শ্রোতা, অতিথি ও ক্ষিপ্রগামী অগ্নিকে আহ্বান করি।[৪]

এখানেও মাতরিশ্বা অগ্নির একটি বিশেষণ। এই ঋকের টীকায় রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "অন্তরীক্ষরূপ মাতৃক্রোড়ে গমনাগমন করেন বলিয়া অগ্নির আর একটি নাম মাতরিশ্বা।"

অপর একটি ঋকেও মাতরিশ্বার অগ্নিস্বরূপত্ব স্পষ্ট:

স মাতরিশ্বা পুরুবার পুষ্টির্বিদদ্গাতুং তনয়ায় স্বর্বিৎ।
বিশাং গোপা জনিতা রোদস্যোর্দেবা অগ্নিং ধারয়ন্দ্রবিণোদাম্॥[৫]

—সেই অন্তরীক্ষস্থ অগ্নি অনেক বরণীয় পুষ্টি দান করেন, তিনি স্বর্গদাতা, সকল লোকের রক্ষক এবং দ্যাবা পৃথিবীর উৎপাদক; অগ্নি আমার তনয়কে গমনের

১ ঋগ্বেদ—৩।৫।৯ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৩।২৬।২
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—১।৯৬।৪

পথ দেখাইয়া দিন। দেবগণই সেই ধনদাতা (অগ্নিকে) (দূতরূপে) নিয়োগ করিয়াছেন।[১]

অনুবাদক রমেশচন্দ্র দত্ত এই ঋকে মাতরিশ্বা অর্থে অন্তরীক্ষস্থ অগ্নি বলেছেন। সায়নাচার্য ভাষ্যে বলেছেন, "মাতরি সর্বস্য জগতো নির্মাতর্য্যন্তরীক্ষে"—অর্থাৎ সায়নের মতে অন্তরীক্ষে সকল জগতের নির্মাতা অন্তরীক্ষস্থ বায়ু। কিন্তু অন্তরীক্ষস্থ জগন্নির্মাতা বা অন্তরীক্ষস্থ অগ্নি সূর্য হওয়াই সঙ্গত। কোন কোন ঋকে মাতরিশ্বাকে অগ্নি থেকে ভিন্ন বোধ হয়। একটি ঋকে ঋষি বলেছেন,

দ্বিজন্মানং রয়িমিব প্রশস্তং রাতিং
ভরদ্ভৃগবে মাতরিশ্বা।[২]

—মাতরিশ্বা এই অগ্নিকে মিত্রের ন্যায় ভৃগুবংশীয়দের নিকট আনিলেন।[৩]

অপর একটি ঋকে বলা হয়েছে যে মাতরিশ্বা দূর থেকে মনুর জন্য অগ্নিকে এনে প্রদীপ্ত করেছিলেন—যং মাতরিশ্বা মনবে পরাবতো দেবং ভাঃ পরাবত॥[৪] অন্য একটি ঋকে মাতরিশ্বা ভৃগুদের জন্য গুহাস্থিত হব্যবাহ অগ্নিকে প্রজ্বলিত করেছিলেন—

যদী ভৃগুভ্যঃ পরি মাতরিশ্বা গুহা সংতং হব্যবাহং সমীধে।[৫]

যাস্ক মাতরিশ্বা অর্থে বায়ুকে গ্রহণ করেছেন।[৬]

সায়ন কখন যাস্ককে অনুসরণ করে মাতরিশ্বা বলতে বায়ুকে বুঝিয়েছেন, আবার কখনও সূর্য বা অগ্নিকেও গ্রহণ করেছেন। ১।৬০।১ ঋকের ভাষ্যে সায়ন লিখেছেন, "মাতরি অন্তরীক্ষে শ্বসিতি প্রাণিতি বর্ততে ইতি যাবৎ মাতরিশ্বা বায়ু।" —মাতরি শব্দের অর্থ অন্তরীক্ষে। অন্তরীক্ষে যা নিঃশ্বাস নেয় অর্থাৎ প্রাণবন্ত হয়, তাই মাতরিশ্বা অর্থাৎ বায়ু। আবার ৩।২।৯ ঋকের ভাষ্যে মাতরিশ্বা সূর্যরূপ বা অরণি প্রদীপ্ত অগ্নি। কিন্তু পরের ঋকেই (৩।৪।১০) তিনি মাতরিশ্বা অর্থে বায়ুকেই গ্রহণ করেছেন। রমেশচন্দ্র দত্তের মতে এই ঋকেও মাতরিশ্বা অগ্নিকেই বিজ্ঞাপিত করছে। "দশ ঋকেও মাতরিশ্বা অর্থে অগ্নি, তাহার সন্দেহ নাই।"[৭]

মাতরিশ্বা অন্তরীক্ষস্থিত সূর্য বা অগ্নির নাম রূপেই বেদে ব্যবহৃত হয়েছে। সূর্য থেকেই অগ্নির সৃষ্টি, এইরূপ বিবরণও দুর্লভ নয়। সূর্য ও অগ্নি যে একই

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—১।৬০।১ ৩ অনুবাদ—তদেব
৪ তদেব—১।১২৮।২ ৫ তদেব—৩।৫।১০ ৬ নিরুক্ত—৭।২৬
৭ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—১ম, পৃঃ ৫০০, ৩।৫।১০ ঋকের টীকা।

তেজাত্মক শক্তির প্রকারভেদ—এ তত্ত্ব বেদে-পুরাণে সর্বত্র। অথর্ব বেদে (১০।৮। ১৯।৪০) মাতরিশ্বা অগ্নির নাম হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। অধ্যাপক ম্যাক্‌-ডোনেল্ লিখেছেন, "Matarisvan would thus appear to be a personification of a celestial form of Agni, who at the same time is thought of as having like Prometheus brought down the hidden fire from heaven to earth just as Agni himself is a messanger of Vivasvat between the two worlds."[১]

ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে মাতরিশ্বাকে দূত রূপে বর্ণনা করা হয়েছে—যিনি অগ্নিকে সূর্য থেকে পৃথিবীতে আনয়ন করেছিলেন।

আ দূতো অগ্নিমভরদ্বিবস্বতো বৈশ্বানরং মাতরিশ্বা পরাবতঃ ॥[২]

দেবগণের দূত স্বরূপ মাতরিশ্বা দূরদেশবর্তী সূর্য মণ্ডল হইতে এই বৈশ্বানর অগ্নিকে (ইহলোকে) আনয়ন করিয়াছেন।[৩]

"Bothlingk ও Roth তাঁহাদিগের জগদ্বিখ্যাত অভিধানে বলেন যে মাতরিশ্বার দুইটি অর্থ বেদে পাওয়া যায়। প্রথম মাতরিশ্বা একজন দেব, যিনি বিবস্বানের দূত রূপে আকাশ হইতে অগ্নি আনিয়া ভৃগুবংশীয়দিগকে দেন। দ্বিতীয় মাতরিশ্বা অগ্নিরই একটি গুপ্ত নাম। তাঁহারা আরও বলেন যে মাতরিশ্বা বায়ু অর্থে বেদে কুত্রাপি ব্যবহৃত হয় নাই।"[৪]

রমেশচন্দ্র দত্ত অনুমান করেন যে গ্রীকদের Promentheus দেবের গল্প মাতরিশ্বার অগ্নি আনয়নের গল্প থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। গ্রীক্ Prometheus নামটিও বৈদিক অগ্নির প্রমন্থ নাম থেকে এসেছে বলে কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন। Prof. Muir-এর মতে ভৃগু, মনু, অঙ্গিরা প্রভৃতি কয়েকটি ঋষিবংশ ভারতবর্ষে অগ্নিপূজা প্রচার করেছিলেন। মাতরিশ্বার অগ্নি আনয়নের তাৎপর্য এই।

---

১ Vedic Mythology—page 71 ২ ঋগ্বেদ—১।৮।৪

৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৪ রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম, পৃঃ ১৪৪, ১।৬০।১ ঋকের টীকা।

দধিক্রা

দধিক্রা ঋগ্বেদের অন্যতম গৌণ দেবতা। ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলে ৩৮।৩৯।৪০-সূক্তে এবং সপ্তম মণ্ডলে ৪৪ সূক্তে দধিক্রা দেবতার স্তুতি আছে। দধিক্রা দেবের যে বিবরণ কোন কোন ঋকে প্রদত্ত হয়েছে, তাতে তাঁকে অশ্ব বলে মনে হয়।

দধিক্রাম্ সূদনং মর্ত্যায় মর্ত্যায় দদথুর্মিত্রাবরুণা নো অশ্বম্ ॥[১]

—হে মিত্রাবরুণ! তোমরা মনুষ্যের প্রেরক অশ্ব দধিক্রাকে আমাদের জন্য ধারণ কর।[২]

দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ।
সুরভিনো মুখা করৎ প্রণ আয়ূংসি তারিষৎ ॥[৩]

—আমি জয়শীল ও বেগবান অশ্ব দধিক্রার স্তুতি করিয়াছি। তিনি আমাদের সুগন্ধবিশিষ্ট করুন, আমাদের আয়ু বর্ধিত করুন।[৪]

উত স্য বাজী ক্ষিপণিং তুরণ্যতি গ্রীবায়াং বদ্ধো অপিকক্ষ আসনি।
ক্রতুং দধিক্রা অনু সংতবীত্বৎ পথামংকাংস্যন্বাপনীফণৎ ॥[৫]

—আর সেই চলনপটু অশ্ব গ্রীবায়, কক্ষে এবং মুখে বদ্ধ হইয়াও কশাঘাতের পরেই ত্বরান্বিত হয়; স্বীয় চলনকর্ম (অথবা চালকের বুদ্ধি) বর্ধিত করে, পথের কুটিল প্রদেশ সমূহে অনায়াসে সর্বদা যাতায়াত করে।[৬]

উত স্মাস্য প্রথমঃ সরিষ্যন্নিবেবেত্তি শ্রেণিভী রথানাং।
স্রজং কৃণ্বানো জন্যো ন শুভ্বা রেণুং রেরিহৎ কিরণং দদশ্বান্ ॥
উতস্য বাজী সহুরিঋর্তাবা শুশ্রূষমানস্তন্বা সমর্যে।
তুরং যতীষু তুরয়ন্নৃজিপ্যোঽধি ভ্রুবোঃ কিরতে রেণু মৃংজন্ ॥[৭]

—তিনি যুদ্ধ গমনে অভিলাষ করিয়া রথশ্রেণীতে যুক্ত হইয়া গমন করেন। তিনি অলংকৃত এবং লোকের হিতকর (অশ্বের) ন্যায় শোভমান, তিনি মুখস্থিত লৌহখণ্ড দংশন করেন এবং ধুলি লেহন করেন।

সেই অশ্ব সহনশীল এবং অন্নবান এবং সমরে স্বশরীর দ্বারা কার্য সাধন করেন। তিনি ঋজুগামী ও বেগগামী। (শত্রুমধ্যে) বেগে গমন করেন। তিনি ধুলি উত্থিত করতঃ প্রাদেশের উপরে বিক্ষেপ করেন।[৮]

---

১ ঋগ্বেদ—৪।৩৯।৫ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৪।৩৯।৬
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—৪।৪০।৪ ৬ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর
৭ ঋগ্বেদ—৪।৩৮।৬-৭ ৮ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

দধিক্রার বর্ণনা তাঁকে অশ্বরূপেই প্রতিভাত করে। কিন্তু বৈদিক ঋষিগণ অশ্ব নামক ভারবাহী নিত্যপ্রয়োজনীয় পশুটিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করতেন—এমন ধারণা সমীচীন বোধ হয় না। অশ্ব এ স্থলে উপমা হিসাবে অথবা রূপক হিসাবে প্রযুক্ত হয়েছে।

দধিক্রা শব্দের অর্থ কি? যাস্ক বলেছেন, "তত্র দধিক্রা ইত্যেতদ্দধৎ ক্রামতীতি বা দধৎ ক্রন্দতীতি বা দধদাকারী ভবতীতি বা।"[১]

নিরুক্তব্যাখ্যাতা দুর্গাচার্য বলেছেন, "দধিক্রা ইত্যেতৎ পদং সন্দিগ্ধম্।" —দধিক্রা পদটি সম্পর্কে সন্দেহ আছে। ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর নিরুক্তকারের বক্তব্য পরিস্ফুট করতে গিয়ে বলেছেন, "অশ্বনাম সমূহের মধ্যে 'দধিক্রা' এই নামের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। (১) দধৎ শব্দ পূর্বক 'ক্রম' ধাতুর উত্তর 'বিট' প্রত্যয়ে 'দধিক্রা' শব্দের নিষ্পত্তি হইতে পারে—অর্থ হইবে আরোহীকে ধারণ করিয়া সুখে ক্রমণ (গমন) করে; (২) 'দধৎ' শব্দ পূর্বক 'ক্রন্দ্' ধাতুর উত্তর 'বিচ্' প্রত্যয়ে 'দধিক্রা' শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে। অর্থ হইবে আরোহীকে ধারণ করিয়া ক্রন্দন (শব্দ অর্থাৎ হ্রেষা রব) করে। (৩) দধৎ শব্দের সহিত 'অকারিন্' শব্দের যোগে দধিক্রা শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে—অর্থ হইবে আরোহীকে ধারণ করিয়া আকারবান্ হয় অর্থাৎ কুঞ্চিতগ্রীব স্তিমিত চক্ষু পুলকিত গাত্র হইয়া সুন্দর আকৃতি ধারণ করে।"[২]

যাস্কৃত এই ব্যাখ্যা যদিও অশ্বপক্ষে তথাপি যাস্ক আরও বলেছেন, "তস্যাশ্বদেবতা বচ্চনিগমা ভবন্তি।"[৩] অর্থাৎ দধিক্রা শব্দের অশ্ব অর্থযুক্ত এবং দেবতা অর্থযুক্ত প্রয়োগ বেদে আছে। যাস্কের মতে পূর্বোল্লিখিত (৪।৪০।৪) ঋকৃটি অশ্ব অর্থে প্রযুক্ত। কিন্তু অপর একটি ঋক্ (৪।৩৮।১০) দেবতা অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। ঋকৃটি এই :

আ দধিক্রা শবসা পঞ্চকৃষ্টীঃ সূর্য ইব জ্যোতিষাপস্ততান।
সহস্রসাঃ শতসা বাজ্যর্বা পৃণক্তু মধ্বা সমিমা বচাংসি॥[৪]

—সূর্য যেরূপ তেজঃ দ্বারা জলদান করেন, সেইরূপ দধিক্রাদেব বল দ্বারা পঞ্চকৃষ্টিকে (নিষাদ পঞ্চম পঞ্চ মনুষ্যজাতি) বিস্তৃত করিয়াছেন। শত সহস্রদাতা বেগবান্ অশ্ব আমাদিগকে স্তুতিবাক্য মধুর (ফলের) দ্বারা সংযোজিত করেন।[৫]

১ নিরুক্ত—২।২৭।১০ ২ নিরুক্ত (ক.বি.)—পৃঃ ৩২৪-২৫ ৩ নিরুক্ত—২।২৭।১১
৪ ঋগ্বেদ—৪।৩৮।১০ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

দধিক্রা কেবল সূর্যের মত তেজঃসম্পন্ন নন, তিনি অগ্নির মতই দীপ্তিশালী—কাম্যফলদাতা।

মহশ্চর্কর্মাবৃতঃ ক্রতুপ্রা দধিক্রাব্ণঃ পুরুবারস্য বৃষ্ণঃ।
যং পুরুভ্যো দীদিবাংসং নাগ্নিং দদথু মিত্রাবরুণা ততুরিং ॥[১]

—আমি যজ্ঞের সম্পাদক। হে মিত্রাবরুণ! দীপ্তিমান্ অগ্নির ন্যায় স্থিত এবং ত্রাণকর্তা যে দধিক্রাকে তোমরা মনুষ্যগণের উপকারের জন্য ধারণ কর, আমি সেই মহান্ অনেকের সম্মানযোগ্য, অভিষ্টবর্ষী দধিক্রা অশ্বকে স্তুতি করিব।[২]

প্রাতঃকালে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হওয়ার পরই অশ্বরূপী দধিক্রার স্তুতি করা হয়।

যো অশ্বস্য দধিক্রাব্ণো অকারীৎ সমিদ্ধে অগ্না উষসো ব্যুষ্টৌ।
অনাগসং তমদিতিঃ কৃণোতু স মিত্রেণ বরুণেনা সজোষাঃ ॥[৩]

—যিনি উষা প্রকাশের পর অগ্নি সমিদ্ধ হইলে অশ্ব দধিক্রার স্তুতি করেন, অদিতি, মিত্র ও বরুণের সহিত তাঁহাকে নিষ্পাপ করুন।[৪]

যুদ্ধার্থী জয়াভিলাষী এবং যজ্ঞানুষ্ঠাতা উভয়েই দধিক্রাকে অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ইন্দ্রের মত আহ্বান করে থাকেন :

ইন্দ্রমিবেদুভয়ে বি হ্বয়ংত উদীরাণা যজ্ঞমুপপ্রত্যয়ন্তঃ।[৫]

—যাঁহারা যুদ্ধের উদ্যোগ করেন এবং যাঁহারা যজ্ঞ আরম্ভ করেন, তাঁহারা উভয়েই ইন্দ্রের ন্যায় দধিক্রাকে আহ্বান করেন।[৬]

দধিক্রা অন্ন, বল ও কল্যাণদাতা,[৭]—তিনি অন্ন, বল ও স্বর্গ প্রদান করেন।[৮] দধিক্রা শত্রুহন্তা।[৯] শত্রুগণ তাঁকে দর্শন মাত্র ভীত হয়ে পড়ে।[১০]

অশ্ব নামক চতুষ্পদ জন্তুটিকে যে ঋষি স্তব করেন নি, তা দধিক্রার এই বিবরণ থেকেই বোঝা যায়। দধিক্রা অশ্ব নয়—প্রকৃতপক্ষে দধিক্রা সূর্যাগ্নির রূপভেদ মাত্র। সূর্যের মত তেজস্বী—অগ্নির মতই দীপ্তিমান অভীষ্টবর্ষী, প্রাতঃকালে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হওয়ার পরই অভিস্তুত দধিক্রা ত অগ্নিই। সায়নাচার্যও অশ্বরূপী দধিক্রাকে অগ্নির নাম রূপে গ্রহণ করেছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩।১৫।৫) অগ্নি অশ্বের রূপ ধরে অসুর বধ করেছিলেন।

১ ঋগ্বেদ—৪।৩৯।২ ২ অনুবাদ—তদেব ৩ ঋগ্বেদ—৪।১৯।৩
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—৪।৩৯।৫ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ঋগ্বেদ—৪।৩৯।৪ ৮ ঐ —৪।৪০।২ ৯ ঋগ্বেদ—৪।৩৮।২
১০ ঐ —৪।৩৮।৫

আগে দধিক্রাকে জাগ্রত করে তবে যজ্ঞানুষ্ঠান সুরু হয়। অগ্নির জাগরণের নামই অগ্নি প্রজ্বালন; সেকালে অরণিমন্থনে (কাষ্ঠ-ঘর্ষণ) অগ্নি প্রজ্বলিত করা হোত।

দধিক্রাম্ নমসা বোধয়ংত উদীরাণা যজ্ঞমুপপ্রয়ংতঃ।
ইলাং দেবীং বর্হিষি সাদয়ংতোঽশ্বিনা বিপ্রা সুহবা হুবেম॥[১]

—স্তোত্র দ্বারা দধিক্রা দেবতাকে প্রবোধিত ও প্রবর্তিত করতঃ আমরা যজ্ঞের উপক্রমে কুশোপরি ইলাদেবীকে স্থাপন করতঃ শোভন আহ্বানযুক্ত মেধাবী অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করি।[২]

দধিক্রাবাণং বুবুধানো অগ্নিমুপ ব্রুব উষসং সূর্যং গাং।[৩]

—আমি দধিক্রাকে প্রবোধিত করতঃ অগ্নি, উষা, সূর্য ও ভূমির স্তব করি।[৪]

যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রাক্‌কালে উদ্বোধিত দধিক্রা অবশ্যই যজ্ঞাগ্নি। আমরা জানি, সূর্যরশ্মি সূর্যের অশ্বরূপে বেদের সর্বত্র বর্ণিত হয়েছে। সূর্যের সপ্তরশ্মি সূর্যের সপ্ত অশ্ব। সূর্য নিজেও অশ্বরূপ ধারণ করে অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের জন্মদান করেছিলেন। বিষ্ণু ও হয়গ্রীব অর্থাৎ অশ্বশীর্ষ হয়েছিলেন। সূর্য অথবা সূর্যরশ্মিরূপী দধিক্রা দেবকে আহ্বান করা ও স্তুতি করার তাৎপর্য উপলব্ধ হয়। পণ্ডিত Wilson-এর মতেও দধিক্রা সূর্যরূপী অশ্ব—"The Sun under the type of a horse."[৫]

এখন অশ্ব শব্দের অর্থ কি চতুষ্পদ প্রাণীবিশেষ? যাস্ক বলেছেন, "অশ্বঃ কস্মাদশ্নুতেঽধ্বানং মহাশনো ভবতীতি বা।"[৬] —"ব্যাপ্ত্যর্থক অশ্ ধাতুর উত্তর কন্ প্রত্যয়ে অশ্ব শব্দের নিষ্পত্তি; অশ্ব পথ ব্যাপ্ত করে অর্থাৎ পথে বেগবান ধাবমান হয়। ভোজনার্থক অশ্ ধাতুর উত্তর কন্ প্রত্যয়েও অশ্ব শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে, অশ্ব মহাভোজী হয়, অর্থাৎ অধিক পরিমাণে খায়।"[৭] তাহলে অশ্ব শব্দের অর্থ ব্যাপনশীল। সূর্যরশ্মির মত সর্বব্যাপক আর কোন্ বস্তু? অশ্ব শব্দের অর্থান্তর বহুভোজী। সর্বভুক্ অগ্নির মত মহাভোজী আর কে আছে? অতএব সর্বব্যাপী বা সর্বভুক্ সূর্য এবং অগ্নিই অশ্ব বা দধিক্রা। সূর্য ও অগ্নি অভিন্ন হওয়ায় দধিক্রা সূর্যাগ্নির আগ্নেয় তেজ সম্ভবতঃ উদয়কালীন সূর্য ও প্রাতঃকালীন যজ্ঞাগ্নির সর্বব্যাপী তেজ।

১ ঋগ্বেদ—৭।৪৪।২ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৭।৪৪।৩
৪ অনুবাদ—ঐ ৫ Introduction to the Trans. of Rgveda, vol. III.
৬ নিরুক্ত—২।২৭।১ ৭ অমরেশ্বর ঠাকুর—নিরুক্ত (ক.বি.), পৃঃ ৩২৪

অহির্বুধ্ন্য

ঋগ্বেদে অহির্বুধ্ন্য দেবতার উল্লেখ আছে,—"শং নোঽহির্বুধ্ন্যঃ।[১]—অহির্বুধ্ন্য দেবতা আমাদের শান্তিপ্রদ হউন।

"মা নো অহির্বুধ্ন্যোরিষেধাৎ"[২]—অহির্বুধ্ন্য যেন আমাদের হিংসক হস্তে সমর্পণ না করেন।

যাস্কের মতে বুধ্ন্য শব্দের অর্থ অন্তরীক্ষ—"বুধ্নমন্তরিক্ষম্।"[৩] অহি শব্দের অর্থ অন্তরীক্ষে গমনশীল—"অহিরয়নাদেত্যন্তরিক্ষে"।[৪] অহির্বুধ্ন্য শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে যাস্ক লিখেছেন, "যোঽহিঃ স বুধ্ন্যঃ বুধ্নমন্তরিক্ষং তন্নিবাসাৎ"[৫]—যে অহি সে-ই বুধ্ন্য, বুধ্ন্য অন্তরীক্ষ,—অন্তরীক্ষে বাস হেতু অহির্বুধ্ন্য।

ঋগ্বেদে নানাস্থানে অহি শব্দে বৃত্রকে বোঝানো হয়েছে এবং জলরোধকারী যে মেঘ আকাশ রোধ করে থাকে, অহি সেই মেঘ ভিন্ন কিছুই নয়। সুতরাং যিনি অহিকে বধ করেন বা আঘাত করেন তিনিই অহির্বুধ্ন্য। সুতরাং অহির্বুধ্ন্য ইন্দ্র।

ঋগ্বেদের উল্লেখ থেকে মনে হয় অহির্বুধ্ন্য অগ্নি।

অব্জামুক্থৈরহিং গৃণীষে বুধ্নে নদীনাং
রজঃ সু ষীদন্॥[৬]

মেঘের আহন্তা নদীর স্থানে উপবিষ্ট জলজাত অগ্নিকে স্তোত্রদ্বারা স্তুতি কর।[৭]

রমেশচন্দ্র দত্ত অনুবাদে অহি অর্থে মেঘ গ্রহণ করেছেন। তাঁহার মতে অহির্বুধ্ন্য অর্থে মেঘের আহন্তা। বেদে বৃত্র, অহি বা মেঘের আহন্তা ইন্দ্র। 'রজঃ সু ষীদন্'-এর অর্থ রমেশচন্দ্রের মতে জলে উপবিষ্ট। ঋগ্বেদে বহুস্থলে রজঃ শব্দ অন্তরীক্ষ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। 'রজসী' শব্দও ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। রজস্ শব্দের দ্বিবচনাত্মক প্রয়োগ রজসী, দ্যুলোক ও পৃথিবীকে লক্ষ্য করে প্রযুক্ত হয়েছে। সুতরাং জলে অর্থাৎ মেঘে জাত রজঃ অর্থাৎ অন্তরীক্ষে উপবিষ্ট অগ্নি বিদ্যুতাগ্নি ভিন্ন আর কিছুই নয়।

বৃহদ্দেবতায় এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

---

১ ঋগ্বেদ—৭।৩৫।১৩ ২ ঋগ্বেদ—৭।৩৪।১৭ ৩ নিরুক্ত—১০।৪৪।৩
৪ নিরুক্ত—১০।১৭।৪ ৫ নিরুক্ত—১০।৪৪।৫ ৬ ঋগ্বেদ—৭।৩৪।১৬
৭ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

স্তৌত্যগজামহিং তত্র সানোঽহির্বুধ্ন্য এব চ।
অহিরাঽন্তি মেঘান্ স এতি বা তেষু মধ্যমঃ॥
যোঽহিঃ স বুধ্নো বুধ্নেতি সোঽন্তরিক্ষেঽভিজায়তে।[১]

—ঋগ্বেদ জলজাত অহির স্তুতি করছেন, সেখানে অহির্বুধ্ন্যও অবস্থান করেন। অহি মেঘকে আঘাত করেন, অথবা তিনি মধ্যম (অগ্নি) রূপে তাদের মধ্যে আগমন করেন। যিনি অহি তিনিই বুধ্ন্য, তিনি অন্তরীক্ষে জন্মগ্রহণ করেন।

অধ্যাপক Macdonell অহির্বুধ্ন্য বলতে অগ্নিকেই বুঝিয়েছেন, যদিও তাঁর মতে অহির্বুধ্ন্য মূলতঃ অহি-বৃত্র। "Agni in space of air is called a raging ahi (Ṛg. 1.79.1) and is also said to have been produced in the depth (budhne) of the great space (4.11.1). Thus it may be surmised that Ahi budhna was originally not different from Ahi-Vṛtra....

In later Vedic texts Ahi budhnya is alligorically connected with Agni Gārhapatya" (V.S. 5.33, A B. 3.36; T B. I.I. 10 3).[২]

শুক্ল যজুর্বেদের "অহিরসি বুধ্ন্যঃ"[৩] মন্ত্রটির ব্যাখ্যায় আচার্য মহীধর লিখেছেন, "ন হীয়তী ইত্যহি শালাদ্বারীয়ে নূতনে গার্হপত্যে উৎপন্নেঽপি অয়মগ্নিঃ স্বস্বরূপেণ ন হীয়তে। বুধ্নো মূলং তত্র ভব বুধ্ন্যঃ আধানকালে প্রথমমাহিতত্বান্মূলভাবিত্বম্ স হি প্রথমং মথ্যতে।"—ক্ষয় হয় না এইজন্যই অগ্নির নাম অহি। যজ্ঞশালার দ্বারে গার্হপত্য অগ্নি নূতন অর্থাৎ প্রথমে উৎপন্ন হলেও এই অগ্নি স্বস্বরূপে কখনও ক্ষীণ হন না। বুধ্ন্য শব্দের অর্থ মূল। মূলে উৎপন্ন এই অর্থে বুধ্ন্য। অগ্ন্যাধান কালে প্রথম প্রজ্বলিত হন বলেই অগ্নিকে মূল বলা হয়েছে। মন্থনের দ্বারা তিনিই প্রথম জাত হন।

মহীধরের মতে ক্ষয় রহিত চিরন্তন মূল অগ্নি বা আগ্নের তেজই অহির্বুধ্ন্য। ইন্দ্রের স্বরূপ আলোচনায় জানা যায় যে ইন্দ্র সূর্যাগ্নির একটি রূপ। অহির্বুধ্ন্য অগ্নি হলেও ইন্দ্রের সঙ্গে একাত্মতায় কোন বিরোধ হয় না। পুরাণে ও সাহিত্যে অহির্বুধ্ন্য রুদ্রের নাম এবং শিবের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয়েছে। রুদ্রের স্বরূপ আলোচনা করলেও দেখা যাবে যে রুদ্রও সূর্যাগ্নির একটি রূপ মাত্র। স্কন্দপুরাণে অহির্বুধ্ন্য একাদশ রুদ্রের অন্যতম।[৪] মহাভারতেও অজৈকপাদ এবং অহির্বুধ্ন্য একাদশ রুদ্রের অন্তর্ভুক্ত দুই রুদ্র।[৫]

---

১ বৃহদ্দেবতা—৪।১৩৮-১৩৯ ২ Vedic Mythology
৩ শুক্ল যজুঃ—৫।৩৩ ৪ প্রভাসখণ্ড—৮৭।৬ ৫ আদিপর্ব—৬৬।৩

ঋভুগণ

ঋগ্বেদে ঋভু নামে এক শ্রেণীর দেবতার স্তুতি আছে। ঋভু কোন একজন দেবতা নন। এঁরা সংখ্যায় বহু। এঁরা ঋভুগণ নামে সম্বোধিত হয়েছেন। মরুদ্গণের মত ঋভুগণও গণদেবতা। ঋভুগণ ত্বষ্টার মত শিল্পী। তাঁরা অশ্বিদ্বয়ের জন্য অত্যুজ্জ্বল দ্রুতগামী রথ প্রস্তুত করেছিলেন।

আ তেন যাতং মনসো জবীয়সা রথং যং বামৃভবশ্চক্রুরশ্বিনা।

যস্য যোগে দুহিতা জায়তে দিব উভে অহনী সুদিনে বিবস্বতঃ ॥[১]

—হে অশ্বিদ্বয়, ঋভু নামক দেবতারা যে রথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, যে রথের উদয় হইলে আকাশের কন্যা উষা আবির্ভূত হয়েন এবং সূর্য হইতে অতি সুন্দর দিন ও রাত্রি জন্মগ্রহণ করে, মন অপেক্ষাও সমধিক সেই রথে আরোহণ পূর্বক তোমরা আগমন কর।[২]

রথং যে চক্রুঃ সুবৃতং নরেষ্ঠাং যে ধেনুং বিশ্বজুবং বিশ্বরূপাং।

ত আ তক্ষংত্বৃভবো রয়িং নঃ স্ববসঃ স্বপসঃ সুহস্তাঃ ॥[৩]

—যাঁহারা সুচক্র ও চক্রবিশিষ্ট রথ নির্মাণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা বিশ্বের প্রেরয়িত্রী বিশ্বরূপা ধেনু উৎপাদন করিয়াছিলেন, সেই সুকর্মা সুন্দর অন্নযুক্ত ঋভুগণ আমাদিগের ধন নিষ্পাদন করুন।[৪]

যে অশ্বিনা যে পিতরা যে উতী ধেনু

ততক্ষু ঋভবো যে অশ্বা ॥[৫]

—যে ঋভুগণ অশ্বিনীকুমারদের (রথ নির্মাণের দ্বারা) প্রীত করেছিলেন, পিতামাতাকে প্রীত করেছিলেন, ধেনু ও অশ্ব নির্মাণ করেছিলেন।

তক্ষন্নাসত্যাভ্যাং পরিজ্মানং সুখং রথং।

তক্ষন্ধেনুং সর্বদুঘাম্ ॥[৬]

—তাঁহারা নাসত্যদ্বয়ের জন্য সর্বতোগামী ও সুখকর একখানি রথ নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং একটি ক্ষীরদোগ্ধ্রী গাভী উৎপন্ন করিয়াছিলেন।[৭]

---

১ ঋগ্বেদ—১০।৩৯।১২   ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত   ৩ ঋগ্বেদ—৪।৩৩।৮

৪ অনুবাদ—তদেব   ৫ ঋগ্বেদ—৪।৩৪।৯   ৬ ঐ —১।২০।৩

৭ অনুবাদ—তদেব

ত্বষ্টা দেবগণের সোম পানের নিমিত্ত যে চমস নির্মাণ করেছিলেন, ঋভুগণ সেই চমসকে চারটি ভাগে বিভক্ত করে চারটি পাত্রে পরিণত করেছিলেন।

জ্যেষ্ঠ আহ চমসা দ্বা করেতি কনীয়ান্ত্রীন্ কৃণবামেত্যাহ।
কনিষ্ঠ আহ চতুরস্ক রেতি ত্বষ্টা ঋভবস্তৎপনয়দ্বচো বঃ॥[১]

—জ্যেষ্ঠ (ঋভু) বলিলেন, (এক) চমস দুই করিব। তাঁর অবরজ (বিভ্ব) বলিলেন, তিন করিব। কনিষ্ঠ (বাজ) বলিলেন চতুর্ধা করিব। হে ঋভুগণ, ত্বষ্টা এই (চতুষ্করণের) প্রশংসা করিয়াছিলেন।[২]

উত ত্যং চমসং নবং ত্বষ্টুর্দেবস্য নিষ্কৃতং।
অকর্ত চতুরঃ পুনঃ॥[৩]

—ত্বষ্টা দেবের সেই চমস নিঃশেষিতরূপে নির্মিত হইয়াছিল, ঋভুগণ, সেই চমস পুনরায় চারিখানি করিয়াছিলেন।[৪]

একং বি চক্র চমসং চতুর্বয়ং··· ।[৫]

—হে ঋভুগণ! তোমরা এক চমসকে চতুর্ভাগে বিভক্ত করিয়াছ।[৬]

ত্যং চিচ্চমসমসুরস্য ভক্ষণমেকং সংতমকৃণুতা চতুর্বয়ম্।[৭]

—সেই ত্বষ্টার নির্মিত একখানি সোমপাত্রকে চারখানি করিয়াছিলে।[৮]

ঋভুগণের আর একটি কাজ পিতামাতাকে যুবা করা :

যদারমক্রন্নৃভবঃ পিতৃভ্যাং পরিবিষ্টী।[৯]

—যখন ঋভুগণ পিতামাতাকে পরিচর্যা ও যুবা করিয়া (ছিলেন)··· ।[১০]

পুনর্যে চক্রুঃ পিতরা যুবানা সনা যূপেব জরণা শয়ানা।[১১]

—ঋভুগণ যূপকাষ্ঠের ন্যায় জীর্ণ ও শয়ান মাতাপিতাকে নিত্যতরুণ করিয়াছিলেন।[১২]

শচ্যাকর্ত পিতরা যুবানা শচ্যাকর্ত চমসং দেবপানং।[১৩]

—তোমরা স্বীয় দক্ষতায় পিতামাতাকে যুবা করেছিলে, দক্ষতায় চমস নির্মাণ করেছিলেন।

যুবানা পিতরা কৃণোতন।[১৪]

---

১ ঋগ্বেদ—৪।৩৩।৫ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১।২০।৬
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—৪।৩৬।৪ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ঋগ্বেদ—১।১১০।৩ ৮ অনুবাদ—তদেব ৯ ঋগ্বেদ—৪।৩৩।২
১০ অনুবাদ—তদেব ১১ ঋগ্বেদ—৪।৩৩।৩ ১২ অনুবাদ—তদেব
১৩ ঋগ্বেদ—৪।৩৫।৫ ১৪ ঋগ্বেদ—১।১১০।৮

ঋভুগণ সম্বৎসর গাভী রক্ষা করেছিলেন :

যৎ সংবৎসরমৃভবো গামরক্ষণ্যৎ ... ।[১]

ঋভুগণ সোম পান করেন।[২] তাঁরা অন্ন ও ধন দান করেন।[৩] তাঁরা ইন্দ্রের সখা। সোমপানেও তাঁরা ইন্দ্রের সঙ্গী।

সমৃভুভিঃ পিবস্ব সখয়াঁ ইন্দ্র চকৃষে সুকৃত্যা।[৪]

—হে ইন্দ্র তুমি সুকর্ম দ্বারা যাঁহাদিগকে সখা করিয়াছ, সেই রত্নদাতা ঋভুগণের সহিত তৃতীয় সবনে পান কর।[৫]

ইন্দ্র শত্রুনাশেও ঋভুগণের সহায়তা লাভ করেন।[৬]

ঋভুগণ বলের পৌত্র (বা পুত্র)—নপাতঃ শবসো ;[৭] শবসো নপাতঃ।[৮]

ঋভুগণের যে বর্ণনা ঋগ্বেদে দেওয়া হয়েছে তাতে তাঁদের সূর্যাগ্নির কিরণ ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। কোন কোন ঋকে তাঁদের স্পষ্টতঃই সূর্যরশ্মিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বাদশ দ্যূন্যদগোহ্যস্যাতিথ্যে রণন্নৃভবঃ সসংতঃ
সুক্ষেত্রাকৃণ্বন্নয়ংত সিন্ধূন্ধন্বাতিষ্ঠন্নোষধীর্নিম্নমাপঃ ॥[৯]

—যখন ঋভুগণ অগোপনীয় (সূর্যের) আতিথ্যে দ্বাদশ দিবস সুখে অবস্থান করতঃ বিহার করেন, তখন তাঁহারা ক্ষেত্র সকল শস্যসম্পন্ন করেন নদীসকল প্রেরণ করেন। জলবিহীন স্থানে ওষধিসকল জন্মে এবং নিম্নস্থান জলব্যাপ্ত হয়।[১০]

এই ঋকের ভাষ্যে সায়ন বলেছেন যে ঋভুগণকে সূর্যরশ্মি রূপে স্তব করা হয়েছে। দ্বাদশ দিবস দ্বাদশ মাস রূপেও ব্যাখ্যাতব্য। সায়নের মতে দ্বাদশ দিবস আর্দ্রা আদি দ্বাদশ বৃষ্টি নক্ষত্র।

সজোষস আদিত্যৈর্মাদয়ধ্বং সজোষস ঋভবঃ পর্বতেভিঃ।
সজোষসো দৈব্যেনা সবিত্রা সজোষসঃ সিন্ধুভী রত্নধেভিঃ ॥[১১]

—হে ঋভুগণ! তোমরা আদিত্যের সহিত সঙ্গত হইয়া হৃষ্ট হও, পর্বতগণের সহিত সঙ্গত হইয়া হৃষ্ট হও, দেবগণের সহিত সঙ্গত হইয়া হৃষ্ট হও, রত্নদাতা নদী দেবগণের সহিত সঙ্গত হইয়া হৃষ্ট হও।[১২]

---

১ ঋগ্বেদ—৪।৩৩।৪ ২ ঋগ্বেদ—৪।৩৫।১ ; ৪।৩৭।৩ ; ৪।৩৬।২, ৪।৩৫।৪
৩ ঐ —৭।৪৮।৪ ; ৪।৩৪।১০ ; ৪।৩৫।১০ ; ৪।৩৭।৯ ৪ ঋগ্বেদ—৪।৩৫।৭
৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৬ ঋগ্বেদ—৭।৪৮।৩ ৭ ঐ —৪।৩৪।৬
৮ ঋগ্বেদ—৪।৩৫।১ ৯ ঐ —৪।৩৩।৭ ১০ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
১১ ঋগ্বেদ—৪।৩৪।৮ ১২ অনুবাদ—তদেব

পর্বত শব্দের অর্থ মেঘ। সূর্যরশ্মি মেঘের সঙ্গে সঙ্গত হয়ে যেমন বর্ণালীর সৃষ্টি করে, তেমনি বৃষ্টিরও সহায়ক।

বিষ্ট্বী শমী তরণিত্বেন বাঘতো মর্তাসঃ
সন্তো অমৃতত্বমানশুঃ।
সৌধন্বনা ঋভবঃ সূরচক্ষসঃ সংবৎসরে
সমপৃচ্যন্ত ধীতিভিঃ॥[১]

—তাহারা শীঘ্র কর্ম সাধন করিয়াছেন বলিয়া এবং ঋত্বিক্ দিগের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনুষ্য হইয়াও অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন সুধন্বার পুত্র ঋভুগণ সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান হইয়া সাংবাৎসরিক যজ্ঞসমূহে হব্যভাজন হইলেন।[২]

এই ঋক্‌টির অনুবাদে ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, "দেখিতে সূর্যতুল্য সুন্দর অন্তরিক্ষে সমুদ্ভূত উদকবহনকারী ঋভুগণ (বৈদ্যুতিক জ্যোতিঃসমূহ) ক্ষিপ্রভাবে উদক প্রদান প্রকাশাদি কর্ম নিষ্পন্ন করিয়া ক্ষণবিলাসী হইয়াও অমরত্ব লাভ করিয়াছে, যেহেতু সংবৎসর গত হইলে উদকবর্ষণ কর্মের সহিত পুনরায় সম্বন্ধযুক্ত হয়।"[৩]

আর একটি ঋকে ঋভুগণ অন্তরীক্ষের নেতা ও সূর্যসম শীঘ্র গমনশীল।

আ মনীষামংতরিক্ষস্য নৃভ্যঃ স্রুচেব ঘৃতং জুহবাম বিদ্মনা।
তরণিত্বা যে পিতুরস্য সশ্চির ঋভবো বাজমরুহন্দিবো রজঃ॥[৪]

—আমরা অন্তরীক্ষের নেতা (ঋভু) গণকে পাত্রস্থিত ঘৃত অর্পণ করিতেছি; তাঁহারা সূর্যের শীঘ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা দিব্যলোকের যজ্ঞ অন্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[৫]

উদ্বৎস্বস্মা অকৃণোতনা তৃণং নিবৎস্বপঃ স্বপস্যয়া নরঃ।
অগোহ্যস্য যদসস্তনা গৃহে তদদ্যেদমৃভবো নানুগচ্ছথ॥[৬]

—হে প্রভূত দীপ্তিযুক্ত ঋভুগণ! তোমরা নেতা। তোমরা প্রাণিগণের উপকারার্থ উন্নত প্রদেশে (ব্রীহি যবাদিরূপ) তৃণ উৎপাদন কর এবং সৎকর্ম করিবার অভিলাষে নিম্নপ্রদেশে জল উৎপন্ন কর। তোমরা আদিত্যমণ্ডলে এতক্ষণ নিহিত ছিলে, এক্ষণে সেইরূপ করিও না, নিজ কার্য সাধন কর।[৭]

---

১ ঋগ্বেদ—১।১১০।৪ ২ অনুবাদ—তদেব ৩ নিরুক্ত (ক.বি.)—পৃঃ ১১৯৬
৪ ঐ —১।১১০।৬ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৬ ঋগ্বেদ—১।১৬১।১১
৭ অনুবাদ—তদেব

এই ঋকৃটির দ্বিতীয় চরণ সম্পর্কে ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, "ঋষি বলিতেছেন,—হে আদিত্য রশ্মিসমূহ, রাত্রিতে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আদিত্য-মণ্ডলে নিহিত বা লীন হইয়া যাও, ততক্ষণ পর্যন্ত ইহলোক ও নিম্নলোক অন্ধ-কারাচ্ছন্ন হইয়া থাকে, তোমরাই জগৎকে আলোকিত কর, ইহাই তোমাদের মহাভাগ্য বা মাহাত্ম্য।"[১]

যাস্ক এই অংশটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন, "অগোহ্য আদিত্যোঽ-গূহনীয়স্তস্য যদস্বপথ গৃহে যাবত্তত্র ভবথ ন তাবদিহ ভবথেতি।"[২] —অগোহ্য শব্দে আদিত্য বোঝায়; অগূহনীয় অর্থাৎ গোপন করার অযোগ্য আদিত্য। তাঁর গৃহে অর্থাৎ সূর্যমণ্ডলে যে পর্যন্ত অবস্থান কর, সে পর্যন্ত অর্থাৎ রাত্রি পর্যন্ত এই জগতে আগমন কর না।

সুষুপ্‌বাংস ঋভবস্তদপৃচ্ছতাগোহ্য ক ইদংনো অবূবুধৎ।

শ্বানং বস্তোবোধয়িতারমব্রবীৎ সংবৎসর ইদমদ্যাব্যখ্যত॥[৩]

—হে ঋভুগণ! তোমরা আদিত্যমণ্ডলে শয়ন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, হে আদিত্য, কে আমাদিগকে কর্মে জাগরিত করেন। সম্বৎসর (অতিবাহিত হইয়াছে), এক্ষণে আবার তোমরা জগৎ প্রকাশ কর।[৪]

ঋগ্বেদে ঋভুগণ বারংবার সুধন্বাতনয় নামে অভিহিত হয়েছেন। ঋভুগণ, বাজগণ ও বিভ্বা এই তিনটি নামও পাওয়া যায় ঋক্ সূক্তে। যাস্ক লিখেছেন, "ঋভুর্বিভ্বা বাজ ইতি সুধন্বন আঙ্গিরসস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ বভূবুস্তেষাং প্রথমোত্তমাভ্যাং বহুবন্নিগমা ভবন্তি ন মধ্যমেন।"[৫] —আঙ্গিরসপুত্র সুধন্বার তিন পুত্র ছিলেন—ঋভু, বিভ্বা এবং বাজ। প্রথম এবং মধ্যমোক্ত অর্থাৎ ঋভু ও বাজ বহুবচনান্তরূপে ব্যবহৃত হয়েছে, মধ্যমোক্ত অর্থাৎ বিভ্বা একবচনে প্রযুক্ত।

রমেশচন্দ্র দত্তও এই উপখ্যানটি ঈষৎ ভিন্নরূপে বিবৃত করেছেন: "অঙ্গিরার পুত্র সুধন্বা, তাঁহার ঋভু, বিভু ও বাজ নামে তিন পুত্র ছিল। তাঁহারা নিজ কর্ম-দ্বারা দেবত্ব লাভ করেন এবং সূর্যলোকে বাস করেন, এইরূপ আখ্যান।"[৬]

ঋভুগণ শব্দের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যাস্ক লিখেছেন, "ঋভব উরু ভান্তীতি বা, ঋতেন ভান্তীতি বা, ঋতেন ভবন্তীতি বা।"[৭]

---

১ নিরুক্ত (ক. বি) —পৃঃ ১১৯৮ ২ নিরুক্ত—১১।১৬।৩ ৩ ঋগ্বেদ—১।১৬১।১৩

৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঐ —১১।১৬।৩

৬ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম—পৃঃ ৩৯, ১।২০।১ ঋকের টীকা ৭ নিরুক্ত—১১।১৫।৩

উরু বা বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হয়, ঋত অর্থাৎ সত্য (অথবা জল বা যজ্ঞ) দ্বারা প্রকাশিত হন, অথবা সত্য (যজ্ঞ, জল) দ্বারা আবির্ভূত হয়,—এই অর্থে ঋভু।

স্কন্দস্বামী নিরুক্তব্যাখ্যায় লিখেছেন, "ঋভবো বৈদ্যুতা জ্যোতির্বিশেষাঃ।" —ঋভুগণ বৈদ্যুতিক অর্থাৎ বিদ্যুৎ সম্পর্কিত জ্যোতিবিশেষ।

"নৈরুক্ত পক্ষে ইহার অর্থ বৈদ্যুতিক জ্যোতির্বিশেষসমূহ। ঐতিহাসিক পক্ষে ইহার অর্থ অঙ্গিরার তনয় সুধন্বার পুত্র ঋভু বিভ্বা এবং বাজ।"[১]

যাস্ক পরিষ্কারভাবেই বলেছেন, "আদিত্যরশ্ময়োঽপ্যভব উচ্যন্তে।"[২] —আদিত্য রশ্মিসমূহকেই ঋভুগণ বলা হয়ে থাকে।

সূর্য, বিদ্যুৎ ও যজ্ঞ বা যজ্ঞাগ্নি একাত্ম হওয়ায় সূর্যজ্যোতি, বিদ্যুতের জ্যোতি বা অগ্নিজ্যোতি ঋভুগণ নামক দেবতাদের নামে স্তুত হয়েছেন। ঋগ্বেদে অগ্নির নাম অঙ্গিরস। অগ্নি বা সূর্যরূপী অঙ্গিরার পুত্র শোভনধনবান সুধন্বা। সুধন্বার পুত্র ঋভু, বিভু এবং বাজ একই বস্তুর বিভিন্ন নাম। বাজ শব্দের অর্থ অন্ন,—অন্নদাতা ঋভুও তাই অন্নস্বরূপ বাজ; বিভু, প্রভু বা ঈশ্বর। সূর্যাগ্নির জ্যোতির সর্বেশ্বরত্ব অসংশয়িত। বিষ্ণুপুরাণে ঋভু পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার পুত্র।[৩] পুরাণে অগ্নিই ব্রহ্মা।

রমেশচন্দ্র লিখেছেন, "প্রকৃত ঋভুগণ কে? প্রকৃতির মধ্যে কোন্ বস্তুকে প্রাচীন হিন্দুধর্ম ঋভু বলিয়া উপাসনা করিতেন? সায়ন ১১০ সূক্তে ৬ ঋকের ব্যাখ্যায় একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—'আদিত্যরশ্ময়োঽপি ঋভব উচ্যন্তে।' —অর্থাৎ ঋভুগণ সূর্যরশ্মি। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণেরও এই মত। Wilson বলেন, ঋভুগণ সূর্যরশ্মি, Maxmuller বলেন, ঋভু শব্দ অনেক স্থলে সূর্য বা ইন্দ্রের নাম।"[৪]

ঋভুর রথ, অস্ত্র, চমস বা পানপাত্র নির্মাণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রমেশচন্দ্র Maxmuller-এর অভিমত উদ্ধৃত করে লিখেছেন, "যদি ঋভুর আদি অর্থ সূর্য বা সূর্যকিরণ হয় তবে ঋভুগণ অস্ত্রাদি বা পাত্রাদি নির্মাণে নিপুণ, এ আখ্যান উঠিল কিরূপে? Maxmuller বলেন, বৃবু নামক এক সূত্রধর বংশকার্য বা ধর্মগুণে ঋত্বিক্ সম্প্রদায়ে প্রবেশ পাইয়া ঋত্বিক হইয়াছিল। তাহারা ভরদ্বাজ ঋষির অনেক সহায়তাও করিয়াছিল। তাহাদিগের বিশেষ কোন উপাস্য দেব

১ অমরেশ্বর ঠাকুর, নিরুক্ত—পৃঃ ১১৯৫ ২ নিরুক্ত—১১।১৬।৪

৩ বিষ্ণুপুঃ, ২য় অংশ, ১৫ অঃ। ৪ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম, পৃঃ ৬৯, ১২০।১ ঋকের টীকা

ছিল না, অতএব তাহারা ঋভুগণের উপাসনাপরায়ণ হইল, এবং কালক্রমে সেই বৃবুবংশীয়দের পাত্রাদি নির্মাণে নৈপুণ্য হইতে সেই কুলের দেব ঋভুগণ সেইরূপ নপুণ্যেরৈ খ্যাতিলাভ করলেন।" —(Chipsf rom a German workshop, vol. II 1867, page 128)।[১]

এরূপ ব্যাখ্যা নিতান্তই মনগড়া কাল্পনিক। আমরা পূর্বেই দেখেছি, দেবশিল্পী ত্বষ্টা বা বিশ্বকর্মা সূর্য ভিন্ন অপর কেউ নন। দেবশিল্পী ত্বষ্টা বা ত্বষ্টার শক্তি-বিশেষই ঋভুগণ। এইজন্য ঋভুগণও শিল্পী। ঋভুগণ অশ্বিদ্বয়ের জন্য রথ নির্মাণ করেছিলেন। এই রথ ত্রিচক্রবিশিষ্ট—অশ্বহীন হয়েও অন্তরীক্ষে পরিভ্রমণ করে।

অনশ্বো জাত অনভীশুরুক্‌থ্যো রথস্ত্রিচক্রঃ পরি বর্ততে রজঃ॥[২]

—(হে ঋভুগণ) তোমাদের কৃত স্তুতিযোগ্য ত্রিচক্ররথ অশ্ব ব্যতিরেকেও প্রগ্রহ ব্যতিরেকে অন্তরীক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে!

অশ্বিদ্বয় প্রাতঃকালীন ও সায়ংকালীন সূর্য। সূর্যে পূর্বাকাশে মধ্যগগনে ও পশ্চিম দিগন্তে সূর্যের অবস্থান তিনটি চক্ররূপে কল্পিত হয়েছে। সূর্যকরোজ্জল দিবাভাগই তিনচক্রসমন্বিত রথ। সূর্যকিরণরূপী ঋভুগণ দিবাভাগের নির্মাতা। সেই রথে প্রাতঃ ও সায়ংকালীন সূর্য আরোহণ করেন। ঋভুদের রথ দীপ্তিশালী—"শুচদ্রথ"।[৩] ঋভুদের অশ্ব পীবর।[৪] ইন্দ্রের জন্য অশ্বদ্বয় তাঁরাই সৃষ্টি করে-ছিলেন।[৫] ইন্দ্র সূর্য। তাঁর অশ্ব সূর্যের রশ্মি।

ঋভুগণ জীর্ণ পিতামাতাকে যৌবন দান করেছিলেন। দ্যাবা পৃথিবী পিতা ও মাতা। সূর্যরশ্মি আকাশকে উজ্জ্বল আলোকে অভিষিক্ত করে পৃথিবীতে বৃষ্টি-দ্বারা ও উত্তাপ দ্বারা উদ্ভিদ ও প্রাণীর পুষ্টিসাধন করে তারুণ্য এনে দিয়ে থাকে। ত্বষ্টানির্মিত চমস বা সোমরসপানের পাত্র আকাশ। চন্দ্রমণ্ডল থেকে সূর্যরশ্মি আহরণ সোমপান। এই সোমপানের আধার আকাশ। ঋভুগণ এই আকাশকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। চারটি ভাগ চারটি দিক।

ঋভুগণের আর একটি স্মরণীয় কাজ—গাভীর চর্মহীন দেহে চর্মসংযোজন।

নিশ্চর্মণ ঋভবো গামপিংশত সংবৎসেনা সৃজতা মাতরং পুনঃ।[৬]

—হে ঋভুগণ! তুমি গাভীকে চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদন করিয়াছিলে এবং সেই গাভীকে পুনরায় বৎসের সহিত যোগ করিয়াছিলে।[৭]

---

১ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ ১ম—পৃঃ ৩৯, ১।২০।১ ঋকের টীকা। ২ ঋগ্বেদ—৪।৩৬।১
৩ ঋগ্বেদ—৪।৩৭।৪ ৪ তদেব ৫ তদেব—৪।৩৩।১০
৬ তদেব—১।১১০।৮ ৭ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

পৃথিবীর জন্ম বা জীবনসৃষ্টি সূর্যরশ্মিরই অবদান। গো শব্দে পৃথিবীকেও বোঝায়। পৃথিবীকে চর্মাচ্ছাদিত করার ক্ষেত্রে সূর্যরশ্মির কর্তৃত্ব অনস্বীকার্য। তৃণ, উদ্ভিদ ও তরুলতায় পৃথিবীর আচ্ছাদন গাভীর কংকালে চর্মসংযোজন। পৃথিবীতে অন্ধকারের আবরণও ত সূর্যকিরণেরই সৃষ্টি।

Maxmuller-এর মতে গ্রীক্ দেবতা Orpheus ঋভুর রূপান্তর। Orpheus মৃত্যুদেবতার কাছ থেকে মৃতা পত্নীকে ফিরিয়ে আনার পর তাঁরই ঔৎসুক্যময় দৃষ্টি-পাতে পত্নী অদৃশ্য হয়েছিলেন। Maxmuller-এর মতে সূর্যের দৃষ্টিতে উষার তিরোভাবের তত্ত্বই এই গল্পের তাৎপর্য। সুতরাং মোক্ষমূলরের মতানুসারে Orpheus বা ঋভু সূর্য।

সূর্য, অগ্নি ও বিদ্যুৎ অভিন্ন হওয়ায় ঋভুগণ অগ্নির তেজরূপে গৃহীত হতে পারে। ঋগ্বেদে সুস্পষ্টরূপে অগ্নিকে ঋভু বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ত্বমগ্ন ঋভুরাকে নমস্য স্তং বাজস্য ক্ষ্যুমতো বায় ঈশিষে।
ত্বং বি ভাস্যনু দক্ষি দাবনে ত্বং বিশিক্ষুসি যজ্ঞমাতনিঃ ॥[১]

—হে অগ্নি! তুমি ঋভু, তুমি প্রত্যক্ষ স্তুতিযোগ্য, তুমি সর্বত্র বিশ্রুত ধন ও অন্নের স্বামী। তুমি অতি উজ্জ্বল, (অন্ধকার) ছেদনের জন্য ক্রমে তুমি (কাষ্ঠাদি) দাহ কর। তুমি বিশেষরূপে যজ্ঞ নির্বাহ কর এবং তাহার ফল বিস্তার কর।[২]

অতএব অগ্নির জ্যোতিও ঋভু। এককথায় বলা যায় আগ্নেয় জ্যোতিপুঞ্জঃই ঋভুগণ নামে স্তুত। ঋভুগণ বলের পুত্র। ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাসের মতে বল এবং ঋভুগণ পণি (ফিনিশীয়) নামক বণিক আর্যজাতির দ্বারা পূজিত হতেন। "Ṛbhus, whom Sayana has indentified with solar rays, were sons of Vala. Fire was also called a son of Vala. The Paṇis were worshippers of Vala and the Ṛbhus."[৩]

---

১ ঋগ্বেদ—২।১।১০ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ Ṛgvedic culture—page 94

বসুগণ

রবীন্দ্রনাথ মালিনী নাটকে মালিনীর নির্বাসন কালে রাজমহিষীর মুখে বলেছেন—

বসুগণ, রুদ্রগণ
বিশ্বদেবগণ, সবে করহ রক্ষণ
কন্যারে আমার।[১]

বসু বা অষ্টবসু নামে কোন দেবসমষ্টির পূজার্চ্চনা এ যুগে প্রচলিত নেই। কাব্যে-পুরাণে অষ্টবসুর উল্লেখ এমন কি নাম উল্লেখ থাকলেও এই দেবগোষ্ঠী কোনদিনই প্রাধান্য পান নি। ঋগ্বেদে ত এঁরা একেবারেই অপ্রধান দেবতা। শতকিয়া মুখস্থ করার সময়েই শিশু শেখে 'আটে অষ্টবসু'। বসু নামক দেবতার সংখ্যা আট। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (১।১০), শতপথ ব্রাহ্মণ (৪।৫।৭।২), বৃহদারণ্যক উপনিষৎ প্রভৃতিতে অষ্টবসুর উল্লেখ আছে। বৃহদারণ্যকের মতে আটজন বসুর নাম: অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, দ্যৌঃ, চন্দ্রমা ও নক্ষত্রসমূহ—"অগ্নিশ্চ পৃথিবী চ বায়ুশ্চান্তরিক্ষকাদিত্যশ্চ দ্যৌশ্চ চন্দ্রমাশ্চ নক্ষত্রানি চৈতে বসবঃ।"[২]

মৎস্যপুরাণ অনুসারে অষ্টবসুর নাম:

আপো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ ধরশ্চৈবানিলোঽনলঃ।
প্রত্যুষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোঽষ্টৌ প্রকীর্তিতাঃ॥[৩]

—আপ অর্থাৎ জল, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অগ্নি, প্রত্যুষ ও প্রভাস—এই আটজন বসু।

মহাভারতে (শান্তিপর্ব—২০৮।২০) অজৈকপাদ এবং অহির্বুধ্ন্য অষ্টবসুর দুই বসু। মহাভারতের আদিপর্বে পৃথু, দ্যু, এবং ধর এই তিন বসুর নাম পাই (৯৯অঃ)।

বসুদের সম্পর্কে পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী লিখেছেন, "গঙ্গা হইতে উৎপন্ন গণ-দেবতা বিশেষ। তাঁহাদের সংখ্যা আট—ভব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যুষ এবং প্রভব। বসু শব্দে যথাক্রমে কুবের, সূর্য, অগ্নি প্রভৃতিকেও বুঝাইয়া থাকে।"[৪]

---

১ তৃতীয় দৃশ্য ২ বৃহদারণ্যক—৩।৯।৩ ৩ মৎস্যপুঃ—৫।২১
৪ দুর্গাদাস সম্পাদিত কৃষ্ণযজুর্বেদ, ১ম খণ্ড—পৃঃ ৬৬৯, পাদটীকা

মহাভারতকার মহর্ষি বশিষ্ঠের অভিশাপে বসুগণের মর্তে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। সস্ত্রীক বসুগণ মর্তে বশিষ্ঠমুনির আশ্রমে বিচরণ করেছিলেন। বশিষ্ঠের কামধেনু নন্দিনীকে দেখে দ্যুবসুর গৃহিণী স্বামীর নিকট ঐ গাভীটাকে তাঁর সখী জিতবতীর জন্য নিয়ে যেতে অনুরোধ করায় দ্যুবসু পৃথু প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের সহায়তায় সবৎসা কামধেনু অপহরণ করলেন।

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্যা দেব্যাঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।
পৃথ্বাদৈর্ভ্রাতৃভিঃ সার্ধং দৌস্তদা তাং জহার গাম্ ॥[১]

ঋষি বসুগণের এই অপকর্মের জন্য অভিশাপ দিলেন যে তাঁদের মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করতে হবে। অভিশাপের বিষয় অবগত হয়ে বসুগণ ঋষির সন্তোষ বিধানে যত্নবান হলেন। বশিষ্ঠ সন্তুষ্ট হয়ে অভিশাপ লাঘব করার উদ্দেশ্যে বললেন যে বসুগণ এক বৎসরের মধ্যে শাপমুক্ত হবেন। কেবলমাত্র সকল অপকর্মের মূল দ্যুবসু মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে দীর্ঘকাল অবস্থান করবেন।

উবাচ স ধর্মাত্মা শপ্তা যূয়ং ধরাদয়ঃ।
অনুসংবৎসাৎ সর্বে শাপমোক্ষমবাপ্স্যথঃ ॥
অয়ন্তু যৎকৃতে যূয়ং ময়া শপ্তাঃ স বৎস্যতি।
দ্যৌস্তদা মানুষে লোকে দীর্ঘকালং স্বকর্মণঃ ॥[২]

অতঃপর বসুগণের অনুরোধে গঙ্গা মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে মহারাজ শান্তনুর পত্নীত্ব স্বীকার করলেন এবং আটজন বসুকে পর পর গর্ভে ধারণ করলেন। গঙ্গাদেবী প্রথম সাতজন বসুকে জন্মের পরই জলে নিক্ষেপ করেছিলেন। কেবলমাত্র অষ্টমবসু—দ্যুবসুকে তিনি জীবিত রাখলেন। এই দ্যুবসুই ভারতধুরন্ধর মহাত্মা গাঙ্গেয় দেবব্রত ভীষ্ম।

মহাভারতে ভীষ্মজন্মের প্রসংগে বসুগণের মনুষ্যজন্মের আর একটি উপাখ্যান আছে। সরিদ্বরা গঙ্গা ব্রহ্মার নিকট থেকে প্রত্যাবর্তন কালে ঋষি-শাপে মূর্ছিত ও বিকলেন্দ্রিয় বসুগণকে দেখে তাঁদের দুর্দশার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বসুগণ বললেন—

তামূচুর্বসবো দেবাঃ শপ্তাঃ স্মো বৈ মহানদি ॥
অল্পেঽপরাধে সংরম্ভাদ্ বশিষ্ঠেন মহাত্মনা।
বিমূঢা হি বয়ং সর্বে প্রচ্ছন্নং ঋষিসত্তমম্।

১ মহাঃ আদিপর্ব—৯৯।২৬-২৭ ২ তদেব—৯৯।৩৮-৩৯

সন্ধ্যাং বশিষ্ঠমাসীনং তমত্যভিস্‌তা পুরা।
তেন কোপাদ্ বয়ং শপ্তা যোনৌ সম্ভবতেতি হ ॥
ন তচ্ছক্যং নিবর্তয়িতুং যদুক্তং ব্রহ্মবাদিনা।
তস্মান্ মানুষী ভূত্বা সৃজ পুত্রান্ বসূন্‌ভুবি ॥ ১

—বসুগণ তাঁকে (গঙ্গাকে) বললেন, হে মহানদি, সামান্য অপরাধেই ক্রুদ্ধ মহাত্মা বশিষ্ঠের দ্বারা আমরা অভিশপ্ত হয়েছি। পূর্বে কোন সময়ে সন্ধ্যাকালে প্রচ্ছন্নরূপে সমাসীন ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে অজ্ঞতাবশতঃ সম্মানাদি প্রদর্শন না করে অগ্রসর হয়েছিলাম। সেইজন্য তিনি কোপিত হয়ে অভিশাপ দিলেন, 'মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হও'। সেই ব্রহ্মবাদী ঋষির বাক্য নিবর্তিত করার সাধ্য যেহেতু নেই, সেইহেতু তুমি মর্তলোকে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হয়ে বসুগণকে পুত্ররূপে জন্মদান কর।

গঙ্গা বসুগণের অনুরোধ রক্ষায় রাজি হলে, বসুগণ বললেন তাঁদের যেন দীর্ঘকাল সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করতে না হয়, জন্মের পরেই যেন গঙ্গাদেবী তাঁদের জলে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু মর্তলোকে অভিশপ্ত মহাভিষের পুত্র শান্তনুকে গঙ্গা যে পতিত্বে বরণ করবেন, তাঁর জন্য একটি পুত্র তিনি উপহার দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন; তখন বসুগণ স্ব স্ব বীর্যের অষ্টমাংশের দ্বারা একটি পুত্র সৃষ্টি করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন। এই অষ্টবসুর প্রত্যেকের বীর্যের অষ্টমাংশের দ্বারা নির্মিত পুত্রই হলেন দেবব্রত ভীষ্ম।[২]

মহাভারতে উপরিচর বসু নামে আর এক বসুর উপাখ্যান আছে। ইনি তপঃপ্রভাবে ইন্দ্রের সখ্যতা লাভ করেন এবং ইন্দ্রকর্তৃক প্রদত্ত ইন্দ্রধ্বজ পূজার প্রবর্তন করেন। উপরিচর বসু ইন্দ্রের নির্দেশে চেদিরাজ্যের অধীশ্বর হন এবং চেদিরাজ নামে খ্যাত হন। এঁরই স্খলিত বীর্যে ব্যাসজননী মৎস্যগন্ধা সত্যবতীর জন্ম হয়।[৩] শাপগ্রস্ত চেদিরাজের তৃপ্তির জন্য নান্দিমুখ শ্রাদ্ধে ঘরের দেওয়ালে ঘৃত প্রদান করার রীতি আছে। এই ঘৃতধারা বসুধারা নামে প্রসিদ্ধ। "অন্তরীক্ষচারী রাজা উপরিচর দেব-ব্রাহ্মণ বিবাদে দেবপক্ষ গ্রহণ করায় ব্রাহ্মণশাপে আকাশে গতিহীন ও ভূবিবরগত হলে দেবতারা তাঁর ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করবার জন্য যজ্ঞে বিপ্রপ্রদত্ত (ঘৃতধারা) পান বিধান করেন, সেইজন্য বসুর ঘৃতধারা বসুধারা নামে প্রসিদ্ধ। প্রীতিকামনায় চেদিরাজবসুর উদ্দেশে

১ মহাঃ, আদিপর্ব—৯৬।১২-১৫ ২ তদেব—৯৬ অঃ ৩ মহাভারত, আদিপর্ব—৬৩ অঃ

এই ঘৃতধারা দেওয়া হয় বলে এর নাম বসুধারা। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে বসুধারা দিতে হয়।"[১]

চেদিরাজ বসুর উদ্দেশ্যে বসুধারা দানের মন্ত্র :

চেদিরাজ নমস্তভ্যং শাপগ্রস্ত মহামতে।
ক্ষুৎপিসাসুদেদাস্তে চেদিরাজ নমোঽস্তুতে॥

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণানুসারে দ্রোণবসু ও তাঁর পত্নী ধরা ভগবান বিষ্ণুকে পুত্ররূপে কামনা করে জন্মান্তরে নন্দগোপ ও যশোদারূপে মর্তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

বসুনাং প্রবরো নন্দো নাম্না দ্রোণস্তপোধনঃ।
তস্য পত্নী ধরা সাধ্বী যশোদা সা তপস্বিনী।

* * *

একদা চ ধরাদ্রোণৌ পর্বতে গন্ধমাদনে।
পুণ্যদে ভারতবর্ষে গৌতমাশ্রমসন্নিধৌ॥
তপশ্চকার তত্রৈব বর্ষাণামযুতং মুনে।
কৃষ্ণস্য দর্শনার্থঞ্চ নির্জনে সুপ্রভাতটে॥
ন দদর্শ হরিং দ্রোণো ধরা চৈব তপস্বিনী।
কৃষ্ণাগ্নিকুণ্ডং বৈরাগ্যাৎ প্রবেষ্টুং সমুপস্থিতৌ॥
তৌ মর্তুকামৌ দৃষ্ট্বা চ বাগ্বভূবাশরীরিণী।
দ্রক্ষ্যথ শ্রীহরিং পৃথ্ব্যাং গোকুলে পুত্ররূপিণম্॥[২]

—বসুশ্রেষ্ঠ তপোধন দ্রোণ নন্দ নামে (প্রসিদ্ধ হলেন) তাঁর পত্নী সাধ্বী তপস্বিনী ধরা হলেন যশোদা···। একসময়ে ধরা ও দ্রোণ পুণ্য ভারতবর্ষে গৌতমের আশ্রমের নিকটে কৃষ্ণের দর্শনলাভের জন্য জনহীন সুপ্রভা নদীর তটে গন্ধমাদন পর্বতে অযুত বৎসর তপস্যা করেছিলেন, কিন্তু ধরা ও দ্রোণ কৃষ্ণের দর্শন পেলেন না। তাঁরা বৈরাগ্য হেতু অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করতে উদ্যত হলেন। তাঁদের মরণে উদ্যত দেখে অশরীরী বাণী প্রকাশিত হোল : পৃথিবীতে গোকুলে পুত্ররূপী শ্রীহরির দর্শনলাভ করবে।

রামায়ণে অষ্টম বসুর নাম সাবিত্র। রাবণ স্বর্গ আক্রমণ করলে অষ্টম বসু সাবিত্র দেবরাজ ইন্দ্রের পক্ষে রাবণের সেনাপতি সুমালীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।

১ পৌরাণিক অভিধান—পৃঃ ২৫৯ ২ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড—৯।১৭, ১৯-২২

বসূনামষ্টমঃ ক্রুদ্ধঃ সাবিত্রো বৈ ব্যবস্থিতঃ।
সংবৃতঃ স্বৈরথানীকৈঃ প্রবহন্তং নিশাচরম্ ॥[১]

পুরাণাদিতে বসুগণ একশ্রেণীর অপ্রধান দেবতায় পরিণত হয়েছেন। গন্ধর্বদের মতই এঁরা দেবকল্প (Semi-divine) প্রাণীবিশেষ। ঋগ্বেদেও অপরাপর দেবতাদের সঙ্গে বসুগণের স্তুতি আছে। এখানেও তাঁরা অপ্রধান দেবতা কিন্তু দেবকল্প মনুষ্য নন। ঋষি বসুগণকে অন্তরীক্ষ থেকে আহ্বান করেছেন:

জ্‌ম্নয়া অত্র বসবো রংত দেবা উরাবংতরিক্ষে মর্জয়ংত শুভ্রাঃ।
অর্বাক্ পথ উরুজয়ঃ কৃণুধ্বং শ্রোতা দূতস্য জগ্মুষো নো অস্য ॥[২]

—বসু নামক দেবগণ এই যজ্ঞে পৃথিবীতে সকলকে আনন্দিত করুন। বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষস্থিত দীপ্যমান মরুৎগণের সেবা করেন। হে প্রভূতগামী বসু ও মরুৎগণ! তোমার পথ আমাদের অভিমুখী কর। আমাদের দূত তোমাদের নিকট গমন করিয়াছে। তোমরা উহার আহ্বান শ্রবণ কর।[৩]

এই ঋকের আর একটি অনুবাদ: পৃথিবীস্থব বসুদেবগণ এই পৃথিবীতে রমণ করিয়াছেন। বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষে অবস্থিত শোভমান বসুগণ বৃষ্টি প্রেরণ করিতেছেন। হে প্রভূত বেগসম্পন্ন ত্রিস্থানস্থিত বসুগণ, তোমাদের আগমণসমূহ আমাদের অভিমুখ কর; তোমাদের অভিমুখে প্রস্থিত আমাদের এই দূতের অর্থাৎ অগ্নির বাক্য শ্রবণ কর।[৪]

এই ঋক্‌টিতে বসুগণের গুণকর্ম সূর্যরশ্মির কথাই স্মরণ করায়।

John Dowson-এর মতে বসুগণ কতকগুলি প্রাকৃতিক অবস্থাবিশেষ মাত্র। "The Vasus are a class of deties, eight in number, chiefly known as attendants upon Indra. They seem to have been in vedic times personifications of natural phenomena."[৫]

বসু শব্দের অর্থ ধন। বসুগণ ধন দান করেন, তাই তাঁরা বসু নামে খ্যাত। —"অস্মে ধত্ত বসবো বসূনি।"[৬] —বসুগণ আমাদের জন্য ধন রক্ষা করেন।

বসুগণ সূর্যের নিকট থেকে অশ্ব আহরণ করেছিলেন—"সূর্যাদশ্বং বসবো নিরতষ্ট।"[৭] ইন্দ্র বসুদের সঙ্গে স্বকার্য সাধন করেন—"ইন্দ্র ঘোষস্ত্বা বসুভিঃ পুরস্তাৎ

১ রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড—২৭।৪৪ ২ ঋগ্বেদ—৭।৩৯।৩ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ৫ Class. Dic. of Hindu Mytbology
৬ শুক্ল যজুঃ—৮।১৮; তৈঃ সং—১।৪।৪৪ ৭ ঋক্—১।১৬৩।২

পাতু।[১]—ইন্দ্র শব্দে নির্দিষ্ট দেবতা বসুগণের সঙ্গে আমাদের সম্মুখভাগে রক্ষা করুন।

আচার্য যাস্ক বসুদের সম্পর্কে বলেছেন,—"বসবো যদ্বিবসতে সর্বমগ্নির্ব সুভিবাসব ইতি সমাখ্যা তস্মাৎ পৃথিবীস্থানাঃ। ইন্দ্রো বসুভির্বাসব ইতি সমাখ্যা, তস্মান্মধ্যস্থানাঃ। বসবো আদিত্যরশ্ময়ো বিবাসনাত্তস্মাদ্দ্যুস্থানাঃ।"[২]

—যা সকল বস্তু আচ্ছাদিত করে তাই বসু; অগ্নি বসুগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে অগ্নি বাসব, সুতরাং বসুগণ পৃথিবীস্থিত দেবতা। ইন্দ্র বসুগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সেইজন্য ইন্দ্র বাসব আখ্যা লাভ করেছেন, সেইজন্য বসুগণ মধ্যস্থ অর্থাৎ অন্তরীক্ষস্থিত দেবতা। বসুগণ আদিত্যরশ্মি অন্ধকার দূর করেন বলে; দ্যুলোকের দেবতা।

"আচ্ছাদনার্থক 'বস্' ধাতু হইতে বসু শব্দের নিষ্পত্তি,—বসু সর্বাচ্ছাদক। অগ্নি ও ইন্দ্র উভয়েই বাসব বলিয়া অভিহিত হন বসুগণের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন। ...অন্ধকারের বিবাসন বা তিরোভাব ঘটায় বলিয়া সূর্যরশ্মিসমূহও বসু নামে অভিহিত হয়, কাজেই বসুগণ দ্যুস্থান দেবতা বলিয়াও পরিগণিত।[৩]

যাস্কের ব্যাখ্যা অনুসারে বসু সূর্য-অগ্নি-বিদ্যুৎরূপে দ্যুলোক, অন্তরীক্ষলোক ও ভূলোকের দেবতা। অতএব বসুগণ, ঋভুগণ ও মরুদ্গণের মতই সূর্যাগ্নির তেজ বা কিরণসমূহ।

বসুগণ ধন বা কাম্যফল-প্রদাতা; অগ্নিও শ্রেষ্ঠ ধনদাতা—রত্নধাতম।[৪] সুতরাং কৃষ্ণযজুর্বেদে অগ্নিকেই বসুপতি বলা হয়েছে :

বসু বসুপতির্হিকমস্যগ্নে বিভাবসুঃ স্যামতে সুমতাবপি।
ত্বামগ্নে বসুপতিং বসূনামভি প্রমন্দে অধ্বরেষু রাজন্ ॥[৫]

—হে অগ্নি, যেহেতু তুমি বসু, বসুপতি (ধনের অধিপতি), সেইজন্য আমরা তোমার সুমতিতে বর্তমান আছি। হে রাজন্, যজ্ঞে দীপ্তিমান তুমি বসুপতি, বসুগণের শ্রেষ্ঠ, তোমাকে যজ্ঞে পরিতুষ্ট করি।

বসু যে সূর্যাগ্নির তেজ একথা একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিতও স্বীকার করেছেন।[৬] তাঁর মতে অষ্টবসু ব্রহ্মাণ্ডের আগ্নেয় তেজ সমন্বিত আটটি স্থান বা অবস্থা। "The

১ কৃঃ যজুঃ—১।২।১২।৬ ২ নিরুক্ত—১২।৪১।৫
৩ অমরেশ্বর ঠাকুর, নিরুক্ত (ক. বি.)—পৃঃ ১৩৪৫
৪ ঋগ্বেদ—১।১।১ ৫ কৃঃ যজুঃ—১।১।৪।৪৬

word Vasu can be derived from the root 'Vas' 'to shine'. The word then refers to the splendor of Agni and of the spheres over which he rules.

Thus the Vasus are the three forms of fire—Fire, Wind and the Sun—and the worlds in which they are found—earth, space and sky—to which are added the Moon or offering (Soma) and its dwelling place."[১]

এই মতানুসারে অগ্নির তিনটি আকার-অগ্নি, বায়ু এবং সূর্য; এই তিন দেবতার তিনটি বাসস্থান—পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং দ্যুলোক (আকাশ); সোম (চন্দ্র অথবা অগ্নিতে হবি) এবং নক্ষত্র—এই আট বসু। এই সবগুলিই সূর্যাগ্নির সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। উনাদিসূত্র (১।১১) মতে যা চতুর্দিক আবৃত বা আচ্ছাদিত করে তাই বসু। সূর্যাগ্নির (সূর্যকিরণের অথবা আগ্নেয় তেজের) সর্বব্যাপকতা এবং সবকিছুকে আবৃতকরার ক্ষমতা সুবিদিত। বাস করা অর্থে 'বস্' ধাতু থেকে যদি বসু শব্দের উৎপত্তি হয়, তবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তেজরূপে, তাপরূপে, প্রাণরূপে সর্বত্র বসবাসকারী সূর্যাগ্নির তেজই বসু। ই. W. Hopkins বলেছেন, "The definition of Vasu in S. B. 11 6.3.6 as eight gods causing the world to abide (Vas), however foolish the etymology is retained, at least in part, for the Vedic eight are Fire, Earth, Wind, Day or Water or Savitra, Dawn light, Glory (brightness), Moon and Pole star, a list which shows that in a vague way Vasus were thought of as the bright gods, even across the Aditya list."[২]

এই বিবরণে ধ্রুবতারাকেও বসুগণের অন্যতমরূপে গণ্য করা হয়েছে। দিবা, জল (অপ্) অথবা সাবিত্রও একজন বসু। আর এক ইউরোপীয় পণ্ডিত বসুগণকে ব্রহ্মের (ব্রহ্মার) বিকাশরূপে গ্রহণ করেছেন। ইনি বসুগণকে রজস্ (সূর্যকিরণ)-এর সঙ্গে অভিন্ন বলে গ্রহণ করেছেন।

"There can be no substance, no form, no being without a place, a dwelling, in which it can exist and expand. The Vasus are thus the forms of Brahma, the Immence Being, the lord of extension, the manifestation of the revolving tendency,

১ Hindu polytheism—page 85-85 ২ Epic Mythology—page 172

rajas, origin of space. Like rajas the Vasus are said to be red in colour."[১]

বসুগণের স্বরূপ সম্পর্কিত এই দুটি ব্যাখ্যাতেও সূর্যাগ্নির কিরণকেই পরোক্ষভাবে লক্ষ্য করা হয়েছে। মহাশূন্য ব্যাপ্ত করে যাঁরা বিরাজ করেন, তাঁরা সূর্যরশ্মিরই নামান্তর বা আবরক তেজ ছাড়া আর কি হতে পারে? লোহিত বর্ণ সূর্য করেরই একটি বিশেষ অবস্থার পরিচয়। ব্রহ্মাও সূর্যাগ্নি থেকে ভিন্ন নন। স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বের প্রাণরূপী ব্রহ্মও ত সূর্যাগ্নির তেজোরূপী শক্তি। মৎস্যপুরাণের মতে জ্যোতিষ্মান বস্তুই বসু :

জ্যোতিষ্মন্তশ্চ যে দেবা ব্যাপকাঃ সর্বতো দিশম্
বসবস্তে সমাখ্যাতাঃ।[২]

-- জ্যোতিষ্মান্ যে সকল দেবতা সর্বত্র ব্যাপ্ত আছেন, তাঁরাই বসু নামে খ্যাত।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ প্রাণকেই বসু বলেছেন : "স ব্রূয়াৎ প্রাণা বসব ইদং মে প্রাতঃসবনং মাধ্যন্দিনং সবনমনুসন্তনুতেতি। মাহং প্রাণানাং বসূনাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েতি।"[৩]

—সেই পুরুষ এই মন্ত্র জপ করিবে—'হে প্রাণরূপী বসুগণ, আমার এই প্রাতঃসবনকে মাধ্যন্দিন সবনের সহিত সম্মিলিত করিয়া দাও, যজ্ঞরূপী আমি যেন প্রাতঃ-সবনাধিপতি প্রাণরূপ বসুগণের মধ্যেই বিলুপ্ত না হই।'[৪]

---

১ Hindu polytheism—page 85 ২ মঃ পুঃ—৫।২০

৩ ছাঃ উপঃ—৩।১৬।২ ৪ অনুবাদ—দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ

সাধ্য দেবগণ

সাধ্যদেবগণও বসুগণের মত নিতান্তই অপ্রধান দেবতা. ঋগ্বেদে সাধ্য-দেবগণের উল্লেখ আছে :

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্।

তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥[১]

—দেবগণ যজ্ঞের দ্বারা (অগ্নির দ্বারা) যজ্ঞ করেছিলেন; এই যজ্ঞকর্ম ছিল প্রথম বা মুখ্যকর্ম। মহিমাময় তাঁরা দ্যুলোক বা আকাশ আশ্রয় করেছিলেন, যেখানে পূর্বে সাধ্যদেবগণ ছিলেন।

আকাশ আশ্রিত সাধ্যদেবগণ অবশ্যই বসুগণের মত সূর্যরশ্মি।

"এঁরা সৃষ্টিসাধনযোগ্য প্রজাপতি প্রভৃতি। শতপথ ব্রাহ্মণের উল্লেখ মতে এঁদের বাসস্থান দেবলোকের উপরিভাগ। মনুসংহিতার বর্ণনায় এঁরা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার সৃষ্ট সাধ্য নামক সূক্ষ্ম দেবগণ, এঁরা সংখ্যায় দ্বাদশ। এঁদের নাম মনঃ মন্তা, প্রাণ, নর, অপান, বীর্যবান, বিনির্ভয়, নয়, দংস নারায়ণ, বৃষ ও প্রভুক্ষ। অন্যমতে এঁরা ১৩ জন। পুরাণ মতে এরা ধর্ম ও দক্ষের কন্যা সাধ্যার পুত্র।"[২]

প্রজাপতি সূর্য। দ্বাদশ সাধ্যদেব দ্বাদশ আদিত্যের কথা স্মরণে আনে। অধিমাস (মলমাস) হিসাবে ত্রয়োদশ সাধ্যদেব ত্রয়োদশ মাসের সূর্য। নিরুক্তকার বলেছেন, "সাধ্যা দেবা সাধনাৎ।"[৩] —(অর্থাৎ) সাধ্ ধাতু থেকে জাত সাধনহেতু এঁরা সাধ্য নামে অভিহিত। এঁরা অন্যের অসাধ্য কর্ম সাধন করেন।

ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুরের মতে সাধ্যদেব রশ্মিসমূহ; ঐতিহাসিক পক্ষে এরা ঋষি বিশ্বস্রষ্টা।[৪]

অন্যের অসাধ্য সাধন দক্ষতা সূর্যকিরণেরই আছে। দ্বাদশ (অথবা ত্রয়োদশ) মাসের দ্বাদশ আদিত্যের সূক্ষ্ম কিরণমালাই দ্বাদশ (অথবা ত্রয়োদশ) সাধ্যদেব।

---

১ ঋগ্বেদ—১।১৬৪।৫০, শুক্ল যজুঃ—১৬ ২ পৌরাণিক অভিধান ৩ নিরুক্ত—১২।৪০।৬

৪ নিরুক্ত—(ক.বি.)—পৃঃ ১৩৪৩

অত্রি

ঋগ্বেদে অত্রি একজন প্রখ্যাত ঋষি ; বহু সূক্তের তিনি দ্রষ্টা। পুরাণেও অত্রি সুপ্রসিদ্ধ ঋষি। তিনি ব্রহ্মার মানসপুত্র ও সপ্তর্ষিদের অন্যতম। কর্দম প্রজাপতির কন্যা অনসূয়া এঁর পত্নী। কিন্তু ঋগ্বেদে কোন কোন স্থলে অত্রিকে দেবতারূপে প্রতীয়মান হয়। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ৪০ সূক্তের দ্রষ্টা অত্রি ঋষি ; কিন্তু ঐ সূক্তের শেষ চারটি ঋকের দেবতা অত্রি। এই অত্রি দেবতা স্বর্ভানুর (পুরাণের রাহু) গ্রাস থেকে সূর্যকে রক্ষা করেছিলেন।

স্বর্ভানোরথ যদিন্দ্র মায়া অবো দিবো বর্তমানা অবাহন্।
গূড়্হং সূর্যং তমসাপব্রতেন তুরীয়েণ ব্রহ্মণাবিংদদত্রিঃ ॥
মা মামিমং তব সংতমত্র ইরস্যা দ্রুগ্ধো ভিয়সা নি গারীৎ।
ত্বং মিত্রো অসি সত্যরাধাস্তৌ মেহাবতং বরুণশ্চ রাজা ॥
গ্রাব্ণো ব্রহ্মা যুযুজানঃ সপর্যন্ কীরিণা দেবান্নমসোপশিক্ষন্ ॥
অত্রিঃ সূর্যস্য দিবি চক্ষুরাধাৎ স্বর্ভানোরপমায়া অঘুক্ষৎ ॥
যং বৈ সূর্যং স্বর্ভানুস্তমসাবিধ্যদাসুরঃ।
অত্রয়স্তমন্ববিংদন্নহ্যন্যে অশক্নুবন্ ॥[১]

—হে ইন্দ্র! যখন তুমি সূর্যের অধঃস্থিত স্বর্ভানুর সেই সকল মায়া (অন্ধকার) দূরে অপসারিত করিয়াছিলে তখন অত্রি চারিটি ঋকের দ্বারা কার্য্যবিঘাতক, অন্ধকার দ্বারা সমাচ্ছন্ন সূর্যকে প্রকাশিত করিলেন।

(সূর্য বলিতেছেন) হে অত্রি! আমি তোমার আত্মীয়, দ্রোহকারী যেন ক্ষুধাবশতঃ ভীষণ অন্ধকার দ্বারা আমাকে গ্রাস না করে, তুমি মিত্র ও সত্যপরায়ণ তুমি ও রাজা বরুণ উভয়ে আমাদিগকে রক্ষা কর।

তখন সেই ঋত্বিক্ (অত্রি) সূর্যকে উপদেশ দিয়া প্রস্তরখণ্ডের ঘর্ষণ করিয়া এবং স্তোত্রদ্বারা দেবগণকে পূজা করিয়া মন্ত্রপ্রভাবে অন্তরীক্ষে সূর্যের চক্ষু সংস্থাপিত করিলেন ; তিনি স্বর্ভানুর সমস্ত মায়া দূরে অপসারিত করিলেন।

আসুর স্বর্ভানু অন্ধকার দ্বারা সূর্যকে আবৃত করিলে অত্রিপুত্রগণ অবশেষে তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছিলেন। অন্য কেহ সমর্থ হয় নাই।[২]

১ ঋগ্বেদ—৫।৪০।৬-৯   ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

অত্রি সম্পর্কে ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস লিখেছেন, "Atri is a solar deity in the Ṛgveda, being a friend of the Sun, whom he released from the clutches of Sarbhanu or eclipse. There is also a myth connected with Atri in the Ṛgveda which goes to show that he was the Summer sun whom the Asuras tortured by confining him in a torture house and whom the Asvins subsequently released by causing rains to fall, which extinguished the fire that tortured him."[১]

একটি ঋকে অত্রি অগ্নির নাম :

হিমেনাগ্নিং ঘ্রংসমবারয়েথাং পিতুমতীমূর্জমস্মা অধত্তম্ ।[২]

—হে অশ্বিদ্বয়, জলের দ্বারা অর্থাৎ জল বর্ষণ করিয়া অগ্নিতুল্য দিবসকে শীতল করিয়া থাক, অগ্নিকে অন্নসংযুক্ত আজ্যাহুতি প্রদান করিয়া থাক, পৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট সকল নামেই অভিহিত অগ্নিকে (অত্রিকে) জগতের মঙ্গলের জন্য ঊর্ধ্বে উত্থিত করিয়া থাক।[৩]

যাস্ক এই ঋকে অত্রি শব্দের অর্থ করেছেন অগ্নি—"যোঽয়মৃবীসে পৃথিব্যামগ্নিঃ··· ।"[৪]—ঋবিসে অর্থাৎ পৃথিবীতলে যে অগ্নি বিরাজমান তিনিই অত্রি।

অবশ্য সায়নাচার্য এই ঋকে অশ্বিদ্বয় কর্তৃক অগ্নি থেকে ঋষি অত্রিকে উদ্ধারের কাহিনী আছে বলে মনে করেছেন। অন্যান্য অনেক পণ্ডিতই সায়নের মত অনুসরণ করেছেন। কিন্তু স্কন্দস্বামী নিরুক্তব্যাখ্যায় অত্রি শব্দে অগ্নিই বুঝেছেন। তাঁর মতে অত্রি শব্দের অর্থ ঘৃতভোজনকারী—"অত্রিমত্তারং হবিষাম্ ।"

যাস্ক এবং স্কন্দস্বামীর মতে অত্রি অগ্নি। অন্যদিকে অত্রি সূর্য, সম্ভবত গ্রীষ্মকালীন সূর্য। যে অত্রি স্বর্ভানুর গ্রাস থেকে সূর্যকে মুক্ত বা রক্ষা করেন, তিনি অবশ্যই মেঘমুক্ত অথবা ছায়ামুক্ত সূর্য। আর যিনি প্রস্তর ঘর্ষণের দ্বারা সূর্যের চক্ষু স্থাপন করেন, তিনি নিশ্চয়ই অগ্নি। অগ্নিরূপী অত্রি সূর্যের মিত্র। সূর্য ও তু মিত্র। তিনিই বরুণ। অত্রি তাই সূর্যাগ্নিরূপী।

১ Ṛgvedic Culture—page 95 ২ ঋগ্বেদ—১।১১৬।৮

৩ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ৪ নিরুক্ত—৩।৬৬।৪

বেন

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ১২৩ সূক্তে বেন নামক দেবতার স্তুতি করা হয়েছে।[১] এই বেন দেবতা সূর্যরূপী। ইনি অন্তরীক্ষে অবস্থান করেন এবং বৃষ্টিদান করেন। বৃষ্টিপ্রদানই বেনের একমাত্র কর্ম।

অয়ং বেনশ্চোদয়ৎ পৃশ্নিগর্ভা জ্যোতির্জরায়ু রজসোবিমানে।
ইমমপাং সংগমে সূর্যস্য শিশুং ন বিপ্রা মতিভী রিহংতি ॥[১]

—জ্যোতির্বেষ্টিত এই বেন দেবতা উদকের উৎপত্তিস্থান অন্তরীক্ষে অবস্থিত থাকিয়া আদিত্যগর্ভভূত উদকরাশি প্রেরণ করেন। বৃষ্টিরূপ জলরাশির এবং সূর্যের সঙ্গমস্থান অন্তরীক্ষে অবস্থিত শিশুর ন্যায় এই বেন দেবতাকে মেধাবী স্তোতৃগণ নানাবিধ স্তুতির দ্বারা অর্চিত করেন।[২]

মরুৎগণ 'পৃশ্নিমাতরঃ'—পৃশ্নির পুত্র, আর বেন পৃশ্নিগর্ভা--পৃশ্নি বেনের গর্ভ। পৃশ্নিগর্ভ শব্দের অর্থে যাস্ক লিখেছেন, "পৃশ্নিগর্ভাঃ প্রাষ্টন বর্ণগর্ভা আপ ইতি বা।"[৩] নিরুক্ত ব্যাখ্যায় অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, "পৃশ্নি শব্দের অর্থ আদিত্য; কারণ প্রাষ্টবর্ণ অর্থাৎ প্রাপ্তবর্ণ - প্রোজ্জ্বলবর্ণ তাঁহাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে; আটমাস ধরিয়া সম্ভৃত সূর্যরশ্মির অন্তর্গত পরিপক্ক (বাষ্পাকার) জল আদিত্যের গর্ভভূত।[৪]

জ্যোতির্জরায়ু শব্দের অর্থ প্রসংঙ্গে নিরুক্তকার বলেছেন, "জ্যোতিরস্য জরায়ুস্থানীয়ং ভবতি।"[৫]—জ্যোতি তাঁর জরায়ুস্থানীয়। জরায়ুর দ্বারা যেরূপ গর্ভ পরিবেষ্টিত থাকে, বেন দেবতাও সেইরূপ জ্যোতির দ্বারা পরিবেষ্টিত আছেন।[৬]

বেন শব্দের অর্থ কি? নিরুক্তকারের মতে—"বেনো বেনতেঃ কান্তিকর্মণঃ।[৭] —কান্তি অর্থে বেন্ ধাতু থেকে বেন শব্দ উৎপন্ন। সুতরাং কান্তিসম্পন্ন বা দীপ্তিসম্পন্ন বেন শব্দের অর্থ।

রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "বৃষ্টিদাতা, আলোকময় কোনও দেবকে বেন নামে এই সূক্তে উপাসনা করা হইতেছে।[৮]

১ ঋগ্বেদ—১০।১২৩।১ ২ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ৩ নিরুক্ত—১০।৩৯।২

৪ নিরুক্ত—(ক বি.)—পৃঃ ১১৫২ ৫ নিরুক্ত—১০।৩৯।৩

৬ ঐ —পৃঃ ১১৫২ ৭ ঐ —১০।৩৮।১

৮ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ২য়—পৃঃ ১৬০১, ১।৮৫।১০, ঋকের টীকা

এই আলোকময় বৃষ্টিদাতা দেবতা সূর্য ভিন্ন আর কে? ইনিই বৃষ্টিদাতা ইন্দ্র, পর্জন্য, বরুণ প্রভৃতি।

সমুদ্রাদূর্মিমুদয়র্তি বেনো নভোজাঃ পৃষ্ঠং হর্যতস্য দর্শি।

ঋতস্য সানাবধি বিষ্টপি ভ্রাট্ সমানং যোনিমভ্যনূষত ব্রাঃ॥[১]

—বেনদেব আকাশস্বরূপ সমুদ্র হইতে জলের তরঙ্গ প্রেরণ করিতেছেন। এই কারণে আকাশে সেই উজ্জ্বলমূর্তি বেনদেবের পৃষ্ঠদেশ দৃষ্ট হইল, তথায় তিনি দীপ্তি পান। তাঁহার পারিষদেরা সর্বসাধারণ উৎপত্তিস্থান আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিল।[২]

সূর্যই গন্ধর্ব, বেন ও গন্ধর্ব—

ঊর্ধ্বো গন্ধর্বো অধি নাকে অস্থাৎ।[৩]

—সেই গন্ধর্বরূপী বেন স্বর্গের উন্নত প্রদেশে উন্নতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন।[৪]

এই বেন দেবই ভানু বা সূর্য, তিনি আকাশের উপরিভাগে প্রকাশিত হয়ে জল বর্ষণ করেন:

ভানুঃ শুক্রেন শোচিষা চকানস্তৃতীয়ে চক্রে রজসি প্রিয়াণি।

—তিনি শুভ্রবর্ণ আলোকের দ্বারা দীপ্যমান হয়েন। দীপ্যমান হইয়া তিনি তৃতীয় লোকে অর্থাৎ আকাশের উপরিভাগ হইতে সর্বলোক-বাঞ্ছিত জলের সৃষ্টি করেন।[৬]

এই ঋকে বেন দেবতার স্বরূপ সম্পর্কে কোন অস্পষ্টতা নেই। পুরাণে বেন একজন রাজা। অত্যাচারী বেন ঋষিশাপে নিহত হন। বেনের দেহ মন্থন করে পৃথুর জন্ম হয়। পৃথু থেকেই নাম হয় পৃথিবীর।

১ ঋগ্বেদ—১০।১২৩।২ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১০।১২৩।৭
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—১০।১২৩।৮ ৬ অনুবাদ—তদেব

ত্রিত

ত্রিত নামে এক দেবতা ইন্দ্রের সখা বা সহকারীরূপে ঋগ্বেদে উল্লিখিত হয়েছেন। ইন্দ্র ত্রিতের বন্ধুত্বের জন্য ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে বধ করেছিলেন।[১] এই ত্রিত আপ্তের পুত্র।[২] ঋগ্বেদে স্থানে স্থানে দেখা যায় যে ত্রিত অহি বা বৃত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং ত্রিশিরাকেও নিহত করেছিলেন। সায়নাচার্য তৈত্তিরীয় সংহিতা অনুসারে ত্রিত সম্পর্কে লিখেছেন যে হব্যের চিহ্ন মোচনের নিমিত্ত অগ্নি জল থেকে একত, দ্বিত ও ত্রিত নামে তিন জন পুরুষ সৃষ্টি করে ছিলেন। ত্রিত জল পান করতে গিয়ে কূপে পতিত হলে অসুরেরা কূপের পরিধি বা আবরণ সৃষ্টি করেছিল। ত্রিত সেই আবরণ ভেদ করে উঠে এসেছিলেন।

রমেশচন্দ্র দত্ত ত্রিত সম্পর্কে লিখেছেন, "ত্রিত বা ত্রৈতন যে আর্যদিগের অতি পুরাতন দেব তাহা ইরানীয় আবেস্তায় দেখা যায়।"

ঋগ্বেদের ত্রিত আপ্ত্যবংশীয় আবেস্তায় থ্রেতন ও আথ্যবংশীয়।

পারশ্যদিগের প্রধান কবি ফের্দৌসী নিজ শাহ্‌নামা নামক কাব্যে লিখিয়াছেন যে জোহক নামে পারশ্য দেশের ত্রিমস্তক সম্পন্ন রাজা ছিলেন, এবং ফেরুদীন তাঁহাকে বিজয় করেন। এই জোহক্ জেন্দ্ আবেস্তায় এবং বেদের ত্রিমস্তক 'অহি' এবং এই ফেরুদীন বেদে অবস্থার থ্রেতন এবং বেদের ত্রৈতন।

গ্রীক্‌দিগের Zeus-এর কন্যা Athena (সং অহনা) কখনও কখনও ত্রিতকন্যা (Tritogeneia) নামে বর্ণিত হইতেন। আবার Triton নামে গ্রীক্‌দিগের একজন সমুদ্র বা জলদেব ছিলেন, তিনি কি আপ্ত্যত্রিতের প্রতিরূপ? সায়ন বলেন, জল বা অপ্ হইতে জন্ম, এইজন্যই ত্রিত আপ্ত্য।"[৩]

ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস ত্রিতকে মেঘ বলে স্থির করেছেন, "Ekata, Dvita and Trita were the three gods probably connected with the three months of rain, the last month having been assigned to Aptya or Traitana, who poured down copious rain during that month."[৪]

---

১ ঋগ্বেদ—২।১১।১৯ ২ ঋগ্বেদ—১।১০৫।৯

৩ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম—পৃঃ ১২৬-১২৭ ৪ Ṛgvedic Culture—page 58

ত্রিত বা আপ্ত যে ইন্দ্রের সঙ্গে অভিন্ন তা স্পষ্ট বোঝা যায় ঋগ্বেদের দুটি ঋক্ থেকে। একটি ঋকে বলা হয়েছে ত্রিতই ত্রিশিরা হন্তা :

স পিত্র্যাণ্যায়ুধানি বিদ্বানিন্দ্রেষিত আপ্ত্যো অভ্যযুধ্যৎ।

ত্রিশীর্ষাণং সপ্তরশ্মিং জঘন্বান্ত্বাষ্ট্রস্য চিন্নিঃ সসৃজে ত্রিতো গাঃ॥[১]

— আপ্ত্যের পুত্র সেই ত্রিত ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত হইয়া নিজ পিতার যুদ্ধাস্ত্রসকল গ্রহণপূর্বক যুদ্ধ করিলেন, সপ্তরশ্মি ত্রিশিরাকে বধ করিলেন, ত্বষ্টার পুত্রের গাভী-সমস্ত অপহরণ করিলেন।[২]

পরের ঋকেই ত্বষ্টার পুত্র ত্রিশিরার হন্তারূপে ইন্দ্র উল্লিখিত হয়েছেন। ইন্দ্র ত্রিশিরাবধ করে গাভীদের আহ্বান করেছিলেন।

ভূরীদিন্দ্র উদিনক্ষং তমোজোঽবাভিনৎ সৎপতির্মন্যমানং

ত্বাষ্ট্রস্য চিদ্বিশ্বরূপস্য গোনামাচক্রাণস্ত্রীণি শীর্ষা পরা বর্ক্॥[৩]

শিষ্ট পালনকর্তা ইন্দ্র, অভিমানী ও সর্বব্যাপী তেজোবিশিষ্ট ত্বষ্টার পুত্রকে বিদীর্ণ করিলেন। তিনি গাভীদিগকে আহ্বান করিতে করিতে ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের মস্তক ছেদন করিলেন।[৪]

ইন্দ্র ও ত্রিত একই ব্যক্তি না হলে একই সূক্তে পরস্পর দুটী ঋকে ইন্দ্রকে একবার ও ত্রিতকে একবার ত্রিশিরাহন্তা বলা সম্ভব নয়। ইন্দ্রের স্বরূপ আলোচনায় দেখা যায় যে ইন্দ্র সূর্যাগ্নিরই রূপান্তর বা নামান্তর। সূর্য কর্তৃক ত্রিশিরা বা ত্রিশিখা বিশিষ্ট অথবা ত্রিরূপ (আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি অথবা প্রাতঃসবন মাধ্যন্দিনসবন এবং সায়ংসবন রূপ) বিশিষ্ট অগ্নির দিবাভাগে তেজোহরণ বৃত্তান্তই ত্রিশিরাবধ উপাখ্যানের মূল। গাভী শব্দে রশ্মি, কিরণ বা তেজ বোঝায়। ত্রিত বা ইন্দ্র ত্রিশিরা অগ্নির কাছ থেকে গাভী বা তেজ হরণ করেছিলেন। সুতরাং ত্রিতও সূর্য অথবা সূর্যকিরণ। একটি মন্ত্রে দেখা যায় যে ত্রিশিরাবধের পরে ত্রিশিরার তেজে ত্রিত তেজস্বান্ হয়েছেন।[৫]

ঋগ্বেদের অপর একটি ঋকে ইন্দ্রের সঙ্গে আপ্ত্যগণের স্তুতি করা হয়েছে।[৬] অগ্নি তিন স্থানে বা তিন অবস্থায় বর্তমান, সুতরাং ত্রিত; সূর্যও তিন স্থানে বা তিন অবস্থায় স্থিত, সুতরাং ত্রিত। শতপথ ব্রাহ্মণে ত্রিতগণ ইন্দ্রের সহচর—"তে

১ ঋগ্বেদ—১০।৮।৮ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১০।৮।৯
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—১০।৯৯।৬ ৬ ঐ —১০।১২০।৬

ইন্দ্রেণ সহ চেরুঃ।”[১] অবস্থাভেদে সূর্যও অগ্নির বহুত্ব, সেইজন্যই ত্রিত কখনও একবচন, কখনও বহুবচন।

যাস্ক আপ্ত্য শব্দের অর্থ করেছেন, “আপ্ত্যা আপ্নোতেঃ”—অর্থাৎ আপ্ত্য শব্দ ব্যাপ্ত্যর্থক বা প্রাপ্ত্যর্থক আপ্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন।

“আপ্ত্যগণ সর্বব্যাপী, অথবা তাঁহারা স্তুতির দ্বারা স্তত্যকে প্রাপ্ত হন,—ইহাই আপ্ত্যশব্দের ব্যুৎপত্তি। আপ্ত্যগণ ঋষি, ইঁহাদের নাম একত, দ্বিত এবং ত্রিত। ইঁহারা ইন্দ্রের সহচারী—কাজেই মধ্যস্থান দেবতা।”[২]

আপ্ত্যগণ সূর্যরূপী ইন্দ্রের সহচারী হওয়ায় সূর্যের কিরণ বা তেজ হওয়াই সম্ভব। সেইজন্যই মধ্যমস্থান দেবতা। অতএব আপ্ত্য বা ত্রিত মনুষ্য হতে পারেন না। স্কন্দস্বামী যাস্কের সূত্রভাষ্যে লিখেছেন, “সর্বব্যাপিত্বাদাপ্নোতেঃ।” —অর্থাৎ আপ্ ধাতু নিষ্পন্ন আপ্ত্য শব্দের অর্থ সর্বব্যাপী। সূর্যাগ্নির সর্বব্যাপিত্ব সম্পর্কে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সূর্যাগ্নি কখনও এক, কখনও দুই, কখনও তিন।

সায়নাচার্যের মতে অপ্ বা জল থেকে ত্রিতের জন্ম। বেদে অগ্নি পুনঃ পুনঃ জলের পুত্র বা পৌত্র, কখনও জলের গর্ভরূপে বর্ণিত হয়েছেন। ‘অপাং নপাৎ’ —জলের নপ্তা (পৌত্র) অগ্নির এক নাম। অন্তরীক্ষ বা আকাশ সমুদ্র বা জলরূপে ব্যাখ্যাত হয়। সুতরাং অপ্-পুত্র অগ্নি বা সূর্যই বৃত্রহন্তা বা ত্রিশিরা-হন্তা, এতে বিরোধ কিছুই নেই।

রমেশচন্দ্র দত্তের বক্তব্য থেকেও ত্রিতকে ইন্দ্র বা সূর্যাগ্নিরূপে গ্রহণ করা চলে। মনে হয়, তিনি ইন্দ্র ও ত্রিতকে অভিন্নরূপেই গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে, “আপ্ত্যবংশীয় অহিহন্তা ত্রিত বা ত্রৈতন্য আর্যদিগের অতি প্রাচীন উপাস্যদেব ছিলেন, পরে হিন্দুগণ যখন ইন্দ্রকেই অহিহন্তা বলিয়া অধিক উপাসনা করিতে লাগিলেন তখন ত্রিত অগ্নিদ্বারা সৃষ্ট একটি মনুষ্যমাত্র হইয়া গেলেন।[৩]

যাস্কের মতে ত্রিত শব্দের অর্থ ত্রিস্থানস্থিত (ক্ষিতি, জল ও অন্তরীক্ষ) ইন্দ্র— “ত্রিতঃ ত্রিস্থান ইন্দ্রঃ।”[৪] দশম মণ্ডলের কয়েকটি অগ্নিসূক্তের ঋষি ত্রিত।[৫] এই সূক্তগুলির দেবতা অগ্নি, দ্রষ্টা ত্রিত ঋষি। এখানে প্রকৃত পক্ষে ত্রিত বা অগ্নিই ঋষি। এতে কোন বিরোধ হয় না। কারণ ১০।১৪০ সূক্তের ঋষি অগ্নি, দেবতাও

১ শতপথ ব্রাঃ—১।২।৩।২ ২ অমরেশ্বর ঠাকুর, নিরুক্ত (ক.বি)—পৃঃ ১২০৬

৩ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম—পৃঃ ১২৭, ১।৫২।৫ ঋকের টীকা

৪ নিরুক্ত—৯।২৫।৩ ৫ ঋগ্বেদ—১০।১-৭

অগ্নি। দশম মণ্ডলের কয়েকটি সূক্তে (১০।৪৭-৫০) ইন্দ্র দেবতা, ইন্দ্রই ঋষি। উক্ত মণ্ডলেই অষ্টম সূক্তে ত্রিশিরা বধের কাহিনী বর্ণনার ঋষি ত্রিশিরা ত্বাষ্ট্র। এই সূক্তগুলিতে দেবতাকেই ঋষিরূপে কল্পনা করা হয়েছে। দেবতার নামে ঋষি থাকাও অসম্ভব নয়।

ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস ত্রিত সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা আমাদের বক্তব্যকেই সমর্থন করেছে। ডঃ দাস লিখেছেন, "...it may be stated that Trita or Aptya Trita was an early god of rain—the god who poured down copious rain in the 'third' (G.K. trito) month of the rainy season. Trita is called Traitana, but the latter name occurs only once in the Ṛgveda (1.58 5). The equivalent of Vedic Traitana is Thraetaona in the Zend-avesta, where he is described as Ajihanta, like Indra, who is called Ahihanta (the killer of Ahi or the Serpent Vṛtra) in the Ṛgveda. We can also trace his shadow in the Greek and Roman Triton who was a sea-deity, so powerful as to be able to calm the ocean and abate storms at pleasure."[১]

১ Ṛgvedic culture—page

অপ্

অপ্ শব্দের অর্থ জল। ঋগ্বেদে অপ্ একজন দেবতা। অপ্ প্রথম সারির দেবতা না হলেও একেবারে অপ্রধান দেবতাও নয়। ঋগ্বেদে অপ্ দেবতার যে গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে, তাতে তিনি শুদ্ধকারী, পাপমোচনকারী এবং রোগ নিবারক।

আপো হিষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে ॥
যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
উশতীরিব মাতরঃ ॥
তস্মা অরংগমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ ॥
শং নো দেবীরভিষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে।
শং যোরভিস্রবন্তু নঃ ॥
অপ্সু মে সোমো অব্রবীদংতর্বিশ্বানি ভেষজা।
অগ্নিং চ বিশ্বসাংভুবম্ ॥
আপঃ পৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বে মম।
জ্যোক্ চ সূর্যং দৃশে ॥[১]

—হে জল! তুমি সুখের আধার স্বরূপ। তুমি অন্ন সঞ্চয় করিয়া দাও। তুমি অতি চমৎকার বৃষ্টি দান কর।

হে জলগণ! তোমরা স্নেহময়ী জননীর ন্যায়, তোমাদিগের যে রস তাহা অতি সুখকর, আমাদিগকে তাহার ভাগী কর।

হে জলগণ! যে পাপের ক্ষয়ের নিমিত্ত তোমরা প্রস্তুত আছ, সেই পাপক্ষয় কামনায় আমরা তোমাদিগকে মস্তকে নিক্ষেপ করি। তোমরা আমাদিগের বংশ বৃদ্ধি কর।

জলস্বরূপ দেবতাগণ আমাদিগের যজ্ঞের জন্য সুখ বিধান করুন, আমাদিগের মস্তকে ক্ষরিত হউন।

১ ঋগ্বেদ—১০।৯।১-৪, ৬-৭

সোম আমাকে বলিয়াছেন যে, জলের মধ্যে তাবৎ ঔষধ আছে এবং জগতের সুখকর অগ্নিও আছেন। হে জলগণ! আমার দেহরক্ষাকারী ঔষধ পরিপুষ্টকর, যেন আমরা বহুকাল সূর্যকে দেখিতে পাই।[১]

জলই ত অমৃত। তাই জল অমৃত আহরণ করে—

আপো রেবতীঃ ক্ষয়থা হি বস্বঃ ক্রতুং চ।
ভদ্রং বিভৃতামৃতং চ ॥[২]

—হে জলগণ! তোমরা ধনের প্রভুস্বরূপ এই কল্যাণময় যজ্ঞ সম্পন্ন কর এবং অমৃত আহরণ কর।[৩]

কিন্তু অপ্ দেবতা যে প্রাকৃতিক জলমাত্র নয়, তা বোঝা যায় যখন জলকে যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য আহ্বান করা হয়, যজ্ঞস্থলে আস্তৃত কুশের উপর জলকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। জলেরও যে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, অবশ্য তিনিই যজ্ঞস্থলে আহূত হয়েছেন।

এমা অগ্মন্‌রেবতীর্জীবধন্যা অধ্বর্যবঃ সাদয়তা সখায়ঃ।
নিবর্হিষি ধত্তন সোম্যাসোঽপাং নপ্ত্রা সংবিদানাস এনাঃ ॥
আগ্মন্নাপ উশতীর্বর্হিরেদং ন্যধ্বরে অসদন্দেবয়ন্তীঃ।
অধ্বর্যবঃ সুনুতেন্দ্রায় সোমমভূদু বঃ সুশকা দেবযজ্যা ॥[৪]

—এই জলসকল আসিতেছে; ইহারা ধনের আধার; জীবের হিতকর। হে পুরোহিত বন্ধুগণ! ইহাদিগের স্থাপনা কর। ইহারা বৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পরিচিত; ইহারা সোমরসের অনুকূল। ইহাদিগকে কুশের উপর স্থাপন কর।

জলগণ আগ্রহের সহিত কুশের দিকে আসিতেছে। এই দেখ, ইহারা দেবতাদিগের নিকট যাইবার জন্য যজ্ঞস্থানে উপবেশন করিতেছে; হে পুরোহিতগণ! ইন্দ্রের নিমিত্ত সোম প্রস্তুত কর। এক্ষণে জল আসাতে তোমাদিগের দেবপূজা সুসাধ্য হইয়াছে।[৫]

জলের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা অগ্নি। অগ্নি জলের গর্ভ—অগ্নি জলের পুত্র বা পৌত্র—ইনিই অপাং নপাৎঃ অধ্বর্যবোঽপ ইতা সমুদ্রমপাং নপাতং হবিষা যজধ্বম্।[৬]

—হে পুরোহিতগণ! জলের সমুদ্রে গমন কর, অপাং নপাৎ নামক দেবতাকে হোমের দ্রব্য দ্বারা পূজা করি।[৭]

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্রদত্ত ২ ঋগ্বেদ—১০।৩০।১২ ৩ অনুবাদ—তদেব
৪ ঋগ্বেদ—১০।৩০।১৪-১৫ ৫ অনুবাদ—তদেব ৬ ঋগ্বেদ—১০।৩০।৩
৭ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

যো অনিধ্মো দীদয়দপ্স্বং তর্থং বিপ্রাস ঈলতে অধ্বরেষু।
অপাং নপান্মধুমতীরপো দা যাভিরিন্দ্রো বাবৃধে বীর্যায় ॥[১]

—যিনি বিনা কাষ্ঠে জলের মধ্যে জ্বলিতে থাকেন, যাঁহাকে যজ্ঞকালে বিপ্রগণ স্তব করেন, সেই অপাংনপাৎ নামক দেবতা এতাদৃশ সরস জল দান করেন, যাহা পান করিয়া ইন্দ্র বলশালী হইয়া বীরত্ব প্রকাশ করিলেন।[২]

তমূর্মিমাপো মধুমত্তমং বোঽপাং নপাদবত্বাশুহেমা।[৩]

—হে অপ্ দেবতা! শীঘ্রগতি অপাং নপাৎ দেবতা তোমাদের সেই প্রসিদ্ধ ঊর্মি পালন করুন।[৪]

অগ্নি, বরুণ, সোম প্রভৃতি দেবগণ অপ্ বা জলের মধ্যে বাস করেন।

যাসু রাজা বরুণো যাসু সোমো বিশ্বে দেবা যাসূর্জং মদন্তি।
বৈশ্ব নরো যাস্বগ্নিঃ প্রবিষ্টস্তা আপো দেবীরিহ মামবংতু ॥[৫]

—যাহাতে রাজা বরুণ বাস করেন, যাহাতে সোম বাস করেন, যাহাতে বিশ্বদেবগণ অন্ন পাইয়া প্রমত্ত হন, বৈশ্বানর অগ্নি যাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, সেই দ্যুতিমান অপ্ সমূহ আমায় রক্ষা করুন।[৬]

যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যানৃতে অবপশ্যঞ্জনানাম্।[৭]

—যে জলসমূহে বরুণ জনগণের সত্যমিথ্যা (পাপপুণ্য) দর্শন করতে করতে গমন করেন।

সূর্য রশ্মিদ্বারা জলসমূহকে বিস্তৃত করেছেন—

যাঃ সূর্যো রশ্মিভিরাততান।[৮]

মাতৃরূপা জল যজ্ঞপথে গমন করেন—

অম্বয়ো যন্ত্যধ্বভিঃ।[৯]

এই জলেই আছে অমৃত—আছে ওষধি :

অপ্স্বন্তরমমৃতমপ্সু ভেষজমপামুত প্রশস্তয়ে
দেবা ভবত বাজিনঃ ॥[১০]

—জলের মধ্যে আছে অমৃত, জলের মধ্যেই ভেষজ (ঔষধ) বর্তমান, অতএব হে দেবগণ (ঋত্বিগ্‌গণ) জলের তুষ্টির জন্য স্তুতি কর।

---

১ ঋগ্বেদ—১০।৩০।৪ ২ অনুবাদ—তদেব ৩ ঋগ্বেদ—৭।৪৭।২
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—৭।৪৯।৪ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ঋগ্বেদ—৭।৪৯।৩ ৮ ঐ —৭।৪৭।৪ ৯ ঋগ্বেদ—১।২৩।১৬
১০ ঋগ্বেদ—১।২৩।১৯

জলের গর্ভরূপে অগ্নি বিরাজমান :

অপাং গর্ভো দর্শতামোষধীনাং ॥[১] —দর্শনীয় ওষধি এবং জলের গর্ভ অগ্নি।

জল ঔষধরূপে সকল রোগের প্রতিবেধক :

আপ ইদ্বা উ ভেষজীরাপো অমীবচাতনীঃ।
আপঃ সর্বস্য ভেষজীস্তাস্তে কৃণ্বংতু ভেষজম্ ॥[২]

—জলই ঔষধরূপ; জলই রোগশান্তির কারণ; জল সকল রোগেরই ঔষধ। সেই জল যেন তোমার ঔষধ বিধান করিয়া দেয়।[৩]

অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতাদের বাসস্থান যে অপ্ বা জল সেই জল যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক মিশ্রণে উৎপন্ন যৌগিক তরল পদার্থ নয়, তা অপ্ দেবতার বর্ণনা থেকেই প্রতীয়মান হয়। অথর্ববেদে অপ্ পাবকরূপিণী :

শিবেন আ চক্ষুসা পশ্যতাপঃ।
শিবয়া তন্বোপস্পৃশত ত্বচং মে।
ঘৃতশ্চ তঃ শুচয়ো যাঃ পাবকা।
স্তান আপঃ শং স্যোনা ভবন্ত ॥[৪]

—হে আপ্‌দেবতা, শিবময় চোখে আমাকে দর্শন কর, কল্যাণকর স্পর্শ দ্বারা আমার দেহ ও ত্বক, শুচি পাবকরূপিণী যে জল, তাহা আমাদের পক্ষে শান্তিকরী ও শুভঙ্করী হোক।[৫]

অগ্নিও পাবক, জলও পাবক। ঋগ্বেদের একস্থানে জল অগ্নির মাতা—"আপো অগ্নিং জনয়ন্ত মাতরঃ।"[৬] —জলমাতৃগণ অগ্নিকে জন্মদান করেছিলেন।

যাস্ক অপ্ শব্দের অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন—"আপ আপ্নোতেঃ।"[৭]; —ব্যাপ্ত্যর্থক আপ্ ধাতু থেকে অপ্ শব্দ নিষ্পন্ন। যা সর্বত্র ব্যাপ্ত করে তাই অপ্ বা জল।

জল সর্বব্যাপী নয়,—সর্বব্যাপী আকাশ। আকাশ বৈদিক ঋষিগণ কর্তৃক সমুদ্রসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়েছে। যাস্কের মতে সমুদ্র শব্দের অর্থ আদিত্য—"সমুদ্রবন্তি অস্মাদ্ রশ্ময়ঃ।"[৮] এখান থেকে রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়, এই হিসাবে সমুদ্র সূর্য। বৈদিক গ্রন্থাবলীতে আকাশ সমুদ্র এবং পৃথিবীর জলধিও সমুদ্র নামে উল্লিখিত।

---

১ ঋগ্বেদ—৩।১।১৩ ২ ঋগ্বেদ—১০।১৩৭।৬ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ অথর্ব—১।৩৩।৪ ৫ অনুবাদ—জাহ্নবী চক্রবর্তী ৬ ঋগ্বেদ—১০।৯১।৬
৭ নিরুক্ত—৯।২৬।১৯ ৮ নিরুক্ত—২।১০

অস্মাৎ সমুদ্রাদ্‌বৃহতো দিবো নোঽপাং ভূমানমুপ নঃ সৃজেহ ।[১]

—(হে অগ্নি!) প্রকাণ্ড আকাশে যে এই সমুদ্র বিদ্যমান আছে, তাহা হইতে অপরিসীম জল এইস্থানে আনিয়া দাও ।[২]

সুতরাং সূর্যাগ্নির তেজ সমন্বিত মহাকাশ সমুদ্র বা অপ্‌ নামে গৃহীত হয়েছিল বৈদিক ঋষিদের কাছে। মেঘরূপী জলের আধার ত আকাশই, আর আকাশের অধিপতি সূর্য সেই জলের কর্তা। মহাভারতে-পুরাণে সমুদ্রমন্থনকালে চন্দ্র, ইন্দ্রবাহন মেঘরূপী ঐরাবত হস্তী, গর্জনকারী বিদ্যুৎরূপী উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, সূর্যরূপী বিষ্ণুর শক্তি শ্রী বা লক্ষ্মী সমুদ্র থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন। এই সমুদ্র যে আকাশ-সমুদ্র তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এই আকাশ-সমুদ্রেরই তলদেশে কূর্মরূপী (কূর্মাকৃতি) বিষ্ণু বা সূর্য মন্থনদণ্ডের নিম্নে অবস্থান করেছিলেন। পুরাণাদিতে জলের এক নাম নার, সেই নার বা জলে যিনি অনন্ত শয্যায় শয়ন করেন, তিনিই নারায়ণ।

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ ।
তা যদস্যায়নং পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥[৩]

নারায়ণই বিষ্ণু; বেদে বিষ্ণুই সূর্য। যে জলে বিষ্ণুরূপী সূর্য অনন্তশয্যায় শয়ন করেন, সেই জল নিশ্চয়ই পৃথিবীর স্থলভাগ বেষ্টনকারী জলরাশি নয়। এই জল অবশ্যই আকাশ-সলিল। অথর্ববেদে হংস বা সূর্যের আকাশ-সলিলে ভাসমান থাকার কথা বলা হয়েছে।[৪] সুতরাং ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতার বাসস্থান—অগ্নির জননী অগ্নিগর্ভ অপ্‌ দেবতা সূর্যাগ্নিসমন্বিত সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশ—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আকাশ-সলিল আর পার্থিব-সলিল একাত্মরূপে অভিন্নতা প্রাপ্ত হওয়ায় পরবর্তীকালে পৃথিবীর জলই অপ্‌ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে।

আকাশ সলিল পার্থিব সলিলের সঙ্গে একাত্মতা প্রাপ্ত হওয়ায় উভয়বিধ সলিলই সকল বিশ্বভুবনের—সকল জীব জড়সৃষ্টির মূলীভূত কারণরূপে স্বীকৃত হয়েছে। আবার পার্থিব জলও জীব ও উদ্ভিদের জীবন সৃষ্টির অন্যতম কারণ। জল থেকেই পৃথিবীর জন্ম। এইজন্য জলকে কারণ সলিল বা সৃষ্টির হেতুরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ঋগ্বেদের সৃষ্টিতত্ত্বেও জলকে সৃষ্টির মূলীভূত কারণ, রূপেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

---

১ ঋগ্বেদ—১০।৯৮।১২ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ মনুসংহিতা—১।১০
৪ অথর্ব—১১।২।৬।২১

ঋতং চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ॥
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী॥
সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥[১]

প্রজ্বলিত তপস্যা হইতে ঋত অর্থাৎ যজ্ঞ এবং সত্য জন্ম গ্রহণ করিল। পরে রাত্রি জন্মিল, পরে জলপূর্ণ সমুদ্র। জলপূর্ণ সমুদ্র হইতে সংবৎসর জন্মিলেন। তিনি দিনরাত্রি সৃষ্টি করিতেছেন, তাবৎ লোক দেখিতেছ। সৃষ্টিকর্তা যথাসময়ে সূর্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিলেন এবং স্বর্গ ও পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করিলেন।[২]

তম আসীত্তমসা গূঢ়্হমগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদং।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্।[৩]

— সর্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জিত ও চতুর্দিকে জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন।[৪]

আপো হ যদ্বৃহতীর্বিশ্বমায়ন্ গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিং।
ততো দেবানাং সমবর্ততাসুরেকঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥[৫]

—ভূরি পরিমাণ জল সমস্ত বিশ্বভুবন আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহারা গর্ভ ধারণপূর্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করিল; তাহা হইতে দেবতাদিগের একমাত্র প্রাণ-স্বরূপ যিনি, তিনি আবির্ভূত হইলেন। কোন্ দেবকে হবির্দ্বারা পূজা করিব?[৬]

নিরুক্তকার যাস্ক অপ্ শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, "আপ আপ্নোতেঃ।"[৭] —ব্যাপ্ত্যর্থক 'আপ্' ধাতু থেকে অপ্ শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে, অর্থাৎ যা বহু ব্যাপক তাই অপ্ বা জল। অগ্নি, বায়ু, সোম, সূর্য, ইন্দ্র প্রভৃতির মত জলও পবিত্র —"আপঃ পবিত্রমুচ্যন্তে।"[৮]

সর্বব্যাপক অপ্ বা জল সকল দেবতার নিবাসস্থল বা উৎসরূপে পবিত্রতার প্রতীক। সুতরাং হিন্দুর যে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জল অপরিহার্য।

---

১ ঋগ্বেদ—১০।১৯০।১-৩ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—১০।১২৯।৩
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—১০।১২১।৭ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ নিরুক্ত—৯।২৬।১৮ ৮ নিরুক্ত—৫।৬।৯

ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সূচনায় বিষ্ণুস্মরণপূর্বক তিনবিন্দু জলপানের দ্বারা দেহ পবিত্র করার বিধি আছে। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাহ্নিক অনুষ্ঠানে জলের ছিটে মাথায় দিয়ে মার্জন করা হয়। জল দিয়েই দেবতা ও পিতৃপুরুষের তর্পণ করা বিধি। জলপূর্ণঘট মঙ্গলঘটরূপে উৎসবগৃহের দ্বারে স্থান পায়। জলপূর্ণঘট যেকোন দেবতার প্রতীকরূপেও পূজিত হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণের আহারের পূর্বে ও শেষে জলগণ্ডূষপানের ব্যবস্থা। সকল আধিব্যাধিশান্তির জন্য মন্ত্রপূত জলাভিষেক বিহিত। সকল দেবতার নিবাসস্থল সকল দেবতার উৎপত্তির মূলীভূত কারণ সূর্যরশ্মি-প্রভাসিত মহাকাশস্বরূপ জল ঘটে স্থাপিত হয়ে মহাকাশসমন্বিত ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীকরূপে সকল দেবতার প্রতীক হয়ে উপাসিত হন। অপ্‌ দেবতার মূর্তি গড়ে পূজার কোন রীতি দেখা যায় নি বটে; কিন্তু সর্বদেবময় বারি সুখদ শান্তিদ প্রাণদরূপে সকল দেবতার প্রতিনিধি হয়ে হিন্দুর নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মে পূজা পাচ্ছেন।

অপাং নপাৎ

অপাং নপাৎ নামে একটি দেবতার সাক্ষাৎ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। পরবর্তী সাহিত্যে-পুরাণে এই দেবতার কোন অস্তিত্ব নেই। নপাৎ বা নপ্তা শব্দের অর্থ পৌত্র। সুতরাং অপাং নপাৎ শব্দের অর্থ জলের পৌত্র। কেউ কেউ মনে করেন, নপ্তা পুত্র অর্থে প্রযুক্ত অর্থাৎ অপাং নপাৎ জলের পুত্র। ঋগ্বেদের একটি গোটা সূক্তে (২।৩৫) ১৫টি ঋকে অপাং নপাৎ দেবতার স্তুতি আছে। অপাং নপাৎ ইন্ধন রহিত, ঘৃতপূত, জলমধ্যে প্রদীপ্ত।

স শুক্রেভিঃ শিক্কভী রেবদস্মে দীদায়ানিধ্মো ঘৃতনির্ণিগপ্সু।[১]

—ইন্ধন রহিত, ঘৃতপূত অপাং নপাৎ আমাদের ধনযুক্ত অন্নের উৎপত্তির জন্য জলমধ্যে নির্মল তেজোবলে দীপ্ত আছেন।[২]

তং নো দাত মরুতো বাজিনং রথ
অপানং ব্রহ্ম চিতয়দ্দিবে দিবে।
ইষং স্তোতৃভ্যো বৃজনেষু কারবে।
সনিং মেধামরিষ্টং দুষ্টরংসহঃ।[৩]

—যিনি স্বকীয় গৃহে আছেন এবং তাঁহার ধেনু সুখে দোহন করা যায়, সেই অপাং নপাৎ নামক দেবতা বৃষ্টির জল বর্ধিত করেন এবং উৎকৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করেন। তিনি জলমধ্যে প্রবল হইয়া যজমানকে ধনদানার্থ বিশেষরূপে দীপ্তিযুক্ত হয়েন।[৪]

অপাং নপাদা হ্যস্থাদুপস্থং জিহ্মাণামূর্ধ্বো বিদ্যুতং বসানঃ।[৫]

—অপাং নপাৎ কুটিলগতি জলের (মেঘের) মধ্যে স্বয়ং ঊর্ধ্বভাবে অবস্থিত হইয়াও বিদ্যুত পরিধান করিয়া অন্তরীক্ষে আরোহণ করিয়াছেন।[৬]

অপাং নপাৎ স্বর্ণাকৃতি দেবতা—

হিরণ্যরূপঃ স হিরণ্যসংদৃগপাং নপাৎ সেদু হিরণ্যবর্ণঃ।[৭]

—সেই অপাং নপাৎ হিরণ্যরূপ, হিরণ্যাকৃতি ও হিরণ্যবর্ণ।

উক্ত সূক্তের ত্রয়োদশ ঋকে জলের গর্ভসঞ্চারকারী এবং জলের পুত্ররূপে অপাং নপাৎ স্তুত হয়েছেন।

১ ঋগ্বেদ—২।৩৫।৪
২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৩ ঋগ্বেদ—২।৩৪।৭
৪ অনুবাদ—তদেব
৫ ঋগ্বেদ—২।৩৫।৯
৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ঐ —২।৩৫।১০

বৃহস্পতি ও ব্রহ্মণস্পতি

"In the Ṛgveda the names Brhaspati and Brahmanaspati are alternate and equivalent to each other. They are names of a deity in whom the action of the worshipper upon the gods is personified. He is the Suppliant, sacrificer, the priest who intercedes with gods on behalf of men and protects mankind against the wicked. Hence he appears as the prototype of the priests and priestly order, and is also designated as the Purohita of the divine community. He is called in one place 'the father of the gods' ... he is also designated as 'the shining' and the 'gold coloured' and as having thunder for his voice."[১]

এই বিবরণে বৃহস্পতি বা ব্রহ্মণস্পতির রূপ-গুণ কথঞ্চিৎ উদ্‌ঘাটিত হলেও স্বরূপ প্রকাশিত হয় নি। মহাভারতে-পুরাণে, কাব্যে বৃহস্পতি দেবগণের গুরু; আর অসুরদের গুরু শুক্রাচার্য। বৃহস্পতির পত্নী তারা; তারাকে চন্দ্র হরণ করেছিলেন। দেবতাদের গুরু কি বৃহস্পতি নামক গ্রহ, না অন্য কিছু? বেদবর্ণিত বৃহস্পতি একটি গ্রহ মাত্র নন, এঁর গুণকর্ম আলোচনা করলেই স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ঋগ্বেদ বৃহস্পতি সম্পর্কে বলেছেন:

আ বেধসং নীলপৃষ্ঠং বৃহন্তং বৃহস্পতিং সদনে সাধয়ধ্বম্।
সাদদ্যোনিং দম আ দীদিবাংসং হিরণ্যবর্ণমরুষং সপেম॥[২]

—বলবান্, সৃষ্টিকারক, স্নিগ্ধাঙ্গ বৃহস্পতিকে যজ্ঞগৃহে স্থাপন কর। তিনি গৃহের মধ্যে অবস্থিত হইয়া সর্বত্র প্রভাব বিস্তৃত করিতেছেন, তিনি হিরণ্যবর্ণ ও দীপ্তিমান্। আমরা তাঁহাকে পূজা করি।[৩]

স আ নো যোনিং সদতু প্রেষ্ঠো বৃহস্পতির্বিশ্ববারো যো অস্তি।
কামো রায়ঃ সুবীর্যস্য তং দাৎপর্ষন্নো অতি সশ্চতো অরিষ্টান্॥
তমা নো অর্কমমৃতায় জুষ্টমিমে ধাসুরমৃতাসঃ পুরাজাঃ।
শুচিক্রন্দং যজতং পস্ত্যানাং বৃহস্পতিমনর্বাণং হুবেম॥

১ Classical Dictionary of Hindu Mythology, religion, Geography, History & Literature—John Dowson, page 63

২ ঋগ্বেদ—৫।৪৩।১২ ৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

তং শগ্মাসো অরুষাসো অশ্বা বৃহস্পতিং সহবাহো বহংতি।
সহশ্চিদ্যস্য নীলবৎ সধস্থং নভো ন রূপমরুষং বসানাঃ॥
স হি শুচিঃ শতপত্রঃ স শুন্ধ্যুর্হিরণ্যবাশীরিষিরঃ স্বর্ষাঃ।
বৃহস্পতিঃ স্বাবেশ ঋষ্বঃ পুরু সখিভ্য আসুতিং করিষ্ঠঃ॥
দেবী দেবস্য রোদসী জনিত্রী বৃহস্পতিং বাবৃধতুর্মহিত্বা।
দক্ষাখ্যায় দক্ষতা সখায়ঃ করদ্ ব্রহ্মণে সুতরা সুগাধা॥[১]

—সেই প্রিয়তম ব্রহ্মণস্পতি (বৃহস্পতি) আমাদিগের স্থানে উপবেশন করুন; তিনি সকলের বরণীয় হইয়াছেন। ধন এবং সুবীর্যের যে অভিলাষ তাহা তিনি আমাদিগকে প্রদান করুন, আমরা উপদ্রবযুক্ত, তিনি আমাদিগকে অহিংসিত করিয়া পার করুন।

এই পুরাজাত অমরগণ আমাদিগকে সেই অমর, পর্যাপ্ত ও অর্চনসাধন অন্ন দান করুন। আমরা শুদ্ধ স্তোত্রবিশিষ্ট ও গৃহিগণের যাগযোগ্য ও অপ্রতিহত বৃহস্পতিকে আহ্বান করিব।

সুখকর উজ্জ্বল বহনশীল এবং আদিত্যের ন্যায় জ্যোতিঃপূর্ণ অশ্বগণ সেই বৃহস্পতিকে বহন করুক; তাঁহার বল ও নিবাসযুক্ত গৃহ আছে।

বৃহস্পতি শুচি, তাঁহার বাহন অনেক, তিনি সকলের শোষয়িতা, হিত ও রমণীয় বাক্যযুক্ত; গমনশীল, স্বর্গভোগকর ও দর্শনীয় উত্তম নিবাসযুক্ত। তিনি স্তোতাগণকে সর্বাপেক্ষা অধিক অন্ন দান করেন।

বৃহস্পতিদেবের জননী দ্যাবাপৃথিবী দেবীদ্বয় মহিমা বলে বৃহস্পতিকে বর্ধিত করুন। হে সখাগণ! বর্ধনীয় বৃহস্পতিকে বর্ধিত কর তিনি প্রভূত অন্নের জন্য জল সকলকে তরল ও অবগাহনযোগ্য করেন।[২]

এই ঋক্‌গুলিতে বৃহস্পতির যে বর্ণনা পাই তাতে দেখি, বৃহস্পতি আমাদের আবাসে (যজ্ঞস্থলে) উপবেশন করেন, তিনি ধন ও বীর্যদাতা, উজ্জ্বল, আদিত্যের মত জ্যোতির্ময় তাঁর অশ্ব (কিরণ), তিনি নীল আকাশে অবস্থিত (নীলবৎসধস্থ), তাঁর অশ্বের নাম অরুষ (তাম্রবর্ণ), তিনি শতপক্ষ বা শত বাহন বিশিষ্ট (শতপত্র), তিনি হিরণ্যবর্ণ, দ্যাবাপৃথিবী তাঁর জনক-জননী, তিনি অন্নদাতা, তিনি বৃহৎ, নীলপৃষ্ঠ, হিরণ্যবর্ণ গুহাস্থিত (যজ্ঞশালায় বর্তমান), যজমানের হবির্দ্বারা বর্ধিত ও জলদাতা।

১ ঋগ্বেদ—৭।৯৭।৪-৮ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

বৃহস্পতি যে সূর্যাগ্নি এই বর্ণনায় তা সুস্পষ্ট। বৃহস্পতি সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে :

বৃহস্পতে জুষস্ব নো হব্যানি বিশ্বদেব্য

রাস্ব রত্নানি দাশুষে ॥

শুচিমর্কৈর্বৃহস্পতিমধ্বরেষু নমস্যত।

অনাম্যোজ আ চকে ॥

বৃষভং চর্ষণীনাং বিশ্বরূপমদাভ্যং

বৃহস্পতিং বরেণ্যম্ ॥[১]

—হে সকল দেবগণের হিতকর বৃহস্পতি! আমাদিগের হব্য গ্রহণ কর। হব্যপ্রদায়ীকে উত্তম ধন প্রদান কর।

হে ঋত্বিক্‌গণ! তোমরা যজ্ঞসমূহে স্তোত্রদ্বারা বিশুদ্ধ বৃহস্পতির পরিচর্যা কর। আমি তাঁহার অনভিভবনীয় বল প্রার্থনা করি।

মনুষ্যগণের অভীষ্টবর্ষী, বিশ্বরূপ, বরণীয় বৃহস্পতির নিকট (অভিমত ফল কমনা করি)[২]

অগ্নি রত্নধারণকারী, বৃহস্পতিও রত্নধারণকারী। অগ্নির মতই বৃহস্পতি! যজ্ঞশালায় বর্ধিত হন। সূর্য ও অগ্নির মতই তিনি বিশ্বরূপ (বহুরূপ) ধারণ করে থাকেন। অগ্নি ও ইন্দ্রের মতই তিনি বৃষভ—কাম্যফলবর্ষী বা বৃষ্টিদাতা।

ইন্দ্রের মত বৃহস্পতি দ্যাবাপৃথিবীর দৃঢ়কারী—অগ্নির মতই তাঁর জিহ্বা (শিখা), —সূর্যাগ্নির মতই তিনি তিন স্থানে বর্তমান থাকেন।

য স্তস্তংভো সহসা বিজ্মো অংতান্বৃহস্পতিস্ত্রিষধস্থো রবেণ।

তং প্রত্নাস ঋষয়ো দীধ্যানাঃ পুরো বিপ্রা দধিরে মন্দ্রজিহ্বম্ ॥[৩]

—যিনি বলপূর্বক পৃথিবীর অন্তসমূহ স্তম্ভিত করিয়াছিলেন এবং যিনি শব্দদ্বারা স্থানত্রয়ে বর্তমান আছেন, সেই আহ্লাদক জিহ্বাবিশিষ্ট বৃহস্পতিদেবকে পুরাতন দ্যুতিমান মেধাবীগণ সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন।[৪]

বৃহস্পতি সূর্যাগ্নির মত প্রথম জাত, তিনি আদিত্যের স্থানে আকাশে বিরাজমান। অগ্নির সপ্ত জিহ্বার ন্যায়, সূর্য ও ইন্দ্রের সপ্ত অশ্বের ন্যায় তাঁর সাতটি মুখ; তিনি অন্ধকার নাশ করেন।

১ ঋগ্বেদ—৩।৬২।৪-৬ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—৪।৫০।১
৪ ঐ

বৃহস্পতিঃ প্রথমং জায়মানো মহো জ্যোতিষঃ পরমে ব্যোমন্।
সপ্তাস্যস্তুবিজাতো রবেণ বি সপ্তরশ্মিরধমত্তমাংসি ॥[১]

—বৃহস্পতি যখন মহান্ আদিত্যের পরম আকাশে প্রথমে জাত হইয়াছিলেন, তখন তিনি সপ্ত মুখবিশিষ্ট, বহুপ্রকারে সম্ভূত, শব্দযুক্ত ও গমনশীল তেজোবিশিষ্ট হইয়া অন্ধকার নাশ করিয়াছিলেন।[২]

একটি ঋকে অগ্নি মিত্র (সূর্য) ও ব্রহ্মণস্পতিকে (বৃহস্পতি) অভিন্ন বোধ হয়।

অচ্ছা বদা তনা গিরা জরায়ৈ ব্রহ্মণস্পতিং
অগ্নিং মিত্রং ন দর্শতম্ ॥[৩]

—ব্রহ্মণস্পতি ও অগ্নিও দর্শনীয় মিত্রের স্তুতির জন্য দেবতাস্বরূপ প্রকাশকারী বাক্য দ্বারা আমাদিগের সম্মুখে তাঁহার বর্ণনা কর।[৪]

Macdonell-এর মতে এই ঋকে অগ্নিকেই ব্রহ্মণস্পতি বা lord of prayer বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে।[৫]

একস্থানে ব্রহ্মণস্পতি অগ্নি ও ইন্দ্রের মতই বলের পুত্ররূপে সম্বোধিত হয়েছেন, —"ত্বামিদ্ধি সহসস্পুত্র"[৬] —হে বলের পুত্র ব্রহ্মণস্পতি, তোমাকে স্তব করি।

অপর একটি ঋকে (১।১৮।৯) ব্রহ্মণস্পতি ও একটি ঋকে বৃহস্পতি (১০।১৮২।২) নরাশংস নামে অভিহিত হয়েছেন। নরাশংস অগ্নির একটি নাম।

অগ্নির মত ব্রহ্মণস্পতি পুরোহিত, তিনিই সূর্যরূপে প্রকাশিত।

স সংনয়ঃ স বিনয়ঃ পুরোহিতঃ স সুষ্টুতঃ স যুধি ব্রহ্মণস্পতিঃ।
চাক্ষ্মো যদ্বাজং ভরতে মতী ধনাদিৎ সূর্যস্তপতি তপ্যতুর্বৃথা ॥[৭]

—ব্রহ্মণস্পতি পুরোহিত, তিনি (পদার্থ সকল) একত্রিত ও পৃথক্কৃত করেন, তাঁহাকে সকলে স্তব করে, তিনি যুদ্ধে আবির্ভূত হয়েন। সর্বদর্শী ব্রহ্মণস্পতি যখন অন্ন ও ধন ধারণ করেন, তখনই সূর্য অনায়াসে দীপ্ত হয়েন।[৮]

ব্রহ্মণস্পতি জগতের নিয়ন্তা।[৯] তিনি গো অর্থাৎ রশ্মিসমূহকে পরিচালিত করেন।[১০]

ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতি ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অর্যমা প্রভৃতি সকল দেতার সঙ্গে অভিন্ন। সেই জন্যই ব্রহ্মণস্পতি-প্রকাশিত মন্ত্রে সকল দেবতার অধিষ্ঠান।

১ ঋগ্বেদ—৪।৫০।৪, অথর্ব—২০।৭।৮৮।৪ ২ অনুবাদ—তদেব ৩ ঋগ্বেদ—১।৩৮।১৩
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ Vedic Mythology—page 102
৬ ঋগ্বেদ—১।৪০।২ ৭ ঋগ্বেদ—২।২৪।৯ ৮ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৯ ঐ —১।১৪।৬ ১০ ঐতরেয় ব্রাঃ—৮।৩

প্র নূনং ব্রহ্মণস্পতির্মন্ত্রং বদত্যুক্থ্যং।
যস্মিন্নিন্দ্রো বরুণো মিত্রো অর্যমা দেবা ওকাংসি চক্রিরে ॥[১]

—ব্রহ্মণস্পতি দেবতা নিশ্চই প্রকৃষ্টরূপে (বেদমন্ত্র) প্রকাশ করেন; সেই মন্ত্রে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও অর্যমা বাস করেন।

বেদে বহু স্থানেই ইন্দ্রের সঙ্গে বৃহস্পতি বা ব্রহ্মণস্পতির অভিন্নতা প্রকাশিত হয়েছে। ইন্দ্রের গুণকর্ম ব্রহ্মণস্পতিতে আরোপিত হয়েছে। বৃহস্পতি ও ইন্দ্র একই দেবতা। বহুসূক্তে ও ঋকে (১০।৪৯; ১০।৫০।১০-১১, ১০।৯৮।৭) বৃহস্পতি ও ইন্দ্র একত্র স্তুত হয়েছেন, কোথাও ইন্দ্র ও ব্রহ্মণস্পতি একত্র স্তুত হয়েছেন (২।২৪।১২)। অথর্ববেদে ইন্দ্রকেই বৃহস্পতি, কখনও ইন্দ্রকে ব্রহ্মণস্পতি বলা হয়েছে।

বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেন রক্ষোহামিত্রাঁ অপধাবমানঃ।
প্রভঞ্জংছত্রূন্ প্রমৃণন্নমিত্রানস্মাকমেধ্যবিতা তনূনাম্ ॥[২]

—হে বৃহস্পতি (ইন্দ্র) তুমি রথে যুদ্ধভূমিতে আগমন কর। রাক্ষসগণের হত্যাকারী, শত্রুগণের প্রকৃষ্টরূপে ধ্বংসকারী তুমি অমিত্রগণের হিংসা করে আমাদের শরীরের রক্ষাকারী হও।

এই মন্ত্রের ভাষ্যে বৃহস্পতি শব্দের ব্যাখ্যায় আচার্য মহীধর বলেছেন, "বৃহত্যাং দেবানাং পতে পালক"—বৃহৎ অর্থাৎ দেবগণের পতি অর্থাৎ পালক। দেবগণের পালক ইন্দ্র। শুক্লযজুর্বেদের (১৭।৩৬) ভাষ্যে মহীধর স্পষ্ট করেই বলেছেন, "বৃহস্পতিরিন্দ্রঃ"। অথর্ববেদেই ইন্দ্র ব্রহ্মণস্পতিও :

ইমা যা ব্রহ্মণস্পতে বিষূচীর্বাত ঈরতে।
সধ্রীচীরিন্দ্র তাঃ কৃত্বা মহ্যং শিবতমাস্কৃধি ॥[৩]

—হে ব্রহ্মণস্পতি, যে দিক্‌সমূহ বায়ু প্রবাহিত করায়, হে ইন্দ্র, সেই দিক্‌সমূহকে যথাস্থানে স্থাপিত করে আমাদের প্রতি সুখকারী কর।

ভাষ্যকার মহীধরের মতে মন্ত্রের শেষভাগে ইন্দ্রের কথা বলায় প্রথমাংশে ব্রহ্মণস্পতি ইন্দ্রের বিশেষণ। ব্রহ্মণ্ শব্দের অর্থ মন্ত্র, ব্রহ্মণস্পতি শব্দের অর্থ সকল মন্ত্রের দ্বারা প্রতিপাদ্য ইন্দ্র। "উত্তরার্ধে ইন্দ্রেতি নির্দেশাৎ তস্য বিশেষণ মেতৎ। ব্রহ্মণঃ মন্ত্রজাতস্য পতে স্বামিন্ সর্বমন্ত্রপ্রতিপাদ্য ইন্দ্রঃ।"

ইন্দ্র বল নামক অসুরকে হত্যা করে বলের দ্বারা গুহায় অবরুদ্ধ গো গণকে

১ ঋগ্বেদ—১।৪০।৫ ২ অথর্ব—১৯।২।১০।৮ ৩ অথর্ব—১৯।১।১।৬

(রশ্মি সমূহকে) উদ্ধার করেছিলেন। বলাসুর বধ ও গাভী (রশ্মি) উদ্ধার বৃহস্পতিরও কার্য।

স সুষ্টুভা স ঋক্কতা গণেন বলং রুরোজ ফলিগং রবেণ।

বৃহস্পতিরুস্রিয়া হব্যসূদঃ কনিক্রদদ্বাবশতী রুদাজৎ ॥[১]

—বৃহস্পতি স্তুতিযুক্ত ও দীপ্তিশালী (অঙ্গিরা) গণের সহিত শব্দ দ্বারা বলকে নাশ করিয়াছিলেন। তিনি শব্দ করিয়া ভোগ্যপ্রদাত্রী ও হব্যপ্রেরিকা গাভী-গণকে বাহির করিয়াছিলেন।[২]

ব্রহ্মণস্পতেরভবদ্যথা বশং সত্যো মন্যুর্মহি কর্মা করিষ্যতঃ।

যো গা উদাজৎ স দিবে বি চাভজন্মহীব রীতিঃ শবসাসরৎ পৃথক্ ॥[৩]

ব্রহ্মণস্পতি যখন কোন মহৎকর্মে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন তাঁহার মন্ত্র তাঁহার অভিলাষ অনুসারে সফল হয়। যিনি গোসমূহকে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি দ্যুলোকের জন্য উহাদিগকে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন; গোসমূহ মহা-স্রোতের ন্যায় নিজবলে পৃথক্ পৃথক্ গমন করিয়াছিল।[৪]

এখানে গো অর্থে সূর্যরশ্মির প্রকাশ খুবই স্পষ্ট। অন্ধকার নাশ করে বৃহস্পতি সূর্যরশ্মিকে বিভক্ত করে স্ব স্ব স্থানে প্রকাশের উপযোগী করেছিলেন।

গো উদ্ধার ছাড়াও ইন্দ্রের সহায়তায় জলরাশির অবরোধমোচনও বৃহস্পতির অন্যতম কীর্তি।

তব শ্রিয়ে ব্যজিহীত পর্বতো গবাং গোত্রমুদসৃজো যদংগিরঃ।

ইন্দ্রেন যুজা তমসা পরীবৃতং বৃহস্পতে নিরপামৌব্জো অর্ণবম্ ॥[৫]

—হে অঙ্গিরাবংশীয় বৃহস্পতি! পর্বত গোসমূহের আবরণ করিয়াছিল, তোমার সম্পদের জন্য যখন তাহা উদ্‌ঘাটিত হইল, এবং তুমি গোসমূহকে বাহির করিয়া দিলে, তখন ইন্দ্রকে সহায় পাইয়া তুমি বৃত্র কর্তৃক আক্রান্ত জলের আধারভূত জলরাশিকে অধোমুখ করিয়াছিলে।[৬]

লক্ষণীয় এই যে বৃহস্পতি যেমন অঙ্গির বা অঙ্গিরা বংশীয় তেমনি ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তেই অগ্নি অঙ্গির বা অঙ্গিরা বংশীয় নামে কথিত হয়েছেন।

অথর্ববেদে ও বৃহস্পতি কর্তৃক বলের অবরোধ থেকে গো উদ্ধার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বৃহস্পতি সূর্যরূপে অন্তরীক্ষ থেকে আলোকও বিকীর্ণ করেছেন।

১ ঋগ্বেদ—৪।৫০।৫ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—২।২৪।১৪
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—২।২৩।১৮ ৬ অনুবাদ—তদেব

অপ জ্যোতিষা তমো অন্তরীক্ষাদুদ্নঃ শীপালমিব গত আজৎ।
বৃহস্পতিরণুমৃশ্যা বলস্যাভ্রমিব বাত আ চক্র আ গাঃ ॥[১]

—বৃহস্পতি অন্তরীক্ষ থেকে জ্যোতির দ্বারা অন্ধকার দূর করেন, বায়ু যেমন জল থেকে শৈবাল দূরীভূত করেন। বায়ু যেমন আকাশে মেঘ ব্যাপ্ত করেন, বৃহস্পতি সেইরূপ বলের অবস্থান থেকে গোসমূহ (কিরণসমূহ) অপহরণ করে সর্বত্র ব্যাপ্ত করেছিলেন।

বৃহস্পতিঃ পর্বতেভ্যো বিভূর্য্যা নির্গা উপে যবমিব স্থিবেভ্যঃ।[২]

—বৃহস্পতি বলকর্তৃক গুপ্ত পর্বত থেকে গোগণকে উদ্ধার করে ব্যাপ্ত করেন, যেমন লোকে যবের শীষ থেকে যব উদ্ধার করে বপন করে থাকে।

বৃহস্পতি বৃষ্টিদাতা রূপেও স্তুত হয়েছেন :

আপ্রুবায়ন্ মধুন্ ঋতস্য যোনি মবক্ষিপন্নর্ক উল্কামিবদ্যোঃ।
বৃহস্পতি রুদ্ধন্নশ্মনো গা ভূম্যা উদ্রেব বিত্বচং বিভেদ ॥[৩]

—সূর্য যেমন আকাশ থেকে উল্কা বর্ষণ করেন, বৃহস্পতিও তেমনি জলের কারণভূত মেঘ থেকে ভূমিতে জল বর্ষণ করেন। বৃহস্পতি মেঘ (পর্বত) থেকে গো সমূহ (রশ্মি বা জল) উদ্ধার করে ভূমির ত্বক্ ভিন্ন করেন।

ব্রহ্মণস্পতিও বর্ষণরূপ ব্যাপারের কর্তা :

অশ্মাস্যমবতং ব্রহ্মণস্পতির্মধুধারমভি যমোজসাতৃণৎ
তমেব বিশ্বে পপিরে স্বর্দৃশো বহু সাকং সিসিচুরুৎসমুদ্রিণম্ ॥[৪]

—যে প্রস্তরবৎ দৃঢ়মুখবিশিষ্ট, মধুর জলপূর্ণ, নিম্নবিলম্বিত মেঘকে ব্রহ্মণস্পতি বল প্রয়োগ দ্বারা বধ করিয়াছিলেন, আদিত্য রশ্মিসকল তাহা পান করিয়াছে এবং তাহারাই আবার জলধারাময় বৃষ্টি সেক করিয়াছেন।[৫]

এই মন্ত্রের তাৎপর্য সম্পর্কে পণ্ডিত অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, "মেঘ ব্যাপনশীল—আকাশ ব্যাপিয়া থাকে এবং ক্ষরণস্বভাব ব্রহ্মণস্পতি দেবতা মেঘ হনন করেন—মেঘ হইতে বৃষ্টিধারা পৃথিবীতে পতিত হয়; সূর্যরশ্মিসমূহ এই অভিবৃষ্ট জলই গ্রীষ্মকালে গ্রহণ করে এবং ইহাকে মেঘরূপে পরিণত করে। বর্ষাকালে এই মেঘই আবার বৃষ্টিরূপে পতিত হইয়া পৃথিবীকে অভিষিক্ত করে। মেঘ হইতে জল, জল হইতে মেঘ—এই প্রাকৃতিক নিয়মের নিয়ন্তা ব্রহ্মণস্পতি।[৬]

১ অথর্ব—২০।২।১৬।৫ ২ অথর্ব—২০।২।১৬।৩ ৩ অথর্ব—২০।২।১৬।৪
৪ ঋগ্বেদ—২।২৪।৪ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৬ নিরুক্ত (ক.বি.)—পৃঃ ১১০১

ব্রহ্মণস্পতি দেবগণের পিতা।[১] ইন্দ্রের মত তিনিও বজ্রী বা বজ্রধারী।[২] গোত্রভিৎ ইন্দ্রের মত তিনি অদ্রি ভেদ করেছেন,[৩] বৃত্রবধও করে থাকেন।[৪]

বৃহস্পতি ও ব্রহ্মণস্পতি একই দেবতা। একই সূক্তে একই ঋকে একই দেবতা একবার বৃহস্পতি আর একবার ব্রহ্মণস্পতি নামে অভিহিত হয়েছেন।

ব্রহ্মণ্ শব্দের অর্থ প্রার্থনা বা মন্ত্র। ব্রহ্মণ্ শব্দ মন্ত্রাত্মক বেদ বা যজ্ঞরূপেও গৃহীত হয়। সুতরাং মন্ত্র বা যজ্ঞের যিনি অধিপতি তিনিই ব্রহ্মণস্পতি। যাস্ক ব্রহ্মণস্পতির অর্থ করতে গিয়ে লিখেছেন—"ব্রহ্মণস্পতি ব্রহ্মণঃ পাতা পালয়িতা বা।"[৫]—ব্রহ্মের রক্ষাকর্তা বা পালনকর্তা ব্রহ্মণস্পতি।

মন্ত্র বা যজ্ঞ ছাড়াও যাস্ক ব্রহ্মণস্পতিশব্দের আর একটি অর্থ করেছেন অন্ন। ব্রহ্মণস্পতি ব্রহ্ম বা যজ্ঞ পালন করেন, ব্রহ্ম বা অন্নও রক্ষা করেন বারিবর্ষণের দ্বারা। অতএব বৃষ্টিদাতা সূর্য বা ইন্দ্রই যে ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতি,—এ ব্যাপারটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যাস্ক বলেছেন বৃহস্পতিই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা—"বৃহস্পতির্ব্রহ্মাসীৎ।"[৬] বৃহৎ শব্দের অর্থ নিরুক্তকারের মতে মহৎ বা বিরাট—"বৃহদিতি মহতো নামধেয়ম্।"[৭] 'বৃহৎ'-এর অপর অর্থ পরিবৃঢ় অর্থাৎ বৃদ্ধিমান্—"পরিবৃঢ়ং ভবতি।"[৮] মহৎ পরিবর্ধিত যজ্ঞের বা সৃষ্টিকর্মের নায়ক সূর্যাগ্নিরূপী আদিত্য বা ইন্দ্রই বৃহস্পতি বা ব্রহ্মণস্পতি। কয়েকজন পাশ্চাত্যপণ্ডিত বৃহস্পতিকে অগ্নিরূপেই গ্রহণ করেছেন:

The evidence adduced above seems to favour the view that Bṛhaspati was originally an aspect of Agni as a divine priest presiding over devotion, an aspect which had attained an independent charcter by the beginning of the Ṛgvedic period,. the connection with Agni was not entirely severed.

Langlois, H. H. Wilson, Maxmuller agree in regarding Bṛhaspati as a variety of Agni. . .Weber considers Bṛhaspati to be a priestly abstraction of Indra as is followed in this by Hopkins."[৯]

আরও একজন পাশ্চাত্য ভারততত্ত্ববিদ্ একই ধারণা পোষণ করেছেন। তিনি লিখেছন, "Bṛhaspati and Brahmanaspati are generally identical with Agni. Nearly the same epithets are applied to

১ ঋগ্বেদ—২।২৬।৩ ২ ঋগ্বেদ—১।৪০।৮ ৩ ঋগ্বেদ—৬।৭৩।১
৪ ঐ —৬।৭৩।২ ৫ নিরুক্ত—১০।১২।৫ ৬ নিরুক্ত—২।১।৯
৭ নিরুক্ত—১।২।১৬ ৮ নিরুক্ত—১।২।১৭ ৯ Vedic Mythology—page 103-104

them with this additional one—of presiding over prayer."[১] আর একজনের মন্তব্য : "It is this omnipresent power of prayer, which Brahmanaspati personifies and it is not without reason that he is sometimes confounded with Agni and especially with Indra."[২]

রমেশচন্দ্র দত্তও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন : "ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতি বাক্যদেব বা স্তুতিদেব বা প্রার্থনার দেবতা। বেদের অনেক স্থলে তাঁহারা অগ্নিদেবের রূপান্তর মাত্র।"[৩]

মন্ত্রের অধীশ্বর হিসাবেই বৃহস্পতি পরবর্তীকালে দেবতাদের গুরু, মহাপণ্ডিত ও জ্ঞানের অধীশ্বর রূপে পরিগণিত হয়েছেন। গ্রহগণের অধীশ্বর হওয়ায় এবং মহাশূন্যে অবস্থিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে উজ্জ্বলতম হওয়ায় বৃহস্পতি প্রকৃতই বৃহৎ বস্তুর অধিপতি—সূর্যাগ্নির অংশ সম্ভূত দেবতাদের মধ্যে তিনি প্রকৃত গুরু অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ।

পণ্ডিতরা মনে করেন যে বৃহস্পতি বা ব্রহ্মণস্পতি থেকেই পরবর্তীকালে মহাভারতে ও পুরাণে ব্রহ্মার এবং উপনিষদের ব্রহ্মের উৎপত্তি হয়েছে।

"ঋগ্বেদ রচনার সময়ে হিন্দুগণ এক ঈশ্বরবাদী ছিলেন না, প্রকৃতির মধ্যে সুন্দর ও গৌরবান্বিত বস্তু সমূহকে উপাসনা করিতেন। কিন্তু যখন হিন্দুদিগের মধ্যে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন হইল, তাঁহারা আলোচনা করিয়া দেখিলেন প্রকৃতির সমস্ত বস্তু ও সমস্ত কার্য একই নিয়মশ্রেণী দ্বারা আবদ্ধ ও পরিচালিত, তখন তাহাদিগের হৃদয়ে উদয় হইল যে—সূর্য, আকাশ, বায়ু, অগ্নি ভিন্ন ভিন্ন দেব নহেন,—ইহাদিগের নিয়ন্তা, ইহাদিগের পরিচালক, ইহাদিগের সৃষ্টিকর্তা একজন মাত্র দেব আছেন। সে দেবকে কি নাম দিবেন? 'আরাধ্য' দেবের নাম নাই, অথবা নাম 'আরাধ্য'। আরাধনা বা প্রার্থনা মূলক যে শব্দটি পাইলেন সেই 'ব্রহ্ম' শব্দ দ্বারা জগতের সৃষ্টিকর্তাকে 'ব্রহ্মা' নামে উপাসনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বৈদিক 'ব্রহ্ম' প্রার্থনা শব্দ হইতে পুরাণের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল। ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে একজন সৃষ্টিকর্তার কতক কতক অনুভব আছে ··· কিন্তু তাঁহাকে ব্রহ্মা নাম দেওয়া হয় নাই। ঋগ্বেদের ব্রহ্মা একজন পুরোহিত মাত্র।"[৪]

১ Hindu Mythology—W. G. Wilkins, page 28
২ The Religions of India—M. Barth
৩ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—১ম, পৃঃ ৩৫, ১।১৮।১ ঋকের টীকা।
৪ তদেব

রমেশচন্দ্রের এই মন্তব্য অনেকটা কাল্পনিক। ঋগ্বেদের ধর্মচর্যায় বহুদেবতার উপাসনার মধ্যেও যে একেশ্বরত্বের অনুভব সর্বত্রই বিদ্যমান তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। আর ঋগ্বেদের দেব উপাসনা যে জড় প্রকৃতির উপাসনা নয়—সূর্যাগ্নিরূপী চিৎশক্তির উপাসনা, তাও প্রতিপাদিত হয়েছে। তবে ব্রহ্মণ্ বা ব্রহ্মণস্পতির ব্রহ্মাতে রূপান্তর অসঙ্গত হয় না। **Macdonell** লিখেছেন, **"As the divine Brāhman priest Bṛhaspati seems to have been the prototype of Brahmā, the chief of Hindu triad, while the neuter form of the word 'brahma' developed into absolute of the vedānta philosophy."**[১]

বৃহস্পতি ছিলেন দেবতাদের পুরোহিত, পরে তিনি হলেন দেবতাদের গুরু। কালিকাপুরাণে বৃহস্পতির ধ্যানমূর্তি বর্ণনা করা হয়েছে। এই মূর্তি প্রায় পৌরাণিক ব্রহ্মার সমতুল্য।

স্বর্ণগৌর পীতবাসা স্বর্ণপর্যঙ্কসংস্থিতঃ ॥
মালাং কমণ্ডলুং দণ্ডং বামেন বরদায়কম্।
চতুর্ভুজং সর্বজ্ঞং চিন্তয়েদ্দেবং তীর্থকম্ ॥[২]

—সোনার মত গৌরবর্ণ, পীতবসনধারী, স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট; মালা, কমণ্ডলু, দণ্ড এবং বরদহস্ত চতুর্ভুজ সর্বজ্ঞ' তীর্থকর দেবকে চিন্তা কর।

বৃহস্পতির স্বর্ণবর্ণ ও স্বর্ণসিংহাসন সূর্যাগ্নির দ্যোতক। পুরাণে ব্রহ্মণস্পতি ব্রহ্মার মধ্যে লীন হয়ে পৃথক্ সত্তা হারিয়েছেন। কিন্তু দেবগুরুরূপে বৃহস্পতি স্বীয় আসন রেখেছেন। অবশ্য তাঁর প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃতিতে লীন হয়েছে, তাঁর আসন পরিবর্তিত হয়েছে বৃহত্তম গ্রহে; গ্রহ হিসাবেই তিনি আজও পূজিত।

প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ বেদে বৃহস্পতি বৃহতের পতি—গ্রহ তারকাদির অধিপতি সূর্য। বৃহদ্দেবতাতেও এই অভিমতের সমর্থন পাই।

বৃহন্তৌ পাতি যল্লোকাবেষ দ্বৌ মধ্যমোত্তমৌ।
বৃহতা কর্মণা তেন বৃহস্পতিরিতীড়িতঃ ॥[৩]

—যেহেতু তিনি উত্তম ও মধ্যম দুই বৃহৎ জগৎ (দ্যুলোক ও পৃথিবী) পালন করেন, অতএব বৃহৎ কর্মের জন্য তাঁকে বৃহস্পতি বলা হয়।

পুরাণে বৃহস্পতির পত্নী তারা। বৃহস্পতি সূর্য বৃহৎ তারকাদিরও অধিপতি।

১ Vedic Mythology—page 104 ২ কাঃ পুঃ—৭৯।১২৬।১২৭
৩ বৃহঃ—২।৪০

—হে মাতঃ! তুমি উত্তম পতি পাইয়াছ। তোমার অঙ্গ, উরু ও মস্তক যেমন আবশ্যক তেমনি হইবেক। পতিসংসর্গে আনন্দলাভ করিয়া থাক। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।[১]

বৃষাকপির গুণাবলির যে বিবরণ বৃষাকপি সূক্তে আছে তাতে দেখা যায় যে তিনি ইন্দ্রের সঙ্গে সোমপানে মত্ত হয়েছিলেন (১০।৮৬।১); বৃষাকপি ইন্দ্রের প্রীতির পাত্র, ইন্দ্র তাঁকে রক্ষা করেন (১০।৮৬।৪), বৃষাকপির জন্য হুত দ্রব্যাদি দেবতারা গ্রহণ করেন; বৃষাকপি পরস্বাপহারিকে বধ করেন (১০।৮৬।১৮)।

বৃষাকপির পত্নী বৃষাকপায়ী। বৃষাকপি এবং ইন্দ্র কর্তৃক প্রবোধিত হয়েই সম্ভবতঃ ইন্দ্রাণী বৃষাকপায়ীকে বলেছেন—

বৃষাকপায়ি রেবতি সুপুত্র আদুসুষ্ণুষে।

ঘষত্ত ইন্দ্র উক্ষণঃ প্রিয়ং কাচিৎকরং হবির্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥[২]

—হে বৃষাকপিবণিতে! তুমি ধনশালিনী ও উৎকৃষ্ট পুত্রযুক্তা এবং আমার সুন্দরী পুত্রবধূ। তোমার বৃষদিগকে ইন্দ্র ভক্ষণ করুন, তোমার অতি চমৎকার, অতি সুখকর হোমদ্রব্য তিনি ভক্ষণ করুন। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।[৩]

বৃষাকপি সম্পর্কে উল্লিখিত গুণাবলী থেকে বৃষাকপির স্বরূপ নির্ণয় সহজসাধ্য বোধ হয় না। রমেশচন্দ্র দত্ত বৃষাকপিকে এক জাতীয় বানর মনে করে লিখেছেন, "বৃষাকপির প্রকরণ একটি দুরূহ অংশ। যদি এরূপ জ্ঞান করা যায় যে, বৃষাকপি একজাতীয় বানর, একদা ঐ বানর কোন যজমানের যজ্ঞসামগ্রী উচ্ছিষ্ট করিয়া নষ্ট করিয়াছিল। যজমান এইরূপ কল্পনা করিল যে ঐ বানর ইন্দ্রের পুত্র, সেই নিমিত্ত ইন্দ্র উহার ধৃষ্টতা নিবারণ করিলেন না। কবি সেই কল্পনার উপর ইন্দ্রের উক্তি ও ইন্দ্রাণীর কথা ইত্যাদি রচনা করিলেন। এই প্রকার জ্ঞান করিলে বৃষাকপি সূক্তের প্রায় সর্বাংশে বাখ্যাত হয়। এই সূক্তটি বোধ হয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক।"[৪]

কপি শব্দে সাধরণতঃ বানরকেই বোঝায়। বৃষ ও কপি শব্দ দু'টি একত্রিত হয়ে বৃষাকপি শব্দ নিষ্পন্ন হওয়ায় বৃষাকপি এক শ্রেণীর বানররূপে ব্যাখ্যাত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু কোন বানরকে ইন্দ্রের প্রিয় এবং সোমপায়ীরূপে এবং বৃষাকপি পত্নীকে ইন্দ্রের পুত্রবধূরূপে বর্ণনা করা ঋষিকবির পক্ষে সঙ্গত

---

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—১০।৮৬।১৩ ৩ অনুবাদ—তদেব

৪ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ২য়—পৃঃ ১৫৬২, ১৫৬২, ১০।৮৬।২৩ ঋকের টীকা।

বিবেচিত হতে পারে না। অনেক পণ্ডিত বৃষাকপি সূক্তটিকে বহু প্রাচীনকালের রচনা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ বৃষাকপিকে নক্ষত্ররূপে গণ্য করেছেন। ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতে বৃষাকপির উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান হোত সুদূর অতীতে অন্ততঃ ৩০,০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে। এই সময়ে বৃষাকপি মৃগশিরা নক্ষত্রপুঞ্জের (orion) মধ্য দিয়ে গমন করেছিল। পরে বৃষাকপিকে বিষুবরেখার উপরে দেখা গিয়েছিল খৃঃ পূঃ ২৩,০০০ অব্দে। আবার খৃঃ পূঃ ১০,০০০ অব্দে বৃষাকপিকে দক্ষিণে দেখা গিয়েছিল।[১] তিলকের মতে বৃষাকপি সূক্ত ১৬,০০০ খৃঃ পূর্বাব্দেরও আগেকার। "These scholars hold that the hymn narrated a legend current in old times. In other words, they take it and I think rightly to be a historic hymn.... pischel and Gledner understand the hymn to mean that Vṛsākapi went down to the south and again returned to the house of Indra."[২]

একটি ঋকে বৃষাকপিকে পুনরায় আগমনের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে :

পুনরেহি বৃষাকপে সুবিতা কল্পয়াবহৈ।
য এষ স্বপ্ননংশনোঽস্তমেষি পথা পুনর্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ॥[৩]

—হে বৃষাকপি! পুনর্বার এস। তোমার নিমিত্ত উত্তম উত্তম যজ্ঞভাগ প্রস্তুত করিতেছি। এই যে নিদ্রাবিলাসী সূর্যদেব, ইনি যেমন অস্তধামে গমন করেন, তুমিও তেমনি গৃহমধ্যে আগমন কর। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।[৪]

বৃষাকপির স্বরূপ অনুধাবনে যাস্কের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই যুক্তিযুক্ত। যাস্ক বৃষাকপি শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "অথ যদ্রশ্মিভিরভি প্রকম্পয়ন্নেতি তদ্ বৃষাকপির্ভবতি বৃষা কম্পনঃ।"[৫]—অনন্তর যখন রশ্মিদ্বারা কম্পিত করেন, তখন তিনি হন বৃষাকপি। বৃষা শব্দের অর্থ রশ্মিসমন্বিত অথবা বর্ষণকারী ; কপি শব্দের অর্থ কম্পনকারী। কিরণ অথবা বৃষ্টি বর্ষণ করেন কে? না, সূর্য। রশ্মি সমন্বিত অর্থ গ্রহণ করলে অবশ্যই সূর্য হবেন। প্রাণিবর্গের কম্পনসৃষ্টিকারীও সূর্য। অতএব যাস্কের মতে বৃষাকপি সূর্যই। বৃষাকপি সম্পর্কিত নিরুক্ত বাক্যটি

---

১ Ṛgvedic Culture—Dr. A. C. Das, page 37

২ The Hindu Nakṣatras—Journal of the Dept. of Science (C. U.) vol. VI, page 22

৩ ঋগ্বেদ—১০।৮৬।২১ ৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ নিরুক্ত—১২।২৭।৬

সম্পর্কে ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুরের বিশ্লেষণ : "অস্ত গমনোন্মুখ সূর্যই বৃষাকপি,—বৃষভিঃ রশ্মিভিঃ (উপলক্ষিত) অভিপ্রকম্পয়ন্ এতি অস্তাচলং গচ্ছতি—(উপসংহৃত প্রায় রশ্মিসমূহ সমন্বিত হইয়া প্রাণিবর্গের কম্প উৎপাদনপূর্বক সূর্য অস্তাচলে গমন করেন)—সূর্যাস্ত হইতেছে দেখিয়া দিবাচারী প্রাণিসমূহ ভয়ে প্রকম্পিত হয়। অথবা বৃষা শব্দের অর্থ বর্ষণকারী এবং কপি শব্দের অর্থ কম্পনকারক—অস্তাচলগামী সূর্য অবশ্যায় (ওস্ বা হিমকণা) বর্ষণ করেন এবং রাত্রিভীত প্রাণিবর্গকে বিকম্পিত করেন।[১]

শেষোদ্ধৃত ঋক্‌টির (১০।৮৩।২১) ব্যাখ্যায় নিরুক্তকার লিখেছেন,—

"পুনরেহি বৃষাকপে সুপ্রসূতানি বঃ কর্মাণি কল্পয়াবহৈ।"[২]

—হে বৃষাকপে, তুমি পুনরায় আগমন কর অর্থাৎ উদিত হও। সুবিহিত অথবা সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত অথবা যথাবিধি যাগকর্ম আমরা দু'জনে (তুমি ও আমি) সম্পন্ন করি। (তুমি করিবে উদয়ের দ্বারা, আমি করিব অনুষ্ঠানের দ্বারা)।"[৩]

"য এষ স্বপ্ননংশনঃ স্বপ্নন্নায়ত্যাদিত্য উদয়েন সোঽস্তমেষি পথা পুনঃ।"[৪]—যে-তুমি স্বপ্ন বা নিদ্রা বিনষ্ট কর উদয়ের দ্বারা, সেই তুমি আবার অস্তগমন করছো।

সর্বস্মাদ্ ইন্দ্র উত্তর স্তমেতদ্ ক্রম আদিত্যম্ ॥[৫]

—যে ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ, সেই আদিত্য (ইন্দ্রকে) লক্ষ্য করেই বল্‌ছি।

অতএব যাস্কের মতানুসারে বৃষাকপি অস্তগামী সূর্য। বৃষাকপির বিবরণ যাস্কের অভিমতকেই সমর্থন করে। ইন্দ্রও সূর্যস্বরূপতা হেতু বৃষাকপির প্রিয়। ইন্দ্রাণী অবশ্যই ইন্দ্রের শক্তি অর্থাৎ সূর্যের তাপশক্তি। সূর্যের অস্তগমনে সূর্যশক্তির অপ্রকটতা হেতু ইন্দ্রাণীর সঙ্গে বৃষাকপির বিদ্বিষ্ট সম্পর্ক। এইজন্যই ইন্দ্রাণীর ক্ষোভ—বৃষাকপি তাঁকে অবীরা অর্থাৎ পতিপুত্রহীনা নারীর মত জ্ঞান করেছেন। কিন্তু উদিত সূর্য বা ইন্দ্রের নিকট সূর্যশক্তি ইন্দ্রাণী সনাথা এবং শোভনাবয়বা। এইজন্যই ঋষি বৃষাকপির পুনরাবির্ভাব প্রার্থনা করেছেন। এইজন্যই ইন্দ্রের সঙ্গে বৃষাকপির ঘনিষ্ঠতা। সায়ংকালে সূর্যের অস্তগমনে বিশ্বভুবন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়ে কম্পিত হয়। বৃষ শব্দের অর্থ বর্ষণকারী। ঋগ্বেদে সূর্যকে বহুবার বৃষ বা বৃষভ নামে অভিহিত করা হয়েছে। সূর্যাগ্নির একত্বহেতু বৃষাকপি দেবতাদের হবির্ভোজনের মাধ্যম। বামনপুরাণে বৃষা কপি শিবের এক নাম।[৬]

---

১ নিরুক্ত (ক.বি.)—পৃঃ ১৩১৬ ২ নিরুক্ত—১২।২৮।২ ৩ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর
৪ নিরুক্ত—১২।২৮।৩ ৫ ঐ —১২।২৮।৪ ৬ বাঃ পুঃ—৬।৭১

বৃহদ্দেবতাতে বৃষাকপিকে স্পষ্টভাবে সূর্যরূপেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে—

বৃষাকপিরসৌ তেন বিশ্বমাদিন্দ্র উত্তরঃ।
রশ্মিভিঃ কম্পয়ন্নেতি বৃষা বর্ষিষ্ঠ এব সঃ॥
সায়াহ্নকালে ভূতানি স্বাপয়ন্নস্তমেতি যৎ।
বৃষাকপিরিতো বা স্যাদিতি মন্ত্রেষু দৃশ্যতে॥[1]

—তিনি বৃষাকপি সেইজন্য ইন্দ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ। রশ্মিসমূহের দ্বারা কম্পিত করে বর্ষণের দ্বারা তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ষণকারী হন। সন্ধ্যাকালে জীবগণকে নিদ্রিত করে অস্তগমন করেন, সেইজন্য মন্ত্রে তাঁকে বৃষাকপি বলা হয়।

---

১ বৃহদ্দেবতা—২।৬৯ ৭০

কশ্যপ

ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচি। তপঃপরায়ণ মরীচির মানসপুত্র কশ্যপ। বহুগুণ সম্পন্ন কশ্যপকে প্রজাপতি দক্ষ তেরোটি কন্যা দান করেছিলেন।

পুরা কৃতযুগে রাজন্ মানসো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো মরীচির্নাম নামতঃ॥
তস্যাপি তপসো রাশেঃ কালেন মহতানঘ।
পুত্রোঽথ মানসো জাতঃ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মেব চাপরঃ॥
ক্ষমা দমো দয়া দানং সত্যং শৌচমথার্জবম্।
মারীচেশ্চ গুণাহ্যেতে সন্তি তস্য চ ভারত॥
এবং গুণগণাকীর্ণং কশ্যপং দ্বিজসত্তমম্।
জ্ঞাত্বা প্রজাপতির্দক্ষো ভার্য্যার্থে স্বসুতাং দদৌ॥
অদিতির্দিতির্দনুশ্চৈব তথাপ্যেবং দশাপরাঃ।
যাসাং পুত্রাশ্চ সঞ্জাতাঃ পৌত্রাশ্চ ভরতর্ষভ॥
অদিতির্জনয়ামাস পুত্রানিন্দ্র পুরোগমান্
জাতাস্তস্য মহাবাহো কশ্যপস্য প্রজাপতেঃ॥[১]

—হে রাজন্ পুরাকালে সত্যযুগে বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞ মরীচি নামে ব্রহ্মার পুত্র ছিলেন। তপোরাশি সেই মরীচির সাক্ষাৎ ব্রহ্মের মত মানসপুত্র জন্মেছিলেন। হে ভারত, মরীচিনন্দন—ক্ষমা, সংযম, দয়া, দান, সত্য, পবিত্রতা, ঋজুতা প্রভৃতি মহৎ গুণে ভূষিত ছিলেন। কশ্যপকে এইরূপ গুণান্বিত দেখে প্রজাপতি দক্ষ ভার্যারূপে তাঁর কন্যা দান করেছিলেন। অদিতি, দনু, দিতি ও আরও দশজন দক্ষকন্যা তাঁর পত্নী ছিলেন। তাঁদের পুত্র ও পৌত্রগণ জন্মেছিলেন। প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে অদিতি জন্মদান করেছিলেন।

কশ্যপপত্নী দিতির পুত্র দৈত্য, দনুর সন্তান দানব এবং অদিতির সন্তান আদিত্য বা দেব নামে প্রসিদ্ধ। দ্বাদশ আদিত্যের জনক হিসাবে কশ্যপ প্রসিদ্ধ।

তস্য পুত্রা বভূবুর্হি আদিত্যা দ্বাদশ প্রভো।[২]

বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে কশ্যপ অথবা কশ্যপপত্নী অদিতির প্রার্থনায় বিষ্ণু

১ স্কন্দপুরাণ, রেবাখণ্ড—৪০ অঃ　　২ বরাহপুঃ—১৭।৪

তাঁদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বামণপুরাণে কশ্যপ বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন :

বাসবস্যানুজো ভ্রাতা জ্ঞাতীনাং নন্দিবর্ধনঃ।
আদিত্যা অপি চ শ্রীমান্ ভগবানস্তু মে সুতঃ॥[১]

—ইন্দ্রের অনুজ ভ্রাতারূপে জ্ঞাতিদের আনন্দবর্ধনকারী আদিত্যগণ এবং শ্রীমান্ ভগবান্ আমার পুত্র হোন।

দেবদানব ও অন্যান্য প্রাণিবর্গের জনক কশ্যপের স্বরূপ কি? ঋগ্বেদের ১০।১০৬ সূক্তের দ্রষ্টা কাশ্যপ ভূতাংশ ঋষি। কশ্যপকে কখনও কখনও ঋষিরূপে দেখা যায় বটে, কিন্তু এতে কশ্যপের স্বরূপ ব্যাখ্যা হয় না। কশ্যপ প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র হলেও প্রজাপতি নামে খ্যাত। দক্ষকন্যাগণকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে তিনি প্রকৃতপক্ষে প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন। এই জীবস্রষ্টা কশ্যপ অবশ্যই সূর্য। শতপথ ব্রাহ্মণে প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টিমানসে কচ্ছপাকার গ্রহণ করেছিলেন। "স যৎ কূর্মো নাম। এতদ্বৈ রূপং কৃত্বা প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত। যদসৃজত অকরোত্তৎ। যদকরোত্তস্মাৎ কূর্মঃ। কশ্যপো বৈ কূর্মঃ। তস্মাদাহুঃ সর্বাঃ প্রজাঃ কাশ্যপাঃ ইতি।"[২] —কূর্ম নামের কথা বলা যাইতেছে। প্রজাপতি এই রূপ ধারণ করিয়া প্রজা সৃজন করিলেন। যাহা সৃজন করিলেন, তাহা তিনি করিলেন বলিয়া তিনি কূর্ম। কশ্যপও (অর্থাৎ কচ্ছপ) কূর্ম। এইজন্য লোকে বলে সকল জীব কশ্যপের বংশ।[৩]

কশ্যপ ও কচ্ছপ একই শব্দ। কচ্ছপ শব্দের অর্থপ্রসংঙ্গে নিরুক্তকার বলেছেন, "কচ্ছপোঽপ্যকূপার উচ্যতে।"[৪] —কচ্ছপকেও অকূপার বলা হয়।

অকূপার শব্দের অর্থ কি? নিরুক্তকার বলেছেন, "আদিত্যোঽপ্যকূপার উচ্যতে।"[৫] —আদিত্যকেও অকূপার বলা হয়। অকূপার অর্থে দীর্ঘপথ অতি-ক্রমকারী। অকূপার বা কচ্ছপ অর্থে নিরুক্তকারের মতে আদিত্য। কচ্ছপ ও কশ্যপ একই শব্দ হওয়ায় কশ্যপ অর্থেও আদিত্য বোঝায়। নিরুক্তকার বলেন যে, কচ্ছ শব্দ খচ্ছ শব্দ থেকেও আসতে পারে। খচ্ছ শব্দ বলতে বোঝায়—যার শরীর আকাশকে আবৃত করে। সূর্যের কিরণ আকাশকে আবৃত করে, এই হিসাবে সূর্য হচ্ছে খচ্ছ বা কচ্ছ বা কচ্ছপ কিংবা কশ্যপ।

---

১ বামনপুঃ—২৭।৪ ২ শতপথ ব্রাঃ—৭।৪।১।১৫

৩ অনুবাদ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রচার ১২৯১, পৃঃ ১৪৯ ৪ নিরুক্ত—৪।১৮।৬

৫ নিরুক্ত—৪।১৮।২

অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে কশ্যপ সূর্যরূপে বর্ণিত হয়েছেন, "প্রজাপতেরাবৃতো ব্রহ্মণো বর্মণাহং কশ্যপস্য জ্যোতিষা বর্চসা চ।"[১] —প্রজাপতির ব্রহ্মরূপী বর্মেরদ্বারা এবং কশ্যপের জ্যোতি ও কিরণের দ্বারা আমি যেন আবৃত হই।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও কশ্যপ সূর্যরূপে বর্ণিত :

"কশ্যপঃ পশ্যকো ভবতি, যৎ সর্বং পরিপশ্যতি।"[২]

—কশ্যপ পশ্যক হন,—তিনি সব কিছু দেখে থাকেন। সমস্ত জগতের চক্ষু-স্বরূপ সকল কিছুর দ্রষ্টা সূর্য ছাড়া আর কে?

"তে সর্বে কশ্যপাজ্জ্যোতির্লভন্তে।"[৩] —তারা সকলেই কশ্যপের কাছ থেকে জ্যোতি বা তেজ লাভ করে থাকে।

এখানে কশ্যপ সূর্য ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। আচার্য মহীধর উপরি-উদ্ধৃত অথর্ববেদীয় মন্ত্রটির ব্যাখ্যায় ঐতরেয় আরণ্যকের মন্ত্রদু'টি উদ্ধার করে প্রজাপতি এবং কশ্যপ যে সূর্য সেই তত্ত্বই প্রতিপাদন করেছেন। তাঁর মতে "প্রকাশ বৃষ্ট্যাদিনা প্রজানাং পালনাৎ প্রজাপতিঃ আদিত্যঃ। অথবা সম্বৎসরকালনির্বাহকত্বাৎ তস্য চ প্রজাপতিরূপত্বাৎ সূর্য প্রজাপতিঃ।" —(অস্যার্থ) প্রকাশ বৃষ্টি প্রভৃতির দ্বারা প্রজা পালনের জন্যই প্রজাপতি আদিত্য। অথবা সংবৎসররূপ কাল পরিচালনার দ্বারা প্রজাপতিরূপ গ্রহণ করায় সূর্য প্রজাপতি।

প্রজাপতি বর্ম কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যায় মহীধর বলেন, "বর্ম তন্মুত্রং তদ্রূপেণ সূর্যস্য তেজোময়েন স্বরূপেণ আবৃতঃ বেষ্টিতঃ।" —দেহরক্ষাকারীরূপে সূর্যের তেজোময় আকৃতির দ্বারা আবৃত বা বেষ্টিত।

সুতরাং মহীধরের মতে সূর্যের তেজোময় আবরণই সূর্যের বর্ম। কশ্যপ সম্বন্ধে মহীধর লিখেছেন, "কশ্যপঃ পশ্যকো ভবতি যৎ সর্বং পরিপশ্যতি ইতি শ্রুতেঃ কশ্যপঃ সূর্যস্য মূর্ত্যন্তরভূতঃ।" —কশ্যপ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অনুসারে কশ্যপ সূর্যের অন্যমূর্তি।

কশ্যপ সম্পর্কে John Dowson লিখেছেন,—"Having assumed the form of tortoise, Prajāpati created off-spring. That which he created he made; hence the word Kurma (S.B.). Kasyapa means

---

১ অথর্ব—১৭।১।১।২৭ ২ তৈঃ আঃ—১।৮ ৩ তদেব—১।৭।২

tortoise, hence men say, 'All creatures are descendant of Kasyapa.' This tortoise is the same as Āditya."[১]

বঙ্কিমচন্দ্র কশ্যপকে প্রজাপতি বিশ্বস্রষ্টা বলে ব্যাখ্যা করেছেন: "অতএব প্রজাপতি বা স্রষ্টাই কশ্যপ। গোড়ায় তাই। তাহার উপর উপন্যাসকারেরা উপন্যাস বাড়াইয়াছে।"[২]

বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তবে বিশ্বস্রষ্টা আর কশ্যপ বা কূর্ম সূর্যাগ্নি ছাড়া আর কেউ নন। সুতরাং দক্ষপত্নী অদিতির পিতা কশ্যপ আর দক্ষ একই। এক সূর্য বা সূর্যাগ্নিই কখনও কশ্যপ, কখনও দক্ষ। সুতরাং দক্ষ থেকে অদিতির জন্ম আর অদিতি থেকে দক্ষের জন্ম, ঋগ্বেদের এই বক্তব্য ভ্রান্তিমূলক বলা চলে না। যজুর্বেদে (তৈঃ সং ৭।৫।১৩।৪; বা সঃ সং ২৯।৬০) অদিতি বিষ্ণুর পত্নী। বিষ্ণুও মূলতঃ সূর্য হওয়ায় অদিতিকে একই সঙ্গে দক্ষপত্নী এবং বিষ্ণুপত্নী বলায় বিরোধ হয় না। স্মরণ রাখা দরকার যে বিষ্ণুর এক মূর্তি বা অবতার কূর্ম। কূর্ম-কশ্যপ ও কূর্ম-বিষ্ণু একই দেবসত্তা ভিন্নরূপে প্রকাশিত।

---

১ Classical Dictionary of Hindu Mythology.

২ প্রচার, ১২৯১—পৃঃ ১৯৯

দ্যৌস্ ও পৃথিবী

ঋগ্বেদের প্রধান দেবতাদের অন্যতম না হলেও দ্যৌস্ একজন উল্লেখযোগ্য দেবতা। দ্যৌস্ কখনও একাকী, কখনও বা পৃথিবীর সঙ্গে একত্রে স্তুত হয়েছেন। দ্যৌস্ ও পৃথিবী একত্রে দ্যাবাপৃথিবী নামে অভিপূজিত হয়েছেন। দ্যাবাপৃথিবী জগৎ ধারণ করেন, চক্রবৎ পরিবর্তিত হন। তাঁদের স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়।

কতরা পূর্বা কতরাপরায়োঃ কথা জাতে কবয়ঃ কো বিবেদ।
বিশ্বং ত্মনা বিভৃতো যদ্ধ নাম বিবর্ততে অহনী চক্রিয়েব ॥[১]

—দ্যু ও পৃথিবী ইহাদিগের মধ্যে কে প্রথম উৎপন্ন হইয়াছেন, কে পরে উৎপন্ন হইয়াছেন, কি নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছেন, হে কবিগণ! একথা কে জানে। উহারা অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া সমস্ত জগৎ ধারণ করেন এবং দিবা ও রাত্রির ন্যায় চক্রবৎ পরিবর্তিত হইতেছেন।[২]

দ্যাবাপৃথিবী সমানগুণসম্পন্ন ও পরস্পর সংশ্লিষ্ট :

সংগচ্ছমানে যুবতী সমংতে স্বসারাজামী পিত্রোরুপস্থে
অভিজিঘ্রংতী ভুবনস্য নাভিং দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥[৩]

—পরস্পর সংসক্ত সদা তরুণ সমান সীমা বিশিষ্ট, ভগিনীভূত বন্ধুসদৃশ দ্যাবা-পৃথিবী পিতা-মাতার ক্রোড়স্থিত এবং ভূতসমূহের নাভিস্বরূপ (জল) ঘ্রাণ করতঃ আমাদিগকে মহাপাপ হইতে রক্ষা করুন।[৪]

দ্যাবাপৃথিবীই মনুষ্যের পিতামাতা,—এমন কি তাঁরা যজ্ঞস্থলে বৃষ্টিও প্রদান করেন।

মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন ইমং যজ্ঞং মিমিক্ষতাং
পিপৃতাং নো ভরীমভিঃ ॥[৫]

—অশেষ প্রভাব বিশিষ্টা দ্যুলোকদেবতা এবং ভূমিদেবতা আমাদিগের এই অনুষ্ঠিত যজ্ঞকে স্নেহরসে আর্দ্র করুন এবং পোষণ প্রভাবে আমাদের অভীষ্ট পরিপূর্ণ করুন।[৬]

দ্যৌর্মে পিতা জনিতা নাভিরত্র বন্ধুর্মে মাতা পৃথিবী মহীয়ম্।
উত্তানয়োশ্চম্বোর্যোনিরন্তরত্রা পিতা দুহিতুর্গর্ভমাধাৎ ॥[৭]

---

১ ঋগ্বেদ—১।১৮৫।১
২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৩ ঋগ্বেদ—১।১৮৫।৫
৪ অনুবাদ—তদেব
৫ ঋগ্বেদ—১।২২।৪৩
৬ অনুবাদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী
৭ ঋগ্বেদ—১।১৬৪।৩৩

—দ্যুলোক আমার পালক এবং উৎপাদক ; এই দ্যুলোকে নাভিভূত ভৌতরস আছে ; এই মহতী পৃথিবী আমার বন্ধু অর্থাৎ সম্বন্ধবিশিষ্টা এবং মাতা উত্তান বা ঊর্ধ্বশায়িত অর্থাৎ চিৎভাবে অবস্থিত চমূর অর্থাৎ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে অন্তরীক্ষ নামক স্থান আছে ; অত্রস্থিত দ্যুলোক বা পালক পর্জন্য দুহিতৃভূত পৃথিবীর উপরে সর্বভূতের উৎপত্তিকারক উদক বর্ষণ করেন।[১]

'পিতা দুহিতুর্গর্ভমাধাৎ',—পিতা দুহিতার গর্ভ উৎপাদন করেন,—এ কথার তাৎপর্য কি? রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে অন্তরীক্ষ আছে, তথায় পিতা অর্থাৎ দ্যু বা ইন্দ্র দুহিতা অর্থাৎ বৃষ্টিজল প্রদান করেন।[২]

যাস্ক লিখেছেন, তত্র পিতা দুহিতুর্গর্ভং দধাতি, পর্জন্যঃ পৃথিব্যাঃ।[৩]—পর্জন্য (দ্যুলোক) পৃথিবীর উপর গর্ভ অর্থাৎ সর্বভূতের উৎপত্তিহেতু উদক বর্ষণ করেন।[৪]

ইদং দ্যাবাপৃথিবী সত্যমস্তপিতর্মাতর্যদিহোপব্রুবেবাম্।[৫]

—হে পিতঃ! হে মাতঃ! এই যজ্ঞে তোমাদিগের উদ্দেশ্যে যে স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছি, হে দ্যাবাপৃথিবী! তাহা সার্থক হউক।[৬]

উপহূতা পৃথিবী মাতোপ মাং পৃথিবী মাতা হ্বয়তাম্।[৭]

—উপহূতা পৃথিবী মাতৃরূপা, আমাকে অনুজ্ঞা করুন।

দ্যৌর্নঃ পিতা পিত্র্যাচ্ছং ভবতি।[৮]

—দৌ আমাদের পিতা, পিতা দ্বারা সুখলাভ হয়।

দেখা যাচ্ছে, পিতৃস্বরূপ দ্যু ইন্দ্ররূপে বৃষ্টি প্রদান করেন। সুতরাং তিনি পর্জন্যরূপী।

অক্রন্দদগ্নিঃ স্তনয়ন্নিব দৌঃ।[৯]

—অগ্নি দ্যু'র গর্জনের মত ক্রন্দন করেছিলেন। মহীধর এখানে দ্যুঃ-এর অর্থ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "দ্যৌশব্দেনাত্র পর্জন্য উক্তঃ। দ্যৌর্মেঘ ইব স্তনয়ন্…।"

দ্যাবাপৃথিবী ভেষজ বা ঔষধ প্রদান করেন।

তন্নো বাতো ময়োভু বাতু ভেষজং তন্মাতা।
পৃথিবী তৎ পিতা দ্যৌঃ॥[১০]

---

১ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর   ২ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম—পৃঃ ৭৩
৩ নিরুক্ত—৪।২১।৬   ৪ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর   ৫ ঋগ্বেদ—১।১৮৫।১১
৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত   ৭ শুক্ল যজুঃ—২।১০   ৮ অথর্ব—৬।১২।১২১।২
৯ শুক্ল যজুঃ—১২।৬   ১০ ঋগ্বেদ—১।৮৯।৪

—বায়ু আমাদিগকে আকাঙ্ক্ষণীয় সুখসাধক সেই ভেষজকে প্রাপ্ত করুন, মাতা পৃথিবী সেই ভেষজ আমাদিগকে প্রাপ্ত করুন। পিতা দ্যুলোক আমাদিগকে সেই ভেষজ প্রাপ্ত করুন।[১]

ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে অদিতিকে দ্যৌঃ বলা হয়েছে। এই মন্ত্রেই অদিতি মাতা এবং পিতা।[২] আর একটি ঋকে পূষণ দ্যৌঃ, পূষণ দ্যৌঃ-এর মত সর্বব্যাপক। অশ্বিদ্বয় দ্যুস্থান দেবতা,—কোন কোন নিরুক্তকারের মতে অশ্বিদ্বয় দ্যাবাপৃথিবী।[৩] দ্যাবা-পৃথিবীঅগ্নির মত যজ্ঞের হবি স্বর্গে দেবতাদের নিকট বহন করেন।[৪]

দ্যাবা নঃ পৃথিবী ইমংসিধ্রমদ্য দিবিস্পৃশম্।
যজ্ঞং দেবেষু যচ্ছতাম্।[৫]

—দ্যাবাপৃথিবী দেবতাদ্বয় আজ আমাদের ফলনিষ্পাদক স্বর্গাভিমুখে গমনশীল যজ্ঞকে দেবগণের নিকট বহন করুন।[৬]

এই দেবতাদ্বয় দেবগণকে সোমপানের জন্য যজ্ঞস্থলে আনয়ন করেন।

আ বামুপস্থমদ্রুহা দেবাঃ সীদন্তু যজ্ঞিয়াঃ।
ইহাদ্য সোমপীতয়ে॥[৭]

—হে শত্রুতাশূন্য দ্যাবাপৃথিবী, যজ্ঞার্হ দেবগণ সোমপানের জন্য অদ্য তোমাদের সমীপে উপবেশন করুন।[৮]

সাধারণতঃ সকল পণ্ডিতই দ্যৌস্ শব্দের অর্থ করেছেন, আকাশ। কিন্তু যাস্কের মতে দ্যৌস্ শব্দের অর্থ দ্যোতমান্ বা প্রকাশমান্। "দ্যাবা বর্ণং চরতস্ত এব দ্যাবৌ দ্যোতনাৎ।"[৯] —দ্যোতমান হইয়া স্ব স্ব বর্ণ অর্থাৎ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, রাত্রি এবং উষাই দ্যোতন অর্থাৎ প্রকাশক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ বশতঃ।[১০]

"রাত্রি এবং উষা উভয়েই দ্যো, দ্যোতন বা প্রকাশক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন, রাত্রি দ্যোতমানা (প্রকাশময়ী) হয় নক্ষত্রের জ্যোতিতে, উষা দ্যোতমানা হয় স্বীয় জ্যোতিতে।"[১১]

বিপুল বিস্তারহেতু পৃথিবীর নাম—"প্রথনাৎ পৃথিবীত্যাহুঃ।"[১২] যাস্ক বলেছেন, গো শব্দে দ্যুলোককেও বোঝায়—"অথ দ্যৌর্বৎ পৃথিব্যা অধিদূরং গতা ভবতি।

---

১ অনুবাদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী ২ ঋগ্বেদ—১।৮৯।১০ ৩ ঋগ্বেদ—৬।৫৮।১
৪ নিরুক্ত—১২।১।৪ ৫ ঋগ্বেদ—২।৪১।২০ ৬ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর
৭ ঋগ্বেদ—২।৪১।২১ ৮ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৯ নিরুক্ত—২।২০।১২
১০ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ১১ অমরেশ্বর ঠাকুর, নিরুক্ত (ক. বি.)—পৃঃ ২৯৩
১২ নিরুক্ত—১।৫।৭

যচ্চাস্যাংজ্যোতীংষি গচ্ছন্তি।"[১] —আর গো শব্দ দ্যুলোকবোধক, দ্যুলোক পৃথিবীর উপরে বহুদূরে গিয়াছে, দ্যুলোকে জ্যোতিশ্চক্র সঞ্চরণ করে।[২]

অ দ্যৌঃ সংস্পৃষ্টা জ্যোতির্ভিঃ পুণ্যকৃদ্ভিশ্চ।[৩]

—দ্যুলোক জ্যোতিষ্মান্ পদার্থসমূহের দ্বারা এবং পুণ্যকারক লোকসমূহের দ্বারা সংস্পৃষ্ট (পরিব্যাপ্ত)।[৪]

দ্যৌস্ অর্থাৎ দ্যোতমান্ স্বয়ং প্রকাশ দেব,—যিনি সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতির সমানধর্মা, সমস্ত দেবতার জনক। এই দেবতাকে আকাশ বলে পণ্ডিতরা গ্রহণ করেছেন।

"By far the most frequent use of the word Dyaus is as designation of the concrete 'sky' in which sense it occurs at least 500 times in the R. V. It also means 'day' about 50 times.[৫]

আকাশ বা দিবা দ্যৌস্ নামে অভিহিত এবং যজ্ঞে পূজিত হয়েছে, এ অর্থ গ্রহণ করা চলে না। মহাশূন্যে বা মহাকাশে পরিব্যাপ্ত যে সূর্যকর তাই দ্যৌস্—সর্বদেবের জনক। যে দ্যৌস্ গো বা আদিত্যরূপী মধ্যস্থান দেবতা, তিনি প্রকৃতপক্ষে সূর্যাগ্নিরূপী,—সূর্যাগ্নিরই সীমাহীন জ্যোতির প্রকাশ। এই হিসাবে সূর্যকরোদ্ভাসিত মহাকাশও দ্যৌস্ হতে পারে। আর পৃথিবী সর্বদেব ও প্রাণীর মাতারূপে যজ্ঞাগ্নির আধাররূপে সূর্যকরের বিচরণক্ষেত্ররূপে পিতৃস্থানীয় দ্যৌস্-এর সঙ্গে স্তুত হয়েছেন। আকাশ ঊর্ধ্বস্থিত অগ্নির আধার এবং পৃথিবী পার্থিবাগ্নির আধার।

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে দ্যু এবং ইন্দ্র মূলতঃ একই দেবতা। তবে প্রাচীনতর কালে দ্যুর প্রাধান্য ছিল, ক্রমে ইন্দ্র দ্যুকে হঠিয়ে দিয়ে তাঁর স্থান দখল করে নিলেন। "There seems to be considerable ground for the opinion that Indra gradually superseded Dyaus in the worship of the Hindus soon after their settlement in India. As the praises of the newer god were Sung, the other one was forgotten and in, the present day, whilest Dyaus is almost unknown, Indra is still worshipped, though in the vedas both are called the god of heaven."[৬]

---

১ নিরুক্ত—২।১৪।৮ ২ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ৩ নিরুক্ত—
৪ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ৫ Vedic Mythology—page 21
৬ Hindu Mythology—W. J. Wilkins, page 13-14

উষা

বেদে নারী দেবতার সংখ্যা পুরুষ দেবতা অপেক্ষা অনেক কম। নারী দেবতার মধ্যে উষা প্রধান দেবতা। কাব্য হিসাবে উষাসূক্তগুলি রসিক পাঠকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত উষা সূক্তগুলিকে উৎকৃষ্ট লিরিক কবিতারূপে গণ্য করে থাকেন। উষাস্তবে ঋষি বলেছেন,—

সহ বামেন ন উষো ব্যুচ্ছা দুহিতর্দিবঃ।
সহ দ্যুম্নেন বৃহতা বিভাবরি রায়া দেবী দাস্বতী॥
অশ্বাবতী র্গোমতীর্বিশ্বসুবিদো ভূরি চ্যবংতবস্তবে।
উদীরয় প্রতি মা সূনৃতা উষশ্চোদ রাধো মঘোনাং॥
উবাসোষা উচ্ছাচ্চ নু দেবী জীরা রথানাং।
যে অস্যা আচরণেষু দধ্রিরে সমুদ্রে ন শ্রবস্যবঃ॥

* * *

বিশ্বমস্যা নানাম চক্ষসে জগজ্জ্যোতিষ্কৃণোতি সূনরী।
অপ দ্বেষো মঘোনী দুহিতা দিব উষা উচ্ছদপ স্রিধঃ॥
উষ আ ভাহি ভানুনা চন্দ্রেণ দুহিতর্দিবঃ।
আবহন্তী ভূর্যস্মভ্যং সৌভগং ব্যুচ্ছন্তী দিবিষ্টিষু॥
বিশ্বস্য হি প্রাণনং জীবনং ত্বে বি যদুচ্ছসি সূনরি।
সা নো রথেন বৃহতা বিভাবরি শ্রুধি চিত্রামঘে হবম্॥[১]

—হে দেবদুহিতা উষা! আমাদিগকে ধন দান করিয়া প্রভাত কর; হে বিভাবরি! প্রভূত অন্নদান করিয়া প্রভাত কর; হে দেবি! দানশীল হইয়া (পশুরূপ) ধনদান করিয়া প্রভাত কর।

(উষা) অশ্বযুক্তা গো সম্পন্না এবং সকল ধনপ্রদাত্রী; (প্রজাদিগের) নিবাসের জন্য তাঁহার অনেক (সম্পত্তি) আছে; হে উষা! আমাকে সুনৃত বাক্য, বল এবং ধনবানদিগের ধন দাও।

উষা (পুরাকালে) বাস করিতেন (অর্থাৎ প্রভাত করিতেন), অদ্যও প্রভাত করিতেছেন; ধনলুব্ধ লোক যেরূপ সমুদ্রে (নৌকা) প্রেরণ করে, উষার আগমনে যে রথসমূহ সজ্জীকৃত হয়, উষা তাহা সেইরূপে প্রেরণ করেন।

১ ঋগ্বেদ—১।৪৮।১-৩, ৮।১০

তাঁহার প্রকাশ হইবার জন্য সকল প্রাণী নমস্কার করিতেছে; কেননা, সেই নেত্রী জ্যোতিঃ প্রকাশ করেন এবং সেই ধনবতী স্বর্গদুহিতা বিদ্বেষীদিগকে এবং শোষণকারীদিগকে দূর করেন।

হে স্বর্গদুহিতে! আহ্লাদকর জ্যোতির সহিত প্রকাশিত হও, দিবসে দিবসে আমাদিগকে প্রভূত সৌভাগ্য আনিয়া দাও এবং অন্ধকার দূর কর।

হে নেত্রী উষা! সমস্ত প্রাণীর চেষ্টিত ও জীবন তোমাতেই আছে, কেননা তুমি অন্ধকার দূর কর। হে বিভাবরি! তুমি বৃহৎ রথে আইস; হে বিচিত্র ধনযুক্তে! আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ কর।[১]

উষো ভদ্রেভিরাগহি দিবশ্চিদ্রোচনাদধি।
বহংত্বরুণপ্সব উপ ত্বা সোমিনো গৃহং।
সুপেশসং সুখং রথং যমধ্যাস্থা উষস্ত্বং।
তেনা সুশ্রবসং জনং প্রাবাদ্য দুহিতর্দিবঃ॥[২]

—হে উষা! দীপ্যমান আকাশের উপরি হইতে শোভনীয় (মার্গ) দ্বারা আগমন কর; অরুণবর্ণ গাভীসমূহ তোমাকে সোমযুক্ত যজমানের গৃহে লইয়া আসুক।

হে উষা! তুমি সুরূপ সুখকর রথে অধিষ্ঠান কর; হে স্বর্গদুহিতে! তদ্দ্বারা হব্যদাতা যজমানের নিকট আইস।[৩]

এতা উত্যা উষসঃ কেতুমক্রত পূর্বে অর্ধে রজসো ভানুমংজতে।
নিষ্কৃণ্বানা আয়ুধানীব ধৃষ্ণবঃ প্রতি গাবোঽরুষীর্যন্তি মাতরঃ॥
অধি পেশাংসি বপতে নৃতুরিবাপোর্ণুতে বক্ষ উস্রেব বর্জহম্।
জ্যোতির্বিশ্বস্মৈ ভুবনায় কৃণ্বতী গাবো ন ব্রজং ব্যুষা আবর্তমঃ॥
প্রত্যর্চী রুশদস্যা অদর্শি বি তিষ্ঠতে বাধতে কৃষ্ণমভ্বং।
স্বরুং ন পেশো বিদথেষংজঞ্চিত্রং দিবো দুহিতা ভানুমশ্রেৎ॥
ব্যূর্ণ্বতী দিবো অংতাঁ অবোধ্যপ স্বসারং সনুতর্যুযোতি।
প্রমিনতী মনুষ্যা যুগানি যোষা জারস্য চক্ষসা বিভাতি॥[৪]

—উষা দেবতাগণ আলোক প্রকাশ করিয়াছেন; এবং অন্তরীক্ষের পূর্বদিকে জ্যোতি প্রকাশিত করেন; যোদ্ধাগণ যেরূপ আয়ুধ সকলের সংস্কার করে, সেইরূপ

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—১।৪৯।১ ২ ৩ অনুবাদ—তদেব

৪ ঋগ্বেদ—১।৯২।১, ৪, ৫, ১১

(স্বীয় দীপ্তি দ্বারা) জগতের সংস্কার করিয়া গমনশীল, দীপ্তিমান এবং মাতৃগণ প্রতিদিবস গমন করেন।

উষা নর্তকীর ন্যায় রূপ প্রকাশ করিতেছেন এবং গাভী যেরূপ (দোহনকালে) স্বীয় উধঃ প্রকাশিত করে, সেইরূপ উষাও বক্ষ প্রকাশিত করিতেছেন। গাভী যেরূপ গোষ্ঠে শীঘ্র গমন করে, সেইরূপ উষাও পূর্বদিকে গমন করিয়া বিশ্বভুবন প্রকাশ করতঃ অন্ধকার বিশ্লিষ্ট করিতেছেন।

উষার উজ্জ্বল তেজ (প্রথমে) পূর্বদিকে দৃষ্ট হয়, পরে সকল দিকে ব্যাপ্ত হয় এবং বিপুল অন্ধকার অপসারিত করে। (পুরোহিত) যেরূপ যজ্ঞে আজ্যদ্বারা যূপকাষ্ঠ অঞ্জিত করে, সেইরূপ উষা স্বীয় রূপ প্রকাশ করিতেছেন ; স্বর্গদুহিতা উষা দীপ্তিমান সূর্যের সেবা করিতেছেন।

উষা আকাশ প্রান্তকে (অন্ধকার হইতে) বিযুক্ত করিয়া সকলের নিকট বিদিত হয়েন এবং ভগিনী নিশাকে অন্তর্হিত করেন। প্রণয়ী (সূর্যের) স্ত্রী উষা মনুষ্যগণের আয়ু (দিনে দিনে) হ্রাস করিয়া বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়েন।[১]

এইরূপ সুন্দর সুন্দর বর্ণনায় উষাসূক্তগুলি পরিপূর্ণ। এই বিবরণে উষা সূর্যের পত্নী বা প্রণয়িণীরূপে প্রকাশিত—"সূর্যস্য যোষা"।[২] সূর্যের সঙ্গে উষার প্রণয় সম্পর্কে ঋগ্বেদে অন্যত্রও পাওয়া যায়।

সূর্যো দেবীমুষসং রোচমানাং মর্যো ন
যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ ॥[৩]

—কোন যুবা পুরুষ সুন্দরী রমণীকে যেভাবে অনুসরণ করে, সূর্য সেইভাবে দীপ্তিমতী উষার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন।

উপো রুরুচে যুবতির্ন যোষা বিশ্বং জীবং প্রসুবন্তী চরায়ৈ।[৪]

—যুবতী যোষার ন্যায় উষা সমস্ত জীবগণকে সঞ্চারার্থ প্রেরণ করতঃ সূর্যের সমীপেই দীপ্তি পাইতেছেন।[৫]

সুসংদৃগ্‌ ভিরুক্ষভির্ভানুমশ্রেৎ।[৬] —(উষা) উত্তম তেজোবিশিষ্ট কিরণসমূহদ্বারা সূর্যকে আশ্রয় করিতেছেন।[৭]

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত　২ ঋগ্বেদ—৭।৭৫।৫　৩ ঋগ্বেদ—১।১১৫।২
৪ ঋগ্বেদ—৭।৭৭।১　৫ অনুবাদ—তদেব　৬ ঋগ্বেদ—৭।৭৯।১
৭ ঐ

এষা স্যা নব্যমায়ুর্দধানা গূঢ়্বী তমো জ্যোতিষোষা অবোধি।
অগ্র এতি যুবতিরহ্রয়াণা প্রাচিকিতৎ সূর্যং যজ্ঞমগ্নিম্ ॥[১]

—এই সেই উষা, যিনি নবযৌবন ধারণ করিয়া এবং জ্যোতিঃ দ্বারা গূঢ় তমঃ (বিনাশ করিয়া) জাগরিত হন। লজ্জাহীনা যুবতীর ন্যায় ইনি সূর্যের সম্মুখে আগমন করেন এবং সূর্য, যজ্ঞ ও অগ্নিকে জ্ঞাপিত করেন।[২]

তানীদহানি বহুলান্যাসন্যা প্রাচীনমুদিতা সূর্যস্য।
যতঃ পরিজার ইবাচরন্ত্যুষো দদৃক্ষে ন পুনর্যতীব ॥[৩]

—হে উষা! যে সকল তেজঃ সূর্যের উদয়ে তাহার পূর্বে উদয় হয়, যাহাদিগের গুণে তুমি কুলটার ন্যায় না হইয়া পতিসমীপগামিনী রমণীর ন্যায় পরিদৃষ্ট হও, তোমার সেই সকল তেজ প্রভূত।[৪]

কন্যেব তন্বা শাশদানাঁ এষি দেবি দেবমিয়ক্ষমাণং।
সংস্ময়মানা যুবতিঃ পুরস্তাদাবির্বক্ষাংসি কৃণুষে বিভাতি ॥[৫]

—দেবি! কন্যার ন্যায় শরীরাবয়ব বিকাশ করিয়া তুমি দানশীল দীপ্তিমান্ (সূর্যের) নিকট গমন কর। (পরে) যুবতীর ন্যায় অত্যন্ত দীপ্তিবিশিষ্টা হইয়া ঈষৎ হাস্য করতঃ তাঁহার সম্মুখে বক্ষোদেশ অনাবৃত কর।[৬]

'যোষা জারস্য চক্ষসা বিভাতি।'[৭] —জার সূর্যের যোষা (প্রণয়িণী) প্রকাশিত হচ্ছেন।

কিন্তু উষা ও সূর্যের পূর্বোক্তরূপ সম্পর্কের বিরুদ্ধ সম্পর্কও ঋগ্বেদে বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে উষা সূর্যের প্রণয়িণী নন,—সূর্যের মাতাও।

ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরাগাচ্চিত্রঃ প্রকেতো অজনিষ্ট বিভ্বা।
যথা প্রসূতা সবিতুঃ সবায় এবা রাত্র্যুষসে যোনিমারৈক্ ॥
রুশদ্বৎসা রুশতী শ্বেত্যাগাদারৈগু কৃষ্ণা সদনান্যস্যাঃ।
সমানবন্ধূ অমৃতে অনূচী দ্যাবা বর্ণংচরত আমিনানে ॥[৮]

—জ্যোতিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই জ্যোতি (উষা) আসিয়াছেন; তাঁহার বিচিত্র ও (জগৎ) প্রকাশকও (রশ্মি) ব্যাপ্ত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে। যেরূপ রাত্রি সবিতার প্রসূত, সেইরূপ রাত্রিও উষার উৎপত্তির জন্য জন্মস্থান কল্পনা করিয়াছেন।

---

১ ঋগ্বেদ—৭।৮০।২ ২ অনুবাদ—তদেব ৩ ঋগ্বেদ—৭।৭৬।৩
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—১।১২৩।১০ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ঋগ্বেদ—১।৯২।১১ ৮ ঋগ্বেদ—১।১১৩।১-২

দীপ্তিমতী শুভ্রাবর্ণা সূর্যের মাতা উষা আসিয়াছেন, কৃষ্ণবর্ণা (রাত্রি) স্বীয় স্থানে গিয়াছেন; রাত্রি ও উষা উভয়েই (সূর্যের) বন্ধু এবং উভয়ই অমর। একে অন্যের পর আগমন করেন এবং একে অন্যের বর্ণ বিনাশ করেন। এইরূপে তাঁহারা দীপ্তিমান হইয়া বিচরণ করেন।[১]

উষা শুধু সূর্যের মাতা নন, তিনি রাত্রির মত সূর্যের বন্ধুও। রাত্রির সঙ্গে উষার সম্পর্ক প্রতিস্পর্ধিতও। উদ্ধৃত ঋক্‌যুগলেরও প্রথমটি (১।১১৩।১) সম্পর্কে রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "সূর্যের অস্তগমনের পর রাত্রি আইসে,ইজ এন্য রাত্রি সূর্যের সন্তান, রাত্রির পর উষা আইসে, এইজন্য উষা রাত্রির সন্তান।"[২]

রাত্রি ও উষাকে দুই বোনরূপেও কল্পনা করা হয়েছে :

সমানো অধ্বা স্বস্রোরনংতস্তমন্যান্যা চরতো দেবশিষ্টে।[৩]

—এই ভগ্নীদ্বয়ের (রাত্রি এবং উষার) একই অনন্ত সঞ্চরণমার্গ দীপ্তিমান (সূর্য কর্তৃক) আদিষ্ট হইয়াছে; তাঁহারা একের পর অন্যে সেই পথে বিচরণ করেন।[৪]

স্বসা স্বস্রে জ্যায়স্যৈ যোনিমারৈক্।[৫] —স্বসা (রাত্রি) জ্যেষ্ঠ স্বসাকে (উষাকে) উৎপত্তিস্থান (অপর রাত্ররূপ) প্রদান করিয়াছেন।[৬]

উষা সূর্য অগ্নি ও যজ্ঞের জন্মদাত্রী :

অজীজনন্ত্‌ সূর্যং যজ্ঞমগ্নিম্।[৭]

উষা কেবল সূর্য ও অগ্নির মাতা নন,—তিনি দেবগণেরও জননী, সেইহেতু তিনি অদিতির প্রতিস্পর্ধিনী,—অদিতিরই অন্য মূর্তি।

মাতা দেবানামদিতেরনীকং যজ্ঞস্য কেতুর্বৃহতী বিভাহি।[৮]

—হে উষা! তুমি দেবগণের মাতা, অদিতির প্রতিস্পর্ধিনী, তুমি যজ্ঞ প্রকাশ কর, বিস্তীর্ণ হইয়া দান কর।[৯]

উষা আবার অগ্নির (সুতরাং সূর্যের) কন্যা, অগ্নি বা সূর্যকন্যা উষায় নিজ দীপ্তি প্রদান করে থাকেন—

দেবো দুহিতরি ত্বিষিং ধাৎ।[১০]

---

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—১ম, পৃঃ ২৫৫ ৩ ঋগ্বেদ—১।১১৩।৩
৪ অনুবাদ—তদেব ৫ ঋগ্বেদ—১।১২৪।৮ ৬ অনুবাদ—তদেব
৭ ঋগ্বেদ—৭।৭৮।৩ ৮ ঋগ্বেদ—১।১১৩।১৯ ৯ অনুবাদ—তদেব
১০ ঐ —১।৭১।৫

রমেশচন্দ্র লিখেছেন, "রাত্রি অগ্নির পত্নী, উষা রাত্রির পর উৎপন্ন, এইজন্য উষাকে অগ্নির দুহিতা বলা হইয়াছে।"[১] প্রকৃতপক্ষে উষা সূর্যরূপী অগ্নির তেজে উৎপন্না বলেই অগ্নির কন্যা। উষা অগ্নির প্রণয়ীও। অগ্নি উষার পশ্চাতে গমন করেন—

স্বসারং জারো অভ্যেতি পশ্চাৎ।[২] —অগ্নি উপপতির ন্যায় উষার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাচ্ছেন।

শুধু তাই নয়, উষা ভগের ও বরুণের ভগিনী :

ভগস্য স্বসা বরুণস্য জামিরুষঃ সূনৃতে প্রথমা জরস্ব ॥[৩]

—হে সূনৃতা উষা! তুমি ভগের ভগিনী এবং বরুণের জামি, তুমি প্রথমা, তোমাকে সকলে স্তব করুক।[৪]

জামি শব্দের অর্থ রমেশ দত্তের মতে ভগিনী। এই ঋকে উষাকে বলা হয়েছে প্রথমা অর্থাৎ প্রথমজাতা,—সুতরাং আদ্যাশক্তি—"Primordial force that produced everything"[৫] এই হিসাবে উষা ও অদিতি একই শক্তি—একই দেবতা।

একই উষা ও সূর্যের সম্পর্ক ঋষি কবির কল্পনায় কখনও পিতা ও কন্যা, কখনও মাতা ও পুত্র, কখনও প্রণয়ী ও প্রণয়িনী, কখনও ভ্রাতা ও ভগিনী। এই-রূপ বিরুদ্ধ সম্পর্ক কল্পনা বৈদিক কবিদের পক্ষে একেবারেই নূতন নয়। অদিতি থেকে দক্ষের জন্ম এবং দক্ষ থেকে অদিতির জন্ম—এইরূপ বিপরীত সম্পর্ক কল্পনা বেদে সুপ্রচুর। ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস এইরূপ অদ্ভুত কল্পনা সম্পর্কে লিখেছেন, "........this refers to... the odd and fanciful way in which the Vedic bards loved to indulge in revolting descriptions of the relations between a God and a goddess who could not be explained, like the Sun and the dawn, as performing the parts of both husband and wife, father and daughter, and son and mother"[৬]

একটি ঋকে উষাকে বলা হয়েছে 'অহনা'—গৃহং গৃহমহনা যাত্যচ্ছা দিবে দিবে।[৭] —অহনা নম্রভাবে প্রত্যহ প্রতিগৃহ অভিমুখে গমন করেন।[৮]

---

১ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম—পৃঃ ১৬৬ ঋগ্বেদ—১০।৩।৩ ৩ ঋগ্বেদ—১।১২৩।৫
৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ Rgvedic culture—page 101
৬ Rgvedic culture—page 100-101 ৭ ঋগ্বেদ—১।১২৩।৪
৮ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

যাস্কের মতে অহনা উষার নাম। রমেশচন্দ্রের মতে অহনা গ্রীক্‌দেবী Athena-র (Minerva) প্রতিরূপ। "ঋগ্বেদে উষাকে একস্থানে 'অহনা' নাম দেওয়া হইয়াছে; গ্রীক্‌দিগের সুবুদ্ধির দেবী Athena (যাঁহাকে লাটীনেরা মিনার্ভা কহে) এই অহনার রূপান্তর মাত্র।"[১]

গ্রীক্ ও রোমেও উষা বিভিন্ন নামে উপাসিত হতেন। রমেশচন্দ্র লিখেছেন, "উষা আর্যদিগের এক অতি প্রাচীন উপাস্য দেব ছিলেন, সুতরাং আর্যজাতির ভিন্ন শাখার মধ্যে তাঁহার নাম ও উপাসনা দেখা যায়। গ্রীক্‌দিগের Eos এবং লাটীনদিগের Aurora উষস্ নামের রূপান্তর মাত্র। কিন্তু কেবল যে উষা নামের প্রতিরূপ গ্রীক্‌দিগের মধ্যে পাওয়া যায় এমন নহে, উষার অনেকগুলি নামই গ্রীক্ ধর্মে পাওয়া যায়।"[২]

রমেশচন্দ্র রাজেন্দ্রলাল মিত্রের একটি অভিমত উদ্ধৃত করেছেন। রাজেন্দ্রলাল লিখেছেন, "The heroine of the stories must be the dawn aptly represented as a charming maiden and her names in the Rigveda are Arjuni, Brisaya, Dahana, Ushas, Saramā and Saranyu and all these names re-appear among the Greeks as Argynoris, Briseis, Daphne, Eos, Helen and Erinys."[৩]

বেদের সরণ্যু ও সরমা যে উষাই সে বিষয়টি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

উষার রূপ-গুণ ও কর্ম আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে উষা সূর্যেরই উদয়-পূর্বকালীন জ্যোতি, সুতরাং সূর্যের একরূপ। ঋগ্বেদও বলছেন, "ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরাগাৎ... ।[৪] —জ্যোতিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি এই উষা আগমন করছে।

. উষা নামের ব্যাখ্যায় যাস্ক লিখেছেন, "উষা বষ্টেঃ কান্তিকর্মণঃ উচ্ছতেরিতরা মাধ্যমিকা।"[৫]

নিরুক্তকারের বক্তব্য ব্যাখ্যা করে অমরেশ্বর ঠাকুর বলেছেন, "দ্যুস্থানা উষা কান্ত্যর্থক 'বশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—উষা কান্তা অর্থাৎ কমনীয়া বা অভীপ্সিতা; মধ্যমস্থানা উষা = বিদ্যুৎ—বিবাসনার্থক উচ্ছ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; বিদ্যুৎ মেঘ

---

১ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম—পৃঃ ৬৭, ১।৩০।২২ ঋকের টীকা ২ তদেব
৩ Primitive Aryans—Indo-Aryans, vol. II. ৪ ঋগ্বেদ—১।১১৩।১
৫ নিরুক্ত—১১।৫।৫

হইতে জল বিবাসিত (নিষ্কাসিত) করে অথবা মেঘ হইতে ইন্দ্র কর্তৃক বিবাসিত বা নিষ্কাসিত হয়।"[১]

অন্যত্র যাস্ক লিখেছেন :

"উষোনামান্যুত্তরাণি ষোড়শ, উষাঃ কস্মাদুচ্ছতীতি সত্যা রাত্রেরপরঃ কালঃ।"[২]

তাৎপর্য :

"রাত্রি নামের পরেই বিভাবরী, সূনরী প্রভৃতি উষার ষোড়শ নাম অভিহিত হইয়াছে। উষস্ এই নামের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। বিবাসনার্থক 'উচ্ছ্' ধাতুর উত্তর অসি প্রত্যয়ে উষঃ শব্দের নিষ্পত্তি। উষা অন্ধকারকে বিবাসিত (দূরীভূত) করে। উষা বলিতে বুঝায় রাত্রি অপর কালকে অর্থাৎ রাত্রির অব্যবহিত পরবর্তী যে সময় তাহাকে; ইহার পরে রাত্র্যংশ আর অবশিষ্ট থাকে না।"[৩]

প্রাতঃসন্ধ্যা বা উষাকাল সম্পর্কে বরাহমিহির লিখেছেন, "তেজঃ পরিহানি-মুখাৎ ভানোরর্ধাদিয়ং যাবৎ।"[৪] —(অর্থাৎ) নক্ষত্রাদি তেজ হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ার পর থেকে সূর্যের অর্ধোদয়কাল পর্যন্ত উষা।

অতএব সূর্যোদয় পূর্বকালে প্রকাশিত সূর্যকিরণই উষা নামে স্বীকৃত এবং স্তুত। আর সেইজন্যই মাধ্যমিক দেবতা বা অন্তরীক্ষ দেবতার (বিদ্যুৎ) সঙ্গে উষার অভিন্নতা। সূর্যোদয়কালের পূর্ববর্তীকালটি উষা বা সরণ্যু হওয়ায় এই সময়কার সূর্য ও অগ্নি অশ্বিদ্বয় নামে প্রসিদ্ধ।

শ্রীঅরবিন্দ অবশ্য উষাকে মানবমনের উষালগ্ন বলে গ্রহণ করেছেন—"The dawn is the inner dawn which brings to man all the varied fullness of his widest being, force conciousness, joy, it is radiant with its illuminations, it is accompanied by all possible powers and energies, it gives man the full force of vitality so that he can enjoy the infinite of that vaster existence."[৫]

যোগীরাজ উষা দেবতার যৌগিক ব্যাখ্যা দিলেও বৈদিক বিবরণ থেকে উষাকে সূর্যের একটি অবস্থা বা কালরূপেই গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত।

---

১ নিরুক্ত (ক. বি.) —পৃঃ ১২৭০ ২ নিরুক্ত—২।১৮।৩

৩ নিরুক্ত, পৃঃ ২৮৬—অমরেশ্বর ঠাকুর ৪ বৃহৎসংহিতা—৪৭।২১

৫ On the veda—page 157

গন্ধর্ব অর্থে বিবস্বান্ বা সূর্য এবং অপ্যা যোষা অর্থে সরণ্যু বা সূর্যপত্নী উষাকে গ্রহণ করেছেন। Maxmuller-ও সায়নাচার্যের মতকেই স্বীকার করে নিয়েছেন,—"In 10.10.4, I take Gandharva for Vivasvat Apya Yosha for Saranyu in accordance with Sayana...."[১]

কৃষ্ণযজুর্বেদে গন্ধর্ব ও অপ্সরার স্বরূপ স্পষ্টভাবেই কথিত হয়েছে—"সূর্যো গন্ধর্বস্তস্য মরীচয়োঽপ্সরসঃ।"

—সূর্য গন্ধর্ব, তাঁর কিরণসমূহ অপ্সরাবৃন্দ।

কেশী নামক এক দেবতা অপ্সরা-গন্ধর্বদের ও মৃগগণের বিচরণস্থানে বিচরণ করেন—অপ্সরসাং গন্ধর্বাণাং মৃগাণাং চরণে চরণ্।"[২]

কেশী দেবতাটি কে? ঋগ্বেদ বলছেন,

কেশ্যগ্নিং কেশী বিষং কেশী বিভর্তি রোদসী।
কেশী বিশ্বং স্বর্দৃশে কেশীদং জ্যোতিরুচ্যতে ॥[৩]

—কেশী নামক যে দেব, তিনি অগ্নিকে, তিনিই জলকে, তিনিই দ্যুলোকে ও ভূলোককে ধারণ করেন। সমস্ত সংসারকে কেশীই আলোকের দ্বারা দর্শনযোগ্য করেন। এই যে জ্যোতিঃ, ইহারই নাম কেশী।[৪]

জ্যোতিঃস্বরূপ কেশী দেবতা, যিনি আলোক দ্বারা বিশ্বভুবন দর্শনযোগ্য করেন, তিনি সূর্য ছাড়া আর কে হতে পারেন? কিরণমালাই সূর্যের কেশ। অতএব তিনি কেশী।

সূর্যরশ্মির্হরিকেশঃ।[৫] —সূর্যের রশ্মিই হরিদ্বর্ণ কেশ।

যাস্ক বলেছেন, "কেশী কেশা রশ্ময়স্তৈস্তদ্বান্ ভবতি, কাশনাদ্বা প্রকাশনাদ্বা।"[৬] —কেশ শব্দের অর্থ রশ্মি,—রশ্মি যার আছে সে-ই কেশী। কাশন অর্থাৎ দীপ্তি-হেতু অথবা প্রকাশ হেতু আদিত্য কেশী। ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর বলেন, "কেশী নভোমণ্ডল প্রদীপ্ত আদিত্য। কেশ অর্থাৎ কেশস্থানীয় রশ্মিসমূহ আছে বলিয়াই আদিত্যের নাম কেশী।"[৭]

অগ্নি ও শোচিষ্কেশ[৮] অর্থাৎ উজ্জ্বল কেশসমন্বিত। আদিত্যই অগ্নির ধারক, তিনিই জলের ধারক অর্থাৎ রসগ্রহণকারীও বৃষ্টিদাতা। কেশী ত্রয়—ঋতুতে

---

১ Science of Language (1882) vol. II—page 529　　২ ঋগ্বেদ—১০।১৩৬।৬
৩ ঋগ্বেদ—১০।১৩৬।১　　৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত　　৫ ঐ —১০।৩৯।১
৬ নিরুক্ত—১২।২৬।৩　　৭ নিরুক্ত—(ক.বি.)—পৃঃ ১৩১২　　৮ ঐ —১।৪৫।৬

ঋতুতে জগৎকে অনুগ্রহ করেন—"ত্রয়ঃ কেশিনঃ ঋতুথা বিচক্ষতে।"[১] এই তিন কেশীর তাৎপর্য কি? সূর্যের তিনরূপ—অগ্নি, বিদ্যুৎ ও সূর্য অথবা প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালীন অবস্থার সূর্য অথবা তিন প্রধান ঋতুতে প্রকাশিত সূর্য। যাস্কের মতে পার্থিবাগ্নি, আদিত্য ও বায়ু তিন কেশী।[২] অপ্সরা ও গন্ধর্বের সঙ্গে কেশী বা সূর্যের বিচরণের তাৎপর্য স্পষ্ট।

যাস্ক অপ্সরা শব্দের অন্যপ্রকার ব্যুৎপত্তিও প্রদর্শন করেছেন। তাঁর মতে "অপ্স ইতি রূপ নাম, অপ্সাতেরপ্সানীয়ং ভবত্যাদর্শনীয়ং ব্যাপনীয়ং বা।"[৩]—অপ্স শব্দরূপার্থক, রূপময়ী ভোগাতীত দর্শনযোগ্য অপ্সরা অথবা সর্বব্যাপিকা। "অপ্সো নামেতি ব্যাপিনঃ।"[৪] —অপ্সো অর্থে ব্যাপক। অতএব যাস্ককৃত এই অর্থ অনুসারেও ভোগাতীতা কেবলমাত্র প্রেক্ষণীয়া সর্বব্যাপিনী যে উষা বা উষঃপ্রভা অপ্সরা শব্দাভিধেয়। নিঘণ্টুতে (১।৩) অন্তরীক্ষের ষোলটি নামের অন্যতম আপঃ বা অপ্। সুতরাং অপ্ স্বা অন্তরীক্ষে বিচরণকারিণী অর্থে অপ্সরা শব্দটি সুসিদ্ধ।

উর্বশী অপ্সরাদের মধ্যে প্রধানা। ঋগ্বেদে পুরূরবা ও উর্বশীর কথোপকথন বিবৃত হয়েছে।[৫] উর্বশী চারিবৎসর পুরূরবার সঙ্গে অবস্থান করার পর এবং পুরূরবার ঔরসজাত পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পুরূরবাকে ত্যাগ করে যাচ্ছেন, আর পুরূরবা আকুল আহ্বানে উর্বশীকে ধরে রাখতে চাইছেন। পুরূরবা বলছেন,—

হায়ে জায়ে মনসা তিষ্ঠ ঘোরে বচাংসি মিশ্রা কৃণুবাবহৈ নু।
ন নৌ মন্ত্রা অনুদিতাস এতে ময়স্করন্ পরতরে চনাহন্॥[৬]

—হে পত্নি! তোমার চিত্ত কি নিষ্ঠুর! অতি শীঘ্র চলিয়া যাইও না, আমাদিগের উভয়ের কিঞ্চিৎ কথোপকথন আবশ্যক হইতেছে। এক্ষণে মনের কথা যদি উভয়ে প্রকাশ করিয়া না বলা হয়, ভবিষ্যতে সুখের বিষয় হইবেক না।[৪]

পুরূরবার আকুল আহ্বানে উর্বশীর মন গললো না। তিনি পুরূরবাকে সান্ত্বনা দিয়ে চলে গেলেন। শতপথ ব্রাহ্মণে এই কাহিনী পল্লবিত হয়েছে। এখানে অপ্সরা উর্বশী পুরূরবাকে কামনা করেছিলেন। তিনি পুরূরবাকে ধরাও দিয়েছিলেন; কিন্তু সর্ত ছিল নগ্ন অবস্থায় রাজা তাঁকে দেখবেন না। দৈবক্রমে

---

১ ঋগ্বেদ—১।১৬৪।৪৪ ২ নিরুক্ত—১২।২৭ ৩ নিরুক্ত—৫।১৩।৩
৪ নিরুক্ত—৫।১৩।৬ ৫ ঋগ্বেদ—১০।৯৫।১ ৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

নগ্ন অবস্থায় উর্বশী পুরূরবার দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায় উর্বশী রাজাকে পরিত্যাগ করে গেলেন।

উর্বশী হাপ্সরাঃ পুরূরবসমৈড়ং চকমে তং হ বিন্দমানোবাচ ত্রিঃ স্ম মাহ্নো বৈতসেন দণ্ডেন হতাদকামাং স্ম মা নিপদ্যাসৈ মো স্ম ত্বা নগ্নং দর্শমেষ বৈ ন স্ত্রীণামুপচার ইতি।[১]

—অপ্সরা উর্বশী ইলাপুত্র পুরূরবাকে কামনা করেছিলেন। তাঁকে প্রাপ্ত হয়ে তিনটি শর্ত করলেন, দিবাভাগে মিলন হবে না, অকামা আমাতে মিলন হবে না, তোমাকে নগ্ন দর্শন করবো না,—এই তিনটি স্ত্রী-উপচার পালনীয়।

পরবর্তীকালে পুরাণে-কাব্যে পুরূরবা ও উর্বশীর কাহিনী জনপ্রিয় উপাখ্যানরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বামনপুরাণে দেখি বুধ ও ইলার পুত্র পরাক্রান্ত ব্রহ্মবাদী ধর্মজ্ঞ পুরূরবাকে উর্বশী স্বেচ্ছায় বরণ করেছিলেন।

তং ব্রহ্মবাদিনং দান্তং ধর্মজ্ঞং সত্যবাদিনং।
উর্বশী বরয়ামাস হিত্বা মানং যশস্বিনী ॥[২]

—পুরূরবা উর্বশীর সঙ্গে বহু বৎসর দেবাধ্যুষিত অরণ্য প্রদেশে যাপন করার সময়ে উর্বশী ব্রহ্মশাপে মানবদেহ প্রাপ্ত হলেন। ব্রহ্মশাপ মুক্তির উদ্দেশ্যে তিনি নিয়ম করলেন, নগ্ন দর্শন করবেন না, অকামা অবস্থায় মৈথুন হবে না, শয়ন কক্ষে দু'টি মেষ থাকবে এবং কেবলমাত্র ঘৃত ভোজন করবেন।

আত্মনঃ শাপমোক্ষার্থং নিয়মং সা চকার তু
অনগ্নদর্শনঞ্চৈব অকামাৎ সহ মৈথুনম্।
দ্বৌ মেষৌ শয়নাভ্যাসে স স তাবৎ ব্যবতিষ্ঠতে
ঘৃতমাত্রং তথাহারঃ কালমেকন্তু পার্থিব ॥[৩]

এইভাবেই উর্বশী চৌষট্টি বৎসর কাটালেন। মানবী উর্বশীকে স্বর্গে আনার জন্ত গন্ধর্বগণ চেষ্টিত হলেন। বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব এই উদ্দেশ্যে এক রাত্রে উর্বশীর পালিত মেষ দু'টিকে একের পর এক হরণ করলেন। উর্বশীর কাতর আহ্বানে রাজা মেষ উদ্ধারে অগ্রসর হলেন নগ্ন অবস্থাতেই। গন্ধর্বের মায়ায় রাজগৃহ আলোকিত হোল; নগ্ন রাজাকে দেখে শাপমুক্তা উর্বশী অদৃশ্যা হলেন।

নগ্নং দৃষ্ট্বা তিরোহভূৎ সা অপ্সরা কামরূপিনী।[৪]

---

১ শতপথ ব্রাঃ—১১।৫।১ ২ বামনপুঃ, উত্তরভাগ—২৯।৪ ৩ বামনপুঃ, উত্তরভাগ—২৯।১১
৪ ঐ —২৯।২৫

বিরহী রাজা উর্বশীর অনুসন্ধানে পৃথিবী পর্যটন করলেন। অবশেষে কুরুক্ষেত্রে প্লক্ষতীর্থে জলক্রীড়ারতা পঞ্চসখীসহ উর্বশীকে রাজা দেখতে পেলেন। রাজার প্রার্থনায় উর্বশী এক রাত্রি রাজার সঙ্গে বাস করলেন এবং তাঁর গর্ভস্থিত সন্তানকে রাজার হস্তে প্রত্যর্পণের অঙ্গীকার করলেন।

উর্বশী ত্বব্রবীচ্চৈনং সগর্ভাহং ত্বয়া প্রভো।
সংবৎসরাৎ কুমারস্তে ভবিতা নৈব সংশয়ঃ।
নিশামেকান্তু বৈ রাজা অবসত্তু তয়া সহ।[১]

এক বৎসর পরে উর্বশী রাজার কাছে আবার ফিরে এলেন এবং একরাত্রি রাজার সঙ্গে বাস করলেন। রাজা উর্বশীকে স্থায়ীভাবে কামনা করলেন। উর্বশী রাজাকে পরামর্শ দিলেন গন্ধর্বদের কাছ থেকে উর্বশীকে প্রার্থনা করে নিতে। গন্ধর্বগণও রাজার প্রার্থনা পূর্ণ করলেন 'তথাস্তু' বলে।

বৃণে নিত্যং হি সা লোক্যং গন্ধর্বাণাং মহাত্মনাম্।
তথোত্যুক্তা বরং বব্রে গন্ধর্বাশ্চ তথাস্ত্বিতি॥[২]

মহাকবি কালিদাসের অমর নাটক বিক্রমোর্বশী এই কাহিনীরই নাট্যরূপ। আধুনিককালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ উর্বশীকে সৌন্দর্যতত্ত্বের সারভূতা অথবা সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে বন্দনা করেছেন।

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।

এই নন্দনবাসিনী উর্বশী পুরাণের উর্বশীর মত নৃত্য পটীয়সী—স্বর্গবারাঙ্গনা—

সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি,
হে বিলোলহিল্লোল উর্বশী।

কিন্তু এই উর্বশী যে ঋগ্বেদের উষা সে ইঙ্গিতও মহাকবি দিয়েছেন।

উষার উদয়সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা॥
স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী
হে ভুবনমোহিনী উর্বশী।

রমেশচন্দ্র দত্ত ঋগ্বেদের উর্বশী উপাখ্যানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে

১ বামনপুঃ উত্তরভাগ—২১।৩৩-৩৪ ২ বামনপুঃ উত্তরভাগ—২১।৩৮

বলেছেন, "উর্বশীর আদি অর্থ উষা, পুরূরবার আদি অর্থ সূর্য। সূর্য উদয় হইলে উষা আর থাকে না।"[১]

যাস্ক বলেছেন, "উর্বশ্যপ্‌সরা উর্বভ্যশ্নুতে।"[২]—উর্বশী অপ্‌সরা, বিস্তারের দ্বারা ব্যাপ্ত করেন।

বিস্তারের দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত করেন উষাকালের সূর্যালোক। এইজন্তই সর্বব্যাপী উষালোক উর্বশী। উর্বশী নিজেও পুরূরবাকে বলেছেন,—

পাক্রমিষমুষসামগ্রিয়েব…।[৩] —আমি প্রথম উষার ন্যায় চলিয়া আসিয়াছি।[৪]

উর্বশী বিদ্যুতের মত আকাশ থেকে পতিত হয়ে মানুষের কাম্যধন প্রদান করে থাকেন।

বিদ্যুন্ন যা পতন্তী দবিদ্যোদ্ভরন্তী মে অপ্যা কাম্যানি।[৫]

—যে উর্বশী আকাশ হইতে পতনশীল বিদ্যুতের ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিয়াছিল এবং আমার সকল মনোরথ পূর্ণ করিয়াছিল।[৬]

এই ঋক্‌টির ব্যাখ্যায় যাস্কের বক্তব্য: "বিদ্যুদিব যা পতন্ত্য দ্যোতত, হরন্তী মে অপ্যা কামান্যুদকান্তরিক্ষ্য লোকস্ত।[৭]

—যা বিদ্যুতের মত দীপ্তি প্রাপ্ত হয়, যা আমার অভিলষিত উদকরাশি আহরণ করে বা প্রাপ্ত করায়, তাই অন্তরীক্ষলোকের অধিশ্বরী উর্বশী।

অন্তরীক্ষলোকের ঈশ্বরী উদক আহরণকারী উর্বশী অবশ্যই সূর্যরশ্মি—বিশেষভাবে উষাকালের সূর্যরশ্মি। সুতরাং উর্বশী শুধু অপ্‌সরাকুলের অন্যতমা বা মুখ্যতমা তাই নয়, উর্বশী ও অপ্‌সরা অভিন্না। উর্বশী ও অন্যান্য অপ্‌সরাদের নৃত্যপটীয়সীরূপে কল্পনা উষালোকের নিত্যচাপল্য থেকেই উদ্ভূত। ঋষিকবির কল্পনায় উষা নৃত্যপরায়ণা।

অধিপেশাংসি বপতে নৃতুরিবাপোর্ণুতে বক্ষ উস্রেব বর্জহম্‌॥[৮]

—উষা নর্তকীর ন্যায় রূপ প্রকাশ করিতেছেন এবং গাভী যেরূপ (দোহনকালে) উধঃ প্রকাশিত করে, সেইরূপ উষাও বক্ষ প্রকাশিত করিতেছেন।[৯]

১ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ২য়—পৃঃ ১৫৮৩, ১০।৯৫ সূক্তের টীকা ২ নিরুক্ত—৫।১৩।১
৩ ঋগ্বেদ—১০।৯৫।২ ৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ ঋগ্বেদ—১০।৯৫।১০
৬ অনুবাদ—তদেব ৭ নিরুক্ত—১০।৩৬।২ ৮ ঐ —১।৯২।৪
৯ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

বিভাবরীর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যোদয়ের পূর্বেই আলোকদ্যুতিতে বিশ্বভুবন ঝলমলিয়ে উষার আবির্ভাব ঘটে। উষার অপরূপ রূপশোভা প্রকটিত হওয়ার পরেই আবির্ভূত হন জবাকুসুমসংকাশ রক্তরাগরঞ্জিত তরুণ আদিত্য। সুতরাং লাস্যময়ী সুন্দরী উষা নায়িকারূপে বিচিত্র সাজে সজ্জিতা হয়ে নায়কের নিকট গমন করে থাকেন, ছলনানিপুণা দেহবিলাসিনীর মত দৈহিক রূপশোভা প্রণয়ীর নিকট উন্মোচিত করেন, স্বীয় বক্ষঃশোভা উদ্ঘাটিত করে প্রণয়ীকে প্রলুব্ধ করেন,—এইরূপ কবিকল্পনা ঋষিকবির চিত্তলোক উদ্দীপ্ত করেছিল। তাই উষা সম্পর্কে রূপোপজীবিনীর অসংকোচ আচরণ বারংবার উল্লিখিত হয়েছে। উষার এই যে ক্ষণস্থায়ী লাস্যময় রূপ—নৃত্যচপলা সৈরিণীর গতিভঙ্গী, তাই অপ্সরা নামে একশ্রেণীর দেবতা বা দেবকল্প (demi-divine) প্রাণীর কল্পনায় কবিকুলকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। পরবর্তীকালে উষা ও অপ্সরা সমন্বিতরূপে পুরাণের নৃত্যপারংগমা স্বর্গবারাঙ্গনা অপ্সরার আবির্ভাব সম্ভব করে তুলেছে এবং মূল সত্য আবৃত হওয়ায় অপ্সরাদের সম্পর্কে বহু কাব্যকাহিনী নির্মিত হয়েছে। অপ্সরাকুলশ্রেষ্ঠা উর্বশী যুগে যুগে কবিকল্পনায় নব নবরূপে উদ্ভাসিত হয়েছে।

আচার্য Maxmuller-ও উর্বশীকে উষার প্রতিরূপ হিসাবে গ্রহণ করে লিখেছেন, "I therefore accept the common Indian explanation by which this name is derived from uru, wide....as to pervade and thus compare uru-asi with another frequent epithet of the dawn Uruki."[১]

পুরূরবা সম্পর্কে Maxmuller লিখেছেন, "That Pururavas is an appropripate name of a solar hero requires hardly any proof. Pururavas meant endowed with much light; for though rava is generally used of sound, yet the root ru, which means originally to cry is also applied to colour in the sense of a loud or crying colour, i.e., red (Sans. Ravi., Sun). Besides Pururavas calls himself Vasistha which, as we know, is a name of the Sun; and if he is called Aida, the son of Idā, the same name is elsewhere (R.V. 3.29.3) given to Agni."[২]

১ Selected Essays, vol. I (1881)—page 405
২ Do —page 407-8

পুরূরবা বলেছেন,—

অন্তরিক্ষ প্রাং রজসো বিমানীমুপ শিক্ষাম্যুর্বশীং বশিষ্ঠঃ ।[১]

—আমি বশিষ্ঠ (অর্থাৎ সূর্য), অন্তরীক্ষপূর্ণকারিণী আকাশ প্রিয়া উর্বশীকে (অর্থাৎ উষাকে) আমি আলিঙ্গন করিতেছি।[২]

আচার্য যাস্ক বলছেন, যে বহুপ্রকার বা বহুবার শব্দ করে বা গর্জন করে সেই পুরূরবা—"পুরূরবা বহুধা রোরূয়তে।"[৩] স্কন্দস্বামী এই নিরুক্ত-ব্যাখ্যায় বলেছেন, "বায়ুঃ প্রাণ এব পুরূরবা"- প্রাণবায়ুই পুরূরবা। ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর স্কন্দস্বামীকৃত অর্থকেই গ্রহণ করেছেন। বায়ু গর্জন করে বা শব্দ করে এ কথা ঠিক। কিন্তু সূর্যাগ্নির লেলিহান শিখাও গর্জন করে। সূর্যের প্রখর কিরণও এক প্রকার অস্পষ্ট শব্দ সৃজন করে। রোদন করেন বলেই সূর্যাগ্নি রুদ্র। রোদনের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত বলেই, সূর্যকিরণ মরুৎ। বিচিত্র শব্দকারী সূর্যাগ্নিও পুরূরবা।

পুরূরবা ইলার পুত্র– ঐল। "ত্বা দেবা ইম আহুরৈল।"[৪]—দেবগণ তোমাকে ইলার পুত্র বলে থাকেন।

ঋগ্বেদে ইলা, ভারতী ও সরস্বতী একত্রে স্তুত হয়েছেন আপ্রীসূক্তে। এই তিনটিই যজ্ঞাগ্নি। পুরূরবা ইলার (ইড়া) পুত্র; - বৈদিক ঋষির কল্পনায় সূর্য অগ্নির পুত্র। বিপরীত সম্পর্কও দুর্লভ নয়। অতএব সূর্যোদয়ে উষার অন্তর্ধান এই কাব্য-উপাখ্যানের মূল; —এ বিষয়টি নিঃসন্দেহে গৃহীত হওয়ার যোগ্য।

আচার্য যোগেশচন্দ্র বলেন যে "আয়ু যজ্ঞ প্রবর্তন পুরূরবা উর্বশী সংবাদের তাৎপর্য।[৫] তিনি আর একবার বলেছেন, "পুরূরবা নয়, ইহার অর্থ সূর্যের প্রকাশ, সূর্যপ্রকাশেই উর্বশী অদৃশ্য হয়।"[৬]

ঋগ্বেদে একটা উপাখ্যান কথিত হয়েছে বশিষ্ঠের জন্ম প্রসঙ্গে। উর্বশীর রূপ দর্শনে মিত্রাবরুণের স্খলিত রেতঃ থেকে বশিষ্ঠের জন্ম।

উতাসি মৈত্রাবরুণে বশিষ্ঠোর্বশ্যা ব্রহ্মন্মনসোঽধিজাতঃ।[৭]

—হে বশিষ্ঠ, তুমি মিত্রাবরুণের পুত্র; উর্বশীতে মিত্র ও বরুণের রেতঃ দ্বারা জাত। মিত্র ও বরুণ উভয়েই ত সূর্য বা সূর্যের অবস্থান্তর। সায়নাচার্যের

---

১ ঋগ্বেদ—১০।৯৫।১৭ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ নিরুক্ত—১০।৪৬।৩

৪ ঐ —১০।৯৫।১৮ ৫ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—পৃঃ ৩৩

৬ তদেব ৭ ঋগ্বেদ—৭।৩৩।১২

মতে মিত্র দিবাভাগের সূর্য ও বরুণ রাত্রিকালের সূর্য। প্রাতঃকালীন সূর্য পুরূরবা দিবাভাগের সূর্য মিত্র ও রাত্রিকালের সূর্য বরুণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন।

পদ্মপুরাণে উর্বশী জন্মের একটি নূতনতর কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। কাহিনীটি নিম্নরূপ: পুরাকালে বিষ্ণু গন্ধমাদন পর্বতে গভীর তপস্যায় মগ্ন হয়েছিলেন। ইন্দ্র বিষ্ণুর তপস্যায় ভীত হয়ে মধু (বসন্ত) ও মদনকে অপ্সরাদের সঙ্গে তপস্যায় বিঘ্নসৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। গীতবাদ্য ও সুন্দরীদের হাবভাবে বিষ্ণুর চিত্তসংক্ষোভ না হওয়ায় যখন সকলে বিষন্ন, সেই সময় তাঁদের উরুদেশ থেকে হরি ত্রিলোক মোহিনী নারীসৃষ্টি করলেন।

সংক্ষোভায় ততস্তেষামূরুদেশান্নরাগ্রজঃ।
নারীমুৎপাদয়ামাস ত্রৈলোক্যস্যাপি মোহিনীম্॥[৪]

হরি দেবগণের সম্মুখে অপ্সরাদের বললেন, উর্বশী নামে এই মোহিনী প্রসিদ্ধ হবেন—"উর্বশীতি চ নাম্নেয়ং লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি।"[৫]

পুরাণান্তরেও উরু থেকে উর্বশীর জন্মবৃত্তান্ত কথিত হয়েছে। স্কন্দপুরাণে (আবন্ত্যখণ্ড) বদরিকাশ্রমে তপস্যরত নরনারায়ণের তপোবিনষ্টির উদ্দেশ্যে দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত অপ্সরাবৃন্দ বিচিত্র লীলাভঙ্গী সহকারে নৃত্য প্রদর্শন শুরু করে। এদের আচরণে বিরক্ত হয়ে অপ্সরাদের অপেক্ষাও রূপবতী এক নারী সৃজন করলেন নর ঋষি স্বীয় উরুদ্বয় থেকে সহকার মঞ্জরীর সহায়তায়।

এই উরুজাতা রমণী হলেন উর্বশী।

এবং সকল্প্য চ নরো নারায়ণমুবাচ হ।
করিষ্যাম্যহমেকাং বৈ আসান্ত রূপতোঽধিকাম্॥
মঞ্জর্য্যা সহকারস্য স্ত্রীমূরুভ্যাং চকার হ।
রূপেণাপ্রতিমাং লোকে সর্বাভরণ ভূষিতাম্॥[৬]

বামনপুরাণেও উর্বশীকে উরু থেকে সৃষ্টি করেছেন নরনারায়ণ। মহাদেব কর্তৃক মদন ভস্মের পরে নর-নারায়ণ অনঙ্গ ও মদনকে আহ্বান করলেন এবং অক্ষুব্ধচিত্তে কুসুমমঞ্জরী দিয়ে নিজের উরু থেকে সুবর্ণাঙ্গী উর্বশীকে নির্মাণ করলেন।

১ সৃষ্টিখণ্ড—২২।২৬ ২ সৃষ্টিখণ্ড—২২।২৮ ৩ স্কন্দপুঃ, আবন্ত্যখণ্ড—৮।৩৩-৩৪

তেতো বিহস্য ভগবান্ মঞ্জরীং কুসুমাবৃতাম্।
আদায় প্রাক্ সুবর্ণাঙ্গীমূরোর্বালাং বিনির্মমে ॥[১]

অতঃপর নারায়ণ বললেন :

ইয়ং মমোরুসম্ভূতা কামাপ্সরমাধবী।
নীয়তাং সুরলোকায় দীয়তাং বাসবায় চ ॥[২]

—হে কাম! হে অপ্সরাগণ! হে বসন্ত! তোমরা আমার উরুসম্ভব এই বালাকে সুরলোকে লইয়া দেবরাজের হস্তে সম্প্রদান কর।[৩]

কালিকাপুরাণে উর্বশী দেবীরূপে কামাখ্যা দেবীর সহচরী হয়ে কামাখ্যা মহাপীঠে অমৃতপাত্র ধারণ করে ভস্মকূটের দক্ষিণে অবস্থান করে কামাখ্যার যোনিমণ্ডলে অমৃতসেক করেছেন।

দক্ষিণে ভস্মকূটস্য দেবী পীযূষধারিণী।
উর্বশী নাম বিখ্যাতা শক্রপ্রীতিকরী সদা ॥
দেবৈর্যৎ স্থাপিতং পূর্বমমৃতং ভোজনায় বৈ।
কামাখ্যায়া স্তদাদায় স্বয়ং তিষ্ঠতি চোর্বশী ॥
শিলারূপো হরস্তাস্ত সমাবৃত্যৈব তিষ্ঠতি।
সা চৈবামৃতরাশিস্ত কৃত্বা কিঞ্চন কিঞ্চন।
উপস্থাপয়তে নিত্যং কামাখ্যা যোনিমণ্ডলে ॥[৪]

—ভস্মকূটের দক্ষিণে ইন্দ্রের প্রীতিকরী উর্বশী নামে বিখ্যাতা অমৃতধারিনী দেবী আছেন। অমৃতভোজনের নিমিত্ত যে পাত্র পুরাকালে দেবগণ স্থাপিত করেছিলেন, সেই পাত্র কামাখ্যার কাছ থেকে স্বয়ং গ্রহণ করে দেবী বিরাজ করছেন। প্রস্তরীভূত শিব তাঁকে আবৃত করে বিরাজ করছেন। তিনি একটু একটু করে অমৃতরাশি নিত্য কামাখ্যার যোনিমণ্ডলে স্থাপিত করছেন।

কালিকাপুরাণে উর্বশীদেবীর মূর্তির বিবরণ :

উর্বশী দ্বিভুজা প্রোক্তা স্বর্ণকংকণধারিণী।
সৌবর্ণপাত্রমমৃতস্রাবণায় বিভর্তি চ ॥
শুক্লবস্ত্রা গৌরবর্ণা পীনোন্নত পয়োধরা।
সর্বাঙ্গসুন্দরী শুদ্ধা সর্বাভরণভূষিতা ॥[৫]

১ বামনপুঃ—৭।৩ ২ বামনপুঃ—৭।১৮ ৩ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন
৪ কালিকাপুরাণ—৬৯।৩৪-৩৭ ৫ কালিকাপুরাণ—৬৯।৯৮-৯৯

—উর্বশী দ্বিভুজা, স্বর্ণকংকণধারিণী, অমৃতক্ষরণের নিমিত্ত স্বুবর্ণপাত্র ধারণ করে আছেন। তিনি শুভ্রবসনা, গৌরবর্ণা, পীন এবং উন্নত পয়োধরবিশিষ্ট, সর্বাঙ্গসুন্দরী, পবিত্র সকল প্রকার অলংকারভূষিতা।

বেদে যিনি ছিলেন রাত্রি অবসানের প্রথম সূর্যকরস্নাতা নৃত্যময়ী সর্বব্যাপিনী আকাশবিহারিণী উষারূপিণী অপ্সরা, তিনিই দেবনর্তকীশ্রেষ্ঠা স্বর্গবারাঙ্গনা হয়েও দেবীরূপে অধিষ্ঠিতা। আধুনিক কবির দৃষ্টিতে তিনিই হলেন মানবের অলভ্যা সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

গ্রন্থপঞ্জী

সংস্কৃত গ্রন্থ

১। ঋগ্বেদ—রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত, ১২৯২।

২। ঋগ্বেদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত।

৩। ঋগ্বেদ—রমানাথ লাহিড়ী সম্পাদিত।

৪। শুক্ল যজুর্বেদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত।

৫। শুক্ল যজুর্বেদ—জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত, ১৯০৮।

৬। অথর্ববেদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত।

৭। কৃষ্ণযজুর্বেদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত।

৮। মৈত্রায়ণী সংহিতা—যোগেন্দ্রনাথ বাগচী সম্পাদিত।

৯। সামবেদ সংহিতা—দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত, ১৩৩৩।

১০। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ।

১১। কৌশিতকী ব্রাহ্মণ।

১২। শতপথ ব্রাহ্মণ।

১৩। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

১৪। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ।

১৫। তবলকার ব্রাহ্মণ।

১৬। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ—দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত, দেবসাহিত্য কুটীর, ১৩৬৫।

১৭। মণ্ডুকোপনিষৎ—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত।

১৮। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

১৯। ঈশোপনিষৎ—দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ সম্পাদিত, দেবসাহিত্য কুটীর, ১৩৫৬।

২০। কঠোপনিষৎ— ঐ।

২১। ঐতরেয় আরণ্যক।

২২। পারস্কর গৃহ্যসূত্র।

২৩। গোভিল গৃহ্যসূত্র—সত্যব্রত সামশ্রমী সম্পাদিত, ১৮৮৬।

২৪। গৃহ্য সংগ্রহ—সত্যব্রত সামশ্রমী সম্পাদিত, ১৮৯১।
২৫। সর্বানুক্রমণি।
২৬। প্রশ্নোপনিষৎ।
২৭। বৃহদ্দেবতা।
২৮। নিরুক্ত—যাস্ক, অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত, (ক.বি.), ১৯৫৫, (১ম—৪র্থ খণ্ড)।
২৯। বাল্মীকিপ্রণীতম্ রামায়ণম্—তিলকটীকা সহ।
৩০। মহাভারতম্—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, ১৮৩০ শকাব্দ।
৩১। মহাভারতম্ বর্ধমান রাজবাটী সংস্করণ, ১৮০৩ শকাব্দ।
৩২। বিষ্ণুপুরাণ—বঙ্গবাসী সং, ১২৯৪।
৩৩। বিষ্ণুপুরাণ—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, ১৩৩১।
৩৪। কালিকাপুরাণ।
৩৫। লিঙ্গপুরাণ।
৩৬। বরাহপুরাণ।
৩৭। বায়ুপুরাণ।
৩৮। বামনপুরাণ।
৩৯। পদ্মপুরাণ (সৃষ্টি খণ্ড)—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত।
৪০। পদ্মপুরাণ (ভূমি খণ্ড), ঐ ১৩৩১।
৪১। পদ্মপুরাণ (ক্রিয়াযোগসার)— ঐ।
৪২। কূর্মপুরাণ।
৪৩। মার্কণ্ডেয়পুরাণ—মহেশচন্দ্র পাল প্রকাশিত, ১৮১২ শকাব্দ।
৪৪। মৎস্যপুরাণ—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, বঙ্গবাসী প্রকাশিত, ১৩১৬।
৪৫। স্কন্দপুরাণ (কাশী খণ্ড)— ঐ।
৪৬। স্কন্দপুরাণ (প্রভাস খণ্ড)— ঐ।
৪৭। স্কন্দপুরাণ (রেবা খণ্ড)— ঐ।
৪৮। স্কন্দপুরাণ (ব্রহ্ম খণ্ড)— ঐ।
৪৯। স্কন্দপুরাণ (আবন্ত্য খণ্ড)— ঐ।
৫০। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ঐ, ১৮২৭ শকাব্দ।
৫১। ভবিষ্যপুরাণ।

৫২। সৌরপুরাণ।

৫৩। অগ্নিপুরাণ।

৫৪। বৃহদ্ধর্মপুরাণ—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, বঙ্গবাসী প্রকাশিত, ১৩০০ সাল।

৫৫। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

৫৬। শিবপুরাণ (বায়বীয় সংহিতা)।

৫৭। শিবপুরাণ (জ্ঞান সংহিতা)।

৫৮। শ্রীমদ্ভাগবতম্—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, বঙ্গবাসী প্রকাশিত, ১৩৩৪।

৫৯। হরিবংশম্— ঐ।

৬০। দেবীভাগবতম্— ঐ, ১৮২৪ শকাব্দ।

৬১। গীতা।

৬২। গণেশ-গীতা।

৬৩। কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্—আর্. শ্যামা শাস্ত্রী সম্পাদিত, ১২৯৪।

৬৪। প্রপঞ্চসারতন্ত্রম্—আর্থার এ্যাভলন সম্পাদিত।

৬৫। সারদাতিলকতন্ত্রম্— ঐ।

৬৬। মহানির্বাণতন্ত্রম্— ঐ।

৬৭। বহ্বৃচোপনিষৎ— ঐ।

৬৮। তন্ত্ররাজতন্ত্রম— ঐ।

৬৯। তন্ত্রসারঃ—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, বঙ্গবাসী প্রকাশিত, ১৩৩৪।

৭০। ভরতমুনি প্রণীতম্ নাট্যশাস্ত্রম্।

৭১। বৃহৎসংহিতা—বরাহমিহির, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, ১৮১৪ শকাব্দ।

৭২। ভাগবৎসন্দর্ভ—শ্রীজীব গোস্বামী প্রণীত।

৭৩। কুমারসম্ভব কাব্যম্—মহাকবি কালিদাস বিরচিত, বরদাপ্রসাদ মজুমদার প্রকাশিত—১৯২৬।

৭৪। মনুসংহিতা।

৭৫। চরকসংহিতা—বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৩০০ সাল।

৭৬। শুক্রনীতিসারঃ,

৭৭। শ্রীশ্রীচণ্ডী—শ্যামাচরণ কবিরত্ন সম্পাদিত।

বাঙ্গালা গ্রন্থ

১। ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ (১ম খণ্ড)—রমেশচন্দ্র দত্ত, ১২৯২।
২। ঐ (২য় খণ্ড)—১২৯৩।
৩। মহাভারতের বঙ্গানুবাদ (১-৫)—কালীপ্রসন্ন সিংহ, বসুমতী সং।
৪। মহাভারতের বঙ্গানুবাদ—বর্ধমান রাজবাটী সং—১৭৯৪ শকাব্দ।
৫। ঘনরামের ধর্মমঙ্গল—পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত (ক.বি.), ১৯৬২।
৬। রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল—ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত, বর্ধমান সাহিত্যসভা প্রকাশিত, ১৩৫১।
৭। মঙ্গলচণ্ডীর গীত –দ্বিজমাধব রচিত—সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত (ক.বি.), ১৯৬৫।
৮। কবিকঙ্কণ চণ্ডী—মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, পূর্ণচন্দ্র শীল প্রকাশিত, ১৩৩৪।
৯। মনসার ভাসান—ক্ষমানন্দ কেতকাদাস, বিহারীলাল সরকার প্রকাশিত, ১২৯২ সাল।
১০। অভয়ামঙ্গল—আশুতোষ দাস সম্পাদিত (ক.বি.), ১৯৫৭।
১১। শিবায়ন—রামেশ্বর ভট্টাচার্য –যোগিলাল হালদার সম্পাদিত (ক.বি.), ১৯৪৭।
১২। সারদামঙ্গল—বিহারীলাল চক্রবর্তী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫৬।
১৩। নৈবেদ্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশ্বভারতী)।
১৪। কথা— ঐ।
১৫। পূরবী— ঐ।
১৬। শ্যামলী— ঐ।
১৭। প্রান্তিক— ঐ।
১৮। মেঘনাদবধ কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
১৯। বীরাঙ্গনা কাব্য— ঐ।
২০। বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল –যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬১।
২১। কাব্য সঞ্চয়ন—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্. সি. সরকার, ১৯৫৩।
২২। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙ্গালীর উত্তরাধিকার, ১ম খণ্ড, জাহ্নবী চক্রবর্তী, ডি. এম্ লাইব্রেরী।

২৩। রবীন্দ্রসঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

২৪। বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা—দুর্গাদাস লাহিড়ী।

২৫। ভাষার ইতিবৃত্ত—ডঃ সুকুমার সেন, ইস্টার্ন পাবলিশার্স।

২৬। ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ভারতী লাইব্রেরী, ১৩৭২।

২৭। বেদের পরিচয়—যোগিরাজ বসু।

২৮। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র—রাধাগোবিন্দ বসাক, জেনারেল প্রিন্টার্স —১৯৫০।

২৯। পঞ্চোপাসনা—ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফার্মা কেএল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৬০।

৩০। সাধক কবি কমলাকান্ত—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ভট্টাচার্য্য সন্স্ (প্রাঃ) লিঃ, ১৯৫৭।

৩১। সাধক কবি রামপ্রসাদ—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ভট্টাচার্য সন্স্, ১৯৫৪।

৩২। বৌদ্ধ দেবদেবী—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতী, ১৩৬২।

৩৩। মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণ—রজনীকান্ত গুহ, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী, ১৩৫১।

৩৪। বাংলাদেশের ইতিহাস—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, জেনারেল প্রিন্টার্স, এণ্ড পাবলিশার্স, ১৩৫৬।

৩৫। প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালী—ডঃ সুকুমার সেন, বিশ্ববিদ্যা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৩।

৩৬। ভারতবর্ষ ও বৃহত্তর ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত—উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ১ম খণ্ড, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৫৭।

৩৭। পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা—৩য় খণ্ড, অশোক মিত্র সম্পাদিত ও ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত।

৩৮। প্রচার পত্রিকা—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১ম খণ্ড ১২৯১।

ইংরাজী গ্রন্থ

1. Hindu Polytheism—Alain Danielou, Routledge, & Kegan Paul, London.
2. On the Veda—Sri Aravinda, Aravinda Asram, Pandichari.
3. Essays—Hume.
4. Ancient and Hindu Mythology—Lieutenant colonel Vans Kennedy.
5. Vedic Reader—A. Macdonell.
6. Cambride History of India—Vol. I, Ed. E. J. Rapson. Cambridge University Press, 1922.
7. Vedic Age—Bharatiya Itihasa Samiti, Allen & Unwin, 1952.
8. A History of Indian Literature—Vol. I, Pt. I, —M. Winternitz (C.U.), 1959.
9. Hinduism and Buddhism—Sir Charles Eliot, Vols. I & II.
10. Buddhist and Hindu Mythology—Lieut. Col. Vans. Kennedy.
11. Chips from a German Workshop—Maxmuller, Vols. I, II & III (1867).
12. Indian Wisdom—Prof. Williams.
13. Ṛgvedic culture—Dr. A. C. Das, R. Cambray & Co, 1925.
14. Rigvedic India—Dr. A. C. Das (C.U), 1921.
15. Elements of Hindu Iconography—Gopinath Rao.
16. Epic Mythology—E. W. Hopkins.
17. Vedic Mythology—Macdonell.
18. Gods of India—Rev. E. Osborn Martin.
19. Ancient India—as described by Arrian and Megasthenes, McCrindle, Rev. Edn.—R. C. Mazumdar, 1960.
20. Chandragupta Maurya and his times—Dr. Radha Kumud Mukherjee, Rajkamal Publications, 1953.

21. Ancient Indian Numismatics—Surendra Kisor Chakraborti, 1931.
22. Development of Hindu Iconography—Jitendra Nath Banerjee, (C.U.), 1941.
23. History of Indian Literature—A. Weber, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 1914.
24. Science and Language—Maxmuller, Vol. II (5th Edn.), 1882.
25. Introduction to Aitareya Brahmana—Vol. I (1863).
26. Buddhism and Mythology of Evil—T. O. Ling.
27. Great Epics of India—E. W. Hopkins.
28. Religion and Philosophy of the Veda—Dr. A. B. Keith.
29. Indian Coins—Rapson
30. Vedic Index—Vols. I & II—Macdonell & Keith (Matilal Benarasi Das, Beneras).
31. Epics Myths & Legends of India—P. Thomas, D. B. Taraporevala, Bombay.
32. Classical Dictionary of Hindu Mythology Religion, Geography History and Literature—John Dowson.
33. Ṛgveda (Translation)—Maxmuller, Vol. I, (1869).
34. Religion of the Veda—Bloomfield.
35. Introduction to Mythology & Folklore—Cox.
36. Ṛgveda—Rev. Krishna Mohan Bandyopadhyaya.
37. Primitive Culture —J. Tylor.
38. India what can it teach us—Maxmuller (1883).
39. Mahabharata as a history and a drama Promatha Nath Mullick—Thacker Spink & Co. (1933).
40. Saddhava Kalyāna Sakti Anka—Woodrof, 1938.
41. Gods of Northern Buddhism—Alice Getty, Oxford Clarendon Press, 1914.
42. Secret Doctrine—M. Blavatsky—Vol. II.
43. Religion of the Vedas—Bloomfield (1908).
44. Origin and growth of Religion—Maxmuller.
45. Chamber's Encyclopedia.
46. Greek Myths—Vol. I & II, Robert Graves (Penguine).

47. Translation of Ṛgveda—Wilson.
48. Hindu Mythology—W. J. Wilkins.
49. Religions of India—M. Barth.
50. Selected Essays—Vol. I, Maxmuller (1881).
51. Journal of the Dept. of Science—Vol. VI (C.U.).
52. Calcutta Review—January, 1961.
53. Journal of German Oriental Society—Vol. XXII.
54. Muir's Oriental Sanskrit Texts—Vols. 5, 18, 49.
55. Vedic Selections—Vols. I & II (C.U.).
56. Bengali Selections—(C.U.).

নির্দেশিকা

অসুর

ভ

ম

য

র

ল

গ্রন্থকার

হ

ক্ষ

বিবিধ

অ

আ

ই

উ

ঋ

ঐ

ক

ইংরাজী

দেবতা

গ্রন্থ

গ্রন্থকার

অন্যান্য